1603

॥ শ্রীহরি ॥

উপনিষদ্

ঈশাদি নৌ উপনিষদ্ (বঁগলা)

(ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর—একত্রে নয়টি উপনিষদ্)

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর

Books are also available at—

1. **Gobind Bhavan**
   151, Mahatma Gandhi Road,
   Kolkata—700007
   Phone: 40605293
2. **Howrah Station**
   (a) (P.F. No. 5) Near Tower Clock
   (b) (P.F. No. 18) New Complex
3. **Sealdah Station**
   (Near Main Enquiry)
4. **Kolkata Station**
   (P.F. No. 1, Near Over Bridge)
5. **Asansol Station**
   (P.F. No. 5, Near Over Bridge)
6. **Kharagpur Station**
   (P.F. No. 3)

Fourteenth Reprint 2017 4,000

Total 51,000

❖ **Price : ₹ 80**

(Eighty Rupees only)

Printed & Published by :

Gita Press, Gorakhpur—273005 (INDIA)

(a unit of Gobind Bhavan-Karyalaya, Kolkata)

Phone : (0551)2334721, 2331250; Fax: (0551)2336997

web : **gitapress.org** e-mail : **booksales@gitapress.org**

Visit gitapressbookshop.in for online purchase of Gitapress publications.

1603 Ishadi Nau Upanisad (Bangala)_Section_1_Back

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

নিবেদন

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।।
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।।

উপনিষদ্‌সমূহের মধ্যে ঈশ আদি এগারোটি উপনিষদকে প্রধান বলে গণ্য করা হয়। এগুলির মধ্যে বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য—এই দুটি উপনিষদের কলেবর অতীব বৃহৎ এবং বিষয় বস্তুও অত্যন্ত কঠিন—এই কারণে সেই সব বিষয়ের অর্থগ্রহণ করে তা সকলের বোধযোগ্যরূপে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করা আমার মতো অল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সাধ্যের অতীত, এই বিবেচনায় সে দুটি ব্যতীত অপর নয়টি উপনিষদের ওপর এই ব্যাখ্যা রচিত হয়েছে।

২০০৫ বিক্রমাব্দে (তদনুসারে বঙ্গীয় ১৩৫৬ সালে) স্বর্গাশ্রমে ঈশ এবং কেন উপনিষদের এই ব্যাখ্যা রচনা করা হয়েছিল এবং বাকী সাতটির ব্যাখ্যা গোরক্ষপুরে, পূজ্যপাদ শ্রীজয়দয়ালজীর আজ্ঞানুসারে 'কল্যাণ' পত্রিকার 'উপনিষদঙ্ক' বা উপনিষদ্ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য লেখা হয়েছিল।

এই নয়টি উপনিষদের মধ্যে প্রথম ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌টি শুক্ল যজুর্বেদ-সংহিতার চল্লিশতম অধ্যায় এবং অপর আটটি উপনিষদ্ আরণ্যক এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থ-সমূহের অংশভূত। এগুলির মধ্যে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের নির্গুণ এবং সগুণ স্বরূপের তত্ত্ব বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বেদসমূহের অন্তিম ভাগরূপে উপনিষদ্‌গুলিকে বেদান্তও বলা হয়ে থাকে। প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের পূজ্যপাদ আচার্যবৃন্দ এই উপনিষদ্‌গুলির ওপর নিজ নিজ মত অনুযায়ী ভাষ্য রচনা করেছেন, এবং সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষাতেও মহানুভব পণ্ডিতগণ এগুলির বহুবিধ টীকা প্রণয়ন করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভাষ্য ও টীকাদির হিন্দি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমার মতো

একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলির ওপর ব্যাখ্যা রচনার বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন 'কল্যাণে'র বিশেষ সংখ্যা 'উপনিষদঙ্ক' প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন আমার শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই কাজের ভার আমার ওপরেই ন্যাস্ত করেন। সুতরাং তাঁদের আদেশ পালনের জন্য এবং সেইসঙ্গে নিজের আধ্যাত্মিক চিন্তারও উন্নতির কথা ভেবে আমি নিজের বোধ-বুদ্ধি অনুসারে এই ব্যাখ্যা রচনা করে 'উপনিষদঙ্কে' প্রকাশের জন্য অর্পণ করি। এখন আবার কিছু বান্ধবজনের আগ্রহে স্থানবিশেষে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হচ্ছে। আশা করি, উদার মহানুভব পণ্ডিত এবং সন্ত-মহাত্মাগণ আমার এই শিশুসুলভ চাপল্য ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

এই ব্যাখ্যার অধিকাংশ সংশোধন 'উপনিষদাঙ্ক' মুদ্রণের সময়ে পূজ্যপাদ শ্রীজয়দয়ালজী এবং স্বামীজী শ্রীরামসুখদাসজীর অনুমোদনক্রমেই করা হয়েছিল। ব্যাকরণসম্মত অর্থ এবং হিন্দিভাষার সংশোধনে পণ্ডিত শ্রীরামনারায়ণদত্তজী শাস্ত্রীও প্রচুর সহযোগিতা করেছেন। এঁদের সকলের প্রতিই আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রদত্ত টীকায় প্রথমে অন্বয় অনুসারে শব্দার্থ করা হয়েছে এবং পরে ব্যাখ্যায় প্রত্যেক মন্ত্রের ভাব সরল ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এর দ্বারা যাঁরা মূল গ্রন্থের সঙ্গে শব্দার্থ মিলিয়ে অর্থ বুঝতে ইচ্ছুক, আবার যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ—এই দু-ধরণের পাঠকের পক্ষেই উপনিষদের ভাব হৃদয়ঙ্গম করার সুবিধা হবে।

এই সঙ্গে প্রতিটি উপনিষদের পৃথক্-পৃথক্ বিষয়সূচীও সন্নিবেশিত করা হল—এর সাহায্যে যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের অনুসন্ধানে পাঠকগণের সুবিধা হবে বলে মনে করি।

বিনীত

হরিকৃষ্ণদাস গোয়েন্দকা

গীতাভবন, ঋষিকেশ
গঙ্গাদশহরা, সংবৎ ২০১০

উপনিষদ্ সংগ্রহের ভূমিকা

বিপুলায়তন বৈদিক সাহিত্যের বৃহত্তর অংশই সাধারণ পাঠক সমাজে যদিও তত সুপরিচিত নয়, তথাপি উপনিষদ্গুলি সম্পর্কে সম্যক্ না হলেও কিছুমাত্রও ধারণা নেই—এমন ব্যক্তিও শিক্ষিত সম্প্রদায়ে সম্ভবত দুর্লভ। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে উপনিষদসমূহ থেকে বহুল উদ্ধৃতির ব্যবহার, শ্রুতি-প্রস্থান হিসাবে প্রধান উপনিষদাবলীর স্বীয় দার্শনিক মতের অনুকূলে ব্যাখ্যান এবং তদনুসারী ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনীর সমৃদ্ধি,—এ-সবই উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির জনপ্রিয়তার অভ্রান্ত প্রমাণ। বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে লৌকিক সংস্কৃত-ভাষার দুস্তর পার্থক্যের পাশাপাশি উপনিষদের ভাষার তুলনামূলক সহজবোধ্যতা হয়তো এগুলিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল, এমন ধারণাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ না করেও বলা যায় যে, এদের অন্তর্নিহিত গভীরতাই এদের বিপুলবিস্তৃত প্রভাব এবং প্রচার-প্রসারের প্রধান কারণ। আর ঠিক এইজন্যই উপনিষদ্ কখনোই 'অনাধুনিক' হয় না, কোনো সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায় না। প্রকৃতপক্ষে মানব-সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই যে চিরন্তন জিজ্ঞাসা মানুষের সর্ব অবস্থায়, তার সকল সুখে-সম্পদে, দুঃখে-সংকটে, উত্থানে-পতনে নিরন্তর জাগরূক থেকেছে, 'কিসে তার প্রকৃত সার্থকতা'—তারই সন্ধানে তাকে চির-অশান্ত করে রেখেছে,—তারই উত্তরের ইঙ্গিত, সেই শূন্যতাবোধের থেকে মুক্তির দিক্-নির্দেশ এই উপনিষদগুলির মধ্যে এক অনুপম বাণীরূপে লাভ করেছে। এই কথা মনে রেখেই আমাদের এই প্রয়াস,—আধুনিক ব্যস্ত মানুষের যন্ত্রণার ক্ষতে প্রাচীন এই প্রতিষেধকের নিরাময় প্রলেপ,—প্রধান নয়টি উপনিষদকে সংগ্রথিত করে এই 'নব' উপনিষদ্-সংগ্রহ।

উপনিষদগুলির সংখ্যা, প্রামাণিকতা, প্রাচীনতা ইত্যাদি নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক থাকলেও যেগুলির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কোনো বিপ্রতিপত্তি নেই, সেইরকম নয়টি—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়,

তৈত্তিরীয়, এবং শ্বেতাশ্বতর—এই সংগ্রহে গ্রথিত হয়েছে। আয়তনের বিশালতা এবং স্থানবিশেষে দুরূহতার কারণে ব্যাখ্যা নির্ভরতার ফলে সাধারণ পাঠকের অস্বাচ্ছন্দ্য হতে পারে এই বিবেচনায়, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক—এই দুটি প্রধান উপনিষদকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মূলের সঙ্গে উপনিষদ্-প্রবেশার্থী পাঠকের পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে হরিকৃষ্ণদাস গোয়ন্দকা মহোদয় হিন্দি ভাষায় এই সংকলন প্রস্তুত করেন যা ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর থেকে সর্বপ্রথমে প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বারা সম্পাদিত মূলের প্রতিটি পদের অর্থ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ নিয়ে সেই গ্রন্থেরই এটি বাংলা সংস্করণ। কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা দার্শনিক মতের অনুবর্তন এখানে করা হয়নি, পাঠক যাতে স্বয়ং মনন ও অনুভূতির সাহায্যে নিজস্ব বোধের ক্ষেত্রে উপনীত হতে পারেন, সেদিকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

মূল হিন্দি থেকে উপনিষদ্গুলির বঙ্গানুবাদ করেছেন ড. বিশ্বরঞ্জন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন কাব্যব্যাকারণতীর্থ ও শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ পাঠক। প্রয়োজনীয় সংশোধন করে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করার যথাসাধ্য প্রয়াস করেছেন।

নৈরাশ্যবাদী জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার উপনিষদ্গুলির মধ্যে তাঁর জীবন ও মৃত্যুর শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন, হয়তো আধুনিক যন্ত্রযুগের সমস্যা জর্জরিত মানুষের জীবনে অন্তরতর কোনো সমাধানের আশ্বাস এই শ্রুতির প্রসাদে মিলতে পারে—এই আশায় ও বিশ্বাসে আমাদের এই নিবেদন।

বিনীত

মকর সংক্রান্তি ১৪১২ **প্রকাশক**

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিষয়-সূচি

(১) ঈশাবাস্যোপনিষদ্

(২) কেনোপনিষদ্

প্রথম খণ্ড

(৩) কঠোপনিষদ্

প্রথম অধ্যায়

(প্রথম বল্লী)

(দ্বিতীয় বল্লী)

(তৃতীয় বল্লী)

দ্বিতীয় অধ্যায়

(প্রথম বল্লী)

মন্ত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা

(দ্বিতীয় বল্লী)

(তৃতীয় বল্লী)

(৪) প্রশ্নোপনিষদ্

প্রথম প্রশ্ন

মন্ত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় মুণ্ডক

(প্রথম খণ্ড)

(দ্বিতীয় খণ্ড)

তৃতীয় মুণ্ডক

(প্রথম খণ্ড)

(দ্বিতীয় খণ্ড)

(৬) মাণ্ডূক্যোপনিষদ্

দ্বিতীয় অধ্যায়

(প্রথম খণ্ড)

(৯) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্

(প্রথম অধ্যায়)

———o———

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

ঈশাবাস্যোপনিষদ্

এই ঈশাবাস্যোপনিষদ্ শুক্লযজুর্বেদকাণ্বশাখার অন্তর্গত সংহিতার চল্লিশতম অধ্যায়। মন্ত্রভাগের অংশ হওয়ায় এর বিশেষ মহত্ত্ব আছে। একেই সমস্ত উপনিষদের সর্বপ্রথম বলে মানা হয়। শুক্লযজুর্বেদের প্রথম ঊনচল্লিশটি অধ্যায়ে কর্মকাণ্ডের নিরূপণ করা হয়েছে। এটি সেই কাণ্ডের অন্তিম অধ্যায় এবং এতে ভগবত্তত্ত্বরূপ জ্ঞানকাণ্ডের নিরূপণ করা হয়েছে। এর প্রথম মন্ত্রে 'ঈশাবাস্যম্'—এইরূপ বাক্য থাকায় এটিকে 'ঈশাবাস্য' নামে অভিহিত করা হয়।

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥[১]
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ওঁ=সচ্চিদানন্দঘন ; অদঃ= সেই পরব্রহ্ম ; **পূর্ণম্**=সর্বপ্রকারে পূর্ণ ; **ইদম্**=এই (জগৎও) ; **পূর্ণম্**=পূর্ণ-ই ; (কারণ) **পূর্ণাৎ**= সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম হতেই ; **পূর্ণম্**= এই পূর্ণ ; **উদচ্যতে**=উৎপন্ন হয়েছে ; **পূর্ণস্য**=পূর্ণের ; **পূর্ণম্**=পূর্ণকে ; আদায়=নিয়ে নিলেও অর্থাৎ বাদ দিলেও ; **পূর্ণম্**=পূর্ণ ; **এব**=ই ; **অবশিষ্যতে**=অবশিষ্ট থাকে।

ব্যাখ্যা—সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম সর্বপ্রকারে সদা-সর্বদা পরিপূর্ণ। এই জগৎও সেই পরব্রহ্মের দ্বারাই পূর্ণ ; কারণ, এই পূর্ণ (জগৎ)

---

[১]এই মন্ত্র বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের প্রথম কণ্ডিকার পূর্বার্ধরূপ।

সেই পূর্ণ পুরুষোত্তম হতেই উৎপন্ন হয়েছে। এইরূপে পরব্রহ্মের পূর্ণতা দ্বারাই জগৎ পূর্ণ, সেজন্যও তা পরিপূর্ণ। সেই পূর্ণ ব্রহ্ম হতে পূর্ণকে বাদ দিলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপের শান্তি হোক।

ওঁ ঈশা বাস্যমিদ্ঁ[১]সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥ ১ ॥

জগত্যাং=অখিল ব্রহ্মাণ্ডে ; **যৎ কিং চ**=যা কিছুই ; **জগৎ**=জড়-চেতন-স্বরূপ জগৎ ; **ইদম্**=এই ; **সর্বম্**=সমস্ত ; ঈশা=ঈশ্বরের দ্বারা ; **বাস্যম্**= ব্যাপ্ত ; **তেন**= সেই ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে ; **ত্যক্তেন**=ত্যাগপূর্বক ; **ভুঞ্জীথাঃ**= একে ভোগ করো ; **মা গৃধঃ**=এতে আসক্ত হয়ো না ; **(কারণ) ধনম্**= ভোগ্য পদার্থ ; **কস্য স্বিৎ**=কার অর্থাৎ কারো নয়॥ ১ ॥

(এই উপনিষদের প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা নিম্নরূপে বহুল প্রচারিত—**জগত্যাং**=এ দৃশ্যমান জগতে ; **যৎ কিং চ**=যা কিছু ; **জগৎ**=স্থাবর-জঙ্গমময় সৃষ্ট বস্তু আছে ; **ইদম্ সর্বম্**=এ সমস্তই ; **ঈশা**=সর্ব সমর্থ সবশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা ; **বাস্যম্**= ব্যাপ্ত আছে ; **তেন**=তাঁর দ্বারা অথবা সে কারণে ; **ত্যক্তেন**= তাঁরই ভুক্তাবশিষ্ট ভোগ্য বস্তুর দ্বারা ; **ভুঞ্জীথাঃ**=নিজে ভোগ করো অর্থাৎ ঈশ্বরকে নিবেদনপূর্বক ভোগ করো ; **কস্য স্বিৎ**=কারো ; **ধনম্**=ধন ; **মা গৃধঃ**= লোভাকৃষ্ট হয়ে প্রত্যাশা করো না॥ ১ ॥)

ব্যাখ্যা—মনুষ্যগণের প্রতি বেদভগবানের পবিত্র আদেশ যে, অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু এই চরাচরাত্মক জগৎ তুমি দেখতে ও শুনতে পাচ্ছ, তা সবই সর্বাধার, সর্বনিয়ন্তা, সর্বাধিপতি, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বকল্যাণ-গুণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত আছে ; সদা সর্বত্র তাঁরই দ্বারা পরিপূর্ণ

[১]এখানে বৈদিক সম্প্রদায়-সম্মত উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূলে 'ঁ' রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্বয় স্থলে 'ঁ'-এর পরিবর্তে 'ং' ব্যবহৃত হয়েছে। এই রীতিই পরবর্তী সর্বক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়েছে, পাঠকগণ যথাস্থলে তা লক্ষ্য করবেন।

আছে (গীতা ৯।৪)। এ জগতের কোনো অংশ তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় (গীতা ১০।৩৯, ৪২)। এটি বুঝে ঈশ্বরকে নিজের সঙ্গে রেখে— সদাসর্বদা তাঁকে স্মরণ করতে করতে তুমি এ জগতের প্রতি মমতা ও আসক্তি ত্যাগ করে কেবলমাত্র কর্তব্য-পালনের জন্যই বিষয়সমূহের যথাবিধি উপভোগ করো অর্থাৎ বিশ্বরূপ ঈশ্বরের পূজার জন্যই কর্মসকলের আচরণ করো। বিষয়সমূহে মনকে আসক্ত হতে দিও না, এতেই তোমার কল্যাণ নিশ্চিত (গীতা ২।৬৪ ; ৩।৯ ; ১৮।৪৬)। বস্তুত এই ভোগ্য পদার্থ কারো নয়। মানুষ ভুলবশত তাতে মমতা ও আসক্তি করে থাকে। এ সব কিছুই পরমেশ্বরের এবং তাঁরই প্রসন্নতার জন্য এগুলি ব্যবহার করা উচিত।। ১ ।।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছত্ঁসমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।। ২ ।।

ইহ=এ জগতে ; **কর্মাণি**=শাস্ত্রবিহিত কর্মসকল ; **কুর্বন্**=(ঈশ্বর পূজার জন্য) করতে করতে ; **এব**=ই ; **শতং সমাঃ**=শত বর্ষ পর্যন্ত ; **জিজীবিষেৎ**= জীবিত থাকার ইচ্ছা করবে ; **এবম্**=এরূপে (ত্যাগভাবে, পরমেশ্বরের জন্য) ; **কর্ম**=কৃত কর্ম ; **ত্বয়ি**= তোমাতে ; **নরে**=মনুষ্যে ; **ন লিপ্যতে**=লিপ্ত হবে না ; **ইতঃ**=এ হতে (ভিন্ন) ; **অন্যথা**=অন্য কোনো প্রকার অর্থাৎ পথ ; **ন অস্তি**=নাই (যার দ্বারা মনুষ্য কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হতে পারে)।। ২ ।।

ব্যাখ্যা—পূর্ব মন্ত্রের কথানুসারে জগতের একমাত্র কর্তা, ধর্তা (অর্থাৎ পালনকারী), হর্তা (সংহারকারী), সর্বশক্তিমান, সর্বময় পরমেশ্বরকে সদা স্মরণে রেখে 'সব কিছুই তাঁরই' এরূপ বোধপূর্বক তাঁরই পূজার জন্য শাস্ত্রনিয়ত কর্মসমূহের আচরণ করতে করতে শত বর্ষ পর্যন্ত জীবিত থাকার ইচ্ছা করো—এভাবে নিজের পূর্ণ জীবনকে পরমেশ্বরে সমর্পণ করে দাও। এরূপ বোধে প্রতিষ্ঠিত হও যে, শাস্ত্রোক্ত স্বকর্মের আচরণ করতে করতে জীবন-নির্বাহ করা কেবল পরমেশ্বরের পূজার জন্যই, নিজের জন্য নয় অর্থাৎ ভোগ্য বস্তু ভোগ করার জন্য নয়। এরূপ করলে সেই কর্ম তোমাকে বন্ধন করতে পারবে না। কর্ম করতে করতে কর্মসমূহে লিপ্ত না হবার এটাই একমাত্র পথ। এ ব্যতীত কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবার অন্য কোনো পথ নেই। (গীতা

২।৫০, ৫১ ; ৫।১০)॥ ২ ॥

সম্বন্ধ—*এরূপে কর্মফলরূপ জন্মবন্ধন হতে মুক্ত হবার নিশ্চিত পথ নির্দেশ করে এখন তার বিপরীত পথে গমনকারী মনুষ্যগণের গতি বর্ণনা করছেন—*

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাঽঽবৃতাঃ।
তাঁস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ৩ ॥

অসুর্যাঃ=অসুরদের ; (যে) **নাম**=প্রসিদ্ধ ; **লোকাঃ**=নানাপ্রকার যোনিসমূহ এবং নরকরূপ লোকসমূহ আছে ; **তে**=সে সকল ; **অন্ধেন তমসা**=অজ্ঞান ও দুঃখ ক্লেশরূপ ঘোর অন্ধকারে ; **আবৃতাঃ**=আচ্ছাদিত আছে ; **যে কে চ**= যে কোনো ; **আত্মহনঃ**=আত্মাকে হত্যাকারী ; **জনাঃ**= মনুষ্যগণ ; **তে**=তারা ; **প্রেত্য**=মৃত্যুলাভ করে ; **তান্**=সেই ভয়ংকর লোকসকলকে ; **অভিগচ্ছন্তি**=বার বার প্রাপ্ত হয়॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—মানবদেহ অন্য সব দেহ হতে শ্রেষ্ঠ এবং পরম দুর্লভ। এ দেহ ভগবানের বিশেষ কৃপায় জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার জন্যই লাভ হয়। এরূপ দেহ প্রাপ্ত হয়েও যে মানুষ নিজের কর্মসমূহকে ঈশ্বর-পূজার জন্য সমর্পণ করে না এবং জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দভোগকেই জীবনের পরম কাম্য মনে করে বিষয়সমূহে আসক্তি ও কামনাপরবশ হয়ে যে-কোনোভাবে কেবল বিষয়প্রাপ্তিতে এবং তার যথেচ্ছ উপভোগে আসক্ত থাকে, সে মানুষ বস্তুত আত্মহত্যাকারী ; কারণ, এভাবে নিজের পতন ঘটিয়ে সেই মানুষ জীবনকে কেবল ব্যর্থই করে না, উপরন্তু নিজেকে অধিক কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে। এই কামভোগপরায়ণ মানুষ যে কেউ হোক না কেন, সংসারে তার বিশাল নাম, যশ, বৈভব বা উচ্চ অধিকার থাক না কেন, মৃত্যুর পর কর্মসমূহের ফলস্বরূপ বার বার তাকে কুকুর, শূকর, কীট, পতঙ্গাদি নানা শোকসন্তাপপূর্ণ আসুরী যোনিসমূহে এবং ভয়ানক নরকাদিতে কষ্টভোগ করতে হয় (গীতা ১৬।১৬, ১৯, ২০), এগুলি আসুরী স্বভাবযুক্ত অধম প্রকৃতির লোকেদের জন্য নির্দিষ্ট আছে এবং সেগুলি ভয়ানক অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছাদিত। সে কারণে গীতায় ভগবান বলেছেন—নিজেকে নিজে উদ্ধার করবে, নিজের

পতন নিজে ঘটাবে না (গীতা ৬।৫)॥ ৩ ॥

সম্বন্ধ—*যে পরমেশ্বর সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপ্ত আছেন, যাঁকে সদা স্মরণ করতে করতে এবং যাঁর পূজার জন্যই সমস্ত কর্ম করতে হয়, তিনি কীরূপ ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলছেন*—

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥ ৪ ॥

তৎ= সেই পরমেশ্বর ; **অনেজৎ**=নিশ্চল ; **একম্**=এক ; (এবং) **মনসঃ**=মন হতেও ; **জবীয়ঃ**=অধিক তীব্র গতিযুক্ত ; **পূর্বম্**=সকলের আদি ; **অর্ষৎ**=জ্ঞানস্বরূপ বা সর্বজ্ঞ ; **এনৎ**=এই পরমেশ্বরকে ; **দেবাঃ**=ইন্দ্রাদি দেবগণও ; **ন আপ্নুবন্**=লাভ করতে পারেন না বা জানতে পারেন না ; তৎ=তিনি (পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম) ; **অন্যান্**=অপর ; **ধাবতঃ**=ধাবিতগণকে ; **তিষ্ঠৎ**=(স্বয়ং) স্থিত অর্থাৎ নিশ্চল থেকেই ; **অত্যেতি**=অতিক্রম করে যান ; **তস্মিন্**=তাঁর অবস্থানেই অর্থাৎ তাঁর সত্তা-শক্তিতে ; **মাতরিশ্বা**=বায়ু আদি দেবতা ; **অপঃ**=জলবর্ষণাদি ক্রিয়া ; **দধাতি**=করতে সমর্থ হন॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—সেই সর্বান্তর্যামী সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর নিশ্চল ও একক, তথাপি তিনি মন হতেও অধিক তীব্র বেগযুক্ত। যে পর্যন্ত মনের গতি, তিনি তা হতেও পূর্বে তথায় বিদ্যমান। মন তো সে পর্যন্ত যেতেই সমর্থ হয় না। তিনি সকলের আদি ও জ্ঞানস্বরূপ অথবা সকলের আদি বলে সকলকেই তিনি প্রথম থেকেই জানেন। কিন্তু তাঁকে দেবতা ও মহর্ষিগণও পূর্ণরূপে জানতে সমর্থ হন না (গীতা ১০।২)। যত তীব্র বেগযুক্ত বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ আছে অথবা বায়ু আদি দেবতা আছেন, নিজ শক্তি বলে তাঁরা পরমেশ্বরকে অনুসন্ধান করতে সদা যতই অনুধাবন করুন ; সেই পরমেশ্বর নিত্য নিশ্চল হয়েও সে সবকে অতিক্রম করে পূর্বেই বর্তমান থাকেন। তাঁরা সে স্থান পর্যন্ত যেতেই পারেন না। অসীমের সীমাজ্ঞান সসীমের কীভাবে হতে পারে ? কারণ, বায়ু আদি দেবতাদের মধ্যে যে শক্তি আছে, যার দ্বারা তাঁরা জলবর্ষণ, প্রকাশন, প্রাণিগণের প্রাণধারণ প্রভৃতি কর্ম করতে সমর্থ হন, সে শক্তি তো সেই অচিন্ত্য শক্তি পরমেশ্বরের শক্তিরই এক অংশ মাত্র। তাঁর সহযোগ ব্যতীত তাঁরা কিছুই

করতে পারেন না॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ—*এখন প্রকারান্তরে পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিমত্তা ও ব্যাপকতা পুনরায় বর্ণিত হচ্ছে—*

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্ দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫ ॥

তৎ=তিনি ; **এজতি**=চলেন ; **তৎ**=তিনি ; **ন এজতি**=চলেন না ; **তৎ**=তিনি ; **দূরে**=দূর হতেও বহু দূরে ; **তৎ**=তিনি ; **উ অন্তিকে**=অত্যন্ত নিকটে ; **তৎ**=তিনি ; **অস্য**=এই ; **সর্বস্য**=সমস্ত জগতের ; **অন্তঃ**=অন্তরে পরিপূর্ণ ; (এবং) **তৎ**=তিনি ; **অস্য**=এই ; **সর্বস্য**=সমস্ত জগতের ; **উ বাহ্যতঃ**=বাইরেও পরিপূর্ণ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—সেই পরমেশ্বর চলেন এবং চলেনও না ; একই কালে পরস্পরবিরোধী ভাব, গুণ ও ক্রিয়া যাঁতে বিদ্যমান থাকে, তিনিই তো পরমেশ্বর। এ তাঁর অচিন্ত্যশক্তির মহিমা। অন্যভাবেও এ কথা বলা যায় যে, ভগবান নিজের দিব্যধামে ও লীলাধামে স্বীয় প্রিয় ভক্তগণের সুখপ্রদানের জন্য অপ্রাকৃত সগুণ-সাকার রূপে প্রকট হয়ে লীলা ক্রীড়া করেন, তাই তাঁর চলা ; আর নির্গুণরূপে যে সদা সর্বথা অচল হয়ে স্থিতি, তাই তাঁর না-চলা। এরূপে তিনি শ্রদ্ধা-প্রেমবর্জিত মনুষ্যগণকে কখনো দর্শন দেন না, অতএব সেই মনুষ্যগণের নিকট তিনি দূর হতেও বহু দূরে ; আর প্রেমী ভক্ত মানুষ প্রেমভরে ডাকলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভক্তের সামনে প্রকট হয়ে থাকেন, তাই ভক্তের জন্য তিনি নিকট হতেও নিকটে। এর অতিরিক্তও বলা যায় যে, তিনি সদা-সর্বত্র পরিপূর্ণ, তাই তিনি দূর হতেও দূর এবং নিকট হতেও নিকট ; কারণ, এরূপ কোনো স্থান নেই, যেখানে তিনি নেই। সকলের অন্তর্যামী বলে তিনি অত্যন্ত নিকটস্থ ; আবার যারা অজ্ঞানী, তারা এঁকে সেভাবে জানতে পারে না ; তাদের পক্ষে তিনি দূর হতেও বহু দূরে অবস্থিত (গীতা ১৩।১৫)। বস্তুত সমস্ত জগতের আধার এবং পরম কারণও তিনিই, তাই বাইরে ভিতরে (অন্তরে) সব স্থানেই তিনি পরিপূর্ণ (গীতা ৭।৭)॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ—*এরপর দুটি মন্ত্রে এই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ*

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬ ॥

তু=কিন্তু ; যঃ= যে মনুষ্য ; **সর্বাণি**=সমস্ত ; **ভূতানি**=প্রাণিগণকে ; **আত্মনি**=পরমাত্মায় ; **এব**=ই ; **অনুপশ্যতি**=নিরন্তর দর্শন করে ; **চ**=এবং ; **সর্বভূতেষু**=সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে ; **আত্মানম্**=পরমাত্মাকে (দর্শন করে) ; **ততঃ**=তারপরে (সেই মানুষ কখনো) ; **ন বিজিগুপ্সতে** =কাকেও ঘৃণা করে না॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—এরূপে যে মানুষ প্রাণিমাত্রকেই সর্বাধার পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম পরমাত্মাতে দর্শন করে এবং সর্বান্তর্যামী পরম প্রভু পরমাত্মাকে প্রাণিমাত্রেই দর্শন করে, সেই মানুষ কীরূপে কাকে ঘৃণা বা দ্বেষ করবে ? সেই মানুষ সদা-সর্বত্র নিজের পরম প্রভুকেই দর্শন করে (গীতা ৬।২৯-৩০) মনে মনেই সকলকে প্রণাম করতে থাকে এবং সকলকে সর্বপ্রকারে সেবা ও তাদের সুখদান করার বাসনা পোষণ করে ॥ ৬ ॥

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭ ॥

যস্মিন্= যে অবস্থায় ; **বিজানতঃ** =পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে উত্তমরূপে জ্ঞাত মহাপুরুষের (অনুভবে) ; **সর্বাণি**=সমস্ত ; **ভূতানি** =প্রাণিগণ ; **আত্মা**=একমাত্র পরমাত্মস্বরূপ ; **এব**=ই ; **অভূৎ**=হয়ে গেছে ; **তত্র**= সেই অবস্থায় ; **একত্বম্**=একত্ব, একমাত্র পরমেশ্বরকে ; **অনুপশ্যতঃ**=নিরন্তর সাক্ষাৎকারী মহাপুরুষের জন্য ; **কঃ**=কোনোরূপ ; **মোহঃ**=মোহ (থাকে না এবং) ; **কঃ**=কোনোরূপ ; **শোক**=শোক (থাকে না ; তিনি শোক-মোহ শূন্য হয়ে যান এবং সর্বদা আনন্দে পরিপূর্ণ থাকেন)॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—এরূপে মানুষ যখন পরমাত্মাকে উত্তমরূপে জানতে পারেন, যখন তাঁর সর্বত্র ভগবদ্দৃষ্টি লাভ হয়, যখন তিনি প্রাণিমাত্রেই একক তত্ত্ব পরমাত্মাকেই দর্শন করতে থাকেন, তখন তাঁর সদা-সর্বত্র পরমাত্মারই দর্শন হতে থাকে। সেই সময় তাঁর অন্তঃকরণে শোক, মোহ প্রভৃতি বিকার কীরূপে হতে পারে ? তিনি তো তখন এমন আনন্দমগ্ন হয়ে যান যে, শোক-মোহাদি

বিকারসমূহের ছায়াও তাঁর চিত্তে থাকতে পারে না। লোকসকলের দৃষ্টিতে তিনি সব কিছু করতে থাকলেও বস্তুত তিনি নিজের প্রভুতেই ক্রীড়া করেন (গীতা ৬।৩১)। তাঁর কাছে প্রভু ও প্রভুর লীলার অতিরিক্ত অন্য কিছুই থাকে না॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ—*এভাবে পরমপ্রভু পরমেশ্বরকে তত্ত্বানুসারে জানবার ও সর্বত্র দেখার ফল বলছেন*—

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরঁ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতো-
ঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮ ॥

সঃ=সেই মহাপুরুষ ; **শুক্রম্**=পরম তেজোময় ; **অকায়ম্**=সূক্ষ্মদেহরহিত ; **অব্রণম্**=নিশ্ছিদ্র বা অক্ষত ; **অস্নাবিরম্**=শিরাসকলবর্জিত—স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহশূন্য ; **শুদ্ধম্**=অপ্রাকৃত দিব্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ ; **অপাপবিদ্ধম্**= শুভাশুভ কর্ম-সম্পর্কশূন্য পরমেশ্বরকে ; **পর্যগাৎ**=প্রাপ্ত হন ; (যিনি) **কবি**=সর্বদ্রষ্টা ; **মনীষী**=সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানস্বরূপ ; **পরিভূঃ**=সর্বোপরি বিদ্যমান এবং সর্বনিয়ন্তা ; **স্বয়ম্ভূঃ**=স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ ; (এবং) **শাশ্বতীভ্যঃ**= অনাদি ; **সমাভ্যঃ**= কাল হতে ; **যাথাতথ্যতঃ**=সমস্ত প্রাণিগণের কর্মানুসারে যথাযোগ্য ; **অর্থান্**=পদার্থসমূহকে ; **ব্যদধাৎ**=সৃষ্টি করে আসছেন॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—উপরি-উক্ত বর্ণনানুসারে পরমেশ্বরকে সর্বত্র দর্শনকারী মহাপুরুষ সেই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম সর্বেশ্বরকে প্রাপ্ত হন, যিনি শুভাশুভ কর্মজনিত প্রাকৃত সূক্ষ্ম দেহ এবং পাঞ্চভৌতিক অস্থি-শিরা-মাংসাদিময় ষড়্‌বিকারযুক্ত স্থূল দেহরহিত, ছিদ্রবর্জিত, দিব্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন, ক্রান্তদর্শী—সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সকলকে নিয়ন্ত্রণকারী সর্বাধিপতি, কর্মপরবশে নয়, স্বয়ংই স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ, আর অনাদিকাল হতে সকল প্রাণীর জন্য তাদের কর্মানুসারে সমস্ত পদার্থসমূহকে যথাযোগ্য রূপে সৃষ্টি এবং বিভাগ ব্যবস্থা করে আসছেন॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ—*এরপর তিনটি মন্ত্রে বিদ্যা ও অবিদ্যার তত্ত্ব নিরূপণ করবেন।*

এই প্রকরণে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে প্রাপ্তির সাধন 'জ্ঞান'কে বিদ্যা নামে বলা হয়েছে এবং স্বর্গাদি লোকসকলের প্রাপ্তি অথবা ইহলোকে বিবিধ ভোগৈশ্বর্য প্রাপ্তির সাধন 'কর্ম'কে অবিদ্যা নামে বলা হয়েছে। এই জ্ঞান ও কর্ম—এ দুইয়ের তত্ত্বকে ভালোভাবে জেনে তার অনুষ্ঠানকারী মনুষ্যই এই দুই সাধনের দ্বারা সর্বোত্তম এবং বাস্তবিক ফল লাভ করতে পারে, অন্যথা নয়—এই রহস্যকে বুঝাবার জন্য প্রথমে ওই দুই তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ না জেনে তার অনুষ্ঠানকারী মনুষ্যগণের দুর্গতির বর্ণনা করছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াঁ্ রতাঃ॥ ৯ ॥

যে=যে মনুষ্যগণ ; **অবিদ্যাম্**=অবিদ্যার ; **উপাসতে**=উপাসনা করে ; (তারা) ; **অন্ধম্**=অজ্ঞানস্বরূপ ; **তমঃ**=ঘোর অন্ধকারে ; **প্রবিশন্তি**=প্রবেশ করে ; (এবং) **যে**=যে মনুষ্যগণ ; **বিদ্যায়াম্**=বিদ্যাতে ; **রতাঃ**=রত অর্থাৎ জ্ঞানের মিথ্যাভিমানে মত্ত ; **তে**=তারা ; **ততঃ**=তা হতে ; **উ**=ও ; **ভূয়ঃ ইব**=যেন অধিকতর ; **তমঃ**=অন্ধকারে (প্রবেশ করে)॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—যে মানুষ ভোগে আসক্ত হয়ে ভোগপ্রাপ্তির সাধনরূপ অবিদ্যাযুক্ত নানাপ্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করে, সেই মানুষ সেই সব কর্মের ফলস্বরূপ অজ্ঞানান্ধকারে পরিপূর্ণ বিবিধ জন্ম এবং ভোগসমূহ প্রাপ্ত হয়। সেই মানুষ মনুষ্য-জন্মের চরম ও পরম লক্ষ্য পরমেশ্বরকে না পেয়ে নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারপ্রবাহে পড়ে নানাবিধ তাপে সন্তপ্ত হতে থাকে।

অন্য যে সকল মানুষ অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য কর্তৃত্ববোধকে ত্যাগ করে কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে না এবং বিবেক-বৈরাগ্যাদি জ্ঞানের প্রাথমিক সাধনসমূহেরও আচরণ করে না ; বরং কেবল শাস্ত্রসকল পাঠ করে ও শ্রবণ করে বিদ্যার—জ্ঞানের মিথ্যা অহংকার করে জ্ঞানাভিমানী হয়ে পড়ে, এরূপ জ্ঞানাভিমানী মানুষ নিজেকে জ্ঞানী মনে করে 'আমার আর কোনো কর্তব্য নেই' এই ধরনের কথা বলে কর্তব্য-কর্মসমূহ ত্যাগ করে এবং ইন্দ্রিয়গুলির বশীভূত হয়ে শাস্ত্রবিধির বিপরীত যথেচ্ছ আচরণ করতে থাকে। এর ফলে সেই মানুষ সকামভাবে কর্মকারী বিষয়াসক্ত মনুষ্যগণ অপেক্ষাও অধিকতর

অন্ধকার অর্থাৎ পশু-পক্ষী, শূকর-কুকুর আদি নীচ যোনিসকল এবং রৌরব-কুম্ভীপাকাদি ঘোর নরকসকল প্রাপ্ত হয়॥ ৯ ॥

সম্বন্ধ—*শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠান করলে যে সর্বোত্তম পরিণাম হয়, তাই সংকেতে বর্ণিত হচ্ছে—*

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্ বিচচক্ষিরে॥ ১০ ॥

বিদ্যয়া=জ্ঞানের যথার্থ অনুষ্ঠানে ; **অন্যৎ এব**=অন্য একরূপ ফল ; **আহুঃ**=বলেন ; (এবং) **অবিদ্যয়া**=কর্মসমূহের যথার্থ অনুষ্ঠানে ; **অন্যৎ**=অন্যপ্রকার ফল ; **আহুঃ**=বলেন ; **ইতি**=এরূপ ; (আমরা) **ধীরাণাম্**=ধীর পুরুষগণের নিকট হতে ; **শুশ্রুম**=শুনেছি ; **যে**=যাঁরা ; **নঃ**=আমাদেরকে ; **তৎ**=সেই বিষয়টি ; **বিচচক্ষিরে**=ব্যাখ্যা করে ভালোভাবে বুঝিয়েছেন॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—সর্বোত্তম ফলপ্রাপ্তিকারক জ্ঞানের যথার্থ স্বরূপ হল নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক, ক্ষণভঙ্গুর বিনাশশীল অনিত্য লৌকিক ও পারলৌকিক ভোগসামগ্রীসমূহে ও তাদের প্রাপ্তির সাধনে পূর্ণ বিরক্তি, সংযমপূর্ণ পবিত্র জীবন এবং একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্মের চিন্তায় অখণ্ডভাবে সংলগ্নতা। এই যথার্থ জ্ঞানের অনুষ্ঠানে জ্ঞানী সাধক পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হন (গীতা ১৮।৪৯-৫৫)। জ্ঞানাভিমানে রত স্বেচ্ছাচারী মানুষের যে দুর্গতিরূপ ফললাভ হয়, যথার্থ জ্ঞানের এই সর্বোত্তম ফল তা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিলক্ষণ।

সেই প্রকারেই সর্বোত্তম ফলপ্রাপ্তি কারক কর্মের স্বরূপ হল কর্মে কর্তৃত্বের অভিমানের অভাব (অবিদ্যমান), রাগ-দ্বেষ ও ফলকামনার অভাব এবং নিজ বর্ণাশ্রম ও পরিস্থিতির অনুরূপ কেবল ভগবৎসেবার ভাবে শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রবিহিত কর্মসকলের যথাযোগ্য আচরণ। এর অনুষ্ঠানের দ্বারা সমস্ত দুর্গুণ ও দুরাচারের সম্পূর্ণ নাশ হয়ে যায় এবং হর্ষ-শোকাদি বিকাররহিত হয়ে সাধক মৃত্যুময় সংসার-সাগর পার হয়ে যান। সকামভাবে কর্ম অনুষ্ঠানকারীর কর্মসমূহের যে পুনর্জন্মরূপ ফল প্রাপ্তি হয়, তা হতে এই যথার্থ কর্ম আচরণের

ফল সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিলক্ষণ।

আমরা সেই পরম জ্ঞানী মহাপুরুষগণের নিকট হতে জ্ঞানের এবং কর্মের এইরূপ বিবরণ শুনেছি, তাঁরা আমাদেরকে এসব বিষয় পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করে ভালোভাবে বুঝিয়েছেন॥ ১০ ॥

সম্বন্ধ—*এখন পূর্বোক্ত জ্ঞান ও কর্ম দু'য়ের তত্ত্ব যথার্থরূপে জানার ফল স্পষ্ট শব্দে বলছেন*—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্ বেদোভয়ঁ সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥ ১১ ॥

যঃ=যে মনুষ্য ; **তৎ উভয়ম্**=সেই উভয়কে ; (অর্থাৎ) **বিদ্যাম্**=জ্ঞানের তত্ত্বকে ; **চ**=ও ; **অবিদ্যাম্**=কর্মের তত্ত্বকে ; **চ**=ও ; **সহ**=একসঙ্গে ; **বেদ**=যথার্থরূপে জানতে পারে ; **অবিদ্যয়া**=(সে) কর্মসমূহের অনুষ্ঠানে ; **মৃত্যুম্**=মৃত্যুকে ; **তীর্ত্বা**=অতিক্রম করে ; **বিদ্যয়া**=জ্ঞানের অনুষ্ঠানে ; **অমৃতম্**=অমৃতকে ; **অশ্নুতে**=উপভোগ করে অর্থাৎ অবিনাশী আনন্দময় পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে প্রত্যক্ষ লাভ করে থাকে॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—কর্ম ও অকর্মের বাস্তবিক রহস্য বুঝতে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষও ভুল করে থাকে (গীতা ৪।১৬)। এই কারণে কর্মরহস্যে অনভিজ্ঞ জ্ঞানাভিমানী মানুষ কর্মকে ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক মনে করে এবং নিজের বর্ণাশ্রম অনুমোদিত কর্তব্য-কর্মসমূহকে ত্যাগ করে থাকে ; কিন্তু এরূপ কর্মত্যাগে ত্যাগের যথার্থ ফল—কর্মবন্ধন হতে মুক্তিলাভ তার হয় না (গীতা ১৮।৮)। সেইরূপ জ্ঞানের (অকর্মাবস্থা—নৈষ্কর্ম্যের) তত্ত্ব না বোঝার কারণে মানুষ নিজেকে জ্ঞানী এবং সংসারকে অতিক্রমকারী মহাত্মা বলে মনে করে থাকে। সে তখন নিজেকে পাপ-পুণ্যে নির্লিপ্ত মনে করে মনঃকল্পিত কর্মাচরণে প্রবৃত্ত হয় অথবা কর্ম ভার বোধ করে কর্ম ত্যাগ করে এবং আলস্য, নিদ্রা ও প্রমাদে নিজের দুর্লভ মানব-জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করে ফেলে।

এই উভয় প্রকার অনর্থ হতে নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হল কর্ম ও জ্ঞানের রহস্যকে একসঙ্গে বুঝে উভয়ের যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করা। এজন্য এই মন্ত্রে (১১ মন্ত্রে) একথাই বলা হয়েছে, যে মানুষ এই কর্ম ও

জ্ঞানের তত্ত্ব একসঙ্গে ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে, সেই মানুষ নিজের বর্ণাশ্রম ও পরিস্থিতির অনুরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্মসমূহকে বাহ্যত ত্যাগ করে না, কিন্তু সে সবে কর্তৃত্বাভিমান ও রাগ-দ্বেষ এবং ফলকামনা রহিত হয়ে সেগুলির যথাযোগ্য আচরণ করে থাকে। এর দ্বারা তার জীবনযাত্রাও পরম সুখে চলতে থাকে। এভাবে কর্মানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ তার অন্তঃকরণ হতে সমস্ত দুর্গুণ ও বিকারসমূহ সরে যায় এবং তা অত্যন্ত নির্মল হয়ে ওঠে। এর ফলে ভগবৎকৃপায় সেই মানুষ মৃত্যুময় সংসার হতে অতি সহজেই অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এই কর্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই বিবেক-বৈরাগ্যসম্পন্ন হয়ে নিরন্তর ব্রহ্মবিচাররূপ জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা পরমেশ্বরের যথার্থ জ্ঞানের উদয়ে সেই মানুষ অতি শীঘ্রই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ করতে সমর্থ হয়॥ ১১ ॥

সম্বন্ধ—*এরপর তিনটি মন্ত্রে অসম্ভূতি ও সম্ভূতির তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। এই প্রকরণে 'অসম্ভূতি' শব্দের অর্থ হল যাদের পূর্ণরূপে সত্তা নেই, এরূপ বিনাশশীল দেব, পিতৃগণ ও মনুষ্যাদি যোনিসমূহ এবং তাদের ভোগ-সামগ্রীসকল। একারণে ১৪ সংখ্যক মন্ত্রে 'অসম্ভূতি' স্থানে স্পষ্টরূপে 'বিনাশ' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। এরূপ 'সম্ভূতি' শব্দের অর্থ হল যাঁর সত্তা পূর্ণরূপে বিদ্যমান, সেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকারী অবিনাশী পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম (গীতা ৭।৬-৭)।*

দেব, পিতৃগণ ও মনুষ্যাদির উপাসনা কীভাবে করতে হয় এবং অবিনাশী পরব্রহ্মের উপাসনা কীভাবে করতে হয়—এই তত্ত্ব ভালোভাবে জেনে সেগুলির অনুষ্ঠানকারী মনুষ্যই সে সবের সর্বোত্তম ফল লাভ করতে পারে। এই ভাবকে যথার্থরূপে বোধগম্য করানোর জন্য প্রথমে সেই দুই তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ না বুঝে অনুষ্ঠানকারী মনুষ্যগণের দুর্গতির বর্ণনা করা হচ্ছে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাঁরতাঃ॥ ১২ ॥

যে=যে মনুষ্যগণ ; **অসম্ভূতিম্**=সেই বিনাশশীল দেব-পিতৃ-মনুষ্যাদির ; **উপাসতে**=উপাসনা করে ; **তে**=সেই মনুষ্যগণ ; **অন্ধম্**=অজ্ঞানরূপ ; **তমঃ**=ঘোর অন্ধকারে ; **প্রবিশন্তি**=প্রবেশ করে থাকে ; (এবং) **যে**=যে

মনুষ্যগণ ; **সম্ভূত্যাম্**=অবিনশ্বর পরমেশ্বরে ; **রতাঃ**=রত অর্থাৎ তাঁর উপাসনার মিথ্যাভিমানে মত্ত ; **তে**=তারা—সেই মনুষ্যগণ ; **ততঃ**=তা হতে ; **উ** =ও ; **ভূয়ঃ ইব**=যেন অধিকতর ; **তমঃ**=অন্ধকারে (প্রবেশ করে)॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—যে মানুষ নশ্বর স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, কীর্তি, অধিকার প্রভৃতি এ লোকের ও পরলোকের ভোগসামগ্রীতে আসক্ত হয়ে সে সবকেই সুখের হেতু মনে করে সে সবেরই অর্জনে, রক্ষণে বা ভোগে সদা রত থাকে এবং এসব ভোগসামগ্রীর প্রাপ্তি; সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্যাদির উপাসনা করে, —যারা নিজেরাই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়ে থাকায় অভাবগ্রস্ত ও দেহের দৃষ্টিতে বিনাশশীল, তাদের উপাসক ভোগাসক্ত মানুষ সেই উপাসনার ফলস্বরূপ বিভিন্ন দেবলোক ও বিভিন্ন ভোগযোনি প্রাপ্ত হয়। এই হল তার অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করা (গীতা ৭।২০-২৩)।

এতদ্ ভিন্ন, যে মানুষ শাস্ত্রের তাৎপর্য এবং ভগবানের দিব্য গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ও রহস্যকে না বোঝার কারণে না পারে ভগবানের যথাযথ ভজন-ধ্যান করতে এবং শ্রদ্ধার অভাববশত ভোগে আসক্তি থাকায় না পারে লোকসেবা ও শাস্ত্রবিহিত দেবসেবায় প্রবৃত্ত হতে, এরূপ বিষয়াসক্ত মানুষ মিথ্যাই নিজেকে ঈশ্বরোপাসক বলে সরলহৃদয় জনতার দ্বারা নিজের পূজা করাতে থাকে। এই মানুষ মিথ্যাভিমানবশত দেবতাগণকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে থাকে এবং শাস্ত্রানুসারে অবশ্য কর্তব্য দেবপূজা ও গুরুজনগণকে সম্মান-সমাদর করাও ত্যাগ করে। কেবল তাই নয়, অপর ব্যক্তিগণকেও নিজের বাক্যজালে বিভ্রান্ত করে তাদের মনেও দেবোপাসনা প্রভৃতিতে অশ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। এরূপ মানুষ নিজেকেই ঈশ্বরের সমকক্ষ বলতে থাকে এবং দুরাচারে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ দাম্ভিক মানুষ নিজের দুষ্কর্মসমূহের কুফল ভোগ করতে বাধ্য হয়ে কুকুর-শূকর প্রভৃতি যোনিসমূহে এবং রৌরব-কুম্ভীপাকাদি নরকসমূহে পতিত হয়ে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। এই হল তার বিনাশশীল দেবোপাসনাকারী অপেক্ষাও অধিকতর ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করা (গীতা ১৬।১৮-১৯)॥ ১২॥

সম্বন্ধ—*শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য বুঝে সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনা করলে যে সর্বোত্তম পরিণাম হয়, এখন সংকেতে তারই বর্ণনা হচ্ছে—*

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১৩ ॥

সম্ভবাৎ=অবিনাশী ব্রহ্মের উপাসনায় ; **অন্যৎ এব**=অন্য একরকম ফল ; **আহুঃ**=বলা হয় ; (এবং) **অসম্ভবাৎ**=বিনাশশীল দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্য আদির উপাসনায় ; **অন্যৎ**=আর এক রকম ফল ; **আহুঃ**=বলা হয় ; **ইতি**=এরূপ (আমরা) ; **ধীরাণাম্**=ধীর মহাপুরুষগণের ; **শুশ্রুম**=বচন শুনেছি ; **যে**=যাঁরা ; **নঃ**=আমাদের ; **তৎ**=সে বিষয় ; **বিচচক্ষিরে**=ব্যাখ্যা করে ভালোভাবে বুঝিয়েছেন॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—অবিনাশী ব্রহ্মের উপাসনার যথার্থ স্বরূপ—পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম ভগবানকে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বাধার, সর্বময়, সম্পূর্ণ সংসারের কর্তা, ধর্তা, হর্তা, নিত্য অবিনাশী বুঝতে হবে এবং ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রেমপূরিত হৃদয়ে নিত্য-নিরন্তর তাঁর দিব্য পরম মধুর নাম, রূপ, লীলা, ধাম এবং দিব্য গুণময় সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদি করে যেতে হবে। এরূপ যথার্থ উপাসনায় উপাসক শীঘ্রই অবিনাশী পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হন (গীতা ৯।৩৪)। ঈশ্বরোপাসনার মিথ্যা ভানকারী দাম্ভিক ব্যক্তিগণের যে ফল লাভ হয়, তা হতে এই যথার্থ উপাসকগণের লভ্য ফল সর্বথা ভিন্ন এবং বিলক্ষণ।

এরূপ বিনাশশীল দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্যাদির উপাসনার যথার্থ স্বরূপ হল শাস্ত্র ও ভগবানের আজ্ঞানুসারে (গীতা ১৭।১৪) দেবতা, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ, মাতা-পিতা, আচার্য ও জ্ঞানী মহাপুরুষগণের সেবা-পূজাদি অবশ্য-কর্তব্য বোধে করে চলা এবং এ কাজকে ভগবানের আজ্ঞাপালন ও তাঁরই পরম সেবা বোধে করতে হবে। এরূপে নিষ্কামভাবে দেব-পিতৃগণ-মনুষ্য আদির সেবা-পূজাকারীর অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং ভগবানের কৃপা ও প্রসন্নতা লাভ হয়, যার ফলে তিনি মৃত্যুময় সংসার-সাগর অতিক্রম করেন। বিনাশশীল দেবতাদির সকামভাবে উপাসনা করলে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, তা হতে এই ফল

সর্বতোভাবে ভিন্ন ও বিলক্ষণ।

এরূপ আমরা সেই ধীর তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণের নিকট হতে শুনেছি। তাঁরা এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করে আমাদের পৃথক পৃথকরূপে ভালোভাবে বুঝিয়েছেন॥ ১৩ ॥

সম্বন্ধ—*এখন পূর্বোক্ত প্রকারে সম্ভূতি ও অসম্ভূতি—দুই তত্ত্বকে এক সঙ্গে যথার্থরূপে বোধগম্য করার জন্য স্পষ্ট ভাষায় বলছেন—*

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ঁ্ সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥ ১৪ ॥

যঃ=যে মনুষ্য ; **তৎ উভয়ম্**=সেই দুটিকে ; (অর্থাৎ) **সম্ভূতিম্**=অবিনাশী পরমেশ্বরকে ; **চ**=ও ; **বিনাশম্**=বিনাশশীল দেবাদিকে ; **চ**=ও ; **সহ**=একসাথে ; **বেদ**=ভালোভাবে জানতে পারেন ; (সেই মনুষ্য) **বিনাশেন**=বিনাশশীল দেবাদির উপাসনায় ; **মৃত্যুম্**=মৃত্যুকে ; **তীর্ত্বা**=উত্তীর্ণ হয়ে ; **সম্ভূত্যা**=অবিনাশী পরমেশ্বরের উপাসনায় ; **অমৃতম্**=অমৃতকে ; **অশ্নুতে**=ভোগ করেন অর্থাৎ অবিনাশী আনন্দময় পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত হন॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—যে মানুষ এটি বুঝতে পারেন যে, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নিত্য, অবিনাশী, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সর্বাধিপতি, সর্বাত্মা ও সর্বশ্রেষ্ঠ ; সেই পরমেশ্বর নিত্য নির্গুণ (প্রাকৃত গুণসমূহবর্জিত) এবং নিত্য সগুণ (স্বরূপভূত দিব্য-কল্যাণ-গুণসমূহবিভূষিত), আর এর সাথে যে মানুষ এও বুঝতে পারে যে, দেবতা, পিতৃগণ, মনুষ্য প্রভৃতি যত যোনিসমূহ ও ভোগসামগ্রী আছে, সে সবই বিনাশশীল, ক্ষণভঙ্গুর এবং জন্ম-মৃত্যুশীল বলে মহাদুঃখের কারণ ; তথাপি এদের মধ্যে যে সত্তাস্ফূর্তি ও শক্তি বিদ্যমান, সে সবই ভগবানের আর ভগবানের জগচ্চক্রকে সুচারুরূপে পরিচালনা করতে ভগবানেরই প্রীতির জন্য এঁদের যথাযোগ্য সেবা-পূজা করতে শাস্ত্র আদেশ করেছেন এবং এ শাস্ত্র ভগবানেরই বাণী ; সেই মানুষ লৌকিক ও পারলৌকিক দেব-পিতৃগণাদির লোকসমূহের ভোগে আসক্ত না হয়ে হৃদয় থেকে কামনা-মমতাদি দূর করে তাঁদের যথাযোগ্য সেবা-পূজাদি করে

থাকেন। এর দ্বারা সে মানুষের জীবন-যাত্রা সুখপূর্বক চলতে থাকে এবং তার আভ্যন্তরিক বিকারসমূহ নষ্ট হয়ে যায়, তাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং ভগবৎকৃপায় সে সহজেই মৃত্যুময় সংসার-সাগর পার হয়ে যায়। বিনাশশীল দেবতাদির নিষ্কাম উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশী পরাৎপর প্রভুর উপাসনায় রত সেই মানুষ শীঘ্রই অমৃতরূপ পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ লাভ করে॥ ১৪ ॥

সম্বন্ধ—*পরমেশ্বরের উপাসক পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন, এ কথা বলা হয়েছে। অতঃপর অন্তকালে ভগবদ্‌ভক্তের তাঁকে প্রাপ্তির জন্য পরমেশ্বরের নিকট কীরূপ প্রার্থনা করতে হয় তার উত্তরে বলা হচ্ছে—*

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫ ॥

পূষন্=হে সকলের ভরণ-পোষণকারী পরমেশ্বর ; **সত্যস্য**=সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আপনার ; **মুখম্**=শ্রীমুখ ; **হিরণ্ময়েন**=জ্যোতির্ময় সূর্যমণ্ডলরূপ ; **পাত্রেণ**=পাত্রের দ্বারা ; **অপিহিতম্**=আবৃত আছে ; **সত্যধর্মায়**=আপনার ভক্তিরূপ সত্যধর্মের অনুষ্ঠানকারী আমাকে ; **দৃষ্টয়ে**=আপনার রূপ দর্শন করাবার জন্য ; **তৎ**=সেই আবরণকে ; **ত্বম্**=আপনি ; **অপাবৃণু**=সরিয়ে নিন॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—ভক্ত এরূপ প্রার্থনা করবেন যে, হে ভগবান ! আপনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পোষক, আপনার দ্বারা সকলের পুষ্টিলাভ হয়। আপনার ভক্তিই সত্যধর্ম, আমি তাতেই রত আছি ; অতএব আমার পুষ্টি—আমার মনোরথের পূর্তি তো আপনি অবশ্যই করবেন। আপনার দিব্য শ্রীমুখ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রকাশময় সূর্যমণ্ডলের দেদীপ্যমানা জ্যোতির্ময়ী যবনিকায় আবৃত আছে। আমি আপনাকে নিরাবরণ—প্রত্যক্ষ দর্শন করতে ইচ্ছুক, অতএব আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে আপনাকে নিরাবরণ—দর্শন প্রদানে বাধাদানকারী যে সব আবরণ বা প্রতিবন্ধক আছে, সে সমস্ত আপনি অপসারিত করুন। আপনি আমার নিকটে আপনার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপকে প্রত্যক্ষ প্রকট করুন॥ ১৫ ॥

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজা-
পত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।

তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ ১৬ ॥

পূষন্=হে ভক্তগণকে পোষণকারী ; **একর্ষে**=হে মুখ্য জ্ঞানস্বরূপ ; **যম**=হে সকলের নিয়ামক ; **সূর্য**=হে ভক্তগণের বা জ্ঞানিগণের (সূরিগণের) পরম লক্ষ্যস্বরূপ ; **প্রাজাপত্য**=হে প্রজাপতির প্রিয় ; **রশ্মীন্**=এই রশ্মিসমূহকে ; **ব্যূহ**=একত্র করুন বা সরিয়ে নিন ; **তেজঃ**=এই তেজকে ; **সমূহ**=সংবরণ করুন কিংবা নিজ তেজে মিলিত করুন ; **যৎ**=যা ; **তে**=আপনার ; **কল্যাণতমম্**=অতিশয় কল্যাণময় ; **রূপম্**=দিব্য স্বরূপ ; **তৎ**=সেই ; **তে**=আপনার দিব্য স্বরূপকে ; **পশ্যামি**=আমি আপনার কৃপায় ধ্যানের দ্বারা দেখতে পাচ্ছি ; **যঃ**=যিনি ; **অসৌ**=সেই (সূর্যের আত্মা) ; **অসৌ**=সেই ; **পুরুষঃ**=পরম পুরুষ (আপনারই স্বরূপ) ; **অহম্**=আমিও ; **সঃ অস্মি**=তাই হই॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—ভগবন্ ! আপনি নিজের সহজ কৃপায় ভক্তগণের ভক্তিসাধনে দৃষ্টি প্রদান করে তাঁদের পোষণ করেন ; আপনি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য, পরম জ্ঞান স্বরূপ এবং আপনি ভক্তগণকে নিজের স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান প্রদানকারী (গীতা ১০।১১) ; আপনি সকলের যথাযোগ্য নিয়মন, নিয়ন্ত্রণ ও শাসনকারী ; আপনিই ভক্ত ও জ্ঞানী মহাপুরুষগণের লক্ষ্য এবং অবিজ্ঞেয় হলেও আপনি ভক্তবৎসল স্বভাববশত ভক্তির দ্বারা তাঁদের জ্ঞাত হয়ে থাকেন ; আপনি প্রজাপতিরও প্রিয়। হে প্রভু ! এই সূর্যমণ্ডলের তপ্ত রশ্মিসমূহকে একত্র করে নিজের মধ্যে লীন করে নিন এবং আমাকে আপনার দিব্যস্বরূপকে প্রত্যক্ষ দর্শন করান। এখনই তো আমি আপনার কৃপায় আপনার সৌন্দর্য-মাধুর্য নিধি দিব্য পরম কল্যাণময় সচ্চিদানন্দস্বরূপকে ধ্যানদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি ; এই সঙ্গে বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারছি যে, আপনি পরম পুরুষ এই সূর্যের ও সমস্ত বিশ্বের আত্মা এবং আমারও আত্মা ; অতএব আমিও সেই॥ ১৬ ॥

সম্বন্ধ—*ধ্যানের দ্বারা ভগবানের দিব্যমঙ্গলময় স্বরূপের দর্শনকারী সাধক এখন ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করতে ব্যগ্র হচ্ছেন এবং নিজের দেহত্যাগ করবার সময় সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের সর্বথা নাশের ভাবনা করতে করতে*

প্রার্থনা করছেন—

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তঁ শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতঁ স্মর ক্রতো স্মর কৃতঁ স্মর॥ ১৭ ॥

অথ=এখন ; **বায়ুঃ**=প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ ; **অমৃতম্**=অবিনাশী ; **অনিলম্**=সমষ্টি বায়ুতত্ত্বে ; (**প্রবিশতু**=প্রবিষ্ট হয়ে যাক) ; **ইদম্**=এই ; **শরীরম্**=স্থূল দেহ ; **ভস্মান্তম্**=অগ্নিতে জ্বলে (পুড়ে) ভস্মরূপ ; (**ভূয়াৎ**=হয়ে যাক) ; **ওঁ**=হে সচ্চিদানন্দঘন ; **ক্রতো**=যজ্ঞময় ভগবান ; **স্মর**=(ভক্ত আমাকে আপনি) স্মরণ করুন ; **কৃতম্**=আমার দ্বারা কৃত কর্মসমূহকে ; **স্মর**=স্মরণ করুন ; **ক্রতো**=হে যজ্ঞময় ভগবান ; **স্মর**=(ভক্ত আমাকে আপনি) স্মরণ করুন ; **কৃতম্**=আমার কর্মসমূহকে ; **স্মর**=স্মরণ করুন ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—পরমধামের যাত্রী সাধক নিজের প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ ও দেহকে নিজ হতে সর্বথা ভিন্ন বোধ করে সেগুলিকে তাদের নিজ নিজ উপাদান-তত্ত্বে বিলীন করতে এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহকে সর্বথা নাশ করতে চান। সেজন্য বলছেন যে, প্রাণাদি সমষ্টিবায়ু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হোক এবং স্থূল দেহ অগ্নিতে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাক। সাধক পুনরায় নিজের আরাধ্য দেব পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করছেন—হে যজ্ঞময় বিষ্ণু—সচ্চিদানন্দ বিজ্ঞানরূপ পরমেশ্বর ! আপনি আপনার নিজজন আমাকে এবং আমার কর্মসমূহকে স্মরণ করুন। আপনি নিজ দয়ালু স্বভাববশত আমাকে এবং আমার দ্বারা কৃত ভক্তিরূপ কর্মসমূহকে স্মরণ করবেন ; কারণ, আপনি বলেছেন—'**অহং স্মরামি মদ্ভক্তং নয়ামি পরমাং গতিম্**'। আমি আমার ভক্তকে স্মরণ করি এবং তাকে পরম গতি প্রদান করি, নিজের সেবাতে তাকে আমি সংযুক্ত রাখি, যেহেতু তাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ গতি।

এই অভিপ্রায়ে ভক্ত এখানে পুনরায় বলছেন যে, হে ভগবান ! আপনি আমাকে এবং আমার কর্মসমূহকে স্মরণ করুন। যদি অন্তকালে আমি আপনার স্মরণে এসে যাই, তাহলে নিশ্চয়ই আমি আপনার সেবায় শীঘ্রই সংযুক্ত হতে পারব॥ ১৭ ॥

সম্বন্ধ—*এরূপে নিজের আরাধ্য দেব পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম ভগবানের*

নিকট প্রার্থনা করে এখন সাধক অপুনরাবর্তী অর্চি আদি মার্গের দ্বারা পরম ধামে যাবার সময় সেই মার্গের অগ্নি-অভিমানী দেবতার নিকট প্রার্থনা করছেন—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম॥ ১৮[১]

অগ্নে=হে অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ! ; **অস্মান্**=আমাকে ; **রায়ে**=পরম ধনস্বরূপ পরমেশ্বরের সেবায় অধিকারী (বা উপস্থিত) হবার জন্য ; **সুপথা**=শুভ উত্তরায়ণ মার্গে ; **নয়**=আপনি নিয়ে চলুন ; **দেব**=হে দেব ; (আপনি আমার) **বিশ্বানি**=সমস্ত ; **বয়ুনানি**=কর্মসমূহকে ; **বিদ্বান্**=জ্ঞাত আছেন ; (অতএব) **অস্মৎ**=আমার ; **জুহুরাণম্**=এ পথের প্রতিবন্ধক ; **এনঃ**=যে সব পাপ আছে (সে সব পাপকে) ; **যুয়োধি**=আপনি দূর করে দিন ; **তে**=আপনাকে ; **ভূয়িষ্ঠাম্**=বার বার ; **নম উক্তিম্**=নমস্কার বচন ; **বিধেম**=আমি বলছি—বারবার নমস্কার করছি॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—সাধক বলছেন—হে অগ্নিদেবতা ! আমি এখন আমার পরম প্রভু ভগবানের সেবার জন্য যেতে ইচ্ছুক এবং চিরকালের জন্য সেবায় রত থাকতে চাই। আপনি শীঘ্র আমাকে পরম সুন্দর মঙ্গলময় উত্তরায়ণ-মার্গের দ্বারা ভগবানের পরম ধামে নিয়ে চলুন। আপনি আমার সমস্ত কর্মকে জানেন। আমি জীবনে ভগবানকে ভক্তি করেছি এবং তাঁর কৃপায় এ সময়েও আমি ধ্যানমন্ত্রের দ্বারা তাঁর দিব্য স্বরূপকে দর্শন ও তাঁর নাম উচ্চারণ করছি। তথাপি আপনার দৃষ্টিতে যদি আমার এরূপ কোনো কর্ম অবশিষ্ট থাকে, যা এই পথের প্রতিবন্ধকস্বরূপ, তবে আপনি কৃপা করে তা নষ্ট করে দিন। আমি বারবার আপনাকে বিনয়সহকারে প্রণাম জানাচ্ছি॥[২]

॥ যজুর্বেদীয় ঈশাবাস্যোপনিষদ্ সমাপ্ত ॥

---

[১]এই ১৮ নং মন্ত্রটি যজুর্বেদ ৫।৩৬।১৭।৪৩, ৪০।১৬ এবং ঋগ্বেদ ১।১৮৯।১ স্থানেও উল্লিখিত রয়েছে।

[২]এই উপনিষদের ১৫ ও ১৬ সংখ্যক মন্ত্র সকল মানুষেরই মনন করা উচিত।

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

(এঁর অর্থ প্রারম্ভে দেওয়া হয়েছে।)

এই মন্ত্রের ভাব অনুসারে সকল মানুষের ভগবানকে দর্শন প্রদানের প্রার্থনা করা কর্তব্য। **'সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে'** এই কথার এরূপ ভাবও জানা আবশ্যক যে, হে ভগবন্! আপনি কৃপা করে আপনার স্বরূপের সেই আবরণরূপ—পর্দা অপসারিত করুন, যাতে সত্যধর্মরূপ পরমেশ্বর আপনাকে আমি লাভ করতে পারি এবং আপনার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে পারি। এইরূপ ১৭ ও ১৮ মন্ত্রের ভাবও বিশেষত মুমূর্ষু অবস্থায় প্রত্যেক মানুষের অবশ্য স্মরণ করা উচিত। এইসব মন্ত্রানুসারে অন্তকালে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলে মনুষ্যমাত্রেরই কল্যাণ হয়ে থাকে। ভগবান স্বয়ংই গীতায় বলেছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়।। (৮।৫)

মুমূর্ষমাত্রেরই জন্য এই দুই মন্ত্রের ভাবার্থ এইরূপ—হে পরমাত্মা! আমার এই ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি নিজ নিজ কারণ তত্ত্বে লীন হয়ে যাক এবং আমার এই স্থূল শরীরও ভস্ম হয়ে যাক। এদের প্রতি আমার মনে যেন অল্পমাত্রও আসক্তি না থাকে। হে যজ্ঞময় বিষ্ণু! আপনি কৃপা করে আমাকে এবং আমার কর্মসকলকে স্মরণ করুন। আপনি স্মরণ করলেই আমি পবিত্র হয়ে যাব এবং আমার কর্মসকলও পবিত্র হয়ে যাবে। এতে নিশ্চয়ই আমি আপনার চরণ সেবায় উপস্থিত হতে পারব।। ১৭ ।। হে অগ্নিস্বরূপ পরমেশ্বর! আপনিই আমার ধন—সর্বস্ব, অতএব আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আপনি আমাকে উত্তম মার্গ দিয়ে আপনার চরণসমীপে নিয়ে চলুন। আমার যত শুভাশুভ কর্ম আছে, তা আপনার কাছে গোপন নেই, আপনি সবই জানেন। আমি আমার কর্মের বলে আপনাকে লাভ করতে পারব না। আপনি স্বয়ংই দয়া করে আমাকে আপনার করে নিন। আপনাকে পাওয়ার পক্ষে যা কিছু প্রতিবন্ধক পাপ আছে, সে সব আপনি দূর করে দিন, আমি আপনাকে বার বার প্রণাম করছি।। ১৮ ।।

॥ ওঁশ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

কেনোপনিষদ্

এই উপনিষদ্‌টি সামবেদের 'তলবকার ব্রাহ্মণ'-এর অন্তর্গত। তলবকারকে জৈমিনীয় উপনিষদ্‌ও বলা হয়। তলবকার ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সন্দেহ জন্মেছিল। কিন্তু ডঃ বার্নেল কোনো এক স্থান থেকে একটি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন, তারপর থেকে সেই সন্দেহ ক্রমে দূরীভূত হতে থাকে। এই উপনিষদের প্রথমে 'কেন' শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই কারণে এটির নাম হয়েছে কেনোপনিষদ্। এটিকে 'তলবকার উপনিষদ্' ও 'ব্রাহ্মণোপনিষদ্'ও বলা হয়। তলবকার ব্রাহ্মণের এটি নবম অধ্যায়। এর পূর্বের আটটি অধ্যায়ে অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্ম এবং উপাসনার বর্ণনা আছে। এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় পরব্রহ্মতত্ত্ব অত্যন্ত গহন, সেইজন্য তা সম্যক্‌রূপে বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে গুরু-শিষ্য-কথোপকথনরূপে উপন্যস্ত হয়েছে।

শান্তিপাঠ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বল-মিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ওঁ=হে পরব্রহ্ম পরমাত্মন্! ; মম=আমার ; অঙ্গানি=সকল অঙ্গ ; বাক্= বাক্য ; প্রাণঃ=প্রাণ ; চক্ষুঃ=নেত্র ; শ্রোত্রম্=কান ; চ=এবং ; সর্বাণি=সব ;

ইন্দ্রিয়াণি=ইন্দ্রিয়সমূহ ; **অথো**=তথা ; **বলম্**=শক্তি ; **আপ্যায়ন্তু**=পরিপুষ্ট হোক ; **সর্বম্**=(এই যে) সর্বরূপী ; **ঔপনিষদম্**=উপনিষদ্-প্রতিপাদিত ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম বিদ্যমান রয়েছেন ; **অহম্**=আমি ; **ব্রহ্ম**=এই ব্রহ্মকে ; **মা নিরাকুর্যাম্**=যেন অস্বীকার না করি ; (এবং) **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **মা**=আমাকে ; **মা নিরাকরোৎ**=যেন পরিত্যাগ না করেন ; **অনিরাকরণম্**=(তাঁর সঙ্গে আমার) অটুট সম্বন্ধ ; **অস্তু**=হোক ; **মে**=আমার সঙ্গে ; **অনিরাকরণম্**=(তাঁর) অটুট সম্বন্ধ ; **অস্তু**=হোক ; **উপনিষৎসু**=উপনিষদ্সমূহে প্রতিপাদিত ; **যে**=যে-সকল ; **ধর্মাঃ**=ধর্মসমূহ আছে ; **তে**=সেগুলি ; **তদাত্মনি**=সেই পরমাত্মাতে ; **নিরতে**=নিরত, সংলগ্ন ; **ময়ি**=আমাতে ; **সন্তু**=(প্রতিষ্ঠিত) হোক ; **তে**=সেগুলি ; **ময়ি**=আমাতে ; **সন্তু**= হোক, থাকুক ; **ওঁ**=হে পরমাত্মন্ ; **শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ**=ত্রিবিধ তাপের নিবৃত্তি হোক।

ব্যাখ্যা—হে পরমাত্মা ! আমার সকল অঙ্গ, বাক্‌শক্তি, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সকল কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণসমূহ, শারীরিক এবং মানসিক শক্তি তথা ওজ—এগুলি সর্বপ্রকার পুষ্টি এবং বৃদ্ধিসম্পন্ন হোক। উপনিষদ্সমূহে সর্বরূপ ব্রহ্মের যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে, আমি যেন তাকে কখনো অস্বীকার না করি এবং সেই ব্রহ্মও যেন কখনো আমাকে পরিত্যাগ না করেন। আমাকে সর্বদা তাঁর নিজের মধ্যে, নিজের করে রাখেন। আমার সঙ্গে ব্রহ্মের এবং ব্রহ্মের সঙ্গে আমার যেন নিত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত থাকে। উপনিষদ্গুলির উদ্দিষ্ট বা একমাত্র লক্ষ্য পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে নিত্য নিমগ্ন-চিত্ত আমাতে উপনিষদ্সমূহে প্রতিপাদিত ধর্মগুলি নিরন্তর প্রকাশিত থাকুক, সেগুলি আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকুক। আমার ত্রিবিধ তাপের নিবৃত্তি হোক।

প্রথম খণ্ড

সম্বন্ধ—শিষ্য গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করছে—

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।। ১ ।।

কেন=কার দ্বারা ; **ইষিতম্**=সত্তাস্ফূর্তি লাভ করে ; (এবং) **প্রেষিতম্**=

প্রেরিত, সঞ্চালিত হয়ে ; (এই) **মনঃ**=মন ; **পততি**=নিজ বিষয়সমূহে পতিত হয়, সেগুলিকে প্রাপ্ত হয় ; **কেন**=কার দ্বারা ; **যুক্তঃ**=নিযুক্ত হয়ে ; **প্রথমঃ**=অন্য সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; **প্রাণঃ**=প্রাণ ; **প্রৈতি**=চালিত হয় ; **কেন**=কার দ্বারা ; **ইষিতাম্**=ক্রিয়াশীলতা-প্রাপ্ত ; **ইমাম্**=এই ; **বাচম্**=বাক্যকে ; **বদন্তি**=লোকে বলে থাকে ; **কঃ**=(এবং) কোন ; **উ**=প্রসিদ্ধ ; **দেবঃ**=দেবতা ; **চক্ষুঃ**=চক্ষুরিন্দ্রিয় ; (এবং) **শ্রোত্রম্**=কর্ণেন্দ্রিয়কে ; **যুনক্তি**=নিযুক্ত করেন (নিজ নিজ বিষয়সমূহে প্রেরিত করেন) ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে চারটি প্রশ্ন করা হয়েছে। এখানে প্রকারান্তরে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, জড়-রূপী (অচেতন) অন্তঃকরণ, প্রাণ, বাক্ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে নিজ নিজ কর্ম সম্পন্ন করার যোগ্যতা প্রদানকারী এবং সেগুলিকে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্তি-প্রদানকারী (প্রেরক) যে এক সর্বশক্তিমান চেতন আছেন, তিনি কে ? এবং তিনি কীরূপ ? ॥ ১ ॥

সম্বন্ধ—এর উত্তরে গুরু বলছেন—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচঁ্স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ ২ ॥

যৎ=যা ; **মনসঃ**=মনের ; **মনঃ**=মন অর্থাৎ কারণ ; **প্রাণস্য**=প্রাণের ; **প্রাণঃ**=প্রাণ ; **বাচঃ**=বাগিন্দ্রিয়ের ; **বাচম্**=বাক্ ; **শ্রোত্রস্য**=কর্ণেন্দ্রিয়ের ; **শ্রোত্রম্**=কর্ণ ; **উ**=এবং ; **চক্ষুষঃ**=চক্ষু ইন্দ্রিয়ের ; **চক্ষুঃ**=চোখ ; **সঃ**=সে ; **হ**=ই (এই সবের প্রেরক পরমাত্মা) ; **ধীরাঃ**=জ্ঞানিজনেরা (তাঁকে জেনে) ; **অতিমুচ্য**=জীবন্মুক্ত হয়ে ; **অস্মাৎ**=এই ; **লোকাৎ**= লোক থেকে ; **প্রেত্য**=চলে গিয়ে (মৃত্যুর পরে) ; **অমৃতাঃ**=অমর (জন্মমৃত্যুরহিত) ; **ভবন্তি**=হয়ে যান॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে গুরু শিষ্যের প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে 'যিনি শ্রোত্রেরও শ্রোত্র' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা ইঙ্গিতে এই কথা বোঝাতে চাইছেন যে, যিনি এই মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের—সমস্ত জগতেরই পরম কারণ ; যাঁর থেকে এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয়েছে, যাঁর দ্বারা শক্তি লাভ করে

এরা নিজ নিজ কর্ম সাধনে সমর্থ হয় এবং যিনি এদের সকলের জ্ঞাতা (চেতন পুরুষ), সেই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমই এদের সকলের প্রেরক। তাঁকে জেনে জ্ঞানিগণ জীবন্মুক্ত হয়ে এই লোক থেকে প্রয়াণের পর অমৃতস্বরূপ—বিদেহ-মুক্ত হয়ে যান অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে চিরকালের মতো মুক্তিলাভ করেন॥ ২ ॥

সম্বন্ধ—*সেই মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের প্রেরক ব্রহ্ম 'এইরূপ'—এইভাবে স্পষ্টাক্ষরে না বলে ইঙ্গিতে বললেন কেন ?—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে গুরু পুনরায় বলছেন—*

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্‌ব্যাচচক্ষিরে॥ ৩ ॥

তত্র=সেখানে (সেই ব্রহ্ম পর্যন্ত) ; ন=না ; চক্ষুঃ=চক্ষু-ইন্দ্রিয় (প্রভৃতি সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়) ; **গচ্ছতি**=পৌঁছতে সমর্থ হয় ; **ন**=না ; **বাক্**=বাক্-ইন্দ্রিয় (ইত্যাদি সকল কর্মেন্দ্রিয়) ; **গচ্ছতি**= যেতে সমর্থ হয় ; (এবং) **নো**=না ; **মনঃ**=মন (অন্তঃকরণ) ; (সুতরাং) **যথা**= যে প্রকারে ; **এতৎ**=এই (ব্রহ্মের স্বরূপ) ; **অনুশিষ্যাৎ**=নির্দেশ করা যেতে পারে যে 'সেটি এইরূপ' ; **ন বিদ্মঃ**=(সেকথা) আমরা নিজেদের বুদ্ধিতেও জানি না ; **ন বিজানীমঃ**= অপরের কাছ থেকে শুনেও জানি না ; (কারণ) **তৎ**=সেটি ; **বিদিতাৎ**=জ্ঞাত (জ্ঞানের বিষয়ীভূত) পদার্থসমূহ থেকে ; **অন্যৎ এব**=ভিন্নই ; **অথো**=এবং ; **অবিদিতাৎ**=(মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা) অজ্ঞাত (জ্ঞানের অবিষয়ীভূত) পদার্থ সমুদয় থেকেও ; **অধি**=ঊর্ধ্বে ; **ইতি**=এই কথা ; **পূর্বেষাম্**=নিজেদের পূর্বাচার্যগণের মুখ থেকে ; **শুশ্রুম**=আমরা শুনে আসছি ; **যে**=যাঁরা ; **নঃ**=আমাদের ; **তৎ**=সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব ; **ব্যাচচক্ষিরে**= ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মকে প্রাকৃত অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ জানতে পারে না। এগুলি সে পর্যন্ত যেতেই সমর্থ হয় না। সেই অলৌকিক দিব্যতত্ত্বে এদের প্রবেশই সম্ভবপর নয়। প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে

যে চেতনা এবং ক্রিয়ার প্রতীতি হয়, তা সেই ব্রহ্মেরই প্রেরণায় এবং তাঁরই শক্তিতে হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কারো পক্ষে কী করে বলা সম্ভব যে, সেই ব্রহ্ম 'এ-রূপ'। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব-উপদেশের কোনো পদ্ধতি আমরা কারো কাছে শিখিনি বা নিজেদের বুদ্ধি-বিচারের সাহায্যেও তা নির্ণয় করতে পারছি না। আমরা যে সকল মহাপুরুষের কাছে সেই গূঢ় তত্ত্বের উপদেশ লাভ করেছি, তাঁদের কাছে এই কথাই শুনেছি যে, সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর জড়-চেতন, উভয়ের থেকেই ভিন্ন জ্ঞানের বিষয়, সকল দৃশ্য জড়-পদার্থসমুদয় (ক্ষর) থেকে তিনি সর্বতোভাবে ভিন্ন তো বটেই, আবার এই জড়-বর্গের জ্ঞাতা, কিন্তু স্বয়ং জ্ঞানের অবিষয়ীভূত জীবাত্মা (অক্ষর) অপেক্ষাও তিনি উত্তম। এই অবস্থায় তাঁর স্বরূপতত্ত্ব বাক্যের সাহায্যে ব্যক্ত করা কখনোই সম্ভব নয়। এইজন্যই তাঁর সম্পর্কে উপদেশ করতে গেলে সংকেতের আশ্রয় নিতেই হয়। গীতা [১৫।১৮]॥ ৩

সম্বন্ধ—*এখন পূর্বোক্ত প্রশ্নসমূহ অনুসারে পুনরায় পাঁচটি মন্ত্রে সেই ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে*—

যদ্ বাচাহনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৪ ॥

যৎ=যা ; **বাচা**=বাক্যের দ্বারা ; **অনভ্যুদিতম্**=অনুক্ত, বলা যায়নি ; [অপি তু=কিন্তু] **যেন**=যাঁর কারণে ; **বাক্**=বাক্য, বাণী ; **অভ্যুদ্যতে**=বলা যায় অর্থাৎ যাঁর শক্তিতে বক্তা বাক্য বা শব্দ প্রয়োগে সমর্থ হয় ; **তৎ**=তাকে ; **এব**=ই ; **ত্বম্**=তুমি ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **বিদ্ধি**=জানো ; **ইদম্ যৎ**=বাক্যের দ্বারা প্রকাশযোগ্য যে তত্ত্বকে ; **উপাসতে**=(লোকে) উপাসনা করে ; **ইদম্**=এটি ; **ন**=ব্রহ্ম নয়॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—বাক্যের দ্বারা যা কিছু ব্যক্ত করা যায় তথা প্রাকৃত বাণীর সাহায্যে প্রকাশিত যে তত্ত্বের উপাসনা করা হয়, তা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নয়। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপেই বাক্যের অতীত। তার সম্পর্কে কেবল এইটুকুই বলা যেতে পারে যে যাঁর শক্তির কিঞ্চিৎমাত্র অংশের থেকে বাক্যে প্রকাশযোগ্যতা, বলার শক্তি এসেছে, যিনি বাক্যেরও জ্ঞাতা, প্রেরক এবং প্রবর্তক, তিনিই ব্রহ্ম। এই

মন্ত্রে 'যাঁর প্রেরণায় বাক্য বলা হয়, তিনি কে ?' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে ॥ ৪ ॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৫ ॥

যৎ=যাকে ; (কেউ-ই) **মনসা**=মনের দ্বারা (অন্তঃকরণের দ্বারা) ; **মনুতে**= ধারণা করতে পারে ; **ন**=না ; [**অপি তু**=কিন্তু ;] **যেন**=যার দ্বারা ; **মনঃ**=মন ; **মতম্**=(মানুষের) জ্ঞাত হয় ; **আহুঃ**=এইরূপ বলে থাকে ; **তৎ**=তাকে ; **এব**=ই ; **ত্বম্**=তুমি ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **বিদ্ধি**=জানো ; **ইদম্ যৎ**=মন এবং বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞাত যে তত্ত্বকে ; **উপাসতে**=(লোকে) উপাসনা করে ; **ইদম্**=এটি ; **ন**=ব্রহ্ম নয়॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—বুদ্ধি এবং মনের যেসব বিষয় আছে, যা এঁর এদের সাহায্যে জ্ঞানের বিষয় হয়ে থাকে তথা প্রাকৃত মন ও বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞাত যে তত্ত্বের উপাসনা করা হয়, তা ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ নয়। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সর্বতোভাবেই মন এবং বুদ্ধির অতীত। এ বিষয়ে কেবল এটুকু বলা যেতে পারে যে, যিনি মন ও বুদ্ধির জ্ঞাতা, তাদেরকে (মন-বুদ্ধিকে) মনন এবং নিশ্চয় করার শক্তিদাতা তথা মনন এবং নিশ্চয় কর্মে নিয়োগকর্তা তথা যাঁর শক্তির অংশমাত্রের দ্বারা বুদ্ধির নিশ্চয় করার ক্ষমতা এবং মনের মনন করার সামর্থ্য জন্মেছে, তিনিই ব্রহ্ম। এই মন্ত্রে 'যার শক্তি এবং প্রেরণাবশত মন নিজের জ্ঞেয় পদার্থসমূহকে জেনে থাকে, তিনি কে ?'—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে ॥ ৫ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূঁষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৬ ॥

যৎ=যাকে (কেউ-ই) ; **চক্ষুষা**=চক্ষু দ্বারা ; **পশ্যতি**=দেখতে পায় ; **ন**=না ; [**অপি তু**=বরং ;] **যেন**=যার দ্বারা ; **চক্ষূংষি**=চক্ষু ; (নিজ বিষয়সমূহ) **পশ্যতি**=দেখে থাকে ; **তৎ এব**=তাঁকেই ; **ত্বম্**=তুমি ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **বিদ্ধি**=জানো ; **ইদম্ যৎ**=চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট যেসব দৃশ্য পদার্থ ; **উপাসতে**=(লোকে) উপাসনা করে ; **ইদম্**=এটি ; **ন**=ব্রহ্ম নয়॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—চোখের যে সব বিষয় আছে, যা এর (চোখের) দ্বারা দেখা-জানা যায় তথা প্রাকৃত চোখের দ্বারা দৃষ্ট যে পদার্থসমূহের উপাসনা করা হয়, তা ব্রহ্মের যথার্থ রূপ নয়। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সম্পূর্ণরূপেই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতীত। তাঁর বিষয়ে কেবল এটুকুই বলা যায় যে, যাঁর শক্তি এবং প্রেরণাতে চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় নিজ-নিজ বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়, যিনি এদেরও জ্ঞাতা এবং এদের নিজ বিষয়সমূহের জ্ঞানে প্রবৃত্তি দানকারী তথা যাঁর শক্তির কিছু অংশেরই এই প্রভাব, তিনিই ব্রহ্ম। এই মন্ত্রে 'যাঁর শক্তি এবং প্রেরণাতে চোখ আপন দ্রষ্টব্য বিষয় দেখে থাকে, তিনি কে ?'—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে ॥ ৬ ॥

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদঁ্ শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৭ ॥

যৎ=যাকে (কেউ-ই); **শ্রোত্রেণ**=কর্ণের দ্বারা ; **শৃণোতি**=শুনতে পায় ; **ন**=না ; [অপি তু=বরং ;] **যেন**=যার দ্বারা ; **ইদম্**=এই ; **শ্রোত্রম্**=শোত্র-ইন্দ্রিয় ; **শ্রুতম্**=শ্রুত হয়েছে ; **তৎ**=তাকে ; **এব**=ই ; **ত্বম্**=তুমি ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **বিদ্ধি**=জানো ; **ইদম্ যৎ**=শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাত যে তত্ত্বকে ; **উপাসতে**=(লোকে) উপাসনা করে ; **ইদম্**=এটি ; **ন**=ব্রহ্ম নয় ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—যা কিছু শোনা যায়, তথা প্রাকৃত কানের দ্বারা শ্রুত যে পদার্থ সমুদয়ের উপাসনা করা হয়, তা ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ নয়। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সর্বথা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অতীত। সে বিষয়ে কেবল এইটুকুই বলা যায় যে, যিনি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের জ্ঞাতা, প্রেরক এবং তার মধ্যে শ্রবণ-শক্তি প্রদাতা তথা যাঁর শক্তির অংশমাত্রে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের শব্দগ্রহণ ক্ষমতা উৎপন্ন হয়েছে, তিনিই ব্রহ্ম। এই মন্ত্রে 'যাঁর শক্তি এবং প্রেরণায় শ্রোত্র নিজ বিষয়সমূহ শ্রবণে প্রবৃত্ত হয়। তিনি কে ?'—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে॥ ৭ ॥

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৮ ॥

যৎ=যা ; **প্রাণেন**=প্রাণের দ্বারা ; **ন প্রাণিতি**=চেষ্টাযুক্ত হয় না ; [অপি তু=বরং ;] **যেন**=যার দ্বারা ; **প্রাণঃ**=প্রাণ ; **প্রণীয়তে**=চেষ্টাযুক্ত হয় ; **তৎ**=

তাকে ; **এবঃ**=ই ; **ত্বম্**=তুমি ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **বিদ্ধি**=জানো ; **ইদম্ যৎ**=প্রাণের শক্তিতে ক্রিয়াশীলরূপে প্রতীয়মান যে তত্ত্ব সমুদয়কে ; **উপাসতে**=(লোকে) উপাসনা করে ; **ইদম্**=এটি ; **ন**=ব্রহ্ম নয়॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—প্রাণের দ্বারা চেষ্টাযুক্ত অর্থাৎ সচল তথা কর্মক্ষম হয় এমন যেসব পদার্থ আছে এবং প্রাকৃত প্রাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত যে তত্ত্বের উপাসনা করা হয়, তা ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ নয়। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সম্পূর্ণরূপেই তার অতীত। সে সম্পর্কে কেবল এটুকুই বলা যায় যে, যিনি প্রাণের জ্ঞাতা, প্রেরক এবং শক্তিদাতা, যাঁর শক্তির সামান্য অংশমাত্র লাভ করে এবং যাঁর প্রেরণায় এই প্রধান প্রাণ সকলকে গতিশীল করতে সমর্থ হয়, তিনিই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ব্রহ্ম। এই মন্ত্রে 'যাঁর প্রেরণায় প্রাণ বিচরণশীল থাকে, তিনি কে?' —এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

সারকথা এই যে, প্রাকৃত মন তথা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যে সব বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তা সবই প্রাকৃত বিষয় ; অতএব সেগুলিকে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর পরাৎপর পুরুষোত্তমের যথার্থ স্বরূপ বলে স্বীকার করা যায় না। এইজন্য সেগুলির উপাসনাও পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের উপাসনা নয়। মন-বুদ্ধি প্রভৃতির অতীত পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপকে সাংকেতিক ভাষায় বোঝানোর জন্যই গুরুদেব এখানে এইসবের জ্ঞাতা, শক্তি-প্রদাতা, স্বামী, প্রেরক, প্রবর্তক, সর্বশক্তিমান, নিত্য, অপ্রাকৃত পরম তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলে জানিয়েছেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাঁস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্॥ ১

যদি=যদি ; **ত্বম্**=তুমি ; **ইতি**=এই কথা ; **মন্যসে**=মনে কর (যে) ; **সুবেদ**=(আমি ব্রহ্মকে) খুব ভালোভাবে জেনে গেছি ; **অপি**=তাহলে ; **নূনম্**=নিশ্চিতভাবেই ; **ব্রহ্মণঃ**=ব্রহ্মের ; **রূপম্**=স্বরূপ ; **দভ্রম্**=অতি অল্প ; **এব**=ই ;

(তুমি) বেত্থ=জেনেছ ; (কারণ) **অস্য**=এঁর (পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের) ; **যৎ**=যে (আংশিক) স্বরূপ ; **ত্বম্**=তুমি (নিজে) ; (এবং) **অস্য**=এঁর (পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের) ; **যৎ**=যে (আংশিক) স্বরূপ ; **ত্বম্**=তুমি (নিজে) ; (এবং) **অস্য**=এর ; **যৎ**=যে (আংশিক) স্বরূপ ; **দেবেষু**=দেবতাদের মধ্যে রয়েছে ; **তৎ অল্পম্ এব**=সেইসব মিলিতভাবেও অতি অল্পই ; **অথ নু**=সুতরাং ; **মন্যে**=আমি মনে করি যে ; **তে বিদিতম্**=তোমার জ্ঞাত (স্বরূপ) ; **মীমাংস্যম্ এব**= নিঃসন্দেহে বিচার্য॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে গুরু নিজ শিষ্যকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন যে, 'আমি তোমাকে সংকেতে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বলেছি তা শুনে যদি তোমার ধারণা হয়ে থাকে যে আমি (শিষ্য) সেই ব্রহ্মকে বেশ ভালোভাবেই জেনে গেছি, তাহলে একথা নিশ্চিত যে তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ সামান্যই বুঝেছ ; কারণ সেই পরব্রহ্মের অংশভূত যে জীবাত্মা, অথবা সমস্ত দেবতাদের মধ্যে অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির মধ্যে ব্রহ্মের যে অংশ রয়েছে, যার দ্বারা তারা নিজ নিজ কর্ম করতে সমর্থ হচ্ছে—তাকেই যদি তুমি ব্রহ্ম বলে বুঝে থাক, তাহলে তোমার এই ধারণা ঠিক নয়। ব্রহ্ম এইটুকুই নন। এই জীবাত্মা এবং সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত ব্রহ্মের যে শক্তি—এই সবকে সম্মিলিত করেও যদি দেখা হয় তাহলেও তা ব্রহ্মের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে তুমি যে ধারণা করেছ তা আবার বিচার করে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি'॥ ১ ॥

সম্বন্ধ—*গুরুদেবের নির্দেশ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে অবশেষে শিষ্য তাঁর কাছে নিজের অনুভব প্রকাশ করছে—*

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥ ২ ॥

অহম্=আমি ; **সুবেদ**=ব্রহ্মকে ভালোভাবে জেনে গেছি ; **ইতি ন মন্যে**=একথা মনে করি না ; **নো**=না ; **ইতি**=এইরকম (মনে করি না যে) ; **ন বেদ**=জানি না ; (কারণ) **বেদ চ**=জানিও ; (কিন্তু এই জানা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের) **নঃ**=শিষ্যবৃন্দ আমাদের মধ্যে ; **যঃ**=যে কেউ ; **তৎ**=সেই ব্রহ্মকে ;

বেদ=জানে ; **তৎ**=(সেই) আমার এই কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য ; **চ**=ও ; **বেদ**=জানে ; (যে) **বেদ**=আমি জানি ; (এবং) **ন বেদ**=জানি না ; **ইতি**=এই দুরকমই ; **নো**=নয় ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে শিষ্য গুরুদেবের কাছে সাংকেতিক ভাষায় নিজের অনুভব এইভাবে প্রকাশ করছে—'আমি মনে করি না যে আমি সেই ব্রহ্মকে সম্পূর্ণভাবে ঠিক ঠিক বুঝে ফেলেছি, আবার একথাও মনে করি না যে আমি তাঁকে জানি না ; কারণ আমি তাঁকে জানি। আমার এই জানা সেই জানা নয় যেমনভাবে কোনো জ্ঞাতা কোনো জ্ঞেয় বস্তুকে জানে। এটি তার থেকে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এবং অলৌকিক। এইজন্যই এই যে আমি বলছি 'আমি তাঁকে জানি না—এমন নয়, আবার জানি—এমনও নয় ; তবু তাঁকে তো জানিই'—আমার এই কথার রহস্য, এই যে আপনার শিষ্য আমরা, আমাদের মধ্যে সেই ঠিক বুঝতে পারবে যে সেই ব্রহ্মকে জানে।' ॥ ২ ॥

সম্বন্ধ—*এখন শ্রুতি নিজেই উপরি-উক্ত গুরু-শিষ্য সংবাদের সারমর্ম প্রকাশ করছেন—*

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥ ৩ ॥

যস্য অমতম্=যিনি মনে করেন যে ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হন না ; **তস্য**=তাঁর ; **মতম্**=(তাহলে তিনি) জেনেছেন ; (এবং) **যস্য**=যাঁর ; **মতম্**=এই ধারণা যে ব্রহ্মকে তিনি জেনেছেন ; **সঃ**=তিনি ; **বেদ**=জানেন ; **ন**=না ; (কারণ) **বিজানতাম্**= যাঁরা জ্ঞানের অভিমান পোষণ করেন তাঁদের পক্ষে ; **অবিজ্ঞাতম্**=(সেই ব্রহ্মতত্ত্ব) অজ্ঞাত ; (এবং) **অবিজানতাম্**=যাঁদের মধ্যে জ্ঞাতৃত্বের অহংকার নেই, তাঁদের ; **বিজ্ঞাতম্**=(সেই ব্রহ্মতত্ত্ব) জ্ঞাত অর্থাৎ তাঁরা সেই ব্রহ্মতত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করেছেন॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—যে মহাপুরুষগণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে 'আমরা পরমেশ্বরকে জেনে গেছি'—এই প্রকারের কিঞ্চিন্মাত্র অহংকারও জন্মায় না। তাঁরা পরমাত্মার অনন্ত অসীম মহিমা-মহার্ণবে নিমগ্ন হয়ে কেবল এই উপলব্ধি করেন যে পরমাত্মা নিজেই নিজেকে

জানেন। দ্বিতীয় এমন কেউ নেই যে তাঁর সীমা নিরূপণ করতে পারে। অসীমের সীমা স-সীম কী করেই বা পাবে ? সেইজন্যই যে মনে করে যে, ব্রহ্মকে আমি জেনে গেছি, আমি জ্ঞানী, পরমেশ্বর আমার জ্ঞেয়, সে প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে রয়েছে ; কারণ ব্রহ্ম এই রকম জ্ঞানের বিষয়ই নন। জ্ঞানের যত সাধন আছে তার কোনোটির দ্বারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। সুতরাং এই রকম জ্ঞানাভিমানীদের কাছে পরমাত্মা সর্বদা অজ্ঞাতই থেকে যান ; যতদিন জ্ঞানের অভিমান থাকে, ততদিন পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হয় না। যাঁদের মধ্যে জ্ঞানের অভিমান বিন্দুমাত্রও নেই, কেবলমাত্র সেই ভাগ্যবান মহাপুরুষগণেরই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হয়॥ ৩ ॥

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্॥ ৪ ॥

প্রতিবোধবিদিতম্=পূর্বোক্ত প্রতিবোধ (সংকেত) থেকে উৎপন্ন জ্ঞানই ; **মতম্**=যথার্থ জ্ঞান ; **হি**=কারণ (এর দ্বারা) ; **অমৃতত্বম্**=অমৃতস্বরূপ পরমাত্মাকে ; **বিন্দতে**=(মানুষ) লাভ করে থাকে ; **আত্মনা**=অন্তর্যামী পরমাত্মার থেকে ; **বীর্যম্**=পরমাত্মাকে জানার শক্তি (জ্ঞান) ; **বিন্দতে**=লাভ করে ; (এবং সেই) **বিদ্যয়া**=বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারা ; **অমৃতম্**=অমৃতরূপ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে ; **বিন্দতে**=লাভ করে॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—পূর্বে পরমাত্মার যে স্বরূপের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে তা ভালোভাবে উপলব্ধি করাই হল যথার্থ জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। পরমাত্মার উপলব্ধিজনক এই যে জ্ঞানরূপী শক্তি, তা মানুষ অন্তর্যামী পরমাত্মার কাছ থেকেই লাভ করে। মন্ত্রে বিদ্যা দ্বারা অমৃতরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করা যায় একথা বলা হয়েছে, যাতে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের যথার্থ স্বরূপ জানার জন্য মানুষের রুচি এবং উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ—*এখন, সেই ব্রহ্মতত্ত্বকে এই জন্মেই জানা একান্ত আবশ্যক—এই কথা বলে এই প্রকরণের উপসংহার করা হচ্ছে—*

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ ৫ ॥

চেৎ=যদি ; **ইহ**=এই মনুষ্য শরীরে ; **অবেদীৎ**=(পরব্রহ্মকে) উপলব্ধি করা হয় ; **অথ**=তাহলে ; **সত্যম্**=সর্বোত্তম কল্যাণ ; **অস্তি**=আছে ; **চেৎ**=যদি ; **ইহ**=এই শরীর থাকতে থাকতে ; **ন অবেদীৎ**=(তাঁকে) না জানা যায় (তাহলে) ; **মহতী**=ঘোর ; **বিনষ্টিঃ**=বিনাশ ; (এই কথা মনে রেখে) **ধীরাঃ**=বুদ্ধিমান পুরুষেরা ; **ভূতেষু ভূতেষু**=প্রাণীতে প্রাণীতে (প্রাণিমাত্রের মধ্যে) ; **বিচিত্য**=(পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে) অবগত হয়ে ; **অস্মাৎ**=এই ; **লোকাৎ**=লোক থেকে ; **প্রেত্য**=প্রয়াণ করে ; **অমৃতাঃ**=অমর ; **ভবন্তি**=হয়ে যান॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—মানব-জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ ; তা পেয়েও যে মানুষ পরমাত্ম-লাভের সাধনায় তৎপরতার সঙ্গে নিযুক্ত না হয়, সে অত্যন্ত শোচনীয় ভুল করে। এইজন্যই শ্রুতি বলছেন যে, 'যতদিন এই দুর্লভ মানব শরীর বিদ্যমান, ভগবৎ-কৃপায় প্রাপ্ত সাধন-সামগ্রীও সুলভ, তার মধ্যেই যত শীঘ্র সম্ভব পরমাত্মার জ্ঞান যদি লাভ করা যায়, তাহলেই সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল, মানব জন্মের পরম সার্থকতা। যদি এই সুযোগ হেলায় হারিয়ে যায় তাহলে মহাবিনাশ ও অপরিমেয় ক্ষতির অনিবার্য গ্রাসে পড়তে হবে—পুনঃপুন জন্ম মৃত্যুর প্রবাহে ভেসে যেতে হবে। বিলম্ব করে ফেললে শুধু কেঁদে কেঁদে অনুশোচনা করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। সংসারের ত্রিবিধ তাপ এবং আরও নানারকম যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে এই একটিই পরম সাধন আছে যে, মানুষকে তার জীবনকালের মধ্যেই দক্ষতার সাথে সাধনা করে চিরকালের মতো জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে নিতে হবে। মনুষ্য-জন্ম ভিন্ন আর যত প্রকার জন্ম (অন্যান্য প্রাণী) আছে, সেগুলি কেবল কর্মফল ভোগের জন্যই হয়ে থাকে। সেইসব জন্মে জীব পরমাত্মলাভের কোনো সাধনাই করতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধিমান পুরুষ এই বিষয়টি সম্যক্‌রূপে অনুধাবন করেন এবং সেই কারণেই প্রতিটি জাতির প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে পরমাত্মাকেই প্রত্যক্ষ করে থাকেন এবং এইভাবে তিনি চিরদিনের জন্য জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে অমর হয়ে যান॥ ৫ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় খণ্ড

সম্বন্ধ——*প্রথম প্রকরণে ব্রহ্মের স্বরূপ-তত্ত্ব নির্দেশের অভিপ্রায়ে সাংকেতিক ভাষায় বিভিন্ন প্রকারে তাঁর শক্তি সম্পর্কে দিগ্‌দর্শন করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকরণে ব্রহ্মজ্ঞানের বিলক্ষণতা বা অনন্যতা বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে যে প্রথম প্রকরণের বর্ণনা থেকে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আপাতত যে ধারণা জন্মায় বস্তুত তাঁর পূর্ণস্বরূপ সেটুকুই মাত্র নয়। তা আসলে তাঁর মহিমার অংশমাত্র। জীবাত্মা, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং তাদের অভিমানী দেবতাগণ—এই সব কিছুই তাঁরই দ্বারা অনুপ্রাণিত, প্রেরিত এবং শক্তিমান হয়েই কার্যক্ষম হয়। এখন এই তৃতীয় প্রকরণে দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই বিষয়টি পরিস্ফুট করা হচ্ছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে কোনো প্রাণী বা পদার্থ শক্তিমান, সুন্দর এবং প্রিয় বলে বোধ হয়, তাদের জীবনে যা কিছু সাফল্য দেখা যায়, সে সবই সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের অংশমাত্রের মহিমা (গীতা ১০।৪১)। সুতরাং এগুলির জন্য কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে গর্ব অনুভব করে, তবে সে মারাত্মক ভুল করবে।*

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি॥ ১ ॥

ব্রহ্ম=পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ; **হ**=ই ; **দেবেভ্যঃ**=দেবতাদের জন্য (তাঁদেরকে নিমিত্তমাত্র করে) ; **বিজিগ্যে**=(অসুরদের ওপর) জয় লাভ করেছিলেন ; **হ**=কিন্তু ; **তস্য**=তাঁর ; **ব্রহ্মণঃ**=পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের ; **বিজয়ে**=বিজয়ে ; **দেবাঃ**=ইন্দ্রাদি দেবগণ ; **অমহীয়ন্ত**=নিজেদের ওপরে মহিমা আরোপ করেছিলেন ; **তে**=তাঁরা ; **ইতি**=এইরূপ ; **ঐক্ষন্ত**=ধারণা করেছিলেন (যে) ; **অয়ম্**=এই ; **বিজয়ঃ**=বিজয় ; **অস্মাকম্ এব**=আমাদেরই ; (এবং) **অয়ম্**=এই ; **অস্মাকম্ এব**=আমাদেরই ; **মহিমা**=মহিমা ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম দেবতাদের ওপর কৃপা করে তাঁদের শক্তি প্রদান করেছিলেন, তার ফলে তাঁরা অসুরদের পরাভূত করে বিজয় লাভ করেছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে এই বিজয় ছিল শ্রীভগবানেরই ; দেবতারা

ছিলেন নিমিত্তমাত্র। কিন্তু দেবতাদের অন্তর্লোকে এই সত্যটি উদ্ভাসিত হল না, তাঁরা ভগবানের কৃপার দিকে দৃষ্টিপাত না করে তাঁর মহিমাকে নিজেদের মহিমা বলে ধারণা করলেন এবং অভিমানের বশবর্তী হয়ে ভাবতে লাগলেন যে, তাঁরা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নিজেদের শক্তি এবং পৌরুষেই অসুরদের পরাজিত করেছেন॥ ১ ॥

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি॥ ২ ॥

হ তৎ=প্রসিদ্ধ আছে যে সেই পরব্রহ্ম ; **এষাম্**=এই দেবতাদের (অভিমান) ; **বিজজ্ঞৌ**= জেনেছিলেন ; (এবং কৃপাপূর্বক তাঁদের অভিমান নষ্ট করার জন্য তিনি) **তেভ্যঃ**=তাঁদের সম্মুখে ; **হ**=ই ; **প্রাদুর্বভূব**=সাকাররূপে প্রকটিত হয়েছিলেন ; **তৎ**=তাঁকে (যক্ষরূপে প্রকটিত দেখেও) ; **ইদম্**=এই ; **যক্ষম্**=দিব্য যক্ষ ; **কিম্ ইতি**=কে, এই বিষয়টি ; **ন ব্যজানত**=(দেবতারা) বুঝতে পারলেন না॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—করুণা-সিন্ধু ভগবান দেবতাদের মিথ্যা অভিমান সম্পর্কে সেই ক্ষণেই অবহিত হয়েছিলেন। ভক্তকল্যাণে অতন্দ্র তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, দেবতাদের মধ্যে যদি এই অভিমান স্থায়ী হয়ে যায় তাহলে তাঁদের পতন অনিবার্য। ভক্তজনের পতন ভক্তবান্ধব ভগবান কী করে সহ্য করবেন ? তাই দেবতাদের ওপর কৃপা করে তাঁদের দর্প চূর্ণ করার জন্য তিনি তাঁদের সামনে এক দিব্য যক্ষমূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। দেবতারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে সেই মহা অদ্ভুত বিশাল রূপ দেখে চিন্তা করতে লাগলেন যে, এই দিব্যযক্ষ কে ; কিন্তু তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারলেন না॥ ২ ॥

তেঽগ্নিমব্রুবঞ্জাতবেদ এতদ্ বিজানীহি কিমিদং যক্ষমিতি তথেতি॥ ৩ ॥

তে=সেই ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ; **অগ্নিম্**=অগ্নিদেবকে ; (**ইতি**=এই প্রকার) ; **অব্রুবন্**=বললেন ; **জাতবেদঃ**=হে জাতবেদা ; (আপনি গিয়ে) **এতৎ**= এই ব্যাপারটি ; **বিজানীহি**=জানুন, ভালোভাবে এই ব্যাপারটির অনুসন্ধান করুন (যে) ; **ইদম্ যক্ষম**=এই দিব্যযক্ষ ; **কিম্ ইতি**=কে ; **তথা ইতি**=(অগ্নি

বললেন—) তাই হোক॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—দেবতারা সেই অতি বিচিত্র মহাকায় দিব্যযক্ষকে দেখে মনে মনে কিঞ্চিৎ সন্ত্রস্ত হলেন এবং তাঁর পরিচয় জানার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। অগ্নি দেবতা পরম তেজস্বী, বেদার্থ বেত্তা, সমগ্র জাত-পদার্থের সন্ধান রাখেন এবং সর্বজ্ঞ-প্রতিম। এইজন্য তাঁর গৌরবান্বিত নাম হল 'জাতবেদা'। দেবতারা এই কাজের জন্য তাই অগ্নিকেই উপযুক্ত বিবেচনা করে তাঁকে বললেন—'হে জাতবেদা ! আপনি গিয়ে এই যক্ষের পরিচয় নিশ্চিতরূপে জেনে আসুন যে তিনি কে।' অগ্নিদেবের নিজের বুদ্ধি-শক্তি সম্পর্কে গর্ববোধ ছিল। তাই তিনি বললেন—'ঠিক আছে, আমি গিয়ে এখনই জেনে আসছি'॥ ৩ ॥

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীত্যগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি॥ ৪ ॥

তৎ=তাঁর সমীপে ; (অগ্নিদেব) **অভ্যদ্রবৎ**=ধাবিত হয়ে উপস্থিত হলেন ; **তম্**=সেই অগ্নিদেবকে ; **অভ্যবদৎ**=(সেই দিব্য যক্ষ) প্রশ্ন করলেন ; **কঃ অসি ইতি**=তুমি কে ; **অব্রবীৎ**=(অগ্নি) বললেন (যে) ; **অহম্**=আমি ; **বৈ অগ্নিঃ**=প্রসিদ্ধ অগ্নিদেব ; **অস্মি ইতি**=হই ; (এবং) **অহম্ বৈ**=আমিই ; **জাতবেদাঃ**=জাতবেদা নামে ; **অস্মি ইতি**=প্রসিদ্ধ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—অগ্নিদেব ভাবলেন, এ আর এমন বিশেষ কী ব্যাপার ; সুতরাং তিনি সত্বর যক্ষের সমীপে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে নিজের সমীপে উপস্থিত দেখে সেই যক্ষ প্রশ্ন করলেন—আপনি কে ? অগ্নি ভাবলেন—আমার তেজঃপুঞ্জস্বরূপ সকলেরই সুপরিচিত, এ তা জানে না কী করে ? সুতরাং তিনি গর্বিতভাবে উত্তর দিলেন—'আমি প্রসিদ্ধ অগ্নিদেবতা, আমারই গৌরবময় এবং রহস্যপূর্ণ নাম জাতবেদা'॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ—*তখন যক্ষরূপী ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন—*

তস্মিঁস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি। অপীদঁসর্বং দহেয়ম্, যদিদং পৃথিব্যামিতি॥ ৫ ॥

তস্মিন্ ত্বয়ি=এই প্রকার নামযুক্ত তোমাতে ; **কিং বীর্যম্**=কী বিশেষ সামর্থ্য

আছে ; **ইতি**=তা বলো ; (তখন অগ্নি উত্তর দিলেন) **অপি**=যদি (আমি ইচ্ছা করি তো) ; **পৃথিব্যাম্**=পৃথিবীতে ; **যৎ ইদম্**=এই যা কিছু আছে ; **ইদম্ সর্বম্**=এই সব কিছুকেই ; **দহেয়ম্ ইতি**=জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতে পারি॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—অগ্নির গর্বোক্তি শুনে ব্রহ্ম অজ্ঞের মতো বললেন—'ও ! আপনিই অগ্নিদেবতা, আপনিই জাতবেদা—যিনি সকল জাত-পদার্থের পরিচয় জানেন ! অতি উত্তম ! যাই হোক, আপনি বলুন তো আপনার কী শক্তি আছে, আপনি কী করতে পারেন ?' অগ্নি এই কথার উত্তরে আবার গর্বের সঙ্গে বললেন—'আমি কী করতে পারি, জানতে চান ? শুনুন তাহলে। আমি ইচ্ছা করলে এই সমগ্র ভূমণ্ডলে যা কিছু পদার্থ চোখে পড়ে সে সবই পুড়িয়ে এখনই ভস্মরাশিতে পরিণত করতে পারি'॥ ৫ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং স তত এব নিববৃতে, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি॥ ৬ ॥

(তখন সেই দিব্যযক্ষ) **তস্মৈ**=সেই অগ্নিদেবের সম্মুখে ; **তৃণম্**=একটি তৃণ ; **নিদধৌ**=রাখলেন ; (এবং) **ইতি**=এই কথা বললেন ; **এতৎ**=এই তৃণটিকে ; **দহ**=দগ্ধ করো ; **সঃ**=তিনি (অগ্নি) ; **সর্বজবেন**=পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে ; **তৎ উপপ্রেয়ায়**=সেই তৃণটির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ; (কিন্তু) **তৎ**=সেটিকে ; **দগ্ধুম্**=দগ্ধ করতে ; **ন এব শশাক**=কোনোভাবেই সমর্থ হলেন না ; **ততঃ**=(তখন লজ্জিত হয়ে) সেখান থেকে ; **নিববৃতে**=ফিরে এলেন (এবং দেবতাদের বললেন) ; **এতৎ**=এই (বিষয়টি) ; **বিজ্ঞাতুম্**=জানতে ; **ন অশকম্**=আমি সমর্থ হলাম না (যে বস্তুত) ; **এতৎ**=এই ; **যক্ষম্**=দিব্যযক্ষ ; **যৎ ইতি**=কে॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—পুনরায় অগ্নিদেবতার গর্বোক্তি শুনে সকলের সত্তা-শক্তি প্রদানকারী যক্ষরূপী পরব্রহ্ম পরমেশ্বর তাঁর সামনে একটি শুষ্ক তৃণ রেখে বললেন—'আপনি তো সব কিছুকেই দগ্ধ করতে পারেন, তাহলে সামান্য একটু শক্তি প্রয়োগ করে এই শুষ্ক তৃণটিকে দগ্ধ করুন তো।' অগ্নিদেবতা সম্ভবত প্রথমে এটি নিজের পক্ষে অপমানজনক মনে করে হেলার সঙ্গে সেই

তৃণটির কাছে গিয়ে সেটিকে জ্বালাতে চেষ্টা করলেন ; কিন্তু সেটি যখন জ্বলল না তখন নিজের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে সেটিকে জ্বালাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটিতে সামান্যতম তাপও লাগল না। আর তা লাগবেই বা কী করে ? অগ্নির যে অগ্নিত্ব, যে দাহিকা শক্তি তা তো সকল শক্তির মূল ভাণ্ডার পরমাত্মার কাছ থেকেই পাওয়া, তিনি যদি সেই শক্তিস্রোত রুদ্ধ করে দেন তাহলে শক্তি আসবে কোথা থেকে ? অগ্নিদেব এই ব্যাপারটি না বুঝেই উচ্চ কণ্ঠে দম্ভ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্ম যখন নিজ শক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ করলেন, তখন শুষ্ক তৃণটিকেও জাতবেদা অগ্নি দগ্ধ করতে সমর্থ হলেন না। তখন লজ্জায় নতশিরে হতপ্রতিজ্ঞ এবং হতপ্রভ হয়ে তিনি নিঃশব্দে দেবতাদের কাছে ফিরে এলেন এবং বললেন 'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, এই যক্ষ কে' ॥ ৬ ॥

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি॥ ৭ ॥

অথ=অনন্তর ; **বায়ুম্**=বায়ুদেবতাকে ; **অব্রুবন্**=(দেবতারা) বললেন ; **বায়ো**=হে বায়ুদেব ! (গিয়ে) ; **এতৎ**=এই কথা ; **বিজানীহি**=আপনি জেনে আসুন—ভালোভাবে এই ব্যাপারটির অনুসন্ধান করুন (যে) ; **এতৎ**=এই ; **যক্ষম্**=দিব্য যক্ষ ; **কিম্ ইতি**=কে ; (বায়ু বললেন) **তথা ইতি**=তাই হোক॥ ৭

ব্যাখ্যা—অগ্নিদেব যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন, তখন দেবতারা এই কাজের জন্য অপ্রতিম শক্তিধর বায়ুদেবতাকে নির্বাচিত করলেন এবং তাঁকে বললেন—'বায়ুদেব ! আপনি গিয়ে এই ব্যাপারটি ভালোভাবে অনুসন্ধান করে জেনে আসুন যে এই যক্ষ কে।' বায়ুদেবতারও নিজ বুদ্ধি শক্তি সম্পর্কে গর্ববোধ ছিল। তাই তিনিও বললেন—'উত্তম কথা, আমি এখনই জেনে আসছি'॥ ৭ ॥

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি। বায়ুর্বা অহমস্মীত্য-ব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি॥ ৮ ॥

তৎ=তাঁর সমীপে ; **অভ্যদ্রবৎ**=(বায়ুদেবতা) দ্রুত উপস্থিত হলেন ; **তম্**=তাঁকে (ও) ; **অভ্যবদৎ**=(সেই দিব্যযক্ষ) প্রশ্ন করলেন ; **কঃ অসি ইতি**=(যে) তুমি কে ; **অব্রবীৎ**=(তখন বায়ু) বললেন (যে) ; **অহম্**=আমি ;

বৈ বায়ুঃ=প্রসিদ্ধ বায়ুদেবতা ; **অস্মি ইতি**=হই ; (এবং) **অহম্ বৈ**=আমি-ই ; **মাতরিশ্বা**=মাতরিশ্বা নামে ; **অস্মি ইতি**=প্রসিদ্ধ ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—বায়ুদেবতা ভাবলেন, 'অগ্নি কিছু একটা ভুল করেছেন, নাহলে যক্ষের পরিচয় জানা এমন কী বিশেষ ব্যাপার ? যাই হোক, এ বিষয়ে সফলতার কৃতিত্ব আমিই লাভ করব।' এইরূপ ভেবে তিনি দ্রুত যক্ষের সমীপে উপস্থিত হলেন। তাঁকে নিজের সম্মুখে দেখেই যক্ষ প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে ?' বায়ুও নিজের গুণ ও গৌরবের গর্বে স্ফীত হয়ে উত্তর দিলেন, 'আমিই সুপ্রসিদ্ধ বায়ুদেবতা, আমারই গৌরবময় এবং রহস্যপূর্ণ নাম মাতরিশ্বা' ॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ—*যক্ষরূপী ব্রহ্ম বায়ুকে জিজ্ঞাসা করলেন*—

তস্মিঁস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি ? অপীদঁ সর্বমাদদীয়ম্, যদিদং পৃথিব্যামিতি॥ ৯ ॥

তস্মিন্ ত্বয়ি=এইরূপ নামযুক্ত তোমার মধ্যে ; **কিং বীর্যম্**=বিশেষ কী সামর্থ্য আছে ; **ইতি**=এই কথা বলো ; (তখন বায়ু উত্তর দিলেন) **অপি**=যদি (আমি ইচ্ছা করি তো) ; **পৃথিব্যাম্**=পৃথিবীতে ; **যৎ ইদম্**=এই যা কিছু আছে ; **ইদং সর্বম্**=সেই সবকেই ; **আদদীয়ম্ ইতি**=তুলে নিতে—আকাশে উড়িয়ে নিতে পারি॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—বায়ুরও সেই একইরকম গর্বোক্তি শুনে ব্রহ্ম তাঁর কাছেও অজ্ঞের মতো বললেন—'ও ! আপনিই বায়ুদেবতা, অন্তরীক্ষে কোনো অবলম্বন ছাড়াই বিচরণে সমর্থ মহান মাতরিশ্বা আপনিই ! অতি উত্তম, তাহলে আমাকে বলুন, আপনার বিশেষ শক্তি কী, আপনি কী করতে পারেন ?' বায়ুও এই কথায় অগ্নিরই মতো পুনরায় উত্তর দিলেন—'আমি ইচ্ছা করলে এই ভূমণ্ডলে যা কিছু পদার্থ আছে, সে সবই কোনো আধার বা অবলম্বন ছাড়াই শূন্যে উঠিয়ে নিতে, উড়িয়ে দিতে পারি।' ॥ ৯ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং স তত এব নিববৃতে, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি॥ ১০ ॥

(তখন সেই দিব্যযক্ষ) **তস্মৈ**=সেই বায়ু দেবতার সামনে ; **তৃণম্**=একটি তৃণ ; **নিদধৌ**=রাখলেন ; (এবং বললেন) **এতৎ**=এই তৃণটিকে ; **আদৎস্ব ইতি**=উঠিয়ে নাও, উড়িয়ে দাও ; **সঃ**=তিনি (বায়ু) ; **সর্বজবেন**=পূর্ণশক্তির সঙ্গে ; **তৎ উপপ্রেয়ায়**=সেই তৃণটিকে বিচলিত করতে নিযুক্ত হলেন (কিন্তু) ; **তৎ**=সেটিকে ; **আদাতুম্**=উড়িয়ে নিতে ; **ন এব শশাক**=কোনো প্রকারেই সমর্থ হলেন না ; **ততঃ**=(তখন লজ্জিত হয়ে) সেখান থেকে ; **নিববৃতে**=ফিরে এলেন (এবং দেবতাদের বললেন) ; **এতৎ**=এই কথা ; **বিজ্ঞাতুম্**=জানতে ; **ন অশকম্**=আমি সমর্থ হলাম না (যে বস্তুত) ; **এতৎ**=এই ; **যক্ষম্**=দিব্যযক্ষ ; **যৎ ইতি**=কে ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—বায়ুদেবতারও সেই একই প্রকারের গর্বপূর্ণ উক্তি শুনে সকলের সত্তা-শক্তি-প্রদানকারী পরব্রহ্ম পরমেশ্বর তাঁর সম্মুখেও একটি শুষ্ক তৃণ স্থাপন করে বললেন—'আপনি তো সব কিছুকেই উড়িয়ে নিতে পারেন, তাহলে সামান্য শক্তি প্রয়োগ করে এই শুষ্ক তৃণটি উড়িয়ে দিন।' বায়ুদেবতাও এতে নিজের অপমান বোধ করে অবহেলাভরে সেই তৃণটির সমীপে গিয়ে সেটিকে উড়িয়ে নিতে চাইলেন, তাতে যখন সেটি উড়ল না, তখন নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। কিন্তু শক্তিমান পরমাত্মা শক্তি অবরুদ্ধ করায় তিনি সেটিকে বিন্দুমাত্র বিচলিতও করতে পারলেন না। তখন তিনিও অগ্নিরই মতো হতপ্রতিজ্ঞ এবং হতপ্রভ হয়ে লজ্জাবনত শিরে সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং দেবতাদের বললেন, 'আমি ভালোভাবে বুঝতে পারলাম না, এই যক্ষ কে ?' ॥ ১০ ॥

অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি। তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে॥ ১১ ॥

অথ=তারপর ; **ইন্দ্রম্**=ইন্দ্রকে ; **অব্রুবন্**=(দেবতারা) বললেন ; **মঘবন্**=হে ইন্দ্রদেব ; **এতৎ**=এই বিষয়টি ; **বিজানীহি**=আপনি জেনে আসুন—যথাযথ অনুসন্ধান করে নিশ্চিত পরিচয় জ্ঞাত হোন (যে) ; **এতৎ**= এই ; **যক্ষম্**=দিব্যযক্ষ ; **কিম্ ইতি**=কে ; (তখন ইন্দ্র বললেন) **তথা ইতি**=তাই হোক ; **তৎ অভ্যদ্রবৎ**=(এবং তিনি) সেই যক্ষের দিকে ধাবিত হলেন ; (কিন্তু

সেই দিব্যযক্ষ) তস্মাৎ=তাঁর সম্মুখ থেকে ; তিরোদধে=অন্তর্হিত হয়ে গেলেন॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—যখন অগ্নি এবং বায়ুর মতো অপ্রতিম শক্তিসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান দেবতারাও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন এবং তাঁরাও কোনো কারণ জানাতে পারলেন না, তখন দেবতারা বিচার-বিবেচনা করে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রকেই এই কাজের জন্য নির্বাচিত করলেন এবং তাঁকে বললেন—'হে মহান বলশালী দেবরাজ! এবার আপনিই গিয়ে নিশ্চিতভাবে জানুন যে এই যক্ষ কে। আপনি ছাড়া আর কারোরই এই কাজে সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই।' ইন্দ্রও 'উত্তম প্রস্তাব'—এই কথা বলে দ্রুত যক্ষের কাছে গেলেন, কিন্তু তিনি সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সেই যক্ষ তাঁর সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। অন্যান্য দেবতাদের থেকে ইন্দ্রের মধ্যে অভিমান অধিক থাকায় ব্রহ্ম তাঁকে বার্তালাপের সুযোগও দিলেন না। কিন্তু এই একটি দোষ ব্যতীত অন্য সব দিক থেকেই ইন্দ্র যোগ্য অধিকারী ছিলেন, এইজন্য তাঁর ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান উৎপাদন করা আবশ্যক বিবেচনায় তার উপায় বিধানের জন্য তিনি স্বয়ং অন্তর্হিত হলেন॥ ১১ ॥

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাঁ্ হৈমবতীম্ তাঁ্হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি॥ ১২ ॥

সঃ=সেই ইন্দ্র ; **তস্মিন্ এব**=সেইখানেই ; **আকাশে**=আকাশে (যক্ষের অবস্থানের জায়গাতেই) ; **বহুশোভমানাম্**=অত্যন্ত সুন্দরী ; **স্ত্রিয়ম্**=দেবী ; **হৈমবতীম্**=হিমাচল কন্যা ; **উমাম্**=উমার নিকট (তাঁর সমীপে) ; **আজগাম**=উপস্থিত হলেন (এবং) ; **তাম্**=তাঁকে ; **হ উবাচ**=(সসম্মানে) জিজ্ঞাসা করলেন (হে দেবী) ; **এতৎ**=এই ; **যক্ষম্**=দিব্যযক্ষ ; **কিম্ ইতি**=কে ছিলেন॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—যক্ষের অন্তর্ধানের পর ইন্দ্র সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন, অগ্নি এবং বায়ুর মতো সেখান থেকে ফিরে এলেন না। ইতিমধ্যেই তিনি দেখতে পেলেন যেখানে দিব্যযক্ষ অবস্থান করছিলেন, ঠিক সেইখানেই অনুপম শোভাময়ী হিমাচল দুহিতা দেবী উমা আবির্ভূতা হয়েছেন। তাঁকে দেখে ইন্দ্র তাঁর কাছে গেলেন। ইন্দ্রের প্রতি কৃপা করে করুণাময় পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমই উমারূপা

সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যাকে প্রকাশিত করলেন। ইন্দ্র ভক্তিভরে তাঁকে বললেন—'ভগবতী ! আপনি সর্বজ্ঞ শিরোমণি ভগবান শ্রীশংকরের স্বরূপা-শক্তি। সুতরাং আপনিও অবশ্যই নিখিল তত্ত্ব অবগত আছেন। আপনি দয়া করে আমাকে বলুন যে এই দিব্যযক্ষ—যিনি দর্শন দিয়ে সহসাই মিলিয়ে গেলেন—তিনি প্রকৃতপক্ষে কে এবং কীজন্যই বা এখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন ?' ॥ ১২ ॥

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত॥ ৩ ॥

চতুর্থ খণ্ড

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি, ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ ১ ॥

সা=তিনি (ভগবতী উমাদেবী) ; **হ উবাচ**=স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন ; **ব্রহ্ম ইতি**=(উনি তো) পরব্রহ্ম পরমাত্মা ; **ব্রহ্মণঃ বৈ**= সেই পরমাত্মারই ; **এতদ্বিজয়ে**=এই বিজয়ে ; **মহীয়ধ্বম্ ইতি**= তোমরা নিজেদের ওপর মহত্ত্ব আরোপ করেছিলে ; **ততঃ এব**=উমাদেবীর এই বাক্যানুসারেই ; **হ**= নিশ্চয়পূর্বক ; **বিদাঞ্চকার**=(ইন্দ্র) জানতে পারলেন (যে) ; **ব্রহ্ম ইতি**=(ইনিই) ব্রহ্ম॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—দেবরাজ ইন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবতী উমাদেবী তাঁকে বললেন, 'তুমি যে দিব্য যক্ষকে দেখেছিলে এবং যিনি এখন অন্তর্হিত হয়েছেন, তিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। তোমরা যে অসুরদের ওপর বিজয় লাভ করেছ তা সেই ব্রহ্মেরই শক্তিতে, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তা সেই পরব্রহ্মেরই বিজয়, তোমরা এক্ষেত্রে নিমিত্তমাত্র ছিলে। কিন্তু তোমরা ব্রহ্মের এই বিজয়কে নিজেদের বিজয় বলে মনে করেছ এবং তাঁর মহিমাকে নিজেদের মহিমা বলে ধারণা করেছ।

তোমাদের এই ধারণা ছিল মিথ্যা অভিমান এবং যে পরম কারুণিক পরমাত্মা কৃপা করে অসুরদের ওপর তোমাদের বিজয় প্রদান করেছিলেন,

সেই পরমাত্মাই তোমাদের মিথ্যা অভিমান নাশ করে তোমাদের কল্যাণের জন্য যক্ষরূপে আবির্ভূত হয়ে অগ্নি এবং বায়ুর গর্ব চূর্ণ করেছেন এবং তোমাদের যথার্থ জ্ঞান দানের জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তুমি স্বীয় শক্তির সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ করে যে ব্রহ্মের মহিমায় মহিমান্বিত এবং শক্তিমান হয়েছ, তাঁর মহিমা সম্যক্ ধারণা করতে সচেষ্ট হও। স্বপ্নেও একথা ভেবো না যে ব্রহ্মের শক্তি ব্যতীত নিজের স্বতন্ত্র শক্তিতে কেউ কিছু করতে পারে।' উমার এই কথায় দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইন্দ্রের এই জ্ঞান জন্মাল যে যক্ষের রূপ ধারণ করে স্বয়ং ব্রহ্মই তাঁদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন ॥ ১ ॥

তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ ২ ॥

তস্মাৎ বৈ=এই কারণে ; **এতে দেবাঃ**=এই তিন দেবতা ; **যৎ**=যথা ; (অর্থাৎ যারা) **অগ্নিঃ**=অগ্নি ; **বায়ুঃ**=বায়ু (এবং) ; **ইন্দ্রঃ**=ইন্দ্র (নামে প্রসিদ্ধ) ; **অন্যান্**=অন্যান্য (চন্দ্র প্রভৃতি) ; **দেবান্**= দেবতাগণ অপেক্ষা ; **অতিতরাম্ ইব**=যেন তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ ; **হি**=কারণ ; **তে**=তাঁরাই ; **এনৎনেদিষ্ঠম্**=এই সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং সমীপস্থ পরমেশ্বরকে ; **পস্পৃশুঃ**= (দর্শনদ্বারা) স্পর্শ করেছিলেন ; **তে হি**=(এবং) তাঁরাই ; **এনৎ**=এঁকে ; **প্রথমঃ**=সর্বপ্রথম ; **বিদাঞ্চকার**=জেনেছিলেন (যে) ; **ব্রহ্ম ইতি**=ইনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—দেবগণের মধ্যে অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য, কারণ—এই তিন জনই ব্রহ্মের সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন। পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে দর্শন, তাঁর পরিচয় লাভের প্রযত্ন এবং তাঁর সাথে বার্তালাপের পরম সৌভাগ্য এই তিন জনেরই হয়েছিল এবং তাঁরাই সর্বপ্রথম এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে আমরা যাঁর দর্শন লাভ করেছি, যাঁর সাথে বার্তালাপ করেছি এবং যাঁর শক্তিতে অসুরদের ওপর বিজয় লাভ করেছি, তিনিই সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা।

সারকথা এই যে, যে সৌভাগ্যবান মহাপুরুষ যে কোনো কারণে, ভগবানের দিব্য সংস্পর্শের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, যিনি তাঁর দর্শন, স্পর্শ এবং তাঁর সাথে বাগ্‌-ব্যবহারের শুভ অবসর প্রাপ্ত হয়েছেন, এই মন্ত্রে ইন্দ্রাদি দেবতার উদাহরণের সাহায্যে তাঁর মহিমাই খ্যাপন করা হয়েছে।। ২ ।।

সম্বন্ধ——*এখন বলা হচ্ছে যে, এই তিন দেবতার মধ্যে অগ্নি এবং বায়ু অপেক্ষা দেবরাজ ইন্দ্র হলেন শ্রেষ্ঠ—*

তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।। ৩ ।।

তস্মাৎ বৈ=এইজন্য ; **ইন্দ্রঃ**=ইন্দ্র ; **অন্যান্ দেবান্**=অন্য দেবতাদের তুলনায় ; **অতিতরাম্ ইব**=যেন অধিক উৎকর্ষযুক্ত ; **হি**=কারণ ; **সঃ**=তিনি ; **এনৎনেদিষ্ঠম্**=এই অত্যন্ত প্রিয় এবং সমীপবর্তী পরমেশ্বরকে ; **পস্পর্শ**= (উমাদেবীর মুখ থেকে শুনে সর্বপ্রথম) মনের দ্বারা স্পর্শ করেছিলেন ; **সঃ হি**=(এবং) তিনিই ; **এনৎ**=এঁকে ; **প্রথমঃ**=অন্যান্য দেবতাদের পূর্বে ; **বিদাঞ্চকার**=উত্তমরূপে জেনেছিলেন (যে) ; **ব্রহ্ম ইতি**=ইনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম।। ৩ ।।

ব্যাখ্যা—অগ্নি এবং বায়ু দিব্যযক্ষরূপী ব্রহ্মের দর্শন এবং তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন ঠিকই ; কিন্তু তাঁরা তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি। ভগবতী উমার কাছ থেকে সর্বপ্রথম দেবরাজ ইন্দ্রই সর্বশক্তিমান পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তারপর ইন্দ্রের মুখ থেকে শুনে অগ্নি এবং বায়ু তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন এবং তারও পরে তাঁদের কাছ থেকে অন্যান্য সকল দেবতা জেনেছিলেন যে, 'আমরা যে দিব্যযক্ষের দর্শন লাভ করেছিলাম, তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম।' এইভাবে অন্যান্য দেবতারা কেবলমাত্র শুনে জেনেছিলেন ; কিন্তু তাঁরা পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের সঙ্গে বাক্যালাপের বা তাঁর তত্ত্ব উপলব্ধি করার সৌভাগ্য লাভ করেননি। এইজন্য এইসব দেবতাদের তুলনায় অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, কারণ এই তিন জনেরই ব্রহ্মের দর্শন এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছিল। বিশেষত, ইন্দ্র সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বলে

তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মান্য করা হয়॥ ৩ ॥

সম্বন্ধ——*এখন উপরি-উক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব আধিদৈবিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে সংকেতে বোঝানো হচ্ছে—*

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীন্ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতম্॥ ৪ ॥

তস্য=সেই ব্রহ্মের ; **এষঃ**=এই ; **আদেশঃ**=সাংকেতিক উপদেশ ; **যৎ**=যে ; **এতৎ**=এই ; **বিদ্যুতঃ**=বিদ্যুতের ; **ব্যদ্যুতৎ আ**=চমকের মতো ; **ইতি**=এইরকম (ক্ষণস্থায়ী) ; **ইৎ**=তথা ; **ন্যমীমিষৎ আ**=চোখের নিমেষ বা পলক ফেলার মতো ; **ইতি**=এইরকম ; **অধিদৈবতম্**=এই আধিদৈবিক উপদেশ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—যখন সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের তীব্র অভিলাষ জেগে ওঠে, তখন ভগবান তাঁর উৎকণ্ঠাকে আরও তীব্র এবং উদগ্র করে তোলার জন্য বিদ্যুচ্চমকের মতো তথা চোখের পলক ফেলার মতো নিজ স্বরূপের ক্ষণিক আভাস দিয়েই মিলিয়ে যান। পূর্বোক্ত আখ্যায়িকায় ইন্দ্রের সামনে থেকে দিব্যযক্ষের অন্তর্ধানের ব্যাপারটি এরই দৃষ্টান্ত। দেবর্ষি নারদেরও পূর্বজন্মে ভগবান তাঁকে ক্ষণকালের জন্য নিজের দিব্যস্বরূপের চকিত আভাস দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে গেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৬।১৯-২০) এই প্রসঙ্গ আছে। যখন সাধকের চোখের সামনে অথবা তাঁর হৃদয়ে প্রথম প্রথম ভগবানের সাকার অথবা নিরাকার স্বরূপের দর্শন অথবা অনুভব হয়, তখন এক আনন্দময় আশ্চর্যবোধে তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। নিত্য-নিরন্তর তাঁকে দেখার বা অনুভব করার এক উদগ্র অভীপ্সা, এক অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়কে অশান্ত করে তোলে ; সেই আরাধ্যদেবতার, সেই পরম প্রিয়ের সঙ্গে মুহূর্তের বিচ্ছেদও তাঁর নিকট অসহ্য বোধ হয়। এই বিষয়টিই এই মন্ত্রে আধিদৈবিক দৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝানোর প্রয়াস করা হয়েছে বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে এখানে অত্যন্ত গুহ্যভাবে এমন ভাষায় ব্রহ্মতত্ত্বের সাংকেতিক উপদেশ করা হয়েছে, যা কেবলমাত্র কোনো অনুভবী সন্ত-মহাত্মাই ব্যাখ্যা করতে পারেন। শব্দের অর্থ তো নিজ নিজ ভাবনা অনুসারে বিভিন্ন প্রকারে করা সম্ভব॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ——*এখন এই বিষয়টি আধ্যাত্মিকভাবে বোঝানো হচ্ছে—*

অথাধ্যাত্মং যদেতদ্‌গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণঁ্ সংকল্পঃ॥ ৫ ॥

অথ=অনন্তর (এখন) ; **অধ্যাত্মম্**=আধ্যাত্মিক (উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে) ; **যৎ**=যেমন ; **মনঃ**=(আমাদের) মন ; **এতৎ**=এই (ব্রহ্মের সমীপে) ; **গচ্ছতি ইব**=যেন যাচ্ছে বলে প্রতীতি হয় ; **চ**=তথা ; **এতৎ**=এই ব্রহ্মকে ; **অভীক্ষ্ণম্**=নিরন্তর ; **উপস্মরতি**=অত্যন্ত প্রেম ব্যাকুলতার সঙ্গে স্মরণ করে ; **অনেন**=এই মনের দ্বারা (ই) ; **সংকল্পঃ চ**=সংকল্প অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের জন্য উৎকট অভিলাষও (জন্মিয়ে থাকে)॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—যখন সাধকের নিজের মন আরাধ্যদেবতা শ্রীভগবানের সমীপে সমুপস্থিত হচ্ছে বলে মনে হতে থাকে, তিনি নিজের মনে ভগবানের নির্গুণ অথবা সগুণ যে স্বরূপেরই চিন্তা করুন না কেন, যেন তার প্রত্যক্ষ অনুভব হতে থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সেই ইষ্টের প্রতি গভীর অনুরাগ সঞ্জাত হয়। তখন তিনি ক্ষণকালের জন্যও সেই ইষ্টদেবের বিস্মৃতি সহ্য করতে পারেন না। তখন তাঁর অত্যন্ত ব্যাকুলতা জন্মায় (**'তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি'**, নারদভক্তিসূত্র ১৯)। তিনি নিত্য-নিরন্তর গভীর প্রেমে তাঁকে স্মরণ করতে থাকেন, তাঁকে পাওয়ার জন্য এক পরম গভীর এবং উদগ্র অনিবার্য অভিলাষ তাঁর মনে জন্মায়। পূর্ব মন্ত্রে আধিদৈবিক দৃষ্টিতে যে বিষয়টি বলা হয়েছিল, এখানে তাই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে বলা হয়েছে॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ——*এখন সেই ব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তার ফল বলা হচ্ছে—*

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাভি হৈনঁ্ সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি॥ ৬ ॥

তৎ=সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা ; **তদ্বনম্**=(প্রাণিমাত্রেরই প্রাপনীয় বা একমাত্র ইষ্ট বলে) 'তদ্বন' ; **নাম হ**=নামে প্রসিদ্ধ ; (সুতরাং) **তদ্বনম্**=সেই আনন্দঘন পরমাত্মা প্রাণিমাত্রের অভিলাষের বিষয় এবং সকলের পরম প্রিয় ; **ইতি**=এইভাবে ; **উপাসিতব্যম্**=তাঁর উপাসনা করা উচিত ; **সঃ যঃ**=যে সাধক ;

এতৎ=সেই ব্রহ্মকে ; **এবম্**=এইপ্রকারে (উপাসনার দ্বারা) ; **বেদ**=জানে ; **এনম্ হ**=তাঁকে নিঃসন্দেহে ; **সর্বাণি**=সকল ; **ভূতানি**=প্রাণী ; **অভি**=সব দিক থেকে ; **সংবাঞ্ছন্তি**=হৃদয় থেকে কামনা করে অর্থাৎ তিনি প্রাণিমাত্রেরই প্রিয় হয়ে থাকেন॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—সেই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সকলেরই পরম প্রিয়। সকল প্রাণীই কোনো না কোনো ভাবে তাঁকেই চেয়ে আসছে, কিন্তু তাঁকে চেনে না। এইজন্যই সুখলাভের আশায় তাঁকে খুঁজতে গিয়ে দুঃখরূপ বিষয়সমূহে জড়িয়ে পড়ে, তাঁকে পায় না। সাধকের উচিত এই রহস্যটি বুঝে সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাণীমাত্রের প্রিয় জেনে তাঁর নিত্য অচল, অমল, অনন্ত, পরম আনন্দ স্বরূপের নিত্য-নিরন্তর চিন্তনে রত থাকা। এইভাবে চিন্তা করতে করতে যখন তিনি সেই আনন্দস্বরূপ সর্বপ্রিয় পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন তখন তিনি নিজেও আনন্দময় হয়ে যান। তখন জগতের সকল প্রাণীই তাঁকে নিজেদের পরমাত্মীয় জ্ঞানে ভালোবাসে, প্রেমের দৃষ্টিতে দেখে॥ ৬ ॥

উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি॥ ৭ ॥

ভোঃ=হে গুরুদেব ! ; **উপনিষদম্**=ব্রহ্মসম্বন্ধী রহস্যময়ী বিদ্যা ; **ব্রূহি**=উপদেশ করুন ; **ইতি**=এইরূপ (শিষ্যের প্রার্থনার পর গুরুদেব বলছেন) ; **তে**=তোমাকে (আমি) ; **উপনিষৎ**=রহস্যময়ী ব্রহ্মবিদ্যা ; **উক্তা**=বলেছি ; **তে**=তোমাকে (আমি) ; **বাব**=নিশ্চয়ই ; **ব্রাহ্মীম্**=ব্রহ্মবিষয়ক ; **উপনিষদম্**=রহস্যময়ী বিদ্যা ; **অব্রূম**=বলে দিয়েছি ; **ইতি**=এইরূপ (তোমার বোঝা উচিত)॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—গুরুদেবের কাছ থেকে সাংকেতিক ভাষায় ব্রহ্মবিদ্যার অনুপম উপদেশ শুনেও শিষ্য তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেনি, তাই সে প্রার্থনা করে—'গুরুদেব ! আপনি আমায় উপনিষদ্—অর্থাৎ রহস্যময়ী বিদ্যা—উপদেশ করুন।' গুরুদেব বলেন—'বৎস ! আমি তোমায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশই তো দিলাম। তোমার প্রশ্নের উত্তরে **'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্'** থেকে শুরু করে এই পূর্বমন্ত্র পর্যন্ত যা কিছু বলেছি, তুমি দৃঢ়নিশ্চয়ের সঙ্গে

ধারণা করো যে, তা সবই সেই রহস্যময়ী ব্রহ্মবিদ্যারই উপদেশ।'॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ— *কেবলমাত্র শ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের রহস্য বোধে বা উপলব্ধিতে ধরা দেয় না, এজন্য বিশেষ সাধনের আবশ্যকতা আছে ; সেই কারণে এখন সেই প্রধান সাধনগুলির নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—*

তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্॥ ৮ ॥

তস্যৈ=সেই রহস্যময়ী ব্রহ্মবিদ্যার ; **তপঃ**=তপস্যা ; **দমঃ**=মন এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের নিয়ন্ত্রণ ; **কর্ম**=কর্তব্যপালন ; **ইতি**=এই তিনটি ; **প্রতিষ্ঠাঃ**=আধার-স্বরূপ ; **বেদাঃ**=বেদসমূহ ; **সর্বাঙ্গানি**=সেই বিদ্যার অঙ্গ-সমুদয় অর্থাৎ বেদে সেই বিদ্যার অঙ্গ-প্রতঙ্গসমূহের সবিস্তার বর্ণনা আছে ; **সত্যম্**=সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর ; **আয়তনম্**=তার অধিষ্ঠান বা প্রাপ্তব্য॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—পড়ে-শুনে প্রচার করলাম, আর ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেলাম এ হল ব্রহ্মবিদ্যার পরিহাস এবং নিজে নিজেকে প্রবঞ্চনা করা। ব্রহ্মবিদ্যারূপী প্রাসাদের ভিত্তি হল—তপস্যা, দম এবং কর্ম প্রভৃতি সাধন। এগুলির ওপরেই সেই রহস্যময়ী ব্রহ্মবিদ্যা স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যে সাধক সাধন-সম্পত্তির রক্ষা, বৃদ্ধি তথা স্বধর্মপালনের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্টকে সানন্দে স্বীকার না করে, যে মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে সম্যক্ বশীভূত না করে এবং যে নিষ্কামভাবে অনাসক্ত হয়ে বর্ণাশ্রমোচিত অবশ্য পালনীয় কর্তব্য-কর্ম অনুষ্ঠান না করে, সে ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ রহস্য বুঝতে পারে না, কারণ এইগুলিই হল তা জানার প্রধান আধার। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে বেদই সেই ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ। বেদেই ব্রহ্মবিদ্যার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশদ ব্যাখ্যা আছে, অতএব অঙ্গসমূহসহিত বেদের অধ্যয়ন করতে হবে। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর অর্থাৎ ত্রিকালাবাধিত সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরই সেই ব্রহ্মবিদ্যার পরম অধিষ্ঠান, আশ্রয়স্থল এবং পরম লক্ষ্য। অতএব সেই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে যে বেদানুসারে তপ, দম এবং নিষ্কাম কর্মাদির অনুষ্ঠানে রত থেকে তাঁর তত্ত্ব অনুসন্ধান করে চলে, সেই ব্রহ্মবিদ্যার সর্বস্ব পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে লাভ করে॥ ৮ ॥

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি॥ ৯ ॥

যঃ=যে কেউ ; **এতাম্** বৈ=এই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যাকে ; **এবম্**=পূর্বোক্ত প্রকারে ভালোভাবে ; **বেদ**=জানে ; **সঃ**=সে ; **পাপ্মানম্**=পাপসমূহকে ; **অপহত্য**=ধ্বংস করে ; **অনন্তে**=অবিনাশী অসীম ; **জ্যেয়ে**=সর্বশ্রেষ্ঠ ; **স্বর্গে লোকে**=পরমধামে ; **প্রতিতিষ্ঠতি**=প্রতিষ্ঠিত হয় ; **প্রতিতিষ্ঠতি**=চিরকালের মতো স্থিত হয়॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—উপরে বলা পদ্ধতি অনুসারে যে উপনিষদ্-রূপ ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য উপলব্ধি করে অর্থাৎ তদনুসারে সাধনে প্রবৃত্ত হয়, সে সমস্ত পাপ—অর্থাৎ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধকস্বরূপ সমস্ত শুভাশুভ কর্ম নিঃশেষে বিনাশ করে নিত্য সত্য সর্বশ্রেষ্ঠ পরমধামে প্রতিষ্ঠিত হয়, কখনো সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে না। নিত্যকালের জন্যই সে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে 'প্রতিষ্ঠিত' পদের পুনরুচ্চারণ গ্রন্থ সমাপ্তির সূচক তো বটেই সেইসঙ্গে উপদেশের সুনিশ্চিততারও প্রতিপাদক॥ ৯ ॥

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত॥ ৪ ॥

॥ সামবেদীয় কেনোপনিষদ্ সমাপ্ত ॥

শান্তিপাঠ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

এর অর্থ এই উপনিষদের প্রারম্ভে দেওয়া হয়েছে।

———○———

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

কঠোপনিষদ্

উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে কঠোপনিষদ্ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এটি কৃষ্ণ-যজুর্বেদের 'কঠ' নামক শাখার অন্তর্গত। এতে নচিকেতা এবং যমরাজের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে পরমাত্মার রহস্য এবং তাঁর স্বরূপ অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উপনিষদের দুইটি অধ্যায় আছে, তার প্রতিটি অধ্যায় তিনটি করে বল্লীতে বিভক্ত।

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ওঁ=পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা ; **নৌ**=আমাদের দুজনকে (গুরু-শিষ্য) ; **সহ**=একসঙ্গে ; **অবতু**=রক্ষা করুন ; **নৌ**=আমাদের দুজনকে ; **সহ**=একসঙ্গে ; **ভুনক্তু**=পালন করুন ; **সহ**=(আমরা উভয়ে) এক সাথে ; **বীর্যম্**=শক্তি, বল ; **করবাবহৈ**= লাভ করি ; **নৌ**=আমাদের দুজনের ; **অধীতম্**=পঠিত বিদ্যা ; **তেজস্বি**=তেজোময় ; **অস্তু**=হোক ; **মা বিদ্বিষাবহৈ**=আমরা দুজন পরস্পর হিংসা না করি।

ব্যাখ্যা—হে পরমাত্মা ! আপনি আমাদের—গুরু এবং শিষ্য দুজনকেই একই সঙ্গে সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন, আমাদের দুজনকে একই সঙ্গে সুচারুরূপে পরিপুষ্ট করুন ; আমরা যেন উভয়েই একই সঙ্গে সমস্ত রকম শক্তি লাভ করি। আমাদের উভয়ের পঠিত বিদ্যা তেজোময় (সফল) হোক, আমরা যেন কোথাও কারো কাছে পরাজিত না হই। আর আমরা সারাজীবন যেন পরস্পর ভালোবাসার সূত্রে আবদ্ধ থাকি, আমাদের মধ্যে যেন কখনো হিংসা না

আসে। হে পরমাত্মা ! আমাদের ত্রিতাপ জ্বালার উপশম হোক।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ। তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস॥ ১ ॥

ওঁ=ওঁ (সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার নাম স্মরণ করে উপনিষদের আরম্ভ করা হচ্ছে) ; **হ বৈ**=প্রসিদ্ধ আছে যে ; **উশন্**=যজ্ঞের ফলাকাঙ্ক্ষী ; **বাজশ্রবসঃ**= বাজশ্রবার পুত্র (উদ্দালক) ; **সর্ববেদসম্**=(বিশ্বজিৎ যজ্ঞে) নিজের সমস্ত সম্পদ ; **দদৌ**=(ব্রাহ্মণগণকে) দান করেছিলেন ; **তস্য**=তাঁর ; **নচিকেতা**= নচিকেতা ; **নাম হ**=নামে সুপ্রসিদ্ধ ; **পুত্রঃ আস**=এক পুত্র ছিল ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—গ্রন্থের প্রারম্ভে পরমাত্মার নাম স্মরণ করা মঙ্গলদায়ী। তাই এখানে সর্বপ্রথম ওঁ-কার এর উচ্চারণ করে উপনিষদের আরম্ভ করা হয়েছে। এই কাহিনী সেই সময়ের যে কালে ভারতবর্ষের পবিত্র আকাশ যজ্ঞোত্থিত ধূম এবং তার পবিত্র সুগন্ধে ভরপুর থাকত, ত্যাগী মুনি, ঋষিদের দ্বারা গীত বেদমন্ত্রের দিব্য ধ্বনি দশদিক মুখরিত করত।

গৌতম বংশীয় বাজশ্রবার পুত্র অথবা প্রচুর অন্নদানহেতু যশস্বী (বাজ= অন্ন, শ্রব=কীর্তি বা যশ) মহর্ষি অরুণের পুত্র উদ্দালক ঋষি ফল কামনা করে 'বিশ্বজিৎ' নামক একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞে যজ্ঞকারীকে তাঁর সমস্ত সম্পদ ব্রাহ্মণদের দান করতে হয়। অতএব ঋষি উদ্দালকও তাঁর সমস্ত ধন ঋত্বিক এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের দক্ষিণাস্বরূপ দান করেছিলেন। ঋষি উদ্দালকের নচিকেতা নামে একটি পুত্র ছিল ॥ ১ ॥

তঁ্হ কুমারঁ্ সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাঽঽবিবেশ সোঽমন্যত॥ ২ ॥

দক্ষিণাসু নীয়মানাসু=(যে সময় ব্রাহ্মণদের) দক্ষিণারূপে দান করবার জন্যে (গাভীগুলি) নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই সময় ; **কুমারম্**=বালক ; **সন্তম্**=হলেও ; **তম্ হ**=তাঁর মধ্যে (নচিকেতার) ; **শ্রদ্ধা**=শ্রদ্ধার (আস্তিক্য

বুদ্ধির) ; **আবিবেশ**=উদ্রেক হল ; (আর) **সঃ**=তিনি (ওই জরাজীর্ণ গাভীগুলিকে দেখে) ; **অমন্যত**=চিন্তা করলেন ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—সেকালে গাভীই ছিল প্রধান সম্পদ, আর বাজশ্রবস উদ্দালকের গৃহে এই সম্পদের অভাব ছিল না। হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা আর উদ্গাতা—এই চার জন প্রধান ঋত্বিক অন্যান্যদের চেয়ে বেশি সংখ্যক গাভী দানরূপে পেতেন। এইরূপ নিয়মই সেকালে প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়। তারপর প্রশাস্তা, প্রতিপ্রস্থাতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী আর প্রস্তোতা—এই চার জন গৌণ ঋত্বিক প্রধান ঋত্বিকদের অর্ধেক ; অচ্ছাবাক্, নেষ্টা, আগ্নীধ্র আর প্রতিহর্তা—এই চার গৌণ ঋত্বিক প্রধান ঋত্বিকদের এক-তৃতীয়াংশ এবং গ্রাবস্তুৎ, নেতা, পোতা আর সুব্রহ্মণ্য—এই চার জন গৌণ ঋত্বিককে প্রধান ঋত্বিকদের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ গাভী দানরূপে দেওয়া হত। যজ্ঞের নিয়মানুসারে দক্ষিণাস্বরূপ দান করবার জন্যে যখন গাভীগুলিকে যজ্ঞস্থলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন বালক নচিকেতা সেগুলিকে দেখতে পেলেন। গাভীগুলির করুণ অবস্থা দেখে বালক হলেও নচিকেতার নির্মল হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক হল আর তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন॥ ২ ॥

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ॥ ৩ ॥

পীতোদকাঃ=(শেষবারের মতো) যারা জলপান করেছে ; **জগ্ধতৃণাঃ**=যাদের ঘাস খাওয়াও জন্মের মতো সমাপ্ত হয়ে গেছে ; **দুগ্ধদোহাঃ**=যাদের দুধ শেষবারের মতো দোয়া হয়ে গেছে ; **নিরিন্দ্রিয়াঃ**=যাদের ইন্দ্রিয়সকল লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে ; **তাঃ**=এমন (অনুপযোগী, মরণাপন্ন) গাভীগুলির ; **দদৎ**=দানকারী ; **সঃ**=সেই দানকর্তা (তো) ; **তে লোকাঃ**= সেই সকল লোক (শূকর, কুকুরাদি নীচ যোনি এবং নরকাদি) ; **অনন্দাঃ**=নিরানন্দ ; **নাম**=খ্যাত ; **তান্ গচ্ছতি**= সেখানে গমন করে ; (অতএব পিতাকে সাবধান করা কর্তব্য) ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—পিতা কী ধরনের গাভীগুলি দক্ষিণারূপে দান করছেন ? এখন এদের না আছে ঝুঁকে জল পান করার ক্ষমতা, না আছে চিবিয়ে ঘাস খাবার

মতো দাঁত, আর না আছে এদের বাঁটে এতটুকু দুধ। অধিকন্তু এদের ইন্দ্রিয়গুলিও শুকিয়ে গেছে—এদের গর্ভধারণের ক্ষমতা আর নেই। হায় ! এইরকম অকর্মণ্য আর মরণাপন্ন গাভীগুলি যে ব্রাহ্মণ ঘরে নিয়ে যাবেন তিনিও তো এগুলির থেকে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পাবেন না। অন্তত এমন বস্তু দান করা উচিত যা নিজের কাছে যেমন সুখকর, প্রিয় এবং উপযোগী তেমনি সেগুলি যাকে দান করা হচ্ছে তার কাছেও যেন সুখকর এবং উপযোগী হয়। দান করার নাম করে দুঃখদায়ক, অনুপযোগী বস্তুর দানরূপ কর্মের দ্বারা তো দানের অমর্যাদা করা হয় এবং নিজের অমঙ্গল ডেকে আনা হয়। এর ফলে দান গ্রহণকারীকেও বঞ্চনা করা হয়। এই ধরনের দানে দাতার সেইসব নীচ যোনিতে আর নরকাদিতে গতি হয় যেখানে স্বর্গসুখ তো দূরের কথা, সুখের চিহ্ন মাত্র নেই। পিতা তাহলে এই দানে কী পুণ্য লাভ করবেন ? এ তো যজ্ঞের একরূপ বৈগুণ্য, কারণ ইনি সর্বস্ব দানের সংকল্প করেও উত্তম গাভীগুলি আমার জন্যে রেখে দিয়েছেন। আর শুধু তাই নয়, সর্বস্ব মানে তো তার মধ্যে আমিও আছি। আমিও তো পিতার সমস্ত সম্পদের মধ্যে এক সম্পদ। আমাকে তো ইনি কারো কাছে দান করেননি। কিন্তু আমি যেহেতু এঁর পুত্র, এঁকে এই অনিষ্টকর ভবিতব্য থেকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। নিশ্চিত অনিষ্ট থেকে পিতাকে রক্ষা করার জন্য পুত্র হিসাবে আমি নিজেকে উৎসর্গ করব। এ আমার ধর্ম॥ ৩ ॥

স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি। দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তঁ হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি॥ ৪ ॥

সঃ হ=তিনি এই ভেবে ; **পিতরম্**=পিতাকে ; **উবাচ**=বললেন ; **তত (তাত)**=হে পিতা (আপনি) ; **মাম্**=আমাকে ; **কস্মৈ**=কাকে ; **দাস্যসি ইতি**=দান করবেন ; (উত্তর না পেয়ে তিনি ওই কথাই) **দ্বিতীয়ম্**=দ্বিতীয় বার ; **তৃতীয়ম্**=তৃতীয় বার (বললেন) ; **তম্ হ**=(তখন তাঁর পিতা) তাঁকে ; **উবাচ**= (ক্রোধের সঙ্গে) বললেন ; **ত্বা**=তোমাকে (আমি) ; **মৃত্যবে**=মৃত্যুকে (যমকে) ; **দদামি ইতি**=দান করছি ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—নচিকেতা তাঁর কর্তব্যে নিশ্চিত হয়ে পিতাকে জিজ্ঞাসা

করলেন—'হে পিতা ! আমিও তো আপনার এক সম্পদ ; সুতরাং আপনি আমাকে কাকে দান করছেন ?' এ কথা শুনে তাঁর পিতা কোনো উত্তর দিলেন না। তখন নচিকেতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতা ! আপনি আমাকে কার হাতে তুলে দিচ্ছেন ?' পিতা এবারও তাঁর কথাকে উপেক্ষা করলেন। কিন্তু ধর্মভীরু এবং কর্তব্যে সচেতন নচিকেতা থাকতে পারলেন না, তিনি তৃতীয় বার আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতা ! আপনি আমাকে কাকে দান করবেন ?' এবার ঋষি উদ্দালক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বলে উঠলেন—'তোমাকে আমি মৃত্যুর (যমরাজের) হাতে দান করছি।' ॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ—*এই কথা শুনে নচিকেতা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে—*

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিঁস্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াঽদ্য করিষ্যতি॥ ৫ ॥

বহূনাম্=আমি বহু শিষ্যের মধ্যে ; **প্রথমঃ**=প্রথম শ্রেণীর যোগ্য আচরণ ; **এমি**=করে এসেছি (আর) ; **বহূনাম্**=অনেকের মধ্যে ; **মধ্যমঃ**=মধ্যম শ্রেণীর যোগ্য আচরণ ; **এমি**=করে এসেছি ; (কোনো দিন আমি নীচ আচরণ করিনি, তাহলে পিতা আমাকে এমন কথা কেন বললেন ?) ; **যমস্য**=যমের ; **কিম্ স্বিৎ কর্তব্যম্**=এইরূপ কোন কাজ থাকতে পারে ; **যৎ অদ্য**=যা আজ ; **ময়া**=আমার দ্বারা (আমাকে দান করে) ; **করিষ্যতি**=(পিতা) পূর্ণ করবেন ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—শিষ্য এবং পুত্র তিন শ্রেণীর হয়—উত্তম, মধ্যম এবং অধম। যে শিষ্য বা পুত্র গুরু এবং পিতার মনের কথা বুঝে তাঁদের আদেশের অপেক্ষায় না থেকে তদনুরূপ কার্যে তৎপর হয় তারা প্রথম শ্রেণীর সেবক। যারা তাঁদের আদেশ পাবার পর আদেশ পালন করে তারা মধ্যম শ্রেণীর বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সেবক। আর যারা মনের কথা জেনে বা আদেশ পাবার পরও সেই মতো কাজ করে না তারা তৃতীয় শ্রেণীর সেবক বা অধম শ্রেণীর সেবক। আমি তো পিতার বহুশিষ্যের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর আচরণ পরায়ণ। কারণ তাঁর আদেশের আগেই তাঁর মনের কথা বুঝে নিয়ে কাজ করে দিই। আবার অনেক শিষ্যের মধ্যে মধ্যম শ্রেণীরও বটে কারণ মধ্যম শ্রেণীর আচরণও করি। কিন্তু আমি অধম

শ্রেণীর আচরণ তো কোনোদিনই করিনি। আদেশ সত্ত্বেও আমি কর্তব্য সম্পাদন করিনি এমন কোনোদিনই হয়নি। তবে আজ পিতা আমাকে এমন কথা বললেন কেন ? যমরাজেরই বা এমন কী প্রয়োজন থাকতে পারে যা পিতা আজ আমাকে তাঁর হাতে দিয়ে সম্পন্ন করাতে ইচ্ছুক॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ—*পিতা বোধ হয় ক্রোধের বশে এ কথা বলে ফেলেছেন ; কিন্তু যাই হোক না কেন পিতার কথার অমর্যাদা যাতে না হয় তা দেখতে হবে। তাঁর কথা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আবার অন্যদিকে মনে হচ্ছে, পিতা এখন খুবই মনস্তাপে ভুগছেন। অতএব তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়াও কর্তব্য। এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে নচিকেতা একান্তে পিতার কাছে গিয়ে তাঁর মনঃকষ্ট নিবারণের জন্য নিম্নরূপ আশ্বাসের কথা বললেন—*

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাপরে।
সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ॥ ৬ ॥

পূর্বে=আপনার পিতামহ আদি পূর্বপুরুষগণ ; **যথা**=যেরূপ (আচরণ করতেন) ; **অনুপশ্য**=তার উপর বিচার করুন (আর) ; **অপরে**=(বর্তমানেও) অন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ; [**যথা**=যেমন আচরণ করেন ;] **তথা প্রতিপশ্য**=সেগুলির উপরও নজর দিন (পরে আপনি আপনার কর্তব্য স্থির করবেন) ; **মর্ত্যঃ**=(এই) মরণশীল মানুষ ; **সস্যম্ ইব**=শস্যের মতো ; **পচ্যতে**=পরিণাম লাভ করে বা নষ্ট হয়ে যায় (তথা) ; **সস্যম্ ইব**=শস্যের মতো ; **পুনঃ**= আবার ; **আজায়তে**=জন্মগ্রহণ করে বা উৎপন্ন হয় ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—শুনুন পিতা ! আপনি পিতামহ আদি পূর্বপুরুষদের আচরণ দেখুন আর বর্তমান কালের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আচরণও দেখুন ; তাঁদের জীবনে আগেও কোনো দিন অসত্য স্থান পেত না, এখনও পায় না। অসাধুদের মধ্যেই অসত্যের আচরণ দেখা যায় কিন্তু সেই অসত্য দ্বারা কেউ আজ পর্যন্ত অজর অমর হতে পারেননি। মানুষ মরণশীল। তারা শস্যাদি উদ্ভিদের মতো জন্মগ্রহণ করে আবার শস্যাদির মতোই একদিন জরাজীর্ণ হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আর কর্মবশে এ সকল অবশ্যম্ভাবী ॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ—*অতএব এই অনিত্য জীবনের জন্যে কোনোদিন কর্তব্য ত্যাগ*

করে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। আপনি এবিষয়ে কোনো দুঃখ করবেন না, আর আপনার সত্য রক্ষার জন্যে আমাকে যমের নিকট যাবার অনুমতি দিন। পুত্রের কথা শুনে উদ্দালকের ভীষণ দুঃখ হল কিন্তু নচিকেতার সত্যপরায়ণতা দেখে তিনি নচিকেতাকে যমরাজের কাছে যাবার অনুমতি দিলেন।

নচিকেতা যমালয়ে যখন গেলেন তখন জানতে পারলেন যে যমরাজ গৃহে নেই কার্যান্তরে বাইরে কোথাও গিয়েছেন। অতএব নচিকেতা যমরাজের ফিরে না আসা পর্যন্ত তিন দিন তিন রাত্রি অন্নজল গ্রহণ না করে তাঁর প্রতীক্ষায় রইলেন। তারপর যমরাজ ফিরে এলে যমপত্নী তাঁকে বললেন—

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাঁ শান্তিং কুর্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্॥ ৭ ॥

বৈবস্বত=হে সূর্যপুত্র ; **বৈশ্বানরঃ**=(স্বয়ং) অগ্নিদেব ; **ব্রাহ্মণঃ অতিথিঃ**=ব্রাহ্মণ অতিথি রূপে ; **গৃহান্**=(গৃহস্থের) ঘরে ; **প্রবিশতি**=প্রবেশ করেন ; **তস্য**=(সাধু পুরুষ) তার ; **এতাম্**=এইরূপ (অর্থাৎ পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ইত্যাদি দিয়ে) ; **শান্তিম্**=শান্তি দান ; **কুর্বন্তি**=করে থাকেন ; (অতএব আপনি) **উদকম্ হর**=তাঁর পা হাত ধোবার জল নিয়ে যান॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—স্বয়ং অগ্নিদেবই জ্বলন্ত তেজে ব্রাহ্মণ অতিথির বেশ ধরে গৃহস্থের ঘরে এসে হাজির হন। সাধু গৃহস্থ নিজের এবং গৃহের মঙ্গলের জন্যে সেই অতিথিরূপী অগ্নিকে শান্ত করতে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দিয়ে তাঁর সৎকার করে। অতএব হে সূর্যপুত্র ! আপনি সত্বর ব্রাহ্মণ বালকের পা ধোবার জন্যে জল নিয়ে যান এবং তার উপযুক্ত সৎকার করুন। ওই অতিথি ব্রাহ্মণ বালক আজ ক্রমান্বয়ে তিন দিন আপনার প্রতীক্ষায় অনশন করে বসে আছেন। আপনি স্বয়ং গিয়ে তাঁর সেবা করে তাঁকে শান্ত করুন ॥ ৭ ॥

আশাপ্রতীক্ষে সংগতঁ সূনৃতাং চ ইষ্টাপূর্তে পুত্রপশূঁশ্চ সর্বান্।
এতদ্ বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে॥ ৮

যস্য=যার ; **গৃহে**=ঘরে ; **ব্রাহ্মণঃ**=ব্রাহ্মণ অতিথি ; **অনশ্নন্**=না খেয়ে ; **বসতি**=অবস্থান করে ; (**তস্য**=সেই) ; **অল্পমেধসঃ**=অল্পবুদ্ধি ;

পুরুষস্য=মানুষের ; **আশাপ্রতীক্ষে**=নানা প্রকারের আশা এবং প্রতীক্ষা ; **সঙ্গতম্**=এবং সেসবের পূরণের ফলে লব্ধ সুখ সুবিধা ; **সূনৃতাম্ চ**= শোভন বাক্য-ব্যবহারের ফল এবং ; **ইষ্টাপূর্তে চ**=যজ্ঞ, দান, কূপ খনন, বাগান, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করার সমস্ত পুণ্য ফল ; (তথা) **সর্বান্ পুত্রপশূন্**=সমস্ত পুত্র এবং গৃহপালিত পশু ; **এতদ্ বৃঙ্‌ক্তে**=এ সকল নষ্ট করে দেয় ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—যার ঘরে অতিথি ব্রাহ্মণ উপবাসী থাকে, সেই মূর্খ ব্যক্তি বাঞ্ছিত বস্তু কোনোদিনই পায় না, আর যা তার পাওয়া একান্ত উচিত ছিল তা থেকেও সে বঞ্চিত হয়। শুধু পাবার আশায় আশায় থেকে দিন গোনাই সার হয়। এমন কি যদি কিছু পায়ও তা দিয়ে সে কোনো সুখ ভোগ করতে পারে না। তার কথার কোনো সত্যতা থাকে না। বাচন ভঙ্গি, কথার মিষ্টতা সবই নষ্ট হয়। সুতরাং সুন্দর বাক্য-প্রয়োগের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় তাও তার পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় না। তার ইতিপূর্বে কৃত শুভ কর্মাদি যেমন দান, যজ্ঞাদি ইষ্ট কর্ম, কূপ খনন, পুষ্করিণী খনন, ধর্মশালা নির্মাণ ইত্যাদি দ্বারা অর্জিত সমস্ত পুণ্যফল ওই ব্রাহ্মণ অতিথির অবমাননার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ অতিথির অবমাননায় তার পূর্বকৃত পুণ্য কর্মের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত পুত্র, পশু আদি সমস্ত সম্পদই নষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ—পত্নীর কথা শুনে ধর্মরাজ যম অতি সত্বর নচিকেতার কাছে উপস্থিত হলেন এবং বিধিসম্মতভাবে পাদ্য অর্ঘ্য আদি দ্বারা সৎকার করে তাঁকে বললেন—

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মে অনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥ ৯॥

ব্রহ্মন্=হে ব্রাহ্মণ ; **নমস্যঃ অতিথিঃ**=প্রণম্য অতিথি ; **তে**=তোমাকে ; **নমঃ অস্তু**=নমস্কার করি ; **ব্রহ্মন্**=হে ব্রাহ্মণ ; **মে স্বস্তি**=আমার কল্যাণ ; **অস্তু**=হোক ; **যৎ**=যে ; **তিস্রঃ**=তিন ; **রাত্রীঃ**=রাত্রি ; **মে**=আমার ; **গৃহে**=ঘরে ; **অনশ্নন্**= অনাহারে ; **অবাৎসীঃ**=বাস করেছ ; **তস্মাৎ**=সেজন্য (তুমি আমার কাছ থেকে) ; **প্রতি**=প্রত্যেক রাত্রির জন্যে (একটি একটি করে) ; **ত্রীন্ বরান্**= তিনটি বর ; **বৃণীষ্ব**=প্রার্থনা করো ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—হে ব্রাহ্মণ দেবতা ! তুমি আমার প্রণম্য, মাননীয় অতিথি ; আমার উচিত ছিল তোমার যথাযোগ্য সেবা-শুশ্রূষা করে তোমার প্রীতি উৎপাদন করা। কিন্তু তার পরিবর্তে তুমি আমার প্রমাদবশত ক্রমান্বয়ে তিন দিন তিন রাত্রি উপবাসী থেকে আমার জন্যে অপেক্ষা করেছ। এ আমার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে। তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো। হে ব্রাহ্মণ ! তুমি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করো যাতে আমার কোনোরূপ অকল্যাণ না হয়। এই অপরাধ-ক্ষালনের জন্য আমি তোমাকে প্রত্যেক রাত্রির জন্যে একটি একটি করে তিনটি বর দান করব। তুমি তোমার ইচ্ছা মতো তিনটি বর প্রার্থনা করো॥ ৯ ॥

সম্বন্ধ—*তপস্বী ব্রাহ্মণ বালকের অনশনে ভীত হয়ে ধর্মরাজ যম যখন বর দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন তখন প্রথমেই নচিকেতার পিতার কথা মনে পড়লো। পিতাকে সুখী করার ইচ্ছায় নচিকেতা যমরাজকে বললেন—*

শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্বীতমন্যুর্গৌতমো মাঽভি মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাঽভিবদেৎ প্রতীত এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে॥ ১০॥

মৃত্যো=হে মৃত্যুর দেবতা ; **যথা**=যাতে ; **গৌতমঃ**=(আমার পিতা) গৌতম বংশীয় উদ্দালক ; **মা অভি**=আমার প্রতি ; **শান্তসংকল্প**=মানসিক প্রশান্তিযুক্ত ; **সুমনাঃ**=প্রসন্ন চিত্ত (আর) ; **বীতমন্যুঃ**=রাগ এবং দ্বেষহীন ; **স্যাৎ**=হন (তথা) ; **ত্বৎপ্রসৃষ্টম্**=আপনার কাছ থেকে (এখান থেকে) তাঁর নিকট ফিরে যাবার পর ; **মা প্রতীতঃ**=আমার প্রতি বিশ্বাস যুক্ত হৃদয়ে (অর্থাৎ এই আমার পুত্র নচিকেতা এই বিশ্বাসে) ; **অভিবদেৎ**=আমার প্রতি প্রীতিপূর্ণ কথা বলেন ; **এতৎ**=এই ; (আমি) **ত্রয়াণাম্**=তিনটির মধ্যে ; **প্রথমম্ বরম্**=প্রথম বর ; **বৃণে**=প্রার্থনা করছি॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—হে মৃত্যুর দেবতা যমরাজ ! আমি তিনটি বরের মধ্যে প্রথম বর এই প্রার্থনা করি যে আমার পিতা উদ্দালক যিনি ক্রোধবশত আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে এখন যারপরনাই মনঃকষ্ট এবং অশান্তি ভোগ করছেন, তাঁর সেই অশান্তির যেন নিরসন হয়, আর আমার প্রতি তাঁর যে অসন্তোষ, তা যেন দূর হয়। তিনি যেন আমার প্রতি প্রীত হন। আপনার অনুমতি পেয়ে আমি যখন

তাঁর কাছে ফিরে যাব তখন তিনি যেন আমাকে নিজের পুত্র নচিকেতা বলে চিনতে পারেন এবং আমার সঙ্গে আগের মতোই যেন সস্নেহ ব্যবহার করেন ॥ ১০ ॥

সম্বন্ধ—*যমরাজ বললেন*—

যথা পুরস্তাদ্ ভবিতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখঁ্ রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্মৃত্যুমুখাৎপ্রমুক্তম্॥ ১১॥

ত্বাম্=তোমার ; **মৃত্যুমুখাৎ**=মৃত্যুর মুখ থেকে ; **প্রমুক্তম্**=মুক্ত ; **দদৃশিবান্**= দেখে ; **মৎপ্রসৃষ্টঃ**=আমার প্রেরণায় ; **আরুণিঃ**=(তোমার পিতা) অরুণ-পুত্র ; **ঔদ্দালকিঃ**=উদ্দালক ; **যথা পুরস্তাৎ**=আগের মতো ; **প্রতীতঃ**=বিশ্বাসী (এই আমার পুত্র নচিকেতা এইরূপ) ; **বীতমন্যুঃ**=ক্রোধহীন দুঃখহীন ; **ভবিতা**=হবেন ; **রাত্রীঃ**=(নিজের আয়ুর অবশিষ্ট) রাত্রিসমূহে ; **সুখম্**=সুখে ; **শয়িতা**=নিদ্রা যাবেন ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—মৃত্যুলোক থেকে তোমাকে ফিরে আসতে দেখে আমার অনুগ্রহে তোমার পিতা যারপরনাই খুশি হবেন এবং তোমাকে আপন পুত্র বলে চিনতে পেরে তোমাকে আগের মতোই স্নেহ করবেন এবং তাঁর সমস্ত দুঃখ, ক্ষোভ, অশান্তি একেবারে দূর হয়ে যাবে। তিনি পরম শান্তি লাভ করবেন। তোমাকে পেয়ে তিনি এত আনন্দিত হবেন যে সারা জীবন সুখে শান্তিতে অতিবাহিত করবেন॥ ১১ ॥

সম্বন্ধ—*প্রথম বর লাভ করার পর নচিকেতা যমরাজকে বললেন—হে যমরাজ !*

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাহশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥ ১২ ॥

স্বর্গে লোকে=স্বর্গলোকে ; **কিঞ্চন্ ভয়ম্**=কোনো প্রকার ভয় ; **ন অস্তি**= নেই ; **তত্র ত্বম্ ন**=সেখানে (মৃত্যুরূপ) আপনিও নেই ; (অর্থাৎ স্বর্গে মৃত্যু নেই) ; **জরয়া ন বিভেতি**=জরার (বৃদ্ধাবস্থার কষ্টের) ভয় নেই ; **স্বর্গলোকে**=স্বর্গ লোকে ; **অশনায়াপিপাসে**=ক্ষুধা এবং পিপাসা ; **উভে তীর্ত্বা**=এই দুই থেকে মুক্ত হয়ে ; **শোকাতিগঃ**=দুঃখ-শোকের অতীত হয়ে ;

মোদতে=আনন্দ উপভোগ করা হয় ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—আমি জানি স্বর্গলোক অতিশয় সুখদায়ক। সেখানে ভয় বলে কিছু নেই। সেখানে সকলে চিরযৌবন ভোগ করে এবং মর্ত্যে (পৃথিবী) যেমন আপনার দ্বারা মানুষের মৃত্যু অবধারিত, স্বর্গে সেই রূপ কারো মৃত্যু হয় না। সেখানকার অধিবাসিগণ মৃত্যু কাকে বলে জানে না, কাজেই সেখানে মৃত্যুজনিত কোনো কষ্টও নেই। মর্তে যেমন প্রাণী ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট ভোগ করে, স্বর্গে সেরূপ কোনো কষ্ট নেই। স্বর্গের অধিবাসিগণ শোক-তাপহীন হয়ে সর্বদাই আনন্দে জীবনকে উপভোগ করে। কিন্তু আমি এও জানি যে অগ্নিবিদ্যা না জানলে ওই স্বর্গলোক লাভ করা যায় না ॥ ১২ ॥

স ত্বমগ্নিঁ্ স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি ত্বঁ্ শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥ ১৩ ॥

মৃত্যো=হে মৃত্যুদেব ; **সঃ ত্বম্**=সেই আপনি ; **স্বর্গ্যম্ অগ্নিম্**=স্বর্গ প্রাপ্তির সাধনস্বরূপ অগ্নিকে ; **অধ্যেষি**=জানেন ; (অতএব) **ত্বম্**=আপনি ; **মহ্যম্**=আমাকে (আমার মতো) ; **শ্রদ্দধানায়**=শ্রদ্ধাবানকে ; **প্রব্রূহি**=(অগ্নিবিদ্যার কথা) যথার্থরূপে বলুন ; **স্বর্গলোকাঃ**=স্বর্গবাসীরা ; **অমৃতত্বম্**=অমরত্ব ; **ভজন্তে**= লাভ করে (এজন্য) ; **এতৎ**=এই (আমি) ; **দ্বিতীয়েন বরেণ**=দ্বিতীয় বর রূপে ; **বৃণে**=চাইছি ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—হে মৃত্যুদেব ! আপনি ওই স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ অগ্নিবিদ্যার বিষয় বিশেষভাবে জানেন। আপনার প্রতি যেমন আমার পরম শ্রদ্ধা তেমনি ওই অগ্নিবিদ্যার প্রতিও আমার শ্রদ্ধা আছে। আর যেহেতু শ্রদ্ধাবান তত্ত্ব লাভের অধিকারী, সেইহেতু আপনি কৃপা করে আমাকে সেই অগ্নিবিদ্যার তত্ত্ব উপদেশ করুন, যা জানলে মানুষ স্বর্গলাভের অধিকার লাভ করে এবং স্বর্গে বসবাসকারীদের মতো অমৃতত্ব এবং দেবত্ব—উভয়ই লাভ করতে সমর্থ হয়। আমি আপনার কাছে এই দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করি ॥ ১৩ ॥

সম্বন্ধ—*নচিকেতার দ্বিতীয় বর প্রার্থনায় অগ্নিবিদ্যার কথা শুনে যমরাজ অগ্নিবিদ্যার গোপনীয়তা সম্বন্ধে নচিকেতাকে বললেন—*

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্॥ ১৪ ॥

নচিকেতঃ=হে নচিকেতা ; **স্বর্গ্যম্ অগ্নিম্**=স্বর্গদায়ক অগ্নিবিদ্যার ; **প্রজানন্**=যথার্থ জ্ঞাতা (আমি) ; **তে প্রব্রবীমি**=তোমাকে বিশেষভাগে (সেই তত্ত্ব) বলছি ; **তৎ উ মে নিবোধ**=তা তুমি ভালোভাবে আমার কাছে জেনে নাও ; **ত্বম্ এতম্**=তুমি একে (এই অগ্নিবিদ্যাকে) ; **অনন্তলোকাপ্তিম্**=অবিনাশী লোকের প্রাপ্তিকারক ; **প্রতিষ্ঠাম্**=তার আধার ; **অথো**=আর ; **গুহায়াম্ নিহিতম্**=গুহায় লুকানো (অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ গুহায় গোপনে অবস্থিত) ; **বিদ্ধি**=জানবে॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—হে নচিকেতা ! আমি ওই স্বর্গপ্রাপ্তিকারক অগ্নিবিদ্যা বিশেষভাবে জানি, আর তা তোমাকে যথাযথ বর্ণনা করছি, তুমি মনোযোগ দিয়ে শোনো। এই অগ্নিবিদ্যা অনন্ত—অবিনাশী স্বর্গদায়ক আর তার আধার স্বরূপ। তবে তুমি এই অগ্নিবিদ্যাকে অতীব গোপনীয় বলে জানবে। এই বিদ্যা একমাত্র বিদ্বান ব্যক্তিগণেরই জানার বিষয়, আর তা তাঁদের হৃদয়ের বুদ্ধিরূপী গুহায় লুক্কায়িত থাকে॥ ১৪ ॥

সম্বন্ধ—*এ কথা বলার পর যমরাজ পুনরায় বলছেন*—

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।
স চাপি তৎপ্রত্যবদদ্ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥ ১৫ ॥

তম্ লোকাদিম্=সেই স্বর্গলোকের কারণস্বরূপ ; **অগ্নিম্**=অগ্নিবিদ্যা ; **তস্মৈ উবাচ**=তাঁকে বললেন ; **যাঃ বা যাবতীঃ**=যা যা যতগুলি (কুণ্ড নির্মাণের জন্যে যা যা এবং যত পরিমাণ) ; **ইষ্টকাঃ**=ইট আদি (প্রয়োজন) ; **বা যথা**=এবং যেভাবে সেই অগ্নিচয়ন করতে হয় (সেই সকল উপদেশ দিলেন) ; **চ সঃ অপি**=এবং তিনিও (নচিকেতাও) ; **তৎ যথোক্তম্**=তা যেমন যেমন বর্ণনা করা হয়েছে (নচিকেতা যেমন যেমন শুনলেন, সেইভাবে বুঝে) ; **প্রত্যবদৎ**= পুনরায় সেইভাবে বললেন (যমরাজকে আবৃত্তি করে শোনালেন) ; **অথ**=তারপর ; **মৃত্যুঃ তস্য তুষ্টঃ**=মৃত্যুদেব তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে ; **পুনঃ এব আহ**=পুনরায় বললেন॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—উপরিউক্ত প্রকারে অগ্নিবিদ্যার মহত্ত্ব এবং গোপনীয়তা বর্ণনা করার পর যমরাজ স্বর্গপ্রাপ্তির কারণরূপা অগ্নিবিদ্যার রহস্য তাঁকে বুঝিয়ে বললেন। ওই যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড কিভাবে নির্মাণ করতে হবে, কত সংখ্যক এবং কিরূপ আকারের ইট প্রয়োজন, কিভাবে অগ্নি চয়ন করতে হবে, সমস্তই সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর নচিকেতার বুদ্ধি, স্মরণ শক্তি, বিদ্যার্জনের যোগ্যতা পরীক্ষা করবার জন্যে যমরাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি এ বিষয়ে আমার মুখে যা শুনলে এবং যা বুঝলে আমাকে সেগুলি পুনরায় আনুপূর্বিক শোনাও।' তীক্ষ্ণধী নচিকেতা যমরাজের মুখ থেকে অগ্নিবিদ্যার তত্ত্ব এবং রহস্য, কুণ্ড নির্মাণের প্রণালী এবং অগ্নি চয়নবিধি, মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং নিজে যেমনটি বুঝেছিলেন তা হুবহু যমরাজকে আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলেন। যমরাজ নচিকেতার এইরূপ স্মরণ শক্তি এবং প্রতিভা দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ॥ ১৫ ॥

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥ ১৬ ॥

প্রীয়মাণঃ=(তাঁর অলৌকিক বুদ্ধি দেখে) প্রীত হয়ে ; **মহাত্মা**=মহাত্মা যমরাজ ; **তম্**=তাঁকে (সেই নচিকেতাকে) ; **অব্রবীৎ**=বললেন ; **অদ্য**=এখন (আমি) ; **তব**=তোমাকে ; **ইহ**=এখানে ; **ভূয়ঃ বরম্**=পুনরায় এই বর (অতিরিক্ত বর) ; **দদামি**=দিচ্ছি ; **(যে) অয়ম্ অগ্নিঃ**=এই অগ্নিবিদ্যা ; **তব এব নাম্না**=তোমারই নামে ; **ভবিতা**=প্রসিদ্ধ হবে ; **চ ইমাম্**=এবং এই ; **অনেক রূপাম্ সৃঙ্কাম্**=বহু বিচিত্র মণি-মাণিক্যযুক্ত রত্নহারটিও ; **গৃহাণ**=গ্রহণ করো ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—মহাত্মা যমরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে নচিকেতাকে বললেন—'তোমার অতুলনীয় যোগ্যতা দেখে আমি মুগ্ধ। তার জন্যে আমি খুশি হয়ে এখন তোমাকে, না চাওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত আর একটি বর দিচ্ছি। যে অগ্নিবিদ্যা তোমাকে উপদেশ করলাম, সেই অগ্নিবিদ্যা আজ থেকে তোমার নামেই পরিচিতি লাভ করবে। তৎসহ দেবত্ব প্রাপ্তির জন্যে বহুবিচিত্র যজ্ঞ-বিজ্ঞানরূপী এই রত্নহারটিও তোমাকে উপহার দিচ্ছি, এটিও তুমি গ্রহণ

করো ॥ ১৬ ॥

সম্বন্ধ—যমরাজ এবার নাচিকেত-অগ্নির ফল বিষয়ে বর্ণনা করছেন—

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাঁ্শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥

ত্রিণাচিকেতঃ=এই নাচিকেত-অগ্নিযজ্ঞ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুযায়ী তিনবার অনুষ্ঠানকারী ; **ত্রিভিঃ সন্ধিম্ এত্য**=তিন বেদের (ঋক, সাম, যজুর্বেদ) সঙ্গে যুক্ত হয়ে ; **ত্রিকর্মকৃৎ**=ত্রিবিধ কর্ম (নিষ্কামভাবে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যাকারী মানুষ) ; **জন্ম-মৃত্যু তরতি**=জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন ; **ব্রহ্ম-জজ্ঞম্**=ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন জগতের জ্ঞাতা ; **ইড্যম্ দেবম্**=স্তবনীয় এই অগ্নিদেবকে ; **বিদিত্বা**=জেনে ; **নিচায্য**=নিষ্কামভাবে এই অগ্নি চয়ন করে ; **ইমাম্ অত্যন্তম্ শান্তিম্ এতি**=এই পরম শান্তি লাভ করেন (যা আমি লাভ করেছি) ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—তিনবার এই অগ্নির চয়ন এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী পুরুষ তিন বেদের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে নিষ্কামভাবে যজ্ঞ, দান, তপস্যা রূপ তিন কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং ইহ জগতে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে চিরকালের জন্যে নিস্তার লাভ করেন। ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন এই যে জগৎ সেই জগৎকে জানবার উপায়স্বরূপ এই আরাধ্য অগ্নিদেবতাকে যিনি যথাবিধি এবং শুদ্ধ চিত্তে চয়ন করে তাঁর আরাধনা করেন তিনি অপার শান্তি লাভ করেন, যা আমি লাভ করেছি॥ ১৭ ॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা য এবং বিদ্বাঁ্শ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥ ১৮ ॥

এতম ত্রয়ম্=ইটের আকার, সংখ্যা, আর অগ্নিচয়ন বিধি—এই তিনটি ; **বিদিত্বা**=জেনে ; **ত্রিণাচিকেতঃ**=তিনবার এই নাচিকেত-অগ্নির অনুষ্ঠানকারী তথা ; **যঃ এবম্**=যে কেউ এইপ্রকার ; **বিদ্বান্**=জ্ঞাতা ব্যক্তি ; **নাচিকেতম্**=এই নাচিকেত-অগ্নি ; **চিনুতে**=চয়ন করেন ; **সঃ মৃত্যুপাশান্**= তিনি মৃত্যু পাশকে ; **পুরতঃ প্রণোদ্য**=জীবিতাবস্থাতেই ছিন্ন করেন ; **শোকাতিগঃ**=

শোককে অতিক্রম করে ; **স্বর্গলোকে মোদতে**=স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করেন॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—কীরূপ আকারের কেমন এবং কতগুলি ইটের প্রয়োজন এবং কিভাবে এই অগ্নি চয়ন করতে হয়, এই সমস্ত কিছু নিশ্চিত জেনে যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি নিষ্কামভাবে যদি এই নাচিকেত-অগ্নির বিধিপূর্বক তিনবার অনুষ্ঠান করেন, তিনি জীবিতাবস্থাতেই মৃত্যুকে জয় করে শোকতাপশূন্য হয়ে স্বর্গলোকের (অবিনাশী ঊর্ধ্বলোকের) উপভোগ্য সমস্ত আনন্দ লাভ করতে সমর্থ হন ॥ ১৮ ॥

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব॥১৯

নচিকেতঃ=হে নচিকেতা ; **এষঃ তে**=এই যা তোমাকে বলা হল ; **স্বর্গ্যঃ অগ্নিঃ** = স্বর্গদায়ক অগ্নিবিদ্যা ; **যম্ দ্বিতীয়েন বরেণ অবৃণীথাঃ**=যা তুমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করেছ ; **এতম্ অগ্নিম্**=এই অগ্নিকে (এখন থেকে) ; **জনাসঃ**=জনসাধারণ ; **তব এব**=তোমারই নামে ; **প্রবক্ষ্যন্তি**=ডাকবে ; **নচিকেতঃ**=হে নচিকেতা ; **তৃতীয়ম্ বরম্ বৃণীষ্ব**=(এখন তুমি) তৃতীয় বর প্রার্থনা করো ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—যমরাজ বললেন—হে নচিকেতা ! স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ যে অগ্নিবিদ্যার কথা তুমি দ্বিতীয় বরে জানতে চেয়েছ ; তোমাকে আমি তার যথাযথ উপদেশ দিলাম। এখন থেকে এই অগ্নি তোমারই নামে পরিচিত হবে। লোকে এখন থেকে এই অগ্নিকে নাচিকেত-অগ্নি বলে জানবে এবং তার সাধনা করবে। এবার তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা করো ॥ ১৯ ॥

সম্বন্ধ—*নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করছেন—*

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ ২০॥

প্রেতে মনুষ্যে=মৃত মানুষ সম্বন্ধে ; **যা ইয়ম্**=এই যে ; **বিচিকিৎসা**= সংশয় আছে ; **একে (আহুঃ) অয়ম্ অস্তি ইতি**=কেউ বলে মৃত্যুর পর এই আত্মা থাকে ; **চ একে (আহুঃ) ন অস্তি ইতি**=আবার কেউ বলে থাকে না ;

ত্বয়া অনুশিষ্টঃ=আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে ; **অহম্ এতৎ বিদ্যাম্**=আমি এই বিষয়টি ভালোভাবে জেনে নিই ; **এষঃ বরাণাম্**=তিন বরের মধ্যে এই হচ্ছে ; **তৃতীয়ঃ বরঃ**=তৃতীয় বর ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—ইহলোকের কল্যাণের জন্য পিতার সন্তুষ্টি বিধানের বর এবং পরলোকের জন্য স্বর্গদায়ক অগ্নিবিদ্যার সাধন প্রণালীর যথাযথ জ্ঞান লাভের বর লাভ করে এখন নচিকেতা আত্মার যথার্থ স্বরূপ এবং তার প্রাপ্তির উপায় জানবার জন্য যমরাজকে আত্মা সম্বন্ধে জনসাধারণের দুটি মত উল্লেখ করে এ বিষয়ে যমরাজের নিজস্ব মত কী তা বলবার জন্য অনুরোধ করছেন। নচিকেতা বললেন—'ভগবন ! মৃত মানুষ সম্বন্ধে এক গভীর সংশয় ইহলোকে বর্তমান। কিছু লোকের ধারণা মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব বজায় থাকে, আবার কারো কারো ধারণা মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে না। এ বিষয়ে আপনার কী অভিমত তা আমাকে বলুন।[১] আমি আপনার মুখ থেকে এই রহস্য যথাযথভাবে জেনে নিতে চাই। আপনি ছাড়া এই রহস্য আর কেউ জানে না। এটিই আমার তৃতীয় তথা অন্তিম বর ॥ ২০ ॥

---

[১]মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি থাকে না—এ সম্বন্ধে নচিকেতার কোনো সংশয় নেই। কারণ পিতাকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ জরাজীর্ণ গাভী দান করতে দেখে নচিকেতা স্পষ্ট বলেছিলেন যে এইরূপ অনুপযোগী বস্তুর দানকারীর আনন্দহীন নরকাদিতে গমন হয়। সেইরূপ দ্বিতীয় বরে নচিকেতা স্বর্গসুখের বর্ণনা করে স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ অগ্নিবিদ্যার উপদেশ প্রার্থনা করেছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে নচিকেতার স্বর্গ এবং নরকের প্রতি বিশ্বাস আছে। মানুষের স্বর্গ-নরকাদির প্রাপ্তি মৃত্যুর পরই হয়। আত্মার অস্তিত্ব না থাকলে কে এই সব লোক লাভ করবে ? অতএব এখানে নচিকেতা নিজের মত উল্লেখ না করে বলেছেন কিছু লোক আত্মার অস্তিত্ব মানে, আর কিছু লোক মানে না। এই প্রশ্নটি খুবই সুন্দরভাবে উত্থাপিত হয়েছে। কেননা এর উত্তরে আত্মার নিত্যত্ব, তার স্বরূপ, গুণ এবং চরম লক্ষ্য পরমাত্ম-প্রাপ্তির সাধন পদ্ধতি—এই সকল জিজ্ঞাসার সমাধান স্বতই বর্ণিত হয়েছে। অতএব এই প্রশ্ন আত্মজ্ঞান বিষয়ক, আত্মার অনস্তিত্ব বিষয়ক নয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উপলব্ধ নচিকেতার উপাখ্যানে নচিকেতা তৃতীয় বরে পুনর্মৃত্যুর (জন্ম-মৃত্যুর) উপর জয়লাভ বা মুক্তির সাধন পদ্ধতি জানতে চেয়েছেন। (**তৃতীয়ং বৃণীষ্বেতি। পুনর্মৃত্যোর্মেঽপচিতিং ব্রূহি**)।

সম্বন্ধ—*নচিকেতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন শুনে যমরাজ মনে মনে তাঁর খুব প্রশংসা করলেন। ভাবলেন ঋষি কুমার বালক হলেও অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন, প্রকারান্তরে আত্মার গোপন রহস্য জানতে চাইছে। কিন্তু আত্মতত্ত্ব তো উপযুক্ত অধিকারী ছাড়া আর কাউকে বলা চলে না। অনধিকারীকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ অনিষ্টকর ; অতএব উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করা প্রয়োজন। এই ভেবে যমরাজ এই তত্ত্বের দুর্বোধ্যত্ব বর্ণনা করে নচিকেতাকে বিভ্রান্ত এবং নিশ্চেষ্ট করার চেষ্টায় বলছেন*—

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥ ২১॥

নচিকেতঃ=হে নচিকেতা ; **অত্র পুরা**=এ বিষয়ে পূর্বে ; **দেবৈঃ অপি**=দেবতারাও ; **বিচিকিৎসিতম্**=সন্দেহ করেছিলেন (কিন্তু তাঁদেরও বোধগম্য হয়নি) ; **হি এষঃ ধর্মঃ অণুঃ**=কেননা এ বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ; **ন সুবিজ্ঞেয়ম্**=সহজবোধ্য নয় ; (এজন্য) **অন্যম্ বরম্ বৃণীষ্ব**=(তুমি) অন্য বর প্রার্থনা করো ; **মা মা উপরোৎসীঃ**=আমার উপর চাপ সৃষ্টি করো না ; **এনম্ মা**=এই আত্মজ্ঞান সম্বন্ধী বর আমাকে ; **অতিসৃজ**=ফিরিয়ে দাও ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—'নচিকেতা ! এই আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম বিষয়। এই তত্ত্ব বোঝা অতীব কঠিন। এ বিষয়ে পূর্বে দেবতাদেরও সংশয় ছিল। তাঁরাও এ বিষয়ে বহু যুক্তি, তর্ক করেছেন, কিন্তু যথার্থভাবে বুঝতে পারেননি। অতএব তুমি অন্য বর প্রার্থনা করো। আমি তোমাকে তিনটি বর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সুতরাং এ বিষয়ে তোমার কাছে আমি ঋণী। তুমি এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়ার জন্য, মহাজন যেমন ঋণী ব্যক্তিকে চাপ দেয়, সেইরকম আমাকে চাপ দিও না। এই আত্মতত্ত্ব বিষয়ক বরের প্রার্থনা ফিরিয়ে নাও। আমার কথা ভেবে এই বরের আকাঙ্ক্ষা তুমি ত্যাগ করো। অন্য বর চেয়ে নাও ॥ ২১ ॥

সম্বন্ধ—*নচিকেতা আত্মতত্ত্বের কঠিনতার কথা শুনে এতটুকুও বিচলিত হলেন না। এ বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্য কমে যাওয়ার পরিবর্তে বরং বেড়ে গেল। তিনি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন*—

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাত্থ।

বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ।। ২২ ।।

মৃত্যো=হে মৃত্যুদেব ; **ত্বম্ যৎ আত্থ**=আপনি যা বললেন ; **অত্র কিল দেবৈঃ অপি**=সত্যি সত্যি দেবতারাও এ বিষয়ে ; **বিচিকিৎসিতম্**=বিচার করেছিলেন (কিন্তু সমাধান করতে পারেননি) ; **চ ন সুবিজ্ঞেয়ম্**=এবং তা সুবোধ্যও নয় (শুধু তাই নয়) ; **চ**=এছাড়া ; **ত্বাদৃক্**=আপনার মতো ; **অস্য বক্তা**=এ বিষয়ের বক্তাও ; **অন্যঃ ন লভ্যঃ**=অন্য কাউকে পাওয়া যাবে না ; [**অতঃ**]=অতএব (আমার বুদ্ধিতে তো) ; **এতস্য তুল্যঃ**=এই তত্ত্বের সমকক্ষ ; **অন্যঃ কশ্চিৎ**=অন্য কোনো ; **বরঃ ন**=বর নেই ।। ২২ ।।

ব্যাখ্যা—হে মৃত্যুদেব ! আপনি বলছেন, পূর্বকালে দেবতারাও এ বিষয়ে বহু তর্ক-বিচার করেছিলেন, তবু তারা এ বিষয়ে কিছু বুঝতে পারেননি, আর এই বিষয়টি অতিশয় কঠিন এবং সূক্ষ্ম। অতএব এটি নিশ্চিত যে এই তত্ত্ব অতিশয় মূল্যবান। সুতরাং এমন মহত্ত্বপূর্ণ বিষয়ের উপদেষ্টা আপনার সমকক্ষ আমি খুঁজলেও দ্বিতীয়টি কাউকে পাব না। আপনি বলছেন এই বরের পরিবর্তে অন্য কোনো বর প্রার্থনা করতে। কিন্তু আমার তো মনে হয় এর সমকক্ষ আর কোনো বরই থাকতে পারে না। অতএব অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে এ বিষয়েরই উপদেশ দিন।। ২২ ।।

সম্বন্ধ—*বিষয়টি জটিল শুনেও নচিকেতা যখন ভয় পেলেন না এবং নিজের দাবি থেকে এক চুলও নড়লেন না, তখন তিনি প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এবার যমরাজ পুনরায় পরীক্ষার জন্য তাঁর সামনে নানা রকম প্রলোভনের বিষয় তুলে ধরে তাঁকে নিরস্ত করার প্রয়াস করলেন—*

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি।। ২৩।।

শতায়ুষঃ=শতায়ু ; **পুত্র পৌত্রান্**=পুত্র-পৌত্রাদি (তথা) ; **বহূন্ পশূন্**=অনেক অনেক গবাদি পশুদের (এবং) ; **হস্তিহিরণ্যম্**=প্রচুর সোনা এবং হাতি (এবং) ; **অশ্বান্ বৃণীষ্ব**=অশ্ব প্রার্থনা করো ; **ভূমেঃ মহৎ আয়তনম্**=বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড (সাম্রাজ্য) ; **বৃণীষ্ব**=চেয়ে নাও ; **স্বয়ং চ**=এবং তুমি নিজে ; **যাবৎ শরদঃ**=যত বৎসর পর্যন্ত ; **ইচ্ছসি**=ইচ্ছা করবে ; **জীব**= বেঁচে

থাকো ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—হে নচিকেতা ! তুমি খুব ভুল করছ, কারণ এই বর নিয়ে তুমি কী করবে ? তুমি বরং সুখ ভোগের জন্য যত খুশি ধন সম্পদ, শত বৎসর আয়ুসম্পন্ন পুত্র-পৌত্রাদির পরিবার চেয়ে নাও। তুমি অসংখ্য গবাদি পশু, হাতি, ঘোড়া, সোনা প্রভৃতি সম্পদযুক্ত বিশাল সাম্রাজ্য চেয়ে নাও। আবার সে সকল উপভোগ করবার জন্য যত বৎসর ইচ্ছা কর, বেঁচে থাকো ॥ ২৩ ॥

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি॥ ২৪ ॥

নচিকেতঃ=হে নচিকেতা ; **বিত্তম্ চিরজীবিকাম্**=ধন, সম্পত্তি এবং চিরকাল বেঁচে থাকার পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তু ; **যদি ত্বম্**=যদি তুমি ; **এতৎ তুল্যম্**=এই আত্মজ্ঞান বিষয়ক বরের সমতুল্য ; **বরম্ মন্যসে বৃণীষ্ব**=বর বলে মনে কর (তবে) চেয়ে নাও ; **চ মহাভূমৌ এধি**=এবং এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সম্রাট হও ; **ত্বা কামানাম্**=তোমাকে সে সকল ভোগ সামগ্রীর উপযুক্ত ; **কামভাজম্**=উত্তমভোগী ; **করোমি**=করে দিচ্ছি ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—হে নচিকেতা ! যদি তুমি প্রচুর ধন রত্ন, দীর্ঘ জীবনের উপযুক্ত জীবিকাস্বরূপ সুখসম্পদ অথবা আরও আরও যত সুখ মানুষ ভোগ করতে পারে—সম্মিলিতভাবে সেই সুখকে ওই আত্মতত্ত্ব বিষয়ক বরের সমতুল্য বিবেচনা করো, তবে সে সব আমার কাছে চেয়ে নাও। আমি তোমাকে এই সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট করে দিচ্ছি আর তোমাকে এই পৃথিবীতে যত রকমের সুখ-ভোগ আছে সে সবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভোগগুলির অধিকারী করে দিচ্ছি।

এইভাবে যমরাজ বাক্‌পটুতার দ্বারা আত্মতত্ত্বের মহত্ত্বই প্রকারান্তরে প্রচার করার জন্য নচিকেতাকে এক বিশাল ভোগের প্রলোভন দিতে লাগলেন ॥ ২৪ ॥

সম্বন্ধ—*এত সবেও যখন নচিকেতা নিজের প্রার্থনায় অটল রইলেন তখন যমরাজ তাঁকে স্বর্গের দেবভোগ্য সম্পদের প্রলোভন দিয়ে পুনরায় বললেন—*

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে সর্বান্ কামাঁশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ। আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মাহনুপ্রাক্ষীঃ॥ ২৫ ॥

যে যে কামাঃ=যে যে ভোগ ; **মর্ত্যলোকে**=মনুষ্যলোকে ; **দুর্লভাঃ**=দুর্লভ ; **সর্বান্ কামান্**=সেই সমস্ত ভোগ্য বস্তু ; **ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব**=ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থনা করো ; **সরথাঃ সতূর্যাঃ ইমাঃ রামাঃ**=সুসজ্জিত রথ এবং নানাপ্রকার বাদ্যসহ স্বর্গের অপ্সরাগণকে (নিজের সঙ্গে নিয়ে যাও) ; **মনুষ্যৈঃ ঈদৃশাঃ**=এইরূপ রমণীদের ; **ন হি লম্ভনীয়াঃ**=কোনো রকমেই লভ্য নয় ; **মৎপ্রত্তাভিঃ**= আমার দেওয়া ; **আভিঃ**=এই রমণীদিগের দ্বারা ; **পরিচারয়স্ব**=নিজের সেবা পরিচর্যা করাও ; **নচিকেতঃ**=হে নচিকেতা ; **মরণম্**=মৃত্যুর পর (আত্মার কী গতি হয়) ; **মা অনুপ্রাক্ষীঃ**=এ কথা জিজ্ঞাসা কোরো না ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—হে নচিকেতা ! যে যে ভোগ মর্ত্যলোকে দুর্লভ সে সমস্ত তুমি চেয়ে নাও। সুসজ্জিত রথ, সঙ্গে বহু বাদ্যযন্ত্রসহ স্বর্গের সুন্দরী অপ্সরাসকল, যা মনুষ্যলোকে কোনোদিনই পাওয়া যায় না ; যাদের জন্য বড় বড় মুনি-ঋষিরা লালায়িত থাকে, সে সকল আমি অতি সহজেই তোমাকে দিচ্ছি। তুমি এদের নিয়ে যাও আর এদের দিয়ে তুমি যদৃচ্ছা পরিচর্যা করাও। কিন্তু নচিকেতা ! তোমাকে আবার বলছি, আত্মতত্ত্ব বিষয়ে তুমি কোনো প্রশ্ন কোরো না॥ ২৫ ॥

সম্বন্ধ—*যমরাজ শিষ্যের প্রতি স্বভাবতই দয়ার্দ্রচিত্ত এবং মহান অভিজ্ঞ আচার্য। তিনি অধিকারীকে পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাকে এই ধরনের ভয় এবং একের পর এক চরম ভোগের প্রলোভন দেখিয়ে, খুঁটিকে যেমন নড়িয়ে নড়িয়ে ক্রমশ তার অবস্থান অনড় ও সুদৃঢ় করতে হয়, তেমনি করে অনাসক্তির ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করেছেন। প্রথমে দুর্বোধ্যতার ভয় দেখিয়েছেন, তারপর একের পর এক এই জগতের চরম ভোগের সকল ছবি তাঁর সামনে তুলে ধরেছেন, আর শেষে স্বর্গ সুখের প্রতিও তাঁর চরম বৈরাগ্য দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে স্বর্গের অনেক রকম দৈবী ভোগের ছবি তাঁকে দেখিয়েছেন ! আবার বলেছেন, এই সব ভোগকে যদি তুমি আত্মজ্ঞানের*

সমতুল্য মনে করো তবে চেয়ে নিতে পারো। কিন্তু নচিকেতা ছিলেন তাঁর প্রার্থনায় দৃঢ় নিশ্চয়সম্পন্ন এবং প্রকৃত অধিকারী। তিনি জানতেন যে এই সব ইহলোক এবং পরলোকের চরম ভোগ সুখ আত্মজ্ঞানের ক্ষুদ্রতম অংশেরও সমান নয়। অতএব তিনি নিজের নিশ্চিত বোধকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করে পূর্ণ অনাসক্তি দেখিয়ে যমরাজকে বললেন—

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ ২৬ ॥

অন্তক=হে মৃত্যুদেবতা (যা আপনি বর্ণনা করলেন সেসব) ; **শ্বোভাবাঃ**=ক্ষণস্থায়ী ভোগ (আর তার দ্বারা প্রাপ্ত সুখ) ; **মর্ত্যস্য**=মানুষের ; **সর্বেন্দ্রিয়ানাম্**=ইন্দ্রিয়সকলের ; **যৎ তেজঃ**=যে তেজ ; **এতৎ**=এগুলিকে ; **জরয়ন্তি**=ক্ষীণ করে দেয় ; **অপি সর্বম্**=এ ছাড়া সমস্ত ; **জীবিতম্**=আয়ু ; **অল্পম্ এব**=অল্পই (এজন্যে) ; **তব বাহাঃ**=আপনার এই সকল বাহন (রথ আদি) ; (আর) **নৃত্যগীতে**=অপ্সরাদের নাচ গান ; **তব এব**=আপনারই থাক (আমার প্রয়োজন নেই)॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—হে মৃত্যুদেবতা ! আপনি যেসব ভোগ্যসামগ্রীর তালিকা দিলেন সেগুলি সবই ক্ষণস্থায়ী—আগামীকাল পর্যন্ত থাকবে কিনা সন্দেহ। আর এসবের থেকে পাওয়া সুখও বাস্তবে সুখই নয় বরং দুঃখই (গীতা ৫। ২২)। এ সব ভোগসামগ্রী প্রকৃত মঙ্গলদায়ক তো নয়ই বরং মানুষের ইন্দ্রিয়-শক্তি আর ধর্মকে ক্ষয় করে দেয়। আপনি যে দীর্ঘ জীবন দিতে চাইলেন তাও অনন্ত কালের তুলনায় অতি অল্পই। যখন ব্রহ্মা আদি দেবতাদের জীবনই অল্প—যখন একদিন তাঁদেরও বিনাশ হয় তাহলে অন্যদের আর কী কথা ? অতএব আমি এসব কিছুই চাই না। ওই সব রথ, হাতি, ঘোড়া, সুন্দরী নারী এবং তাদের নাচ-গান আপনার কাছেই থাক ॥ ২৬ ॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব॥ ২৭ ॥

মনুষ্যঃ=মানুষ ; **বিত্তেন**=ধনের দ্বারা ; **তর্পণীয়ঃ ন**=(কোনো দিন) তৃপ্ত হয় না ; **চেৎ**=যখন (আমরা) ; **ত্বা অদ্রাক্ষ্ম**=আপনার দর্শন পেয়েছি ;

বিত্তম্=ধন ; **লপ্স্যামহে**=(তো আমি) পেয়েই যাব ; (আর) **ত্বম্ যাবৎ**=আপনি যতদিন ; **ঈশিষ্যসি**=শাসন করবেন (ততদিন তো) ; **জীবিষ্যামঃ**=জীবিত থাকব (তাহলে এসব নিয়ে কী হবে) ; **মে বরণীয়ঃ বরঃ তু**=আমার চাওয়ার মতো বর তো ; **সঃ এব**=তাই (আত্মজ্ঞান) ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—আপনি তো জানেন, ধনের দ্বারা মানুষ তৃপ্ত হয় না। আগুনে ঘি ঢাললে যেমন আগুন আরও তেজে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, সেইরকম ধন এবং ভোগের প্রাপ্তিতে ভোগ বাসনা আরও তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। তৃপ্তি কোথায় ? সেখানে তো দিনরাত শুধুই অপূর্ণতা, ফলে সর্বদাই জ্বলে মরতে হয়। কাজেই ওইরূপ দুঃখদায়ক ধন এবং ভোগ কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি চাইতে পারে না। আমার জীবন-রক্ষার জন্য যতটুকু ধনের প্রয়োজন সেটুকু তো আপনার দর্শনের ফলে আপনা-আপনি পেয়ে যাব, দীর্ঘ জীবনের কথা আর কী বলব, সেও যতদিন আপনি মৃত্যুর অধীশ্বর থাকবেন ততদিন আমার মরণেরও ভয় নেই। অতএব কোনো দিক দিয়েই অন্য বর যাচ্ঞা করা আমার ধারণায় যুক্তিসঙ্গত নয়। আমার প্রার্থনা একমাত্র ওই আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানই। এর পরিবর্তে অন্য কোনো বরই আমার কাম্য নয় ॥ ২৭ ॥

সম্বন্ধ—*এইরূপে ভোগের তুচ্ছতা প্রমাণ করে এবার নচিকেতা প্রার্থনীয় বরের গুরুত্ব জানিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে যমরাজকে পুনরায় নিবেদন করছেন*—

অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥ ২৮ ॥

জীর্যন্ মর্ত্যঃ=এই মনুষ্য দেহ জরাধর্মী এবং মরণশীল ; **প্রজানন্**=এটি সম্যক্‌ভাবে জ্ঞাত ; **ক্বধঃস্থঃ**=মর জগতের অধিবাসী ; **কঃ**=কে (এইরকম) ; (যে) **অজীর্যতাম্**=জরারহিত ; **অমৃতানাম্**=অমর মহাত্মাদের (আপনার মতো) ; **উপেত্য**=সঙ্গ লাভ করেও ; **বর্ণরতি প্রমোদান্**=সৌন্দর্য, নারীসঙ্গ এবং আমোদ-প্রমোদকে ; **অভিধ্যায়ন্**=বার বার চিন্তা করে ; **অতিদীর্ঘে**=বহুদিন পর্যন্ত ; **জীবিতে**=জীবিত থাকতে ; **রমেত**=ভালোবাসবে ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—হে যমরাজ আপনিই বলুন—আপনার মতো অজর অমর মহান দেবতাদের দুর্লভ অমোঘ সঙ্গ লাভ করার পর মর-জগতের জরা-মরণশীল

এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে রমণীর সৌন্দর্য, বিলাস, নৃত্যগীত, আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করবে আর এই জগতে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকাকে আনন্দের মনে করবে ? ॥ ২৮ ॥

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎসাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥ ২৯ ॥

মৃত্যো=হে যমরাজ ; **যস্মিন্**=যে ; **মহতি সাম্পরায়ে**=মহান আশ্চর্যজনক পরলোক সম্বন্ধীয় আত্মজ্ঞানের বিষয়ে ; **ইদম্ বিচিকিৎসন্তি**=(লোকে) এই সন্দেহ করে যে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে অথবা থাকে না ; (সেখানে) **যৎ**=সেক্ষেত্রে যা যথার্থ ; **তৎ নঃ ব্রূহি**=তা আমাকে বলুন ; **যঃ অয়ম্**=এই যে ; **গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টঃ**=অতি গুহ্য ; **বরঃ**=বর ; **তস্মাৎ**=তা থেকে ভিন্ন ; **অন্যম্**=অন্য কোনো বরের ; **নচিকেতাঃ**=নচিকেতা ; **ন বৃণীতে**=ইচ্ছা করে না॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—নচিকেতা বললেন—হে যমরাজ ! যে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মহাজ্ঞানের বিষয়ে লোকে এরূপ সংশয়াপন্ন হয় যে, মৃত্যুর পর এই আত্মার অস্তিত্ব থাকবে কি থাকবে না, সে বিষয়ে আপনার যুক্তিসঙ্গত অনুভূত জ্ঞান কৃপা করে আমাকে উপদেশ দিন। এই আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য—তবুও আপনার শিষ্য নচিকেতা এছাড়া অন্য কোনো বর প্রার্থনা করে না॥ ২৯ ॥

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় বল্লী

সম্বন্ধ——*এইরকম পরীক্ষা করে যমরাজ যখন বুঝলেন যে নচিকেতা দৃঢ়চেতা, পরম বৈরাগ্যবান এবং নির্ভীক, অতএব ব্রহ্মবিদ্যার উত্তম অধিকারী ; তখন ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ আরম্ভ করার আগে সেটির মহিমা বলছেন—*

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষꣳসিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥ ১ ॥

শ্রেয়ঃ=কল্যাণের সাধন ; **অন্যৎ**=ভিন্ন ; **উত**=আর ; **প্রেয়ঃ**=সুখ-

দায়ক ভোগের সাধন ; অন্যৎ এব=ভিন্নই ; তে=সেই দুটি ; নানার্থে=ভিন্ন ভিন্ন ফলদায়ক ; উভে=উভয় সাধনা ; পুরুষম্=মানুষকে ; সিনীতঃ=বন্ধন করে —আপন আপন দিকে আকর্ষিত করে ; তয়োঃ=উভয়ের মধ্যে থেকে ; শ্রেয়ঃ= কল্যাণকারী সাধন ; আদদানস্য=গ্রহণকারীর ; সাধু ভবতি=মঙ্গল হয় ; উ যঃ= কিন্তু যে ; প্রেয়ঃ বৃণীতে=সাংসারিক ভোগ প্রাপ্তির সাধনকে গ্রহণ করে ; সঃ=সে ; অর্থাৎ=যথার্থ লাভ থেকে ; হীয়তে=ভ্রষ্ট হয় ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—অন্যান্য জীবের মতো কেবল কর্মের ফল ভোগ করবার জন্য আমরা মনুষ্য-দেহ লাভ করিনি। এই দেহদ্বারা মানুষ ভবিষ্যৎ সুখদায়ক শুভ কর্মের অনুষ্ঠানও করতে পারে। বেদে সুখ লাভের দুটি প্রকার বলা হয়েছে— (১) শ্রেয় অর্থাৎ চিরকালের জন্য সমস্ত প্রকারের দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে প্রাপ্তির উপায়, আর (২) প্রেয় অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র, পরিবার, ধন, গৃহ, সম্মান, যশ ইত্যাদি ইহলোকের এবং স্বর্গলোকের যত কিছু ভোগ্যসামগ্রী আছে, সে সকল প্রাপ্তির জন্য নির্দেশিত সাধন-পথ। এই উভয় প্রকারের সাধন-পথ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আবদ্ধ করে রাখে। 'ভোগের দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক সুখ পাওয়া যায়' এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষ এর পরিণাম কী হবে, না বুঝে প্রেয়র দিকেই অগ্রসর হয়। কোনো কোনো ভাগ্যবান মানুষ ঈশ্বরের কৃপায় প্রাকৃত ভোগের আপাতমধুর এবং ভবিষ্যৎ-দুঃখের রহস্য বুঝে, সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শ্রেয়ের দিকে এগিয়ে যায়। এই দুই ধরনের মানুষের মধ্যে যে শ্রেয়কে বরণ করে তৎক্ষণাৎ সাধনায় প্রবৃত্ত হয় তার সর্ব প্রকারেই মঙ্গল সাধিত হয়। সে সর্বতোভাবে সব রকম দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত, অসীম আনন্দ স্বরূপ সেই পরমাত্মাকে লাভ করে। কিন্তু যে মানুষ সংসারের সুখ ভোগের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে মানুষ জীবনের পরম লক্ষ অর্থাৎ পরমাত্মার প্রাপ্তি স্বরূপ যথার্থ প্রয়োজনকে সিদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে সে নিত্য এবং আত্যন্তিক সুখ লাভে ব্যর্থ হয়। সে ভ্রমাত্মক সুখরূপী ওই সকল অনিত্য ভোগ লাভ করে, যা বস্তুত দুঃখস্বরূপ। অতএব সে প্রকৃত সুখ লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যায় ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥ ২॥

শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ=শ্রেয় এবং প্রেয় ; **মনুষ্যম্ এতঃ**=মানুষের সামনে আসে ; **ধীরঃ**=বুদ্ধিমান মানুষ ; **তৌ**=ওই দুই-এর স্বরূপ ; **সম্পরীত্য**= বিশেষভাবে বিচার করে ; **বিবিনক্তি**=সেগুলি বিশেষভাবে পৃথক পৃথক করে নেয় ; (আর) **ধীরঃ**=ওই বুদ্ধিমান মানুষ ; **শ্রেয়ঃ হি**=শ্রেয়কেই অর্থাৎ পরম কল্যাণের সাধনাকেই ; **প্রেয়সঃ**=প্রেয় অপেক্ষা অর্থাৎ ভোগ সাধন অপেক্ষা ; **অভিবৃণীতে**=শ্রেষ্ঠ মনে করে বরণ করে নেয় ; (কিন্তু) **মন্দঃ**=মন্দবুদ্ধি মানুষ ; **যোগক্ষেমাৎ**=লৌকিক যোগক্ষেমের ইচ্ছায় ; **প্রেয়ঃ বৃণীতে**=প্রেয়কে বরণ করে অর্থাৎ ভোগ সাধনাকেই গ্রহণ করে ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—অধিকাংশ মানুষ তো পুনর্জন্মে বিশ্বাস না থাকার জন্য এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনাই করে না। তারা ভোগে আসক্ত হয়ে নিজেদের দুর্লভ মানব-জীবনকে পশুর মতো ভোগ করতে করতে শেষ করে দেয়। কিন্তু যাদের পুনর্জন্মে এবং পরলোকে বিশ্বাস আছে, সেই সব বিচারশীল মানুষের সামনে যখন শ্রেয় আর প্রেয়—দুটির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য বিষয় বলে সমস্যা দেখা দেয়, তখন তারা এই দুই-এর দোষগুণ যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করে, দুটিকে আলাদা আলাদা ভাবে বোঝার চেষ্টা করে। এদের মধ্যে যারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তারা দুটির তত্ত্বকেই ভালোভাবে বুঝে নিয়ে 'হংসের ন্যায় জল থেকে দুধটুকু' গ্রহণ করার মতো প্রেয়কে উপেক্ষা করে শ্রেয়কেই বরণ করে নেয়। কিন্তু যারা অল্পবুদ্ধি, যাদের মধ্যে বিচার শক্তির অভাব, তারা শ্রেয়ের ফলকে অবিশ্বাস করে প্রত্যক্ষ লৌকিক ভোগ-সুখের মোহে প্রেয়কে বরণ করে নেয়। তারা এটুকু মাত্র বোঝে যে, যা কিছু ভোগ্য সামগ্রী অর্জিত হয় সেগুলি সুরক্ষিত থাকুক আর যা এখনো পাওয়া হয়নি সে সকল বস্তু যেন প্রচুর পরিমাণে লাভ করতে পারি! তাদের চোখে 'যোগক্ষেমের' অর্থ এটুকুই॥ ২ ॥

সম্বন্ধ—*পরমাত্ম-লাভের সাধনস্বরূপ শ্রেয়ের প্রশংসা করে যমরাজ এবার সাধারণ মানুষের থেকে নচিকেতার বিশেষত্ব দেখিয়ে তার বৈরাগ্যের প্রশংসা করছেন—*

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপা্ঁশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতা্ঁ সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥ ৩ ॥

নচিকেতঃ=হে নচিকেতা (মনুষ্যকুলের মধ্যে) ; সঃ ত্বম্=তুমি (এতই নিঃস্পৃহ যে) ; **প্রিয়ান্ চ**=প্রিয় বস্তু আর ; **প্রিয়রূপান্**=অত্যন্ত সুন্দর রূপ সম্পন্ন ; **কামান্**=(ইহলোক এবং পরলোকের) সমস্ত কাম্য বস্তু ; **অভিধ্যায়ন্**=সম্যকরূপে বুঝে ; **অত্যস্রাক্ষীঃ**=(তুমি) ছেড়ে দিয়েছ ; **এতাম্ বিত্তময়ীম্ সৃঙ্কাম্**=এই সুখ সামগ্রীরূপ বেড়ী (শিকল)-কে ; **ন অবাপ্তঃ**=(তুমি) গ্রহণ করনি (এর বাঁধনে তুমি বন্দি হওনি) ; **যস্যাম্**=যাতে ; **বহবঃ মনুষ্যাঃ**=বহু মানুষ ; **মজ্জন্তি**=মজে বা জড়িয়ে যায় ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—যমরাজ বললেন—হে নচিকেতা ! তোমাকে আমি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছি, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, প্রতিভাসম্পন্ন, বিবেকী তথা পরম বৈরাগ্যবান। কারণ নিজেকে অত্যন্ত চতুর, বিবেকী আর তার্কিক ভাবা লোকেরাও যে সমস্ত চমকদার সামগ্রীর মোহ-জালে জড়িয়ে পড়ে, সে সবকে তুমি অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেছ। আমি অত্যন্ত প্রলোভনজনক ভাষায় তোমাকে বারবার পুত্র, পৌত্র, হাতি, ঘোড়া, গাভী, ধনরত্ন এবং সাম্রাজ্য প্রভৃতি বহুবিধ চরম ভোগের প্রলোভন দেখিয়েছি, শুধু তাই নয় স্বর্গের অতুলনীয়া সুন্দরী অপ্সরাদের চিরদিন ভোগ করার লোভ দেখিয়েছি, কিন্তু তুমি অতি সহজেই সে সবকে উপেক্ষা করেছ। অতএব তুমি অবশ্যই পরমাত্মতত্ত্ব কথা শোনার সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী॥ ৩ ॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত॥ ৪ ॥

যা অবিদ্যা=যা অবিদ্যা ; **চ বিদ্যা ইতি জ্ঞাতা**=আর বিদ্যা নামে খ্যাত ; **এতে**=এই দুই ; **দূরম্ বিপরীতে**=পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী ; (আর) **বিষূচী**=ভিন্ন ভিন্ন ফলদায়ক ; **নচিকেতসম্**=তোমাকে, নচিকেতাকে ; **বিদ্যাভীপ্সিনম্ মন্যে**=আমি বিদ্যাভিলাষী বলে মনে করি ; (কেননা) **ত্বা বহবঃ কামাঃ**=তোমাকে বহু বহু কাম্য ভোগ ; **ন অলোলুপন্ত**=(কোনো প্রকারেই) প্রলুব্ধ করতে পারেনি॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—বিদ্যা এবং অবিদ্যা নামে খ্যাত দুই ধরনের সাধনা ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপাদন করে আর তা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। যার ভোগে আসক্তি আছে সে কল্যাণ সাধনে এগিয়ে যেতে পারে না, আর যে কল্যাণ পথের পথিক, সে ওই সকল ভোগের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। সে সবরকম ভোগকেই দুঃখস্বরূপ মনে করে সেগুলি পরিত্যাগ করে। হে নচিকেতা ! আমি মনে করি তুমি সত্যিই বিদ্যাভিলাষী, কারণ বহু ভালো ভালো ভোগও তোমার মনে এতটুকু লোভ জন্মাতে পারেনি ॥ ৪ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ৫ ॥[১]

অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানা=অবিদ্যার মধ্যে থেকে ; (আর) **স্বয়ং ধীরাঃ**=নিজেকে নিজে বুদ্ধিমান (আর) ; **পণ্ডিতম্ মন্যমানাঃ**=পণ্ডিত মনে করে ; **মূঢ়াঃ**=(ভোগে আসক্ত) ওই মূর্খগণ ; **দন্দ্রম্যমানাঃ**=সর্বত্র বিভিন্ন যোনিতে ঘুরতে ঘুরতে ; (তথা) **পরিয়ন্তি**=ঠিক ওই রকম ঠোক্কর খেতে থাকে ; **যথা**=যেমন ; **অন্ধেন এব নীয়মানাঃ**=অন্ধের দ্বারা চালিত ; **অন্ধাঃ**=অন্ধলোকেরা (নিজ লক্ষ্যে না পৌঁছে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় আর কষ্ট ভোগ করে) ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—অন্ধকে পথ দেখাবার জন্য যখন আর এক অন্ধ এগিয়ে আসে তখন যেমন নির্দিষ্ট জায়গায় না পৌঁছে তারা রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে ঘুরে মরে আর পায়ে কাঁটা-খোঁচা ঢুকে কিংবা খানা-খন্দে পড়ে অথবা কোনো পাথরে, দেওয়ালে ধাক্কা লেগে, বা কোনো জন্তুর কামড় খেয়ে নানা রকম যন্ত্রণায় ভোগে, সেই রকমই ওই মূর্খগণও পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ আদি নানা রকম কষ্টদায়ক যোনিতে এবং নরকাদিতে কষ্ট ভোগ করে—অনন্ত জন্ম ধরে অনন্ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। যে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান আর মহা বিদ্বান মনে করে, বিদ্যা বুদ্ধির মিথ্যা অহংকারে শাস্ত্র এবং মহাপুরুষদের বাণীর কোনো মূল্য না দিয়ে তাদের অবহেলা করে, আর প্রত্যক্ষ সুখরূপ

---

[১]এই মন্ত্র মুণ্ডকোপনিষদে (১।২।৮)-ও রয়েছে।

মিথ্যা ভোগের প্রতি আসক্ত থেকে সেগুলি পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়, সে দুর্লভ মনুষ্য-জীবনের অমূল্য সময় বৃথাই নষ্ট করে ॥ ৫ ॥

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥ ৬ ॥

বিত্তমোহেন মূঢ়ম্=এইভাবে ধনের মোহে পড়ে ; **প্রমাদ্যন্তম্ বালম্**=নিরন্তর প্রমাদী অজ্ঞানী ; **সাম্পরায়ঃ**=পরলোকের প্রতি ; **ন প্রতিভাতি**=অন্ধ হয়ে থাকে ; **অয়ম্ লোকঃ**=(সে মনে করে) এই জগৎই (সত্য) ; **পরঃ ন অস্তি**= পরলোক বলে কিছু নেই ; **ইতি মানী**=এইরকম ভাবনাযুক্ত মানুষ ; **পুনঃ পুনঃ**=বারংবার ; **মে বশম্**=(যমরাজের) আমার অধীনে ; **আপদ্যতে**=আসে ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—মানব জীবনের মহত্ত্ব যারা বোঝে না, সেই সব অহংকারী মানুষ সর্বদা সাংসারিক ভোগ-সুখের নিমিত্ত ধনসম্পত্তির মোহে মুগ্ধ হয়ে থাকে। অতএব ভোগে আসক্ত হয়ে তারা প্রমাদবশত নিজেদের খুশিমতো মনগড়া আচরণ করতে থাকে। তারা পরলোকে অবিশ্বাস করে। তাদের মনে এই চিন্তার উদয় হয় না যে, মরণের পর আমাকে নিজের কর্মফল ভোগ করার জন্যে বাধ্য হয়ে বারংবার বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নিতে হবে। ওই সব মূর্খের দল এই বিশ্বাসে থাকে যে, যা কিছু চোখে দেখা যায় তাই একমাত্র সত্যি, এরই সত্তা আছে। ইহলোকই একমাত্র লোক, এছাড়া পরলোক বলে কিছু নেই। পরলোক কে দেখেছে, সেটি তো মানুষের অলীক কল্পনা মাত্র। এখানে যত খুশি বিষয় ভোগ করা যায় ততই বুদ্ধিমানের কাজ। এইরকম যাদের চিন্তা, তারা বারবার মৃত্যুর ফাঁদে পড়ে, আর নিজেদের কর্ম অনুসারে বিভিন্ন যোনিতে আসা-যাওয়া করে। তাদের জন্ম-মৃত্যু চক্র কোনো দিন বন্ধ হয় না ॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ—*এইরূপ বিষয়াসক্ত, একমাত্র প্রত্যক্ষেই বিশ্বাসী মূর্খদের নিন্দা করে এখন যমরাজ আত্মতত্ত্ব, তার জ্ঞাতা, বোদ্ধা তথা বক্তা-পুরুষের দুর্লভতার কথা জানাচ্ছেন—*

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাঽশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ ৭ ॥

যঃ বহুভিঃ=যা বহুজনের ; **শ্রবণায় অপি**=শোনার জন্যও ; **ন লভ্যঃ**=লভ্য নয় ; **যম্**=যাকে ; **বহবঃ**=বহু লোক ; **শৃণ্বন্তঃ অপি**=শুনেও ; **ন বিদ্যুঃ**=বুঝতে পারে না ; **অস্য**=এই গুহ্যতত্ত্বের ; **বক্তা আশ্চর্যঃ**=বর্ণনাকারী পুরুষ আশ্চর্য (বড় দুর্লভ) ; **লব্ধা কুশলঃ**=যে লাভ করেছে সেও খুব কুশল (সফলকাম) ; **কুশলানুশিষ্টঃ**=(সুনিপুণ ব্যক্তি দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত) ; **জ্ঞাতা আশ্চর্যঃ**=জ্ঞাতাও দুর্লভ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—আত্মতত্ত্ব যে কত দুর্লভ তা জানাবার জন্য যমরাজ বললেন—আত্মতত্ত্ব সাধারণ বিষয় নয়। জগতে অধিকাংশ মানুষের সারাজীবনে আত্ম-তত্ত্বের কথা শোনার সুযোগ-ই হয় না। তারা এমন পরিবেশে বাস করে যে, সকাল হলেই ঘুম ভাঙার পর থেকে রাত্রে শুতে যাবার সময় পর্যন্ত কেবলমাত্র বিষয়াদির চিন্তা তাদের ঘিরে থাকে, ফলে মন চব্বিশ ঘন্টা বিষয়ে ডুবে থাকে। আত্মতত্ত্ব শোনার বা বোঝার মতো কোনো চিন্তাই তাদের মনে আসে না এবং কথায় কথায় আলোচনা প্রসঙ্গে যদি এই সব বিষয় এসে যায় তো বিষয় ভোগের কথা ছেড়ে তাদের এসব শোনার অবকাশ থাকে না। কিছু লোক এমন আছে যে, এই বিষয় শোনা বা বোঝা কল্যাণকর মনে করে ভালোভাবে শোনে কিন্তু বিষয়াসক্ত মনে ভালো করে ধারণা করতে পারে না কিংবা মন্দ বুদ্ধির জন্য বুঝে উঠতে পারে না। যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই তত্ত্ব বুঝতে পারে, তাদের মধ্যেও এই রকম ব্যক্তি খুবই দুর্লভ যারা এই আত্মতত্ত্বকে যথার্থভাবে বর্ণনা করতে পারে। আর এমন মানুষ তো বহু জনের মধ্যে দু-একজনই হন, যাঁরা এই জ্ঞান লাভ করে নিজেদের জীবনকে ধন্য করেন। আর যথার্থভাবে অনুভূতিসম্পন্ন তথা বর্ণনা করতে সক্ষম এমন আত্মদর্শী আচার্যের নিকট উপদেশ লাভ করে সেই অনুসারে মনন-নিদিধ্যাসন করে সেই তত্ত্ব অনুভব করার মতো মানুষ এ জগতে খুবই বিরল। অতএব এই আত্মতত্ত্বের বিষয় যেমন দুর্লভ তেমনি এর বক্তা, শ্রোতা, জ্ঞাতা, বোদ্ধা সবই খুব দুর্লভ ॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ—*এই আত্মজ্ঞান কেন দুর্লভ—তার কারণ জানাচ্ছেন—*

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥ ৮ ॥

অবরেণ নরেণ প্রোক্তঃ=অল্পজ্ঞ লোকের দ্বারা কথিত হলে ; **বহুধা চিন্ত্যমানঃ**= (এবং সেই অনুসারে) বহুরকমভাবে মনন করলেও ; **এষঃ**=এই আত্মতত্ত্ব ; **সুবিজ্ঞেয়ঃ ন**=সহজবোধ্য নয় ; **অনন্যপ্রোক্তে**=কোনো জ্ঞানী লোকের কাছে উপদেশ না নিলে ; **অত্র গতিঃ ন অস্তি**=এ বিষয়ে মানুষ প্রবেশ করতে পারে না ; **হি অণুপ্রমাণাৎ**=কেননা এ বিষয় অতি সূক্ষ্ম থেকেও ; **অণীয়ান্**=অতি সূক্ষ্ম ; **অতর্ক্যম্**=তর্কের অতীত।। ৮ ।।

ব্যাখ্যা—প্রকৃতি পর্যন্ত যত রকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে, এই আত্মতত্ত্ব তাদের সকলের থেকে আরও সূক্ষ্ম। এই বিষয় এতই রহস্যপূর্ণ যে যতক্ষণ পর্যন্ত না এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে উপদেশ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ মানুষের এ তত্ত্বে প্রবেশ করা অত্যন্ত দুরূহ। অল্পজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তি যদি এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করে, আর সেই মতো কেউ সারাজীবন নানাভাবে এই তত্ত্বের জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে যায়, তো তার কোনোদিনই আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, এ বিষয় কিঞ্চিৎমাত্রও বোধগম্য হয় না। আবার অপরের কাছে উপদেশ না নিয়ে কেবল নিজে নিজেই সতর্ক বিচার করেও কেউ এই আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। অতএব উপদেশ শোনা অবশ্য কর্তব্য ; কিন্তু তাঁর নিকটেই শ্রবণ করা উচিত যিনি এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানী মহাত্মা। তাহলেই সকল তর্কের অতীত এই গূঢ় বিষয়কে জানা সম্ভব ।। ৮ ।।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা।। ৯ ।।

প্রেষ্ঠ=হে প্রিয়তম ! ; **যাম্ ত্বম্ আপঃ**=যা তুমি পেয়েছ ; **এষা মতিঃ**=এই বুদ্ধি ; **তর্কেণ ন আপনেয়া**=তর্কদ্বারা পাওয়া যায় না (এটি তো) ; **অন্যেন প্রোক্তা এব**=অপর কর্তৃক কথিত বা উপদিষ্ট হয়েই ; **সুজ্ঞানায়**=নিশ্চিত জ্ঞানের (আত্মজ্ঞানে) নিমিত্ত ; **ভবতি**=হয় ; **বত**=যথার্থ (তুমি) ; **সত্যধৃতিঃ**=উত্তম ধৈর্যসম্পন্ন ; **অসি**=(হও) বটে ; **নচিকেতঃ**=হে নচিকেতা ! (আমি চাই যে) ; **ত্বাদৃক্**=তোমার মতো ; **প্রষ্টা**=প্রশ্নকারী ; **নঃ ভূয়াৎ**=যেন আমি পাই।। ৯ ।।

ব্যাখ্যা—নচিকেতার ভূয়সী প্রশংসা করে যমরাজ আবার বলতে আরম্ভ করলেন—হে প্রিয়বর ! তোমার এই শুভ ইচ্ছা, আর নিষ্কলুষ নিষ্ঠা দেখে

আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। এরকম নিষ্ঠা কখনো তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না। এ জিনিস তো তখনই উদয় হয় যখন ঈশ্বর-কৃপায় কোনো মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ হয়, আর তাঁর কাছ থেকে নিরন্তর পরমার্থ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা শোনার সৌভাগ্য লাভ হয়। এই ধরনের নিষ্ঠাই মানুষকে আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত করে। এত প্রলোভন দেখাবার পরও তুমি আপন নিষ্ঠায় দৃঢ়ব্রত, এতে প্রমাণ হয় যে তুমি যথার্থ ধারণাসম্পন্ন। নচিকেতা ! তোমার মতোই জিজ্ঞাসুর আমার প্রয়োজন ॥ ৯ ॥

সম্বন্ধ——*এখন যমরাজ নিজের উদাহরণ দিয়ে নিষ্কামভাবের প্রশংসা করছেন—*

জানাম্যহঁ্ শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্॥ ১০॥

অহম্ জানামি=আমি জানি যে ; **শেবধিঃ**=কর্মফলরূপ ধন ; **অনিত্যম্ ইতি**= অনিত্য ; **হি অধ্রুবৈঃ**=কেননা অনিত্য (বিনাশশীল) বস্তুদ্বারা ; **তৎ ধ্রুবম্**=ওই নিত্য পদার্থ (পরমাত্মা) ; **ন হি প্রাপ্যতে**=পাওয়া যায় না ; **ততঃ**=তাই ; **ময়া**= আমার দ্বারা (কর্তব্য বুদ্ধিতে) ; **অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ**=অনিত্য পদার্থ দ্বারা ; **নাচিকেতঃ অগ্নিঃ চিত্তঃ**=নাচিকেত-অগ্নির চয়ন করা হয়েছে (অনিত্য ভোগসুখ প্রাপ্তির জন্য নয়, অতএব সেই নিষ্কামভাবের অমিত শক্তির ফলে আমি) ; **নিত্যম্**=নিত্য বস্তু পরমাত্মাকে ; **প্রাপ্তবান্ অস্মি**=লাভ করেছি ॥ ১০॥

ব্যাখ্যা—হে নচিকেতা ! আমি ভালোভাবেই জানি যে কর্মসমূহের ফলস্বরূপ, ইহলোকে বা পরলোকে—যেখানেই যে ভোগসুখ অর্জিত হয়, সে সকল যত বিশালই হোক না কেন, একদিন না একদিন তার ক্ষয় হবেই হবে। অতএব সেগুলি অনিত্য আর অনিত্য বস্তুর দ্বারা নিত্য পদার্থের প্রাপ্তি কোনো দিনই সম্ভব নয়। এই রহস্য উপলব্ধি করার পরই আমি নাচিকেত-অগ্নির চয়নাদিরূপে যে সমস্ত যজ্ঞাদি কর্তব্যকর্ম অনিত্য বস্তুরাজির দ্বারা সম্পাদন করেছি, সমস্তই কামনা এবং আসক্তিহীন হয়ে কেবল কর্তব্য বুদ্ধিতেই করেছি। এই নিষ্কামভাবের এমনই মহত্ত্ব যে অনিত্য বস্তুর দ্বারা কর্তব্য-পালন

রূপ ঈশ্বর পূজার দ্বারাই আমি নিত্য সুখস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করতে সমর্থ হয়েছি ॥ ১০ ॥

সম্বন্ধ——*নচিকেতার মধ্যে এই নিষ্কাম ভাব পূর্ণভাবেই রয়েছে দেখে যমরাজ তাঁর প্রশংসা করে বলতে লাগলেন*—

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥ ১১॥

নচিকেতঃ=হে নচিকেতা ; **কামস্য আপ্তিম্**=যার দ্বারা সর্বপ্রকার কাম্য ভোগ লাভ হয় ; **জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্**=যা জগতের আধার ; **ক্রতোঃ অনন্ত্যম্**=যজ্ঞের চিরস্থায়ী ফল ; **অভয়স্য পারম্**=নির্ভয়তার সীমা ; (আর) **স্তোমঁ্ মহৎ**=স্তুতি যোগ্য এবং মহত্ত্বপূর্ণ (তথা) ; **উরুগায়ম্**=বেদে যার নানাভাবে গুণকীর্তন করা হয়েছে ; **প্রতিষ্ঠাম্**=(আর) যা দীর্ঘকাল স্থায়ী সেই স্বর্গলোককে ; **দৃষ্ট্বা ধৃত্যা**=দেখেও ধৈর্যপূর্বক তুমি ; **অত্যস্রাক্ষীঃ**=তাকে ত্যাগ করেছ ; [অতঃ=এজন্যে] ; (আমি মনে করি যে) **ধীরঃ (অসি)**=(তুমি) অত্যন্ত বুদ্ধিমান॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—হে নচিকেতা ! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং নিষ্কাম। আমি তোমাকে বরদানরূপে স্বর্গলোকের কথা উল্লেখ করেছি, যা সমস্ত রকম ভোগে পরিপূর্ণ, জগতের আধার স্বরূপ, যজ্ঞাদি শুভ কর্মের অনন্ত ফলদায়ক, সমস্তরকম দুঃখ এবং ভয়বর্জিত, স্তুতি তথা প্রার্থনার যোগ্য পদার্থ এবং অতি মহৎ। বেদ-শাস্ত্র যার গুণগানে মুখর এবং যা দীর্ঘকাল স্থায়ী, তুমি তার বিশালত্ব বুঝেও ধৈর্যের সঙ্গে তাকে পরিত্যাগ করেছ। তোমার মন তাতে এতটুকুও আসক্ত হয়নি, তুমি তোমার ধারণাতে দৃঢ় এবং অবিচল—এ জিনিস সাধারণ নয়। এইজন্য আমি দৃঢ়নিশ্চয় যে তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং অনাসক্ত। অতএব তুমি আত্মজ্ঞান লাভের প্রকৃত অধিকারী॥ ১১ ॥

সম্বন্ধ——*নচিকেতার এরূপ নিষ্কামভাব দেখে যমরাজ নিশ্চিত হলেন যে তিনি সত্যি সত্যি পরমাত্ম-জ্ঞান লাভের যথার্থ অধিকারী। তাই তাঁর মনে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগাবার জন্যে যমরাজ পরবর্তী দুটি মন্ত্রে পরব্রহ্ম পরমাত্মার মহিমা বর্ণনা করছেন*—

তং দুর্দশং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ ১২॥

গূঢ়ম্=যিনি যোগমায়ার অন্তরালে লুক্কায়িত ; **অনুপ্রবিষ্টম্**=সর্বব্যাপী ; **গুহাহিতম্**=সকল জীবের হৃদয়রূপ গুহায় অবস্থিত ; **গহ্বরেষ্ঠম্**=সংসাররূপ গহন বনে যিনি বাস করেন ; **পুরাণম্**=সনাতন (সেইরূপ) ; **তম্ দুর্দশম্ দেবম্**=সেই বহু কষ্টে উপলব্ধিযোগ্য পরমাত্মদেবকে ; **ধীরঃ**=শুদ্ধবুদ্ধি সাধক ; **অধ্যাত্মযোগাধিগমেন**=অধ্যাত্ম যোগসাধনার দ্বারা ; **মত্বা**=জেনে ; **হর্ষশোকৌ জহাতি**=হর্ষ-শোকাদি ত্যাগ করেন ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—এই সম্পূর্ণ জগৎ এক অত্যন্ত দুর্গম গহন অরণ্যের তুল্য, কিন্তু পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ। সেই সর্বব্যাপী সর্বত্র সকল পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট (গীতা ৯।৪)। সকলের হৃদয়রূপ গুহায় তিনি নিত্য বাস করেন (গীতা ১৩।১৭, ১৫।১৫, ১৮।৬১)। তিনি নিত্য সঙ্গে থাকলেও মানুষ তাঁকে দেখতে পায় না ; কারণ তিনি নিজের মায়ার দ্বারা আবৃত (যোগ-মায়ার আড়ালে লুক্কায়িত), কাজেই অতিশয় গোপনীয় (গীতা ৭।২৫)। তাঁর দর্শন সুদুর্লভ। যে শুদ্ধবুদ্ধি সাধক নিজ মন-বুদ্ধি নিত্য-নিরন্তর তাঁরই চিন্তায় ব্যাপৃত রাখেন শুধু তিনিই সেই পরমাত্মাকে লাভ করতে সক্ষম হয়ে চিরতরে সুখ-দুঃখ থেকে মুক্ত হন। তাঁর হৃদয় থেকে শোক-হর্ষাদি বিকার সমূলে বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥[১]

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ँ হি লব্ধা বিবৃতँ সদ্ম নচিকেতসং মন্যে॥ ১৩॥

মর্ত্যঃ=মানুষ (যখন) ; **এতৎ**=এই ; **ধর্ম্যম্**=ধর্মময় (উপদেশ)কে ; **শ্রুত্বা**=শুনে ; **সম্পরিগৃহ্য**=সম্যকরূপে গ্রহণ করে ; **প্রবৃহ্য**=(আর) বিবেকপূর্বক তার বিচার করে ; **এতম্ অণুম্**=এই সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বকে ; **আপ্য**=জেনে ;

---

[১]প্রাতঃস্মরণীয় ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এই প্রকরণকে পরমাত্মবিষয়ক বলে মেনে নিয়েছেন 'প্রকরণং চেদং পরমাত্মনঃ'—ব্রহ্মসূত্র অধ্যায় ১ পাদ ২-এর ১২ সূত্রের ভাষ্য দেখুন।

(অনুভব করে, তাহলে) ; সঃ=সে ; **মোদনীয়ম্**=আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে ; **লব্ধা**=লাভ করে ; **মোদতে হি**=আনন্দে মগ্ন হয় ; **নচিকেতসম্**=(তুমি) নচিকেতার জন্যে ; **বিবৃতম্ সদ্ম মন্যে**=(আমি) পরমধামের পথ খোলা রয়েছে বলে মনে করি॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—এই অধ্যাত্ম বিষয়ক ধর্মীয় উপদেশ সর্বাগ্রে একজন অনুভবী জ্ঞানী মহাপুরুষের মুখ থেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে হয়, আর শুনে তার মনন করতে হয়। তারপর নির্জনে বসে বিচারপূর্বক আপন বুদ্ধিতে স্থির করতে হয়। এইরকম সাধনার দ্বারা যখন মানুষের আত্মস্বরূপের উপলব্ধি জন্মাবে, তখন তাঁর পরমানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হবে। আর সেই আনন্দ সাগরে তিনি সর্বদাই মগ্ন থাকবেন। হে নচিকেতা ! তোমার জন্য সেই পরম ধামের দরজা মুক্ত হয়েছে। তোমাকে সেখানে যেতে বাধা দেবার কারো সাধ্য নেই। তোমাকে আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একজন উত্তম অধিকারী বলে মনে করি॥ ১৩ ॥

সম্বন্ধ—যমরাজের মুখ থেকে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের মহিমা শুনে আর নিজেকে তার অধিকারী জেনে নচিকেতার মনে পরমতত্ত্বের জিজ্ঞাসা জেগে উঠল। আবার যমরাজের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে তিনি লজ্জিতও হলেন। অতএব তিনি যমরাজকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥ ১৪ ॥

যৎ তৎ=যে পরমেশ্বরকে ; **ধর্মাৎ অন্যত্র**=ধর্মের অতীত ; **অধর্মাৎ অন্যত্র**=অধর্ম থেকেও অতীত ; **চ**=এবং ; **অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ**=এই সম্পূর্ণ কার্য-কারণরূপ জগৎ থেকেও ; **অন্যত্র**=ভিন্ন ; **চ**=এবং ; **ভূতাৎ ভব্যাৎ**=ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—তিন কালের থেকে তথা এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পদার্থ সমুদয় থেকেও ; **অন্যত্র**=ভিন্ন ; **পশ্যসি**=(বলে আপনি) জানেন ; **তৎ**=সেই কথা ; **বদ**=আপনি বলুন ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—নচিকেতা বললেন—ভগবন্ ! আপনি যদি আমার উপর এতই সন্তুষ্ট তবে ধর্ম এবং অধর্ম থেকে ভিন্ন, কার্য-কারণরূপ প্রকৃতি

থেকে ভিন্ন, ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—এই তিন কাল থেকেও ভিন্ন যে পরমাত্মাকে আপনি জানেন। তাঁর কথা আমাকে বলুন ॥ ১৪ ॥[১]

সম্বন্ধ——*নচিকেতার এই প্রশ্নে যমরাজ ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উপদেশ আরম্ভ করছেন—*

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাঁ্সি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদঁ্ সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ ১৫ ॥

সর্বে বেদাঃ=সকল বেদ ; **যৎ পদম্**=যে পরম পদের ; **আমনন্তি**=বার বার প্রতিপাদন করেছেন ; **চ**=এবং ; **সর্বাণি তপাংসি**=সকল তপস্যা ; **যৎ**=যে পদের ; **বদন্তি**=কথা বলে অর্থাৎ যাঁকে পাবার সাধনার কথা বলে ; **যৎ ইচ্ছন্তঃ**= যাঁকে পাবার জন্য সাধকগণ ; **ব্রহ্মচর্যম্**=ব্রহ্মচর্যের ; **চরন্তি**= পালন করেন ; **তৎ পদম্**=সেই পদ ; **তে**=তোমাকে ; (আমি) **সংগ্রহেণ**= সংক্ষেপে ; **ব্রবীমি**=বলছি ; (সে হচ্ছে) **ওম্**=ওম্ ; **ইতি**=এই ; **এতৎ**=এই (এক অক্ষর) ॥১৫ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমই মানুষের সর্বশেষ প্রাপ্তব্য বলে যমরাজ পরব্রহ্মের বাচক ওঁ-কারকে প্রতীকস্বরূপে ঘোষণা করে তাঁর স্বরূপ জানাচ্ছেন। তিনি বললেন যে, সকল বেদ বিভিন্ন প্রকারে নানা ছন্দে যাঁর প্রতিপাদন করেন, সর্বপ্রকার তপস্যা এবং বিভিন্ন সাধনার যিনি একমাত্র পরম এবং চরম লক্ষ্য তথা যাঁকে পাওয়ার ইচ্ছায় সাধক নিষ্ঠাপূর্বক ব্রহ্মচর্যের পালন করেন, সেই পুরুষোত্তম ভগবানের পরমতত্ত্ব তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। তা হচ্ছে, এক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ যা ওঁকাররূপ। ওঁ-কার হল পরব্রহ্মের প্রতীক।

সম্বন্ধ——*নামহীন হয়েও তিনি অনেক নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর সব নামের মধ্যে ওঁকারকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হয়েছে। অতএব এখানে নাম এবং নামীকে অভেদ জেনে 'প্রণব'-কে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের বাচক শব্দ হিসেবে*

---

[১]ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য এই প্রকরণকেও তাঁর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে পরমেশ্বর বিষয়ক বলেই মান্য করেছেন 'পৃষ্টং চেহব্রহ্ম' দেখুন ব্রহ্মসূত্র অধ্যায় ১ পাদ ৩ সূত্র ২৪-এর ভাষ্য।

বর্ণন করে যমরাজ বলছেন—

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১৬ ॥

এতৎ=এই ; **অক্ষরম্ এব হি**=অক্ষরই তো ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম (আর) ; **এতৎ**=এই ; **অক্ষরম্ এব হি**=অক্ষরই ; **পরম্**=পর ব্রহ্ম ; **হি**=এইজন্য ; **এতৎ এব**=একেই ; **অক্ষরম্**=অক্ষরকে ; **জ্ঞাত্বা**=জেনে নিয়ে ; **যঃ**=যিনি ; **যৎ ইচ্ছতি**=যাকে পেতে ইচ্ছুক ; **তস্য**=তার ; **তৎ**=তাই (লাভ হয়ে থাকে) ॥১৬ ॥

ব্যাখ্যা—এই অবিনাশী 'প্রণব'—ওঁকারই ব্রহ্ম (পরমাত্মার স্বরূপ) এবং ইনিই পরব্রহ্ম পরমপুরুষ পুরুষোত্তম, অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম দুই এরই নাম 'ওঁ'কার, অতএব এই তত্ত্বকে বুঝে সাধক এর দ্বারা দুই-এর মধ্যে যে কোনো অভীষ্ট রূপের সিদ্ধি লাভ করতে পারেন॥১৬ ॥

এতদালম্বনঁ শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৭ ॥

এতৎ=এই ; **শ্রেষ্ঠম্**=অতি উত্তম ; **আলম্বনম্**=অবলম্বন ; **এতৎ**=এই ; (সকলের) **পরম আলম্বনম্**=পরম আশ্রয় ; **এতৎ**=এই ; **আলম্বনম্**=অবলম্বনকে, আশ্রয়কে ; **জ্ঞাত্বা**=ভালো করে জেনে (সাধক) ; **ব্রহ্মলোকে**=ব্রহ্মলোকে ; **মহীয়তে**=মহিমান্বিত হন॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—সমস্ত অবলম্বনের মধ্যে এই ওঁকারই পরব্রহ্ম পরমাত্ম লাভের পথে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আর এটিই চরম আশ্রয়। এরপর আর কোনো আশ্রয় নেই অর্থাৎ পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ নামের শরণাগত হওয়াই তাঁকে লাভ করার সর্বোত্তম এবং অমোঘ সাধনা। এই রহস্যকে জেনে যে সাধক শ্রদ্ধাপূর্বক এতে নির্ভর করেন, তিনি নিঃসন্দেহে পরমাত্মার পরমপদ লাভের গৌরব অর্জন করেন॥ ১৭ ॥

সম্বন্ধ—*এইরূপে ওঁকারকে ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম—এই দুই-এর প্রতীক বলে এখন নচিকেতার প্রশ্নানুসারে যমরাজ আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করছেন—*

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ১৮ ॥

বিপশ্চিৎ=নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ; **ন জায়তে**=জন্ম নেন না ; **বা ন ম্রিয়তে**=অথবা মরেন না ; **অয়ম্ ন**=ইনি না ; **কুতশ্চিৎ**=কারো থেকে সঞ্জাত হয়েছেন ; (**ন**=না) (এঁর দ্বারা) ; **কশ্চিৎ**=কোনো কিছু ; **বভূব**=হয়েছে অর্থাৎ ইনি কোনো কিছুরই কার্য-কারণ নন ; **অয়ম্**=ইনি ; **অজঃ**=অজাত ; **নিত্যঃ**=নিত্য ; **শাশ্বতঃ**=চিরন্তন, সর্বদা একরস (আর) ; **পুরাণঃ**=পুরাতন অর্থাৎ ক্ষয়-বৃদ্ধিরহিত ; **শরীরে হন্যমানে**=শরীরের নাশ হলেও ; (আত্মাকে) **ন হন্যতে**=নাশ করা যায় না ॥ ১৮ ॥[১]

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুঁ হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ঁ হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯ ॥

চেৎ=যদি (কোনো) ; **হন্তা**=হত্যাকারী ব্যক্তি ; **হন্তুম্**=তাঁকে মারতে সমর্থ ; **মন্যতে**=মনে করে (আর) ; **চেৎ**=যদি ; **হতঃ**=নিহত ব্যক্তি ; **হতম্**=নিহত হয়েছি ; **মন্যতে**=মনে করে (তো) ; **তৌ উভৌ**=তারা উভয়েই ; **ন বিজানীতঃ**=(আত্মস্বরূপকে) জানে না (কারণ) ; **অয়ম্**=এই আত্মা ; **ন হন্তি**=কাউকে মারেন না (আর) ; **ন হন্যতে**=কারো দ্বারা হতও হন না ॥ ১৯ ॥ [২]

ব্যাখ্যা—যমরাজ এখানে আত্মার শুদ্ধ স্বরূপের এবং তাঁর (আত্মার) নিত্যত্বের নিরূপণ করছেন। কেননা যতক্ষণ সাধকের অন্তরে নিজের নিত্যত্ব

---

[১] গীতায় এই মন্ত্রের ভাব এরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ (২।২০)

'এই আত্মা কোনো কালে জন্মান না এবং মরেন না, ইনি একবার উৎপন্ন হয়ে পুনরায় হবেন এমনও নয় কারণ ইনি অজন্মা, নিত্য, সনাতন এবং পুরাতন। শরীরের নাশ হলেও এই আত্মার নাশ হয় না।'

[২] গীতায় এই মন্ত্রের ভাব এরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ (২।২০)

'এই আত্মা কোনো কালে জন্মান না এবং মরেন না, ইনি একবার উৎপন্ন হয়ে পুনরায় হবেন এমনও নয় কারণ ইনি অজন্মা, নিত্য, সনাতন এবং পুরাতন। শরীরের নাশ হলেও এই আত্মার নাশ হয় না।'

এবং নির্বিকারত্বের অনুভব না হচ্ছে এবং যতক্ষণ না সে নিজেকে শরীরাদি অনিত্য বস্তু থেকে আলাদা ভাবতে পারছে, ততক্ষণ এই জাগতিক অনিত্য পদার্থের প্রতি তার হৃদয়ে বৈরাগ্যের স্ফূর্তি হয়ে নিত্য তত্ত্বের জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয় না। তার মধ্যে এই দৃঢ় ধারণা থাকবে যে জীবাত্মা নিত্য, চেতন, জ্ঞানস্বরূপ। অনিত্য, বিনাশশীল জড় এবং ভোগ্য পদার্থের সঙ্গে বাস্তবে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। জীবাত্মা অনাদি, অনন্ত। এর না আছে কোনো কারণ, না আছে কোনো কার্য। অতএব এই আত্মা সর্বদা জন্মমরণহীন, সর্বদা একরস, চিরন্তন ; সর্বদা নির্বিকার। শরীরের নাশ হলেও এঁর নাশ হয় না। যে ব্যক্তি এই আত্মাকে হত্যাকারী বা হত্যার যোগ্য মনে করে, সে বস্তুত আত্মার স্বরূপ জানে না। তার ধারণা পুরোপুরি ভ্রান্ত। তার কথার কোনো মূল্য নেই। বাস্তবে আত্মা কাউকে মারেন না আর আত্মাকেও কেউ মারতে পারে না।

সাধকের শরীর এবং ভোগের অনিত্যতা এবং নিজ আত্মার নিত্যতার উপর বিশ্বাস রেখে এই অনিত্য ভোগের দ্বারা সুখের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সর্বদা বর্তমান নিত্য সুখস্বরূপ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে লাভের জন্য সচেষ্ট হতে হবে ॥ ১৮-১৯ ॥

সম্বন্ধ——*এইভাবে নচিকেতার মধ্যে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগ্রত করে যমরাজ এবার পরমাত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করছেন—*

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥[১]

অস্য=এই ; **জন্তোঃ**=জীবাত্মার ; **গুহায়াম্**=হৃদয়রূপ গুহায় ; **নিহিতঃ**=স্থিত ; **আত্মা**=পরমাত্মা ; **অণোঃ অণীয়ান্**=সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্ম (আর) ; **মহতঃ মহীয়ান্**=বিরাট থেকেও অতি বিরাট ; **আত্মনঃ তম্ মহিমানম্**=আত্মার সেই মহিমা ; **অক্রতুঃ**=কামনারহিত (আর) ; **বীতশোকঃ**=শোকরহিত (কোনো বিরল সাধক) ; **ধাতুপ্রসাদাৎ**=সর্বাশ্রয় পরমেশ্বরের কৃপাতে ; **পশ্যতি**=দেখতে পায়।

---

[১]এই মন্ত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৩।২০)- ও আছে।

ব্যাখ্যা—এর আগে জীবাত্মার শুদ্ধ স্বরূপের কথা বলা হয়েছে, তাঁকেই আবার এই মন্ত্রে 'জন্তু' বা জীব নাম দিয়ে তাঁর বদ্ধাবস্থার কথা বলা হচ্ছে। তাৎপর্য হল যদিও পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম ওই জীবাত্মার অতি নিকটে, যেখানে সে স্বয়ং বাস করে সেখানেই অবস্থান করা সত্ত্বেও জীবাত্মা তাঁকে লক্ষ্য করে না। মোহের বশে ভোগে লিপ্ত থাকায় ভুলে থাকে। এইজন্য একে 'জন্তু' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেননা মানুষের শরীর লাভ করেও সে কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি হীন প্রাণীদের মতো নিজের দুর্লভ জীবন বৃথা নষ্ট করছে। যে সাধক উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে নিজেকে নিত্য চেতনস্বরূপ বলে বিবেচনা করে সমস্তরকম ভোগ সুখের কামনারহিত ও শোকতাপশূন্য হতে পারে, সে পরমাত্মার কৃপায় অনুভব করতে পারে যে, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম আর মহৎ থেকেও মহত্তর। তিনি সর্বব্যাপী, আর এই প্রকারে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করেই সে তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে। (এখানে '**ধাতু প্রসাদাৎ**'-এর অর্থ পরমেশ্বরের কৃপা ধরা হয়েছে।) 'ধাতু' শব্দের অর্থে সর্বাধার পরমেশ্বরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিষ্ণুসহস্রনামেও—'**অনাদিনিধনো ধাতা বিধাতা ধাতুরুত্তমঃ**'—'ধাতু'-কে ভগবানের একটি নাম মানা হয়েছে ॥ ২০ ॥

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥ ২১ ॥

আসীনঃ=(সেই পরমেশ্বর) বসে থেকেই ; **দূরম্ ব্রজতি**=দূরে চলে যান ; **শয়ানঃ**=শুয়ে থেকেই ; **সর্বতঃ যাতি**=সকল দিকে চলাফেরা করেন ; **তম্ মদামদম্ দেবম্**=সেই ঐশ্বর্য মদে মত্ততাশূণ্য দেবকে ; **মদন্যঃ কঃ**=আমি ছাড়া আর কে ; **জ্ঞাতুম্**=জানতে ; **অর্হতি**=সমর্থ ॥২১ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মা অচিন্ত্য শক্তি এবং বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়। একই সময়ে তাঁর মধ্যে বিরুদ্ধ ধর্মের লীলা সংগঠিত হয়। এইজন্য তাঁকে একই সঙ্গে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম এবং মহৎ থেকেও মহৎ বলা হয়েছে। এখানে বলা যায়, তিনি নিজ নিত্যধামে বিরাজমান থেকেই ভক্তের অধিনতাবশত ভক্তের কাতর আহ্বানে দূর থেকে দূরে চলে যান। পরমধাম নিবাসী তাঁর পার্ষদদের দৃষ্টিতে

তিনি সেখানে শয়ান থাকা অবস্থাতেও সর্বত্র চলাফেরা করেন। অথবা সেই পরমেশ্বর সদাসর্বদা সর্বস্থানে অবস্থিত আছেন। তাঁর সর্বব্যাপকতা এমনই যে, একই জায়গায় অবস্থান করছেন তিনি, দূরে চলে যাচ্ছেন তিনি, শয়ানও তিনি এবং সর্বদিকে চলাফেরাও করছেন তিনি। তিনি সর্বত্র সর্বরূপে আপন মহিমায় বিরাজমান। এইরূপ অলৌকিক ঐশ্বর্যসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ঐশ্বর্যের জন্য তাঁর এতটুকু অহংকার নেই। সেই পরমেশ্বরকে জানার অধিকারী তাঁর কৃপাপাত্র (আত্মতত্ত্বজ্ঞ যমরাজ সদৃশ অধিকারী) ভিন্ন দ্বিতীয় আর কে আছে ? ॥ ২১ ॥

সম্বন্ধ—*এখন যমরাজ পরমেশ্বরের মহিমা উপলব্ধিকারী পুরুষের লক্ষণ বর্ণনা করছেন—*

অশরীরঁ শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ২২ ॥

অনবস্থেষু=ক্ষণভঙ্গুর প্রকৃতির (বিনাশশীল) ; **শরীরেষু**=দেহে ; **অশরীরম্**= শরীররহিত (এবং) ; **অবস্থিতম্**=অবিচলভাবে অবস্থিত ; **মহান্তম্**=(সেই) মহান ; **বিভুম্**=সর্বব্যাপী ; **আত্মানম্**=পরমাত্মাকে ; **মত্বা**=জেনে ; **ধীরঃ**= বুদ্ধিমান মহাপুরুষ ; **ন শোচতি**=(কোনো দিন কোনো কারণেই) শোক করেন না ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—প্রাণিগণের দেহ অনিত্য এবং বিনাশশীল, এতে প্রতিক্ষণে পরিবর্তন হচ্ছে। এই সমস্তের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম এই রক্তমাংসের শরীর হতে সর্বতোভাবে রহিত, অশরীরী। এই কারণে তিনি নিত্য এবং স্থির। প্রাকৃত দেশ-কাল এবং গুণাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সেই মহান সর্বব্যাপী, সকলের আত্মাস্বরূপ পরমেশ্বরকে জানতে পারলে সেই জ্ঞানী মহাপুরুষ কোনো দিন কোনো কারণে কিঞ্চিৎমাত্রও শোকে অভিভূত হন না। আর এই হচ্ছে সেই জ্ঞানীর লক্ষণ॥ ২২ ॥

সম্বন্ধ—*এখন যমরাজ বলছেন— সেই পরমাত্মাকে নিজের সামর্থ্যে লাভ করা যায় না বরং সেই পরমেশ্বর যাঁকে গ্রহণ করেন, তিনিই তাঁকে লাভ করতে সমর্থ হন—*

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূঁ স্বাম্॥ ২৩॥ [১]

অয়ম্ আত্মা=এই আত্মা ; **ন**=না ; **প্রবচনেন**=শাস্ত্রোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যানের দ্বারা ; **ন মেধয়া**=বুদ্ধির দ্বারা নয় ; **ন বহুনা শ্রুতেন**=বহুবার শুনেও বা বিদ্যার্জনের দ্বারা নয় ; **লভ্যঃ**=উপলব্ধিযোগ্য ; **যম্**=যাকে ; **এষঃ**=ইনি ; **বৃণুতে**=স্বীকার করেন ; **তেন এব**=তার দ্বারাই ; **লভ্যঃ**=লাভযোগ্য ; (কেননা) **এষঃ আত্মা**=এই আত্মা ; **তস্য**= তার জন্য ; **স্বাম্ তনূম্**=আপন যথার্থ স্বরূপ ; **বিবৃণুতে**=প্রকটিত করেন ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—যে পরমেশ্বরের মহিমার বর্ণনা আমি করছি, তাঁকে সেই ব্যক্তিও লাভ করতে সক্ষম নন যিনি বিভিন্ন শাস্ত্র পড়াশুনা করে গম্ভীর ভাষায় পরমাত্ম তত্ত্বের নানাভাবে বর্ণনা করেন আবার সেই তর্কবাগীশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও তাঁকে লাভ করতে সক্ষম নন যিনি বুদ্ধির গর্বে মত্ত হয়ে তর্কের দ্বারা তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করেন কিংবা সেই ব্যক্তি লাভ করতে সক্ষম নন, যিনি পরমাত্মার বিষয়ে বহু কথা শুধু শুনতেই থাকেন। তিনি একমাত্র সেই ব্যক্তির কাছেই লভ্য, যাকে পরমেশ্বর স্বয়ং কৃপা করেন আর তিনি তাকেই কৃপা করেন যে তাঁকে পাবার জন্যে অদম্য ইচ্ছা পোষণ করে। যে ব্যক্তি তাঁকে ছাড়া থাকতে পারে না, যে নিজের বুদ্ধি বা কর্মের উপর ভরসা না করে সর্বদা তাঁর কৃপা-নির্ভর হয়ে অপেক্ষা করে, সেই কৃপা নির্ভর সাধককে পরমাত্মা কৃপা করেন এবং মায়ার পর্দা সরিয়ে তার সামনে নিজ স্বরূপ প্রকট করেন ॥ ২৩ ॥

সম্বন্ধ——*কার পরমাত্মা লাভ হয় না সে সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—*

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাহপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥ ২৪ ॥

প্রজ্ঞানেন=সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা ; **অপি**=ও ; **এনম্**=এই পরমাত্মাকে ; **ন দুশ্চরিতাৎ অবিরতঃ আপ্নুয়াৎ**=দুষ্কর্ম থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত কেউ তাঁকে লাভ করতে পারে না ; **ন অশান্তঃ**=অশান্ত ব্যক্তি লাভ করতে পারে না ; **ন অসমাহিতঃ**=যার ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত হয়নি সেও নয় ; **বা**=আর ; **ন অশান্ত-**

---

[১]এই মন্ত্র মুণ্ডকোপনিষদে (৩।২।৩)-ও উল্লিখিত রয়েছে।

মানসঃ (আপ্নুয়াৎ)=যার মন শান্ত নয় সেও লাভ করতে পারে না॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—যে ব্যক্তি কুকর্ম থেকে বিরত নয়, যার মন পরমাত্মাকে ছেড়ে দিন রাত শুধু জাগতিক ভোগের পিছনে ছোটে, পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাস না থাকায় যে সর্বদা অশান্ত ; যার মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গুলি সুসংযত নয় ; এইরকম মানুষ সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা আত্মবিচার করতে থাকলেও পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে না। কেননা সে পরমাত্মার অসীম কৃপাকে বিশ্বাস করে না, তাঁকে অবহেলা করে। অতএব সেই ব্যক্তি তাঁর কৃপার পাত্র হয় না ॥ ২৪ ॥

সম্বন্ধ—*সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের তত্ত্ব শুনে এবং বুদ্ধিদ্বারা বিচার করেও মানুষ কেন তাঁকে জানতে পারে না ? যমরাজ এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছেন—*

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥ ২৫ ॥

যস্য=(সংহারকালে) যে পরমেশ্বরের ; **ব্রহ্ম চ ক্ষত্রম্ চ উভে**=ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়—এই দুইই অর্থাৎ সকল প্রাণীই ; **ওদনঃ**=ভোজন ; **ভবতঃ**=হয়ে যায় (তথা) ; **মৃত্যুঃ যস্য**=মৃত্যু যার ; **উপসেচনম্**=উপসেচন অর্থাৎ ভোজ্য বস্তুর সহযোগী ব্যঞ্জন আদি ; **ভবতি**=হয় ; **সঃ যত্র**=সেই পরমেশ্বর যেখানে (আর) ; **ইত্থা**=ঠিক যেমন ; **কঃ বেদ**=তা কে জানতে পারে ? ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—মনুষ্যদেহধারিগণের মধ্যে ধর্মশীল ব্রাহ্মণ এবং ধর্মরক্ষক ক্ষত্রিয়ের শরীরকে পরমাত্মলাভের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়েছে, কিন্তু তারাও ওই মহাকালস্বরূপ পরমেশ্বরের ভক্ষ্য। তাহলে অন্য সাধারণ মানুষের আর কী কথা ? যিনি সমস্ত কিছুর বিনাশকারী মৃত্যুদেবতা, তিনিও পরমেশ্বর-এর উপসেচন স্বরূপ অর্থাৎ ভোজনের অনুষঙ্গ ব্যঞ্জন তরকারি আদির মতো। এইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আদি প্রাণিগণের এবং স্বয়ং যমের সংহার কর্তা অথবা আশ্রয়দাতা পরমেশ্বরকে কোন মানুষ তার অনিত্য মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে অন্যান্য জ্ঞেয় বস্তুর মতো জানতে পারবে ? কার শক্তি আছে যে, যিনি সকলকে জানেন তাঁকে জানতে পারবে ? অতএব (২৩ সংখ্যক মন্ত্র অনুসারে) যাঁকে পরমাত্মা নিজে কৃপার

পাত্র বিবেচনা করে নিজ তত্ত্ব বোঝাতে চান সেই মহাত্মাই তাঁকে জানতে পারেন। নিজের শক্তিতে তাঁকে কেউই যথার্থরূপে জানতে পারে না ; কেননা তিনি লৌকিক বস্তুর মতো বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞেয় নন ॥ ২৫ ॥

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত।

তৃতীয় বল্লী

সম্বন্ধ——*দ্বিতীয় বল্লীতে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার স্বরূপ পৃথক পৃথক - ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা জেনে পরব্রহ্মলাভের ফলের কথাও বলা হয়েছে। সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, পরব্রহ্ম যাঁকে স্বীকার করেন, সেই ভাগ্যবানই তাঁকে জানতে পারেন। কিন্তু পরমাত্মলাভের পথে যে সাধনার দরকার সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। অতএব সাধন-পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে তৃতীয় বল্লীর আরম্ভে প্রথম মন্ত্রে যমরাজ জীবাত্মা এবং পরমাত্মার নিত্য সম্বন্ধ এবং অবস্থান বর্ণনা করছেন—*

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥ ১ ॥

সুকৃতস্য লোকে=শুভ কর্মের ফলস্বরূপ মনুষ্য দেহে ; **পরমে পরার্ধে**=পরম পুরুষের উত্তম নিবাস স্থলে (হৃদয় আকাশে) ; **গুহাম্ প্রবিষ্টৌ**=বুদ্ধিরূপ গুহায় অদৃশ্যভাবে থেকে ; **ঋতম্ পিবন্তৌ**=সত্যের পানকারী ; **ছায়াতপৌ**=(দুজন) ছায়া এবং রৌদ্রের মতো পরস্পর পৃথক রূপে স্থিত ; (এই কথা) ; **ব্রহ্মবিদঃ**= ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষগণ ; **বদন্তি**=বলেন ; **চ যে**=এবং যাঁরা ; **ত্রিণাচিকেতাঃ**= তিনবার নাচিকেত-অগ্নির চয়ন করেছেন ; (আর) **পঞ্চাগ্নয়ঃ**=পঞ্চাগ্নিসম্পন্ন গৃহস্থ ; **(তে বদন্তি)**=তাঁরাও এই কথা বলেন ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—যমরাজ এখানে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার পরস্পর নিত্য সম্বন্ধের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—ব্রহ্মবেত্তা জ্ঞানী পুরুষ এবং যজ্ঞাদি শুভ কর্মের অনুষ্ঠানকারী আস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন গৃহিগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এই মনুষ্য শরীর অতি দুর্লভ। পূর্ব জন্মার্জিত বহু পুণ্যকর্মের ফলে

পরম দয়াল পরমাত্মা দয়াপরবশ হয়ে কল্যাণের জন্য এই শ্রেষ্ঠ দেহ প্রদান করেন আর পুনরায় জীবাত্মার সঙ্গেই নিজেও তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে (পরব্রহ্মের নিবাসস্বরূপ শ্রেষ্ঠ স্থানে) অবস্থান করেন (ছা.উ. ৬।৩।২)। শুধু তাই নয়, দুজনেই সেখানে একসঙ্গে অবস্থান করে সত্যরূপ অমৃত পান করছেন—শুভ কর্মের অবশ্যম্ভাবী শুভ ফল ভোগ করছেন (গীতা ৫।২৯)। অবশ্য তাঁদের ভোগে তারতম্য আছে। (পরমাত্মা অসঙ্গ এবং অভোক্তা) প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বাস করে তার শুভ কর্মের ফল উপভোগ করা বাস্তবে পরমাত্মার লীলা, যেমন অজন্মা হয়েও জন্মগ্রহণ করা তাঁর লীলা। এইজন্য বলা হয় তিনি ভোগ করেও বাস্তবে ভোগ করেন না অথবা এও বলা যায় যে পরমাত্মা সত্যকে পান করান—জীবকে শুভ কর্মের ফল ভোগ করান আর জীবাত্মা তাই পান করে অর্থাৎ ফল ভোগ করে। কিন্তু জীবাত্মা ফলভোগের সময় অনাসক্ত থাকে না, সে অহংযুক্ত হয়ে 'আমি ভোগ করছি'—এই অভিমান নিয়ে সুখভোগ করে। এইভাবে একসঙ্গে থেকেও জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ে রৌদ্র এবং ছায়ার মতো পরস্পর ভিন্ন থাকেন। জীবাত্মা ছায়ার মতো অল্পপ্রকাশ, অল্পজ্ঞ ; আর পরমাত্মা রৌদ্রের মতো পূর্ণপ্রকাশ, সর্বজ্ঞ। কিন্তু জীবাত্মার যা কিছু অল্পজ্ঞান আছে তাও পরমাত্মারই। যেমন ছায়ার যে অল্পপ্রকাশ তা পূর্ণপ্রকাশ—সূর্যালোকেরই।[১]

এই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করে মানুষের নিজ শক্তি-সামর্থ্যের অভিমান করা উচিত নয় এবং সদা-সর্বদা, নিত্য নিজের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে স্থিত পরমাত্মীয়, পরম দয়াল পরমাত্মার নিত্য-নিরন্তর চিন্তা করা অবশ্য কর্তব্য ॥ ১ ॥

সম্বন্ধ—*পরমাত্মাকে জানার এবং লাভ করার যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন—'তাঁকে জানার এবং লাভ করার শক্তি প্রদান করার জন্য তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হয়'—এই কথা যমরাজ স্বয়ং প্রার্থনা করে দেখিয়ে দিচ্ছেন—*

---

[১]এই মন্ত্রে জীবাত্মা আর পরমাত্মাকে গুহায় প্রবিষ্ট বলা হয়েছে, 'বুদ্ধি' আর 'জীব'কে নয়—**'গুহাহিতত্বং তু পরমাত্মন এব দৃশ্যতে'** (ব্রঃ, সূঃ ১।২।১১ শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতঁ্ শকেমহি॥ ২ ॥

ঈজানানাম্=যজ্ঞকর্তাদের পক্ষে ; **যঃ সেতুঃ**=যা দুঃখ সাগর পার হবার সেতু ; **(তম্) নাচিকেতম্**=সেই নচিকেত নামক অগ্নিকে (আর) ; **পারম্ তিতীর্ষতাম্**= সংসার সমুদ্রের পার হতে অভিলাষী ব্যক্তির জন্য ; **যৎ অভয়ম্**=যে অভয় পদ ; **[তৎ]**=তা ; **অক্ষরম্**=সেই অবিনাশী ; **পরম্ ব্রহ্ম**= পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে ; **শকেমহি**=যেন জানতে এবং লাভ করতে পারি॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—যমরাজ বলছেন—হে পরমাত্মা ! আপনি আমাকে এমন শক্তি দান করুন যাতে আমি নিষ্কামভাবে যজ্ঞাদি ইষ্ট কর্ম করার বিধি ভালোভাবে জানতে পারি, আর আপনার আদেশ পালন করে সেগুলির যথাযথ অনুষ্ঠান করে আপনার সন্তুষ্টি বিধান করতে পারি তথা যারা সংসার-সমুদ্র পার হতে ইচ্ছুক সেই সব অনাসক্ত পুরুষদের জন্য যে অভয়পদ, সেই পরম অবিনাশী পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানার এবং লাভ করার যোগ্য যেন আমি হতে পারি।

এই মন্ত্রে যমরাজ পরমাত্মাকে লাভ করার শক্তি লাভের প্রার্থনা করে এই ভাব প্রকট করছেন যে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে জানতে হলে, তাঁকে পেতে হলে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সহজ পথ হল তাঁর কাছে প্রার্থনা করা॥ ২ ॥

সম্বন্ধ——*এবার পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের পরম ধামে কোন সাধক যেতে পারেন সেই কথা রথ এবং রথীর উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন—*

আত্মানঁ্ রথিনং বিদ্ধি শরীরঁ্ রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩ ॥

আত্মানম্=(হে নচিকেতা তুমি) জীবাত্মাকে ; **রথিনম্**=রথের স্বামী (রথে বসে চলেন যিনি) ; **বিদ্ধি**=বলে জান ; **তু**=আর ; **শরীরম্**=দেহকে ; **এব**=ই ; **রথম্**=রথ (বলে জান) ; **তু বুদ্ধিম্**=তথা বুদ্ধিকে ; **সারথিম্**=সারথি (রথের চালক) ; **বিদ্ধি**=জান ; **চ মনঃ এব**=আর মনকেই ; **প্রগ্রহম্**=লাগাম (জানবে) ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনন্ত কাল ধরে অনবরত

সংসাররূপী গভীর অরণ্যে সুখের খোঁজে ঘুরে মরছে। সুখ ভেবে যেখানেই সে যাচ্ছে সেখানেই প্রতারিত হচ্ছে। সর্বথা সাধনশূন্য তার দশা নিতান্তই করুণ। জীবাত্মা যতদিন পর্যন্ত সেই পরম সুখস্বরূপ পরমাত্মার কাছে না পৌঁছাচ্ছে ততদিন সে সুখ বা শান্তি পেতে পারে না। আর তার এই করুণ দশা দেখে দয়াময় ভগবান তাকে মানব দেহরূপী সমস্ত রকম সাধনার উপযুক্ত সুন্দর রথ দিয়েছেন। ইন্দ্রিয়রূপ শক্তিশালী ঘোড়া দিয়েছেন। তাতে মনরূপী লাগাম লাগিয়ে সেগুলিকে বুদ্ধিরূপী সারথির হাতে সঁপে দিয়েছেন। জীবাত্মাকে ওই রথে প্রভুরূপে স্থাপিত করে এই নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, নিরন্তর বুদ্ধিকে সৎপথে নিবিষ্ট রাখা হয় এবং ভগবানের নাম, রূপ, লীলা, ধাম প্রভৃতির শ্রবণ, মনন, কীর্তনাদি-রূপ প্রশস্ত ও সহজ পথে চালিত হয়ে সে শীঘ্রই পরম ধামে উপনীত হতে পারে ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াঁ্ স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪ ॥

মনীষিণঃ=জ্ঞানিগণ (এই রূপকে) ; **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ্রিয় সকলকে ; **হয়ান্**=ঘোড়া ; **আহুঃ**=বলে জানিয়েছেন (আর) ; **বিষয়ান্**=বিষয় সকলকে ; **তেষু গোচরান্**=তাদের চারণভূমি (বলেছেন) ; **আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তম্**=(তথা) দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়—এই সকলের সঙ্গে বাসকারী জীবাত্মাই ; **ভোক্তা**=ভোক্তা ; **ইতি আহুঃ**=এরূপ বলেছেন॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—জীবাত্মা যদি এরূপ আচরণপরায়ণ হত তাহলে সে শীঘ্রই পরমাত্মা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত কিন্তু সে মোহের বশবর্তী হয়ে পরমানন্দময় ভগবৎ প্রাপ্তি-রূপ মহান লক্ষ্যের কথা ভুলে গেছে। সে দিকে তার দৃষ্টিই নেই। সে বুদ্ধিকে সৎ প্রেরণা দেওয়া থেকে বিরত হয়েছে, ফলে বুদ্ধিরূপী সারথি ভিন্নমুখী হয়ে পড়েছে। সে মনরূপী লাগাম ইন্দ্রিয়রূপী দুষ্ট ঘোড়ার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছে। তার পরিণামস্বরূপ জীবাত্মা বিষয়প্রবণ ইন্দ্রিয়ের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছে আর সর্বদা সংসার চক্রে নিক্ষেপকারী লৌকিক শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। অর্থাৎ সে যে শরীর-মন-ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে ভগবানকে লাভ করতে সক্ষম হত বরং সেইগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিষয় ভোগে লিপ্ত

হয়েছে॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ——*পরমাত্মার দিকে না গিয়ে জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় ভোগে কেন লিপ্ত হয়েছে—যমরাজ এখন তার কারণ জানাচ্ছেন—*

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৫ ॥

যঃ সদা=যে সর্বদা ; **অবিজ্ঞানবান্**=বিবেকহীন বুদ্ধিযুক্ত ; **তু**=আর ; **অযুক্তেন**= অবশীভূত (চঞ্চল) ; **মনসা**=মনদ্বারা (যুক্ত) ; **ভবতি**=থাকে ; **তস্য**=তার ; **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ্রিয় সকল ; **সারথেঃ**=অসতর্ক সারথির ; **দুষ্টাশ্বাঃ ইব**=দুষ্ট ঘোড়ার মতো ; **অবশ্যানি**=অবশীভূত ; **ভবন্তি**=হয়ে পড়ে॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা——ঘোড়া রথ চালিত করে, কিন্তু ঘোড়াগুলি কোন দিকে যাবে, কোন রাস্তায় রথটি নিয়ে যেতে হবে তা লাগাম হাতে ধরা বুদ্ধিমান সারথির কাজ। সাধারণত ইন্দ্রিয়রূপী বলবান দুর্ধর্ষ ঘোড়া আপাত রমণীয় বিষয়ে পূর্ণ সংসার-রূপ সবুজ ঘাসের জঙ্গলের দিকে আপন-মনে ছুটে যেতে চায়, কিন্তু যদি বুদ্ধিমান সারথি মনরূপী লাগামকে শক্ত হাতে টেনে ধরে নিজের বশে রাখতে পারে তবে আর মনরূপী ঘোড়াগুলি লাগাম ছাড়া হয়ে ইচ্ছামতো যে কোনো দিকে যেতে পারে না। সকলেই জানে যে ইন্দ্রিয়গণ তখনই বিষয়-ভোগ গ্রহণে সমর্থ হয় যখন মন তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ঘোড়া সেই দিকেই দৌড়ায় যে দিকে লাগামের সংকেত থাকে, আবার এই লাগামকে ঠিক করে ধরে রাখা নির্ভর করে সারথির বল, বুদ্ধির উপর। যদি বুদ্ধিরূপী সারথি বিবেকবান, মালিকের আদেশ পালনকারী, লক্ষ্যে স্থিরচিত্ত, বলবান, পথের জ্ঞানসম্পন্ন এবং ইন্দ্রিয়রূপী ঘোড়াগুলিকে চালাতে দক্ষ না হয়, তবে ইন্দ্রিয়রূপী দুষ্ট ঘোড়াগুলি তার বশে না থেকে লাগামছাড়া হয়ে সম্পূর্ণ রথকেই নিজের বশে করে নেয়, আর তার ফলস্বরূপ রথী আর সারথিসহ ওই রথ নিয়ে গভীর খাদে গিয়ে পড়ে। অসাবধানী সারথির দুষ্ট ঘোড়াগুলি যেমন ক্রমাগত উচ্ছৃঙ্খল হতে থাকে, তেমনই বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণহীন ওই ইন্দ্রিয়গুলিও ক্রমাগত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে দ্রুত পতন-পথে চালিত হয় ॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ——*নিজেকে সতর্ক রেখে বুদ্ধিকে বিবেকবান করলে কী লাভ*

হয়— যমরাজ এখন তার বর্ণনা করছেন—

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।। ৬ ।।

তু যঃ সদা=কিন্তু যে সর্বদা ; **বিজ্ঞানবান্**=বিবেকবান বুদ্ধিযুক্ত (আর) ; **যুক্তেন**= বশীকৃত ; **মনসা**=মনে ; **ভবতি**=থাকেন ; **তস্য ইন্দ্রিয়াণি**=তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ; **সারথেঃ**=দক্ষ সারথির ; **সদশ্বাঃ ইব**=শান্ত স্বভাব ঘোড়াগুলির মতো ; **বশ্যানি (ভবন্তি)**=বশীভূত থাকে।। ৬ ।।

ব্যাখ্যা—যে জীবাত্মা নিজের বুদ্ধিকে বিবেকসম্পন্ন করে নেয়—যার বুদ্ধি আপন লক্ষ্যের প্রতি সজাগ থেকে নিত্য নিরন্তর দক্ষতার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিকে সঠিক পথে চালনার জন্যে মনকে বাধ্য করে, তার মনও ঠিক তেমনভাবেই লক্ষ্যের দিকে লেগে থাকে এবং তার ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রভাবে ঈশ্বরীয় পবিত্র বিষয়সমূহের সেবনে তেমনভাবেই সংসক্ত থাকে ঠিক যেমনভাবে উন্নতমানের ঘোড়াগুলি দক্ষ সারথির নিয়ন্ত্রণে তাদের নির্দিষ্ট পথে চালিত হয় ।। ৬ ।।

সম্বন্ধ—*পঞ্চম মন্ত্র অনুযায়ী যার বুদ্ধি এবং মন অসংযত এবং বিবেকহীন তার কী গতি হয়, সেই কথা জানাচ্ছেন—*

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সঁসারং চাধিগচ্ছতি।। ৭ ।।

যঃ তু সদা=যে সর্বদা ; **অবিজ্ঞানবান্**=বিবেকহীন বুদ্ধিযুক্ত ; **অমনস্কঃ**=অসংযত চিত্ত (আর) ; **অশুচিঃ**=অপবিত্র ; **ভবতি**=হয়ে থাকে ; **সঃ তৎপদম্**=সে ওই পরমপদ ; **ন আপ্নোতি**=লাভ করতে পারে না ; **চ**=এবং ; **সংসারম্ অধিগচ্ছতি**= বারবার জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার চক্রে ঘুরে মরে।। ৭ ।।

ব্যাখ্যা—যার বুদ্ধি সর্বদা বিবেকবোধ বা কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান-শূন্য, যে মনকে বশে রাখতে পারে না ; যার মন নিয়ন্ত্রণহীন, অসংযত আর অপবিত্র—সেই বিচার শক্তিহীন ইন্দ্রিয়পরবশ ব্যক্তির জীবন কোনোদিন নিষ্কলুষ থাকে না এবং সেইজন্য সে মনুষ্য শরীরের প্রাপ্তিযোগ্য পরম পদ লাভ করতে সমর্থ হয় না। বরং নিজের দুষ্কর্মের পরিণামস্বরূপ এই জন্ম-

মৃত্যুরূপ সংসার চক্রে সে নিরন্তর গমনাগমন করে—কুকুর শূকরাদি নানা যোনিতে জন্মাতে-মরতে নেয় ॥ ৭ ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে॥ ৮ ॥

তু যঃ সদা=কিন্তু যে সর্বদা ; **বিজ্ঞানবান্**=বিবেকবান বুদ্ধিযুক্ত ; **সমনস্কঃ**=সংযতচিত্ত ; (আর) **শুচিঃ**=পবিত্র ; **ভবতি**=থাকে ; **সঃ তু**=সে তো ; **তৎপদম্**=সেই পরম পদ ; **আপ্নোতি**=প্রাপ্ত হয় ; **যস্মাৎ ভূয়ঃ**=যেখানে গিয়ে পুনরায় ; **ন জায়তে**=জন্ম হয় না ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—এর বিপরীত ষষ্ঠ মন্ত্রের বক্তব্য অনুযায়ী যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকে সাবধানে সদাসর্বদা বিবেক-বিচার দ্বারা চালিত করে, আর তার দ্বারা মনকে সংযত করে পবিত্রভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা ভগবানের আদেশ অনুযায়ী শুভ কর্ম নিষ্কামভাবে অনুশীলন করে এবং জীবন নির্বাহের বস্তুগুলিকে ঈশ্বরে সমর্পণ করে আসক্তি-দ্বেষশূন্য চিত্তে নিষ্কামভাবে গ্রহণ করে—সে পরমেশ্বরের পরম ধাম লাভ করে। সেখান থেকে তাকে আর মরলোকে ফিরে আসতে হয় না ॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ—*অষ্টম মন্ত্রে বলা কথা পুনরায় স্পষ্ট করার জন্যে রথের রূপকটির উপসংহার করছেন—*

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৯ ॥

যঃ নরঃ=যে লোক ; **বিজ্ঞান সারথিঃ তু**=বিবেকশীল বুদ্ধিরূপ সারথিসম্পন্ন ; (আর) **মনঃপ্রগ্রহবান্**=মনরূপ লাগামকে নিয়ন্ত্রণ কর্তা ; **সঃ**= সে ; **অধ্বনঃ**= সংসার পথের ; **পারম্**=পারে পৌঁছে ; **বিষ্ণোঃ**=সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের ; **তৎ পরমম্ পদম্**=সেই পরমপদ ; **আপ্নোতি**=প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—তৃতীয় মন্ত্র থেকে নবমমন্ত্র পর্যন্ত সাতটি মন্ত্রে রথের উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে জীবাত্মা এই অতি দুর্লভ মনুষ্য শরীর পরমাত্মার কৃপায় লাভ করেছে, তাকে সত্বর সচেতন হয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্যে সাধন-পরায়ণ

হতে হবে। মানব দেহ অনিত্য, প্রতিমুহূর্তে এর ক্ষয় হচ্ছে। যদি জীবনের এই অমূল্য সময় পশুর মতো বৃথা সাংসারিক সুখভোগে ব্যয় করে দেওয়া হয় তাহলে বারবার জন্মমৃত্যুরূপ সংসার-চক্রে ঘুরতে বাধ্য হতে হবে। যে মহান কার্যসিদ্ধির জন্যে এই দুর্লভ শরীর লাভ হয়েছে তা সম্পন্ন হবে না।

অতএব মানুষের উচিত ঈশ্বরের কৃপালব্ধ বিবেক-শক্তির যথার্থ সদ্‌ব্যবহার করা। জগতের অনিত্যতা এবং এই আপাত রমণীয় বিষয়জনিত সুখসমূহের যথার্থতঃ দুঃখরূপতা বিবেচনা করে মন থেকে এগুলির কুপ্রভাব মুছে ফেলে সর্বতোভাবে সুখভোগ থেকে বিরত থাকা উচিত। শুধু শরীর নির্বাহের পক্ষে আবশ্যক কর্তব্য-কর্ম নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের আদেশ জ্ঞানে পালন করা, নিজের বুদ্ধিতে ভগবানের নাম, রূপ, লীলা, ধাম, তথা তাঁর অলৌকিক শক্তি এবং অহৈতুকী কৃপার উপর দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন করে সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করা চাই। নিজের মনকে ভগবানের তত্ত্বচিন্তায়, বাক্যকে তাঁর নাম কীর্তনে, চোখকে তাঁর বিরাট-রূপ দর্শনে তথা কানকে তাঁর মহিমা শ্রবণে নিযুক্ত রাখা চাই। এইভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত করে জীবনের এক মুহূর্তও যেন ঈশ্বরের মধুর ধ্যান ছাড়া অতিবাহিত না হয়। এতেই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা। যে ব্যক্তি এই পথে চলে, সে নিশ্চিতরূপে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের অচিন্ত্য পরমপদ লাভ করে চিরদিনের জন্য কৃতকৃত্য হয় ॥৯॥

সম্বন্ধ——*উপরিউক্ত বর্ণনায় রথের উপমা দিয়ে ভগবৎপ্রাপ্তির যে সাধন-পথের কথা বলা হয়েছে তাতে বিবেকী-বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশীভূত করে ইন্দ্রিয়গণকে বিপরীত পথ থেকে সরিয়ে ইষ্ট পথে সংলগ্ন করতে বলা হয়েছে। এর পরের প্রশ্ন—স্বভাবে দুষ্ট এবং বলবান ইন্দ্রিয়গণকে তাদের প্রিয় এবং অভ্যস্ত বিষয় তথা অসৎপথ থেকে কীভাবে সরিয়ে আনা সম্ভব ? এখন এই কথার তাত্ত্বিক বিচার-বিবেচনা করে ইন্দ্রিয়গণকে কীভাবে তাদের বিষয় থেকে সরিয়ে আনা যায়—যমরাজ তার উপদেশ দিচ্ছেন—*

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০ ॥

হি ইন্দ্রিয়েভ্যঃ=যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলি থেকে ; **অর্থাঃ**=শব্দাদি বিষয় ; **পরাঃ**=বলবান ; **চ**=আর ; **অর্থেভ্যঃ**=শব্দাদি বিষয় থেকে ; **মনঃ**=মন ; **পরম্**=প্রবল ; **তু মনসঃ**=আর মন থেকেও ; **বুদ্ধিঃ**=বুদ্ধি ; **পরা**=বলবতী ; **বুদ্ধেঃ**=(তথা) বুদ্ধি থেকে ; **মহান্ আত্মা**=মহান আত্মা (সকলের প্রভু বলে) ; **পরঃ**=অতি শ্রেষ্ঠ এবং বলবান ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে 'পর' শব্দের প্রয়োগ বলবান অর্থে করা হয়েছে। এ কথা বুঝে নিতে হবে, কেননা কার্যকারণ-রূপে বা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়সকল অপেক্ষা শব্দাদি বিষয়কে শ্রেষ্ঠ বলা যুক্তিযুক্ত নয়। এইরূপে 'মহান্' বিশেষণের সঙ্গে 'আত্মা' শব্দও 'জীবাত্মার' বাচক, 'মহত্তত্ত্বের' নয়। 'জীবাত্মা'—এই সকলের প্রভু, অতএব তার ক্ষেত্রে 'মহান্' বিশেষণ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। যদি 'মহত্তত্ত্বের' অর্থে এর প্রয়োগ হত তাহলে 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগের কোনো আবশ্যকতাই থাকত না। দ্বিতীয়ত, এ কথা সত্য যে বুদ্ধিতত্ত্বই মহত্তত্ত্ব। তত্ত্ব-বিচারকালে এর মধ্যে কোনো ভেদ মানা হয় না। এছাড়া পরে যেখানে 'নিরোধ'-এর (এক তত্ত্বের অন্য তত্ত্বে একাকার) প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, সেখানেও 'মহান আত্মা'তে বুদ্ধির নিরোধ করার কথা বলা হয়েছে। এই সব কারণে তথা ব্রহ্মসূত্রকারের সাংখ্য মতানুসারে মহত্তত্ত্ব এবং অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ অর্থ স্বীকৃত না হওয়া সত্ত্বেও এই কথা মানতে হবে যে এখানে 'মহান্' বিশেষণের সঙ্গে 'আত্মা' পদের অর্থ 'জীবাত্মা'-ই[১] হতে পারে। অতএব মন্ত্রের সারার্থ এই যে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় বলবান। এগুলি সাধকের ইন্দ্রিয়সকলকে বলপূর্বক নিজের দিকে আকর্ষণ করে রাখে, সুতরাং সাধকের উচিত ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয় থেকে বলপূর্বক দূরে সরিয়ে রাখা। বিষয়ের থেকে বলবান মন। যদি মনের বিষয়ের প্রতি আসক্তি না থাকে তাহলে ইন্দ্রিয় এবং বিষয়—এই দুইই সাধকের কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। আবার মনের থেকেও বুদ্ধি বলবান, অতএব বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে মনকে আসক্তি-দ্বেষশূন্য করে নিজের বশে আনা চাই। বুদ্ধি থেকেও বলবান হলেন

[১]ভাষ্যকার প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী শঙ্করাচার্যও এখানে 'মহান আত্মা'কে জীবাত্মা অর্থেই স্বীকার করেছেন, 'মহত্তত্ত্ব'কে নয়। (ব্রহ্মসূত্র অঃ ১ পাঃ ৪ সূত্র ১ দেখুন।)

সকলের প্রভু মহান আত্মা। তাঁর আদেশ মানতে এরা সবাই বাধ্য। অতএব মানুষকে আত্মশক্তি অনুভব করে তার দ্বারা বুদ্ধি আদি সমস্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ॥ ১০ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১ ॥

মহতঃ=সেই জীবাত্মা থেকে ; **পরম্**=বলবতী ; **অব্যক্তম্**=ভগবানের অব্যক্ত মায়াশক্তি ; **অব্যক্তাৎ**=অব্যক্ত মায়াশক্তি থেকেও ; **পরঃ**=শ্রেষ্ঠ ; **পুরুষঃ**=পরমপুরুষ (স্বয়ং পরমেশ্বর) ; **পুরুষাৎ**=পরম পুরুষ ভগবান হতে ; **পরম্**=শ্রেষ্ঠ এবং বলবান ; **কিঞ্চিৎ**=কিছু ; **ন**=নেই ; **সা কাষ্ঠা**=তিনি সকলের পরম অবধি (আর) ; **সা পরা গতিঃ**=তিনিই পরম গতি ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে 'অব্যক্ত' শব্দ ভগবানের ত্রিগুণময়ী দৈবী 'মায়া' শক্তি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে, যাকে গীতায় দুরত্যয় (অতি দুস্তর) বলা হয়েছে (গীতা ৭।১৪), যাতে মুগ্ধ হয়ে জীব ভগবানকে ভুলে থাকে (গীতা ৭।১৩)। ইনিই জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মাঝখানে আবরণস্বরূপ ; যার ফলে জীব সর্বব্যাপী অন্তর্যামী পরমেশ্বর নিত্য কাছে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে অনুভব করতে পারে না। এই প্রকরণে এঁকে জীবের থেকেও বলবান বলার উদ্দেশ্য এই যে জীব নিজের শক্তিতে এই 'মায়া'কে জয় করতে পারে না। ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে ভগবানের কৃপা শক্তিতেই সে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে (গীতা ৭।১৪)।

(এখানে 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থস্বরূপ সাংখ্য মতাবলম্বীদের 'প্রধান তত্ত্ব' গ্রহণ করা যায় না, কেননা তাঁদের মতে 'প্রধান' স্বতন্ত্র, আত্মা থেকে শ্রেষ্ঠ নয় তথা আত্মাকে ভোগ এবং মুক্তি—এই উভয়ই দান করে তার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু উপনিষদ্ এবং গীতায় এই 'অব্যক্ত প্রকৃতিকে' কোথাও মুক্তিদানে সমর্থ বলা হয়নি)।

অতএব এই মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্রিয়সকল, মন এবং বুদ্ধি—এই সকলের উপর রয়েছে আত্মার কর্তৃত্ব। সুতরাং ইনি (আত্মা) তাদের বশীভূত করে ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু এই আত্মা থেকেও শ্রেষ্ঠ

বলবান আর এক তত্ত্ব আছে যার নাম 'অব্যক্ত'। তাকে কেউ 'প্রকৃতি' বলে আবার কেউ 'মায়া' বলে। এর দ্বারাই জীব মুগ্ধ হয়ে তার বশীভূত হয়ে আছে। জীবের তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং এর থেকেও যিনি বলবান—মায়ার অধিকর্তা পরমপুরুষ পরমেশ্বর, যিনি জ্ঞান, বল, ক্রিয়া আদি সকল শক্তির অবধি, পরম আশ্রয়, তাঁর শরণ গ্রহণ ছাড়া জীবের মুক্তি নেই। যখন তিনি কৃপা করে স্বয়ং এই মায়াকে অপসারিত করে দেবেন তখনই সেই মুহূর্তে জীব সেই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করতে সমর্থ হবে। কারণ তিনি সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান ॥ ১১ ॥

সম্বন্ধ——*এই কথাই পরের মন্ত্রে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে—*

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ১২ ॥

এষঃ আত্মা=এই সকলের আত্মাস্বরূপ পরমেশ্বর ; **সর্বেষু ভূতেষু**=সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে ; **গূঢ়ঃ**=গুপ্ত (মায়াদ্বারা আচ্ছাদিত থাকায়) ; **ন প্রকাশতে**= সকলের প্রত্যক্ষ হন না ; **তু সূক্ষ্মদর্শিভিঃ**=কেবল সূক্ষ্মদর্শী পুরুষের দ্বারাই ; **সূক্ষ্ময়া অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা**=অতি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদ্বারা ; **দৃশ্যতে**=দৃষ্ট হন॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—এই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম সকলের অন্তর্যামী, সকল প্রাণীর হৃদয় মধ্যে বিরাজমান, কিন্তু তিনি আপন মায়ার আবরণে সর্বদা অদৃশ্য। সেজন্য তিনি প্রত্যক্ষ হন না। যাঁরা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে আপন বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে নিয়েছেন, সেই সূক্ষ্মদর্শী পুরুষগণই একমাত্র ঈশ্বর-কৃপায় সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে তাঁর দর্শন পান ॥ ১২ ॥

সম্বন্ধ——*বিবেকবান মানুষ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে পাবার জন্য কী ধরনের সাধনা করবেন ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে যমরাজ জানাচ্ছেন—*

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥ ১৩ ॥

প্রাজ্ঞঃ=বুদ্ধিমান সাধকের উচিত ; **বাক্**=(প্রথমত) বাক্ আদি (সমস্ত ইন্দ্রিয়কে) ; **মনসী**=মনে ; **যচ্ছেৎ**=নিরুদ্ধ করে ; **তৎ**=সেই মনকে ; **জ্ঞানে আত্মনি**=জ্ঞান-স্বরূপ বুদ্ধিতে ; **যচ্ছেৎ**=বিলীন করে ; **জ্ঞানম্**=জ্ঞানস্বরূপ

বুদ্ধিকে ; **মহতি আত্মনি**=মহান আত্মায় ; **নিযচ্ছেৎ**=বিলীন করে ; (আর) **তৎ**=আত্মাকে ; **শান্তে আত্মনি**=শান্তস্বরূপ পরমাত্মায় ; **যচ্ছেৎ**=সমাহিত করবেন॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—বুদ্ধিমান মানুষের প্রথম কর্তব্য হল বাক্য আদি ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্য বিষয় থেকে সরিয়ে এনে মনে বিলীন করে দেওয়া অর্থাৎ এদের এমন অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে যাতে এরা কোনো ক্রিয়া করতে না পারে—মনে কোনো বিষয়ের স্ফুরণ যাতে না হয়। যখন এই সাধনা পরিপক্ক হবে, তখন মনকে জ্ঞানস্বরূপা বুদ্ধিতে লয় করতে হবে অর্থাৎ একমাত্র বিজ্ঞানস্বরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বৃত্তি ছাড়া মনের আর কোনো পৃথক সত্তা থাকবে না, কোনোরূপ অন্য চিন্তা থাকবে না। যখন এরূপ দৃঢ় স্থিতি অর্জিত হবে তখন ওই জ্ঞানস্বরূপা বুদ্ধিকেও জীবাত্মার শুদ্ধস্বরূপে বিলীন করে দিতে হবে। অর্থাৎ এমন অবস্থায় পৌঁছাতে হবে যেখানে একমাত্র আত্মতত্ত্ব ছাড়া—আর কোনো বস্তুর সত্তা বা স্মৃতি থাকবে না। এরপর স্বয়ং নিজেকেও পূর্বনিশ্চয় অনুসারে শান্ত আত্মারূপ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের মধ্যে বিলীন করে দিতে হবে॥ ১৩ ॥

সম্বন্ধ—*এইরূপে পরমাত্মার স্বরূপ, তাঁকে প্রাপ্তির মাহাত্ম্য এবং উপায় স্বরূপ সাধন প্রণালীর বর্ণনা করে এখন শ্রুতি সাধককে সাবধান করে বলছেন*—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎকবয়ো বদন্তি॥ ১৪ ॥

উত্তিষ্ঠত=(হে মনুষ্য) ওঠো ; **জাগ্রত**=জাগো (সাবধান হও আর) ; **বরান্ প্রাপ্য**=শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণকে পেয়ে, তাঁদের কাছে গিয়ে (তাঁদের দ্বারা) ; **নিবোধত**=সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে জেনে নাও ; (কারণ) **কবয়ঃ**=ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞানিগণ ; **তৎ পথঃ**=সেই তত্ত্বজ্ঞানের পথ ; **ক্ষুরস্য**=ক্ষুরের ; **নিশিতা**=তীক্ষ্ণধার ; **দুরত্যয়া**=দুস্তর ; **ধারা (ইব)**=ধারের মতো ; **দুর্গম্**=দুর্গম (অত্যন্ত কঠিন) ; **বদন্তি**=বলেন ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—হে মানব ! তুমি জন্ম-জন্মান্তর ধরে অজ্ঞান নিদ্রায় নিদ্রিত। পরমাত্মার দয়ায় এখন তুমি এই দুর্লভ মানবদেহ লাভ করেছ। এই দেহ পেয়ে

ক্ষণিকের জন্যও বৃথা কালক্ষেপ করো না। তাড়াতাড়ি সাবধান হও। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের কাছে গিয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করে নিজের কল্যাণের পথ আর পরমাত্মার রহস্য জেনে নাও। পরমাত্মতত্ত্ব অতি গূঢ় এবং রহস্যপূর্ণ। তাঁর স্বরূপের জ্ঞান, তাঁর প্রাপ্তির পথ, মহাপুরুষের সাহায্য এবং পরম দয়ালের কৃপা ছাড়া লাভ করা তা কোনোদিনই সম্ভব নয়। সেই পথ এতই দুস্তর যে তীক্ষ্ণধার ছুরির উপর দিয়ে চলার সমতুল। এরূপ দুস্তর পথকে অতিক্রম করার সহজ উপায় একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, যিনি স্বয়ং এই পথ অতিক্রম করেছেন॥ ১৪ ॥

সম্বন্ধ—*ব্রহ্ম প্রাপ্তির পথ এত দুস্তর কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা-প্রসঙ্গে পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞানের ফল জানাচ্ছেন—*

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৫ ॥

যৎ=যা ; **অশব্দম্**=শব্দরহিত ; **অস্পর্শম্**=স্পর্শরহিত ; **অরূপম্**=রূপ-হীন ; **অরসম্**=রসরহিত ; চ=এবং ; **অগন্ধবৎ**=গন্ধশূন্য ; **তথা**=তথা (যা) ; **অব্যয়ম্**=অবিনাশী ; **নিত্যম্**=নিত্য ; **অনাদি**=অনাদি ; **অনন্তম্**=অনন্ত (অসীম) ; **মহতঃ পরম্**=মহান আত্মার থেকেও শ্রেষ্ঠ (এবং) ; **ধ্রুবম্**=সর্বথা সত্য তত্ত্ব ; **তৎ**=সেই পরমাত্মাকে ; **নিচায্য**=জেনে (মানুষ) ; **মৃত্যুমুখাৎ**=মৃত্যুর মুখ থেকে ; **প্রমুচ্যতে**=চিরকালের জন্য মুক্ত হয়॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাকৃত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধরহিত বলে দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সাংসারিক বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়াদি সেখানে পৌঁছাতে পারে না। পরব্রহ্ম নিত্য অবিনাশী, অনাদি এবং অনন্ত, জীবাত্মা থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বথা সত্যতত্ত্ব। তাঁকে জেনেই মানুষ চিরকালের জন্য জন্মমৃত্যুর পারে যেতে পারে॥ ১৬ ॥

সম্বন্ধ——*এই পর্যন্ত প্রথম অধ্যায়ের উপদেশ সমাপ্ত করে এবারে আখ্যানের শ্রবণ এবং বর্ণনার মাহাত্ম্য জানাচ্ছেন—*

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তঁ্ সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৬ ॥

মেধাবী=বুদ্ধিমান ব্যক্তি ; **মৃত্যুপ্রোক্তম্**=মৃত্যুর দেবতা যমরাজ কর্তৃক কথিত ; **নাচিকেতম্**=নচিকেতার ; **সনাতনম্**=সনাতন ; **উপাখ্যানম্**= উপাখ্যান ; **উক্ত্বা**=বর্ণনা করে ; **চ**=এবং ; **শ্রুত্বা**=শুনে ; **ব্রহ্মলোকে**= ব্রহ্মলোকে ; **মহীয়তে**=মহিমান্বিত হয় (প্রতিষ্ঠিত হয়)॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—এই অধ্যায়ে নচিকেতার প্রতি যমরাজ প্রদত্ত উপদেশ কোনো নতুন কথা নয়, এ হল পরম্পরাগত এক সনাতন উপাখ্যান। বুদ্ধিমান মানুষ এই উপাখ্যান অপরকে শোনালে এবং নিজে শুনলে ব্রহ্মলোকে গমন করে, ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে॥ ১৬ ॥

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে।
তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি॥ ১৭ ॥

যঃ=যে ব্যক্তি ; **প্রযতঃ**=যত্ন সহকারে ; শুদ্ধচিত্তে ; **ইমম্**=এই ; **পরমম্ গুহ্যম্**=পরম গুহ্য—রহস্যময় প্রসঙ্গ ; **ব্রহ্মসংসদি**=ব্রাহ্মণদের সমাবেশে ; **শ্রাবয়েৎ**=শোনায় ; **বা**=অথবা ; **শ্রাদ্ধকালে**=শ্রাদ্ধ কালে (ভোজনকারীদের) ; **শ্রাবয়েৎ**=শোনায় ; **তৎ**=(তার) এই কীর্তনরূপ কর্ম ; **আনন্ত্যায় কল্পতে**= অনন্তত্ব লাভে (অবিনাশী ফলদানে) সমর্থ হয় ; **তৎ আনন্ত্যায় কল্পতে ইতি**=সে অনন্তত্ব লাভ করে (সে অবিনাশী হয়, এই শেষ কথা) ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—যে ব্যক্তি শুচি শুদ্ধ চিত্তে যত্ন সহকারে এই পরম রহস্যময় প্রসঙ্গের তত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্বক ভগবৎপ্রেমী শুদ্ধবুদ্ধি ব্রাহ্মণদের সমাবেশে কীর্তন করে অথবা শ্রাদ্ধকালে ভোজনরত ব্রাহ্মণদের শোনায় ; তার ওই কীর্তনরূপ শুভকর্ম অনন্ত ফলদায়ক হয়, সে অনন্ত জীবন লাভ করতে সমর্থ হয়। সে অনন্ত জীবন লাভ করতে সমর্থ হয়।

'সে অনন্ত জীবন লাভ করতে সমর্থ হয়' এই কথা দ্বিতীয়বার বলে সিদ্ধান্তকে দৃঢ় নিশ্চিত এবং এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লী সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বল্লী

সম্বন্ধ——*প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীতে বলা হয়েছে যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই বর্তমান, তবু সবাই তাঁকে দেখতে পায় না। সামান্য দু-এক জন সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে দেখতে পায়। তাহলে এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ব্রহ্ম সকলের অন্তরে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিরূপ চক্ষু দিয়ে কেউ কেউ তাঁকে দেখতে পায়, সকলে কেন দেখতে পায় না ? এর উত্তরে জানাচ্ছেন—*

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎপরাঙ্পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ ১ ॥

স্বয়ম্ভূ=স্বয়ং প্রকাশ পরমেশ্বর ; **খানি**=সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার ; **পরাঞ্চি**=বহির্মুখ করে ; **ব্যতৃণৎ**=তৈরি করেছেন ; **তস্মাৎ**=সেইজন্য ; (মানুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধারণত) **পরাঙ্**=বাইরের বস্তুকেই ; **পশ্যতি**=দেখে ; **অন্তরাত্মন্**=অন্তরাত্মাকে ; **ন**=নয় ; **কশ্চিৎ ধীরঃ**=(ভাগ্যবান) কোনো কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ; **অমৃতত্বম্**=অমর পদ ; **ইচ্ছন্**=পাবার ইচ্ছা করে ; **আবৃত্তচক্ষুঃ**=চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় সকলের বাইরের গতি রোধ করে অর্থাৎ বাহ্য বিষয় থেকে বিরত করে ; **প্রত্যগাত্মানম্**=অন্তরাত্মাকে ; **ঐক্ষৎ**=অবলোকন করে॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সকল স্থূল বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ ইত্যাদি সবই বাইরের বস্তু। এইসকল বাহ্য বস্তুর যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সকল সৃষ্টি হয়েছে, কেননা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ওইগুলির যথার্থ জ্ঞান না হলে মানুষ কোনো বস্তুর রূপ অথবা গুণ আদির সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না, আর সেগুলিকে বিচার করে কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি ত্যাগের যোগ্য তা পৃথক করতে পারে না। ভগবানের ইন্দ্রিয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল—শুভ এবং অশুভের তফাৎ করে, শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে মানুষ যাতে নিজের কল্যাণ সাধন করতে পারে এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হিতকারী, সুবুদ্ধিদায়ক, বিশুদ্ধ বিষয়গুলিকে গ্রহণ করে নিজের জীবনকে সুখময় করে পরমাত্মার দিকে

এগিয়ে যেতে পারে। সেইজন্য স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী করে রচনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিবেক-বিচারকে অনাদর করে বিষয়ে আসক্ত হয়ে সে কথা বুঝতে পারে না। বিষয়াসক্তিবশত উন্মত্তের মতো আপাতরমণীয় কিন্তু পরিণামে দুঃখদায়ী কদর্য বিষয় ভোগে লিপ্ত হয়ে নরকে যাবার পথ প্রশস্ত করে। ঈশ্বরের চিন্তা-ভাবনা করার কথা তার মনে পড়ে না। যৎসামান্য কোনো কোনো বুদ্ধিমান মানুষ—সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায়, তথা ঈশ্বরের কৃপায় অপবিত্র, দুঃখদায়ক ভোগসকল ত্যাগ করে শুভ বিষয়কে গ্রহণ করে এবং অমৃতস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করার ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্য বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে নিজেদের ভগবৎবিষয়ক চিন্তায় সংযুক্ত করে অন্তর্যামী পরমাত্মাকে লাভ করে ॥ ১ ॥

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ২ ॥

(যে) **বালাঃ**=যে সকল মূর্খ ; **পরাচঃ কামান্**=বাহ্য ভোগের ; **অনুযন্তি**=অনুসরণ করে (তাতে হাবুডুবু খায়) ; **তে**=তারা ; **বিততস্য**=সর্বত্র ব্যাপ্ত ; **মৃত্যোঃ**=মৃত্যুর ; **পাশম্**=বন্ধনে ; **যন্তি**=বন্দি হয় ; **অথ**=কিন্তু ; **ধীরাঃ**=বুদ্ধিমান লোক ; **ধ্রুবম্**=নিত্য সত্য ; **অমৃতত্বম্**=অমরত্বকে ; **বিদিত্বা**=বিচারপূর্বক জেনে ; **ইহ**=ইহলোকে ; **অধ্রুবেষু**=অনিত্য কোনো বস্তুর ; **ন প্রার্থয়ন্তে**=আকাঙ্ক্ষা করে না॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—যারা বাহ্য বস্তুর চমক ও আপাত সৌন্দর্য দেখে তাতে আসক্ত হয়ে সেটি হস্তগত করার চেষ্টায় এবং তারই ভোগে মত্ত হয়ে এই দুর্লভ এবং অমূল্য জীবন নষ্ট করে দেয়, তারা মূর্খ। তারা নিশ্চয়ই জন্মজন্মান্তর ধরে মৃত্যুর কবলে পড়ে থাকে। অনন্তকাল ধরে তারা বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নেয়, আর মৃত্যুপ্রাপ্ত হতে থাকে। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা এই সর্বনাশা বিষয়ে এরূপ চিন্তা করে যে, ইন্দ্রিয় ভোগ তো অন্যান্য যোনিতেও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু মানব দেহ অন্যান্য জীবের তুলনায় বহুধা বিলক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই মানব দেহের আসল উদ্দেশ্য বিষয়-ভোগ হতে পারে না, নিশ্চয়ই মানব-শরীরের ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। এইভাবে বিচার করার পর এই কথা তাদের

চিন্তার মধ্যে আসে যে, এর আসল উদ্দেশ্য হল অমৃতস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করা, আর তা এই জীবনেই লাভ করা সম্ভব। তখন তারা সর্বতোভাবে সেই দিকেই নিজেদের লক্ষ্য স্থির করে। তারা এই নশ্বর জগতে ক্ষণিকের সুখ-ভোগ লাভ করার ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে এর থেকে সর্বতোভাবে অনাসক্ত হয়ে, দৃঢ়চিত্তে পরমাত্মলাভের সাধনে ব্রতী হয়।

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্স্পর্শাঁশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৩ ॥

যেন=যাঁর অনুগ্রহে (মানুষ) ; **শব্দান্**=শব্দসমূহকে ; **স্পর্শান্**=স্পর্শসমূহকে ; **রূপম্**= রূপ সমুদয়কে ; **রসম্**=রস সমুদয়কে ; **গন্ধম্**=গন্ধ সমুদয়কে ; **চ**=এবং ; **মৈথুনান্**=নারীভোগজনিত সুখকে ; **বিজানাতি**=অনুভব করে ; **এতেন এব**=এঁরই অনুগ্রহে (এও জানে যে) ; **অত্র কিম্ পরিশিষ্যতে**=এর দ্বারা পরিণামে কী লাভ হল ; **এতৎ বৈ**=ইনিই ; **তৎ**=সেই পরমাত্মা (যার বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করেছ)॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—যে পরমেশ্বরের দেওয়া জ্ঞানশক্তি দ্বারা মানুষ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, আর গন্ধাদি সর্বপ্রকার বিষয় এবং স্ত্রী সম্ভোগাদি সুখ অনুভব করে, সেই পরমেশ্বরের দেওয়া শক্তি দ্বারাই এই সকল বস্তুর ক্ষণস্থায়িত্ব দেখে বুঝতে পারে যে নিশ্চয় এমন কোনো জিনিস আছে যা অবিনাশী এবং চিরস্থায়ী। বিচার বিশ্লেষণ করে তার এই ধারণা হয় যে, সকল পদার্থই প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে, ফলে সবই ক্ষণস্থায়ী। এই সমস্ত কিছুর পরম কারণ একমাত্র পরমেশ্বরই নিত্য বস্তু। তিনি আদিতেও ছিলেন, পরেও থাকবেন। অতএব হে নচিকেতা ! এই হচ্ছে ব্রহ্মতত্ত্ব যা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ। তিনি হচ্ছেন সকলের শেষ, সকল বস্তু তাঁতেই লীন হয়, তিনিই সকল বস্তুর চরম সীমা আর সমস্ত কিছুর পরমগতি॥ ৩ ॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ৪ ॥

স্বপ্নান্তম্ চ=স্বপ্নের বিষয়কে এবং ; **জাগরিতান্তম্**=জাগ্রত অবস্থার বিষয় সমূহকে ; **উভৌ**=এই দুই অবস্থার বিষয়কে (মানুষ) ; **যেন**=যার দ্বারা ;

অনুপশ্যতি=বারবার দেখতে পায় ; তম্=সেই ; মহান্তম্=সর্বশ্রেষ্ঠ ; বিভুম্= সর্বব্যাপী ; আত্মানম্=সকলের আত্মাকে ; মত্বা=জেনে ; ধীরঃ= বুদ্ধিমান ব্যক্তি ; ন শোচতি=শোক করেন না॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—যে পরমাত্মার সাহায্যে জীবাত্মা স্বপ্নে এবং জাগরণে যত কিছু বিষয় বারবার অনুভব করে, সেই সমস্ত কিছুকে জানার শক্তি যে পরমেশ্বরের দান, যাঁর কৃপায় জীব তাঁর বিজ্ঞান-শক্তির কিঞ্চিৎ অংশ লাভ করে, সেই তিনিই হলেন সকলের শ্রেষ্ঠ, সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম পরমাত্মা। তাঁকে জেনে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোনো দিন কোনো কারণে কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ-শোক অনুভব করেন না॥ ৪ ॥

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৫॥

যঃ=যে পুরুষ ; মধ্বদম্=কর্মফল দাতা ; জীবম্[১]=সকলের জীবন দাতা ; (তথা) ভূতভব্যস্য=ভূত (বর্তমান) আর ভবিষ্যতের ; ঈশানম্=নিয়ন্ত্রণ কর্তা (শাসনকর্তা) ; (তথা) ইমম্=এই ; আত্মানম্=পরমাত্মাকে ; অন্তিকাৎ বেদ= নিজের কাছেই জানেন ; ততঃ (স)=তারপর সে ; ন বিজুগুপ্সতে=(কখনো) কাহারো নিন্দা করেন না ; এতৎ বৈ=ইনিই যে ; তৎ=তিনি (যাঁর কথা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ)॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—যে সাধক সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে এরূপ বুঝতে পারেন যে, যিনি সকলের জীবন-দাতা, সকল জীবের জীবনের জীবন, সকল কর্মের ফলদাতা তথা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জগতের একমাত্র শাসনকর্তা (নিয়ন্ত্রণকর্তা)—'তিনিই নিরন্তর আমার নিকটে এবং আমার অন্তরে বিরাজ করছেন।' তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে এও অনুমান করে নিতে পারেন যে সেই নিয়ন্ত্রণকর্তা সকল প্রাণীর হৃদয়েই বিরাজমান। তার ফলে তিনি পরমেশ্বরের

---

[১]এখানে 'জীব' শব্দ পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, কেননা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের শাসন কর্তা 'জীব' হতে পারে না। আর এই প্রকরণও পরমাত্মার সম্পর্কেই, জীবকে উদ্দেশ্য করে নয়। (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৪ শঙ্করাচার্য ভাষ্য)

বিরাট স্বরূপকে আর কখনো ভুলতে পারেন না। আর সেইজন্য তিনি কখনো কারো নিন্দা করেন না, কাউকে ঘৃণা বা হিংসাও করেন না।

নচিকেতা ! তুমি যে ব্রহ্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছ, ইনিই সেই ব্রহ্ম, যাঁর সম্বন্ধে তোমাকে জানালাম॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ——*এবারে জানাচ্ছেন যে, ব্রহ্ম থেকে স্থাবর পর্যন্ত সকল প্রাণী তাঁর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, অতএব যা কিছু সবই তাঁরই বিশেষ রূপ। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই, কেননা এই সমগ্র জগতের যুগপৎ নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ পরমেশ্বরই, যিনি এক হয়েও বহুরূপে বিরাজমান।*

যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যৎ॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৬ ॥

যঃ=যিনি ; অদ্ভ্যঃ=জলের ; পূর্বম্=পূর্বে ; অজায়ত=হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকট হয়েছিলেন ; তম্=সেই ; পূর্বম্=সর্ব প্রথমে ; তপসঃ জাতম্=তপস্যা থেকে উৎপন্ন ; গুহাম্ প্রবিশ্য=হৃদয়রূপ গুহায় প্রবেশ করে ; ভূতেভিঃ সহ= জীবাত্মাসমূহের সঙ্গে ; তিষ্ঠন্তম্=অবস্থানকারী পরমেশ্বরকে ; যঃ=যে পুরুষ ; ব্যপশ্যৎ=দেখেন (তিনিই ঠিক দেখেন) ; এতৎ বৈ=ইনিই ; তৎ=সেই পরমাত্মা (যাঁর সম্বন্ধে তুমি জিজ্ঞাসা করেছ) ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—যিনি জলদ্বারা উপলক্ষিত পাঁচ মহাভূতেরও পূর্বে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারূপে প্রকটিত হয়েছিলেন, সেই তিনি নিজ সংকল্পরূপ তপস্যার দ্বারা প্রকটিত হয়ে অন্যান্য সকল জীবের হৃদয়গুহায় প্রবেশ করে তাদের সঙ্গে অবস্থানকারী পরমেশ্বরকে এইভাবে বোঝেন, 'সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, সকলের অন্তর্যামী পরমপুরুষ একই, এই সমগ্র জগৎ তাঁরই মহিমা প্রকাশ করছে'। এইটিই তাঁকে যথার্থভাবে বোঝা । সর্বদা সকলের হৃদয়ে অবস্থানকারীই তিনি হচ্ছেন তোমার জিজ্ঞাস্য সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ——*যমরাজ এখন সেই পরব্রহ্মকে অদিতি দেবীরূপে বর্ণনা করছেন—*

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৭ ॥

যা=যে ; **দেবতাময়ী**=দেবতাময়ী ; **অদিতিঃ**=অদিতি দেবী ; **প্রাণেন**=প্রাণের সঙ্গে ; **সম্ভবতি**=উৎপন্না হন ; **যা**=যিনি ; **ভূতেভিঃ**= প্রাণিগণের সঙ্গে ; **ব্যজায়ত**=উৎপন্না হয়েছেন ; (আর যিনি) **গুহাম্**=হৃদয় গুহায় ; **প্রবিশ্য**= প্রবেশ করে ; **তিষ্ঠন্তীম্**=অবস্থানকারিণীকে ; (যে পুরুষ দেখে সেই যথার্থ দেখে) **এতৎ বৈ**=ইনিই ; **তৎ**=সেই (পরমাত্মা, যাঁর বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করেছ)॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—যে সর্বদেবময়ী অদিতি দেবী সর্বপ্রথম পরব্রহ্মের সংকল্প অনুসারে সমগ্র জগতের প্রাণশক্তির সঙ্গে উৎপন্ন হয়েছেন তথা যিনি সকল প্রাণীর কারণ-বীজকে সঙ্গে করে প্রকট, তিনি সকল জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করে সেখানে স্বমহিমায় বিরাজ করতে থাকলেন। দেবী ভগবতী অদিতি ভগবানের অচিন্ত্য মহাশক্তি, স্বয়ং ভগবান থেকে সম্পূর্ণভাবেই অভিন্না, কেননা ভগবান এবং তাঁর শক্তিতে কোনো ভেদ নেই। ভগবানই শক্তিরূপে সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন। হে নচিকেতা ! উনিই পরব্রহ্ম যাঁর সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করেছ ॥ ৭ ॥

অথবা

জননীরূপে সমস্ত দেবতার সৃজনকারিণী বলে যিনি সর্বদেবময়ী, শব্দাদি সমস্ত ভোগসমূহের অদন—ভক্ষণকারিণী বলে যাঁর নাম 'অদিতি', যিনি হিরণ্যগর্ভরূপ প্রাণের সঙ্গে প্রকটিত আর সমস্ত ভূতাদির সঙ্গে যাঁর আবির্ভাব, তথা যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করে নিত্য সেখানে বিরাজ করেন, তিনি পরমেশ্বরের মহাশক্তি ; এক কথায় তাঁরই প্রতীক, স্বয়ং পরমেশ্বরই ওই শক্তিরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ইনিই সেই ব্রহ্ম যাঁর কথা, হে নচিকেতা ! তুমি আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছ॥ ৭ ॥

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ॥[১] এতদ্বৈ তৎ॥ ৮ ॥

যঃ=যিনি ; **জাতবেদাঃ**=সর্বজ্ঞ ; **অগ্নিঃ**=অগ্নিদেব ; **গর্ভিণীভিঃ**=গর্ভবতী

[১]এই মন্ত্র ঋগ্বেদ মণ্ডল ৩ সূক্ত ২৯।২-এ এবং সামবেদ পূর্বার্চিক খণ্ড ৮।৭-এও আছে।

স্ত্রীলোক দ্বারা ; সুভৃতঃ=উত্তমরূপে ধৃত ; গর্ভঃ=গর্ভের ; ইব=মতো ; অরণ্যোঃ=দুই অরণি কাষ্ঠ খণ্ডে ; নিহিতঃ=সুরক্ষিত, লুকানো (আর যিনি) ; জাগৃবদ্ভিঃ=সজাগ, সাবধান (আর) ; হবিষ্মদ্ভিঃ=হবির্দ্রব্যশালী ; মনুষ্যেভিঃ=মানুষের দ্বারা ; দিবে দিবে=প্রতিদিন ; ঈড্যঃ=স্তবনীয় ; এতৎ বৈ=ইনিই ; তৎ=সেই (পরমাত্মা যাঁর কথা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ)।। ৮ ।।

ব্যাখ্যা—যেরূপ গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভে যত্নের সঙ্গে সুচারুরূপে পরিপুষ্ট শিশু লোক চক্ষুর আড়ালে নিজেকে গোপনে অবস্থান করে, সেরূপ সর্বজ্ঞ অগ্নি দেবতা অধর এবং উত্তর অরণির (ওপর-নীচের কাষ্ঠ খণ্ডের) ভিতর অদৃশ্যভাবে বাস করেন এবং অগ্নিবিদ্যার জ্ঞাতা, শ্রদ্ধাশীল, যত্নবান, সতর্ক ও সমস্ত প্রয়োজনীয় যজ্ঞ-সামগ্রীসম্পন্ন মনুষ্যগণ প্রতিদিন তাঁর স্তব এবং সমাদর করেন—সেই অগ্নিদেবতা সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই প্রতীক। নচিকেতা ! তুমি যে ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করেছ উনিই সেই পরব্রহ্ম।

যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন।। এতদ্বৈ তৎ।। ৯ ।।[১]

যতঃ=যেখান থেকে ; সূর্যঃ=সূর্য দেব ; উদেতি=উদয় হন ; চ=এবং ; যত্র=যেখানে ; অস্তম্ চ গচ্ছতি=অস্তগমনও করেন ; সর্বে=সব ; দেবাঃ=দেবতা ; তম্ অর্পিতাঃ=তাঁতে সমর্পিত ; তৎ উ=তাঁকে—সেই পরমেশ্বরকে ; কশ্চন=কেউ (কখনো) ; ন অত্যেতি=অতিক্রম করতে পারে না ; এতৎ বৈ=ইনিই ; তৎ=সেই (যাঁর বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করেছ, সেই পরমাত্মা)।। ৯ ।।

ব্যাখ্যা—যে পরমেশ্বরের থেকে সূর্যদেব পূর্বাকাশে উদিত হন এবং পশ্চিমাকাশে যাঁর মধ্যে অস্তমিত হন, যাঁর মহিমায় সূর্যদেবের উদয় এবং অস্ত নিয়মিতভাবে সঞ্চালিত হয়, সেই পরব্রহ্মেই সকল দেবতার স্থিতি এবং আশ্রয়। এমন কেউ নেই যে সর্বাত্মক, সর্বময়, সকলের আদি-অন্তের আশ্রয়স্থল সেই পরমেশ্বরের মহিমা এবং বিধানকে লঙ্ঘন করতে পারে। বিশ্বের সকল বস্তু সর্বতোভাবে তাঁর অধীনে এবং অনুশাসনে পরিচালিত হয়।

---

[১] অথর্ববেদ ১০।৮।১৬।

কারো পক্ষে তাঁর মহিমার সীমা পাওয়া সম্ভব নয়। ওই সর্বশক্তিমান, সর্বাশ্রয়, অসীম পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমই তোমার জিজ্ঞাস্য 'ব্রহ্ম' ॥ ৯॥

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১০ ॥

যৎ ইহ=যে পরব্রহ্ম এখানে ; **তৎ এব অমুত্র**=তিনিই ওখানে (পরলোকেও আছেন) ; **যৎ অমুত্র**=যিনি ওখানে আছেন ; **তৎ অনু ইহ**=তিনি এখানেও ; (এই জগতেও রয়েছেন) ; **য ইহ নানা ইব পশ্যতি**=যে ব্যক্তি এই দৃশ্যমান জগতকে ভিন্নভাবে দেখে অর্থাৎ পরব্রহ্ম থেকে 'যেন আলাদা' এইভাবে দেখে ; **সঃ মৃত্যোঃ**=সে ব্যক্তি মৃত্যু থেকে ; **মৃত্যুম্**=মৃত্যুকে (অর্থাৎ বারবার জন্ম-মৃত্যুকে) ; **আপ্নোতি**=প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—সর্বশক্তিমান, সর্বান্তর্যামী, সর্বরূপ, সমস্ত কিছুর একমাত্র কারণ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম—যিনি এখানে, এই পৃথিবীতে রয়েছেন তিনিই পরলোকে, অর্থাৎ দেব, গন্ধর্ব আদি বিভিন্ন লোকেও রয়েছেন। একই পরমাত্মা অখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। যে ওই অদ্বয় ব্রহ্মকে লীলাবশে নানা নামে এবং নানা রূপে প্রকাশিত দেখেও মোহ বশে তাতে নানাত্বের কল্পনা করে—তাকে বারংবার মৃত্যুর অধীন হতে হয় অর্থাৎ তার জন্মমরণ চক্রের নাশ হয় না। অতএব দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, সেই একই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর আপন অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা নানারূপে প্রকাশমান আর এই সমগ্র জগৎ অন্তর-বাহিরে ওই একই পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়ায় বাস্তবে তাঁরই স্বরূপ॥ ১০ ॥

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১১ ॥

মনসা এব=(শুদ্ধ) মন দ্বারা ; **ইদম্ আপ্তব্যম্**=এই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি-যোগ্য ; **ইহ**=এই জগতে (এক পরমাত্মার অতিরিক্ত) ; **নানা**=ভিন্ন-ভিন্ন ভাব ; **কিঞ্চন**=কিছুই ; **ন অস্তি**=নেই ; (এজন্য) **যঃ ইহ**=যে এই জগতে ; **নানা ইব**=বিভিন্ন প্রকার ; **পশ্যতি**=দেখে ; **সঃ**=সেই ব্যক্তি ; **মৃত্যোঃ**=মৃত্যু থেকে ; **মৃত্যুম্ গচ্ছতি**=মৃত্যুতে গমন করে অর্থাৎ বারবার জন্মায় এবং মরে।

ব্যাখ্যা—শুদ্ধচিত্ত ভিন্ন পরমাত্মার তত্ত্ব জানা যায় না, তাই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জানতে পারে যে, এই জগৎ একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা দ্বারাই পরিপূর্ণ। সব কিছু তাঁরই স্বরূপ। এখানে বা অন্যত্র পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নেই। যে ব্যক্তি এই সবে নানাত্ব দেখে, অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জগৎকে ভিন্ন ভিন্ন দেখে সে বারবার মৃত্যুর কবলে পড়ে অর্থাৎ বারবার জন্ম নেয় ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়॥১১ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ১২ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ=অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ ; **পুরুষঃ**=পরমপুরুষ ; **আত্মনি মধ্যে**=শরীরের মধ্যভাগ—হৃদয়াকাশে ; **তিষ্ঠতি**=অবস্থান করেন ; **ভূতভব্যস্য**=যিনি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ; **ঈশানঃ**=শাসন কর্তা ; **ততঃ**=তারপর অর্থাৎ তাঁকে জেনে নেবার পর ; (সে) **ন বিজুগুপ্সতে**=কারো নিন্দা করে না ; **এতৎ বৈ**=ইনিই ; **তৎ**=তিনি (সেই পরমাত্মা, যাঁর বিষয় তুমি জানতে চেয়েছিলে) ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—যদিও অন্তর্যামী পরমেশ্বর সকল প্রাণীর ভূত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রণ কর্তা, তিনি সমভাবে সর্বকালে সর্বস্থানে পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত, তবুও জীবের হৃদয়ে তাঁকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরমেশ্বর কোনো বিশেষ স্থূল বা সূক্ষ্ম আকারবিশিষ্ট নন বরং অবস্থান অনুযায়ী তিনি প্রতিটি বস্তুর আকারসম্পন্ন। ক্ষুদ্র পিপীলিকার হৃদয়ের পরিমাণ অনুযায়ী যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি আবার বৃহৎপ্রাণী হাতির হৃদয়ে সেই পরিমাণে বৃহৎ। মানুষের হৃদয় যেহেতু অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, সেইহেতু মানুষের হৃদয়ে তিনি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণে সর্বদা বিরাজমান। মানুষকেই পরমাত্ম লাভের উপযুক্ত অধিকারী বিবেচনা করা হয়। অতএব মানুষের হৃদয়ই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে উপলব্ধির প্রকৃষ্ট স্থান। এইজন্য এখানে মানুষের হৃদয়ের পরিমাণ অনুসারে পরমেশ্বরকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বলা হয়েছে। এভাবে আপন হৃদয়ে পরমেশ্বরকে উপলব্ধিকারী ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জানেন যে, অনুরূপভাবে পরমেশ্বর সকলেরই হৃদয়ে বাস করেন। অতএব তিনি কারো নিন্দা করেন না, কাউকে ঘৃণা বা হিংসাও করেন না। হে নচিকেতা ! ইনিই সেই ব্রহ্ম যাঁর সম্বন্ধে তুমি

আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ১৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ=অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত ; **পুরুষঃ**=পরমপুরুষ ; **অধূমকঃ**=ধূম-রহিত ; **জ্যোতিঃ ইব**=জ্যোতির মতো ; **ভূতভব্যস্য**=ভূত ভবিষ্যতের ; **ঈশানঃ**= শাসনকর্তা ; **সঃ এব অদ্য**=সেই পরমাত্মাই আজ ; **উ**=এবং ; **সঃ (এব) শ্বঃ**= তিনিই আগামীকাল অর্থাৎ নিত্য সনাতন ; **এতৎ বৈ**=ইনিই ; **তৎ**=সেই (পরমাত্মা, যাঁর সম্বন্ধে তুমি জানতে চেয়েছ) ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—মানুষের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত এই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ ভূত, ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের নিয়ন্ত্রণকর্তা, এক স্বতন্ত্র পুরুষ। তিনি জ্যোতির্ময়। সূর্য বা অগ্নির মতো উত্তপ্ত নন, কিন্তু দিব্য, নির্মল আর শান্ত, সুশীতল প্রকাশ স্বরূপ। লৌকিক আলোর মধ্যে ধোঁয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু তাঁর জ্যোতিতে সে সম্ভাবনা নেই, সেই জ্যোতি সর্বদাই বিশুদ্ধ, নির্মল আর জ্ঞানস্বরূপ। অন্যান্য জ্যোতি যেমন কম-বেশি হয়, এই জ্যোতিতে সেই সম্ভাবনা নেই। এই জ্যোতি যেমন আজ আছে, তেমনি আগামীকালও থাকবে। এই পরমাত্মার একরূপতা সর্বদাই অক্ষুণ্ণ। এর ক্ষয় বা বৃদ্ধি নেই আর এ কখনো নিভেও যায় না। হে নচিকেতা ! এই পরিবর্তনশূন্য অবিনাশী জ্যোতিই সেই ব্রহ্ম—যাঁর কথা তুমি জানতে চেয়েছ॥ ১৩ ॥[১]

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি॥ ১৪ ॥

---

[১]এখানে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' শব্দ পরমাত্মার বাচক, জীবের নয়। প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য স্পষ্ট বাক্যে বলেছেন —'পরমাত্মৈবায়মঙ্গুষ্ঠমাত্র-পরিমিতঃ পুরুষো ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ ? শব্দাৎ 'ঈশানো ভূতভব্যস্য' ইতি। ন হ্যান্যঃ পরমেশ্বরাদ্ ভূতভব্যস্য নিরঙ্কুশমীশিতা।' অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত পুরুষ পরমাত্মাই। কীভাবে জানা গেল ? 'ঈশানো' আদি শ্রুতি থেকে। একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন ভূত এবং ভবিষ্যতের নিরঙ্কুশ নিয়ন্তা আর কেউ হতে পারে না (ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য ১।৩।২৪)। এই কথা ওই প্রকরণের মূল সূত্রেও স্পষ্ট।

যথা=যেমন ; **দুর্গে**=উঁচু দুর্গম পর্বতের শিখরে ; **বৃষ্টম্**=বৃষ্টি হলে ; **উদকম্**=জল ; **পর্বতেষু**=পাহাড়ের নানা জায়গায় ; **বিধাবতি**=চারদিকে গড়িয়ে যায় ; **এবম্**= সেইরকম ; **ধর্মান্**=ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম (স্বভাব) যুক্ত দেবতা, অসুর, মানুষ আদিকে ; **পৃথক্**= পরমাত্মা থেকে পৃথক ; **পশ্যন্**=মনে করে ; **তান্ এব**=সেইসকলের উপাসনাকারী মানুষ তাদের ; **অনুবিধাবতি**=পিছনে ছুটতে থাকে (তাদের শুভাশুভ লোকে এবং বিভিন্ন উঁচু নিচু যোনিতে নিপতিত হয়)॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—বর্ষার জল সেই একই, কিন্তু যখন উঁচু ঢালু পর্বতের ওপর বৃষ্টিপাত হয় তখন জল সেখানে রুদ্ধ না হয়ে তীব্র বেগে পাহাড়ের নীচের দিকে গড়াতে থাকে। আর গড়াতে গড়াতে বিভিন্ন মাটির রঙ, গন্ধ গ্রহণ করে পর্বতের চারদিকে বয়ে যায়। সেরূপ একই পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট দেবতা, অসুর, গন্ধর্বাদিকে যেসব ব্যক্তি পরমাত্মা থেকে আলাদা মনে করে তাদের পূজা, উপাসনা আদি করে, তাদেরও ওই ছড়ানো-গড়ানো জলের মতোই বিভিন্ন দেব, অসুর ইত্যাদি নানা লোকে, বিভিন্ন প্রজাতিতে গমনাগমন করতে হয়। তাদের আর ব্রহ্মপ্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা থাকে না (গীতা ৯।২৩-২৪)॥ ১৪ ॥

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥ ১৫ ॥

যথা=(কিন্তু) যে রকম ; **শুদ্ধে (উদকে)**=নির্মল জলে ; **আসিক্তম্**=(মেঘ-দ্বারা) বর্ষিত ; **শুদ্ধম্ উদকম্**=নির্মল জল ; **তাদৃক্ এব**=সেইরকমই ; **ভবতি**= হয়ে যায় ; **এবম্**=এই রকম ; **গৌতম**=হে (গৌতমবংশীয়) নচিকেতা ; **বিজানতঃ**=(একমাত্র পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমই সবকিছু, এইরকম) জ্ঞাতা ; **মুনেঃ**=মুনির (সংসার বিরাগী মহাপুরুষের) ; **আত্মা**=আত্মা ; **ভবতি**= (ব্রহ্মকে প্রাপ্ত) হয়।

ব্যাখ্যা—কিন্তু বর্ষার ওই নির্মল জল যদি নির্মল জলেই বর্ষিত হয় তাহলে তা সেই মুহূর্তে নির্মল জলই হয়ে থাকে। তাতে কোনো বিকার হবে না, বা সেটি নানাদিকে ছড়িয়েও অশুদ্ধ হবে না। সেইরকম হে নচিকেতা ! যিনি এই

তত্ত্ব সঠিক ভাবে জেনে গিয়েছেন যে, 'যা কিছু দেখা যায়, বোঝা যায়, আস্বাদন করা যায় অর্থাৎ জগতে যা কিছু আছে —সর্বই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম', তাহলে সংসারে অনাসক্ত সেই ব্যক্তির আত্মা পরব্রহ্মে লীন হয়ে তাঁর সঙ্গে একাত্বভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ১ ॥

অবক্রচেতসঃ=সরল, বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ; **অজস্য**=জন্মরহিত পরমেশ্বরের ; **একাদশদ্বারম্**=এগারোটি দরজাযুক্ত (মানব দেহরূপী) ; **পুরম্**=পুর (নগর) ; **(অস্তি)**=আছে (এগুলি থাকা অবস্থাতেই) ; **অনুষ্ঠায়**=(পরমেশ্বরের ধ্যান ইত্যাদি) সাধনা করে ; **ন শোচতি**=(মানুষ) কখনো শোক করে না ; **চ**=বরং ; **বিমুক্তঃ**=জীবন্মুক্ত হয়ে ; **বিমুচ্যতে**=(মৃত্যুর পর) বিদেহ হয় ; **এতৎ বৈ**=ইনিই ; **তৎ**=সেই পরমাত্মা (যাঁর সম্বন্ধে তুমি জিজ্ঞাসা করেছ) ॥১ ॥

ব্যাখ্যা—মানব দেহ যেন এগারোটি দরজা বিশিষ্ট একটি পুর বা নগর। দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি নাকের ছিদ্র, একটি মুখ, ব্রহ্মরন্ধ্র, নাভি, গুহ্যদ্বার আর লিঙ্গ। সর্বব্যাপী, অবিনাশী, জন্মরহিত, নিত্য, নির্বিকার, একরস, বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের এটি আবাসস্থল। তিনি সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর নিজস্ব আবাসস্থল মানব দেহের হৃদয়দুর্গে রাজার মতো বিশেষরূপে বিরাজমান থাকেন। এই রহস্যের সন্ধান জেনে, এই মনুষ্য শরীর বর্তমান থাকতে অর্থাৎ এই জীবনকালেই যে ব্যক্তি সাধন ভজনে রত হয়ে দেহপুরের অধিপতি পরমেশ্বরকে নিরন্তর চিন্তা এবং ধ্যান করেন, সেই মহাত্মা কোনো দিন শোকে অভিভূত হন না। তিনি শোকের কারণরূপ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীবন্মুক্ত হন। আর দেহত্যাগের পর বিদেহমুক্ত হয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন।

এই যে সর্বব্যাপী পরমেশ্বর—ইনিই সেই ব্রহ্ম, যাঁর কথা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ ॥ ১ ॥

সম্বন্ধ——*এবার যমরাজ সেই পরমেশ্বরের সর্বরূপের ব্যাখ্যা করছেন*—

হ্ংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্ বরসদৃতসদ্ ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ[১]॥ ২ ॥

শুচিষৎ=যিনি বিশুদ্ধ পরমধামে বাস করেন ; **হংসঃ**=স্বয়ং প্রকাশ (পুরুষোত্তম তিনিই) ; **অন্তরিক্ষসৎ**=অন্তরীক্ষে বসবাসকারী ; **বসুঃ**=বসু ; **দুরোণসৎ**=ঘরে উপস্থিত ; **অতিথিঃ**= অতিথি (আর) ; **বেদিষৎ হোতা**=যজ্ঞের বেদিতে স্থাপিত অগ্নিস্বরূপ তথা আহুতি দানকারী 'হোতা' (এবং) ; **নৃষৎ**=সমস্ত মানুষের মধ্যে বাসকারী ; **বরসৎ**=মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ দেবতাদের মধ্যে স্থিত ; **ঋতসৎ**=সত্যে প্রতিষ্ঠিত ; (আর) **ব্যোমসৎ**= আকাশে স্থিত (তথা) ; **অব্জাঃ**=জলের মধ্যে বিভিন্ন রূপে জাত ; **গোজাঃ**=পৃথিবীতে অর্থাৎ স্থলভাগে বিভিন্ন বৃক্ষাদি বস্তুরূপে দৃশ্য এবং ; **ঋতজাঃ**=সৎ কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা জাত বিভিন্ন শুভ ফল ও ; **অদ্রিজাঃ**=পর্বতে জাত নদনদী আদির রূপ ; **বৃহৎ ঋতম্**=(তিনিই) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরম সত্য তত্ত্ব॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—সর্বতোভাবে প্রাকৃতিক গুণের অতীত, দিব্য বিশুদ্ধ পরমধামে স্বয়ংপ্রকাশ যে পুরুষোত্তম সর্বদা বিরাজিত, তিনিই অন্তরীক্ষে বিচরণকারী বসু নামক দেবতা, তিনিই গৃহস্থের উঠানে উপস্থিত অতিথি, যজ্ঞ কুণ্ডে অগ্নি তথা যজ্ঞে আহুতি দানকারী 'হোতা'। তিনিই জগতে মানুষরূপে তথা মানুষের উপাস্য দেবতারূপে এবং মানুষের পিতৃ-পিতামহরূপে বিরাজিত। তিনিই—সেই পুরুষোত্তমই আকাশে এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত আবার তিনিই জলে মৎস্য, শঙ্খ, শুক্তি আদি বিভিন্ন জলজ প্রাণীরূপে, স্থলে বৃক্ষ, অঙ্কুর, অন্ন, ওষধি ইত্যাদি রূপে, যজ্ঞাদি নানা সৎ কর্মের প্রার্থিত ফলরূপে এবং পর্বতে জাত বিভিন্ন নদনদীরূপে নিত্য বিরাজমান। সকল দিক দিয়েই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান

[১]এই মন্ত্র যজুর্বেদ ১০।২৪, ১২।১৪ এবং ঋগ্বেদ ৪।৪০।৫-ও আছে।

এবং পরম সত্যতত্ত্ব ॥ ২ ॥

ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥ ৩ ॥

প্রাণম্=(যিনি) প্রাণবায়ুকে ; **ঊর্ধ্বম্ উন্নয়তি**=ঊর্ধ্বগামী করেন ; **অপানম্**= অপানবায়ুকে ; **প্রত্যগস্যতি**=(প্রত্যক্+অস্যতি) নিম্নগামী করেন ; **মধ্যে**= শরীরের মধ্যে (হৃদয়ে) ; **আসীনম্**=অবস্থিত ; **বামনম্**=(সেই) বামনকে (অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পরমাত্মাকে) ; **বিশ্বে দেবাঃ**=সকল দেবতা ; **উপাসতে**=উপাসনা করে॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—শরীরের ভিতরে সর্বদা প্রাণ-অপানাদি পঞ্চবায়ুর ক্রিয়া চলছে। এই জড়দেহের মধ্যে যে ক্রিয়াশীলতা রয়েছে তা ওই পরমাত্মার শক্তি এবং প্রেরণায় সম্পাদিত হচ্ছে। তিনিই মানুষের হৃদয়ে অধিপতিরূপে স্থিত হয়ে প্রাণবায়ুকে ঊর্ধ্বগামী এবং অপানবায়ুকে নিম্নগামী করছেন। এইভাবে শরীরের মধ্যে যত রকমের ক্রিয়াশীলতা সবই তিনি যথাযথভাবে সম্পাদন করছেন। হৃদয় মধ্যে বিরাজমান সেই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পরমাত্মাকে সকল দেবতা উপাসনা করেন—শরীরস্থিত প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ওই পরমেশ্বরের প্রসন্নতার জন্য তাঁরই প্রেরণা অনুসারে অহরহ সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত কার্য যথাবিধি সম্পাদন করে চলেছেন ॥ ৩ ॥

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৪ ॥

অস্য শরীরস্থস্য=এই শরীরে অবস্থিত ; **বিস্রংসমানস্য**=এক শরীর থেকে অন্য শরীরে গমনকারী ; **দেহিনঃ**=দেহীর (দেহে অবস্থিত জীবাত্মার) ; **দেহাৎ**= দেহ থেকে ; **বিমুচ্যমানস্য**=বহির্গমন হলে ; **অত্র**=এখানে (এই শরীরে) ; **কিম্**= কী ; **পরিশিষ্যতে**=অবশিষ্ট থাকে ; **এতৎ বৈ**=ইনিই ; **তৎ**=তিনি (পরমাত্মা, যাঁর বিষয়ে তুমি জানতে চেয়েছ)॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—বিভিন্ন শরীরে গমনাগমনকারী এই আত্মা যখন বর্তমান শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়, প্রাণ ইত্যাদিরও কাজ বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ তারাও বেরিয়ে যায়, তখন ওই মৃত শরীরে কি কিছু অবশিষ্ট

থাকে ? মনে হয় কিছুই থাকে না, কিন্তু থাকে। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর—যিনি সদাসর্বদা সমভাবে সর্বত্র পরিপূর্ণ, যিনি চেতন জীব তথা জড় প্রকৃতির সমস্ত বস্তুতে পরিব্যাপ্ত, তিনি থেকে যান। ইনিই সেই ব্রহ্ম, তুমি যাঁকে জানতে চেয়েছ॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ—*নিচের দুটি মন্ত্রে যমরাজ নচিকেতার জিজ্ঞাস্য তত্ত্বকে পুনরায় অন্য ভাবে বর্ণনা করছেন—*

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥ ৫ ॥
হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥ ৬ ॥

কশ্চন মর্ত্যঃ=কোনো মরণশীল প্রাণী ; **ন প্রাণেন**=না প্রাণের দ্বারা ; **না অপানেন**=না অপানের দ্বারা ; **জীবতি**=বেঁচে থাকে ; **তু**=কিন্তু ; **যস্মিন্**=যাঁর মধ্যে ; **এতৌ উপাশ্রিতৌ**=(প্রাণ ও অপ্রাণ) উভয়েই আশ্রিত থাকে ; **ইতরেণ**=সেই ভিন্ন কারো দ্বারা ; **জীবন্তি**=(সকল প্রাণী) জীবিত থাকে ; **গৌতম**=হে গৌতম (গৌতমবংশীয় নচিকেতা) ; **গুহ্যম্ সনাতনম্**=(সেই) রহস্যময় সনাতন ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম (যেমন) ; **চ**=আর ; **আত্মা**=জীবাত্মা ; **মরণম্ প্রাপ্য**=মৃত্যু প্রাপ্ত হয়ে ; **যথা**=যেভাবে ; **ভবতি**=থাকে ; **ইদম্ তে**=এই সকল কথা তোমাকে ; **হন্ত প্রবক্ষামি**=আমি আবার বলছি॥ ৫-৬ ॥

ব্যাখ্যা—যমরাজ বলছেন—'নচিকেতা ! একদিন নিশ্চয়ই এই সকল মনুষ্যাদি প্রাণীর মৃত্যু হবে। আর এই সকল প্রাণী প্রাণ বা অপান—কারো দ্বারাই চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে না। এদের জীবিত রাখার এক ভিন্ন শক্তি আছে, আর তা হচ্ছে জীবাত্মা। প্রাণ এবং অপান—উভয়ই তাঁর আশ্রিত থাকে। জীবাত্মাকে ছেড়ে এরা এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। যখন জীবাত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যান তখন সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদিও তাঁকে অনুসরণ করে (গীতা ১৫।৮-৯)। মানুষের মৃত্যুর পর এই জীবাত্মার কী স্থিতি, ইনি কোথায় যান, সেখানে কী অবস্থায় থাকেন ; সেইসঙ্গে ওই পরম রহস্যময়, সর্বব্যাপী, সর্বাশ্রয়, সর্বাধীশ, পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ কী—এ সবই আমি তোমাকে

জানাচ্ছি ॥৫-৬॥

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৭ ॥

যথাকর্ম=যার যেমন কর্ম ; **যথাশ্রুতম্**=আর শাস্ত্রাদি শুনে যার যা বোধ (সেই অনুসারে) ; **শরীরত্বায়**=শরীর ধারণ করার জন্য ; **অন্যে**=অনেক ; **দেহিনঃ**= জীবাত্মা ; **যোনিম্**=(নানা প্রকার জঙ্গম) যোনি ; **প্রপদ্যন্তে**=প্রাপ্ত হয় (আর), **অন্যে**=অন্য অনেক (জীবাত্মা) ; **স্থাণুম্ অনু সংযন্তি**=স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হয়ে থাকে ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—যমরাজ বলছেন যে, আপন আপন শুভাশুভ কর্ম অনুসারে, আর শাস্ত্র, গুরু, সঙ্গ, শিক্ষা, জীবিকা ইত্যাদি দ্বারা ভাবিত হয়ে মৃত্যুকালীন বাসনা অনুসারে সেই সব জীবাত্মা অন্য শরীর ধারণ করার জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে যার পাপ-পুণ্য সমান হয় তারা মানুষের আর যাদের পুণ্য কম ও পাপ বেশি তারা পশু, পাখি তথা নিম্নশ্রেণীর শরীর ধারণ করে জন্ম নেয়। আর কতক জীবাত্মা যাদের পাপ অত্যধিক, তারা স্থাবরত্ব লাভ করে অর্থাৎ বৃক্ষ, লতা, ঘাস, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি জড়-শরীর লাভ করে ॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ—*যমরাজ জীবাত্মার গতি আর পরমাত্মার স্বরূপ—এই দুটি জানাতে অঙ্গীকার করেছিলেন। মৃত্যুর পর জীবাত্মার কী গতি হয় তা জানিয়ে এবার দ্বিতীয় অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপের বর্ণনা করছেন—*

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ॥ ৮॥

যঃ এষঃ=যিনি এই ; **কামম্ কামম্**=(জীবের কর্মানুসারে) নানা প্রকার ভোগের ; **নির্মিমাণঃ**=প্রস্তুতকারী ; **পুরুষঃ (তিনি)**=পরমপুরুষ ; **সুপ্তেষু**=(প্রলয়কালে সকলের) ঘুমিয়ে পড়ার পর ; **জাগর্তি**=জেগে থাকেন ; **তৎএব**=তিনিই ; **শুক্রম্**=পরম বিশুদ্ধ তত্ত্ব ; **তৎ ব্রহ্ম**=তিনিই ব্রহ্ম ; **তৎ এব**=তিনিই ; **অমৃতম্**=অমৃত ; **উচ্যতে**=বলা হয় ; (তথা) **তস্মিন্**=তাঁতে ; **সর্বে**=সম্পূর্ণ ; **লোকাঃ শ্রিতাঃ**=লোকসকল আশ্রয় লাভ করে ; **তৎ কশ্চন**

উ=তাঁকে কেউই ; **ন অত্যেতি**=অতিক্রম করতে পারে না ; **এতৎ বৈ**= ইনিই ; **তৎ**=তিনি (পরমাত্মা, যাঁর কথা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ)॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—জীব সকলের নিদ্রাকালে অর্থাৎ প্রলয়কালে জীবের সমস্ত চেতনা অবলুপ্ত হয়ে যাবার পরও জীবাত্মার কর্মানুযায়ী ভোগের নিমিত্ত বিভিন্ন সামগ্রীর সৃষ্টিকর্তা তথা তাদের সর্ববিধ জীবনধারণের ব্যবস্থাপক যে পরমপুরুষ, তিনি নিজ মহিমায় সর্বদা জাগ্রত থাকেন। যিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, যাঁর জ্ঞান সর্বদাই একরস, কখনো বিলুপ্ত বা হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না তিনিই পরম বিশুদ্ধ দিব্যতত্ত্ব, তিনিই পরব্রহ্ম, তাঁকেই জ্ঞানী পুরুষেরা পরম অমৃতস্বরূপ পরমানন্দ বলেন। এই সম্পূর্ণ লোকাদি তাঁরই আশ্রিত। তাঁকে বা তাঁর নিয়মকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না। সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত, আর তাঁরই শাসনে পরিচালিত। এমন কেউ নেই যে তাঁর মহিমার সীমা বলে দিতে পারে। এই সেই ব্রহ্মতত্ত্ব যা তুমি জানতে চেয়েছ ॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ——*এখন যমরাজ অগ্নির উদাহরণ দিয়ে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ব্যাপকতা ও নির্লিপ্ততার বর্ণনা করছেন—*

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ৯ ॥

যথা=যেভাবে ; **ভুবনম্**=সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ; **প্রবিষ্টঃ**=প্রবিষ্ট ; **একঃ অগ্নিঃ**= একই অগ্নি ; **রূপম্ রূপম্**=রূপে রূপে ; **প্রতিরূপঃ**=প্রতিরূপ ; **বভূব**= হয়েছেন ; **তথা**=সেই রকম ; **একঃ সর্বভূতান্তরাত্মা**=সর্ব জীবের মধ্যে স্থিত পরব্রহ্ম ; **একঃ (সন্ অপি)**=একক হওয়া সত্ত্বেও ; **রূপং রূপং প্রতিরূপঃ**=রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন ; **বহিঃ চ**=এবং তার বাইরেও আছেন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—একই অগ্নি অদৃশ্যরূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত, তারমধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু যখন তা সাকাররূপে প্রজ্বলিত হয় তখন আধার অনুযায়ী বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয় এবং সেরূপ আকারই দৃষ্টিগোচর হয়। সেইরূপ সকল প্রাণীর অন্তরস্থিত পরমেশ্বর একই, আর সকলের মধ্যে সমানভাবে পরিব্যাপ্ত, তাঁর মধ্যে কোনো বিভিন্নতা নেই। তথাপি তিনি ভিন্ন

ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সেই সেই প্রাণীর অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন। তাৎপর্য এই যে, নিরাকার ব্রহ্ম একক এবং সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী হয়েও তিনি বিশ্বের প্রতিটি বস্তুতে ওতপ্রোত, কাজেই প্রতিটি বস্তুর অনুরূপ আকারে তিনি প্রকাশমান। শুধু বস্তুর মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট নন, তিনি বস্তুর বাইরেও সমানভাবে ব্যাপ্ত আছেন। তাঁর অনন্ত শক্তির এক কণামাত্র দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিবিধ আশ্চর্যময় গতিবিধি সম্পাদিত হচ্ছে॥ ৯ ॥

সম্বন্ধ——*এবার বায়ুর উদাহরণ দিচ্ছেন—*

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ১০॥

যথা=যে রকম ; **ভুবনম্**=সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ; **একঃ বায়ু**=একই বায়ু ; **প্রবিষ্টঃ**=(প্রাণরূপে) প্রবেশ করে ; **রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব**=রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন ; **তথা**=সেই রকম ; **সর্বভূতান্তরাত্মা**=সমস্ত জীবের অন্তরস্থিত আত্মা পরব্রহ্ম ; **একঃ (সন্ অপি)**=এক হয়েও ; **রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপঃ**=রূপে রূপে প্রতিরূপ ; **চ বহিঃ**=এবং তার বাইরেও আছেন॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—যেমন একই বায়ু অদৃশ্যভাবে সারা ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে আছে, তথাপি ব্যক্ত অবস্থায় তাকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সংযোগে সেই সেই পদার্থের অনুরূপ গতি এবং শক্তিশালী মনে হয়, সেইরকম সকল প্রাণীর অন্তরস্থ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর এক হয়েও ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর আকার-প্রকার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শক্তি এবং গতিসম্পন্ন বলে প্রতিভাত হন। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র সেইটুকুতেই সীমায়িত নন, তিনি প্রাণিগণের বাইরেও অনন্ত বিশ্বে অনন্ত রূপে বিরাজমান॥ ১০ ॥ (৯ নং মন্ত্রের অনুরূপ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা বুঝতে হবে)।

সম্বন্ধ——*এবার সূর্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে পরমাত্মার নির্লিপ্তভাব দেখাচ্ছেন—*

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ ১১ ॥

যথা=যেমন ; **সর্বলোকস্য**=সমস্ত জগতের ; **চক্ষুঃ সূর্যঃ**=চক্ষু অর্থাৎ প্রকাশক সূর্যদেব ; **চাক্ষুষৈঃ বাহ্যদোষৈঃ**=চক্ষুগত বাইরের দোষ দ্বারা ; **ন লিপ্যতে**=লিপ্ত হন না ; **তথা**=সেইরূপ ; **সর্বভূতান্তরাত্মা**=সমস্ত জীবের

হৃদয়স্থিত অন্তরাত্মা ; **একঃ**=এক পরব্রহ্ম পরমাত্মা ; **লোক দুঃখেন**=মানুষের দুঃখ দ্বারা ; **ন লিপ্যতে**= লিপ্ত হন না ; (যতঃ)=কেননা ; **বাহ্যঃ**=সমস্ত কিছুতে অবস্থান করেও তিনি সেগুলি থেকে পৃথক ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—যেমন, একই সূর্য সমস্ত জগতকে প্রকাশিত করে। সূর্যের আলোয় প্রাণীমাত্রই বাহ্য জগতের প্রত্যেকটি বস্তু দেখতে পায়। ওই আলোর সাহায্যেই নানারকম সদসৎ কর্ম করে, কিন্তু সূর্য মানুষের করা সদসৎ কর্মের সঙ্গে একটুও লিপ্ত হয় না। সেইরকম সকল প্রাণীর অন্তঃস্থ পরমাত্মা এক হয়েও, তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি-কৃত সদসৎ কর্মের সঙ্গে এতটুকুও লিপ্ত হন না। মানুষ পরমাত্মার শক্তির সাহায্যেই বিভিন্ন কর্ম করে এবং তার ফলস্বরূপ সুখ, দুঃখ ভোগ করে। পরব্রহ্ম পরমাত্মা কিন্তু ওই কর্মফলজনিত কোনো ভোগের সঙ্গেই সম্পর্কিত নন। তিনি সকলের মধ্যে থেকেও সর্বদাই সর্বতোভাবে পৃথক, তাই তাঁকে বাহ্য বলা হয়েছে। তার এই বাহ্যতা অর্থাৎ নির্লিপ্ততা এবং অসঙ্গতার জন্যেই জীবের সুখ-দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না॥ ১১ ॥ (গীতা ১৩।৩১)।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্[১]॥ ১২ ॥

যঃ=যে ; **সর্বভূতান্তরাত্মা**=সকল প্রাণীর অন্তরস্থিত পরমাত্মা ; **একঃ বশী**=একক এবং সকলের নিয়ন্তা ; **একং রূপং বহুধা করোতি**=যিনি একই রূপকে বহু রূপে বিভক্ত করেন ; **তম্ আত্মস্থম্**=তাঁকে অন্তরস্থিতরূপে ; **যে ধীরাঃ**=যে জ্ঞানী পুরুষেরা ; **অনুপশ্যন্তি**=নিরন্তর দেখতে পান ; **তেষাম্**=তাঁদের ; **শাশ্বতম্ সুখম**=চিরসুখ (পরমানন্দস্বরূপ বাস্তবিক সুখ প্রাপ্তি হয়) ; **ইতরেষাম্ ন**=অপরের নয় (অন্যদের ওই পরমসুখ প্রাপ্তি হয় না)॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—যে পরমাত্মা প্রতিটি জীবের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে স্থিত, যিনি অদ্বিতীয়, সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে দেব, মানব আদি সকলকে

---

[১]শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৬।১২ মন্ত্রের সঙ্গে এই মন্ত্রের অনেকাংশে মিল রয়েছে।

নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেন, সেই সর্বশক্তিমান, সমস্ত কিছুর কারণের কারণ পরমেশ্বর নিজের এক রূপকে বহুরূপে প্রকাশ করেন। যে জ্ঞানী মহাত্মা সেই অচিন্ত্য পরমাত্মাকে নিজের অন্তরে সর্বদা অনুভব করেন, তিনি অবিচ্ছেদ্য সনাতন পরমানন্দ লাভ করেন যা অন্য কেউ পায় না॥ ১২ ॥

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্[১]**॥ ১৩ ॥**

যঃ=যিনি ; **নিত্যানাম্ নিত্যঃ**=নিত্যগণেরও নিত্য ; **চেতনানাম্ চেতনঃ**=চেতনগণেরও চেতন ; **একঃ বহূনাম্**=যিনি একক হয়েও সকল জীবের ; **কামান্**= কর্মফলভোগের ; **বিদধাতি**=বিধান করেন ; **তম্ আত্মস্থম্**=নিজ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত সেই পুরুষোত্তমকে ; **যে ধীরাঃ**=যে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ; **অনুপশ্যন্তি**=নিরন্তর অনুভব করেন ; **তেষাম্**=তাঁদের ; **শাশ্বতী শান্তিঃ**=চিরস্থির শান্তি (লাভ হয়) ; **ইতরেষাম্ ন**=অপরের হয় না ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—যিনি সমস্ত নিত্য চেতন আত্মারও নিত্য চেতন আত্মা এবং এক হয়েও অনন্ত জীবের কর্মফলের বিধানকর্তা—সেই পরমাত্মাকে আপন অন্তরে যে জ্ঞানী মহাপুরুষ নিত্য নিরন্তর অনুভব করেন, তিনিই চিরশান্তি লাভ করেন, অন্য কেউ চিরশান্তি লাভ করতে সমর্থ নয়॥ ১৩ ॥

সম্বন্ধ—*ব্রহ্ম প্রাপ্তির এইরূপ আনন্দ এবং শান্তির কথা শুনে নচিকেতা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—*

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা॥ ১৪ ॥

তৎ=সেই ; **অনির্দেশ্যম্ পরমম্ সুখম্**=অনির্দেশ্য পরম সুখ ; **এতৎ**=(হলেন) এই পরমাত্মাই ; **মন্যন্তে ইতি**=এরূপ (জ্ঞানী ব্যক্তি) মনে করেন ;

---

[১]এই মন্ত্রের পূর্বার্ধ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ (৬।১৩)-এ ঠিক এই রকমই উল্লিখিত আছে এবং উত্তরার্ধ ৬।১২-এর সঙ্গে বহুলাংশে মেলে।

তৎ=তাকে ; **কথম্ নু**=কী প্রকারে ; **বিজানীয়াম্**=আমি ভালোভাবে জানব ; **কিমু ভাতি বিভাতি বা**=তিনি কি স্বয়ং প্রকটিত হন বা অনুভবে প্রকাশিত হন॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—সেই সনাতন পরম আনন্দ আর পরম শান্তি প্রাপ্ত জ্ঞানী মহাপুরুষগণ মনে করেন যে, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমই হলেন ওই অলৌকিক সর্বোপরি পরম শান্তির একমাত্র স্থান, বাক্য বা মন দিয়ে যাঁর কোনো কুল কিনারা পাওয়া যায় না—সেই পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে আমি কীভাবে অপরোক্ষরূপে জানব ? তিনি কি প্রত্যক্ষ গোচর হন, না শুধু অনুভবেই আসেন ? তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান কীভাবে হবে ?॥ ১৪ ॥

সম্বন্ধ——*নচিকেতার অন্তরের ভাব বুঝতে পেরে যমরাজ বললেন—*

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ ১৫ ॥ [১]

তত্র=সেখানে ; **ন সূর্যঃ ভাতি**=সূর্য প্রকাশিত হয় না ; **ন চন্দ্র-তারকম্**=চন্দ্র ও তারাগণও প্রকাশিত হয় না ; **ন ইমাঃ বিদ্যুতঃ ভান্তি**=এমনকী বিদ্যুৎও ঝলকায় না ; **অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ**=তাহলে এই লৌকিক অগ্নিই বা সেখানে কীভাবে প্রকাশে সমর্থ হবে (কেননা) ; **তম্**=তাঁর ; **ভান্তম্ এব**= প্রকাশেই ; (তার প্রকাশের দ্বারা) **সর্বম্**=সমস্ত (উক্ত সূর্য, চন্দ্র, তারকাদি) ; **অনুভাতি**=প্রকাশিত হয় ; **তস্য ভাসা**=তাঁর জ্যোতিতে ; **ইদম্ সর্বম্**=এই সম্পূর্ণ জগৎ ; **বিভাতি**=প্রকাশিত হয়॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—সেই স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের নিকটে এই সূর্য প্রকাশিত হয় না। যেমন সূর্যের কিরণে জোনাকির আলো ম্লান হয়ে যায় তেমনই সূর্যের তেজও সেই অসীম তেজের কাছে লুপ্ত হয়ে যায়। চন্দ্র তারকাদি আর বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশিত হতে পারে না ; তাহলে এই জাগতিক অগ্নির আর কী কথা ! কেননা প্রাকৃত জগতে যা কিছু প্রকাশমান বস্তু রয়েছে সবই ওই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ক্ষুদ্রাংশ প্রকাশ শক্তির সাহায্যে প্রকাশিত হয়।

[১]মু.উ. ২।২।১০ এবং শ্বেতা. উ. ৬।১৪ তেও এই মন্ত্র উল্লিখিত রয়েছে।

পরমেশ্বরের জ্যোতির কাছে, যা কিছু জ্যোতিষ্মান বলে মনে হয়—সবই নিষ্প্রভ। মূল কথা এই যে, সম্পূর্ণ বিশ্ব একমাত্র জগদাত্মা পুরুষোত্তমের আলোয় বা তাঁর কণারও কণা মাত্র জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়ে থাকে।। ১৫ ।।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত।

তৃতীয় বল্লী

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।। এতদ্বৈ তৎ।। ১।।

ঊর্ধ্বমূলঃ=যার মূল উপরের দিকে ; **অবাক্‌শাখঃ**=শাখাপ্রশাখা যার নিচের দিকে ; **এষঃ**=এই (প্রত্যক্ষ জগৎ) ; **সনাতনঃ অশ্বত্থঃ**=সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ ; (**তন্মূলং**=তার মূলভূত) ; **তৎ এব শুক্রম্**=(পরমেশ্বর) তিনিই বিশুদ্ধ তত্ত্ব ; **তৎ ব্রহ্ম**=তিনি ব্রহ্ম (আর) ; **তৎ এব**=তাঁকেই ; **অমৃতম্ উচ্যতে**=অমৃত বলা হয় ; **সর্বে লোকাঃ**=সমস্ত লোক ; **তস্মিন্**=তাঁহাতেই ; **শ্রিতাঃ**=আশ্রিত ; **কশ্চন উ**=কেহই ; **তৎ**=তাঁকে ; **ন অত্যেতি**=অতিক্রম করতে পারে না ; **এতৎ বৈ**=ইনিই ; **তৎ**=সেই ব্রহ্ম (যাঁর কথা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ) ।। ১ ।।

(এই মন্ত্রের শেষের চারটি চরণ ২।২।৮-এর মন্ত্রের অনুরূপ।)

ব্যাখ্যা—এখানে এই জগৎরূপ সংসারকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই জগৎ-সংসারের মূলভূত কারণ পরব্রহ্ম হলেন সর্বোপরি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং সর্বশক্তিমান। ব্রহ্মা হলেন সেই অশ্বত্থ গাছের প্রধান শাখা আর শাখাপ্রশাখারূপে দেবতা, মনুষ্য, পিতৃগণ, পশুপক্ষী আদি ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে বিস্তৃত। এই জগৎরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ অনাদি কাল থেকে নিত্য প্রবাহরূপে বর্তমান। কখনো প্রকটরূপে, কখনো অপ্রকট রূপে নিজ কারণস্বরূপ পরব্রহ্মে নিত্য অবস্থিত। সুতরাং এই অশ্বত্থ চিরন্তন। এর যে মূল কারণ, যাঁর থেকে এর সৃষ্টি হয়েছে, এ যাঁর দ্বারা সুরক্ষিত এবং যাঁতে বিলীন হয়—তিনিই বিশুদ্ধতত্ত্ব আর তিনিই ব্রহ্ম। তাঁকেই অমৃত বলা হয়। তাঁতেই সমস্ত লোক আশ্রিত। কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না।

হে নচিকেতা ! তুমি যে কথা জানতে চাও, ইনিই সেই তত্ত্ব॥ ১ ॥

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২ ॥

নিঃসৃতম্=(পরব্রহ্ম পরমেশ্বর থেকে) নিঃসৃত ; **ইদং যৎ কিং চ**=এই যা কিছু ; **সর্বম্ জগৎ**=সমস্ত জগৎ (সবই) ; **প্রাণে এজতি**=প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর দ্বারা ক্রিয়াশীল ; **এতৎ**=এই ; **উদ্যতম্ বজ্রম**=উদ্যত বজ্রের মতো ; **মহৎ ভয়ম্**= মহাভয় পরমেশ্বরকে (সর্বশক্তিমান) ; **যে বিদুঃ**=যাঁরা জানেন ; **তে**=তাঁরা ; **অমৃতাঃ ভবন্তি**=অমর হন অর্থাৎ জন্ম-মরণ থেকে নিষ্কৃতি পান।

ব্যাখ্যা—যা কিছুই ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি দিয়ে দেখা যায়, শোনা যায়, অনুভব করা যায়—সেই সম্পূর্ণ জগৎ পরম কারণ সেই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের দ্বারাই সৃষ্ট এবং সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের দ্বারাই ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ এই সমগ্র ক্রিয়াশীল জগতের স্রষ্টা, আধার এবং শাসনকর্তা হলেন সেই পরমেশ্বর পরব্রহ্মই। তিনি যেমন পরম দয়ালু তেমনি আবার মহাভয়ংকর—ছোট বড় সকলেই তাঁর ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত। তিনি উদ্যত বজ্রের মতো কঠিন। যেমন বজ্রধারী প্রভুকে দেখে তার আশ্রিত সকলে যথাবিধি অনবরত তার আজ্ঞা পালনে তৎপর থাকে, তেমনই সমস্ত দেবতা আদি সকলেই সদা সর্বদা যথাবিধি সেই পরমেশ্বরের আজ্ঞাপালনে তৎপর থাকে। এভাবে যাঁরা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে সমস্ত জীব এবং জড় জগতের স্রষ্টা, জীবনদাতা এবং শাসনকর্তা বলে জেনেছেন, তাঁরা অমৃতত্ত্ব লাভ করেন। তাঁরা জন্ম-মরণের চক্র থেকে চিরমুক্তি লাভ করেন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ৩ ॥[১]

অস্য ভয়াৎ=এঁর ভয়ে ; **অগ্নিঃতপতি**=আগুন তাপ দেয় ; **ভয়াৎ**=(এঁরই) ভয়ে ; **সূর্যঃ তপতি**=সূর্য তাপ দেয় ; **চ**=তথা ; **অস্য ভয়াৎ**=এঁর ভয়ে ; **ইন্দ্রঃ বায়ুঃ**=ইন্দ্র, বায়ু ; **চ**=আর ; **পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ**=পঞ্চম মৃত্যু দেবতা ; **ধাবতি**=(নিজ

[১]অনুরূপভাবের মন্ত্র তৈ. উ. (২।৮)-এর প্রারম্ভেও রয়েছে।

নিজ কর্মে) প্রবৃত্ত হচ্ছে ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক এবং নিয়ন্ত্রণকর্তা এই পরমেশ্বরের ভয়ে ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু এবং যম আদি সকল দেবতা তাঁদের নিজ নিজ কাজ অতি সাবধানতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করে থাকেন। অর্থাৎ এঁরই ভয়ে অগ্নি, সূর্য তাপ দেন, বায়ু প্রবাহিত হন, ইন্দ্র বারিপাত করেন এবং পঞ্চম মৃত্যুদেব প্রাণীর জীবনাবসান করেন।

সারাংশ এই যে জগতে দেবতাদের দ্বারা যে সমস্ত কাজ নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয়, তা সবই হয় ওই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অমোঘ বিধানে। তাঁরই শক্তিতে, তাঁরই ইচ্ছায় এই জগৎ-সংসার সুচারুরূপে পরিচালিত হয় ॥ ৩ ॥

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥ ৪ ॥

চেৎ=যদি ; **শরীরস্য**=শরীরের ; **বিস্রসঃ**=পতন হওয়ার ; **প্রাক্**=পূর্বে ; **ইহ**=এই শরীরেই (সাধক) ; **বোদ্ধুম্ অশকৎ**=পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় (তবেই ঠিক) ; **ততঃ**=তা নাহলে ; (অনেক কল্প পর্যন্ত) ; **সর্গেষু লোকেষু**=বিভিন্ন লোকাদিতে ; **শরীরত্বায় কল্পতে**=শরীর ধারণে বাধ্য হতে হবে॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—যদি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে কোনো সাধক মৃত্যুর (মনুষ্য-শরীর ত্যাগের) পূর্বেই জেনে নিতে পারেন, অর্থাৎ যতদিন এই শরীরে সাধন-ভজন-স্মরণ আদি সাধনা করবার শক্তি সামর্থ্য থাকে আর যতদিন না এই দুর্লভ শরীরের নাশ হয় ততদিন যদি মনঃসংযম করে পরমাত্মতত্ত্বকে জেনে নিতে পারেন, তবে তো মানব-জন্ম সার্থক অর্থাৎ অনাদিকাল থেকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়ার ফলে বারংবার এই সংসারের যে দুঃখ কষ্ট ভোগ, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ হয়। আর তা না হলে তাকে অনেক কল্পকাল ধরে এই সংসারে বিভিন্ন যোনিতে ঘুরে মরতে হয়। অতএব মৃত্যুর পূর্বেই মানুষের সেই পরমাত্মার অনুভব অবশ্যই করে নেওয়া উচিত ॥ ৪ ॥

যথাঽঽদর্শে তথাঽঽত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাঽপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥ ৫ ॥

যথা আদর্শে=যেমন দর্পণে (বস্তু লক্ষিত হয়) ; **তথা আত্মনি**=সেইরকম শুদ্ধ অন্তঃকরণে (ব্রহ্মের দর্শন হয়) ; **যথা স্বপ্নে**=যেমন স্বপ্নাবস্থায় (বস্তুসকল হুবহু দেখা যায়) ; **তথা পিতৃলোকে**=সেইরকম পিতৃলোকে (পরমেশ্বরকে দেখা যায়) ; **যথা অপ্সু**=যেমন জলের মধ্যে (বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়) ; **তথা গন্ধর্বলোকে**=সেই রকম গন্ধর্ব লোকে ; **পরি দদৃশে ইব**=পরমাত্মার আভাস দেখা যায় (আর) ; **ব্রহ্মলোকে**=ব্রহ্মালোকে (তো) ; **ছায়াতপয়োঃ ইব**= আলো ছায়ার মতো (আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ের স্বরূপ পৃথক পৃথক এবং স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়) ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—পরিষ্কার আয়নার সামনে কোনো বস্তুকে ধরলে যেমন আয়নার মধ্যে ওই বস্তুকে স্পষ্ট দেখা যায় সেইরকম জ্ঞানী মহাপুরুষের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেও সেই পরমাত্মা স্পষ্টভাবে দৃশ্য হন। যেমন স্বপ্নাবস্থায় বস্তুসকল মানুষের কামনা-বাসনার জন্যে এবং বিবিধ সংস্কার অনুযায়ী বিশৃঙ্খলভাবে, অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, সেইরকম পিতৃলোকেও পরমেশ্বরের স্বরূপ যথাযথ দৃশ্য না হয়ে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, কারণ পিতৃলোকগত জীবের পূর্বজন্মের স্মৃতি এবং সম্পর্ক বিষয়ে জ্ঞান থাকার জন্যে সে তদনুরূপ বাসনার দ্বারা আবদ্ধ থাকে। গন্ধর্বলোক, পিতৃলোক অপেক্ষা কিছু উন্নত। সেইজন্যে স্বপ্ন অপেক্ষা জাগ্রত অবস্থায় জলের মধ্যে কোনো বিষয়ের প্রতিবিম্ব যেমন খুব স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু জল আন্দোলিত হলে তার ঢেউ-এর ফলে ওই প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি গন্ধর্বলোকেও ভোগবাসনার আন্দোলনে তরঙ্গায়িত মনে পরমাত্মাও সবসময় স্পষ্টভাবে প্রতিভাত না হয়ে কিছু অস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হন। কিন্তু ব্রহ্মালোকে যাঁরা বাস করেন তাঁদের কাছে আলো এবং ছায়ার মতো অঙ্গাঙ্গিভাবে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার জ্ঞান স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়। সেখানে ভ্রান্তির কোনোরকম সম্ভাবনা নেই।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর প্রথম মন্ত্রে এই কথা বলা হয়েছে যে এই

মানবশরীরও একটি লোক বিশেষ। এখানেও জীবাত্মা এবং পরব্রহ্ম পরমাত্মা আলো ছায়ার মতো অঙ্গাঙ্গিভাবে হৃদয় গুহায় স্থিত রয়েছেন। অতএব মানুষের উচিত অপর লোকের (লোকান্তরের) কথা চিন্তা না করে এই বর্তমান শরীর থাকতে থাকতেই সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করা। এইজন্যই এই মন্ত্রের অবতারণা হয়েছে॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ৬ ॥

পৃথক্=(নিজ নিজ কারণে) ভিন্ন ভিন্ন রূপে ; **উৎপদ্যমানানাম্**=উৎপন্ন ; **ইন্দ্রিয়াণাম্**=ইন্দ্রিয়সমূহের ; **যৎ**=যে ; **পৃথক্ ভাবম্**=আলাদা আলাদা ভাব (সত্তা) ; **চ**=আর ; (**যৎ**=যে) **উদয়াস্তময়ৌ**=উৎপত্তি এবং ধ্বংস রূপ ভাব (জাগরণ এবং নিদ্রা) ; (**তৎ**)=সেটি ; **মত্বা**=জেনে ; **ধীরঃ**=বুদ্ধিমান ব্যক্তি (আত্মার স্বরূপ এ সবের থেকে বিলক্ষণ, এইরূপ জ্ঞানবান ব্যক্তি) ; **ন শোচতি**=শোক করেন না॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের অনুভূতি রূপ ভিন্ন ভিন্ন কর্মের জন্য সৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়সমূহের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব। অর্থাৎ যেমন জাগ্রত অবস্থা তাদের ক্রিয়াশীলতা এবং সুষুপ্তিকাল লয় অবস্থা—এইসব বিষয় বিচার করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই রহস্যের সন্ধান পেয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ; এই ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি এবং এর সংঘাতরূপ যে শরীর তা 'আমি' নই। 'আমি' হচ্ছি এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নিত্য চেতন এবং সর্বতোভাবে শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত। তখন আর তিনি কোনো জাগতিক ব্যাপারে শোক করেন না, চিরতরে শোক এবং দুঃখের থেকে মুক্তি লাভ করেন॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ—*পরের দুটি মন্ত্রে তত্ত্ব-বিচার করা হচ্ছে—*

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ=ইন্দ্রিয় থেকে ; **মনঃ**=মন ; **পরম্**=শ্রেষ্ঠ ; **মনসঃ**=মন থেকে ; **সত্ত্বম্ উত্তমম্**=বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; **সত্ত্বাৎ**=বুদ্ধি থেকে ; **মহান্ আত্মা**=মহান জীবাত্মা ; **অধি**=উন্নত (আর) ; **মহতঃ**=জীবাত্মা থেকে ; **অব্যক্তম্**=অব্যক্ত শক্তি ;

উত্তমম্=শ্রেষ্ঠ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি থেকে এই সকলের প্রভু জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ, কেননা এই সকলের ওপরে এই আত্মার অধিকার। মন আদি সকল ইন্দ্রিয় এই জীবাত্মার আজ্ঞা পালন করে। সকলের ওপরে তার প্রভুত্ব। অতএব এই জীবাত্মা শরীর এবং শরীরস্থ মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই জীবাত্মা অপেক্ষা এঁর অব্যক্ত (কারণ) শরীর শ্রেষ্ঠ—যা পরমেশ্বরের সেই প্রকৃতির অংশ এবং এঁকে প্রবল বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে।

তুলসীদাসের কথায়—**'জেহি বস কীনৃহেঁ জীব নিকায়া'**। গীতাতেও প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা জীবাত্মার বন্ধনের কথা বলা হয়েছে (গীতা ১৪।৫)॥ ৭ ॥

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি[১]॥ ৮ ॥

তু=কিন্তু ; **অব্যক্তাৎ**=অব্যক্ত থেকেও (সেই) ; **ব্যাপকঃ**=ব্যাপক ; **চ**=আর ; **অলিঙ্গঃ এব**=সর্বথা নিরাকার ; **পুরুষঃ**=পরমপুরুষ ; **পরঃ**=শ্রেষ্ঠ ; **যম্**=যাঁকে ; **জ্ঞাত্বা**=জেনে ; **জন্তুঃ**=জীবাত্মা ; **মুচ্যতে**=মুক্ত হয় ; **চ**=আর ; **অমৃতত্বম্**=অমরত্ব ; **গচ্ছতি**=প্রাপ্ত হয়॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—কিন্তু এই অব্যক্ত প্রকৃতি, যা জীবাত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তার থেকেও এঁর যিনি অধীশ্বর পরমপুরুষ পরমাত্মা, তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনি নিরাকার রূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত (গীতা ৯।৪)। তাঁকে জেনে এই জীবাত্মা প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অমৃত স্বরূপ পরমানন্দ লাভ করে। অতএব প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের জন্য জীবের উচিত পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের শরণ নেওয়া (গীতা ৭।১৪)। পরমাত্মা যেদিন এই জীবের প্রতি করুণা পরবশ হয়ে মায়ার আবরণ সরিয়ে দেন, সেদিনই তার পরব্রহ্মকে লাভ করা সম্ভব হয়। অন্যথায় এই মূঢ় জীব সর্বদা নিজ অন্তরে থাকা সত্ত্বেও সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ জানতে পারে না॥ ৮ ॥

---

[১]এটির বিস্তারিত বর্ণনা এই উপনিষদের ১।৩।১০-১১-তে দ্রষ্টব্য।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।। ৯ ।।[১]

অস্য=এঁর, এই পরমেশ্বরের ; **রূপম্**=বাস্তবিক স্বরূপ ; **সন্দৃশে**=বিষয়াদির মতো প্রত্যক্ষ বস্তু রূপে ; **ন তিষ্ঠতি**=স্থিত হয় না ; **এনম্**=এঁকে ; **কশ্চন**=কেহ ; **চক্ষুষা**=চর্মচক্ষু দ্বারা ; **ন পশ্যতি**=দেখতে পায় না ; **মনসা**=মনের দ্বারা ; **অভিক্লৃপ্তঃ**=নিবিষ্টচিত্তের ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধ ; **হৃদা**=বিশুদ্ধ হৃদয় দ্বারা ; **মনীষা**=(আর) বিশুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা ; **দৃশ্যতে**=(সেই পরমাত্মাকে) দেখতে পাওয়া যায় ; **যে এতৎ বিদুঃ**=যাঁরা এঁকে জানেন ; **তে অমৃতাঃ ভবন্তি**=তাঁরা অমৃতস্বরূপ হয়ে যান।।। ৯ ।।

ব্যাখ্যা—এই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের দিব্য স্বরূপ বিষয়াদির মতো প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না। পরমাত্মার দিব্য স্বরূপ প্রাকৃত চর্ম চক্ষু দিয়ে কেউ দেখতে পায় না। যে ভাগ্যবান সাধক নিরন্তর ভক্তি সহকারে তাঁর ধ্যানে নিরত থেকে যখন সেই ধ্যানের গাঢ়তা প্রাপ্ত হন, সেই সময় তাঁর মন-প্রাণ ভগবানের স্বরূপের চিন্তায় নিশ্চল হয়ে পড়ে। সেই নিশ্চল হৃদয়েই ওই সাধকের বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ দিব্যচক্ষুর সামনে পরমাত্মার দিব্যস্বরূপের আবির্ভাব ঘটে। যিনি এইভাবে পরমপুরুষের দর্শন লাভ করেন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন, অর্থাৎ নিজেও অমৃতস্বরূপ হয়ে যান ।। ৯ ।।

সম্বন্ধ——*যোগধারণার দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরোধ করে পরমাত্মলাভের আর একটি পথের কথা জানাচ্ছেন—*

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্।। ১০ ।।

যদা=যখন ; **মনসা সহ**=মনসহ ; **পঞ্চ জ্ঞানানি**=পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; **অবতিষ্ঠন্তে**=সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল হয়ে পড়ে ; **বুদ্ধিঃ চ**=এবং বুদ্ধিও ; **ন বিচেষ্টতি**=কোনোরকম চেষ্টা করে না ; **তাম্**=সেই অবস্থাকে ; **পরমাম্ গতিম্ আহুঃ**=(যোগিগণ) পরম গতি বলেন।। ১০ ।।

---

[১]প্রায় অনুরূপ মন্ত্র শ্বেতা. উপনিষদের ৪।২০-তেও রয়েছে।

ব্যাখ্যা—যোগাভ্যাসের দ্বারা যখন মনের সঙ্গে অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণ নিশ্চল এবং বুদ্ধিও পরমপুরুষের চিন্তায় স্থির হয়ে যায়, যখন তাঁর পরমাত্মার অতিরিক্ত অন্য কোনো কিছুর কিঞ্চিৎমাত্রও জ্ঞান থাকে না, সেই অবস্থাকে যোগিগণ পরম গতি—অর্থাৎ যোগের সর্বোত্তম স্থিতি বলে জানিয়েছেন॥ ১০ ॥

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥ ১১ ॥

তাম্ স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাম্=সেই অচল ইন্দ্রিয়নিরোধকে ; **যোগম্ ইনি মন্যন্তে**=যোগিগণ যোগ বলে মনে করেন ; **হি**=কেননা ; **তদা**=সেই সময় ; **অপ্রমত্তঃ ভবতি**=(যোগী) প্রমাদরহিত হন ; **যোগঃ প্রভবাপ্যয়ৌ**=যোগের উৎপত্তি এবং শেষ আছে॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির অচঞ্চল অবস্থাকেই যোগ বলা হয়। এই অনুভূতিকে যোগিগণ 'যোগ' বলেন, কারণ এই সময় সাধক সমস্ত জাগতিক বিষয় থেকে, সমস্ত রকম বিক্ষেপ থেকে মুক্ত হন। কিন্তু এই যোগের উদ্ভব এবং ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। যেহেতু যোগের ভঙ্গকাল আছে সেই হেতু যোগী সেই পরমাত্মাকে লাভ করার আগ্রহে নিরন্তর যোগযুক্ত থাকতে সচেষ্ট থাকবেন॥ ১১ ॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ ১২ ॥

ন বাচা=(সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে) বাক্যের দ্বারা নয় ; **ন মনসা**=(আর) মনের দ্বারা নয় ; **ন চক্ষুষা এব**=চক্ষু দ্বারা নয় ; **প্রাপ্তুম্ শক্যঃ**=প্রাপ্ত হওয়া যায় ; **তৎ অস্তি**=তিনি অবশ্যই আছেন ; **ইতি ব্রুবতঃ অন্যত্র**=এই যাঁরা বলেন তাঁরা ব্যতীত অন্যেরা ; **কথম্ উপলভ্যতে**=কীভাবে লাভ করবে ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মা বাক্য, চক্ষু আদি বাহ্য কর্মেন্দ্রিয়ের অগোচর, এমন কী মন এবং বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণের দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায় না, কারণ তিনি এদের সীমার বাইরে। কিন্তু 'তিনি আছেন' আর যার তাঁকে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে সে তাঁকে অবশ্যই পায়। যেহেতু ব্রহ্ম বাক্য, মন এবং

ইন্দ্রিয়গণের অতীত, সেইহেতু তাঁর অস্তিত্ব নেই, তিনি অসৎ—এই ধারণায় যারা ব্রহ্মকে অস্বীকার করে অর্থাৎ তাঁর ওপর যাদের দৃঢ় বিশ্বাস নেই, তারা তাঁকে কীভাবে পেতে পারে ? অতএব আগের বলা মন্ত্রানুসারে ইন্দ্রিয়, মন আদি সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে যোগাভ্যাসের দ্বারা নিরুদ্ধ করে তাঁকে অবশ্যই পাওয়া যায়, এই দৃঢ় বিশ্বাস যাদের আছে তারা তাঁকে অবশ্যই লাভ করে। অতএব তাঁকে লাভ করার জন্য সাধকের দৃঢ় বিশ্বাস, তীব্র আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয়ে নিরন্তর যোগে মগ্ন থাকা উচিত॥ ১২ ॥

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥ ১৩ ॥

অস্তি=(পরমাত্মা) আছেন ; **ইতি এব**=এইরূপ নিশ্চয়তাপূর্বক ; **উপলব্ধব্যঃ**=স্বীকার করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে তাঁর অস্তিত্বে দৃঢ় নিশ্চয় হতে হবে ; **(তদনু)**=তারপর ; **তত্ত্বভাবেন**=তত্ত্বগতভাবে ; **উপলব্ধব্যঃ**=তাঁকে জানতে হবে ; **উভয়োঃ**=এই দুই প্রকারের দ্বারা ; **অস্তি ইতি এব**=তিনি অবশ্যই আছেন এই নিশ্চয়তাপূর্বক ; **উপলব্ধস্য**=পরমাত্মার অস্তিত্বকে যিনি স্বীকার করেন তাঁর ; **তত্ত্বভাবঃ**=পরমাত্মার তাত্ত্বিকস্বরূপ ; **প্রসীদতি**=(শুদ্ধ চিত্তে) প্রত্যক্ষীভূত হয়॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—সাধকের প্রথমেই চাই পরমাত্মার অস্তিত্বে নিশ্চিত বিশ্বাস অর্থাৎ 'তিনি আছেন এবং তাঁকে লাভ করা যায়' এই বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয়তা, আর এই বিশ্বাসে তাঁকে স্বীকার করে নিয়ে পরমাত্মার তাত্ত্বিক বিচারপূর্বক নিরন্তর ধ্যানস্থ হয়ে তাঁকে লাভ করার চেষ্টা করা।

যখন সাধক 'ভগবান আছেন আর তাঁর নিজ অন্তরেই বাস করছেন এবং চেষ্টা করলে তাঁকে পাওয়া যায়'—এই নিশ্চিত বিশ্বাসে তাঁকে স্বীকার করে নিয়ে, তাঁকে পাবার জন্য যোগযুক্ত হয়ে নিরন্তর ধ্যান করেন, তখন পরমপুরুষ ভগবান নিজের অচিন্ত্য দিব্য তাত্ত্বিক স্বরূপ নিয়ে সাধকের অন্তরে আবির্ভূত হন। সাধক তাঁর সেই দিব্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন॥ ১৩ ॥

সম্বন্ধ—*এখন নিষ্কাম ভাবের মহিমা বর্ণনা করা হচ্ছে—*

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১৪ ॥

অস্য=এই সাধকের ; **হৃদি শ্রিতাঃ**=হৃদয়ে স্থিত ; **যে কামাঃ**=যে কামনাসকল ; **সর্বে যদা**=যখন সেগুলি সকলই ; **প্রমুচ্যন্তে**=সমূলে নষ্ট হয় ; **অথ**=তখন ; **মর্ত্যঃ**=মরণশীল মানুষ ; **অমৃতঃ**=অমর ; **ভবতি**=হয় ; (আর) **অত্র**=এখানেই ; **ব্রহ্ম সমশ্নুতে**= ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মকে অনুভব করে ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—মানুষের মন সর্বদা বিভিন্ন প্রকার লৌকিক এবং পারলৌকিক কামনা-বাসনায় ডুবে থাকে ; এইজন্য তারা পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে কীভাবে লাভ করতে হয় তা বিচার করতে পারে না। তার বিষয় আসক্তি এতই প্রবল যে মনের মধ্যে কোনোরূপ পরমাত্মিক চিন্তা জাগতে দেয় না। এই সকল কামনা-বাসনা যখন সাধকের অন্তর থেকে সমূলে নষ্ট হয়ে যাবে তখন মরণশীল মানুষ অমরত্ব লাভ করবে, আর এই শরীরেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ করবে ॥ ১৪ ॥

সম্বন্ধ——*এবারে সংশয়রহিত দৃঢ় নিশ্চয়তার মহত্ত্ব বর্ণনা করছেন*—

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥ ১৫ ॥

যদা=যখন ; **হৃদয়স্য**=হৃদয়ের ; **সর্বে গ্রন্থয়ঃ**=সমস্ত গ্রন্থি ; **প্রভিদ্যন্তে**= সম্পূর্ণরূপে খুলে যায় ; **অথ**=তখন ; **মর্ত্যঃ**=মরণশীল মানুষ ; **ইহ**=এই শরীরে ; **অমৃতঃ**=অমর ; **ভবতি**=হয়ে যান ; **হি এতাবৎ**=এ পর্যন্তই ; **অনুশাসনম্**=সনাতন উপদেশ অর্থাৎ এটিই অন্তিম কথা॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—যখন সাধকের হৃদয়ের 'অহং' এবং 'মমত্ব' রূপ সমস্ত অজ্ঞান গ্রন্থি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে তার সমস্ত রকম সংশয় সর্বথা বিনষ্ট হয় এবং উপরিউক্ত উপদেশ অনুসারে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অবশ্যই আছেন এবং তাঁকে লাভ করা যায়, তখন তিনি এই শরীরেই স্থিত সেই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন এবং অমরত্ব লাভ করেন। এটুকুই হচ্ছে বেদান্তের সনাতন উপদেশ॥ ১৫ ॥

সম্বন্ধ——*এবারে মৃত্যুর পর জীবাত্মার কী গতি হয় সেই কথা জানানো হচ্ছে—*

শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥ ১৬ ॥

হৃদয়স্য=হৃদয়ের ; **শতম্ চ একা চ**=(সাকুল্যে) একশ এক ; **নাড্যঃ**=নাড়ি আছে ; **তাসাম্**=তাদের মধ্যে ; **একা**=একটি ; **মূর্ধানম্**=মস্তকের দিকে ; **অভিনিঃসৃতা**=বেরিয়েছে (একে সুষুম্না বলে) ; **তথা**=তার দ্বারা ; **ঊর্ধ্বম্**=ঊর্ধ্বলোকে ; **আয়ন্**=গিয়ে (মানুষ) ; **অমৃতত্বম্**=অমৃতত্ব ; **এতি**=প্রাপ্ত হয় ; **অন্যাঃ**=অপর একশ নাড়ি ; **উৎক্রমণে**=মৃত্যুকালে (জীবের) ; **বিষ্বঙ্**= নানাবিধ যোনিতে নিয়ে যাওয়ার ; **ভবন্তি**=হেতু হয়॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—মানুষের দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত একশ একটি নাড়ি আছে, যেগুলি ওখান থেকে বেরিয়ে শরীরের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি নাড়ি (সুষুম্না), হৃদয় থেকে বেরিয়ে সোজা মস্তকে উঠেছে। ভগবানের পরমধামে যাবার যোগ্য অধিকারী ব্যক্তির আত্মা ওই নাড়ির সাহায্যে শরীর থেকে বেরিয়ে সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বলোকে অর্থাৎ ভগবানের পরমধামে পৌঁছে অমৃতস্বরূপ পরমানন্দময় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করে। আর বাকি অন্যান্য জীব মৃত্যুকালে অন্যান্য নাড়ির সাহায্যে দেহ থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥ ১৭ ॥[১]

অন্তরাত্মা=সকলের অন্তরে অবস্থিত আত্মা ; **অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ**=অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ; **পুরুষঃ**=পরমপুরুষ ; **সদা**=সর্বদা ; **জনানাম্**=মনুষ্যদিগের ; **হৃদয়ে**=হৃদয়-মধ্যে ; **সন্নিবিষ্টঃ**=সম্যক্‌ভাবে স্থিত (রয়েছেন) ; **তম্**=তাঁকে ; **মুঞ্জাৎ**=মুঞ্জ ঘাস থেকে ; **ইষীকাম্ ইব**=ভিতরের শীষ বা কুঁচির মতো ; **স্বাৎ**=নিজের

---

[১] এই মন্ত্রের পূর্বার্ধের সঙ্গে শ্বেতা. ৩।১৩ এর পূর্বার্ধের মিল আছে।

থেকে ; (আর) **শরীরাৎ**=দেহ থেকে ; **ধৈর্যেণ**=ধৈর্যের সঙ্গে ; **প্রবৃহেৎ**=পৃথক রূপে অনুভব করে ; **তম্**=তাকে ; **শুক্রম্ অমৃতম্ বিদ্যাৎ**=বিশুদ্ধ অমৃতস্বরূপ জ্ঞান করো ; **তম্ শুক্রম্ অমৃতম্ বিদ্যাৎ**= (আর) তাকে বিশুদ্ধ অমৃতস্বরূপ জ্ঞান করো॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—অন্তর্যামী পরমপুরুষ পরমেশ্বর দেহস্থ হৃদয়ের অনুরূপ অঙ্গুষ্ঠমাত্র রূপ ধারণ করে সর্বদা সকল মানুষের অন্তরে বাস করছেন ; তবু মানুষ তাঁকে লক্ষ্য করে না, বুঝতে পারে না। যিনি প্রমাদ ত্যাগ করে পরমাত্ম প্রাপ্তির জন্য সাধনায় সংলগ্ন রয়েছেন, তাঁর উচিত শরীরস্থ পরমেশ্বরকে এই জড় শরীর এবং জীবাত্মা, উভয় থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক অনুভব করা—যেমন সাধারণ লোকে মুঞ্জ ঘাস থেকে কুঁচিটি তুলে নিয়ে দুটিকেই আলাদাভাবে দেখে। অর্থাৎ উভয় থেকে পৃথক যে পরমাত্মা—যিনি সর্বদা হৃদয় মধ্যে বিশুদ্ধভাবে বিরাজমান থেকে সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, তিনিই সেই বিশুদ্ধ অমৃত। তিনিই সেই বিশুদ্ধ অমৃত।

এখানে 'শেষ বাক্যের' পুনরাবৃত্তি দ্বারা উপদেশের পরিসমাপ্তি এবং সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা সূচিত হয়েছে ॥ ১৭ ॥

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব॥ ১৮ ॥

অথ=অতঃপর, এই উপদেশ শোনার পর ; **নচিকেতঃ**=নচিকেতা ; **মৃত্যু প্রোক্তাম্**=যমরাজ কর্তৃক কথিত ; **এতাম্**=এই ; **বিদ্যাম্**=বিদ্যাকে ; **চ**=আর ; **কৃৎস্নম্**=সম্পূর্ণ ; **যোগবিধিম্**=যোগের বিধি ; **লব্ধ্বা**=প্রাপ্ত হয়ে ; **বিমৃত্যুঃ**= মৃত্যুহীন (আর) ; **বিরজঃ (সন্)**=সমস্ত রকমের বিকারশূন্য হয়ে ; **ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ অভূৎ**=ব্রহ্মপ্রাপ্ত হলেন ; **অন্যঃ অপি**=অন্যেও ; **যঃ**=যে কেউ ; **(ইদম্**= এই) ; **অধ্যাত্মম্ এবংবিৎ**=অধ্যাত্ম বিদ্যাকে এইভাবে জানবে ; **(সঃ অপি এবম্) এব (ভবতি)**=সেও এইরকম হয়ে যাবে অর্থাৎ মৃত্যুহীন এবং বিকারশূন্য হয়ে ব্রহ্মকেই লাভ করবে ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—এইভাবে যমরাজ কর্তৃক উপদিষ্ট সমস্ত উপদেশ শ্রদ্ধাপূর্বক শোনার পর নচিকেতা যমরাজ কথিত সম্পূর্ণ আত্মবিদ্যা এবং যোগ সাধনার

বিধি সকল জ্ঞাত হয়ে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত এবং সর্বপ্রকার বিকারশূন্য হয়ে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে লাভ করলেন। অন্য সাধকগণও—যাঁরা এই অধ্যাত্মবিদ্যাকে এইভাবে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক ধারণ করতে পারবেন তাঁরাও নচিকেতার মতো সমস্ত রকমের বিকার তথা জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হয়ে পরব্রহ্মকে লাভ করতে সমর্থ হবেন॥ ১৮ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লী সমাপ্ত।

॥ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠোপনিষদ্ সমাপ্ত ॥

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ।
ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

উপনিষদের প্রারম্ভে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

———○———

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

প্রশ্নোপনিষদ্

প্রশ্নোপনিষদ্ অথর্ববেদের পিপ্পলাদ-শাখার ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত। এই উপনিষদে পিপ্পলাদ ঋষি কর্তৃক সুকেশা প্রমুখ ছয়জন ঋষির ছটি প্রশ্নের ক্রমশ উত্তর প্রদত্ত হয়েছে। এইজন্য এই উপনিষদের নাম হল প্রশ্নোপনিষদ্।

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাঁ্সস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥(১)
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥(২)
ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

দেবাঃ=হে দেবগণ! ; **[বয়ম্] যজত্রাঃ [সন্তঃ]**=আমরা ভগবানের যজন (আরাধনা) করতে করতে যেন ; **কর্ণেভিঃ**=কান দিয়ে ; **ভদ্রম্**=মঙ্গলময় কথা ; **শৃণুয়াম**=শুনি ; **অক্ষভিঃ**=চক্ষু দিয়ে যেন ; **ভদ্রম্**=মঙ্গল (ই) ; **পশ্যেম**=দেখি ; **স্থিরৈঃ**=সুদৃঢ় ; **অঙ্গৈঃ**=অঙ্গ ; **তনূভিঃ**=[এবং] শরীর দ্বারা ; **তুষ্টুবাংসঃ [বয়ম্]**= ভগবানের স্তুতি করতে করতে আমরা ; **যৎ**=যে ; **আয়ুঃ**=আয়ু ; **দেবহিতম্**=আরাধ্যদেব সেবায় লাগে ; **[তৎ]**=তাই যেন ; **ব্যশেম**=উপভোগ করি ; **বৃদ্ধশ্রবাঃ**=যাঁর যশ সর্বত্র বিস্তৃত ; **ইন্দ্রঃ**=ইন্দ্র ; **নঃ**= আমাদের জন্য ; **স্বস্তি দধাতু**=যেন মঙ্গল করেন ; **বিশ্ববেদাঃ**=সম্পূর্ণ বিশ্বের জ্ঞাতা ; **পূষা**=পূষা ; **নঃ**=আমাদের জন্য ; **স্বস্তি [দধাতু]**=যেন কল্যাণ পোষণ করেন ; **অরিষ্টনেমিঃ**=অরিষ্টসমূহ নাশ করার জন্য চক্রসদৃশ শক্তিশালী ; **তার্ক্ষ্যঃ**=গরুড়দেব ; **নঃ**=আমাদের জন্য ; **স্বস্তি [দধাতু]**=যেন কল্যাণ পোষণ

---

(১)-(২)যজুঃ ২৫।১১, ২৫, ১৯ ; এবং ঋক্ ১।৮৯।৮, ১।৮৯।৬-এও এই মন্ত্র দুটি রয়েছে।

করেন ; (তথা) **বৃহস্পতিঃ**=(বুদ্ধিদাতা) বৃহস্পতিও ; **নঃ**=আমাদের জন্য ; **স্বস্তি [দধাতু]**=যেন কল্যাণ পুষ্টি করেন ; **ওঁ শান্তি শান্তিঃ শান্তিঃ**=পরমাত্মন্ ! আমাদের ত্রিবিধ তাপের শান্তি হোক।

ব্যাখ্যা—গুরুর নিকট অধ্যয়নকারী শিষ্য গুরুর, সহপাঠী তথা সকল মানুষের কল্যাণ কামনায় দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করছেন—'হে দেবগণ ! আমরা যেন কান দিয়ে শুভ মঙ্গলময় কথা শুনি। নিন্দা, অশ্লীল কথাবার্তা অথবা অন্যান্য পাপমূলক কথা যেন আমাদের কানে না আসে এবং আমাদের নিজ জীবন যেন যজনপরায়ণ হয়। আমরা যেন সর্বদা ভগবানের আরাধনায় যুক্ত থাকি। কেবলমাত্র কান দিয়ে শুনি একথা নয়, চক্ষু দিয়েও যেন সর্বদা মঙ্গলই দর্শন করি। কোনো অমঙ্গলকারী অথবা যা অধঃপতনের পথে প্রলুব্ধ করে এমন দৃশ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টির আকর্ষণ কোনোদিনও যেন না হয়। আমাদের শরীর, আমাদের প্রত্যেক অবয়ব যেন সুদৃঢ় এবং সুপুষ্ট হয়। ওই সুদৃঢ়তা এবং সুপুষ্টতা দ্বারা যেন ভগবানের স্তব করতে থাকি। আমাদের আয়ু যেন ভোগবিলাস এবং প্রমাদে অতিবাহিত না হয়। আমরা এমনই আয়ু যেন প্রাপ্ত হই যা ভগবানের সেবায় লাগে। (দেবতাগণ আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত হয়ে ইন্দ্রিয়ের সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন করুন। তিনি অনুকূল থাকলে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ সহজেই সন্মার্গে সংযুক্ত থাকবে। এইজন্য তাঁদের নিকট প্রার্থনা করাই উচিত)। যাঁদের সুযশ চতুর্দিকে প্রসারিত, সেই দেবরাজ ইন্দ্র, সর্বজ্ঞ পূষা, অরিষ্ট নিবারক তার্ক্ষ্য (গরুড়) এবং বুদ্ধিদাতা বৃহস্পতি—এই দেবতাগণ হলেন ভগবানের দিব্য বিভূতি। এঁরা সদা আমাদের কল্যাণ পোষণ করুন। এঁদের কৃপায় আমাদের সাথে সাথে যেন সকল প্রাণীর কল্যাণ হয়। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিকসমস্ত প্রকার তাপের যেন শান্তি হয়।

প্রথম প্রশ্ন

ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ সৌর্যায়ণী চ গার্গ্যঃ কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী

কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎসর্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ॥ ১ ॥

ওঁ=ওঁ এই পরমাত্মার নাম স্মরণ করে উপনিষদের আরম্ভ করছেন ; **ভারদ্বাজঃ সুকেশা**=ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা ; **চ শৈব্যঃ সত্যকামঃ**=এবং শিবিকুমার সত্যকাম ; **চ গার্গ্যঃ সৌর্যায়ণী**=তথা গর্গ গোত্রোৎপন্ন সৌর্যায়ণী ; **চ কৌসল্যঃ আশ্বলায়নঃ**=এবং কোসলদেশীয় আশ্বলায়ন ; **চ বৈদর্ভিঃ ভার্গবঃ**=তথা বিদর্ভনিবাসী ভার্গব ; (চ) **কাত্যায়নঃ কবন্ধী**=এবং কত্য ঋষির প্রপৌত্র কবন্ধী ; **তে এতে হ ব্রহ্মপরাঃ**=তাঁরা—এই ছয়জন প্রসিদ্ধ ঋষি, যাঁরা বেদপরায়ণ (এবং) ; **ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ**=বেদের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন ; **তে হ**=তাঁরা সকলে ; **পরম্ ব্রহ্ম**=পরব্রহ্মের ; **অন্বেষমাণাঃ**=অনুসন্ধান করতে করতে ; **এষঃ হ বৈ তৎ সর্বং বক্ষ্যতি ইতি**=এই কথা ভেবে যে এই (পিপ্পলাদ) ঋষি অবশ্যই ওই ব্রহ্মের বিষয়ে সমস্ত কথা বলবেন ; **সমিৎপাণয়ঃ**=হাতে সমিধ নিয়ে ; **ভগবন্তম্ পিপ্পলাদম্ উপসন্নাঃ**=ভগবান পিপ্পলাদ ঋষির নিকট উপস্থিত হলেন॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—ওঁকারস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্মরণ করে উপনিষদের আরম্ভ করা হচ্ছে। একথা প্রসিদ্ধ যে ভরদ্বাজের পুত্র সুকেশা, শিবিকুমার সত্যকাম, গর্গ গোত্রোৎপন্ন সৌর্যায়ণী, কোসলদেশনিবাসী আশ্বলায়ন, বিদর্ভদেশীয় ভার্গব এবং কত্যের প্রপৌত্র কবন্ধী এঁরা বেদাভ্যাসপরায়ণ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক বেদের অনুকূল আচরণপরায়ণ ছিলেন। একবার এই ছয়জন ঋষি পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানবার ইচ্ছায় একত্রে বহির্গত হয়েছিলেন। এঁরা শুনেছিলেন যে পিপ্পলাদ ঋষি এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত ; এইজন্য এই ভেবে যে 'পরব্রহ্মের সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানতে চাই তা তিনি আমাদের বলে দেবেন'—ওঁরা জিজ্ঞাসু বেশে হাতে সমিধ নিয়ে মহর্ষি পিপ্পলাদের নিকট গেলেন॥ ১ ॥

তান্ হ স ঋষিরুবাচ ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ যথাকামং প্রশ্নান্পৃচ্ছত যদি

বিজ্ঞাস্যামঃ সর্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি॥ ২ ॥

তান্ সঃ হ=সুকেশা আদি ঋষিগণকে প্রসিদ্ধ সেই ; **ঋষি উবাচ**=(পিপ্পলাদ) ঋষি বললেন ; **ভূয়ঃ এব**=তোমরা পুনরায় ; **শ্রদ্ধয়া**=শ্রদ্ধার সহিত ; **ব্রহ্মচর্যেণ**=ব্রহ্মচর্য পালন করতে করতে (এবং) ; **তপসা**= তপস্যাপূর্বক ; **সংবৎসরম্**=এক বর্ষ পর্যন্ত (এখানে) ; **সংবৎস্যথ**=ভালোভাবে বসবাস করো ; **যথাকামম্**=(তারপর) নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে ; **প্রশ্নান্ পৃচ্ছত**=প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো ; **যদি বিজ্ঞাস্যামঃ**=যদি (তোমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির উত্তর) আমি জানি ; **হ সর্বম্**=তাহলে নিঃসন্দেহে ওই সমস্ত কথা ; **বঃ বক্ষ্যামঃ ইতি**=তোমাদের বলব॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—উপরিউক্ত ছয় ঋষি পরব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা হেতু তাঁর নিকট এসেছেন দেখে মহর্ষি পিপ্পলাদ তাঁদের বললেন—তোমরা তপস্বী, ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক তোমরা যথার্থরূপে বেদ অধ্যয়ন করেছ। তথাপি আমার আশ্রমে থেকে পুনঃ একবর্ষ পর্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রহ্মচর্য পালন করতে করতে তপশ্চর্যা করো। অনন্তর তোমরা যা চাও, আমাকে জিজ্ঞাসা করো। তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের জ্ঞান যদি আমার থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের সমস্ত কথা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলব॥ ২ ॥

সম্বন্ধ—*ঋষির আজ্ঞানুসারে সকলে শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য এবং তপস্যাপূর্বক বিধিসম্মতভাবে এক বর্ষ পর্যন্ত সেখানে বাস করেছিলেন।*

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ।
ভগবন্ কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি॥ ৩ ॥

অথ=অনন্তর (ওঁদের মধ্যে) ; **কাত্যায়নঃ কবন্ধী**=কত্য ঋষির প্রপৌত্র কবন্ধী ; **উপেত্য**=(পিপ্পলাদ ঋষির) নিকট গিয়ে ; **পপ্রচ্ছ**=জিজ্ঞাসা করলেন ; **ভগবন্**=ভগবান ; **কুতঃ হ বৈ**=কোন প্রসিদ্ধ এবং সুনিশ্চিত কারণবিশেষ থেকে ; **ইমাঃ প্রজাঃ**=এই সকল প্রজা ; **প্রজায়ন্তে**=বিভিন্ন রূপে উৎপন্ন হয় ; **ইতি**=এই আমার প্রশ্ন॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—মহর্ষি পিপ্পলাদের আজ্ঞা পেয়ে ঋষিগণ শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রহ্মচর্য পালন করে সেখানেই তপশ্চর্যা করতে আরম্ভ করলেন। মহর্ষির তত্ত্বাবধানে

সংযমপূর্বক থেকে এক বৎসর পর্যন্ত তাঁরা ত্যাগময় জীবনযাপন করেন। তারপর তাঁরা সকলে পুনরায় পিপ্পলাদ ঋষির নিকট গেলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম কত্য ঋষির প্রপৌত্র কবন্ধী শ্রদ্ধা এবং বিনয়পূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! যাঁর থেকে এই সম্পূর্ণ জীবজগৎ নানারূপে উৎপন্ন হয়, যিনি এ সবের সুনিশ্চিত পরম কারণ, তিনি কে ? ॥ ৩ ॥

তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িং চ প্রাণং চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি॥ ৪ ॥

তস্মৈ সঃ হ উবাচ=সেই প্রসিদ্ধ ঋষি তাঁকে বললেন ; **বৈ প্রজাকামঃ**= নিশ্চয়ই প্রজা উৎপন্ন করতে ইচ্ছুক (যিনি) ; **প্রজাপতিঃ**=প্রজাপতি ; **সঃ তপঃ অতপ্যত**=তিনি তপ করলেন ; **সঃ তপঃ তপ্ত্বা**=তিনি তপস্যা করে (যখন সৃষ্টি আরম্ভ করলেন, সে সময় প্রথমে) ; **সঃ**=তিনি ; **রয়িম্ চ**=প্রথমত রয়ি তথা ; **প্রাণম্ চ**=দ্বিতীয়ত প্রাণও ; **ইতি মিথুনম্**=এই দুটিকে ; **উৎপাদয়তে**=উৎপন্ন করলেন ; **এতৌ মে**=(এগুলি উৎপন্ন করার উদ্দেশ্য ছিল) এই দুটি আমার ; **বহুধা**=নানাপ্রকার ; **প্রজাঃ**=প্রজাগণকে ; **করিষ্যতঃ ইতি**=উৎপন্ন করবে॥ ৪

ব্যাখ্যা—কবন্ধী ঋষির এই প্রশ্ন শুনে মহর্ষি পিপ্পলাদ বললেন—হে কাত্যায়ন ! একথা বেদে প্রসিদ্ধ যে সমস্ত জীবের প্রভু পরমেশ্বরের সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন প্রজা উৎপন্ন করার ইচ্ছা হল তখন তিনি সংকল্পরূপ তপ করলেন। তপে তিনি সর্বপ্রথম রয়ি এবং প্রাণ—এই দুটির এক যুগল উৎপন্ন করলেন। ওই যুগল উৎপন্ন করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে এই দুটি পরস্পর মিলিত হয়ে আমার জন্য নানাপ্রকার সৃষ্টি উৎপন্ন করবে। এই মন্ত্রে সকলের জীবনদায়িনী যে সমষ্টি জীবনী শক্তি, সেটিকে ‘প্রাণ’ নামে বলা হয়েছে। এই জীবনীশক্তি দ্বারাই প্রকৃতির স্থূল স্বরূপে—সমস্ত পদার্থে জীবন, স্থিতি এবং যথাযোগ্য সামঞ্জস্য হয়। স্থূল ভূতসমুদয়ের নাম ‘রয়ি’ রাখা হয়েছে, এটি প্রাণরূপ জীবনী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কার্যক্ষম হয়। প্রাণ হল চেতনা আর রয়ি হল শক্তি এবং আকৃতি। প্রাণ এবং রয়ির সংযোগেই সৃষ্টির সমস্ত কার্য সম্পন্ন হয়। একেই অন্যত্র অগ্নি এবং সোম নামেও বলা হয়েছে ॥ ৪ ॥

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্বা এতৎ সর্বং যন্মূর্তং চামূর্তং চ তস্মান্মূর্তিরেব রয়িঃ॥ ৫ ॥

হ=একথা নিশ্চয় যে ; আদিত্যঃ বৈ=সূর্যই ; প্রাণঃ=প্রাণ (এবং) ; চন্দ্রমাঃ এব=চন্দ্রমাই ; রয়িঃ=রয়ি ; যৎ মূর্তম্ চ=যা কিছু আকারবিশিষ্ট (পৃথ্বী, জল এবং তেজ) ; অমূর্তম্ চ=এবং যা নিরাকার (আকাশ এবং বায়ু) ; এতৎ সর্বম্ বৈ=এ সমস্তই ; রয়িঃ=রয়ি ; তস্মাৎ=এইজন্য ; মূর্তিঃ এব=মূর্তমাত্রই অর্থাৎ দৃশ্য তথা জ্ঞেয় সকল বস্তু ; রয়িঃ=রয়ি॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে উপরিউক্ত রয়ির স্বরূপ বোঝানো হয়েছে। পিপ্পলাদ বলছেন যে এই সম্পূর্ণ দৃশ্য জগৎ প্রাণ এবং রয়ি—এই উভয় তত্ত্বের সংযোগে বা সংমিশ্রণে হয়েছে। এইজন্য যদিও এদের পৃথক পৃথকভাবে বলা সম্ভব নয় তবু তুমি এইভাবে বোঝ—এই সূর্য, যিনি আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শন দেন, এই হল প্রাণ ; কারণ এঁর মধ্যে সকলকে জীবনপ্রদানকারিণী চেতনা শক্তির প্রাধান্য এবং আধিক্য বিদ্যমান। এই সূর্য সেই সূক্ষ্ম জীবনী শক্তির ঘনীভূত স্বরূপ। সেইভাবে এই চন্দ্রমাই 'রয়ি'। কারণ এঁর মধ্যে স্থূল তত্ত্ব পুষ্টিকারিণী ভূততন্মাত্রাগুলির আধিক্য রয়েছে। সমস্ত প্রাণীর স্থূল শরীরের পোষণ এই চন্দ্রমার শক্তি পেয়েই হয়। আমাদের শরীরে এই দুটি শক্তি প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যাপ্ত। তার মধ্যে জীবনী শক্তির সম্বন্ধ সূর্যের সঙ্গে এবং মাংস, মেদ আদি স্থূল তত্ত্বের সম্বন্ধ চন্দ্রমার সঙ্গে ॥ ৫ ॥

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং যদুদীচীং যদধো যদূর্ধ্বং যদন্তরা দিশো যৎসর্বং প্রকাশয়তি তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে॥ ৬ ॥

অথ=রাত্রির পর ; উদয়ন্=উদীয়মান ; আদিত্যঃ=সূর্য ; যৎ প্রাচীং দিশম্=যে পূর্বদিকে ; প্রবিশতি=প্রবেশ করেন ; তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্=তার দ্বারা পূর্বদিকের প্রাণগুলিকে ; রশ্মিষু=নিজের কিরণের মধ্যে ; সংনিধত্তে=ধারণ করেন (সেইরূপ) ; যৎ দক্ষিণাম্=যে দক্ষিণ দিককে ; যৎ প্রতীচীম্=যে পশ্চিম দিককে ; যৎ উদীচীম্=যে উত্তর দিককে ; যৎ অধঃ=যে নীচের লোকগুলিকে ;

যৎ ঊর্ধ্বম্=যে উপরের লোকগুলিকে ; **যৎ অন্তরা দিশঃ**=যে দিকগুলির মধ্যভাগ অর্থাৎ কোণগুলিকে (এবং) ; **যৎ সর্বম্**=যে অন্য সব কিছুকে ; **প্রকাশয়তি**= প্রকাশিত করেন ; **তেন সর্বান্ প্রাণান্**=তার দ্বারা সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ জগতের প্রাণসমূহকে ; **রশ্মিষু সংনিধত্তে**=নিজ কিরণের মধ্যে ধারণ করেন।। ৬ ।।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে সমস্ত প্রাণীর শরীরে যে জীবনী শক্তি আছে, তার সাথে সূর্যের সম্বন্ধ দেখানো হয়েছে। এর ভাবার্থ হল এই যে, রাত্রির পর যখন সূর্য উদিত হয়ে পূর্বদিকে নিজের প্রকাশ প্রসারিত করেন, সেই সময় তথাকার প্রাণীসমূহের প্রাণ নিজের কিরণে ধারণ করেন অর্থাৎ তাদের জীবনীশক্তি সূর্যের কিরণের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের মধ্যে এক নবীন স্ফূর্তি উৎপন্ন হয়। সেইরূপ যে সময় যে দিকে সূর্য নিজ প্রকাশ প্রসারিত করেন, তখন তথাকার প্রাণিগণকে তিনি স্ফূর্তি প্রদান করেন। অতএব, সূর্যই সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণ।। ৬ ।।

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্।।৭ ।।

সঃ এষঃ=এই সেই সূর্যই ; **উদয়তে**=উদয় হয় ; **বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ**= (যে) বৈশ্বানর অগ্নি (জঠরাগ্নি) (এবং) ; **বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ**=বিশ্বরূপ প্রাণ ; **তৎ এতৎ**=সেই এই তত্ত্বই ; **ঋচা**=ঋক্‌দ্বারা ; **অভ্যুক্তম্**=অগ্রে উক্ত হয়েছে।। ৭ ।।

ব্যাখ্যা—প্রাণিগণের শরীরে যে বৈশ্বানর নামক জঠরাগ্নি আছে, যার দ্বারা অন্নের পরিপাক হয় (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ১৫।১৪), তা সূর্যেরই অংশ, অতএব সূর্যই। তথা যে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচ রূপে বিভক্ত প্রাণ, সেও এই উদীয়মান সূর্যেরই অংশ, অতএব তারাও সূর্যই। এই কথা পরবর্তী মন্ত্রদ্বারা বোঝানো হয়েছে।। ৭ ।।

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্। সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ।। ৮ ।।

বিশ্বরূপম্=সর্বপ্রকার রূপের কেন্দ্র ; **জাতবেদসম্**=সর্বজ্ঞ ; **পরায়ণম্**=

সর্বাধার ; **জ্যোতিঃ**=প্রকাশময় ; **তপন্তম্**=তাপদায়ক ; **হরিণম্**=তেজোময় সূর্যকে ; **একম্**=অদ্বিতীয় (বলেন) ; **এষঃ**=এই ; **সহস্ররশ্মি**=সহস্র তেজোময় ; **সূর্যঃ**=সূর্য ; **শতধা বর্তমানঃ**=শতরূপে বর্তমান হয়ে ; **প্রজানাম্**= সমস্ত জীবের ; **প্রাণঃ**=প্রাণ (জীবনদাতা) হয়ে ; **উদয়তি**=উদয় হয়॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—এই সূর্যের তত্ত্ব যাঁরা জানেন তাঁরা বলেন যে এই কিরণজাল দ্বারা মণ্ডিত এবং প্রকাশময়, তাপদায়ক সূর্য বিশ্বের সমস্ত রূপের কেন্দ্র। সকল রূপ (রঙ এবং আকৃতি) সূর্য দ্বারা উৎপন্ন এবং প্রকাশিত হয়। এই সবিতাই সকলের উৎপত্তিস্থান এবং এই সকলের জীবন জ্যোতির মূল স্রোত। ইনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বাধার, ইনি বৈশ্বানর অগ্নি এবং প্রাণশক্তি রূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সকলকে ধারণ করে রয়েছেন। সমস্ত জগতের প্রাণরূপ সূর্য একই। এইরূপে জগতে দ্বিতীয় কোনো জীবনীশক্তি নেই। এই সহস্র কিরণময় সূর্য আমাদের শত শত প্রকার ব্যবহার সিদ্ধ করতে করতে উদয় হন। জগতে উষ্ণতা এবং প্রকাশ প্রসারিত করা, সকলকে জীবনদান করা, ঋতুগুলির পরিবর্তন করা ইত্যাদি আমাদের শত শত প্রকার প্রয়োজন পূর্ণ করতে করতে সম্পূর্ণ সৃষ্টির জীবনদাতা প্রাণই সূর্যরূপে উদিত হন॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ——*এইভাবে এই পর্যন্ত কাত্যায়ন কবন্ধীর প্রশ্নানুসারে সংক্ষেপে এই কথা বলা হয়েছে যে ওই সর্বশক্তিমান পরব্রহ্ম পরমেশ্বর থেকে তাঁরই সংকল্প অনুসারে প্রাণ এবং রয়ির সংযোগে এই সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি হয়ে থাকে। এইবার এই প্রাণশক্তি এবং রয়িশক্তির সম্বন্ধে পরমেশ্বরের উপাসনার প্রকার এবং তার ফল বলার জন্য অন্য প্রকরণ আরম্ভ করা হচ্ছে।*

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণং চোত্তরং চ তদ্যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্তে কৃতমিত্যুপাসতে তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্তন্তে তস্মাদেত ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ॥ ৯

সংবৎসরঃ বৈ=সংবৎসরই (বারো মাসাত্মক কাল) ; **প্রজাপতিঃ**= প্রজাপতি ; **তস্য অয়নে**=তার দুটি অয়ন ; **দক্ষিণম্ চ**=একটি দক্ষিণ এবং ;

উত্তরম্ চ=দ্বিতীয়টি উত্তর ; **তৎ যে হ**=তথায় মানুষের মধ্যে যারা নিশ্চয়-পূর্বক ; **তৎ ইষ্টাপূর্তে বৈ**= (কেবল) ওই ইষ্ট এবং পূর্ত কর্মগুলিকেই ; **কৃতম্ ইতি**=করণীয় কর্ম মনে করে (সকাম ভাবে) ; **উপাসতে**=তার উপাসনা করে (তার অনুষ্ঠানে রত থাকে) ; **তে চান্দ্রমসম্**=তারা চন্দ্রমার ; **লোকম্ এব**=লোককেই ; **অভিজয়ন্তে**=প্রাপ্ত হয় (এবং) ; **তে এব**=তারাই ; **পুনঃ আবর্তন্তে**=পুনঃ (সেখান থেকে) ফিরে আসে ; **তস্মাৎ এতে**=এইজন্য এই ; **প্রজাকামাঃ ঋষয়ঃ**= সন্তানকামী ঋষিগণ ; **দক্ষিণম্ প্রতিপদ্যন্তে**=দক্ষিণ (মার্গ) প্রাপ্ত হন ; **হ এষঃ বৈ রয়িঃ**=নিঃসন্দেহে এটি ওই রয়ি ; **যঃ পিতৃযাণঃ**=যা 'পিতৃযান' নামক মার্গ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে সংবৎসরকে পরমাত্মার প্রতীক রূপে গ্রহণ করে তার অঙ্গরূপ রয়িস্থানীয় ভোগ্যপদার্থগুলির উদ্দেশ্যে ক্রিয়মাণ উপাসনা এবং তার ফল বলা হচ্ছে। এর তাৎপর্য হল এই যে, বারো মাসাত্মক এই সংবৎসররূপ কালই সৃষ্টির স্বামী পরমেশ্বরের স্বরূপ। তার দুটি অয়ন। দক্ষিণ ও উত্তর। দক্ষিণায়নের যে ছয় মাস, তাতে সূর্য দক্ষিণের দিকে ভ্রমণ করে। সেগুলি এর দক্ষিণ অঙ্গ এবং উত্তরায়ণের ছয় মাস উত্তর অঙ্গ। তার মধ্যে উত্তর অঙ্গ প্রাণস্বরূপ, এই বিশ্বের আত্মারূপী পরমেশ্বরের সর্বান্তর্যামী স্বরূপ এবং দক্ষিণ অঙ্গ রয়ি অর্থাৎ তার বাহ্য ভোগ্যস্বরূপ। এই সংসারে সন্তানকামী যেসব ঋষি স্বর্গাদি সাংসারিক ভোগে আসক্ত, তাঁরা যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদের পূজন, ব্রাহ্মণ এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষদের ধনাদি দিয়ে সৎকার করা, দুঃখী জীবের সেবা করা ইত্যাদি ইষ্টকর্ম তথা কূপ, জলাশয়, উদ্যান, ধর্মশালা, বিদ্যালয়, ঔষধালয়, পুস্তকালয় আদি লোকোপকারী চিরস্থায়ী স্মারকের স্থাপনা আদি পূর্ত কর্মসমূহকে উৎকৃষ্ট কাজ মনে করেন এবং এর ফলস্বরূপ ইহলোক তথা পরলোকের ভোগসমূহের উদ্দেশ্যে এর উপাসনা অর্থাৎ বিধিবৎ অনুষ্ঠান করেন। সংবৎসররূপ পরমেশ্বরের এটি দক্ষিণ অঙ্গের উপাসনা। একে ঈশাবাস্যোপনিষদে অসম্ভূতি উপাসনার নামে দেব, পিতৃগণ, মনুষ্য আদি শরীরের সেবা বলা হয়েছে। এর প্রভাবে তাঁরা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় নিজ কর্মফল ভোগ করে পুনঃ এই লোকে ফিরে আসেন। এটি হল

পিতৃযান মার্গ॥ ৯ ॥

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াঽঽত্মান-মন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদ-মৃতমভয়মেতৎপরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্তন্ত ইত্যেষ নিরোধস্তদেষ শ্লোকঃ॥ ১০ ॥

অথ=কিন্তু (যাঁরা) ; **তপসা**=তপস্যার সহিত ; **ব্রহ্মচর্যেণ**=ব্রহ্মচর্যপূর্বক (এবং) ; **শ্রদ্ধয়া**=শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ; **বিদ্যয়া**=অধ্যাত্মবিদ্যা দ্বারা ; **আত্মানম্**=পরমাত্মার ; **অন্বিষ্য**=খোঁজ করে (জীবন সার্থক করেন, তাঁরা) ; **উত্তরেণ**=উত্তরায়ণ মার্গ দ্বারা ; **আদিত্যম্**=সূর্যলোককে ; **অভিজয়ন্তে**=প্রাপ্ত হন ; **এতৎ বৈ**=এই (সূর্যই) ; **প্রাণানাম্**=প্রাণগুলির ; **আয়তনম্**=কেন্দ্র ; **এতৎ অমৃতম্**=এই অমৃত (অবিনাশী) (এবং) ; **অভয়ম্**=নির্ভয় পদ ; **এতৎ পরায়ণম্**=এটি পরমগতি ; **এতস্মাৎ**=এজন্য ; **ন পুনঃ আবর্তন্তে**=পুনরায় ফিরে আসেন না ; **ইতি এষঃ**=এইভাবে এটি ; **নিরোধঃ**=নিরোধ (পুনরাবৃত্তির নিবারক) ; **তৎ এষঃ**=(একথা স্পষ্টকারক) এই (আগামী) ; **শ্লোকঃ**= শ্লোক॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—উপযুক্ত সকাম উপাসক ছাড়া যাঁরা কল্যাণকামী সাধক, তাঁরা এই সাংসারিক ভোগের অনিত্যতা এবং দুঃখরূপ তাপকে উপলব্ধি করে তা থেকে বিরত হন। তাঁরা শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রহ্মচর্যের পালন করে সংযমপূর্বক ত্যাগময় জীবনযাপন করেন এবং অধ্যাত্মবিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ পরমাত্মা প্রাপ্তির অনুকূল কোনো সাধন দ্বারা সকলের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের নিষ্কাম উপাসনা করেন। এটি সংবৎসররূপ প্রজাপতির উত্তর অঙ্গের উপাসনা। একে ঈশাবাস্য উপনিষদে সম্ভূতির উপাসনা বলা হয়েছে। এর উপাসক উত্তরায়ণ-মার্গ মাধ্যমে সূর্যলোকে গিয়ে সূর্যের আত্মারূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে লাভ করেন। এই সূর্যই নিখিল জগতের প্রাণকেন্দ্র। এটি অমৃত—অবিনাশী এবং নির্ভয় পদ। এটিই পরম গতি। যে মহাপুরুষ এটি লাভ করেছেন তিনি আর প্রত্যাবর্তন করেন না। এটি নিরোধ অর্থাৎ পুনর্জন্মরোধক আত্যন্তিক প্রলয়। এই মন্ত্রে সূর্যকে পরমেশ্বরের স্বরূপ স্বীকার করেই উপরি উক্ত মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। এ

কথা পরবর্তী মন্ত্রে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে॥ ১০ ॥

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্। অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি॥ ১১ ॥ [১]

(অনেকেই এই সূর্যকে) ; **পঞ্চপাদম্**=পঞ্চপদ ; **পিতরম্**=সকলের পিতা ; **দ্বাদশাকৃতিম্**=বারো আকৃতিবিশিষ্ট ; **পুরীষিণম্**=জলের উৎপাদক ; **দিবঃ পরে অর্ধে**=(এবং স্বর্গলোক থেকেও উপরের স্থানে (স্থিত) ; **আহুঃ**=বলে ; **অথ ইমে**=তথা এরা ; **অন্যে উ**=কিছু অন্য লোক ; **ইতি আহুঃ**=এইরূপ বলে (যে) ; **পরে**=বিশুদ্ধ ; **সপ্তচক্রে**=সাত চক্রবিশিষ্ট (এবং) ; **ষড়রে**= ছয় অরবিশিষ্ট (রথে) ; **অর্পিতম্**=উপবিষ্ট (এবং) ; **বিচক্ষণম্**=সকলকে ভালোভাবে জানে॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচরস্বরূপ এই সূর্যের বিষয়ে কিছু তত্ত্ববেত্তা বলেন যে সূর্যের পাঁচটি চরণ বিদ্যমান। ছয় ঋতুর মধ্যে হেমন্ত ও শিশির—এই দুটি ঋতুকে একত্রিত করে পাঁচটি ঋতুকে তাঁরা এই সূর্যের পাঁচ চরণ বলেন ; তথা একথাও বলেন যে, বারো মাস সূর্যের বারো আকৃতি অর্থাৎ বারোটি শরীর। এর স্থান স্বর্গলোক অপেক্ষাও উচ্চ। স্বর্গলোক এরই আলোকে আলোকিত। এই লোকে যে জল বর্ষিত হয়, তা সেই লোকের জল থেকেই সৃষ্ট হয়। অতএব সকলকে জলরূপে জীবনদাতা হওয়ার জন্য এ সকলের পিতা। অন্য জ্ঞানী পুরুষ বলেন, লাল পীতাদি সাত রঙের কিরণযুক্ত তথা বসন্ত আদি ছয় ঋতুর হেতুভূত এই বিশুদ্ধ প্রকাশময় সূর্যমণ্ডলে—যাকে সাত চক্র এবং ছয় অরবিশিষ্ট রথ বলা হয়েছে—উপবিষ্ট আত্মারূপী, সকলের প্রকৃত জ্ঞাতা সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরই উপাস্য। স্থূল নেত্রে পরিদৃশ্যমান এই সূর্যমণ্ডল তাঁর শরীর। এইজন্য এটি তাঁরই মহিমা॥ ১১ ॥

মাসো বৈ প্রজাপতিস্তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ শুক্লঃ

[১] এটি অথর্ববেদের নবম কাণ্ডের চতুর্দশ সূক্তের দ্বাদশ তথা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪তম সূক্তের দ্বাদশসংখ্যক মন্ত্রের অনুরূপ।

প্রাণস্তস্মাদেত ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টং কুর্বন্তীতর ইতরস্মিন্॥ ১২ ॥

মাসঃ বৈ=মাসই ; প্রজাপতিঃ=প্রজাপতি ; তস্য=তার ; কৃষ্ণপক্ষঃ এব=কৃষ্ণপক্ষই ; রয়িঃ=রয়ি (এবং) ; শুক্লঃ প্রাণঃ=শুক্লপক্ষ প্রাণ ; তস্মাৎ= এইজন্য ; এতে ঋষয়ঃ=(কল্যাণকামী) এই ঋষিগণ ; শুক্লে=শুক্লপক্ষে (নিষ্কামরূপে) ; ইষ্টম্=যজ্ঞাদি কর্তব্যকর্ম ; কুর্বন্তি=করেন (তথা) ; ইতরে=অন্যেরা (যাঁরা সাংসারিক ভোগ চান) ; ইতরস্মিন্=অন্য পক্ষে—কৃষ্ণ পক্ষে (সকামভাবে যজ্ঞাদি শুভকর্মের অনুষ্ঠান করেন)॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে মাসগুলিকে প্রজাপতি পরমেশ্বরের রূপ প্রদান করে কর্মদ্বারা তার উপাসনা করার রহস্য বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে, প্রত্যেক মাসই প্রজাপতি, তার মধ্যে কৃষ্ণপক্ষের পনেরো দিন পরমাত্মার দক্ষিণ অঙ্গ ; একে রয়ি (স্থূল ভূতসমুদয়ের কারণ) বুঝতে হবে। এটি ওই পরমেশ্বরের শক্তিরূপী ভোগময়রূপ। শুক্লপক্ষের পনেরো দিন তাঁর উত্তর অঙ্গ। এটি প্রাণ অর্থাৎ সকলকে জীবনপ্রদানকারী পরমাত্মার সর্বান্তর্যামী রূপ। এইজন্য যাঁরা কল্যাণকামী ঋষি অর্থাৎ যাঁরা রয়িস্থানীয় ভোগ্যপদার্থ থেকে উপরত হয়ে প্রাণস্থানীয় সর্বাত্মরূপ পরব্রহ্মকে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁরা নিজের সমস্ত শুভকর্ম শুক্লপক্ষে সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ শুক্লপক্ষ স্থানীয় প্রাণাধার পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে অর্পণপূর্বক বলেন, তাঁরা এর কোনো ফল চান না ; এটিই গীতার কর্মযোগ। এর অতিরিক্ত যারা ভোগাসক্ত মানুষ তারা কৃষ্ণপক্ষে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ স্থানীয় স্থূল পদার্থ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রকার কর্ম করে। এর বর্ণনা গীতায় 'স্বর্গপরাঃ' এই নামে হয়েছে (গীতা ২।৪২, ৪৪)॥ ১২ ॥

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিস্তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে॥ ১৩ ॥

অহোরাত্রঃ বৈ=অহোরাত্রই ; প্রজাপতিঃ=প্রজাপতি ; তস্য=প্রজাপতির ; অহঃ এব=দিনই ; প্রাণঃ=প্রাণ (এবং) ; রাত্রিঃ এব=রাত্রিই ; রয়িঃ=রয়ি ; যে দিবা=(অতঃ) যারা দিনে ; রত্যা সংযুজ্যন্তে=স্ত্রীর সহিত সহবাস করে ; এতে= এরা ; বৈ প্রাণম্=অবশ্যই নিজের প্রাণকেই ; প্রস্কন্দন্তি=ক্ষীণ করে (তথা) ;

যৎ রাত্রৌ=যে রাত্রিতে ; রত্যা সংযুজ্যন্তে=স্ত্রী-সহবাস করে ; তৎ ব্রহ্মচর্যম্ এব=তা ব্রহ্মচর্যই।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে দিন এবং রাত্রির চব্বিশ ঘন্টা সময়রূপে পরমেশ্বরের স্বরূপের কল্পনা করে জীবনোপযোগী কর্মের রহস্য বোঝানো হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে দিন এবং রাত্রির মিলিত রূপই জগৎপতি পরমেশ্বরের পূর্ণরূপ। তাঁর এই দিন হল প্রাণ অর্থাৎ সকলের জীবনদাতা প্রকাশময় বিশুদ্ধ স্বরূপ এবং রাত্রি ভোগরূপ রয়ি। সুতরাং যে মানুষ দিবসে স্ত্রী-প্রসঙ্গ করে অর্থাৎ পরমাত্মার বিশুদ্ধ স্বরূপকে লাভ করার ইচ্ছায় প্রকাশময় মার্গে চলা আরম্ভ করেও স্ত্রীপ্রসঙ্গ আদি বিলাসে আসক্ত হয়, সে নিজ লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত না পৌঁছে এই অমূল্য জীবনকে নিরর্থক নষ্ট করে দেয়। তার থেকে ভিন্ন যারা সাংসারিক উন্নতি চায়, তারা যদি শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে ঋতুকালে রাত্রিতে নিয়মানুকূল স্ত্রীসঙ্গ করে তাহলে তারা শাস্ত্রীয় আজ্ঞা পালন করার জন্য ব্রহ্মচারী সদৃশই হয়। লৌকিক দৃষ্টিতে একথা বলা যেতে পারে যে, এই মন্ত্রে গৃহস্থাশ্রমীকে দিনে স্ত্রীসঙ্গ না করার এবং বিহিত রাত্রিতে শাস্ত্রানুসারে নিয়মিত এবং সংযতরূপে কেবল সন্তান কামনায় স্ত্রীসহবাস করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাহলে ওই ব্যক্তি ব্রহ্মচারীরূপে পরিগণিত হতে পারে॥ ১৩ ॥[১]

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি॥ ১৪ ॥

অন্নং বৈ=অন্নই ; প্রজাপতিঃ=প্রজাপতি ; হ ততঃ বৈ=কারণ অন্ন থেকেই ; তৎ রেতঃ=ওই বীর্য (উৎপন্ন হয়) ; তস্মাৎ=ওই বীর্য থেকে ; ইমাঃ প্রজাঃ=এই

[১]রজোদর্শন দিবস থেকে ১৬দিন পর্যন্ত স্বাভাবিক ঋতুকাল। এর মধ্যে প্রথম চার রাত্রি তথা একাদশ এবং ত্রয়োদশত রাত্রি সর্বথা বর্জিত। বাকি দশ রাত্রিতে পর্ব (একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, গ্রহণ, ব্যতিপাত, সংক্রান্তি, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, রামনবমী আদি) দিন ছাড়া পত্নীর রতি কামনায় যে পুরুষ মাসে কেবলমাত্র দুরাত্রি স্ত্রী-সহবাস করে, সে গৃহস্থাশ্রমে থেকেও ব্রহ্মচারীরূপে স্বীকৃত (মনুস্মৃতি ৩।৪৫-৪৭, ৫০)।

সম্পূর্ণ চরাচর প্রাণী ; **প্রজায়ন্তে ইতি**=উৎপন্ন হয়॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে অন্নকে প্রজাপতির স্বরূপ বলে অন্নের মহিমা জানিয়ে বলছেন যে, সমস্ত প্রাণীর আহাররূপ অন্নই প্রজাপতি ; কারণ এর থেকেই বীর্য উৎপন্ন হয় এবং বীর্য দ্বারা সমস্ত সংসারের প্রাণী উৎপন্ন হয়। এই কারণে এই অন্নকেও প্রকারান্তরে প্রজাপতি স্বীকার করা হয়েছে॥ ১৪॥

সম্বন্ধ——*এখন পূর্বোক্ত দুই প্রকার সাধকের প্রাপ্য পৃথক পৃথক ফলের বর্ণনা করা হচ্ছে।*

তদ্ যে হ বৈ তৎপ্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫ ॥

তৎ যে হ বৈ=যাঁরাই নিশ্চয়পূর্বক ; **তৎ প্রজাপতিব্রতম্**=ওই প্রজাপতি-ব্রতের ; **চরন্তি**=অনুষ্ঠান করেন ; **তে মিথুনম্**=তাঁরা যুগ্মকে (জোড়) ; **উৎপাদয়ন্তে**=উৎপন্ন করেন ; **যেষাং তপঃ**=যাঁদের তপ (এবং) ; **ব্রহ্মচর্যম্**=ব্রহ্মচর্য ; **যেষু সত্যম্**=যাঁদের মধ্যে সত্য ; **প্রতিষ্ঠিতম্**=প্রতিষ্ঠিত ; **তেষাম্ এব**= তাঁদেরই ; **এষঃ ব্রহ্মলোকঃ**= এই ব্রহ্মলোক অর্থাৎ তাঁরাই এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন ॥১৫ ॥

ব্যাখ্যা—যাঁরা সন্তান উৎপত্তিরূপ প্রজাপতির ব্রত করেন অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকের ভোগপ্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্মের আচরণ করে নিয়মানুসারে স্ত্রী-সঙ্গ আদি ভোগের উপভোগ করেন, তাঁরা পুত্র এবং কন্যারূপ যুগল উৎপন্ন করে প্রজাবৃদ্ধি করেন এবং যাঁরা তাঁদের থেকে ভিন্ন, যাঁদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য এবং তপস্যা পরিপূর্ণ, যাঁদের জীবন সত্যময় তথা যাঁরা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে নিজ হৃদয়ে নিত্য বিরাজমানরূপে দেখেন, তাঁরাই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। পরমলোক পরমগতি তাঁরাই পান, অন্যেরা পায় না॥ ১৫ ॥

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি॥ ১৬॥

যেষু ন=যাঁদের মধ্যে নেই ; **জিহ্মম্**=কুটিলতা (এবং) ; **অনৃতম্**=মিথ্যা ; **চ ন**=তথা নেই ; **মায়া**=মায়া ; **তেষাম্**=তাঁরাই ; **অসৌ**=ওই ; **বিরজঃ**=

বিকাররহিত, বিশুদ্ধ ; **ব্রহ্মলোকঃ ইতি**=ব্রহ্মলোক লাভ করেন॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—যাঁদের মধ্যে কুটিলতার লেশমাত্রও নেই, স্বপ্নেও যাঁরা মিথ্যা কথা বলেন না এবং অসত্যময় আচরণ থেকে দূরে থাকেন, যাঁদের মধ্যে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষাদি বিকারের সর্বতোভাবে অভাব, যাঁরা সমস্ত প্রকার ছল কপটভাবশূন্য, তাঁরাই ওই বিকাররহিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক লাভ করেন। এঁদের থেকে যাঁরা বিপরীত তাঁরা সেই পরমপদের অধিকারী নন॥ ১৬ ॥

প্রথম প্রশ্ন সমাপ্ত॥ ১ ॥

দ্বিতীয় প্রশ্ন

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ ইতি॥ ১ ॥

অথ হ এনম্=এরপর এই প্রসিদ্ধ (পিপ্পলাদ) ঋষিকে ; **বৈদর্ভিঃ ভার্গবঃ**=বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ; **পপ্রচ্ছ**=জিজ্ঞাসা করলেন ; **ভগবন্**=ভগবান ; **কতি দেবাঃ এব**=কত দেবতা ; **প্রজাং বিধারয়ন্তে**=প্রজাকে ধারণ করেন ; **কতরে এতৎ**=তাঁদের মধ্যে কে কে একে ; **প্রকাশয়ন্তে**=প্রকাশিত করেন ; **পুনঃ**=পুনরায় (একথাও বলুন) ; **এষাম্**=এঁদের মধ্যে ; **কঃ**=কে ; **বরিষ্ঠঃ**=সর্বশ্রেষ্ঠ ; **ইতি**=এই আমার প্রশ্ন॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে ভার্গব ঋষি মহর্ষি পিপ্পলাদকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। (১) প্রজাদের অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীকুলের শরীর ধারণ করেন এমন কত দেবতা আছেন ? (২) তাঁদের মধ্যে কে কে এদের প্রকাশিত করেন ? (৩) এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচাকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি বয়মেতদ্‌বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ॥ ২ ॥

সঃ হ=তখন ওই প্রসিদ্ধ পিপ্পলাদ ঋষি ; **তস্মৈ উবাচ**=ভার্গবকে বললেন ; **হ আকাশঃ বৈ**=নিশ্চয়ই ওই প্রসিদ্ধ আকাশ ; **এষঃ দেবঃ**=এই দেবতা

(তথা) ; **বায়ুঃ**=বায়ু ; **অগ্নিঃ**=অগ্নি ; **আপঃ**=জল ; **পৃথিবী**=পৃথিবী ; **বাক্**=বাণী (কর্মেন্দ্রিয়সমূহ) ; **চক্ষুঃ চ শ্রোত্রম্**=নেত্র এবং শ্রোত্র (জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল) তথা মন (অন্তঃকরণ)ও (দেবতা) ; **তে প্রকাশ্য**=তাঁরা সকলে নিজ নিজ শক্তি প্রকাশ করে ; **অভিবদন্তি**=অভিমানপূর্বক বলতে আরম্ভ করেন ; **বয়ম্ এতৎ বাণম্**=আমরা এই শরীরকে ; **অবষ্টভ্য**=আশ্রয় দিয়ে ; **বিধারয়ামঃ**=ধারণ করে রেখেছি॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—এইভাবে ভার্গবের জিজ্ঞাসার পর মহর্ষি পিপ্পলাদ উত্তর দিচ্ছেন। এখানে দুটি প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গেই দিয়েছেন। পিপ্পলাদ বলছেন যে, সকলের আধার তো আকাশরূপ দেবতাই ; কিন্তু তা থেকে উৎপন্ন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্বী—এই চার মহাভূতও শরীরকে ধারণ করে থাকেন। এই স্থূল শরীর এঁদের দ্বারা তৈরি হয়েছে। এজন্য এঁরা ধারক দেবতা। বাণী আদি পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, নেত্র ও কান আদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন আদি চার অন্তঃকরণ—এই চতুর্দশ দেবতা এই শরীরের প্রকাশক। এইসকল দেবতা দেহকে ধারণ এবং প্রকাশিত করেন, এইজন্য এঁরা সকলের ধারক এবং প্রকাশক দেবতা। এই দেবতাগণ এই দেহকে প্রকাশিত করে পারস্পরিক বিবাদ আরম্ভ করেন এবং অভিমানপূর্বক পরস্পর বলতে থাকেন যে, আমরা শরীরকে আশ্রয় দিয়ে ধারণ করে রেখেছি॥ ২ ॥

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ। মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাহহত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি তেহশ্রদ্দধানা বভূবুঃ॥ ৩ ॥

তান্=তাঁদের মধ্যে ; **বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ**=সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ ; **উবাচ**=বললেন ; **মোহম্**=(তোমরা) মোহে ; **মা আপদ্যথ**=পতিত হোয়ো না ; **অহম্ এব**=আমিই ; **এতৎ আত্মানম্**=নিজের এই স্বরূপকে ; **পঞ্চধা প্রবিভজ্য**= পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে ; **এতদ্ বাণম্**=এই শরীরকে ; **অবষ্টভ্য**=আশ্রয় দিয়ে ; **বিধারয়ামি**=ধারণ করছি ; **ইতি তে**=একথা (শুনেও) তাঁরা ; **অশ্রদ্দধানাঃ**=অবিশ্বাসীই ; **বভূবুঃ**= হয়েছিলেন॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—এইভাবে যখন সকল মহাভূত, ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণরূপ

দেবতা পরস্পর বিবদমান, তখন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ তাঁদের বললেন—'তোমরা অজ্ঞানবশত পরস্পর বিবাদ করো না ; তোমাদের মধ্যে কারো এই শরীরকে ধারণ করার অথবা সুরক্ষিত রাখার শক্তি নেই। আমিই নিজের শরীরকে (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান) পঞ্চভাগে বিভক্ত করে আশ্রয় দিয়ে ধারণ করে রেখেছি এবং আমার দ্বারা এ সুরক্ষিত। প্রাণের একথা শ্রবণ করেও অন্য দেবতাগণ তাঁকে বিশ্বাস করেননি, তাঁরা সেই কথায় অবিশ্বাসীই ছিলেন॥ ৩ ॥

সোঽভিমানাদূর্ধ্বমুৎক্রমত ইব তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব এবোৎক্রামন্তে তস্মিঁশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্ যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্বা এবোৎক্রামন্তে তস্মিঁশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্বা এব প্রাতিষ্ঠন্ত এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি॥ ৪ ॥

সঃ=(তখন) প্রাণ ; **অভিমানাৎ**=অভিমানপূর্বক ; **উর্ধ্বম্ উৎক্রমতে ইব**= ওই শরীর থেকে উর্ধ্বগতি হয়ে বাইরে আসতে আরম্ভ করলেন ; **তস্মিন্ উৎক্রামতি**=(প্রাণ) বাইরে বেরিয়ে এলে পর ; **অথ ইতরে সর্বে এব**=তাঁর সাথে সাথে অন্য সকলেও ; **উৎক্রামন্তে**=শরীর থেকে বহির্ভাগে আসতে আরম্ভ করলেন ; **চ**=এবং ; **তস্মিন্ প্রতিষ্ঠমানে**=তাঁর অবস্থানে ; **সর্বে এব প্রাতিষ্ঠন্তে**=অন্য সকল দেবতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলেন ; **তৎ যথা**=তখন যেরূপ (মৌচাক থেকে) ; **মধুকররাজানম্**=মধুমক্ষিকার রাজা ; **উৎক্রামন্তম্**=বেরিয়ে এলে পর (তার সাথে সাথে) ; **সর্বাঃ এব**=সকলেই ; **মক্ষিকাঃ**= মধুমক্ষিকা-সমূহ ; **উৎক্রামন্তে**=বহির্গত হয় ; **চ তস্মিন্**=এবং মক্ষিকাগণের রাজা ; **প্রতিষ্ঠমানে**=বসলে পর ; **সর্বাঃ এব**=সকলেই ; **প্রাতিষ্ঠন্তে**=বসে পড়ে ; **এবম্**= এইরূপ দশা (এঁদের সকলের হল) ; **বাক্ চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ মনঃ**=অতএব বাণী, নেত্র, শ্রোত্র এবং মন ; **তে**=তাঁরা সকলেই ; **প্রীতাঃ প্রাণম্ স্তুন্বন্তি**=প্রাণের শ্রেষ্ঠতার অনুভব করে প্রসন্ন হয়ে প্রাণের স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—তখন সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের প্রভাব দেখিয়ে সাবধান করার

জন্য ওই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ অভিমানপূর্বক শরীরের ভিতর থেকে বহির্গত হওয়ার জন্য উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করলেন। তখন সমস্ত দেবতা বিবশ হয়ে তাঁর সাথে বাইরে আসতে লাগলেন ; কেউই স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি যখন নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তখন অন্যেরাও স্থিত হলেন। যেমন, মধুমক্ষিকার রাজা যখন নিজ স্থান থেকে উড়ে যায় তখন একই সাথে অন্যান্য মক্ষিকাও উড়ে যায় আর যখন রাজা বসে পড়ে তখন অন্যেরাও বসে পড়ে। এই সমস্ত বাক্ আদি দেবতাগণেরও তখন সেইরূপ দশা হল। এইসব দেখে বাণী, চক্ষুঃ, শ্রোত্রাদি সকল ইন্দ্রিয়গণের এবং মন আদি অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলিরও বিশ্বাস হল যে আমাদের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁরা সকলেই প্রসন্নতাপূর্বক নিম্নোক্তভাবে প্রাণের স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ——*প্রাণকেই পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ মনে করে উপাসনা করার জন্য সর্বাত্মরূপে প্রাণের মহত্ত্ব বলা হচ্ছে—*[১]

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ॥ ৫ ॥

এষঃ অগ্নিঃ তপতি=এই প্রাণ অগ্নিরূপে তাপ দেন ; **এষঃ সূর্যঃ**=ইনি সূর্য ; **এষঃ পর্জন্যঃ**=ইনি মেঘ ; (**এষঃ**) **মঘবান্**=ইনি ইন্দ্র ; **এষঃ বায়ু**=ইনি বায়ু (তথা) ; **এষঃ দেবঃ**=এই প্রাণরূপী দেব ; **পৃথিবী**=পৃথিবী (এবং) ; **রয়িঃ**=রয়ি (তথা) ; **যৎ**=যা কিছু ; **সৎ**=সৎ ; **চ**=এবং ; **অসৎ**=অসৎ ; **চ**=তথা ; (**যৎ**=যাকে) ; **অমৃতম্**=অমৃত বলা হয় (তাও প্রাণই)॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—বাণী আদি সকল দেবতা স্তুতি করে বললেন—এই প্রাণই অগ্নি-রূপ ধারণ করে তাপ দেন এবং ইনিই সূর্য, ইনিই মেঘ, ইন্দ্র এবং বায়ু। এই দেবতাই পৃথ্বী এবং রয়ি (ভূতসমুদয়) তথা সৎ, অসৎ এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা, তাও এই প্রাণই॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূঁষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ॥ ৬ ॥

[১] এ বিষয়ের বর্ণনা অথর্ববেদের একাদশ কাণ্ডের চতুর্থ সূক্তে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত রয়েছে।

রথনাভৌ=রথের চক্রের নাভিতে সংলগ্ন ; **অরাঃ ইব**=শলাকাসমূহের মতো ; **ঋচঃ**=ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি ; **যজূংষি**=যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি (তথা) ; **সামানি**= সামবেদের মন্ত্রগুলি ; **যজ্ঞঃ চ**=যজ্ঞ এবং ; **ব্রহ্ম ক্ষত্রম্**=(যজ্ঞকারী) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আদি অধিকারী ; **সর্বম্**=এঁরা সকলে ; **প্রাণে**=(এই) প্রাণে ; **প্রতিষ্ঠিতম্**=প্রতিষ্ঠিত॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—যেরূপ রথচক্রের নাভিতে সংলগ্ন শলাকাগুলি নাভিরই আশ্রিত থাকে, সেইরূপ ঋগ্বেদের সমস্ত মন্ত্রগুলি, যজুর্বেদের সমস্ত মন্ত্রগুলি, সম্পূর্ণ সামবেদ এবং সেগুলি দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞাদি শুভকর্ম এবং ওই শুভকর্ম-সম্পন্নকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আদি অধিকারীবর্গ—এঁরা সকলেই প্রাণের আধারেই অবস্থিত ; সকলের আশ্রয় প্রাণই॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ—*এইভাবে প্রাণের মহত্ত্ব কীর্তন করে এখন তাঁর স্তুতি করা হচ্ছে—*

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে। তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি॥ ৭ ॥

প্রাণ=হে প্রাণ ! ; **ত্বম্ এব**=তুমিই ; **প্রজাপতিঃ**=প্রজাপতি ; **(ত্বম্ এব)**= তুমিই ; **গর্ভে চরসি**=গর্ভে বিচরণ কর ; **প্রতিজায়সে**=(তুমিই) মাতা-পিতার অনুরূপ হয়ে জন্ম নাও ; **তু**=নিশ্চয়ই ; **ইমাঃ**=এইসব ; **প্রজাঃ**=প্রাণী ; **তুভ্যম্**= তোমাকে ; **বলিম্ হরন্তি**=বলি বা উপহার উৎসর্গ করে ; **যঃ**=যে তুমি ; **প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি**=(অপানাদি অন্য) প্রাণের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকো॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—হে প্রাণ ! তুমিই প্রজাপতি (প্রাণিগণের ঈশ্বর), তুমিই গর্ভে বিচরণকারী এবং মাতা-পিতার অনুরূপ সন্তানরূপে জন্ম নাও। এই সমস্ত জীব তোমাকেই পূজা-উপহার উৎসর্গ করে। এর তাৎপর্য এই যে, তোমার তৃপ্তির জন্যই অন্নাদি ভক্ষণ করা হয়। তুমিই অপানাদি সমস্ত প্রাণের সঙ্গে সকলের শরীরে বিরাজ কর॥ ৭ ॥

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্বাঙ্গিরসামসি॥ ৮ ॥

(হে প্রাণ !) **দেবানাম্**=(তুমি) দেবতাদের জন্য ; **বহ্নিতমঃ**=উত্তম অগ্নি ;

অসি=হও ; পিতৃণাম্=পিতৃগণের জন্য ; **প্রথমা স্বধা**=প্রথম স্বধা ; **অথর্বাঙ্গিরসাম্**=অথর্বাঙ্গিরস আদি ; **ঋষীণাম্**=ঋষিগণ কর্তৃক ; **চরিতম্**=আচরিত ; **সত্যম্**=সত্য ; **অসি**=হও॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—হে প্রাণ ! তুমিই দেবতাদের জন্য হবি নিয়ে যাওয়ার জন্য উত্তম অগ্নি। পিতৃগণের জন্য প্রথম স্বধা। অথর্বাঙ্গিরস আদি ঋষিগণের দ্বারা আচরিত (অনুভূত) সত্যও তুমিই॥ ৮ ॥

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ॥ ৯ ॥

প্রাণ=হে প্রাণ ; **ত্বম্ তেজসা**=তুমি তেজ দ্বারা (সম্পন্ন) ; **ইন্দ্রঃ**=ইন্দ্রঃ ; **রুদ্রঃ**=রুদ্র (এবং) ; **পরিরক্ষিতা**=রক্ষাকারী ; **অসি**=হচ্ছ ; **ত্বম্**=তুমি ; **অন্তরিক্ষে**=অন্তরিক্ষে ; **চরসি**=বিচরণ কর (এবং) ; **ত্বম্**=তুমি ; **জ্যোতিষাম্ পতিঃ**=সমস্ত জ্যোতির স্বামী ; **সূর্যঃ**=সূর্য॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—হে প্রাণ ! তুমি সমস্ত প্রকারের তেজ (শক্তি) দ্বারা সম্পন্ন তিন লোকের স্বামী ইন্দ্র। তুমিই প্রলয়কালে সকলের সংহারকারী রুদ্র এবং তুমিই সকলের যথাযোগ্য সুরক্ষা ও বিধান করে থাক। তুমিই অন্তরিক্ষে (পৃথিবী এবং স্বর্গের মধ্যে) বিচরণকারী বায়ু তথা তুমিই অগ্নি, চন্দ্র, তারা ইত্যাদি সকল জ্যোতির্ময়ের স্বামী সূর্য॥ ৯ ॥

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি॥ ১০ ॥

প্রাণ=হে প্রাণ ! ; **যদা ত্বম্**=যখন তুমি ; **অভিবর্ষসি**=ভালোভাবে বর্ষণ কর ; **অথ**=ওই সময় ; **তে ইমে প্রজাঃ**=তোমার সমস্ত প্রজাগণ ; **কামায়**=যথেষ্ট ; **অন্নম্**=অন্ন ; **ভবিষ্যতি**=উৎপন্ন হবে ; **ইতি**=এইরূপ মনে করে ; **আনন্দরূপাঃ**=আনন্দময় ; **তিষ্ঠন্তি**=হয়ে যায়॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—হে প্রাণ ! যখন তুমি মেঘরূপ ধারণ করে পৃথ্বীলোকে চতুর্দিকে বর্ষণ কর, তখন তোমার সমস্ত প্রজাগণ 'আমাদের জীবন নির্বাহ হেতু ভালো অন্ন উৎপন্ন হবে' এইরূপ আশা করে আনন্দে মগ্ন হয়ে যায়॥ ১০ ॥

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকর্ষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ॥ ১১ ॥

প্রাণ=হে প্রাণ ! ; **ত্বম্**=তুমি ; **ব্রাত্যঃ**=সংস্কাররহিত (হয়েও) ; **একর্ষিঃ**= একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি ; (তথা) ; **বয়ম্**=আমরা (তোমার জন্য) ; **আদ্যস্য**=ভোজনের ; **দাতারঃ**=দাতা ; (এবং তুমি) ; **অত্তা**=ভোক্তা (ভোজনকর্তা) ; **বিশ্বস্য**=সম্পূর্ণ বিশ্বের ; **সৎপতিঃ**=শ্রেষ্ঠ স্বামী ; **মাতরিশ্ব**=আকাশে বিচরণশীল হে প্রাণ ! **ত্বম্**=তুমি ; **নঃ**=আমাদের ; **পিতা**= পিতা॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—হে প্রাণ ! তুমি সংস্কাররহিত হয়েও একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি। এর তাৎপর্য এই যে, তুমি স্বভাবত শুদ্ধ। অতএব, তোমাকে সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই ; বরঞ্চ তুমিই সকলকে পবিত্রকারী একমাত্র ঋষি। আমরা (সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন আদি) তোমার জন্য নানাপ্রকার ভোজনসামগ্রী অর্পণকারী এবং তুমি তার ভোক্তা। তুমিই সম্পূর্ণ বিশ্বের উত্তম স্বামী। হে আকাশচারী সমষ্টি বায়ুস্বরূপ প্রাণ ! তুমি আমাদের পিতা। কারণ তোমা থেকেই আমাদের সকলের উৎপত্তি হয়েছে॥ ১১ ॥

যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ॥ ১২ ॥

(হে প্রাণ !) **যা তে তনূঃ**=তোমার যে স্বরূপ ; **বাচি**=বাণীতে ; **প্রতিষ্ঠিতা**= প্রতিষ্ঠিত ; **চ**=তথা ; **যা শ্রোত্রে**=যা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে ; **যা চক্ষুষি**=যা চক্ষুতে ; **চ**= এবং ; **যা মনসি**=যা মনে ; **সন্ততা**=পরিব্যাপ্ত ; **তাম্**=তাকে ; **শিবাম্**= কল্যাণময় ; **কুরু**=করে নাও ; **মা উৎক্রমীঃ**=(তুমি) উৎক্রমণ কর না॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—হে প্রাণ ! তোমার যে স্বরূপ বাণী, শ্রোত্র, চক্ষু আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এবং মন আদি অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহে পরিব্যাপ্ত ; তুমি তাকে কল্যাণময় করে নাও। অর্থাৎ আমাদের সতর্ক করার জন্য তোমার যে আগ্রহ জেগেছে, তাকে শান্ত করে নাও এবং তুমি শরীর থেকে বহির্গত হয়ো না। এই আমাদের প্রার্থনা॥ ১২ ॥

প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎপ্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ন ইতি॥ ১৩

ইদম্=এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জগৎ (এবং) ; **যৎ ত্রিদিবে**=যা কিছু স্বর্গলোকে ; **প্রতিষ্ঠিতম্**=প্রতিষ্ঠিত ; **সর্বম্**=তা সব ; **প্রাণস্য**=প্রাণের ; **বশে**=অধীন (হে প্রাণ) ! ; **মাতা পুত্রান্ ইব**=মাতা যেরূপ নিজ পুত্রগণের রক্ষা করেন, সেইরূপ (তুমি আমাদের) ; **রক্ষস্ব**=রক্ষা করো ; **চ**=তথা ; **নঃ শ্রীঃ চ**=আমাদিগকে কান্তি এবং ; **প্রজ্ঞাম্**=বুদ্ধি ; **বিধেহি**=প্রদান করো ; **ইতি**=এইভাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত হল॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—পরিদৃশ্যমান এই জগতে যত পদার্থ আছে এবং যা কিছু স্বর্গে স্থিত ; তা সমস্তই এই প্রাণের অধীন। একথা ভেবে ইন্দ্রিয়াদি দেবগণ পরিশেষে প্রাণের নিকট প্রার্থনা করছেন—'হে প্রাণ ! যেরূপ মাতা নিজ পুত্রের রক্ষা করেন, সেইরূপ (তুমি আমাদের) রক্ষা করো তথা তুমি আমাদিগকে শ্রী কান্তি অর্থাৎ কার্য করার শক্তি এবং প্রজ্ঞা (জ্ঞান) প্রদান করো।'

এইভাবে এই প্রকরণে ভার্গব ঋষিদ্বারা জিজ্ঞাসিত তিনটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে মহর্ষি পিপ্পলাদ একথা বুঝিয়েছেন যে, সমস্ত প্রাণীর শরীরকে অবকাশ দিয়ে বাইরের দিক থেকে এবং ভিতরের দিক থেকে ধারণকারী আকাশতত্ত্ব বিদ্যমান। সাথে সাথে এই শারীরিক অবয়বগুলির পূর্তিকারী বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্বী—এই চারটি তত্ত্ব বিদ্যমান। দশ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ—এ সকল একে প্রকাশ দিয়ে ক্রিয়াশীল করে। এই সকলের মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠ। অতএব, প্রাণই বস্তুত এই শরীর ধারণকারী দেবতা। প্রাণ ছাড়া শরীর ধারণ করার শক্তি কারো মধ্যে নেই। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ে প্রাণের শক্তি অনুস্যূত, প্রাণের শক্তি লাভ করে অন্য ইন্দ্রিয়গুলি শরীরকে ধারণ করে। এইভাবে প্রাণের শ্রেষ্ঠতার বর্ণনা ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভেও উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রকরণে প্রাণের স্তুতির প্রসঙ্গটি অধিক সংযোজন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত॥ ২ ॥

তৃতীয় প্রশ্ন

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে কথমায়াত্যস্মিঞ্শরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে কেনোৎক্রমতে কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মমিতি॥ ১

অথ হ এনম্=এরপর সেই প্রসিদ্ধ মহাত্মা পিপ্পলাদকে ; কৌসল্যঃ আশ্বলায়নঃ=কোসলদেশীয় আশ্বলায়ন ; চ=ও ; পপ্রচ্ছ=জিজ্ঞাসা করলেন ; ভগবন্=ভগবান ! ; এষঃ প্রাণঃ=এই প্রাণ ; কুতঃ জায়তে=কার থেকে উৎপন্ন ; অস্মিন্ শরীরে=এই শরীরে ; কথম্ আয়াতি=কী করে আসেন ; বা আত্মানম্=তথা নিজেকে ; প্রবিভজ্য=বিভক্ত করে ; কথম্ প্রাতিষ্ঠতে= কীভাবে থাকেন ; কেন উৎক্রমতে=কীরূপে উৎক্রমণ করে শরীরের বাইরে নির্গত হন ; কথম্ বাহ্যম্=কীরূপে বাহ্য জগৎকে ; অভিধত্তে= ভালোভাবে ধারণ করেন (এবং) ; কথম্ অধ্যাত্মম্=কীরূপে মন এবং ইন্দ্রিয় আদি শরীরের ভিতর স্থিত জগৎকে ; ইতি=এই আমার প্রশ্ন॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে আশ্বলায়ন মুনি মহর্ষি পিপ্পলাদকে ছটি কথা জিজ্ঞাসা করেছেন—(১) যে প্রাণের মহিমা আপনি বর্ণনা করেছেন, ওই প্রাণদেবতা কার থেকে উৎপন্ন ? (২) মনুষ্য শরীরে তাঁর প্রবেশ কীভাবে হয় ? (৩) নিজেকে বিভক্ত করে কীরূপে শরীরে স্থিত থাকেন ? (৪) এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যাওয়ার সময় প্রথম শরীর থেকে কীভাবে বেরিয়ে যান ? (৫) এই বাহ্য জগৎকে (পাঞ্চভৌতিককে) কীভাবে ধারণ করেন ? তথা (৬) মন এবং ইন্দ্রিয় আদি আধ্যাত্মিক (আন্তরিক) জগৎকে কীভাবে ধারণ করেন ? এখানে প্রাণের বিষয়ে সেই কথাগুলি জিজ্ঞাসিত হয়েছে যার বর্ণনা প্রথম উত্তরে বলা হয়নি এবং যা প্রথম প্রশ্নের উত্তর শুনে স্ফুরিত হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত যে প্রশ্নোত্তরের সময় সুকেশাদি ছয় ঋষি সেখানে একত্রে বসে শ্রবণ করছিলেন॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচাতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি॥ ২ ॥

তস্মৈ সঃ হ উবাচ=তাঁকে সেই প্রসিদ্ধ ঋষি বললেন ; **অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি**=তুমি অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছ (কিন্তু) ; **ব্রহ্মিষ্ঠঃ অসি ইতি**=বেদসমূহ তুমি উত্তমরূপে জান ; **তস্মাৎ**=অতএব ; **অহম্**=আমি ; **তে**=তোমার ; **ব্রবীমি**=প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে মহর্ষি পিপ্পলাদ আশ্বলায়ন মুনির প্রশ্নকে কঠিন বলে, তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং তর্কশীলতার প্রশংসা করেছেন এবং সাথে সাথে এও দেখিয়েছেন যে, 'তুমি যেভাবে প্রশ্ন করেছ' তদনুসারে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি জানি যে, তুমি তর্কবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়ে জিজ্ঞাসা করোনি। তুমি শ্রদ্ধালু, বেদনিষ্ণাত ; অতএব আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি॥ ২ ॥

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে যথৈষা পুরুষে ছায়ৈত-স্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্শরীরে॥ ৩ ॥

এষঃ প্রাণঃ=এই প্রাণ ; **আত্মনঃ**=পরমাত্মা থেকে ; **জায়তে**=উৎপন্ন হন ; **যথা**=যেরূপ ; **এষা ছায়া**=এই ছায়া ; **পুরুষে**=ব্যক্তির বর্তমান থাকার ফলেই (হয়) ; **তথা**= সেইরূপ ; **এতৎ**=এই (প্রাণ) ; **এতস্মিন্**=এই (পরমাত্মার) ই ; **আততম্**= আশ্রিত (এবং) ; **অস্মিন্ শরীরে**=এই শরীরে ; **মনোকৃতেন**=মন দ্বারা কৃত (সংকল্প) দ্বারা ; **আয়াতি**=আসেন॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—এখানে পিপ্পলাদ ঋষি ক্রমশ আশ্বলায়ন ঋষির দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, যাঁর প্রকরণ চলছে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন (মু. উ. ২।৩)। পরব্রহ্ম পরমেশ্বরই তাঁর উপাদানকারণ। তিনিই তাঁর রচয়িতা। অতএব, এঁর অবস্থান সর্বাত্মা মহেশ্বরের অধীন, তাঁরই আশ্রিত—ঠিক সেইরূপ যেমন কোনো মানবের ছায়া তার অধীন থাকে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, মন দ্বারা কৃত সংকল্পের দ্বারাই তিনি শরীরে প্রবেশ করেন। একথার তাৎপর্য এই যে, মৃত্যুকালে প্রাণীর মনে তার কর্মানুসারে যেমন সংকল্প হয়, সে সেরূপই শরীর লাভ করে, অতএব মানসিক সংকল্প দ্বারাই প্রাণের শরীরের মধ্যে প্রবেশ হয়॥ ৩ ॥

সম্বন্ধ——*এখন আশ্বলায়নের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে*

দেওয়া হচ্ছে—

যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেত্যেবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে॥ ৪ ॥

যথা=যেরূপ ; **সম্রাট্ এব**=চক্রবর্তী মহারাজ স্বয়ংই ; **এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব**=এই গ্রামগুলিতে তুমি থাকো, এই গ্রামগুলিতে তুমি থাকো ; **ইতি**=এইরূপ ; **অধিকৃতান্**=নিজের অধীনে কর্মরত পুরুষগণকে ; **বিনিযুঙ্‌ক্তে**=পৃথক পৃথক নিয়োগ করেন ; **এবম্ এব**=সেইরূপ ; **এষঃ প্রাণঃ**=এই মুখ্য প্রাণ ; **ইতরান্**=অন্য ; **প্রাণান্**=প্রাণসমূহকে ; **পৃথক্ পৃথক্ এব**=পৃথক পৃথকই ; **সন্নিধত্তে**=স্থাপিত করে॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—মহর্ষি উদাহরণ দ্বারা তৃতীয় প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে বলছেন—যেরূপ ভূমণ্ডলের চক্রবর্তী সম্রাট ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম, মণ্ডল এবং জনপদ আদিতে পৃথক পৃথক অধিকারীগণের নিয়োগ করেন এবং তাঁদের কর্ম বিভাগ করে দেন, সেরূপ এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণও নিজ অঙ্গস্বরূপ অপান, ব্যান আদি অন্যান্য প্রাণগুলিকে শরীরের পৃথক পৃথক কার্যের জন্য নিযুক্ত করেন॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ—*এবারে মুখ্য প্রাণ, অপান ও সমান—এই তিনের বাসস্থান এবং কার্য বলা হচ্ছে—*

পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃ শ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে মধ্যে তু সমানঃ। এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি॥ ৫ ॥

প্রাণঃ=প্রাণ ; **পায়ূপস্থে**=মলদ্বার এবং উপস্থে ; অপানম্ [**নিযুঙ্‌ক্তে**]=অপানকে রাখেন ; **স্বয়ম্**=স্বয়ম্ ; **মুখনাসিকাভ্যাম্**=মুখ ও নাসিকা দ্বারা বিচরণ করতে করতে ; **চক্ষুঃ শ্রোত্রে**=নেত্র এবং শ্রোত্রে ; **প্রাতিষ্ঠতে**=স্থির থাকেন ; **তু মধ্যে**=এবং শরীরের মধ্যভাগে ; **সমানঃ**=সমানের অবস্থান ; **এষঃ হি**=এই সমান বায়ুই ; **এতৎ হুতম্ অন্নম্**=এই প্রাণাগ্নিতে হুত অন্নকে ; **সমং নয়তি**=সমস্ত শরীরে যথাযোগ্য সমভাবে পৌঁছান ; **তস্মাৎ**=এইজন্য ; **এতাঃ সপ্ত**=এই সাত ; **অর্চিষঃ**=জ্বালা অর্থাৎ মাধ্যম (বিষয়সমূহ প্রকাশক উপরের

দ্বার) ; **ভবন্তি**= উৎপন্ন হয়॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—প্রাণ স্বয়ং মুখ এবং নাসিকা দ্বারা বিচরণ করতে করতে নেত্র এবং শ্রোত্রে স্থির থাকেন তথা মলদ্বার ও উপস্থে অপানকে স্থাপিত করেন। অপানের কর্ম হল মল-মূত্র শরীর থেকে নিষ্কাসিত করা। রজ, বীর্য এবং গর্ভকে বহির্গত করাও অপানের কর্ম। শরীরের মধ্যভাগ—নাভিতে সমানের স্থান। এই সমান বায়ুই প্রাণরূপ অগ্নিতে হুত—উদরে প্রদত্ত অন্নকে অর্থাৎ তার সারাংশ সম্পূর্ণ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যথাযোগ্য সমভাবে পৌঁছে দেন। ওই অন্নের সারভূত রস দ্বারাই এই শরীরে এই সাত মাধ্যম অর্থাৎ সমস্ত বিষয়গুলির প্রকাশক দুটি নেত্র, দুটি কান, দুটি নাসিকা এবং এক মুখ (রসনা) এই সপ্ত দ্বার উৎপন্ন হয়। এই রস দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে নেত্র, কান আদি নিজ নিজ কর্ম করতে সমর্থ হয়॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ—*এরপর ব্যানের কার্য বর্ণনা করা হচ্ছে—*

হৃদি হ্যেষ আত্মা অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি॥ ৬ ॥

এষঃ হি=এই প্রসিদ্ধ ; **আত্মা**=জীবাত্মা ; **হৃদি**=হৃদয়ে বিদ্যমান ; **অত্র**= হৃদয়ে ; **এতৎ**=এই ; **নাড়ীনাম্ একশতম্**=মূলরূপে শত নাড়ির সমুদয় ; **তাসাম্**=তাদের মধ্যে ; **একৈকস্যাম্**=এক একটি নাড়িতে ; **শতম্ শতম্**= এক শত করে (শাখা) আছে (প্রত্যেক শাখানাড়ির) ; **দ্বাসপ্ততিঃ দ্বাসপ্ততিঃ**= বাহাত্তর-বাহাত্তর ; **প্রতিশাখানাড়িসহস্রাণি**=হাজার প্রতিশাখানাড়ি ; **ভবন্তি**= হয় ; **আসু**=এদের মধ্যে ; **ব্যানঃ**=ব্যানবায়ু ; **চরতি**=বিচরণ করেন॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—এই শরীরে যে হৃদয়, যেটি জীবাত্মার নিবাসস্থান, তাতে এক শত মূল নাড়ি বিদ্যমান ; তাদের এক একটি নাড়ির এক শত করে শাখানাড়ি বিদ্যমান এবং প্রত্যেক শাখানাড়ির বাহাত্তর হাজার প্রতিশাখানাড়ি বিদ্যমান। এইভাবে এই শরীরে মোট বাহাত্তর কোটি নাড়ি বিদ্যমান ; এই সমস্ত নাড়ির মধ্যে ব্যানবায়ুর বিচরণ হয়॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ—*এখন উদানের স্থান এবং তার কার্যের বর্ণনা করা হচ্ছে ;*

তৎসহ আশ্বলায়নের চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরও দিচ্ছেন—

অথৈকয়োর্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্॥ ৭ ॥

অথ=তথা ; **একয়া**=আর একটি যে নাড়ি আছে, তার দ্বারা ; **উদানঃ ঊর্ধ্বঃ**= উদানবায়ু উপরের দিকে (চরতি) বিচরণ করেন ; **(সঃ) পুণ্যেন**=তিনি পুণ্যকর্মের দ্বারা (মনুষ্যম্) মানুষকে ; **পুণ্যম্ লোকম্**=পুণ্য লোকে ; **নয়তি**=নিয়ে যান ; **পাপেন**=পাপকর্মহেতু ; **পাপম্ (নয়তি)**=পাপযোনিতে নিয়ে যান (তথা); **উভাভ্যাম্ এব**=পাপ এবং পুণ্য উভয়বিধ কর্ম দ্বারা (জীবকে) ; **মনুষ্যলোকম্**= মনুষ্য শরীরে (নয়তি) নিয়ে যান॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—উপরোক্ত বাহাত্তর কোটি নাড়ী ছাড়া আবার একটি নাড়ি আছে যাকে 'সুষুম্না' বলা হয়। সুষুম্না হৃদয় থেকে বেরিয়ে মস্তকের উপরদিকে গিয়েছে। এর দ্বারা উদানবায়ু শরীরে উপরের দিকে বিচরণ করেন। (এইভাবে আশ্বলায়নের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ করে মহর্ষি তাঁর চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিচ্ছেন)—যে মনুষ্য পুণ্যশীল হয়, যার শুভকর্মের ভোগ উদয় হয়, তাকে এই উদান বায়ুই অন্য সমস্ত প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত বর্তমান শরীর থেকে বের করে পুণ্যলোকে অর্থাৎ স্বর্গাদি উচ্চলোকে নিয়ে যান। পাপকর্মযুক্ত মানুষকে শূকর আদি পাপযোনিতে এবং রৌরবাদি নরকে নিয়ে যান তথা যে পাপ ও পুণ্য এই উভয়বিধ কর্মের মিশ্রিত ফল ভোগ করার জন্য অভিমুখী হয়ে থাকে, তাকে মনুষ্য শরীরে নিয়ে যান[১]॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ——*সম্প্রতি দুটি মন্ত্রে আশ্বলায়নের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে জীবাত্মার প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সহিত এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যাওয়ার (প্রবেশের) কথা স্পষ্ট করছেন—*

---

[১]এক শরীর থেকে বেরিয়ে যখন মুখ্য প্রাণ উদানকে সাথে নিয়ে তাঁর দ্বারা অন্য শরীরে যান (প্রবেশ করেন), তখন নিজ অঙ্গভূত সমান আদি প্রাণগুলিকে তথা ইন্দ্রিয় এবং মনকে তো সাথে নিয়েই যান, এই সকলের স্বামী জীবাত্মাও তাঁর সাথে যান (গীতা ১৫।৮), এই কথাটির এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক ছিল, এইজন্য পূর্বমন্ত্রে জীবাত্মার স্থান হৃদয় বলা হয়েছে এবং এর স্পষ্টীকরণ দশম মন্ত্রে করা হয়েছে।

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্নানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্যাপানম-বষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ॥ ৮ ॥

হ=একথা নিশ্চয় যে ; **আদিত্যঃ বৈ**=সূর্যই ; **বাহ্যঃ প্রাণঃ**=বাহ্য প্রাণ ; **এষঃ হি**=ইনিই ; **এনম্ চাক্ষুষম্**=এই নেত্রসম্বন্ধী ; **প্রাণম্**=প্রাণের প্রতি ; **অনুগৃহ্নানঃ**= অনুগ্রহ করে ; **উদয়তি**=উদিত হন ; **পৃথিব্যাম্**=পৃথিবীতে ; **যা দেবতা**=যে (অপান বায়ুর শক্তিরূপ) দেবতা ; **সা এষা**=তিনিই এই ; **পুরুষস্য**=পুরুষের ; **অপানম্**=অপান বায়ুকে ; **অবষ্টভ্য**=স্থির করে ; **(বর্ততে)**=থাকেন ; **অন্তরা**= পৃথিবী এবং স্বর্গের মধ্যে ; **যৎ আকাশঃ**=যে আকাশ (অন্তরিক্ষলোক) আছে ; **সঃ সমানঃ**=সেই সমান ; **বায়ুঃ ব্যানঃ**=বায়ুই হল ব্যান॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—একথা নিশ্চয়পূর্বক বুঝতে হবে যে, সূর্যই সকলের বাহ্য প্রাণ। এই মুখ্য প্রাণ সূর্যরূপে উদিত হয়ে এই শরীরের বাহ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে পুষ্ট করেন এবং নেত্র ইন্দ্রিয়রূপ আধ্যাত্মিক শরীরের প্রতি অনুগ্রহ করেন—তাকে দেখার শক্তি অর্থাৎ প্রকাশ প্রদান করেন। পৃথিবীতে যে দেবতা অর্থাৎ অপান বায়ুর শক্তি, তা মানুষের ভিতর অবস্থিত অপানবায়ুকে আশ্রয় দেন —টিকিয়ে রাখেন। এই অপানবায়ুর শক্তি মলদ্বার এবং উপস্থ ইন্দ্রিয়ের সহায়ক তথা এর বাহ্য স্থূল আকারকে ধারণ করেন। পৃথিবী এবং স্বর্গলোকের মধ্যবর্তী যে আকাশ, তাই সমান বায়ুর বাহ্যস্বরূপ। বাহ্যস্বরূপ শরীরের বহির্ভাগীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে অবকাশ দিয়ে এর রক্ষা করে এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ সমান বায়ুকে বিচরণ করার জন্য শরীরে অবকাশ দেয়। এরই সহায়তায় শ্রোত্রেন্দ্রিয় শব্দ শ্রবণ করে। আকাশে বিচরণকারী প্রত্যক্ষ বায়ুই ব্যানের বাহ্যস্বরূপ। এই বাহ্যস্বরূপ শরীরের বহির্ভাগীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে চেষ্টাশীল করে এবং শান্তিপ্রদান করে ; অভ্যন্তরীণ ব্যান বায়ুকে নাড়িগুলির মধ্যে সঞ্চারিত করা তথা ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শ-জন্য জ্ঞান উৎপন্ন করানোতেও এটি সহায়ক হয়॥ ৮ ॥

তেজো হ বা উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ॥ ৯ ॥

হ তেজঃ বৈ=প্রসিদ্ধ তেজই (উষ্ণতা) ; **উদানঃ**=উদান ; **তস্মাৎ**= এইজন্য ; **উপশান্ততেজাঃ**=যার শরীরের তেজ শান্ত হয়ে যায়, সেই (জীবাত্মা) ; **মনসি**= মনে ; **সম্পদ্যমানৈঃ**=বিলীন হয়েছে এমন ; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**=ইন্দ্রিয়গুলির সাথে ; **পুনর্ভবম্**=পুনর্জন্ম (লাভ করে)॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—সূর্য এবং অগ্নির যে বহির্ভাগীয় তেজ অর্থাৎ উষ্ণতা, তাই উদানের বাহ্যস্বরূপ। ওই তেজ শরীরের বহির্ভাগীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে শীতল হতে দেয় না এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ উষ্ণতাকেও স্থির রাখে। যার শরীর থেকে উদানবায়ু বেরিয়ে যান, তার শরীর গরম (উষ্ণ) থাকে না ; অতএব শরীরের উষ্ণতা শান্ত হয়ে গেলেই তাতে অবস্থানকারী জীবাত্মা মনে বিলীন হওয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে সঙ্গে নিয়ে উদান বায়ুর সঙ্গে অন্য শরীরে গমন করেন (গীতা ১৫।৮)॥ ৯ ॥

সম্বন্ধ——*আশ্বলায়নের চতুর্থ প্রশ্নে বর্ণিত এক শরীর থেকে বেরিয়ে অন্য শরীরে অথবা অন্য লোকে প্রবেশের কথা পুনরায় বিস্তারিতভাবে বলা হচ্ছে*—

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসংকল্পিতং লোকং নয়তি॥ ১০ ॥

এষঃ=এই জীবাত্মা ; **যচ্চিত্তঃ**=যে সংকল্পবান হন ; **তেন**=সেই সংকল্পের সাথে ; **প্রাণম্**=মুখ্য প্রাণে ; **আয়াতি**=স্থিত হয়ে যান ; **প্রাণঃ**=মুখ্য প্রাণ ; **তেজসা যুক্তঃ**=তেজ দ্বারা যুক্ত ; **আত্মনা সহ**=নিজের সহিত (মন, ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবাত্মাকে) ; **যথাসঙ্কল্পিতম্**=সংকল্পানুসারে ; **লোকম্**=ভিন্ন ভিন্ন লোক অথবা যোনিতে ; **নয়তি**=নিয়ে যায়॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—মৃত্যুকালে এই জীবাত্মার যেরূপ সংকল্প হয়, অন্তিমকালে মন যে ভাবের চিন্তন করে (গীতা ৮।৬), সেই সংকল্পের সঙ্গে মন, ইন্দ্রিয়গুলিকে সাথে নিয়ে মুখ্য প্রাণে স্থিত হয়ে যায়। মুখ্য প্রাণ উদানবায়ুর সাথে মিলিত হয়ে নিজের সঙ্গে মন এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা যুক্ত জীবাত্মাকে ওই অন্তিম (মৃত্যুকালীন)

সংকল্পানুসারে যথাযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন লোক অথবা যোনিতে নিয়ে যান। এইজন্য মানুষের উচিত যে, নিজ মনে নিরন্তর এক ভগবানেরই চিন্তন করা, অন্য কোনো সংকল্প যেন না আসে, কারণ জীবন অল্প এবং অনিত্য। কেউ বলতে পারে না সহসা এই শরীরের কখন অন্ত হয়ে যাবে ! সে সময় যদি ভগবানের চিন্তা না করে অন্য কোনো সংকল্প উপস্থিত হয় তাহলে পুনরায় অন্য বারের মতো চুরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করতে হবে॥ ১০ ॥

সম্বন্ধ——*এখন প্রাণবিষয়ক জ্ঞানের সাংসারিক এবং পারলৌকিক ফল বলা হচ্ছে*——

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ॥ ১১ ॥

যঃ বিদ্বান্=যে কোনো বিদ্বান ; **এবম্ প্রাণম্**=এই প্রকার প্রাণ (রহস্য) কে ; **বেদ**=জানেন ; **অস্য**=তাঁর ; **প্রজা**=সন্তানপরম্পরা ; **ন হ হীয়তে**= কখনো নষ্ট হয় না ; **অমৃতঃ**=(তা) অমর ; **ভবতি**=হয় ; **তৎ এষঃ**=এই বিষয়ের এই (আগামী) ; **শ্লোকঃ**=শ্লোক॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—এইভাবে যে বিদ্বান এই প্রাণরহস্যকে বুঝে নেন, প্রাণের মহত্ত্বকে বুঝে সর্বপ্রকারে তাঁকে সুরক্ষিত রাখেন, তাঁর অবহেলা করেন না, তাঁর সন্তানপরম্পরা কখনো নষ্ট হয় না ; কারণ তাঁর বীর্য অমোঘ এবং অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হয়ে যায়। আর বিদ্বান যদি আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝে নিজ জীবনকে সার্থক করে নেন, এক মুহূর্তও যদি ভগবচ্চিন্তনশূন্য না হন তাহলে চিরকালের জন্য অমর হয়ে যান অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যান। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত ঋক্ দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বং চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মং চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি॥ ১২

প্রাণস্য=প্রাণের ; **উৎপত্তিম্**=উৎপত্তি ; **আয়তিম্**=আগম ; **স্থানম্**=স্থান ; **বিভুত্বম্ এব**=এবং ব্যাপকতাকেও ; **চ**=তথা ; **বাহ্যম্ এব অধ্যাত্মম্ পঞ্চধা চ**= বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক পাঁচ ভেদকেও ; **বিজ্ঞায়**=ভালোভাবে জেনে ; **অমৃতম্ অশ্নুতে**=(মনুষ্য) অমৃতের অনুভব করে ; **বিজ্ঞায় অমৃতম্ অশ্নুতে ইতি**=জেনে

অমৃতের অনুভব করে। এই পুনরুক্তি প্রশ্নের সমাপ্তিদ্যোতক॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—উপরি উক্ত বিবেচনানুসারে যে মানুষ প্রাণের উৎপত্তিকে অর্থাৎ প্রাণ যার থেকে এবং যেভাবে উৎপন্ন হয়—এই রহস্যকে জানে, শরীরে তাঁর প্রবেশ করার প্রক্রিয়ার তথা এঁর ব্যাপকতার জ্ঞান রাখে তথা যে প্রাণের স্থিতিকে অর্থাৎ বহির্ভাগে ও অভ্যন্তরে কোথায় কোথায় প্রাণদেবতা থাকেন, এই রহস্যকে তথা এঁর বাইরের এবং ভিতরের অর্থাৎ আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক পাঁচ ভেদের রহস্যগুলি ভালোভাবে বুঝে নেয়, সে অমৃতস্বরূপ পরমানন্দময় পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে লাভ করে তথা ওই আনন্দময়ের সংযোগ-সুখ নিরন্তর অনুভব করে॥ ১২ ॥

॥ তৃতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ প্রশ্ন

অথ হৈনং সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ ভগবন্নেতস্মিন্‌পুরুষে কানি স্বপন্তি কান্যস্মিঞ্জাগ্রতি কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি কস্যৈতৎসুখং ভবতি কস্মিন্নু সর্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি॥ ১ ॥

অথ=তদনন্তর ; **হ এনম্**=এই প্রসিদ্ধ মহাত্মা (পিপ্পলাদ মুনি) কে ; **গার্গ্যঃ**= গর্গগোত্রোৎপন্ন ; **সৌর্য্যায়ণী পপ্রচ্ছ**=সৌর্যায়ণী ঋষি প্রশ্ন করলেন ; **ভগবন্ !**= ভগবান ! ; **এতস্মিন্ পুরুষে**=এই মানব-শরীরে ; **কানি স্বপন্তি**=কে কে নিদ্রিত হয়ে থাকেন ; **অস্মিন্ কানি জাগ্রতি**=এই শরীর মধ্যে কে কে জাগ্রত থাকেন ; **এষঃ কতরঃ দেবঃ**=এদের মধ্যে কোন দেবতা ; **স্বপ্নান্ পশ্যতি**= স্বপ্নগুলি দেখেন ; **এতৎ সুখম্**=এই সুখ ; **কস্য ভবতি**=কার হয় ; **সর্বে**=(এবং) এঁরা সকলে ; **কস্মিন্**= কার মধ্যে ; **নু**=নিশ্চিতরূপে ; **সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ**= সম্পূর্ণরূপে স্থিত ; **ভবন্তি ইতি**= থাকেন, এই (আমার প্রশ্ন)॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—এখানে গার্গ্য মুনি মহাত্মা পিপ্পলাদকে পাঁচটি কথা জিজ্ঞাসা করেছেন—(১) গাঢ় নিদ্রার সময় এই মানব-শরীরে অবস্থানকারী পূর্বোক্ত

দেবতাগণের মধ্যে কে কে সুপ্ত থাকেন ? (২) কে কে জাগ্রত থাকেন ? (৩) স্বপ্নাবস্থায় এঁদের মধ্যে কোন দেবতা ঘটনাগুলি দেখতে থাকেন ? (৪) নিদ্রাবস্থায় সুখের অনুভব কার হয় ? এবং (৫) এই সমস্ত দেবতা সম্পূর্ণরূপে কার মধ্যে অবস্থিত ? অর্থাৎ কার আশ্রিত ? এইভাবে এই প্রশ্নে গার্গ্য মুনি জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সামগ্রিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলেন ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ যথা গার্গ্য মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্ত্যেবং হ বৈ তৎসর্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে নেয়ায়তে স্বপিতীত্যাচক্ষতে॥ ২ ॥

তস্মৈ সঃ হ উবাচ=সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি তাঁকে বললেন ; **গার্গ্য**=হে গার্গ্য ! ; **যথা**= যেরূপ ; **অস্তম্ গচ্ছতঃ অর্কস্য**=অস্তগামী সূর্যের ; **সর্বাঃ মরীচয়ঃ**=সমস্ত কিরণসমূহ ; **এতস্মিন্ তেজোমণ্ডলে**=এই তেজোমণ্ডলে ; **একীভবন্তি**=এক হয়ে যায় (পুনঃ) ; **উদয়তঃ তাঃ**=উদিত হলে ওই কিরণগুলি (সব) ; **পুনঃ পুনঃ**=পুনঃপুন ; **প্রচরন্তি**=চতুর্দিকে প্রসারিত হতে থাকে ; **হ এবং বৈ**=ঠিক সেইরূপ (নিদ্রার সময়) ; **তৎ সর্বম্**=ওই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ(ও) ; **পরে দেবে মনসি**=পরম-দেব মনে ; **একীভবতি**=এক হয়ে যায় ; **তেন তর্হি এষঃ পুরুষঃ**= এইজন্য ওইসময় এই জীবাত্মা ; **ন শৃণোতি**=শ্রবণ করে না ; **ন পশ্যতি**= দেখে না ; **ন জিঘ্রতি**=ঘ্রাণ নেয় না ; **ন রসয়তে**=স্বাদ নেয় না ; **ন স্পৃশতে**=স্পর্শ করে না ; **ন অভিবদতে**=বলে না ; **ন আদত্তে**=গ্রহণ করে না ; **ন আনন্দয়তে**=মৈথুনজনিত সুখভোগ করে না ; **ন বিসৃজতে**=মলমূত্র ত্যাগ করে না (এবং) ; **ন ইয়ায়তে**=চলে না ; **স্বপিতি ইতি আচক্ষতে**=ওইসময় 'ও সুপ্ত রয়েছে' এইরূপ (লোক) বলে॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে মহাত্মা পিপ্পলাদ ঋষি গার্গ্যের প্রথম প্রশ্নের এইভাবে উত্তর দিয়েছেন—গার্গ্য ! যখন সূর্য অস্ত যান, তখন তাঁর চতুর্দিকে প্রসারিত কিরণরাশি যেরূপ ওই তেজঃপুঞ্জে মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়, ঠিক সেইরূপ

প্রগাঢ় নিদ্রাকালে তোমার জিজ্ঞাসিত সকল দেবতা অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়দেবতা তাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনরূপ দেবতায় বিলীন হয়ে তদ্রূপ হয়ে যান। এইজন্য এই জীবাত্মা শ্রবণ করে না, দেখে না, ঘ্রাণ নেয় না, আস্বাদ নেয় না, স্পর্শ করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, চলে না, মল-মূত্রত্যাগ করে না এবং মৈথুনজনিত সুখভোগও করে না। একথার তাৎপর্য এই যে, ওইসময় দশ ইন্দ্রিয়ের কার্য পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। লোকে কেবল বলে এই পুরুষ সুপ্ত রয়েছে।[১] পুরুষ জাগ্রত হলে পুনরায় ওই সমস্ত ইন্দ্রিয় মন থেকে পৃথক হয়ে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত হয়। ঠিক সেইভাবে যেমন সূর্য উদিত হলে তাঁর কিরণরাশি পুনঃ সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়॥ ২ ॥

সম্বন্ধ——*গার্গ্যের প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে এবারে দুটি মন্ত্রদ্বারা একথাও বলছেন যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের লয় হলে মনের স্থিতি কীরূপ থাকে—*

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো ব্যানোঽন্বাহার্যপচনো যদ্‌গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ॥ ৩ ॥

এতস্মিন্ পুরে=এই শরীররূপ নগরে ; **প্রাণাগ্নয়ঃ এব**=পাঁচ প্রাণরূপ অগ্নিই ; **জাগ্রতি**=জাগ্রত থাকেন ; **হ এষঃ অপানঃ বৈ**=এই প্রসিদ্ধ অপানই ; **গার্হপত্যঃ**= গার্হপত্য অগ্নি ; **ব্যানঃ**=ব্যান ; **অন্বাহার্যপচনঃ**=অন্বাহার্যপচন নামক অগ্নি (দক্ষিণাগ্নি) ; **গার্হপত্যাৎ যৎ প্রণীয়তে**=গার্হপত্য অগ্নি থেকে যা প্রণয়ন করা হয় (সেই) ; **আহবনীয়ঃ**=আহবনীয় অগ্নি ; **প্রণয়নাৎ**= প্রণয়নের

---

[১]এখানে সুষুপ্তিকালে মনের কার্য বর্তমান থাকে কিনা এই বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। সব ইন্দ্রিয়ের মনে বিলীন হওয়ার কথা তো বলা হয়েছে, কিন্তু মনও কারো মধ্যে বিলীন হয়ে যায়—এ কথা বলা হয়নি। মহর্ষি পতঞ্জলিও নিদ্রাকে চিত্তের একটি বৃত্তি স্বীকার করেছেন (পা. যো. ১।১০)। এর থেকে মনে হতে পারে যে মন বিলীন হয় না। কিন্তু আগামী মন্ত্রে পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণকেই জাগরণকর্তা বলা হয়েছে, মনকে নয়, সুতরাং মনের লয় হয় অথবা হয় না—একথা স্পষ্ট হয় না, কারণ পুনরায় চতুর্থ মন্ত্রে মনকে যজমান বলে তার ব্রহ্মলোকে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে একথা বলা যেতে পারে যে মনেরও লয় হয়।

কারণেই ; **প্রাণঃ**= প্রাণরূপ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—ওই সময় এই মনুষ্য-শরীররূপ নগরে পাঁচ প্রাণরূপ অগ্নি জাগ্রত থাকেন। গার্গ্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত দ্বিতীয় প্রশ্নের সংক্ষেপে এই হল উত্তর। এখানে নিদ্রাকে যজ্ঞের রূপ দেওয়ার জন্য পাঁচ প্রাণকে অগ্নিরূপ বলা হয়েছে। যজ্ঞে অগ্নির প্রাধান্য থাকে, এইজন্য এখানে সংক্ষেপে প্রাণমাত্রকে অগ্নি নামে বলা হয়েছে। কিন্তু পরের মন্ত্রে এই যজ্ঞের রূপকে কোন প্রাণবৃত্তির কোন স্থানে কল্পনা করা উচিত, এর স্পষ্টীকরণ করা হচ্ছে। বক্তব্য এই যে, শরীরে যে প্রাণের অপান বৃত্তি, তাই ওই যজ্ঞের 'গার্হপত্য' অগ্নি। 'ব্যান' দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য অগ্নিরূপ অপান থেকে প্রাণের উত্থান হয়, এই কারণে মুখ্য প্রাণই এই যজ্ঞের কল্পনায় আহ্বনীয় অগ্নি ; কারণ যজ্ঞে আহ্বনীয় অগ্নিকে গার্হপত্য থেকে প্রণয়ন করে নিয়ে আসা হয়। প্রথমে তৃতীয় প্রশ্নের প্রসঙ্গেও প্রাণকে 'অন্নরূপ আহুতি যাতে হবন করা হয়' এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা আহ্বনীয় অগ্নিই বলা হয়েছে (৩।৫)॥ ৩ ॥

যদুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমানঃ। ইষ্টফলমেবোদানঃ। স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি॥ ৪ ॥

যৎ উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসৌ=যে ঊর্ধ্বশ্বাস এবং অধঃশ্বাস আছে ; **এতৌ আহুতী**=(অগ্নিহোত্রের) এই দুটি আহুতি ; **(এতৌ যঃ)**=এ দুটিকে যিনি ; **সমম্**= সমভাবে (সর্বদিকে) ; **নয়তি ইতি সঃ সমানঃ**=নিয়ে যান এই কারণে যাঁকে 'সমান' বলা হয় তিনি ; **(হোতা)**=হবনকর্তা ঋত্বিক ; **হ মনঃ বাব**=এই প্রসিদ্ধ মনই ; **যজমানঃ**=যজমান ; **ইষ্টফলম্ এব**=অভীষ্ট ফলই ; **উদানঃ**= উদান ; **সঃ এনম্**=সেই (উদান) এই ; **যজমানম্ অহঃ অহঃ**=মনরূপ যজমানকে প্রতিদিন (নিদ্রার সময়) ; **ব্রহ্ম গময়তি**=ব্রহ্মলোকে পাঠিয়ে দেন অর্থাৎ হৃদয় গুহায় নিয়ে যান॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—এই যে মুখ্য প্রাণের শ্বাস-প্রশ্বাস রূপে শরীরের বাইরে বেরিয়ে আসা এবং অভ্যন্তরে ফিরে যাওয়া, তাতে বুঝতে হবে যে এই যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। এই আহুতি দ্বারা শরীরের পোষকতত্ত্ব শরীরে প্রবেশ করানো হয়, তাই হবি। ওই হবিকে সমস্ত শরীরে আবশ্যকতানুসারে সমভাবে নিয়ে

যাওয়া হল সমান বায়ুর কার্য। এইজন্য তাঁকে 'সমান' বলা হয়। তাঁকেই রূপক দৃষ্টিতে 'হোতা' অর্থাৎ হবনকারী ঋত্বিক বলা হয়। অগ্নিরূপ হলেও আহুতিসমূহ নিয়ে যাওয়ার কার্য করার জন্য তাঁকে 'হোতা' বলা হয়েছে। পূর্বোক্ত মনকেই মনে করো যেন যজমান এবং উদানবায়ুকেই মনে করবে যজমানের অভীষ্ট ফল ; কারণ যেরূপ অগ্নিহোত্রকারী যজমানকে তার অভীষ্ট ফল তাকে নিজের দিকে আকর্ষিত করে কর্মফল ভোগ করানোর জন্য কর্মানুসারে স্বর্গাদি লোকে নিয়ে যায়, সেইরূপ এই উদানবায়ু মনকে প্রতিদিন নিদ্রার সময় তার কর্মফলের ভোগস্বরূপ ব্রহ্মলোকে পরমাত্মার নিবাসস্থানরূপ হৃদয়গুহায় নিয়ে যান। সেখানে এই মন দ্বারা জীবাত্মা নিদ্রাজনিত বিশ্রামরূপ সুখের অনুভব করে ; কারণ জীবাত্মার নিবাসস্থানও এটিই, একথা ষষ্ঠমন্ত্রে বলা হয়েছে। এখানে **'ব্রহ্ম গময়তি'** দ্বারা একথা বোঝা উচিত নয় যে, নিদ্রাজনিত সুখ কোনো অংশে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সুখের সমকক্ষ হতে পারে, কারণ এ তো তামস সুখ এবং পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রাপ্তিহেতু সুখ হল ত্রিগুণাতীত॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ——*এবারে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন*——

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি। দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ শ্রুতং চাশ্রুতং চানুভূতং চাননুভূতং চ সচ্চাসচ্চ সর্বং পশ্যতি সর্বঃ পশ্যতি॥ ৫ ॥

অত্র স্বপ্নে=এই স্বপ্নাবস্থায় ; **এষঃ দেবঃ**=এই দেব (জীবাত্মা) ; **মহিমানম্**=নিজের বিভূতির ; **অনুভবতি**=অনুভব করেন ; **যৎ দৃষ্টম্ দৃষ্টম্**=যা বারংবার পরিদৃষ্ট ; **অনুপশ্যতি**=তাকে বারংবার দেখেন ; **শ্রুতং শ্রুতম্ এব অর্থম্ অনুশৃণোতি**= বারংবার শ্রুত কথা বারংবার শ্রবণ করেন ; **দেশদিগন্তরৈঃ চ**=বিভিন্ন স্থান এবং নানা দিকে ; **প্রত্যনুভূতম্**=পুনঃপুন অনুভূত বিষয়-গুলিকে ; **পুনঃপুনঃ**= পুনঃপুন ; **প্রত্যনুভবতি**=অনুভব করেন (কেবল তাই নয়) ; **দৃষ্টং চ অদৃষ্টং চ**=দৃষ্টকে এবং অদৃষ্টকেও ; **শ্রুতং চ অশ্রুতং চ**=

শ্রুতকে এবং অশ্রুতকেও ; **অনুভূতং** চ=অনুভূত এবং ; **অননুভূতং** চ=অননুভূতকেও ; **সৎ চ অসৎ** চ=বিদ্যমান এবং অবিদ্যমানকেও ; (এইভাবে) **সর্বম্ পশ্যতি**=সবকিছুই দেখেন ; (তথা) **সর্বঃ (সন্)**=স্বয়ং সব কিছু হয়ে দেখেন॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—গার্গ্যমুনি তৃতীয় প্রশ্ন করেছিলেন—'কোন দেবতা স্বপ্নসমূহ দেখেন ?' মহর্ষি তদুত্তরে বলছেন—স্বপ্নাবস্থায় এই জীবাত্মাই মন এবং ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা নিজ বিভূতির অনুভব করেন। পূর্বে যে কোনো স্থানে যা কিছু বার বার দেখেছেন, শুনেছেন এবং অনুভব করেছেন, সেগুলিই স্বপ্নে পুনরায় দেখেন, শোনেন এবং অনুভব করেন। কিন্তু এটি নিয়ম নয় যে জাগ্রৎ অবস্থায় জীবাত্মা যেভাবে, যেরূপে এবং যে স্থানে যে ঘটনা দেখেছেন, শুনেছেন এবং অনুভব করেছেন সেইভাবে ইনি স্বপ্নেও তা অনুভব করবেন। বরং স্বপ্নে জাগ্রৎ দশার কোনো ঘটনার কোনো অংশ, কোনো অন্য ঘটনার কোনো অংশের সাথে মিলিত হয়ে একটি নতুন রূপে জীবাত্মার সামনে ভেসে ওঠে। এইজন্য বলা হয় যে, স্বপ্নাবস্থায় জীবাত্মা দৃষ্ট এবং অদৃষ্টকেও দেখেন, শ্রুত এবং অশ্রুতকেও শ্রবণ করেন, অনুভূত এবং অননুভূতকেও অনুভব করেন। যে বস্তু বাস্তবে বিদ্যমান তাকে এবং যা নেই তাকেও স্বপ্নে দেখেন, এইভাবে স্বপ্নে অদ্ভুতভাবে সমস্ত ঘটনার বার বার অনুভব করতে থাকেন এবং নিজেই সব কিছু হয়ে দেখেন। ওই সময়ে জীবাত্মা ভিন্ন কোনো অন্য বস্তু থাকে না॥ ৫ ॥

স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবত্যত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যত্যথ তদৈতস্মিঞ্‌শরীর এতৎ সুখং ভবতি॥ ৬ ॥

সঃ যদা=ওই (মন) যখন ; **তেজসা অভিভূতঃ**=তেজ (উদানবায়ু দ্বারা) অভিভূত ; **ভবতি**=হয়[১]; **অত্র এষঃ দেবঃ**=তখন এই জীবাত্মারূপ দেবতা ;

[১]পূর্বে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে (৩।৯-১০) বলা হয়েছে যে, উদানবায়ুর নাম তেজ। এই প্রকরণেও বলা হয়েছে যে, উদানবায়ুই মনকে ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ হৃদয়ে নিয়ে যান, অতএব এখানে তেজ দ্বারা অভিভূত হওয়ার অর্থ—'উদানবায়ু দ্বারা মনের অভিভূত হওয়া'—একথা বুঝতে হবে।

স্বপ্নান্=স্বপ্নসমূহকে ; **ন পশ্যতি**=দেখেন না ; **অথ**=তথা ; **তদা**=তখন ; **এতস্মিন্ শরীরে**=এই মানব-শরীরে (জীবাত্মার) ; **এতৎ**=এই ; **সুখম্**=সুষুপ্তির সুখানুভব ; **ভবতি**=হয় ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—গার্গ্যমুনি চতুর্থ প্রশ্ন করেছিলেন 'নিদ্রায় সুখের অনুভব কার হয় ?' তার উত্তরে মহর্ষি বলছেন—যখন নিদ্রাকালে এই মন উদানবায়ুর অধীন হয়ে যায় অর্থাৎ যখন উদানবায়ু এই মনকে জীবাত্মার নিবাসস্থান হৃদয়ে পৌঁছিয়ে মোহিত করে দেন, তখন ওই নিদ্রাকালে এই জীবাত্মা মনের দ্বারা স্বপ্নজাত ঘটনাগুলি দেখেন না। ওই সময় নিদ্রাজনিত সুখানুভব জীবাত্মারই হয়। সকল অবস্থাতেই এই শরীরে সুখ-দুঃখের ভোগকর্তা হলেন প্রকৃতিস্থ পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাই (গীতা ১৩।২১)॥ ৬ ॥

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥ ৭ ॥

সঃ=(যে পঞ্চম প্রশ্ন তুমি করেছিলে) সেটি (এইভাবে বুঝতে হবে) ; **সোম্য**= হে প্রিয় ; **যথা**=যেরূপ ; **বয়াংসি**=অনেক পক্ষী (সায়ংকালে) ; **বাসোবৃক্ষম্**=নিজের নিবাসস্থানে অর্থাৎ বৃক্ষে (এসে) ; **সম্প্রতিষ্ঠন্তে**= সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় (বিশ্রাম করে) ; **হ এবম্ বৈ তৎ সর্বম্**=ঠিক সেইরূপ (অগ্রে বক্ষ্যমাণ পৃথিবী আদি তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে প্রাণ পর্যন্ত) সকলেই ; **পরে আত্মনি**=পরমাত্মাতে ; **সম্প্রতিষ্ঠতে**=সম্যগ্রূপে সুখপূর্বক আশ্রিত হন॥ ৭

ব্যাখ্যা—গার্গ্যমুনির পঞ্চম প্রশ্ন ছিল—'এই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বর্গ এবং প্রাণ', সকলে কার মধ্যে অবস্থিত, কার আশ্রিত ? তদুত্তরে মহর্ষি বলছেন—প্রিয় গার্গ্য ! গগনমণ্ডলে উড্ডীয়মান পক্ষিগণ যেরূপ সন্ধ্যায় নিজ নিবাসভূত বৃক্ষে ফিরে এসে সুষ্ঠুরূপে বিশ্রাম করে, ঠিক সেইরূপ পরে বর্ণিত পৃথ্বী থেকে আরম্ভ করে প্রাণ পর্যন্ত যত তত্ত্ব বিদ্যমান, তা সমস্ত পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমে, যিনি সকলের আত্মা, তাতেই আশ্রিত হয়। কারণ তিনিই সকলের আশ্রয়॥ ৭ ॥

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ চক্ষুশ্চ

দ্রষ্টব্যং চ শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ ঘ্রাণং চ ঘ্রাতব্যং চ রসশ্চ রসয়িতব্যং চ ত্বক্‌চ স্পর্শয়িতব্যং চ বাক্‌চ বক্তব্যং চ হস্তৌ চাদাতব্যং চোপস্থশ্চানন্দয়িতব্যং চ পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যং চ পাদৌ চ গন্তব্যং চ মনশ্চ মন্তব্যং চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যং চাহঙ্কারশ্চাহঙ্কর্তব্যং চ চিত্তং চ চেতয়িতব্যং চ তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যং চ প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যং চ॥ ৮ ॥

পৃথিবী চ=পৃথিবী এবং ; **পৃথিবীমাত্রা চ**=পৃথিবীর তন্মাত্রা (সূক্ষ্ম গন্ধ)ও ; **আপঃ চ আপোমাত্রা চ**=জল এবং রসতন্মাত্রাও ; **তেজঃ চ তেজোমাত্রা চ**=তেজ এবং রূপতন্মাত্রাও ; **বায়ুঃ চ বায়ুমাত্রা চ**=বায়ু এবং স্পর্শতন্মাত্রাও ; **আকাশঃ চ আকাশমাত্রা চ**=আকাশ এবং শব্দতন্মাত্রাও ; **চক্ষুঃ চ দ্রষ্টব্যম্ চ**=নেত্রেন্দ্রিয় এবং দ্রষ্টব্য বস্তুও ; **শ্রোত্রম্ চ শ্রোতব্যম্ চ**=শ্রোত্রেন্দ্রিয় এবং শ্রব্য বস্তুও ; **ঘ্রাণম্ চ ঘ্রাতব্যম্ চ**=ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণযোগ্য বস্তুও ; **রসঃ চ রসয়িতব্যম্ চ**=রসনেন্দ্রিয় এবং রসনার বিষয়ও ; **ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যম্ চ**=ত্বগিন্দ্রিয় এবং স্পর্শযোগ্য বস্তুও ; **বাক্ চ বক্তব্যম্ চ**=বাগিন্দ্রিয় এবং বক্তব্য শব্দও ; **হস্তৌ চ আদাতব্যম্ চ**=হস্তদ্বয় এবং আদানযোগ্য বস্তুও ; **উপস্থঃ চ আনন্দয়িতব্যম্ চ**= উপস্থ এবং তদ্বিষয়ও ; **পায়ুঃ চ বিসর্জয়িতব্যম্ চ**=মলদ্বার এবং তদ্বারা বিসর্জনীয় বস্তুও ; **পাদৌ চ গন্তব্যম্ চ**=পদদ্বয় এবং গন্তব্যস্থানও ; **মনঃ চ মন্তব্যম্ চ**=মন এবং মননযোগ্য বস্তুও ; **বুদ্ধিঃ চ বোদ্ধব্যম্ চ**=বুদ্ধি এবং বোদ্ধব্য বস্তুও ; **অহঙ্কারঃ চ অহঙ্কর্তব্যম্ চ**=অহংকার এবং তদ্বিষয়ও ; **চিত্তং চ চেতয়িতব্যম্ চ**=চিত্ত এবং চিন্তনীয় বস্তুও ; **তেজঃ চ বিদ্যোতয়িতব্যম্ চ**=প্রভাব এবং তার বিষয়ও ; **প্রাণঃ চ বিধারয়িতব্যম্ চ**=প্রাণ এবং প্রাণদ্বারা ধারণযোগ্য পদার্থও (এই সমস্তই পরমাত্মার আশ্রিত)॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে একথা বলা হয়েছে যে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় তথা তদ্বিষয়, চতুর্বিধ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার) অন্তঃকরণ এবং তদ্বিষয় তথা পঞ্চপ্রকার প্রাণবায়ু—এসবই পরমাত্মার আশ্রিত। বক্তব্য হল এই যে, স্থূল পৃথিবী এবং তার কারণ গন্ধতন্মাত্রা, স্থূলজলতত্ত্ব এবং তার কারণ রসতন্মাত্রা, স্থূল তেজতত্ত্ব এবং তার কারণ রূপতন্মাত্রা, স্থূল বায়ুতত্ত্ব

এবং তার কারণ স্পর্শতন্মাত্রা, স্থূল আকাশ এবং তার কারণ শব্দ-তন্মাত্রা—এইভাবে নিজের কারণসহ পঞ্চভূত তথা চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং দ্রষ্টব্যসমূহ, শ্রোত্রেন্দ্রিয় এবং তার দ্বারা শ্রব্যশব্দসমূহ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং তার দ্বারা ঘ্রাণযোগ্য বস্তুগুলি, রসনেন্দ্রিয় এবং তদ্দ্বারা আস্বাদ্যবস্তুবৃন্দ, ত্বগিন্দ্রিয় এবং তদ্দ্বারা স্পর্শযোগ্য সমস্ত পদার্থ, বাগিন্দ্রিয় এবং তদ্দ্বারা বক্তব্য শব্দ, হস্তদ্বয় এবং তার দ্বারা আদান-প্রদান যোগ্য বস্তুসমূহ, চরণদ্বয় এবং তার গন্তব্যস্থান, উপস্থ এবং তজ্জন্য সুখ, মলদ্বার এবং তদ্দ্বারা বিসর্জনীয় মল, মন এবং মনদ্বারা মননযোগ্য সমস্ত পদার্থ, বুদ্ধি এবং বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞেয় সকল পদার্থ, অহংকার এবং তদ্বিষয়, চিত্ত এবং চিত্তদ্বারা চিন্তনীয় পদার্থ, প্রভাব এবং তদ্দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার যোগ্য বস্তু এবং পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ ও তদ্দ্বারা ধারণযোগ্য সমস্ত শরীর—এই সমস্তই কারণভূত পরমেশ্বরেরই আশ্রিত।। ৮

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ স পরেঽক্ষর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।। ৯ ।।

এষঃ=এই যে ; দ্রষ্টা স্প্রষ্টা=দর্শক, স্পর্শক ; শ্রোতা ঘ্রাতা=শ্রোতা, ঘ্রাতা ; রসয়িতা মন্তা=স্বাদগ্রহণকর্তা, মননকর্তা ; বোদ্ধা কর্তা=বোধকর্তা তথা কর্ম-কর্তা ; বিজ্ঞানাত্মা=বিজ্ঞানস্বরূপ ; পুরুষঃ=পুরুষ (জীবাত্মা) ; সঃ হি=তিনিও ; অক্ষরে=অবিনাশী ; পরে আত্মনি=পরমাত্মাতে ; সম্প্রতিষ্ঠতে=যথার্থরূপে অবস্থিত।। ৯ ।।

ব্যাখ্যা—দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, গন্ধগ্রহীতা, স্বাদগ্রহীতা, মননকর্তা, জ্ঞাতা, তথা সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মনদ্বারা সমস্ত কর্মকর্তা—এই যে বিজ্ঞানস্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা, ইনিও ওই পরম অবিনাশী সকলের আত্মা পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমেই স্থিত। তাঁকে লাভ করলে জীবাত্মার যথার্থ প্রশান্তি লাভ হয়। অতএব, জীবাত্মারও পরম আশ্রয় হলেন পরমেশ্বর-ই।। ৯ ।।

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য। স সর্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ।। ১০ ।।

হ যঃ বৈ=নিশ্চয়রূপে যদি কেউ ; তৎ অচ্ছায়ম্=ওই ছায়াশূন্য ;

অশরীরম্= শরীররহিত ; **অলোহিতম্**=রক্ত, পীতাদি বর্ণশূন্য ; **শুভ্রম্ অক্ষরম্**=শুভ্র অক্ষর পুরুষকে ; **বেদয়তে**=জানে ; **সঃ**=সে ; **পরম্ অক্ষরম্ এব**=পরম অক্ষর অবিনাশী পরমাত্মাকেই ; **প্রতিপদ্যতে**=প্রাপ্ত হয় ; **সোম্য**=হে প্রিয় ! ; **যঃ তু (এবম্)**=যদি কেহ এরূপ হয় ; **সঃ সর্বজ্ঞঃ**=সে সর্বজ্ঞ (এবং) ; **সর্বঃ ভবতি**= সর্বরূপ হয়ে যায় ; **তৎ এষঃ**=সে বিষয়ে এই (পরবর্তী) ; **শ্লোকঃ**=শ্লোক (বলা হচ্ছে)॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—একথা নিশ্চয়পূর্বক বলা যেতে পারে যে, যদি কোনো মানুষ ওই ছায়ারহিত, শরীররহিত, রক্তিম পীতাদি সকল বর্ণরহিত, বিশুদ্ধ অবিনাশী পরমাত্মাকে জানতে পারে, তাহলে সে পরম অক্ষর পরমাত্মাকেই লাভ করে। এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। হে সোম্য ! যদি কেউ এইরূপ থাকে অর্থাৎ যে ওই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে লাভ করেছে, সে সর্বজ্ঞ এবং সর্বরূপ হয়ে যায়। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত ঋক্ বিদ্যমান॥ ১০ ॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি॥ ১১

যত্র=যাঁর মধ্যে ; **প্রাণাঃ**=সকল প্রাণ (এবং) ; **ভূতানি চ**=পঞ্চভূত তথা ; **সর্বৈঃ দেবৈঃ সহ**=সকল ইন্দ্রিয় এবং অন্তকরণের সহিত ; **বিজ্ঞানাত্মা**= বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ; **সম্প্রতিষ্ঠন্তি**=আশ্রয় নেন ; **সোম্য**=হে প্রিয় ! ; **তৎ অক্ষরম্**=সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে ; **যঃ তু বেদয়তে**=যে জেনে যায় ; **সঃ সর্বজ্ঞঃ**=সে সর্বজ্ঞ ; **সর্বম্ এব**=(সে) সর্বস্বরূপ পরমেশ্বরে ; **আবিবেশ**= প্রবিষ্ট হয়ে যায় ; **ইতি**=এভাবে (এই প্রশ্নের উত্তর সমাপ্ত হল)॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—সমস্ত কিছুর পরম কারণ যে পরমেশ্বরে সমস্ত প্রাণ এবং পঞ্চমহাভূত তথা সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ সহ স্বয়ং বিজ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মা—সকলেই আশ্রিত থাকে, সেই পরম অক্ষর অবিনাশী পরমাত্মাকে কেউ যদি জানতে পারেন, তাহলে তিনি সর্বজ্ঞ তথা সর্বরূপ পরমেশ্বরে প্রবিষ্ট হয়ে যান। এভাবে এই চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত হল॥ ১১ ॥

॥ **চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত** ॥

পঞ্চম প্রশ্ন

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ। স যো হ বৈ তদ্ভগ-বন্মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি॥ ১ ॥

অথ হ এনম্=অনন্তর সেই প্রখ্যাত পিপ্পলাদ ঋষিকে ; **শৈব্যঃ সত্যকামঃ**=শিবিপুত্র সত্যকাম ; **পপ্রচ্ছ**=জিজ্ঞাসা করলেন ; **ভগবন্**=ভগবান ; **মনুষ্যেষু**=মানুষের মধ্যে ; **সঃ যঃ হ বৈ**=যে কেউ ; **প্রায়ণান্তম্**=মৃত্যু পর্যন্ত ; **তৎ ওঁকারম্**=ওই ওঁকারের ; **অভিধ্যায়ীত**=সর্বদা ভালোভাবে ধ্যান করে ; **সঃ তেন**=সে ওই উপাসনার বলে ; **কতমম্ লোকম্**=কোন লোককে ; **বাব জয়তি**=নিঃসন্দেহে জয় করে ; **ইতি**=(এটি আমার প্রশ্ন)॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে সত্যকাম ওঁকারের উপাসনার বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। তিনি একথা জিজ্ঞাসা করেছেন যে, যে মানুষ আজীবন সদা ওঁকারের যথার্থরূপে উপাসনা করে, সে ওই উপাসনা দ্বারা কোন্ লোক লাভ করে অর্থাৎ তার কী ফল হয়॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি॥ ২ ॥

তস্মৈ সঃ হ উবাচ=তাঁকে প্রসিদ্ধ মহর্ষি বললেন ; **সত্যকাম**=হে সত্যকাম ; **এতৎ বৈ**=নিশ্চয়ই এই ; **যৎ ওঁকারঃ**=যে ওঁকার ; **পরম্ ব্রহ্ম চ অপরম্ চ**=(তা) পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্মও ; **তস্মাৎ**=এইজন্য ; **বিদ্বান্**=বিদ্বান ব্যক্তি ; **এতেন এব**=এই একই ; **আয়তনেন**=অবলম্বনে (অর্থাৎ প্রণবমাত্রের চিন্তনে) ; **একতরম্**=অপর এবং পরব্রহ্মের মধ্যে যে কোনো একটির ; **অন্বেতি**=(নিজ শ্রদ্ধানুসারে) অনুসরণ করে॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—এর উত্তরে মহর্ষি পিপ্পলাদ 'ওঁ' এই অক্ষরের সঙ্গে এর লক্ষ্যভূত পরব্রহ্ম পরমাত্মার একতা স্থাপন করে বলছেন—সত্যকাম! এই যে 'ওঁ'কার, তা নিজ লক্ষ্যভূত পরব্রহ্ম পরমেশ্বর থেকে ভিন্ন নয়। এইজন্য ওঁকারই পরব্রহ্ম এবং তিনি পরব্রহ্ম থেকেই প্রকটিত বিরাট স্বরূপ—অপর

ব্রহ্মও।[১] কেবল এই ওঁকারের জপ, স্মরণ এবং চিন্তন করে তার দ্বারা নিজের ইষ্টকে লাভের আকাঙ্ক্ষাকারী বিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ তাঁকে লাভ করে। এর ভাবার্থ হল, 'যে মানুষ পরমেশ্বরের বিরাট স্বরূপ অর্থাৎ এই জগতের ঐশ্বর্যময় কোনো অঙ্গ প্রাপ্তির ইচ্ছায় ওঁকারের উপাসনা করে, সে নিজ ভাবনানুসারে বিরাট স্বরূপ পরমেশ্বরের কোনো একটি অঙ্গকে লাভ করে এবং যে অন্তর্যামী আত্মা পূর্ণব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে লক্ষ্য করে তাঁকে পাওয়ার জন্য নিষ্কামভাবে তাঁর উপাসনা করে, সে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে লাভ করে।' একথা পরবর্তী মন্ত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে॥ ২ ॥

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি॥ ৩ ॥

সঃ যদি=ওই উপাসক যদি ; **একমাত্রম্**=একমাত্রাযুক্ত ওঁকারের ; **অভিধ্যায়ীত**=প্রকৃতরূপে ধ্যান করে তাহলে ; **সঃ তেন এব**=সে ওই উপাসনার দ্বারাই ; **সংবেদিতঃ**=নিজ ধ্যেয় বস্তুর দিকে প্রেরিত হয়ে ; **তূর্ণম্ এব**=শীঘ্রই ; **জগত্যাম্**=জগতে ; **অভিসম্পদ্যতে**=উৎপন্ন হয় ; **তম্ ঋচঃ**=তাকে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি ; **মনুষ্যলোকম্**=মনুষ্যশরীর ; **উপনয়ন্তে**=প্রাপ্ত করিয়ে দেয় ; **তত্র সঃ**=সেখানে ওই উপাসক ; **তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নঃ**=তপ, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে ; **মহিমানম্**=মহিমার ; **অনুভবতি**=অনুভব করে॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—ওঁকারের চিন্তক মানব যদি বিরাট পুরুষের ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ—এই ত্রিবিধ লোকের মধ্যে ভূলোকের ঐশ্বর্যে আসক্ত হয়ে তার প্রাপ্তির জন্য ওঁকারের উপাসনা করে তাহলে সে মৃত্যুর পর নিজ প্রাপনীয় ঐশ্বর্যের দিকে প্রেরিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীলোকে ফিরে আসে। ওঁকারের প্রথম মাত্রা ঋগ্বেদস্বরূপা, তার পৃথিবীলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে। অতএব তার চিন্তার ফলে সাধককে ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলি পুনরায় মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিয়ে

---

[১]কঠোপনিষদ্ ১।২।১৬তেও এই কথাই বলা হয়েছে, তথায় 'অপরম্' বিশেষণ দেওয়া হয়নি।

দেয়। সে ওই নবীন মনুষ্য জন্মে তপ, ব্রহ্মচর্য এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন উত্তম আচরণশীল শ্রেষ্ঠ মানুষরূপে প্রভূত ঐশ্বর্যের উপভোগ করে, অর্থাৎ তাকে নিম্নযোনিতে ভ্রমণ করতে হয় না। সে মৃত্যুর পর মানুষ হয়ে পুনঃ শুভকর্ম করতে সমর্থ হয় এবং সেখানে নানা প্রকার সুখের উপভোগ করে॥ ৩ ॥

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ততে॥ ৪ ॥

অথ যদি=কিন্তু যদি ; দ্বিমাত্রেণ=দ্বিমাত্রাযুক্ত (ওঁকারের) ; অভিধ্যায়ীত= উত্তমরূপে ধ্যান করে তাহলে ; মনসি=মনোময় চন্দ্রলোক ; সম্পদ্যতে=প্রাপ্ত হয় ; সঃ যজুর্ভিঃ=সে যজুর্বেদের মন্ত্রদ্বারা ; অন্তরিক্ষম্=অন্তরিক্ষে স্থিত ; সোমলোকম্=চন্দ্রলোকে ; উন্নীয়তে=ঊর্ধ্বে নীত হয় ; সঃ সোমলোকে=সে চন্দ্রলোকে ; বিভূতিম্=তথাকার ঐশ্বর্য ; অনুভূয়=অনুভব করে ; পুনঃ আবর্ততে=পুনরায় এই লোকে ফিরে আসে॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—সাধক যদি দুইমাত্রাযুক্ত ওঁকারের উপাসনা করে অর্থাৎ ওই বিরাট স্বরূপ পরমেশ্বরের অঙ্গভূত ভূঃ (মনুষ্যলোক) এবং ভুবঃ (অন্তরিক্ষ-লোক)—এই দুইয়ের ঐশ্বর্যের অভিলাষে—তাঁকে লক্ষ্য করে ওঁকারের উপাসনা করেন তাহলে তিনি মনোময় চন্দ্রলোক লাভ করেন ; তাঁকে যজুর্বেদের মন্ত্র অন্তরিক্ষে উপরের দিকে চন্দ্রলোকে পৌঁছিয়ে দেয়। ওই বিনাশশীল স্বর্গলোকে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য উপভোগ করে নিজ উপাসনার পুণ্যের ক্ষয় হয়ে গেলে তিনি পুনঃ মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন। সেখানে পূর্ব কর্মানুসারে মনুষ্য শরীর অথবা তদপেক্ষা কোনো নিম্ন যোনি প্রাপ্ত হয়॥ ৪ ॥

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা। বিনির্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ॥ ৫ ॥

পুনঃ যঃ=পুনরায় যে ; ত্রিমাত্রেণ=ত্রিমাত্রাযুক্ত ; ওম্ ইতি=ওঁকার ; এতেন

অক্ষরেণ এব=এই অক্ষরের দ্বারাই ; **এতম্ পরম্ পুরুষম্**=এই পরম-পুরুষকে ; **অভিধ্যায়ীত**=নিরন্তর ধ্যান করে ; **সঃ তেজসি**=সে তেজোময় ; **সূর্যে সম্পন্নঃ**= সূর্যলোকে যায় ; **যথা পাদোদরঃ**=যেরূপ সর্প ; **ত্বচা বিনির্মুচ্যতে**=খোলস ত্যাগ করে ; **এবম্ হ বৈ**=ঠিক সেইরূপ ; **সঃ পাপ্‌মনা**=সে পাপ থেকে ; **বিনির্মুক্তঃ**= সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে যায় ; **সঃ**=(এরপর) সে ; **সামভিঃ**=সামবেদের মন্ত্র-দ্বারা ; **ব্রহ্মলোকম্ উন্নীয়তে**=উপরে ব্রহ্মলোকে নীত হয় ; **সঃ এতস্মাৎ**=সে এই ; **জীবঘনাৎ**=জীবসমুদায়রূপ ; **পরাৎ পরম্**=পরমতত্ত্ব অপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ; **পুরিশয়ম্**=শরীররূপ নগরে অবস্থানকারী অন্তর্যামী ; **পুরুষম্**= পরমপুরুষ পুরুষোত্তমকে ; **ঈক্ষতে**=সাক্ষাৎ করে ; **তৎ এতৌ**=এ বিষয়ে দুটি ; **শ্লোকৌ ভবতঃ**=শ্লোক বিদ্যমান॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে 'পুনঃ' এই শব্দপ্রয়োগে বোঝা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত কথনানুসারে এই লোক এবং স্বর্গলোক পর্যন্ত ঐশ্বর্যের অভিলাষে অপর ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে ওঁকারের উপাসনাকারী সাধকগণ অপেক্ষা বিশিষ্ট সাধকের এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। 'উপাসনার সর্বোত্তম প্রকার এই'—এইরূপ ভাব প্রকট করার জন্যই এই মন্ত্রে 'যদি' পদের প্রয়োগও করা হয়নি। কারণ এতে কোনো বিকল্প নেই। এই মন্ত্রে একথাও স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, ওঁকার ওই পরব্রহ্মের নাম। ওঁকার দ্বারা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের উপাসনা করা হয়। মন্ত্রে বলা হয়েছে যে যদি কোনো সাধক এই তিনমাত্রাযুক্ত ওঁকারস্বরূপ অক্ষর দ্বারা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তবে খোলস থেকে যেমন সাপ আলাদা হয়ে যায়, সেইরূপ তিনি সমস্ত প্রকার কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে নির্বিকার হয়ে যান। তাঁকে সামবেদের মন্ত্র তেজোময় সূর্যমণ্ডল থেকে সর্বোপরি ব্রহ্মলোকে পৌঁছিয়ে দেয়। সেখানে তিনি জীবসমুদয়রূপ চেতন তত্ত্ব অপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হন, যিনি সম্পূর্ণ জগৎকে নিজ শক্তির মাত্র একাংশে ধারণ করে রয়েছেন এবং সম্পূর্ণ বিশ্বে ব্যাপ্ত তথা যিনি অন্তর্যামীরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। এই বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে আগামী দুটি শ্লোকের মাধ্যমে॥ ৫ ॥

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ॥ ৬

তিস্রঃ মাত্রাঃ=ওঁকারের তিন মাত্রা ('অ' 'উ' তথা 'ম') ; **অন্যোন্যসক্তাঃ**=একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ; **প্রযুক্তাঃ**=প্রযুক্ত করা হোক ; **অনবিপ্রযুক্তাঃ**= অথবা পৃথক পৃথক এক একটি ধ্যেয় বস্তুর চিন্তায় এর প্রয়োগ করা হোক না কেন (দুভাবেই তারা) ; **মৃত্যুমত্যঃ**=মৃত্যুযুক্ত ; **বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু**=বাহ্য, আভ্যন্তর এবং মধ্যের ; **ক্রিয়াসু**=ক্রিয়াগুলির মধ্যে ; **সম্যক্প্রযুক্তাসু**=পূর্ণরূপে এই মাত্রাগুলির প্রয়োগ করা হলে তখন ; **জ্ঞঃ ন কম্পতে**=পরমেশ্বরকে যিনি জানেন, এমন জ্ঞাতা বিচলিত হন না॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, ওঁকারবাচ্য পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের এই যে জগৎরূপ বিরাট স্বরূপ অর্থাৎ যা কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রব্য এবং জ্ঞাতব্য, তা কিন্তু তাঁর বাস্তবিক অবিনাশী স্বরূপ নয়। কারণ এ তো পরিবর্তনশীল। অতএব, এর মধ্যে অবস্থিত জীব অমর হয় না। উচ্চ থেকে উচ্চ যোনি লাভ করলেও জন্ম এবং মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয় না। এঁর এক অঙ্গ পৃথিবীলোকের অথবা পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ এই দুই লোকের অথবা তিন লোক মিলিয়ে সম্পূর্ণ জগতের অভিলাষ রেখে যে উপাসনা করে, যার এই জগতের আত্মরূপ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের দিকে লক্ষ্য নেই, বরঞ্চ যে জগতের বাহ্য স্বরূপেই আসক্ত, সে তাঁকে পায় না। সেইহেতু বারংবার তাঁর জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে। তাঁকে তো সেই সাধকই পেতে পারে যিনি নিজ শরীরের বাইরের মধ্যের এবং ভিতরের— হৃদয়দেশের বাইরের, ভিতরের এবং মধ্যের সমস্ত ক্রিয়াতে সর্বত্র ওঁকারের বাচ্যার্থরূপ একমাত্র পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে ব্যাপ্ত মনে করেন এবং ওঁকার দ্বারা তাঁর উপাসনা করে— তাঁকে পাওয়ার জন্য ওঁকারের জপ, স্মরণ, চিন্তন করেন। সেরূপ জ্ঞানী পরমাত্মাকে লাভ করে পুনরায় নিজ অবস্থান থেকে কখনো বিচলিত হন না॥ ৬ ॥

ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভির্যৎ তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চেতি॥ ৭ ॥

ঋগ্‌ভিঃ=(এক মাত্রার উপাসনার ফলে উপাসককে) ঋক্‌গুলির দ্বারা ; **এতম্**=এই মনুষ্যলোকে (পৌঁছানো হয়) ; **যজুর্ভিঃ**=(দ্বিমাত্রার উপাসককে) ; যজুর্মন্ত্রগুলি ; **অন্তরিক্ষম্**=অন্তরিক্ষে (চন্দ্রলোক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়) ; **সামভিঃ**=(পূর্ণরূপে ওঁকারের উপাসককে) সামমন্ত্র দ্বারা ; **তৎ**=ওই ব্রহ্মলোকে (পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়) ; **যৎ**=যাঁকে ; **কবয়ঃ**=সুধীজন ; **বেদয়ন্তে**=জানেন ; **বিদ্বান্**=বিদ্বান ব্যক্তি ; **ওঁকারেণ এব**=কেবল ওঁকাররূপ ; **আয়তনেন**=অবলম্বনের দ্বারাই ; **তম্**=ওই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে ; **অন্বেতি**=লাভ করেন ; **যৎ**=যা ; **তৎ**=সেই ; **শান্তম্**=পরম শান্ত ; **অজরম্**=জরারহিত ; **অমৃতম্**=মৃত্যুরহিত ; **অভয়ম্**=ভয়রহিত ; **চ**=এবং ; **পরম্ ইতি**=সর্বশ্রেষ্ঠ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম মন্ত্রের ভাব সংক্ষেপে বর্ণন করে ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের বাক্যসমূহে উক্ত বক্তব্যের সমর্থন করা হয়েছে। একথার তাৎপর্য এই যে, এক মাত্রা অর্থাৎ এক অঙ্গকে লক্ষ্য করে উপাসনাকারী সাধককে ঋগ্বেদস্থ মন্ত্রগুলি মনুষ্যলোকে পৌঁছিয়ে দেয়। দ্বিমাত্রার উপাসককে অর্থাৎ জগতের উচ্চ থেকে উচ্চ—স্বর্গীয় ঐশ্বর্যকে লক্ষ্য করে ওঁকারের উপাসককে যজুর্বেদের মন্ত্র চন্দ্রলোকে নিয়ে যায় এবং যে এই সমস্ত কিছুতে পরিপূর্ণ, এর আত্মস্বরূপ পরমেশ্বরের ওঁকার দ্বারা উপাসনা করে, তাকে সামবেদের মন্ত্র ওইব্রহ্মলোকে পৌঁছিয়ে দেয়, যাঁকে জ্ঞানীগণ জানেন। সম্পূর্ণ রহস্য যাঁরা জানেন এমন বুদ্ধিমান মানুষ বাহ্য-জগতে আসক্ত না হয়ে ওঁকারের উপাসনা দ্বারা সমস্ত জগতের আত্মরূপ ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন, যিনি পরম শান্ত, সমস্ত প্রকার বিকাররহিত, যেখানে জরা বা মৃত্যুর ভয় নেই, যিনি অজর, অমর, নির্ভয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরষোত্তম॥ ৭ ॥

॥ পঞ্চম প্রশ্ন সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ প্রশ্ন

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত। ষোড়শকলং

ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ। তমহং কুমারমব্রুবং নাহমিমং বেদ যদ্যহমিমমবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুম্। স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি ক্বাসৌ পুরুষ ইতি॥ ১ ॥

অথ=অনন্তর ; **হ এনম্**=(এই) প্রসিদ্ধ মহাত্মা (পিপ্পলাদ)কে ; **ভারদ্বাজঃ**=ভরদ্বাজপুত্র ; **সুকেশা**=সুকেশা ; **পপ্রচ্ছ**=জিজ্ঞাসা করলেন ; **ভগবন্**=ভগবান ; **কৌসল্যঃ**=কোসলদেশীয় ; **রাজপুত্রঃ**=রাজকুমার ; **হিরণ্যনাভঃ**=হিরণ্যনাভ ; **মাম্ উপেত্য**=আমার নিকট এসে ; **এতম্ প্রশ্নম্**=এই প্রশ্ন ; **অপৃচ্ছত**=জিজ্ঞাসা করল ; **ভারদ্বাজ**=হে ভারদ্বাজ ! (তুমি কি) ; **ষোড়শকলম্**= ষোড়শকলাযুক্ত ; **পুরুষম্**=পুরুষকে ; **বেত্থ**=জান ; **তম্ কুমারম্**=(তখন) ওই কুমারকে ; **অহম্**=আমি ; **অব্রুবম্**=বললাম ; **অহম্**=আমি ; **ইমম্**=এঁকে ; **ন বেদ**=জানি না ; **যদি**=যদি ; **অহম্**=আমি ; **ইমম্ অবেদিষম্**=এঁকে জানতাম (তাহলে) ; **তে**=তোমাকে ; **কথম্ ন অবক্ষ্যম্ ইতি**=কেন বলতাম না অর্থাৎ অবশ্যই বলতাম ; **এষঃ বৈ**=ওই পুরুষ অবশ্য ; **সমূলঃ**=মূলের সহিত ; **পরিশুষ্যতি**=সর্বথা শুকিয়ে যায় (নষ্ট হয়ে যায়) ; **যঃ**=যে ; **অনৃতম্**=মিথ্যা ; **অভিবদতি**= বলে ; **তস্মাৎ**=এইজন্য (আমি) ; **অনৃতম্**=মিথ্যা ; **বক্তুম্**=বলতে ; **ন অর্হামি**=সমর্থ নই ; **সঃ**=ওই রাজকুমার ; (আমার উত্তর শুনে) ; **তূষ্ণীম্**=চুপচাপ ; **রথম্**=রথে ; **আরুহ্য**=আরোহণ করে ; **প্রবব্রাজ**=চলে গেল ; **তম্**=সেই কথাই ; **ত্বা পৃচ্ছামি**=আমি (আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি) ; **অসৌ**=ওই (ষোড়শকলাবান) ; **পুরুষঃ**= পুরষ ; **ক্ব ইতি**= কোথায় আছেন ? ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে সুকেশা ঋষি নিজের অল্পজ্ঞতা এবং সত্যভাষণের মহত্ত্ব প্রকাশ করে ষোড়শকলাবান পুরুষের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। তিনি বললেন—প্রভু ! একবার কোসল দেশের রাজকুমার হিরণ্যনাভ আমার নিকট এসেছিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—ভারদ্বাজ ! তুমি কি ষোড়শকলাবান পুরুষের বিষয়ে জান ? আমি তাকে স্পষ্ট করে বললাম ভাই ! আমি তাঁকে জানি না ; জানলে তোমাকে অবশ্যই বলতাম। না বলার কোনো কারণ নেই। তুমি

(নিজ মনে) একথা ভেবো না যে, আমি না জানার ভাব দেখিয়ে তোমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলাম ; কারণ আমি মিথ্যা বলি না। মিথ্যাবাদীদের মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়, সে এই লোকে বা পরলোকে—কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না ; আমার এই কথা শুনে রাজকুমার চুপচাপ রথে আরোহণ করে যেরূপে এসেছিল, সেইরূপেই ফিরে গেল। আমি সম্প্রতি আপনার নিকট ওই ষোড়শ-কলাবান পুরুষের তত্ত্ব জানতে চাই ; কৃপা করে বলুন ওই পুরুষের স্বরূপ কী॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ। ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীতি॥ ২ ॥

তস্মৈ=তাঁকে ; **সঃ হ**=ওই সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি ; **উবাচ**=বললেন ; **সোম্য**=হে প্রিয় ! ; **ইহ**=এখানে ; **অন্তঃশরীরে**=এই শরীরের ভিতরে ; **এব**=ই ; **সঃ**=ওই ; **পুরুষঃ**=পুরুষ বিদ্যমান ; **যস্মিন্**=যাঁর মধ্যে ; **এতাঃ**=এই ; **ষোড়শ**=ষোল ; **কলাঃ**=কলা ; **প্রভবন্তি ইতি**=প্রকট হয়॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে ওই ষোড়শকলাযুক্ত পুরুষের সঙ্কেতমাত্র করা হয়েছে। মহর্ষি পিপ্পলাদ বলছেন—প্রিয় সুকেশা ! যে পরমেশ্বর থেকে ষোল কলার সমুদয় সম্পূর্ণ জগদ্রূপ বিরাট শরীর উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরমপুরুষ আমাদের এই শরীরের ভিতরেই বিরাজমান ; তাঁকে অনুসন্ধান করতে অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এর ভাবার্থ এই যে, যখন মানুষের হৃদয়ে পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য উৎকট অভিলাষ জাগ্রত হয় তখন তিনি তার হৃদয়েই দেখা দেন॥ ২ ॥

সম্বন্ধ—*এখন মহর্ষি পিপ্পলাদ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের তত্ত্ব জানার জন্য সংক্ষেপে সৃষ্টিক্রমের বর্ণনা করছেন—*

স ঈক্ষাংচক্রে। কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি॥ ৩ ॥

সঃ=তিনি ; **ঈক্ষাঞ্চক্রে**=বিচার করলেন (যে) ; **কস্মিন্**=(শরীর থেকে) কার ; **উৎক্রান্তে**=উৎক্রান্তি হলে ; **অহম্ উৎক্রান্তঃ**=আমি(ও) উৎক্রান্ত ; **ভবিষ্যামি**=হয়ে যাব ; **বা**=এবং ; **কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতে**=কে প্রতিষ্ঠিত থাকলে ;

প্রতিষ্ঠাস্যামি ইতি=আমি প্রতিষ্ঠিত থাকব॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—মহাসর্গের আদিতে জগতের রচয়িতা পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিচার করলেন যে, 'আমি যে ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করতে যাচ্ছি, তাতে কি এক এমন তত্ত্ব দেওয়া যায়, যা না থাকলে আমি স্বয়ংও ওতে থাকব না অর্থাৎ আমার সত্তা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হবে না এবং যা থাকলে আমার সত্তা স্পষ্টরূপে প্রতীত হবে॥ ৩ ॥

স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনোঽন্নমন্নাদ্বীর্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম লোকা লোকেষু চ নাম চ॥ ৪ ॥

(একথা চিন্তা করে প্রথমে) **সঃ**=তিনি ; **প্রাণম্ অসৃজত**=প্রাণ রচনা করলেন ; **প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্**=প্রাণ থেকে শ্রদ্ধাকে উৎপন্ন করলেন ; **খং বায়ুঃ জ্যোতিঃ আপঃ পৃথিবী**=(তারপর ক্রমশ) আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী (এই পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হল, পুনঃ) ; **মনঃ ইন্দ্রিয়ম্**=মন (অন্তঃকরণ) এবং ইন্দ্রিয়সমুদয়ের উৎপত্তি হল ; **অন্নম্**=(এরপর) অন্নের উৎপত্তি হল ; **অন্নাৎ**=অন্ন থেকে ; **বীর্যম্**=বীর্য (পুনঃ) ; **তপঃ**=তপ ; **মন্ত্রাঃ**=নানাপ্রকার মন্ত্র ; **কর্ম**= নানাপ্রকার কর্ম ; **চ লোকাঃ**=এবং তার ফলস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন লোকের নির্মাণ হল ; **চ**=এবং ; **লোকেষু**=ওই সমস্ত লোকে ; **নাম**=নামের রচনা হয়েছে॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সর্বপ্রথম সকলের প্রাণরূপ সর্বাত্মা হিরণ্যগর্ভকে নির্মাণ করেছেন। তদনন্তর শুভকর্মে প্রবৃত্তকারিণী শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্য বুদ্ধিকে প্রকট করে পুনঃ ক্রমশ শরীরের উপাদানভূত আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই পাঁচ মহাভূতের সৃষ্টি করেছেন। এই পাঁচ মহাভূতের কার্যই হল এই দৃশ্যমান সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড। পাঁচ মহাভূতের পর পরমেশ্বর মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার—এই চারটির সমুদয়রূপ অন্তঃকরণের রচনা করলেন। পুনঃ বিষয়ের জ্ঞান এবং কর্মের জন্য পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তথা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন করলেন। তারপর প্রাণিগণের শরীরের স্থিতির জন্য অন্নের এবং অন্নের পরিপাক দ্বারা বলের সৃষ্টি করলেন। তারপর অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়ের সংযমরূপ তপের প্রাদুর্ভাব করলেন। উপাসনার

জন্য ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের কল্পনা করলেন। অন্তঃকরণের সংযোগে ইন্দ্রিয় দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্মের নির্মাণ করলেন। তার ভিন্ন ভিন্ন ফলরূপ লোক নির্মাণ করে তাদের সকলের নাম-রূপের রচনা করলেন। এইভাবে ষোল কলাযুক্ত এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করে জীবাত্মার সঙ্গে পরমেশ্বর স্বয়ং এতে প্রবিষ্ট হলেন, এইজন্য তিনি ষোড়শ কলাযুক্ত পুরুষ নামে অভিহিত। আমাদের এই মনুষ্য শরীরও ব্রহ্মাণ্ডের এক ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত। অতএব পরমেশ্বর যেরূপ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে আছেন সেইরূপ আমাদের এই শরীরেও রয়েছেন এবং এই শরীরেও ষোল কলা বিদ্যমান। হৃদয়স্থ ওই পরমদেব পুরুষোত্তমকে অবগত হওয়া হল ষোল কলাযুক্ত পুরুষকে জানা॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ——*সৃষ্টির আরম্ভের বর্ণনা করে যে পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করানো হয়েছে, এখন প্রলয়ের বর্ণনার দ্বারা তাঁকেই লক্ষ্য করানো হচ্ছে*——

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ॥ ৫ ॥

সঃ=ওই (প্রলয়ের দৃষ্টান্ত) এইরূপ ; **যথা**=যেরূপ ; **ইমাঃ**=এই ; **নদ্যঃ**=নদীগুলি ; **সমুদ্রায়ণাঃ স্যন্দমানাঃ**=সমুদ্রের দিকে (লক্ষ্য করে) গমন করছে (এবং) প্রবাহিত হতে হতে ; **সমুদ্রম্**=সমুদ্রকে ; **প্রাপ্য**=পেয়ে ; **অস্তং গচ্ছন্তি**=তাতে বিলীন হয়ে যায় ; **তাসাম্ নামরূপে**=তাদের নাম এবং রূপ ; **ভিদ্যেতে**=লোপ হয়ে যায় ; **সমুদ্রঃ ইতি এবম্**=(পুনঃ তাকে) সমুদ্র এই (এক) নামেই ; **প্রোচ্যতে**=বলা হয় ; **এবম্ এব**=এইরূপেই ; **অস্য পরিদ্রষ্টুঃ**=চতুর্দিকের পূর্ণরূপে দ্রষ্টা এই পরমেশ্বরের ; **ইমাঃ**=উপরোক্ত ; **ষোড়শ কলাঃ**=ষোল কলা ; **পুরুষায়ণাঃ**=যেগুলির পরমাধার এবং পরমগতি পুরুষ ; **পুরুষম্ প্রাপ্য**=(প্রলয়কালে) পরমপুরুষ পরমাত্মাকে পেয়ে ; **অস্তং গচ্ছন্তি**=(তাঁতেই) বিলীন হয়ে যায় ; **চ**=তথা ; **আসাম্**=এই সবের ; **নামরূপে**=(পৃথক পৃথক) নাম এবং রূপ ; **ভিদ্যেতে**=লোপ হয়ে যায় ; **পুরুষঃ**

ইতি এবম্=(পুনঃ তাঁকে) 'পুরুষ' এই এক নামেই ; প্রোচ্যতে=বলা হয় ; সঃ=ওই ; এষঃ =ইনি ; অকলঃ=কলারহিত (এবং) ; অমৃতঃ=অমর আত্মা ; ভবতি=হন ; তৎ=তাঁর বিষয়ে ; এষঃ=এই (পরবর্তী); শ্লোকঃ=শ্লোক॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপের নদীসমূহ নিজ উদ্‌গম স্থান সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পৌঁছে তাতেই বিলীন হয়ে যায়, তাদের সমুদ্র থেকে পৃথক কোনো নাম-রূপ থাকে না—তারা সমুদ্রেই পরিণত হয়ে যায়, সেইরূপ সর্বসাক্ষী সকলের আত্মরূপ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন এই ষোল কলা (অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড) প্রলয়কালে নিজের পরমাধার পরম-পুরুষ পরমেশ্বরে গিয়ে তাঁতে বিলীন হয়ে যায়। তখন এদের পৃথক পৃথক নাম-রূপ থাকে না। একমাত্র পরমপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপে সব তদাকার হয়ে যায়। অতএব তাঁর নামে, তাঁর বর্ণনে সবকিছুর বর্ণনা করা হয়, পৃথকরূপে নয়। ওই সময় পরমাত্মায় কোনো প্রকার সংকল্প থাকে না। এইজন্য তাঁকে সমস্ত কলারহিত, অমৃতস্বরূপ বলা হয়। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করে মানুষ পরব্রহ্মকে পেয়ে কলারহিত ও অমর হয়ে যায়। এই বিষয়ে পরবর্তী মন্ত্র বিদ্যমান॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি॥ ৬ ॥

রথনাভৌ=রথচক্রের নাভির আধারে ; অরাঃ ইব=যেরূপে অরসমূহ অবস্থিত থাকে (সেইরূপ) ; যস্মিন্=যাঁর মধ্যে ; কলাঃ=(উপরোক্ত) সমস্ত কলাগুলি ; প্রতিষ্ঠিতাঃ=পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ; তম্ বেদ্যম্ পুরুষম্=সেই বেদ্য (সকলের আধারভূত) পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে ; বেদ=জানো ; যথা=যার ফলে অর্থাৎ যাঁকে জানলে ; বঃ=তোমাদের ; মৃত্যুঃ=মৃত্যু ; মা পরিব্যথা ইতি=দুঃখ দিতে পারবে না॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে সর্বাধার পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার প্রেরণা দিয়ে তার ফলস্বরূপ জন্ম-মৃত্যুরহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বেদ ভগবান মানবগণকে বলছেন—'যেরূপ রথচক্রে সংলগ্ন সমস্ত অর ওই চক্রের মধ্যস্থ নাভিতে প্রবিষ্ট থাকে অর্থাৎ ওই সমস্তের আধার নাভি—নাভি ভিন্ন অরগুলির স্থিতি হতে পারে না, সেইরূপ উপরোক্ত প্রাণ আদি ষোল কলার যিনি আধার,

সমস্ত কলা যাঁতে আশ্রিত, যাঁর থেকে উৎপন্ন হয় এবং যাঁতে বিলীন হয়ে যায়, তিনিই জ্ঞেয় পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। ওই সর্বাধার পরমাত্মাকে জানতে হবে। তাঁকে জানার পর তোমাদের মৃত্যুভয় থাকবে না। পুনঃ মৃত্যু তোমাকে এই জন্মমৃত্যুযুক্ত সংসারে নিমজ্জিত করে দুঃখী করতে পারবে না। তোমরা চিরকালের জন্য অমর হয়ে যাবে॥ ৬ ॥

তান্ হোবাচৈতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ। নাতঃ পরমস্তীতি॥ ৭ ॥

হ=(তারপর) প্রসিদ্ধ মহর্ষি পিপ্পলাদ ; **তান্ উবাচ**=তাঁদের বললেন ; **এতৎ**=এই ; **পরম্ ব্রহ্ম**=পরম ব্রহ্মকে ; **অহম্**=আমি ; **এতাবৎ**=এতটা ; **এব**=ই ; **বেদ**=জানি ; **অতঃপরম্**=এরপর (উৎকৃষ্ট তত্ত্ব) ; **ন অস্তি ইতি**= নেই॥ ৭

ব্যাখ্যা—এ পর্যন্ত উপদেশ করার পর মহর্ষি পিপ্পলাদ পরম ভাগ্যবান সুকেশা প্রমুখ ছয় ঋষিকে সম্বোধন করে বললেন—ঋষিগণ ! এই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের বিষয়ে আমি এ পর্যন্তই জানি। এঁর থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছু নেই। তাঁর সম্বন্ধে তোমাদের যা কিছু বলার ছিল সবই বলেছি॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ—*পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সুকেশা প্রমুখ মুনিগণ মহর্ষিকে পুনঃপুন প্রণাম করতঃ বললেন—*

তে তমর্চয়ন্তস্ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥ ৮ ॥

তে=ওই ছয় ঋষি ; **তম্ অর্চয়ন্তঃ**=পিপ্পলাদের পূজা করলেন ; (এবং বললেন) ; **ত্বম্**=আপনি ; **হি**=ই ; **নঃ**=আমাদের ; **পিতা**=পিতা ; **যঃ**=যিনি ; **অস্মাকম্**=আমাদের ; **অবিদ্যায়াঃ পরম্ পারম্**=অবিদ্যার অন্য পারে ; **তারয়সি ইতি**=পৌঁছিয়ে দিয়েছেন ; **নমঃ পরমঋষিভ্যঃ**=পরম ঋষি আপনাকে প্রণাম ; **নমঃ পরমঋষিভ্যঃ**=পরম ঋষিকে প্রণাম॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—আচার্য পিপ্পলাদের নিকট ব্রহ্মের উপদেশ লাভ করে ওই ছয় ঋষি পিপ্পলাদের পূজা করলেন এবং বললেন—প্রভু ! আপনি আমাদের বাস্তবিক পিতা, আপনিই আমাদের এই সংসার সমুদ্র থেকে পারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এইরূপ গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেউ (গুরু) হতে পারেন না। আপনি পরম

ঋষি, জ্ঞানস্বরূপ। আপনাকে পুনঃপুন প্রণাম। অন্তিম বাক্যের পুনরাবৃত্তি গ্রন্থের সমাপ্তি সূচনা করে ॥ ৮ ॥

॥ ষষ্ঠ প্রশ্ন সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

॥ অথর্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদ্ সমাপ্ত ॥

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাঁ্সস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥[১]
ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

এই মন্ত্রের অর্থ প্রারম্ভে প্রদত্ত হয়েছে।

———০———

[১]যজুর্বেদ ২৫।১৯-২১ তথা ঋগ্বেদ ১০।৮৯।৬, ৮।

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

মুণ্ডকোপনিষদ্

এই উপনিষদটি অথর্ববেদের শৌনকী শাখায় বিদ্যমান।

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাঁ্সস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥

ওঁ শান্তি ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

দেবাঃ=হে দেবগণ ! ; **(বয়ম্)** যজত্রাঃ **(সন্তঃ)**=আমরা ভগবানের যজন (আরাধনা) করতে করতে ; **কর্ণেভিঃ**=কর্ণগুলি দ্বারা ; **ভদ্রম্**=কল্যাণময় বচন ; **শৃণুয়াম**=শুনি ; **অক্ষভিঃ**=নেত্রগুলি দ্বারা ; **ভদ্রম্**=কল্যাণ (ই) ; **পশ্যেম**=দেখি ; **স্থিরৈঃ**=সুদৃঢ় ; **অঙ্গৈঃ**=অঙ্গগুলির ; **তনুভিঃ**=এবং শরীরগুলির দ্বারা ; **তুষ্টুবাংসঃ (বয়ম্)**=ভগবানের স্তুতি করতে করতে আমরা ; **যৎ**=যে ; **আয়ুঃ**= আয়ু ; **দেবহিতম্**=আরাধ্যদেব পরমাত্মার কর্মে আসে ; **তৎ**=তার ; **ব্যশেম**=উপভোগ করি ; **বৃদ্ধশ্রবাঃ**=চতুর্দিকে প্রসারিত সুযশস্বী ; **ইন্দ্রঃ**=ইন্দ্র ; **নঃ**=আমাদের জন্য ; **স্বস্তি (দধাতু)**=কল্যাণ পোষণ করুন ; **বিশ্ববেদাঃ**=বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞাতা ; **পূষা**=পূষা ; **নঃ**=আমাদের (জন্য) ; **স্বস্তিঃ (দধাতু)**=কল্যাণ পোষণ করুন ; **অরিষ্টনেমিঃ**= অরিষ্টসমূহকে সমাপ্ত করার জন্য চক্রসদৃশ শক্তিশালী ; **তার্ক্ষ্যঃ**=গরুড়দেব ; **নঃ**=আমাদের জন্য ; **স্বস্তি (দধাতু)**=কল্যাণ পোষণ করুন ; **(তথা)**=তথা ; **বৃহস্পতিঃ**= (বুদ্ধির অধিপতি) দেবগুরু বৃহস্পতিও ; **নঃ**=আমাদের (জন্য) ; **স্বস্তিঃ**

(দধাতু)=কল্যাণ করুন ; **ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ**=পরমাত্মন্ ! আমাদের ত্রিবিধ তাপ যেন শান্ত হয়।

ব্যাখ্যা—গুরুর নিকট অধ্যয়নকারী শিষ্য নিজ গুরু, সহপাঠী তথা মানবমাত্রের কল্যাণ চিন্তন করতে করতে দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করছেন যে—'হে দেবগণ ! আমরা নিজের কানে শুভ কল্যাণকারী বচন যেন শুনি। নিন্দা, অকথ্য ভাষার প্রয়োগ অথবা অন্যান্য পাপের কথা আমাদের কানে যেন না আসে এবং আমাদের জীবন যেন যজনপরায়ণ হয় —আমরা যেন সদা ভগবৎ আরাধনায় লিপ্ত থাকি। কেবল কান দ্বারা শোনাই নয়, চক্ষু দ্বারাও যেন সদা কল্যাণেরই দর্শন হয়। কোনো অমঙ্গলকারী অথবা পতনের দিকে নিয়ে যাবে এমন দৃশ্যের দিকে যেন আমাদের দৃষ্টির আকর্ষণ কখনোই না হয়। আমাদের শরীর, আমাদের এক একটি অবয়ব যেন সুদৃঢ় এবং সুপুষ্ট হয়। সুদৃঢ়তা ও সুপুষ্টতাও এইজন্য যে, যেন তার দ্বারা আমরা ভগবানের স্তব করতে থাকি। আমাদের আয়ু ভোগবিলাস অথবা প্রমাদে যেন নষ্ট না হয়। আমরা এমন আয়ু পাই যেন তা ভগবানের কাজে লাগে। (দেবতা আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে তাদের সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন করেন। তিনি অনুকূল থাকলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সহজেই সন্মার্গে যুক্ত থাকতে পারবে, সেইজন্য তাঁর নিকটই প্রার্থনা করা উচিত।) যাঁর সুযশ চতুর্দিকে প্রসারিত, সেই দেবরাজ ইন্দ্র, সর্বজ্ঞ পূষা, অরিষ্ট নিবারক তার্ক্ষ্য (গরুড়) এবং দেবগুরু বৃহস্পতি—এই সকল দেবতাই ভগবানের দিব্য বিভূতি। এঁরা সকলে সদা আমাদের কল্যাণ পোষণ করুন। এঁদের কৃপায় আমাদের সহিত প্রাণীমাত্রের কল্যাণ যেন হতে থাকে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—সমস্ত প্রকারের তাপ যেন শান্ত হয়।

প্রথম মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ ১ ॥

'ওঁ' এই পরমেশ্বরের নামের স্মরণ করে উপনিষদের আরম্ভ করা হচ্ছে। এর দ্বারা এখানে একথা সূচিত হয়েছে যে মানুষের প্রতিটি কার্যের প্রারম্ভে ঈশ্বরকে স্মরণ তথা তাঁর নামোচ্চারণ অবশ্যই করা উচিত।

বিশ্বস্য কর্তা=সম্পূর্ণ জগতের কর্তা ; (এবং) **ভুবনস্য গোপ্তা**=সমস্ত লোকের রক্ষক ; **ব্রহ্মা**=(চতুর্মুখ) ব্রহ্মা ; **দেবানাম্**=দেবগণ মধ্যে ; **প্রথমঃ**=প্রথম ; **সম্বভূব**=প্রকট হয়েছিলেন ; **সঃ**=তিনি ; **জ্যেষ্ঠপুত্রায় অথর্বায়**=জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বাকে ; **সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্**=সমস্ত বিদ্যার আধারভূতা ; **ব্রহ্মবিদ্যাম্ প্রাহ**= ব্রহ্মবিদ্যার ভালোভাবে উপদেশ করেছেন।। ১ ।।

ব্যাখ্যা —সর্বশক্তিমান পরব্রহ্ম পরমেশ্বর থেকে দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রথমে ব্রহ্মা প্রকট হয়েছেন। তারপর তিনি সকল দেবতাকে, মহর্ষিগণকে এবং মরীচি প্রমুখ প্রজাপতিগণকে উৎপন্ন করেছেন। তারই সাথে সমস্ত লোকের রচনাও করেছেন তথা ওই সমস্ত রক্ষার জন্য সুদৃঢ় নিয়মাদি প্রস্তুত করেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন অথর্বা ; ব্রহ্মা সর্বপ্রথম তাঁকেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করেন। যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মের পর এবং অপর—উভয় স্বরূপের পূর্ণরূপে জ্ঞান হয়, তাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয় ; এটি সমস্ত বিদ্যার আশ্রয়।। ১ ।।

অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽথর্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্।। ২

ব্রহ্মা=ব্রহ্মা ; **যাম্**=যে বিদ্যা ; **অথর্বণে**=অথর্বাকে ; **প্রবদেত**=উপদেশ দিয়েছিলেন ; **তাম্ ব্রহ্মবিদ্যাম্**=সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে ; **অথর্বা**=অথর্বা ; **পুরা**=প্রথমে ; **অঙ্গিরে**=অঙ্গী ঋষিকে ; **উবাচ**=বললেন ; **সঃ**=ওই অঙ্গী ঋষি ; **ভারদ্বাজায়**=ভরদ্বাজগোত্রীয় ; **সত্যবহায়**=সত্যবহ নামক ঋষিকে ; **প্রাহ**=বললেন ; **ভারদ্বাজঃ**=ভারদ্বাজ ; **পরাবরাম্**=পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তীজনপ্রাপ্ত ; ওই পরম্পরাগত বিদ্যাকে ; **অঙ্গিরসে**=অঙ্গিরা নামক ঋষিকে ; **প্রাহ**=বললেন।। ২ ।।

ব্যাখ্যা—যে ব্রহ্মবিদ্যা অথর্বা ঋষি ব্রহ্মার নিকট পেয়েছিলেন সেই ব্রহ্মবিদ্যা তিনি অঙ্গী ঋষিকে বলেছিলেন এবং অঙ্গী ঋষি ভরদ্বাজ-গোত্রোৎপন্ন সত্যবহ নামক ঋষিকে বললেন। ভারদ্বাজ ঋষি পরম্পরায় প্রাপ্ত ব্রহ্মের পর এবং অপর——উভয় স্বরূপজ্ঞানকারিণী এইব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ অঙ্গিরা নামক

ঋষিকে প্রদান করেন॥ ২ ॥

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ ৩ ॥

হ=বিখ্যাত (যে) ; **শৌনকঃ বৈ**=শৌনক নামক প্রসিদ্ধ মুনি ; **মহাশালঃ**=যিনি অতি বৃহৎ বিদ্যালয়ের (ঋষিকুলের) অধিষ্ঠাতা ছিলেন ; **বিধিবৎ**=শাস্ত্রবিধি অনুসারে ; **অঙ্গিরসম্ উপসন্নঃ**=মহর্ষি অঙ্গিরার নিকট আসেন (এবং তাঁর থেকে) ; **পপ্রচ্ছ**=(বিনয়পূর্বক) জিজ্ঞাসা করলেন ; **ভগবঃ**=ভগবান ! ; **নু**=নিশ্চয়পূর্বক ; **কস্মিন্ বিজ্ঞাতে**=কাকে জানলে ; **ইদম্**=এই ; **সর্বম্**=সমস্ত ; **বিজ্ঞাতম্**=সুবিদিত ; **ভবতি**=হয়ে যায় ; **ইতি**=এই (আমার প্রশ্ন)॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—শৌনক নামক প্রসিদ্ধ এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাতা ছিলেন। পুরাণানুসারে তাঁর ঋষিকুলে অষ্টাশীতি (৮৮) সহস্র ঋষি থাকতেন। তিনি উপরি-উক্ত ব্রহ্মবিদ্যাকে জানার জন্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে হাতে সমিধ নিয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক মহর্ষি অঙ্গিরার নিকট এলেন এবং অত্যন্ত বিনয়পূর্বক মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করলেন— ভগবান ! যাঁকে যথার্থরূপে জানলে, যা কিছু দৃশ্য, শ্রব্য এবং অনুমেয় মনে হচ্ছে, তা সবই জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই পরমতত্ত্ব কী ? কৃপাপূর্বক বলুন, তা কীভাবে জানা যাবে ? ॥ ৩ ॥

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥ ৪ ॥

তস্মৈ=ওই শৌনক মুনিকে ; **সঃ হ**=সেই বিখ্যাত মহর্ষি অঙ্গিরা ; **উবাচ**=বললেন ; **ব্রহ্মবিদঃ**=ব্রহ্মজ্ঞগণ ; **ইতি**=এইভাবে ; **হ**=নিশ্চয়পূর্বক ; **বদন্তি স্ম যৎ**= বলে আসছেন যে ; **দ্বে বিদ্যে**=দুটি বিদ্যা ; **এব**=ই ; **বেদিতব্যে**=জ্ঞেয় ; **পরা**= একটি পরা ; **চ**=এবং ; **অপরা**=অন্যটি অপরা ; **চ**=ও॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—এইভাবে শৌনক জিজ্ঞাসা করলে মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন— শৌনক ! ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণের বক্তব্য এই যে, মানুষের জ্ঞেয় হল দুটি বিদ্যা— একটি পরা এবং অন্যটি অপরা॥ ৪ ॥

তত্রাপরা ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ ৫ ॥

তত্র=ওই দুটির মধ্যে ; ঋগ্বেদঃ=ঋগ্বেদ ; যজুর্বেদঃ=যজুর্বেদ ; **সামবেদঃ**= সামবেদ (তথা) ; **অথর্ববেদঃ**=অথর্ববেদ ; **শিক্ষা**=শিক্ষা ; **কল্পঃ**=কল্প ; **ব্যাকরণম্**=ব্যাকরণ ; **নিরুক্তম্**=নিরুক্ত ; ছন্দঃ=ছন্দ ; **জ্যোতিষম্**= জ্যোতিষ ; **ইতি অপরা**=এগুলি সমস্ত অপরা বিদ্যার অন্তর্গত ; **অথ**=তথা ; যয়া=যার দ্বারা ; তৎ=ওই ; অক্ষরম্=অবিনাশী পরব্রহ্ম ; **অধিগম্যতে**= অধিগম্য হন ; **(সা)**= সেটি ; **পরা**=পরা বিদ্যা ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—ওই দুটির মধ্যে যার দ্বারা ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক ভোগসমূহ তথা তার প্রাপ্তির সাধনের জ্ঞান লাভ করা যায়, যাতে ভোগের স্থিতি, ভোগসমূহের উপভোগ করার প্রকার, ভোগসামগ্রী রচনা এবং তদুপলব্ধির নানা সাধন বর্ণিত, সেটি হল অপরা বিদ্যা। যেমন— ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ, এই হল চতুর্বেদ। এতে নানাপ্রকার যজ্ঞবিধি এবং তার ফলের সবিস্তার বর্ণনা বিদ্যমান। বেদে জগতের সমস্ত পদার্থের এবং বিষয়ের সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। একথা নিশ্চিত যে বর্তমানে বেদের সকল শাখা উপলব্ধ নয় এবং তাতে বর্ণিত বিবিধ বিজ্ঞানসম্বন্ধী কথাগুলি বোঝার ব্যক্তিও নেই। বেদপাঠ অর্থাৎ যথার্থ উচ্চারণবিধির উপদেশ হল 'শিক্ষা'। যাতে যাগ-যজ্ঞাদির বিধি বলা হয়েছে তাই 'কল্প' (গৃহ্যসূত্রাদির গণনা কল্পমধ্যে হয়)। বৈদিক এবং লৌকিক শব্দের অনুশাসন, প্রকৃতি-প্রত্যয়বিভাগপূর্বক শব্দসাধনের প্রক্রিয়া, শব্দার্থবোধের প্রকার এবং শব্দপ্রয়োগাদির নিয়মের উপদেশের নাম 'ব্যাকরণ'। বৈদিক শব্দের যে কোষ আছে যাতে অমুক পদ অমুক বস্তুর বাচক—একথা কারণসহিত বলা হয়েছে তাকে 'নিরুক্ত' বলা হয়। বৈদিক ছন্দের জাতি এবং ভেদকারিণী বিদ্যাই হল 'ছন্দ'। গ্রহ এবং নক্ষত্রের স্থিতি, গতি এবং তার সাথে আমাদের কী সম্বন্ধ—এইসব বিচার যার মধ্যে হয়েছে তাই হল 'জ্যোতিষ' বিদ্যা। এইভাবে চতুর্বেদ এবং ছয় বেদাঙ্গ—এই দশটি হল অপরা বিদ্যা। যার দ্বারা পরব্রহ্ম অবিনাশী পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাই পরা বিদ্যা।

তার বর্ণনাও বেদেই বিদ্যমান। অতএব, এই অংশটুকু বাদ দিয়ে অবশেষ বেদ এবং বেদাঙ্গ অপরা বিদ্যার অন্তর্গত॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ——*উপরোক্ত পরা বিদ্যা দ্বারা যাঁর জ্ঞান হয়, সেই অবিনাশী ব্রহ্ম কীরূপ—এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলছেন—*

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ৬ ॥

তৎ=ওই (ব্রহ্ম) ; **যৎ**=যিনি ; **অদ্রেশ্যম্**=অজ্ঞেয় ; **অগ্রাহ্যম্**=অগ্রাহ্য ; **অগোত্রম্**=গোত্ররহিত ; **অবর্ণম্**=বর্ণরহিত ; **অচক্ষুঃশ্রোত্রম্**=নেত্র, কর্ণাদি-রহিত ; **অপাণিপাদম্**=হস্ত-পদরহিত ; **(তথা)**=তথা ; **তৎ**=ওই (ব্রহ্ম) ; **যৎ**=যিনি ; **নিত্যম্**=নিত্য ; **বিভুম্**=সর্বব্যাপী ; **সর্বগতম্**=সমস্ত কিছুতে প্রসারিত ; **সুসূক্ষ্মম্**=অত্যন্ত সূক্ষ্ম ; **(এবং) অব্যয়ম্**=অব্যয় পরব্রহ্ম ; **তৎ**=ওই ; **ভূতযোনিম্**=সমস্ত প্রাণীর পরম কারণকে ; **ধীরাঃ**=জ্ঞানিজন ; **পরিপশ্যন্তি**=সর্বত্র পূর্ণরূপে দেখেন॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের নিরাকার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। সারাংশ এই যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অধিগম্য হন না, এমন কি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারাও অগম্য। এইব্রহ্ম গোত্রাদি উপাধিশূন্য তথা ব্রাহ্মণাদি বর্ণগত ভেদ তথা পীতাদি বর্ণ এবং আকৃতিশূন্য। ওই ব্রহ্ম নেত্র, কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় তথা হস্ত পদাদি কর্মেন্দ্রিয়শূন্য। ওইব্রহ্ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্যাপক, অন্তরাত্মারূপে সর্বত্র প্রসারিত এবং সর্বতোভাবে অবিনাশী অর্থাৎ নিত্য। জ্ঞানীজন সমস্ত প্রাণীর ওই কারণকে সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে অনুভব করেন॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ——*সেই জগদাত্মা পরমেশ্বর সমস্ত ভূত-প্রাণীর পরম-কারণ কীরূপে, সম্পূর্ণ জগৎ কীভাবে তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলছেন—*

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎকেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ ৭

যথা=যেরূপ ; **উর্ণনাভিঃ**=মাকড়সা ; **সৃজতে**=(জাল) তৈরি করে ; **চ**=এবং ; **গৃহ্ণতে**=গ্রহণ করে নেয় (তথা) ; **যথা**=যেরূপ ; **পৃথিব্যাম্**=পৃথ্বীতে ;

ওষধয়ঃ=ভিন্ন ভিন্ন ওষধি ; **সম্ভবন্তি**=উৎপন্ন হয় (এবং) ; **যথা**=যেরূপ ; **সতঃ পুরুষাৎ**=জীবিত মানব থেকে ; **কেশলোমানি**=কেশ ও লোমসমূহ (উৎপন্ন হয়) ; **তথা**=সেইরূপ ; **অক্ষরাৎ**=অবিনাশী পরব্রহ্ম থেকে ; **ইহ**=এখানে (এই সৃষ্টিতে) ; **বিশ্বম্**=সব কিছু ; **সম্ভবতি**=উৎপন্ন হয়।। ৭ ।।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে তিনটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরই এই জড়চেতনাত্মক সম্পূর্ণ জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। প্রথমে মাকড়সার দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বলা হয়েছে যে, যেরূপ মাকড়সা নিজ উদর থেকে জাল বহির্গত করে, প্রসারিত করে আবার তাকে গুটিয়ে নেয় ; সেইরূপ ওই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নিজের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মরূপে লীন জড়-চেতনাত্মক জগৎকে সৃষ্টির আরম্ভে নানা প্রকারে উৎপন্ন করে প্রসারিত করেন এবং প্রলয়কালে পুনঃ সমস্ত নিজের মধ্যে বিলীন করে নেন (গীতা ৯।৭-৮)। দ্বিতীয় উদাহরণে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যেরূপ পৃথিবীতে যে যে ভাবে অন্ন, তৃণ, বৃক্ষ, লতা আদি ওষধির বীজ পতিত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভেদমূলক ওষধি তথায় উৎপন্ন হয়। তাতে পৃথিবীর কোনো পক্ষপাত নেই। সেইরূপ জীবের বিভিন্ন কর্মরূপ বীজ অনুসারেই ভগবান তাদের ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে উৎপন্ন করেন। অতএব তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার পক্ষপাত এবং নির্দয়তারূপী দোষ নেই (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৪)। তৃতীয়ত, মনুষ্যশরীরের উদাহরণে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যেরূপ জীবৎকালে মানবের দেহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ কেশ, লোম এবং নখ স্বত উৎপন্ন হয় এবং বৃদ্ধি হয়—তার জন্য কোনো কর্ম করতে হয় না ; সেইরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর থেকে এই জগৎ স্বভাবত উৎপন্ন হয় এবং বিস্তৃত হয় ; এর জন্য ভগবানকে কোনো প্রযত্ন করতে হয় না। এইজন্য শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন যে, আমি এই জগৎকে নির্মাণ করলেও প্রকৃতপক্ষে অকর্তাই (৪।১৩) ; উদাসীনের মতো স্থিত আমাকে কর্ম লিপ্ত করতে পারে না (৯।৯) প্রভৃতি।। ৭ ।।

সম্বন্ধ——*এখন সংক্ষেপে জগতের উৎপত্তির ক্রম বলছেন—*

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্।। ৮ ।।

ব্রহ্ম=পরব্রহ্ম ; **তপসা**=সংকল্পরূপ তপদ্বারা ; **চীয়তে**=বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ;

ততঃ=তা থেকে ; **অন্নম্**=অন্ন ; **অভিজায়তে**=উৎপন্ন হয় ; **অন্নাৎ**=অন্ন থেকে (ক্রমশ) ; **প্রাণঃ**=প্রাণ ; **মনঃ**=মন ; **সত্যম্**=সত্য (পঞ্চমহাভূত) ; **লোকাঃ**=সমস্ত লোক (এবং কর্ম) ; **চ**=তথা ; **কর্মসু**=কর্মের দ্বারা ; **অমৃতম্**=অবশ্যম্ভাবী সুখ-দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হয় ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—যখন জগতের রচনার সময় উপস্থিত হয়, সেইসময় পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নিজ সংকল্পরূপ তপদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে বিবিধ রূপময় সৃষ্টির নির্মাণের সংকল্প হয়। জীবের কর্মানুসারে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমে যে সৃষ্টির আদিতে স্ফুরণ হয়, তাই তাঁর তপ বুঝতে হবে। ওই স্ফুরণ হওয়া মাত্র ভগবান, যিনি প্রথমে অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে থাকেন, (যাঁর বর্ণনা ষষ্ঠমন্ত্রে হয়েছে) তদপেক্ষা স্থূল হয়ে যান অর্থাৎ ওই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার রূপ ধারণ করেন। ব্রহ্মা থেকে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি এবং বৃদ্ধিকারী অন্ন উৎপন্ন হয়। পুনঃ অন্ন থেকে ক্রমশ প্রাণ, মন, কার্যরূপ আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, সমস্ত প্রাণী এবং তাদের বাসস্থান, তাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম এবং ওই কর্ম দ্বারা তাদের অবশ্যম্ভাবী সুখ-দুঃখরূপ ফল—এইভাবে সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হয়॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ—*এখন পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণনা করে এই প্রকরণের উপসংহার করা হচ্ছে—*

যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥ ৯ ॥

যঃ=যিনি ; **সর্বজ্ঞঃ**=সর্বজ্ঞ (তথা) ; **সর্ববিৎ**=সব কিছু জ্ঞাতা ; **যস্য**=যাঁর ; **জ্ঞানময়ম্**=জ্ঞানময় ; **তপঃ**=তপ ; **তস্মাৎ**=সেই পরমেশ্বর থেকে ; **এতৎ**=এই ; **ব্রহ্ম**=বিরাটস্বরূপ জগৎ ; **চ**=তথা ; **নাম**=নাম ; **রূপম্**=রূপ (এবং) ; **অন্নম্**= ভোজন ; **জায়তে**=উৎপন্ন হয়॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—সম্পূর্ণ জগতের ওই কারণভূত পরমপুরুষ পরমেশ্বর সাধারণরূপে তথা বিশেষরূপে সব কিছু ভালোভাবে জানেন ; ওই পরব্রহ্মের একমাত্র জ্ঞান হল তপ। সাধারণ মানবের মতো তাঁকে জগতের উৎপত্তির জন্য কষ্টসহনরূপ তপ করতে হয় না। ওই সর্বশক্তিমান পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের

সংকল্পমাত্রই এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বিরাটস্বরূপ জগৎ (যাকে অপর ব্রহ্ম বলা হয়) স্বত প্রকাশিত হয়ে যায় এবং সমস্ত প্রাণী তথা লোকের নাম, রূপ এবং আহারাদিও উৎপন্ন হয়॥ ৯ ॥

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'কাকে জানলে সব কিছু জানা হয়ে যায় ?' এর উত্তরে সমস্ত জগতের পরম কারণ পরব্রহ্ম পরমাত্মা থেকেই জগতের উৎপত্তি জানিয়ে সংক্ষেপে একথা বোঝানো হয়েছে যে, ওই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সকলের কর্তা-ভর্তা-ধর্তা পরমেশ্বরকে জানলে সব কিছুই জানা হয়॥ ৯ ॥

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্বন্ধ——*প্রথম খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রে পরা এবং অপরা—এই দুটি বিদ্যাকে জ্ঞেয় বলেছিলেন, ওই দুটির মধ্যে এখন এই খণ্ডে অপরা বিদ্যার স্বরূপ এবং ফল বলে পরাবিদ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন করা হচ্ছে—*

তদেতৎসত্যং মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥ ১ ॥

তৎ=এইজন্য ; **এতৎ**=ইহা ; **সত্যম্**=সত্য যে ; **কবয়ঃ**=বুদ্ধিমান ঋষিগণ ; **যানি**=যে ; **কর্মাণি**=কর্মগুলিকে ; **মন্ত্রেষু**=বেদমন্ত্রে ; **অপশ্যন্**=দেখেছিলেন ; **তানি**=সেগুলি ; **ত্রেতায়াম্**=তিন বেদে ; **বহুধা**=অনেক প্রকারে ; **সন্ততানি**= ব্যাপ্ত ; **সত্যকামাঃ**=হে সত্যের জিজ্ঞাসু মানবগণ ! (তোমরা) ; **তানি**= সেগুলি ; **নিয়তম্**=নিয়মপূর্বক ; **আচরথ**=অনুষ্ঠান করো ; **লোকে**=সংসারে ; **বঃ**= তোমাদের জন্য ; **এষঃ**=এটি ; **সুকৃতস্য**=শুভকর্মের ফল প্রাপ্তির ; **পন্থাঃ**=পথ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—একথা সর্বথা সত্য যে, বুদ্ধিমান মহর্ষিগণ যে উন্নতির সাধনরূপ যজ্ঞাদি নানাপ্রকার কর্ম বেদমন্ত্রে প্রথমে দেখেছিলেন (অনুভব করেছিলেন),

সেই কর্মগুলি ঋক্, যজুঃ এবং সাম— এই তিন বেদে অনেক প্রকারে বিস্তারপূর্বক বর্ণিত হয়েছে (গীতা ৪।৩২)[১]। অতএব জাগতিক উন্নতিকামী মানবগণের সেগুলি ভালোভাবে জেনে নিয়মপূর্বক তা পালন করা উচিত। এই মানবশরীরে উন্নতির এটিই উত্তম পথ। আলস্য এবং প্রমাদে অথবা ভোগসমূহে লিপ্ত থেকে পশুবৎ জীবন কাটানো মানবশরীরের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এটিই হল এই মন্ত্রের ভাব॥ ১ ॥

সম্বন্ধ—*বেদোক্ত অনেক প্রকার কর্মের মধ্যে উপলক্ষণরূপে প্রধান অগ্নিহোত্র কর্মের বর্ণনা আরম্ভ করা হচ্ছে—*

যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাঽঽজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ॥ ২ ॥

যদা হি=যে সময় ; **হব্যবাহনে সমিদ্ধে**=দেবতাগণের নিকট হবিঃ বহনকারী অগ্নি প্রদীপ্ত হলে ; **অর্চিঃ**=(ওতে) অগ্নিশিখা ; **লেলায়তে**=লক্‌লক্ করতে থাকে ; **তদা**=তখন ; **আজ্যভাগৌ অন্তরেণ**=আজ্যভাগের দুই আহুতির[২] স্থান ছেড়ে মধ্যে ; **আহুতীঃ**=অন্য আহুতিগুলিকে ; **প্রতিপাদয়েৎ**=প্রতিপাদন করা উচিত॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—অধিকারী মানুষের নিত্য অগ্নিহোত্র করা উচিত। দেবতাগণের জন্য হবিষ্য বহনকারী অগ্নি যখন অগ্নিহোত্রের বেদীতে প্রকৃতরূপে প্রজ্জ্বলিত হয় তখন তা থেকে অগ্নিশিখা বাহির হয়, ওই সময় আজ্যভাগের স্থান বাদ দিয়ে মধ্য ভাগে আহুতি প্রদান করা উচিত। এর দ্বারা একথাও বোঝানো হয়েছে

---

[১]প্রধানরূপে বেদের তিনটি সংখ্যা স্বীকৃত। বিভিন্ন স্থানে 'বেদত্রয়ী' আদি নামে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ—এই তিনেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। এইরূপ স্থলে চতুর্থ অথর্ববেদকে উক্ত তিনেরই অন্তর্গত মানা উচিত।

[২]যজুর্বেদ অনুসারে প্রজাপতির জন্য মৌনভাবে এক আহুতি এবং ইন্দ্রের জন্য 'আঘার' নামক দুটি ঘৃতাহুতি দেওয়ার পর যে অগ্নি এবং সোম দেবতার জন্য পৃথক পৃথক দুটি আহুতি দেওয়া হয় তার নাম আজ্যভাগ। 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' বলে উত্তর-পূর্বাধে এবং 'ওঁ সোমায় স্বাহা' বলে দক্ষিণ-পূর্বার্ধে এই আহুতি প্রদান করা হয়। এর মধ্যভাগে শেষ আহুতিগুলি প্রদান করা উচিত।

যে, যতক্ষণ অগ্নি প্রদীপ্ত না হয়, তা থেকে শিখা বাহির না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অথবা অগ্নি নির্বাপিত হলে তাতে (অগ্নিতে) আহুতি প্রদান করা উচিত নয়। অগ্নিকে ভালোভাবে প্রজ্জ্বলিত করেই অগ্নিহোত্র করা উচিত।। ২ ।।

সম্বন্ধ——*নিত্য অগ্নিহোত্রকারী মানুষের অগ্নিহোত্রের সাথে সাথে আর কী কী করা উচিত—এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলছেন—*

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি।। ৩ ।।

যস্য=যার ; **অগ্নিহোত্রম্**=অগ্নিহোত্র ; **অদর্শম্**=দর্শ নামক যজ্ঞরহিত ; **অপৌর্ণমাসম্**=পৌর্ণমাস নামক যজ্ঞরহিত ; **অচাতুর্মাস্যম্**=চাতুর্মাস্য নামক যজ্ঞরহিত ; **অনাগ্রয়ণম্**=আগ্রয়ণ কর্মরহিত ; চ=তথা ; **অতিথিবর্জিতম্**=যাতে অতিথি সৎকার করা হয় না ; **অহুতম্**=যাতে যথাসময়ে আহুতি দেওয়া হয় না ; **অবৈশ্বদেবম্**=যা বলিবৈশ্বদেব নামক কর্মরহিত ; (তথা) **অবিধিনা হুতম্**= যাতে শাস্ত্রবিধির অবহেলা করে হবন করা হয়েছে ; এইরূপ অগ্নিহোত্র ; **তস্য**=ওই অগ্নিহোত্রকারীর ; **আসপ্তমান্**=সাত ; **লোকান্**=পুণ্যলোকের ; **হিনস্তি**=বিনাশ করে।। ৩ ।।

ব্যাখ্যা—নিত্য অগ্নিহোত্রকারী মানুষ যদি দর্শ[১] এবং পৌর্ণমাসযজ্ঞ[২] না করে অথবা চাতুর্মাস্যযজ্ঞ[৩] না করে অথবা শরৎ এবং বসন্ত ঋতুতে নবীন অন্নের ইষ্টিরূপ আগ্রয়ণ যজ্ঞ না করে, যজ্ঞশালায় অতিথিগণের যদি বিধিপূর্বক সৎকার না করা হয় অথবা সে নিত্য উপযুক্ত সময়ে (অগ্নিহোত্রে) এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে আহুতি প্রদান না করে এবং বলিবৈশ্বদেব কর্ম না করে, তাহলে ওই অগ্নিহোত্রকারী মানবের ওই অঙ্গহীন অগ্নিহোত্র তার সপ্তলোক নষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ ওই যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞকারীর পৃথ্বীলোক থেকে সত্যলোক পর্যন্ত প্রাপ্ত ভোগ লভ্য হয় না, ওই ভোগ থেকে সেই ব্যক্তি বঞ্চিত থেকে যায়।। ৩ ।।

---

[১]প্রত্যেক অমাবস্যায় ক্রিয়মাণ ইষ্টি।

[২]প্রত্যেক পূর্ণিমায় ক্রিয়মাণ ইষ্টি।

[৩]চার মাসে পূর্ণ হয় এমন এক শ্রৌত যাগবিশেষ।

সম্বন্ধ——*দ্বিতীয় মন্ত্রে একথা বলা হয়েছিল যে, যখন অগ্নিতে শিখা বহির্গত হয় তখন আহুতি দেওয়া উচিত ; এবারে ওই শিখাগুলির প্রকার-ভেদ এবং নাম বলা হচ্ছে—*

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ॥ ৪ ॥

যা=যেগুলি ; **কালী**=কালী ; **করালী**=করালী ; **চ**=তথা ; **মনোজবা**=মনোজবা ; **চ**=এবং ; **সুলোহিতা**=সুলোহিতা ; **চ**=তথা ; **সুধূম্রবর্ণা**=সুধূম্র-বর্ণা ; **স্ফুলিঙ্গিনী**=স্ফুলিঙ্গিণী ; **চ**=তথা ; **বিশ্বরুচী দেবী**=বিশ্বরুচী দেবী ; **ইতি**=এই (অগ্নির) ; **সপ্ত**=সাত ; **লেলায়মানাঃ**=লেলিহান ; **জিহ্বাঃ**=জিহ্বাসমূহ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—**কালী**=কালো রঙের জিহ্বা ; **করালী**=অতি উগ্র (যা জ্বালিয়ে দেওয়ার ভয় উৎপন্ন করে) ; **মনোজবা**=মনের মতো অত্যন্ত চঞ্চল ; **সুলোহিতা**= সুন্দর লোহিত বর্ণের ; **সুধূম্রবর্ণা**=সুন্দর ধূম্রবর্ণা ; **স্ফুলিঙ্গিণী**—স্ফুলিঙ্গ সদৃশী তথা ; **বিশ্বরুচী দেবী**=চতুর্দিকে প্রকাশিত, দেদীপ্যমানা—এইভাবে এই সাতপ্রকার শিখাই হল অগ্নিদেবের হবিকে গ্রহণ করার জন্য লেলিহান সাত জিহ্বা। অতএব যখন এইভাবে অগ্নিদেবতা আহুতিরূপ ভোজন গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হন, সেইসময় ভোজনরূপ আহুতি প্রদান করা উচিত। অন্যথা অপ্রজ্বলিত অথবা নির্বাপিত অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি ভস্মে মিলিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ——*উপযুক্তরূপে প্রদীপ্ত অগ্নিতে নিয়মপূর্বক নিত্য হবন করার ফল বলছেন—*

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ॥ ৫ ॥

যঃ চ=যে (কোনো) অগ্নিহোত্রী ; **এতেষু ভ্রাজমানেষু**=এই দেদীপ্যমান শিখাগুলির মধ্যে ; **যথাকালম্**=ঠিক সময়ে ; **চরতে**=অগ্নিহোত্র করে ; **তম্**=তাকে ; **হি**=নিশ্চয়ই ; **আদদায়ন্**=(নিজের) সঙ্গে নিয়ে ; **এতাঃ**=এই ;

আহুতয়ঃ=আহুতিগুলি ; **সূর্যস্য**=সূর্যের ; **রশ্ময়ঃ (ভূত্বা)**=কিরণে পরিণত হয়ে ; **নয়ন্তি**=(সেখানে) নিয়ে যায় ; **যত্র**=যেখানে ; **দেবানাম্**=দেবতাদের ; **একঃ**=একমাত্র ; **পতিঃ**=স্বামী (ইন্দ্র) ; **অধিবাসঃ**=নিবাস করেন ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—কোনো সাধক যদি পূর্বমন্ত্রোক্ত সপ্ত শিখাযুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঠিক সময়ে যথাযথভাবে (শাস্ত্রবিধি অনুসারে) নিত্য আহুতি প্রদান করে অগ্নিহোত্র করে, তাহলে মৃত্যুকালে এই আহুতিগুলি তাকে নিজের সঙ্গে একাকার করে সূর্যের কিরণ হয়ে সেখানে পৌঁছিয়ে দেয়—যেখানে দেবগণের একমাত্র স্বামী ইন্দ্র নিবাস করেন। এর তাৎপর্য এই যে, অগ্নিহোত্র স্বর্গসুখ প্রাপ্তির অমোঘ উপায় ॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ—*কীভাবে এই আহুতিগুলি সূর্যকিরণদ্বারা যজমানকে ইন্দ্রলোকে নিয়ে যায়, এই জিজ্ঞাসায় বলছেন—*

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ
সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬ ॥

সুবর্চসঃ=(ওই) দেদীপ্যমান ; **আহুতয়ঃ**=আহুতিগুলি ; **এহি এহি**=এস, এস ; **এষঃ**=এই ; **বঃ**=তোমাদের ; **সুকৃতঃ**=শুভকর্ম দ্বারা প্রাপ্ত ; **পুণ্যঃ**=পবিত্র ; **ব্রহ্মলোকঃ**=ব্রহ্মলোক (স্বর্গ) ; **ইতি**=এই প্রকারের ; **প্রিয়াম্**=প্রিয় ; **বাচম্**=বাণী ; **অভিবদন্ত্যঃ**=বার বার বলতে বলতে (এবং) ; **অর্চয়ন্ত্যঃ**=তার আদর সৎকার করতে করতে ; **তম্**=ওই ; **যজমানম্**=যজমানকে ; **সূর্যস্য**=সূর্যের ; **রশ্মিভিঃ**=রশ্মিগুলি দ্বারা ; **বহন্তি**=নিয়ে যায় ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—ওই প্রদীপ্ত শিখাতে প্রদত্ত আহুতিগুলি সূর্যের কিরণের রূপে পরিণত হয়ে মৃত্যুকালে ওই সাধককে বলে—'এসো, এসো এই তোমার শুভকর্মের ফলস্বরূপ ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ভোগরূপ সুখসমূহ ভোগ করার স্থান স্বর্গলোক।' এই প্রকার প্রিয় বাণী বার বার বলতে বলতে আদর সৎকারপূর্বক তাকে সূর্যের কিরণের মার্গ দ্বারা স্বর্গলোকে পৌঁছিয়ে দেয়। এখানে স্বর্গকে ব্রহ্মলোক বলার তাৎপর্য এই যে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রও ভগবানেরই অন্য স্বরূপ,

অতএব প্রকারান্তরে তিনি ব্রহ্মই॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ——*এবারে সাংসারিক ভোগে বৈরাগ্যের এবং পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে পাওয়ার অভিলাষ উৎপন্ন করার জন্য উপরি-উক্ত স্বর্গলোকের সাধনরূপ যজ্ঞাদি সকাম কর্ম এবং তার ফলস্বরূপ লৌকিক এবং পারলৌকিক ভোগের তুচ্ছতা জানাচ্ছেন—*

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥ ৭

হি=নিশ্চয়ই ; **এতে**=এই ; **যজ্ঞরূপাঃ**=যজ্ঞরূপ ; **অষ্টাদশ প্লবাঃ**= আঠারোটি নৌকা ; **অদৃঢ়াঃ**=অদৃঢ় (অস্থির) ; **যেষু**=যাদের মধ্যে ; **অবরম্ কর্ম**=নিম্ন শ্রেণীর উপাসনারহিত সকাম কর্ম ; **উক্তম্**=বলা হয়েছে ; **যে**=যারা ; **মূঢ়াঃ**=মূর্খ ; **এতৎ (এব)**=এই ; **শ্রেয়ঃ**=কল্যাণের পথ (এইরূপ মনে করে) ; **অভিনন্দন্তি**=এর প্রশংসা করে ; **তে**=তারা ; **পুনঃ অপি**=বার-বার ; **এব**=নিঃসন্দেহে ; **জরামৃত্যুম্**= বৃদ্ধাবস্থা এবং মৃত্যুকে ; **যন্তি**=প্রাপ্ত হতে থাকেন॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে যজ্ঞকে নৌকার রূপ দেওয়া হয়েছে এবং তার সংখ্যা আঠারোটি বলা হয়েছে ; এর দ্বারা অনুমান হয় যে, নিত্য, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য আদি ভেদ দ্বারা যজ্ঞের আঠারোটি প্রধান ভেদ হয়ে থাকে। তাৎপর্য এই যে, যাতে উপাসনারহিত সকাম কর্মের বর্ণনা বিদ্যমান, সেই যে আঠারোটি যজ্ঞরূপ নৌকা, তা দৃঢ় নয়। এর দ্বারা সংসার-সমুদ্র অতিক্রম হওয়া দূরের কথা, সংসারের বর্তমান দুঃখরূপ ছোট ছোট নদী পার হয়ে স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছানোতেও সন্দেহ রয়েছে। কারণ তৃতীয় মন্ত্রের বর্ণনানুসারে কোনো অঙ্গের ন্যূনতা থাকলে সাধক স্বর্গে পৌঁছাতে পারেন না। মাঝ পথেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যান। এইজন্য এগুলি অদৃঢ় অর্থাৎ অস্থির। এই রহস্য না জেনে যে মূর্খ এই সকাম কর্মকেই কল্যাণের উপায় ভেবে তারই ফলকে পরম সুখ মনে করে এর প্রশংসা করতে থাকে, তাকে নিঃসন্দেহে বারংবার বৃদ্ধাবস্থা এবং মরণের দুঃখ ভোগ করতে হয়॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ——*তারা কী প্রকারের দুঃখ ভোগ করে তার বর্ণনা করা হচ্ছে—*

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ৮ ॥

অবিদ্যায়াম্ অন্তরে=অবিদ্যায় ; **বর্তমানাঃ**=স্থিত হয়ে (ও) ; **স্বয়ং ধীরাঃ**= নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মান্যকারী (এবং) ; **পণ্ডিতম্ মন্যমানাঃ**=নিজেকে পণ্ডিতরূপে স্বীকারকারী ; **মূঢ়া**=সেই মূর্খগণ ; **জঙ্ঘন্যমানাঃ**=বারবার আঘাত (কষ্ট) সহন করে ; **পরিযন্তি**=(ঠিক সেইরূপ) ভ্রমণ করতে থাকে ; **যথা**= যেরূপ ; **অন্ধেন এব**=অন্ধের দ্বারাই ; **নীয়মানাঃ**=নীয়মান ; **অন্ধাঃ**=অন্ধেরা (নিজ লক্ষ্য পর্যন্ত না পৌঁছে মধ্য পথেই এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে, আর কষ্টভোগ করতে থাকে)॥ ৮ ॥[১]

ব্যাখ্যা—অন্ধ ব্যক্তির মার্গদর্শক যখন অন্ধই হয়, তখন সে যেরূপ অভীষ্ট স্থানে পৌঁছাতেই পারে না, পথ মধ্যেই কষ্টে পতিত হয়ে ঘুরে মরে অর্থাৎ কাঁটা আদিতে বিদ্ধ হয়ে, গভীর গর্তে পড়ে গিয়ে অথবা ইট-পাথরের ঠোকর খেয়ে, প্রাচীরের সাথে এবং পশু আদির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করে——সেইরূপ যারা নিজেকে বুদ্ধিমান, বিদ্বান মনে করে বিদ্যা-বুদ্ধির মিথ্যাভিমানী হয়ে শাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণের বচনের কোনো মর্যাদা না দিয়ে তার অবহেলা করে এবং যে ভোগ্যবস্তুগুলি প্রত্যক্ষ সুখরূপে প্রতীত হয়, সেগুলিকে ভোগ করতে তথা তার উপায়ভূত অবিদ্যাময় সকাম কর্মেই নিরন্তর সংলগ্ন থেকে মানব-জীবনের অমূল্য সময় ব্যর্থ নষ্ট করে, সেই মূর্খগণকে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ আদি বিবিধ দুঃখপূর্ণ যোনিতে এবং নরকাদিতে প্রবেশ করে অনন্ত জন্ম পর্যন্ত অসীম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ——*বার বার দুঃখগ্রস্ত হয়েও মানুষ সচেতন কেন হয় না, কল্যাণের জন্য কেন চেষ্টা করে না এইরূপে জিজ্ঞাসার উত্তরে বলছেন—*

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥ ৯

বালাঃ=ওই মূর্খেরা ; **অবিদ্যায়াম্**=উপাসনারহিত সকাম কর্মে ; **বহুধা**=বহু প্রকারে ; **বর্তমানাঃ**=সংযুক্ত থেকে ; **বয়ম্**=আমরা ; **কৃতার্থাঃ**=কৃতার্থ হয়ে গেছি ; **ইতি অভিমন্যন্তি**=এই অভিমান করে ; **যৎ**=কারণ ; **কর্মিণঃ**=ওই সকামকর্মকারীগণ ; **রাগাৎ**=বিষয়ের প্রতি আসক্তির জন্য ; **ন প্রবেদয়ন্তি**=

---

[১]এই মন্ত্র কঠোপনিষদেও রয়েছে (ক.উ. ১।২।৫)।

কল্যাণমার্গ জানে না ; **তেন**=এইজন্য ; **আতুরাঃ**=বারংবার দুঃখগ্রস্ত হয়ে ; **ক্ষীণলোকাঃ**=পুণ্যোর্জিত লোক থেকে অপসারিত হয়ে ; **চ্যবন্তে**=নীচে পতিত হয়॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—পূর্বমন্ত্রোক্ত বিধিতে যে ইহলোক এবং পরলোকের ভোগপ্রাপ্তির জন্য নানাপ্রকার সাংসারিক সকাম কর্মেই বিভিন্ন প্রকারে সংলগ্ন থাকে, অবিদ্যায় নিমগ্ন সেই অজ্ঞানী (মানুষ) মনে করে যে, 'আমি নিজ কর্তব্য পালন করেছি।' সাংসারিক কর্মে নিযুক্ত মানুষের ভোগে অত্যন্ত আসক্তি হয়, সেইজন্য তারা সাংসারিক উন্নতি ভিন্ন নিজের উদ্ধারের প্রতি দৃষ্টি দেয় না। তাদের কোনো ধারণাই থাকে না যে, পরমানন্দের সমুদ্র পরমাত্মা বলে কিছু আছে এবং তাঁকে সে লাভ করতে পারে! ফলে তারা পরমেশ্বর লাভের কোনো চেষ্টা না করে বারবার দুঃখগ্রস্ত হয় এবং পুণ্যকর্মফলের ভোগ শেষ হলে অধঃলোকে পতিত হয়॥ ৯ ॥

সম্বন্ধ——*উপরি-উক্ত কথাকেই আরও স্পষ্ট করে বলছেন—*

ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥১০॥

ইষ্টাপূর্তম্=ইষ্ট এবং পূর্ত[১] (সকাম) কর্মকেই ; **বরিষ্ঠম্**=শ্রেষ্ঠ ; **মন্যমানাঃ**= মনে করেন (সেই) ; **প্রমূঢ়াঃ**=অত্যন্ত মূর্খব্যক্তিগণ ; **অন্যৎ**=তা থেকে ভিন্ন ; **শ্রেয়ঃ**=বাস্তবিক শ্রেয়কে ; **ন বেদয়ন্তে**=জানে না ; **তে**=তারা ; **সুকৃতে**=পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ ; **নাকস্য পৃষ্ঠে**=স্বর্গের উচ্চতম স্থানে ; **অনুভূত্বা**= (গিয়ে শ্রেষ্ঠ কর্মের ফলস্বরূপ) তথাকার ভোগের অনুভব করে ; **ইমম্ লোকম্**= এই মনুষ্যলোকে ; **বা**=অথবা ; **হীনতরম্**=এতদপেক্ষা অত্যন্ত হীন যোনিতে ; **বিশন্তি**=প্রবেশ করে॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—অতিশয় মূর্খ ভোগাসক্ত মানুষ ইষ্ট এবং পূর্তকে অর্থাৎ বেদ এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে সাংসারিক সুখ প্রাপ্তির যত সাধন বলা হয়েছে, সেগুলিকে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ-সাধন বলে মনে করে। এইজন্য তদ্ভিন্ন অর্থাৎ পরমেশ্বরের

---

[১]যজ্ঞ-যাগাদি শ্রৌতকর্মকে 'ইষ্ট' তথা সরোবর, কুয়ো খনন করা এবং উদ্যান, বাগিচা আদি তৈরি করাকে 'পূর্ত' কর্ম বলা হয়।

ভজন, ধ্যান এবং নিষ্কামভাবে কর্তব্যপালন করা এবং পরমপুরুষ পরমাত্মাকে জানার জন্য তীব্র জিজ্ঞাসাপূর্বক চেষ্টা করা ইত্যাদি যত পরম কল্যাণের সাধন আছে, সেগুলি তারা জানে না এবং ওই কল্যাণকারী সাধনের দিকে দৃষ্টিপাতও করে না। অতএব তারা নিজ পুণ্যকর্মের ফলরূপ স্বর্গলোক পর্যন্ত সুখ ভোগ করে পুণ্য ক্ষয় হলে পুনঃ এই মনুষ্যলোকে অথবা এতদপেক্ষা নিম্ন শূকরাদি পশু তথা কীট-পতঙ্গাদি যোনিতে অথবা রৌরবাদি ঘোর নরকে পতিত হয় (গীতা ৯।২০-২১)॥ ১০ ॥

সম্বন্ধ——*উপরোক্ত সাংসারিক ভোগে যাঁরা অনাসক্ত সেরূপ মানুষের আচার-ব্যবহার এবং তার ফলের বর্ণনা করছেন—*

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥ ১১

হি=কিন্তু ; **যে**=যাঁরা ; **অরণ্যে (স্থিতাঃ)**=অরণ্যে স্থিত ; **শান্তাঃ**=শান্ত-স্বভাব ; **বিদ্বাংসঃ**=বিদ্বান ; **ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ**=তথা মাধুকরী দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহকারী ; **তপঃশ্রদ্ধে**=সংযমরূপ তপ তথা শ্রদ্ধার ; **উপবসন্তি**=সেবন করেন ; **তে**=তাঁরা ; **বিরজাঃ**=রজোগুণরহিত ; **সূর্যদ্বারেণ**=সূর্যের মার্গ দ্বারা ; **(তত্র) প্রয়ান্তি**=সেখানে চলে যান ; **যত্র হি**=যেখানে ; **সঃ**=সেই ; **অমৃতঃ**=জন্ম-মৃত্যুরহিত ; **অব্যয়াত্মা**= নিত্য, অবিনাশী ; **পুরুষঃ**=পরম পুরুষ (থাকেন)॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা——উপরি-উক্ত ভোগাসক্ত মানুষ অপেক্ষা যাঁরা সর্বতোভাবে ভিন্ন, মানব শরীরের মহত্ত্ব জানার ফলে যাঁদের অন্তঃকরণে পরমাত্মার তত্ত্ব জানার এবং পরমেশ্বর প্রাপ্তির ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে, তাঁরা বনবাসী বানপ্রস্থাশ্রমী অথবা শান্তস্বভাব বিদ্বান সদাচারী গৃহস্থ কিংবা ভিক্ষাদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহকারী ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসী—তাঁরা তো নিরন্তর তপ এবং শ্রদ্ধারই সেবন করেন অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম তথা পরিস্থিতি অনুসারে যে সময় যে কর্তব্য উপস্থিত হয়, তা শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে নিষ্কামভাবে পালন করেন এবং সংযমপূর্বক শম-দমাদি সাধনসম্পন্ন হয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পরমেশ্বরকে জানার এবং লাভ করার সাধনায় যুক্ত থাকেন। এইজন্য তম ও রজোগুণের বিকারশূন্য নির্মল সত্ত্বজ্ঞানে স্থিত সজ্জনগণ সূর্যলোকের পথে

সেখানে চলে যান, যেখানে তাঁদের লভ্যবস্তু অমৃতস্বরূপ নিত্য অবিনাশী পরমপুরুষ পুরুষোত্তম নিবাস করেন॥ ১১ ॥

সম্বন্ধ——*পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে জানার জন্য এবং লাভ করার জন্য মানবের কী করা উচিত—এই জিজ্ঞাসায় বলছেন—*

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ ১২ ॥

কর্মচিতান্=কর্মদ্বারা লভ্য ; **লোকান্ পরীক্ষ্য**=লোকাদির পরীক্ষা করে ; **ব্রাহ্মণঃ**=ব্রাহ্মণ ; **নির্বেদম্**= বৈরাগ্যকে ; **আয়াৎ**=যেন লাভ করেন (একথা বুঝতে হবে যে) ; **কৃতেন**=কর্মদ্বারা ; **অকৃতঃ**=স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পরমেশ্বর ; **ন অস্তি**=প্রাপ্ত হন না ; **সঃ**=তিনি (জিজ্ঞাসু) ; **তদ্বিজ্ঞানার্থম্**=তাঁকে জানার জন্য ; **সমিৎ-পাণিঃ**=হাতে সমিধ নিয়ে ; **শ্রোত্রিয়ম্**=বেদের যথার্থ জ্ঞাতা (এবং) ; **ব্রহ্মনিষ্ঠম্**=পরব্রহ্ম পরমাত্মনিষ্ঠ ; **গুরুম্**=গুরুর নিকট ; **এব**=ই ; **অভিগচ্ছেৎ**= বিনয়পূর্বক যেন গমন করেন॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—নিজ কল্যাণকামী মানুষের পূর্বোক্ত সকাম কর্মের ফলরূপ এই লোক এবং পরলোকের সমস্ত সাংসারিক সুখের ভালোভাবে পরীক্ষা করে অর্থাৎ সেগুলি প্রকৃতপক্ষে অনিত্য এবং দুঃখরূপ—বিচারপূর্বক তা বুঝে নিয়ে সর্বপ্রকার ভোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এটি নিশ্চয় করে নিতে হবে যে, কর্তৃত্বাভিমানপূর্বক সকামভাবে সম্পাদিত কর্ম অনিত্য ফল দান করে তথা সেগুলি নিজেও অনিত্য। অতএব যা সর্বথা অকৃত অর্থাৎ ক্রিয়াসাধ্য নয়, সেগুলি সেই নিত্য পরমেশ্বরের প্রাপ্তি করাতে পারে না। এইসব চিন্তা করে পরমাত্মার বাস্তবিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য ওই জিজ্ঞাসুর হাতে সমিধ নিয়ে শ্রদ্ধা এবং বিনয়ভাবযুক্ত হয়ে এমন সদ্গুরুর শরণে যাওয়া উচিত, যিনি বেদরহস্য উত্তমরূপে জানেন এবং পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে স্থিত॥ ১২ ॥

সম্বন্ধ——*উপরি-উক্ত লক্ষণযুক্ত শিষ্য গুরুর নিকটে এলে গুরুর কী করা উচিত—এই জিজ্ঞাসায় বলছেন—*

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ ১৩ ॥

সঃ=ওই ; বিদ্বান্=জ্ঞানী মহাত্মা ; উপসন্নায়=শরণাগত ; সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায়=সম্যক্প্রশান্তচিত্ত ; শমান্বিতায়=শম-দমাদি সাধনযুক্ত ; তস্মৈ=সেই শিষ্যকে ; তাম্ ব্রহ্মবিদ্যাম্=এই ব্রহ্মবিদ্যা ; তত্ত্বতঃ=তত্ত্ব-বিবেচনপূর্বক ; প্রোবাচ=বলবেন ; যেন (সঃ)=যার দ্বারা সেই শিষ্য ; অক্ষরম্=অবিনাশী ; সত্যম্=নিত্য ; পুরুষম্=পুরুষকে ; বেদ=জানতে পারে॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—ওই শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মারও উচিত, যে তাঁর শরণাগত, সেরূপ শিষ্যকে ; যার চিত্ত পূর্ণরূপে শান্ত, সর্বদিকে নিশ্চিন্ত ; সাংসারিক ভোগ্যবস্তুতে সম্পূর্ণরূপে বৈরাগ্য হয়ে যাওয়ার জন্য যার চিত্তে কোনোপ্রকার চিন্তা, ব্যাকুলতা অথবা বিকার নেই ; যে শম-দমাদি সাধনসম্পন্ন অর্থাৎ যে নিজ মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে উত্তমরূপে বশ করে নিয়েছে ; ওই ব্রহ্মবিদ্যাতত্ত্ব বিবেচনাপূর্বক উত্তমরূপে তাকে বুঝিয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে সেই শিষ্য নিত্য অবিনাশী পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের জ্ঞান লাভ করতে পারে॥ ১৩ ॥

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥ ২ ॥

॥ প্রথম মুণ্ডক সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

সম্বন্ধ——*প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে অপরা বিদ্যার স্বরূপ এবং ফল বলা হয়েছে এবং তার প্রতি তুচ্ছতা প্রদর্শন করে, তার প্রতি অনাসক্ত হওয়ার কথা বলে, পরা বিদ্যাপ্রাপ্তির জন্য সদ্গুরুর শরণে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখন পরাবিদ্যা বর্ণনা করার জন্য প্রকরণ আরম্ভ করছেন—*

তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎপাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।

তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥ ১ ॥

সোম্য=হে প্রিয় ; **তৎ**=সেই ; **সত্যম্**=সত্য ; **এতৎ**=এই ; **যথা**=যেরূপ ; **সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ**=প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে ; **সরূপাঃ**=তার সমান উজ্জ্বল ; **সহস্রশঃ**=হাজার হাজার ; **বিস্ফুলিঙ্গাঃ**=স্ফুলিঙ্গ ; **প্রভবন্তে**=বিভিন্ন প্রকারে প্রকট হয় ; **তথা**=সেইরূপ ; **অক্ষরাৎ**=অবিনাশী ব্রহ্ম থেকে ; **বিবিধা**=নানা প্রকার ; **ভাবাঃ**=ভাব ; **প্রজায়ন্তে**=উৎপন্ন হয় ; **চ**=এবং ; **তত্র এব**=ওতেই ; **অপিযন্তি**=বিলীন হয়ে যায়[১]॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—মহর্ষি অঙ্গিরা বলছেন—প্রিয় শৌনক ! আমি তোমাকে পূর্বে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করার সময় (পূর্ব প্রকরণের প্রথম খণ্ডে ষষ্ঠ থেকে নবম মন্ত্র পর্যন্ত) যে রহস্য বলেছিলাম, তা সর্বথা সত্য ; এখন তাই পুনরায় বোঝাচ্ছি, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে শ্রবণ করো। যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে তারই সমান রূপবতী সহস্র স্ফুলিঙ্গ চতুর্দিকে বেরিয়ে আসে, সেইরূপ পরমপুরুষ অবিনাশী ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টিকালে নানা প্রকারের ভাব—মূর্ত-অমূর্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়কালে পুনঃ তাঁতেই লীন হয়ে যায়। মন্ত্রের প্রকৃতভাব বোঝানোর জন্যই অগ্নির এবং স্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। তার বিলীন হওয়ার কথা দৃষ্টান্তে স্পষ্ট হয়নি॥ ১ ॥

সম্বন্ধ—*যে পরব্রহ্ম অবিনাশী পুরুষোত্তম থেকে এই জগৎ উৎপন্ন হয়ে পুনঃ তাঁতেই বিলীন হয়ে যায়, তিনি স্বয়ম্ কীরূপ—এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন—*

দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥ ২ ॥

হি=নিশ্চয়ই ; **দিব্যঃ**=দিব্য ; **পুরুষঃ**=পুরুষ ; **অমূর্তঃ**=আকাররহিত ; **সবাহ্যাভ্যন্তরঃ হি**=জগতের বাইরে এবং অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত ; **অজঃ**=জন্মাদি বিকারের অতীত ; **অপ্রাণঃ**=প্রাণরহিত ; **অমনাঃ**=মনরহিত ; **হি**=হওয়ার

---

[১]প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের সপ্তম মন্ত্রে মাকড়সা, পৃথ্বী এবং মানব শরীরের দৃষ্টান্তে যে কথা বলা হয়েছিল, সেই কথা এই মন্ত্রে অগ্নির দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

জন্য ; **শুভ্রঃ**=সর্বদা বিশুদ্ধ (তথা) ; **হি**=এইজন্য ; **অক্ষরাৎ**=অবিনাশী জীবাত্মা থেকে ; **পরতঃ পরঃ**=অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—ওই দিব্যপুরুষ পরমাত্মা নিঃসন্দেহে আকাররহিত এবং সমস্ত জগতের বহির্ভাগে এবং অভ্যন্তরেও পরিপূর্ণ। তিনি জন্মাদি বিকাররহিত, সর্বথা বিশুদ্ধ ; কারণ তাঁর মধ্যে না আছে প্রাণ, না ইন্দ্রিয় এবং না আছে মন। তিনি এই সমস্ত ছাড়াই সব কিছু করতে সমর্থ ; এইজন্য তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর অবিনাশী জীবাত্মা থেকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ—সর্বতোভাবে উত্তম॥ ২ ॥

সম্বন্ধ——*উপরি-উক্ত লক্ষণযুক্ত নিরাকার পরমেশ্বর থেকে এই সাকার জগৎ কীভাবে উৎপন্ন হয়—এই প্রশ্নে তাঁর সর্বশক্তিমত্তার বর্ণনা করছেন—*

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ৩ ॥

এতস্মাৎ=এই পরমেশ্বর থেকে ; **প্রাণঃ**=প্রাণ ; **জায়তে**=উৎপন্ন হয় (তথা) ; **মনঃ**=মন (অন্তঃকরণ) ; **সর্বেন্দ্রিয়াণি**=সমস্ত ইন্দ্রিয় ; **খম্**=আকাশ ; **বায়ুঃ**=বায়ু ; **জ্যোতিঃ**=তেজ ; **আপঃ**=জল ; **চ**=এবং ; **বিশ্বস্য ধারিণী**= সকল প্রাণিগণের ধারণকারিণী ; **পৃথিবী**=পৃথ্বী (এই সমস্তই উৎপন্ন হয়)॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—যদ্যপি পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নিরাকার এবং মন, ইন্দ্রিয় আদি কারণগুলি থেকে সর্বতোভাবে ভিন্ন তথাপি তিনি সব কিছু করতে সমর্থ। এই সর্বশক্তিমান পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম থেকেই সৃষ্টিকালে প্রাণ, মন (অন্তঃকরণ) ও সকল ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং প্রাণিগণ, ধারণকারিণী পৃথ্বী—এই পাঁচ মহাভূত, সবই উৎপন্ন হয়॥ ৩ ॥

সম্বন্ধ——*এইভাবে সংক্ষেপে পরমেশ্বর থেকে সূক্ষ্মতত্ত্বের উৎপত্তির প্রকার বলে এখন এই জগতে ভগবানের বিরাটরূপ দেখার প্রকার বলছেন—*

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্‌ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা॥ ৪ ॥

অস্য=এই পরমেশ্বরের ; **অগ্নিঃ**=অগ্নি ; **মূর্ধা**=মস্তক ; **চন্দ্রসূর্যৌ**=চন্দ্রমা এবং সূর্য ; **চক্ষুষী**=দুটি নেত্র ; **দিশঃ**=সমস্ত দিক ; **শ্রোত্রে**=দুটি কান ; **চ**= এবং ; **বিবৃতাঃ বেদাঃ**=বিস্তৃত বেদ ; **বাক্**=বাণী (তথা) ; **বায়ুঃপ্রাণঃ**=বায়ু প্রাণ ; **বিশ্বম্ হৃদয়ম্**=বিশ্ব হৃদয় ; **পদ্‌ভ্যাম্**=চরণদুটি দ্বারা ; **পৃথিবী**=পৃথ্বী

অন্তরাত্মা॥ ৪॥

ব্যাখ্যা—দ্বিতীয় মন্ত্রে যে পরমেশ্বরের নিরাকার স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে, এই প্রত্যক্ষ দর্শনীয় জগৎ হল সেই পরব্রহ্মের বিরাট রূপ। এই বিরাটস্বরূপ পরমেশ্বরের অগ্নি অর্থাৎ দ্যুলোকই মস্তক ; চন্দ্রমা এবং সূর্য এই দুই নেত্র ; সমস্ত দিকগুলি কান ; নানা ছন্দ এবং ঋক্‌রূপে বিস্তৃত চতুর্বেদ বাণী ; বায়ু প্রাণ ; সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ হৃদয়, পৃথ্বী তাঁর চরণ। এই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হলেন সমস্ত প্রাণিগণের অন্তর্যামী পরমাত্মা॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ—*পরমাত্মা থেকে চরাচর জগতের উৎপত্তি কীভাবে কোন ক্রমে হয়—এইরূপ জিজ্ঞাসায় প্রকারান্তরে জগতের উৎপত্তির ক্রম বলা হচ্ছে—*

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ॥ ৫ ॥

তস্মাৎ=তাঁর থেকেই ; **অগ্নিঃ**=অগ্নিদেব প্রকট হয়েছেন ; **যস্য সমিধঃ**=যাঁর সমিধ ; **সূর্যঃ**=সূর্য (ওই অগ্নি থেকে সোম উৎপন্ন হয়েছে) ; **সোমাৎ**=সোম থেকে ; **পর্জন্য**=মেঘ উৎপন্ন হয়েছে (এবং মেঘ থেকে বর্ষা দ্বারা) ; **পৃথিব্যাম্**=পৃথিবীতে ; **ওষধয়ঃ**=নানাপ্রকার ওষধি (উৎপন্ন হয়েছে) ; **রেতঃ**=(ওষধি ভক্ষণে উৎপন্ন) বীর্যকে ; **পুমান্**=পুরুষ ; **যোষিতায়াম্**=স্ত্রীতে ; **সিঞ্চতি**= সিঞ্চন করে (যার দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হয়) ; **এবম্**=এইরূপ ; **পুরুষাৎ**=পরম পুরুষ থেকে ; **বহ্বীঃ প্রজাঃ**=নানাপ্রকার চরাচর প্রাণী ; **সম্প্রসূতাঃ**=নিয়মপূর্বক উৎপন্ন হয়েছে॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—পরমেশ্বর থেকে এই জগৎ যে সর্বদা একভাবেই উৎপন্ন হয় তা নয়। তিনি যখন যেরূপ সংকল্প করেন তখন সেইরূপেই জগৎ উৎপন্ন হয়। এই ভাব প্রকাশের জন্য এখানে প্রকারান্তরে সৃষ্টির উৎপত্তি বলা হয়েছে। মন্ত্রের সারাংশ এই যে, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম থেকে সর্বপ্রথম তাঁর অচিন্ত্য শক্তির একাংশ স্বরূপ অদ্ভুত অগ্নিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়েছে, যার সমিধ (ইন্ধন) সূর্য ; এটি সূর্যবিম্বরূপে প্রজ্বলিত থাকে। অগ্নি থেকে চন্দ্রমার উৎপত্তি, চন্দ্রমা থেকে (সূর্যের রশ্মিগুলিতে সূক্ষ্মরূপে স্থিত জলে কিছু শীতলতা আসার জন্য) মেঘ

উৎপন্ন হয়েছে। মেঘের বর্ষণের ফলে পৃথিবীতে নানা প্রকার ওষধি উৎপন্ন হয়েছে। ওষধি ভক্ষণের ফলে বীর্যের উৎপত্তি ; পুরুষ যখন স্বজাতীয় স্ত্রীতে বীর্য সিঞ্চন করে তখন সন্তানের উৎপত্তি হয়। এইভাবে পরম পুরুষ পরমেশ্বর থেকে নানা প্রকারের চরাচর প্রাণী উৎপন্ন হয়॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ——*এইভাবে সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তির ক্রম বলে এখন জানানো হচ্ছে, তাদের সকলের রক্ষার জন্য ক্রিয়মাণ যজ্ঞাদি, তার সাধন এবং ফলও পরমেশ্বর থেকে প্রকট হয়—*

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ॥ ৬

তস্মাৎ=ওই পরমেশ্বর থেকেই ; **ঋচঃ**=ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলি ; **সাম**=সামবেদের মন্ত্র ; **যজূংষি**=যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি ; (এবং) **দীক্ষা**=দীক্ষা ; **চ**=তথা ; **সর্বে**=সমস্ত ; **যজ্ঞাঃ**=যজ্ঞ ; **ক্রতবঃ**=ক্রতু ; **চ**=এবং ; **দক্ষিণাঃ**=দক্ষিণাগুলি ; **চ**=তথা ; **সংবৎসরঃ**=সংবৎসররূপ কাল ; **যজমানঃ**=যজমান ; **চ**=এবং ; **লোকাঃ**=সমস্ত লোক (উৎপন্ন হয়েছে) ; **যত্র**=যেখানে ; **সোমঃ**=চন্দ্রমা ; **পবতে**=প্রকাশ প্রসারিত করেন (এবং) ; **যত্র**=যেখানে ; **সূর্যঃ**=সূর্য ; **(পবতে)** প্রকাশ দান করেন॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—ওই পরমেশ্বর থেকেই ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলি, সামবেদের মন্ত্র এবং যজুর্বেদের শ্রুতিগুলি এবং যজ্ঞাদি কর্মসমূহের দীক্ষা[১], সমস্ত প্রকারের যজ্ঞ এবং ক্রতু[২] তাতে প্রদেয় দক্ষিণা, যে সময় সেগুলি করা হয় সেই সংবৎসররূপ কাল, তা করার অধিকারী যজমান, তার ফলস্বরূপ ওই সমস্ত লোক, যেখানে চন্দ্রমা এবং সূর্য প্রকাশ প্রসারিত করেন— এই সমস্ত উৎপন্ন হয়েছে॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ——*এবারে দেবাদি সমস্ত প্রাণীর ভেদ এবং সর্বপ্রকার সদাচারও*

---

[১]শাস্ত্রবিধি অনুসারে কোনো যজ্ঞ আরম্ভের সময় যজমান যে সংকল্পের সঙ্গে অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় নিয়ম পালনের ব্রত নেয়, তার নাম দীক্ষা।

[২]যজ্ঞ এবং ক্রতু—এ দুটি হল যজ্ঞের ভেদ। যে যজ্ঞে যূপ নির্মাণের বিধি আছে, তাকে 'ক্রতু' বলা হয়।

ব্রহ্ম থেকেই উৎপন্ন—একথা বলছেন—

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ॥ ৭॥

চ=তথা ; তস্মাৎ=পরমেশ্বর থেকে ; বহুধা=অনেক প্রকার ; **দেবাঃ**= দেবতা ; **সম্প্রসূতা**=উৎপন্ন হয়েছে ; **সাধ্যাঃ**=সাধ্যগণ, **মনুষ্যাঃ**=মনুষ্যগণ ; **পশবঃ বয়াংসি**=পশু-পক্ষী ; **প্রাণাপানৌ**=প্রাণ-অপানবায়ু ; **ব্রীহিযবৌ**=ধান, যবাদি অন্ন ; চ=তথা ; তপঃ=তপ ; **শ্রদ্ধা**=শ্রদ্ধা ; **সত্যম্**=সত্য (এবং) ; **ব্রহ্মচর্যম্**= ব্রহ্মচর্য ; চ=এবং ; বিধিঃ=যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের বিধিও ; (এতে **সম্প্রসূতাঃ**)=এ সমস্তই উৎপন্ন হয়েছে॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—ওই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর থেকে বসু, রুদ্র আদি বিভিন্ন দেবতা উৎপন্ন হয়েছেন। তাঁর থেকেই সাধ্যগণ ; নানাপ্রকার মনুষ্য, বিভিন্ন জাতির পশু, বিভিন্ন প্রকার পক্ষী প্রভৃতি সবেরই সৃষ্টি। সকলের জীবনরূপ প্রাণ এবং অপান তথা সমস্ত প্রাণীর আহাররূপ ধান, যবাদি অনেক প্রকার অন্নও তাঁর থেকেই উৎপন্ন। তাঁর থেকেই তপ, শ্রদ্ধা, সত্য এবং ব্রহ্মচর্য প্রকটিত তথা যজ্ঞাদি কর্মের বিধিও তাঁর থেকেই উৎপন্ন। তাৎপর্য এই যে, সমস্তই তাঁর থেকেই উৎপন্ন অতএব, তিনি সব কিছুর পরম কারণ॥ ৭ ॥

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত॥ ৮

তস্মাৎ=সেই পরমেশ্বর থেকেই ; **সপ্ত**=সাত ; **প্রাণাঃ**=প্রাণ ; **প্রভবন্তি**= উৎপন্ন (তথা) ; **সপ্ত অর্চিষঃ**=সাত শিখা ; **(সপ্ত) সমিধঃ**=সাত সমিধ ; **সপ্ত**=সাত প্রকারের ; **হোমাঃ**=হবন (তথা) ; **ইমে সপ্ত লোকাঃ**=এই সাত লোক—ইন্দ্রিয়ের সপ্ত দ্বার (তাঁর থেকেই উৎপন্ন) ; **যেষু**=যাদের মধ্যে ; **প্রাণাঃ**=প্রাণ ; **চরন্তি**=বিচরণ করেন ; **গুহাশয়াঃ**=হৃদয় গুহায় শয়নকারী এগুলি ; **সপ্ত সপ্ত**= সাত সাতটি সমুদয় ; **নিহিতাঃ**=(তাঁরই দ্বারা) সমস্ত প্রাণীতে স্থাপিত॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—পরমেশ্বর থেকে সাত প্রাণ অর্থাৎ যার মধ্যে বিষয়গুলি প্রকাশিত করার বিশেষ শক্তি বিদ্যমান, সপ্ত ইন্দ্রিয়—কর্ণ, ত্বক, নেত্র, রসনা এবং

প্রাণ তথা বাণী ও মন ;[১] তথা মনসহিত ইন্দ্রিয়ের শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণগ্রহণ, কথন এবং মনন, এইরূপে সাত বৃত্তি অর্থাৎ বিষয় গ্রহণকারী শক্তিসমূহ ; ওই ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়রূপ সাত সমিধ, সাত প্রকার হবন অর্থাৎ বাহ্যবিষয়রূপ সমিধগুলির ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে নিক্ষেপরূপ ক্রিয়া এবং এই ইন্দ্রিয়গুলির বাসস্থানরূপ সাত লোক, যাতে অবস্থান করে এই ইন্দ্রিয়রূপ সাত প্রাণ নিজ নিজ কার্য করে—নিদ্রার সময় মনের সাথে এক হয়ে হৃদয়রূপ গুহায় শয়নকারী এই সাত-সাতটির সমুদয় পরমেশ্বর দ্বারাই সমস্ত প্রাণীতে স্থাপিত।। ৮ ।।

সম্বন্ধ——*আধ্যাত্মিক বস্তুগুলির উৎপত্তি এবং স্থিতি পরমেশ্বর থেকে, একথা বলে এখন বাহ্য জগতের উৎপত্তিও তাঁর থেকেই একথা জানিয়ে প্রকরণের উপসংহার করছেন—*

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বেঽস্মাৎস্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা।। ৯

অতঃ=এঁর থেকে ; **সর্বে**=সমস্ত ; **সমুদ্রাঃ**=সমুদ্র ; চ=এবং ; **গিরয়ঃ**=পর্বত (উৎপন্ন হয়েছে) ; **অস্মাৎ**=এঁর থেকে (প্রকট হয়ে) ; **সর্বরূপাঃ**=অনেক রূপের ; **সিন্ধবঃ**=নদীগুলি ; **স্যন্দন্তে**=বয়ে যায় ; চ=তথা ; **অতঃ**=এঁর থেকে ; **সর্বাঃ**=সকল ; **ওষধয়ঃ**=ওষধি ; চ=এবং ; **রসঃ**=রস (উৎপন্ন হয়েছে) ; **যেন**=যে রসের দ্বারা (পুষ্ট শরীরে) ; **হি**=ই ; **এষঃ**=এই ; **অন্তরাত্মা**=অন্তরাত্মা (পরমেশ্বর) ; **ভূতৈঃ**=সব প্রাণির সহিত ; **তিষ্ঠতে**=(তাঁদের হৃদয়ে) স্থিত।। ৯ ।।

ব্যাখ্যা—এই পরমেশ্বর থেকে সমস্ত সমুদ্র এবং পর্বত উৎপন্ন ; এঁর থেকে বহির্গত হয়ে অনেক আকারবিশিষ্ট নদী প্রবাহিত হয় ; এঁর থেকেই সমস্ত ওষধি এবং রসও উৎপন্ন হয়। রসপুষ্ট শরীরে ওই অন্তরাত্মা পরমেশ্বর

---

[১]এখানে সপ্ত ইন্দ্রিয় কেন বলা হয়েছে তা নিয়ে ব্রহ্মসূত্রে বিষদ্‌ভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে যে এই সাতটির অতিরিক্ত হল হস্ত, পাদ, উপস্থ এবং পায়ুও ইন্দ্রিয় ; অতএব সাকুল্যে মনসহিত একাদশ ইন্দ্রিয়। এখানে প্রধানরূপে সাতটির কথা বলা হয়েছে (ব্র.সূ. ২।৪।২, ৬)

প্রাণিগণের আত্মাসহ হৃদয়ে থাকেন॥ ৯ ॥

সম্বন্ধ——*পরমেশ্বর থেকে সব কিছুর উৎপত্তি হওয়ায় সব তাঁরই স্বরূপ—একথা বলে তাঁকে জানার ফল জানিয়ে এই খণ্ডের সমাপ্তি করছেন—*

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্। এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য॥ ১০ ॥

তপঃ=তপ ; **কর্ম**=কর্ম ; (এবং) **পরামৃতম্**=পরম অমৃতরূপ ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **ইদম্**=এই ; **বিশ্বম্**=বিশ্ব ; **পুরুষ এব**=পুরুষই ; **সোম্য**=হে প্রিয় ! ; **এতৎ**= এই ; **গুহায়াম্**=হৃদয়রূপ গুহায় ; **নিহিতম্**=স্থিত অন্তর্যামী পরমপুরুষকে ; **যঃ**=যে ; **বেদ**=জানে ; **সঃ**=সে ; **ইহ (এব)**=এখানে (এই মানবশরীরে)ই ; **অবিদ্যা-গ্রন্থিম্**=অবিদ্যাজনিতগ্রন্থিকে ; **বিকিরতি**=উন্মুক্ত করে॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—তপ অর্থাৎ সংযমরূপ সাধন, কর্ম অর্থাৎ বাহ্য সাধন দ্বারা ক্রিয়মাণ কৃত্য তথা পরম অমৃত ব্রহ্ম—এই সবকিছু পরমপুরুষ পুরুষোত্তমই। প্রিয় শৌনক ! হৃদয় গুহায় বিরাজমান অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে যে জানে সে এই মানবশরীরেই অবিদ্যাজনিত অন্তঃকরণের গ্রন্থি ভেদ করে অর্থাৎ সব প্রকারের সংশয় এবং ভ্রমরহিত হয়ে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয়॥ ১০ ॥

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্। এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥ ১ ॥ [১]

আবিঃ=(যিনি) প্রকাশস্বরূপ ; **সন্নিহিতম্**=অত্যন্ত সমীপস্থ ; **গুহাচরম্ নাম**=(হৃদয়রূপ গুহায় স্থিত হওয়ার জন্য) গুহাচর নামে প্রসিদ্ধ ; **মহৎ পদম্**=(এবং) মহান পদ (পরম প্রাপ্য) ; **যৎ**=যত ; **এজৎ**=চেষ্টাকারী ;

[১] এই মন্ত্রের সাদৃশ্যমূলক মন্ত্র—অথর্ব. কাং ১০।৮।৬ সংখ্যাতে রয়েছে।

প্রাণৎ= শ্বাসগ্রহণকারী ; **চ**=এবং ; **নিমিষৎ**=চক্ষু উন্মীলন নিমীলনকারী ; **এতৎ**=এরা (সকলেই) ; **অত্র**=এঁতে ; **সমর্পিতম্**=সমর্পিত (প্রতিষ্ঠিত) ; **এতৎ**=এই পরমেশ্বরকে ; **জানথ**=তোমরা জানো ; **যৎ**=যিনি ; **সৎ**=সৎ ; **অসৎ**=অসৎ (এবং) ; **বরেণ্যম্**=বরণের যোগ্য (এবং) ; **বরিষ্ঠম্**=অতিশয় শ্রেষ্ঠ (তথা) ; **প্রজানাম্**=সমস্ত প্রাণীর ; **বিজ্ঞানাৎ**=বুদ্ধি থেকে ; **পরম্**=পরে অর্থাৎ বুদ্ধিরও অগম্য॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপী পরমেশ্বর প্রকাশস্বরূপ। সমস্ত প্রাণীর অত্যন্ত সমীপে, তাদের হৃদয়রূপ গুহায় লুকিয়ে থাকার জন্য তিনি গুহাচর নামে প্রসিদ্ধ। যত বিচরণকারী, শ্বাসগ্রহণকারী, চক্ষু উন্মীলন-নিমীলনকারী প্রাণী আছে, তাদের সকলের সমুদয় এই পরমেশ্বরে সমর্পিত অর্থাৎ স্থিত সকলের আশ্রয় এই পরমাত্মাই। তুমি এঁকে জানো। ইনি সৎ এবং অসৎ অর্থাৎ কার্য এবং কারণ তথা প্রকট এবং অপ্রকট—সব কিছুই। সকলের দ্বারা বরণীয় এবং অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ তথা সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধির পরে অর্থাৎ বুদ্ধির অগম্য॥ ১ ॥

সম্বন্ধ—*পরব্রহ্ম পরমাত্মার তত্ত্ব বোঝানোর জন্য পুনরায় তাঁর স্বরূপের ভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করছেন—*

যদর্চিমদ্‌যদণুভ্যোঽণু চ যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ। তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ। তদেতৎসত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥ ২ ॥

যৎ=যিনি ; **অর্চিমৎ**=দীপ্তিমান ; **চ**=এবং ; **যৎ**=যিনি ; **অণুভ্যঃ**=সূক্ষ্ম অপেক্ষাও ; **অণু**=সূক্ষ্ম ; **যস্মিন্ লোকাঃ**=যাঁর মধ্যে সমস্ত লোক ; **চ**=এবং ; **লোকিনঃ**=ওই লোকে নিবাসকারী প্রাণী ; **নিহিতাঃ**=স্থিত ; **তৎ**=তিনিই ; **এতৎ**=এই ; **অক্ষরম্**=অবিনাশী ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **সঃ**=তিনিই ; **প্রাণঃ**=প্রাণ ; **তৎ উ**=তিনিই ; **বাক্**=বাণী ; **মনঃ**=(এবং) মন ; **তৎ**=তিনিই ; **এতৎ**=এই ; **সত্যম্**=সত্য ; **তৎ**=তিনি ; **অমৃতম্**=অমৃত ; **সোম্য**=হে প্রিয় ! ; **তৎ**=ওই ; **বেদ্ধব্যম্**=বেধনযোগ্য লক্ষ্য বস্তুকে ; **বিদ্ধি**=তুমি জানো (বিদ্ধ করো)॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—যে পরব্রহ্ম পরমাত্মা অতিশয় দেদীপ্যমান, প্রকাশস্বরূপ, যিনি

সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম, যাঁর মধ্যে সমস্ত লোক, ওই লোকে নিবাসকারী সমস্ত প্রাণী স্থিত অর্থাৎ সবকিছুই যাঁর আশ্রিত, তিনিই পরম অক্ষর ব্রহ্ম। তিনিই সকলের জীবনদাতা প্রাণ, তিনি সকলের বাণী এবং মন অর্থাৎ সমস্ত জগতের ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণরূপে প্রকট। তিনিই পরম সত্য এবং অমৃত—অবিনাশী তত্ত্ব। প্রিয় শৌনক ! ওই বেধনযোগ্য লক্ষ্যবস্তুকে তুমি বিদ্ধ করো অর্থাৎ অগ্রে বক্ষ্যমাণ সাধনের দ্বারা তাঁতে মগ্ন হয়ে যাও॥ ২ ॥

সম্বন্ধ——*লক্ষ্যকে বেধন করার জন্য ধনুক এবং বাণ আবশ্যক। এই রূপকের পূর্ণতার জন্য সমস্ত সামগ্রীর বর্ণনা করছেন—*

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥ ৩

ঔপনিষদম্=উপনিষদে বর্ণিত প্রণবরূপ ; **মহাস্ত্রম্**=মহান অস্ত্র ; **ধনুঃ**=ধনু ; **গৃহীত্বা**=নিয়ে ; (তার উপর) ; **হি**=নিশ্চয়ই ; **উপাসানিশিতম্**=উপাসনাদ্বারা সুতীক্ষ্ণ ; **শরম্**=বাণ ; **সন্ধয়ীত**=আরোপণ করো ; **ভাবগতেন**=(পুনঃ) ভাব-পূর্ণ ; **চেতসা**=চিত্ত দ্বারা ; **তৎ**=ওই বাণকে ; **আয়ম্য**=আকর্ষণ করে ; **সোম্য**=হে প্রিয় ! ; **তৎ**=ওই ; **অক্ষরম্**=পরম অক্ষর পুরুষোত্তমকে ; **এব**=ই ; **লক্ষ্যম্**= লক্ষ্য করে ; **বিদ্ধি**=বেধন করো॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—যেরূপ কোনো বাণ লক্ষ্যবস্তুর প্রতি নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে তার অগ্রভাগ উপযুক্ত প্রস্তরে ঘর্ষণ করে তীক্ষ্ণ করা হয়, তার কলুষাদি দূর করে তাকে উজ্জ্বল এবং চাকচিক্যযুক্ত করা হয়, সেইরূপ আত্মারূপী বাণকে উপাসনা দ্বারা নির্মল এবং শুদ্ধ করে তাঁকে প্রণবরূপ ধনুতে ভালোভাবে আরোপণ করা উচিত। অর্থাৎ আত্মাকে প্রণবের উচ্চারণে এবং তার অর্থরূপ পরমাত্মার চিন্তনে সম্যক্‌রূপে নিয়োজিত করা উচিত। এরপর যেরূপ ধনুকে সম্পূর্ণ শক্তি দ্বারা আকর্ষণ করে বাণ লক্ষ্যবস্তুর প্রতি নিক্ষেপ করা হয়, যাতে সে পূর্ণরূপে লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে, সেইরূপ এখানে ভাবপূর্ণ চিত্তের দ্বারা ওঁকারের অধিকাধিক দীর্ঘ উচ্চারণ এবং তদর্থের প্রগাঢ় এবং সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত চিন্তনের কথা বলা হয়েছে, যাতে আত্মা নিশ্চিতরূপে অবিনাশী পরমাত্মায় প্রবেশ করে, তাতে তন্ময় হয়ে অবিচল স্থিতি লাভ করে। এর ভাবার্থ এই যে, ওঁকারের

প্রেমপূর্বক উচ্চারণ এবং তার অর্থরূপ পরমাত্মার প্রগাঢ় চিন্তনই তাঁকে প্রাপ্তির সর্বোত্তম উপায়॥ ৩ ॥

সম্বন্ধ——*এবারে পূর্ব মন্ত্রোক্ত রূপকটি স্পষ্ট করা হচ্ছে—*

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ ৪ ॥

প্রণবঃ=(এখানে) ওঁকারই ; **ধনুঃ**=ধনু ; **আত্মা**=আত্মা ; **হি**=ই ; **শরঃ**= বাণ ; (এবং) ; **ব্রহ্ম**=পরব্রহ্ম পরমেশ্বরই ; **তল্লক্ষ্যম্**=তার লক্ষ্য বস্তু ; **উচ্যতে**=বলা হয়েছে ; **অপ্রমত্তেন**=(তিনি) প্রমাদরহিত মনুষ্য দ্বারাই ; **বেদ্ধব্যম্**=বেধনযোগ্য (অতএব) ; **শরবৎ**=(তাঁকে বেধন করে) বাণের মতো ; **তন্ময়ঃ**= (ওই লক্ষ্যে) তন্ময় ; **ভবেৎ**=হওয়া উচিত॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা——উপরি-উক্ত রূপকে পরমেশ্বরের বাচক প্রণবই (ওঁকার) মনে করো ধনু, জীবাত্মাই বাণ এবং পরব্রহ্ম পরমেশ্বরই লক্ষ্যবস্তু। তৎপরতায় তাঁর উপাসনাকারী প্রমাদরহিত সাধক দ্বারাই ওই লক্ষ্যকে বেধন করা সম্ভব ; এইজন্য হে সোম্য ! পূর্বোক্তরূপে ওই লক্ষ্যকে বেধনপূর্বক বাণের মতো তুমি তাঁতে তন্ময় হয়ে যাও॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ——*পুনরায় শ্রুতি পরমেশ্বরের স্বরূপের বর্ণনা করে প্রমাদরহিত এবং অনাসক্ত হয়ে তাঁকে জানার জন্য বলছেন—*

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥ ৫

যস্মিন্=যাঁতে ; **দ্যৌঃ**=স্বর্গ ; **পৃথিবী**=পৃথিবী ; **চ**=এবং ; **অন্তরিক্ষম্**= তন্মধ্যবর্তী আকাশ ; **চ**=তথা ; **সর্বৈঃ প্রাণৈঃ সহ**=সমস্ত প্রাণের সহিত ; **মনঃ**=মন ; **ওতম্**=গাঁথা রয়েছে ; **একম্**=এক ; **তম্ এব**=তাঁকেই ; **আত্মানম্**= সকলের আত্মারূপ পরমেশ্বরকে ; **জানথ**=জানো ; **অন্যাঃ**=অন্য ; **বাচঃ**= অন্য বাণীগুলিকে ; **বিমুঞ্চথ**=সর্বথা ছেড়ে দাও ; **এষঃ**=এটিই ; **অমৃতস্য**= অমৃতের ; **সেতুঃ**=সেতু॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা——যে পরব্রহ্ম পরমাত্মায় স্বর্গ, পৃথিবী তথা তন্মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ আকাশ এবং সমস্ত প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সহ মনবুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ——সমস্ত

কিছুই ওতপ্রোত ; সেই এক সর্বাত্মা পরমেশ্বরকে তুমি পূর্বোক্ত উপায় দ্বারা জানো ; অন্যান্য সমস্ত কথা, গ্রাম্যচর্চা সর্বতোভাবে ছেড়ে দাও। সেগুলি তোমার সাধনে বিঘ্নস্বরূপ। অতএব ওই সমস্ত থেকে বিরত হয়ে সাধনে তৎপর হও। এই হল অমৃতের সেতু অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র পার হয়ে অমৃতস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য সেতুস্বরূপ ॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ——*পুনরায় পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করে তাঁর প্রাপ্তির সাধন বলছেন—*

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৬

রথনাভৌ=রথের নাভিতে (যুক্ত) ; **অরাঃ ইব**=চক্রশলাকার মতো ; **যত্র**=যাতে ; **নাড্যঃ**=সমস্ত দেহস্থ নাড়িগুলি ; **সংহতাঃ**=একত্র স্থিত ; (সেই হৃদয়ে) **সঃ**= তিনি ; **বহুধা**=অনেক প্রকারে ; **জায়মানঃ**=জাত ; **এষঃ**=এই (অন্তর্যামী পরমেশ্বর) ; **অন্তঃ**=মধ্যভাগে ; **চরতে**=থাকেন ; **(এনম্)**=এই ; **আত্মানম্**= সর্বাত্মা পরমাত্মার ; **ওম্**=ওম্ ; **ইতি এবম্**=এই নাম দ্বারাই ; **ধ্যায়থ**=ধ্যান করো ; **তমসঃ পরস্তাৎ**=অজ্ঞানময় অন্ধকারের পরপারে ; **পারায়**=(তথা) ভবসাগর থেকে অন্তিম তটরূপ পুরুষোত্তম প্রাপ্তির জন্য (সাধনে রত হয়ে) ; **বঃ**=তোমাদের ; **স্বস্তি**=কল্যাণ হোক॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—যেরূপ রথের চক্রের কেন্দ্রে শলাকাগুলি সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ শরীরের সমস্ত নাড়ী যে হৃদয়দেশে একত্র স্থিত ; সেই হৃদয়দেশে নানারূপে প্রকাশমান পরব্রহ্ম পরমাত্মা অন্তর্যামীরূপে থাকেন। সকলের আত্মা পুরুষোত্তমের 'ওঁ' এই নাম উচ্চারণের সাথে সাথে নিরন্তর ধ্যান করতে থাকো। এইরূপ পরমাত্মার 'ওঁ' এই নাম জপ এবং তদর্থভূত পরমাত্মার ধ্যান করতে থাকলে তুমি ওই পরমাত্মাকে লাভ করতে সমর্থ হবে। তিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার থেকে সর্বতোভাবে অতীত এবং সংসার-সমুদ্রের অন্য পারে। তোমার কল্যাণ হোক। এইভাবে আচার্য উপরি-উক্ত বিধি দ্বারা সাধনকারী শিষ্যকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ——*পুনরায় পরমেশ্বরের স্বরূপের বর্ণনা করছেন—*

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।।
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি।। ৭

যঃ সর্বজ্ঞঃ=যিনি সর্বজ্ঞ (এবং) ; **সর্ববিৎ**=সব দিক দিয়ে সমস্ত কিছু জানেন ; **যস্য**=যাঁর ; **ভুবি**=জগতে ; **এষঃ**=এই ; **মহিমা**=মহিমা ; **এষঃ হি আত্মা**=এই প্রসিদ্ধ সকলের আত্মা পরমেশ্বর ; **দিব্যে ব্যোম্নি**=দিব্যাকাশে ; **ব্রহ্মপুরে**=ব্রহ্মলোকে ; **প্রতিষ্ঠিতঃ**=স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ; **প্রাণশরীরনেতা**= সকলের প্রাণ এবং শরীরের নেতা ; **মনোময়ঃ**=(এই পরমাত্মা মনে ব্যাপ্ত হওয়ার জন্য) মনোময় ; **হৃদয়ং সন্নিধায়**=(এই) হৃদয়-কমলের আশ্রয় নিয়ে ; **অন্নে**=অন্নময় স্থূল শরীরে ; **প্রতিষ্ঠিতঃ**=অবিনাশী পরব্রহ্ম ; **বিভাতি**=সর্বত্র প্রকাশিত ; **ধীরাঃ**=বুদ্ধিমান মনুষ্য ; **বিজ্ঞানেন**=বিজ্ঞান দ্বারা ; **তৎ**=তাঁকে ; **পরিপশ্যন্তি**= ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করেন।। ৭ ।।

ব্যাখ্যা—যে পরব্রহ্ম পরমাত্মা সর্বজ্ঞ—সর্বদা জ্ঞাতা এবং চতুর্দিকে সবকিছুরই যিনি জ্ঞাতা অর্থাৎ যাঁর জ্ঞানশক্তি দেশকালের ঊর্ধ্বে, যাঁর এই আশ্চর্য মহিমা জগতে প্রকটিত, সেই সকলের আত্মা পরমেশ্বর পরম ব্যোম নামে প্রসিদ্ধ দিব্য আকাশরূপ ব্রহ্মলোকে স্বরূপে স্থিত। সকল প্রাণীর প্রাণ এবং শরীরের নিয়মনকারী এই পরমেশ্বর মনে ব্যাপ্ত হওয়ার জন্য মনোময় বলে কথিত হন এবং সমস্ত প্রাণীর হৃদয়কমলের আশ্রয় নিয়ে অন্নময় স্থূলশরীরে প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধিমান মানুষ, বিজ্ঞান দ্বারা যিনি আনন্দময় অবিনাশীরূপে সর্বত্র প্রকাশিত সেই পরব্রহ্মকে উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করেন।। ৭ ।।

সম্বন্ধ——*এবারে পরমাত্মাকে জানার ফল বলছেন—*

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে।। ৮ ।।

তস্মিন্ পরাবরে দৃষ্টে=কার্য-কারণরূপ ওই পরাৎপর পুরুষোত্তমকে তত্ত্বতঃ জেনে নেওয়ার পর ; **অস্য হৃদয়গ্রন্থিঃ**=এই (জীবাত্মার) হৃদয়গ্রন্থি ; **ভিদ্যতে**=

খুলে যায় ; **সর্বসংশয়াঃ**=সমস্ত সংশয় ; **ছিদ্যন্তে**=ছিন্ন হয় ; **চ**=এবং ; **কর্মাণি**=শুভাশুভ সকল কর্ম ; **ক্ষীয়ন্তে**=নষ্ট হয়ে যায়॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—কার্য-কারণরূপ ওই পরাৎপর পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে জ্ঞাত হলে জীবের হৃদয়স্থিত অবিদ্যারূপ গ্রন্থি খুলে যায়। অবিদ্যার জন্যই জীব জড় শরীরকে নিজ স্বরূপ মনে করে। শুধু তাই নয়, জীবের সমস্ত সংশয় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় এবং সমস্ত শুভাশুভ কর্ম নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ এই জীব সর্ববন্ধন থেকে সর্বভাবে মুক্ত হয়ে পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করে॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ——*পরব্রহ্মের স্থান, স্বরূপ এবং তাঁর মহিমার বর্ণনা করছেন*—

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ ৯ ॥

তৎ=ওই ; **বিরজম্**=নির্মল ; **নিষ্কলম্**=অবয়বরহিত ; **ব্রহ্ম**=পরব্রহ্ম ; **হিরণ্ময়ে পরে কোশে**=প্রকাশময় পরম কোশে— পরমধামে (বিরাজমান) ; **তৎ**= তিনি ; **শুভ্রম্**=সর্বথা বিশুদ্ধ ; **জ্যোতিষাম্**=সমস্ত জ্যোতির ; **জ্যোতিঃ**= জ্যোতি ; **যৎ**=যাঁকে ; **আত্মবিদঃ**=আত্মজ্ঞানীগণ ; **বিদুঃ**=জানেন॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—ওই নির্মল, নির্বিকার এবং অবয়বরহিত—অখণ্ড পরমাত্মা প্রকাশময় পরমধামে বিরাজমান ; তিনি সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ এবং সমস্ত প্রকাশযুক্ত পদার্থেরও প্রকাশক এবং আত্মজ্ঞানী মহাত্মাগণই তাঁকে জানেন॥ ৯ ॥

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ ১০ ॥ [১]

তত্র=সেখানে ; **ন**=না ; **সূর্যঃ**=সূর্য ; **ভাতি**=প্রকাশিত হন ; **ন**=না ; **চন্দ্রতারকম্**=চন্দ্রমা এবং তারাগণ ; **ন**=(তথা) না ; **ইমাঃ**=এই ; **বিদ্যুতঃ**= বিদ্যুৎ ; **ভান্তি**=(সেখানে) প্রতিভাত হয় ; **অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ**=এই অগ্নির কথা আর বলার কী আছে ; **তম্ ভান্তম্ এব**=(কারণ) তাঁর প্রকাশ হলে ; **সর্বম্**=

[১]এই মন্ত্র কঠোপনিষদ্ ২।২।১৫-তে এবং শ্বেতা. উ. ৬।১৪-তেও আছে।

সমস্ত কিছু; **অনুভাতি**=তাঁর পশ্চাৎ তাঁরই প্রকাশে প্রকাশিত হয় ; **তস্য**= তাঁর ; **ভাসা**= প্রকাশে ; **ইদম্ সর্বম্**=এই সম্পূর্ণ জগৎ ; **বিভাতি**= প্রকাশিত হয়॥ ১০

ব্যাখ্যা—ওই স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের সমীপে সূর্য প্রকাশিত হন না। যেরূপ সূর্যের প্রকাশ হলে জোনাকী পোকার প্রকাশ লুপ্ত হয়ে যায়, সেইরূপ সূর্যের তেজও ওই অসীম তেজের সম্মুখে লুপ্ত হয়ে যায়। চন্দ্রমা, তারাগণ এবং বিদ্যুৎও সেখানে চমক দিতে পারে না ; তাহলে লৌকিক অগ্নির তো কথাই নেই। কারণ প্রাকৃত জগতে যা কিছু তত্ত্ব প্রকাশশীল, সবই ওই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রকাশ-শক্তির অংশ পেয়েই প্রকাশিত হয়। সেগুলি নিজেদের প্রকাশ-কর্তার কাছে স্বীয় তেজ কীরূপে প্রকাশিত করবেন ? সারাংশ এই যে, এই সম্পূর্ণ জগৎ ওই জগদাত্মা পুরুষোত্তমের প্রকাশে অথবা ওই প্রকাশের এক ক্ষুদ্রতম অংশ দ্বারা প্রকাশিত হয়॥ ১০ ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥ ১১ ॥

ইদম্=এই ; **অমৃতম্**=অমৃতস্বরূপ ; **ব্রহ্ম**=পরব্রহ্ম ; **এব**=ই ; **পুরস্তাৎ**=সামনে বিদ্যমান ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্মই ; **পশ্চাৎ**=পিছনে বিদ্যমান ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্মই ; **দক্ষিণতঃ**= দক্ষিণদিকে ; **চ**=তথা ; **উত্তরেণ**=উত্তরদিকে ; **অধঃ**=নীচের দিকে ; **চ**=তথা ; **ঊর্ধ্বম্**=উপরের দিকে ; **চ**=ও ; **প্রসৃতম্**=প্রসারিত ; **ইদম্ (যৎ)**=এই যে সম্পূর্ণ ; **বিশ্বম্**=বিশ্ব ; **ইদম্**=এটি ; **বরিষ্ঠম্**=সর্বশ্রেষ্ঠ ; **ব্রহ্ম এব**=ব্রহ্মই॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে পরমাত্মার সর্বব্যাপকতা এবং সর্বরূপতার প্রতিপাদন করা হয়েছে। সারাংশ এই যে, এই অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মাই সামনে, পিছনে, ডানদিকে, বাঁদিকে, বাইরে, ভিতরে, উপরে, নীচে সর্বত্র প্রসারিত ; এই ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হচ্ছেন॥ ১১ ॥

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥ ২ ॥

॥ দ্বিতীয় মুণ্ডক সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥ ১ ॥[1]

সযুজা=একসাথে অবস্থানকারী (তথা) ; **সখায়া**=পরস্পর সখ্যভাব-পোষণকারী ; **দ্বা**=দুটি ; **সুপর্ণা**=পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) ; **সমানম্ বৃক্ষম্ পরিষস্বজাতে**=একই বৃক্ষের আশ্রয় নিয়ে থাকেন ; **তয়োঃ**=দুজনের মধ্যে ; **অন্যঃ**=একজন ; **পিপ্পলম্**=ওই বৃক্ষের সুখ-দুঃখরূপ কর্মফলের ; **স্বাদু**=স্বাদ নিয়ে ; **অত্তি**=(উপভোগ করছেন) কিন্তু ; **অন্যঃ**=অন্য ; **অনশ্নন্**=না খেয়ে ; **অভিচাকশীতি**=কেবল দেখেন॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—যেরূপ গীতায় জগৎকে অশ্বত্থ বৃক্ষের রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সেইরূপ এই মন্ত্রে শরীরকে অশ্বত্থ বৃক্ষের এবং জীবাত্মা তথা পরমাত্মাকে পক্ষীগণের রূপকে বর্ণনা করেছেন। এইপ্রকার বর্ণনা কঠোপনিষদেও গুহায় প্রবিষ্ট ছায়া এবং রৌদ্র নামে করা হয়েছে। উভয়স্থানে ভাবার্থ প্রায়শঃ একই। এই মন্ত্রের সারাংশ হল, মনুষ্যশরীর যেন একটি বৃক্ষ। ঈশ্বর এবং জীব—উভয়ে সদা একসাথেই অবস্থানকারী দুটি বন্ধুভাবাপন্ন পক্ষী। দুজনেই শরীররূপ বৃক্ষে একসাথে হৃদয়রূপ বাসায় নিবাস করেন। দুজনের মধ্যে একজন জীবাত্মা তো ওই বৃক্ষের ফলরূপ নিজ কর্মফল অর্থাৎ প্রারব্ধানুসারে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখাদি আসক্তি এবং দ্বেষপূর্বক ভোগ করে এবং অন্যজন—ঈশ্বর ওই কর্মফলদ্বারা কোনো প্রকারের সামান্যতমও সম্বন্ধযুক্ত না হয়ে কেবল অবলোকন করেন॥ ১ ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ ২ ॥[2]

সমানে বৃক্ষে=পূর্বোক্ত শরীররূপী একই বৃক্ষে (অবস্থানকারী) ; **পুরুষঃ**=

---

[1]ঋগ্. ১।১৬৪।২০, অথর্ব. ৯।১৪।২০-তেও এই মন্ত্র এইরূপে উপলব্ধ হয়।

[2]এই মন্ত্রদ্বয় শ্বেতা. উ. ৪।৬, ৭-এ এইরূপেই উল্লিখিত আছে।

জীবাত্মা ; **নিমগ্নঃ**=(শরীরের গভীর আসক্তিতে) নিমগ্ন ; **অনীশয়া**= অসমর্থতারূপ দীনতার অনুভব করতে করতে ; **মুহ্যমানঃ**=মোহিত হয়ে ; **শোচতি**=শোক করেন ; যদা=যখন কখনো (ভগবানের অহৈতুকী দয়ায়) ; জুষ্টম্=(ভক্তগণ দ্বারা নিত্য) সেবিত ; অন্যম্=অন্যকে ; ঈশম্=পরমেশ্বরকে (এবং) ; অস্য **মহিমানম্**=এঁর মহিমাকে ; **পশ্যতি**=প্রত্যক্ষ করেন ; **ইতি**= তখন ; **বীতশোকঃ**=শোকশূন্য হয়ে যান॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—পূর্ববর্ণিত শরীররূপ একই বৃক্ষে হৃদয়রূপ বাসায় অবস্থানকারী এই জীবাত্মা যতক্ষণ নিজের সাথে অবস্থানকারী ওই পরম সুহৃদ পরমেশ্বরকে না দেখে, শরীরেই আসক্ত হয়ে তাতেই নিমগ্ন থাকেন অর্থাৎ শরীরে অতিশয় মমতা করে তার দ্বারা ভোগ-উপভোগে মগ্ন থাকেন, ততক্ষণ অসমর্থতারূপ দীনতায় মোহিত হয়ে তিনি নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করেন। যখন কখনো ভগবানের অহৈতুকী দয়ায় নিজ অপেক্ষা ভিন্ন, নিত্য নিজ সমীপে অবস্থানকারী, পরম সুহৃদ, পরমপ্রিয় এবং ভক্তদ্বারা সেবিত ঈশ্বরকে এবং তাঁর আশ্চর্য মহিমাকে, যা জগতে সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকট হয়, প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ সর্বথা শোকরহিত হয়ে যান॥ ২ ॥

সম্বন্ধ——*ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতঃ তাঁকে জানার ফলের কথা বলছেন—*

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ ৩

যদা=যখন ; **পশ্যঃ**=এই দ্রষ্টা (জীবাত্মা) ; **ঈশম্**=ঈশ্বরকে ; **ব্রহ্মযোনিম্**= ব্রহ্মারও আদি কারণ ; **কর্তারম্**=কর্তাকে ; **রুক্মবর্ণম্**=দিব্যপ্রকাশস্বরূপ ; **পুরুষম্**=পুরুষকে ; **পশ্যতে**=প্রত্যক্ষ করেন ; **তদা**=তখন ; **পুণ্যপাপে**=পুণ্য-পাপ উভয়কে ; **বিধূয়**=ভালোভাবে অপসারণ করে ; **নিরঞ্জনঃ**=নির্মল ; **বিদ্বান্**=ওই জ্ঞানী মহাত্মা ; **পরমম্**=সর্বোত্তম ; **সাম্যম্**=সম-ভাব ; **উপৈতি**= লাভ করেন॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত প্রকারে পরমেশ্বরের আশ্চর্য মহিমার দিকে দৃষ্টিপাত করে ঈশ্বরমুখী দ্রষ্টা (জীবাত্মা) যখন সকলের নিয়ন্তা, ব্রহ্মারও আদি কারণ, সম্পূর্ণ জগতের রচয়িতা, দিব্য প্রকাশস্বরূপ, পরমপুরুষ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ করেন,

সেই সময় নিজের সমস্ত পুণ্য-পাপরূপ কর্মের সমূল নাশ করে কর্মফল থেকে সর্বথা সম্বন্ধরহিত হয়ে পরম নির্মলস্বরূপ সেই জ্ঞানী ভক্ত সর্বোত্তম সমতা লাভ করেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোক থেকে উনিশ শ্লোক পর্যন্ত এই সমতার বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে॥ ৩ ॥

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥ ৪ ॥

এষঃ=এই পরমেশ্বর ; হি=ই ; প্রাণঃ=প্রাণ ; যঃ=যিনি ; সর্বভূতৈঃ=সকল প্রাণি দ্বারা ; বিভাতি=প্রকাশিত হচ্ছেন ; বিজানন্=(এঁর) বিজ্ঞাতা ; বিদ্বান্=জ্ঞানী ; অতিবাদী=অভিমানপূর্বক বাক্যবাগীশ ; ন ভবতে=হন না (বরং) ; ক্রিয়াবান্=যথাযোগ্য ভগবৎ প্রীত্যর্থ কর্ম করতে করতে ; আত্মক্রীড়ঃ=সকলের আত্মরূপ অন্তর্যামী পরমেশ্বরের সঙ্গে ক্রীড়ারত থাকেন (এবং) ; আত্মরতিঃ=সকলের আত্মা অন্তর্যামী পরমেশ্বরেই রমণ করতে থাকেন ; এষঃ=এই (জ্ঞানী ভক্ত) ; ব্রহ্মবিদাম্=ব্রহ্মবেত্তাগণের মধ্যেও ; বরিষ্ঠঃ=শ্রেষ্ঠ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—এই সর্বান্তর্যামী সর্বব্যাপী পরমেশ্বরই সকলের প্রাণ। যেরূপ শরীরের সমস্ত চেষ্টা প্রাণদ্বারা হয়, সেইরূপ এই বিশ্বে যা কিছু হচ্ছে, পরমাত্মার শক্তিতেই হচ্ছে। সমস্ত প্রাণীতে তাঁরই প্রকাশ। তিনি ওই প্রাণিগণের দ্বারা প্রকাশিত। একথার জ্ঞাতা জ্ঞানী ভক্ত কখনো লম্বা-চওড়া কথা বলেন না, কারণ তিনি জানেন যে, তাঁর ভিতরেও এই সর্বব্যাপক পরমাত্মারই শক্তি অভিব্যক্ত। তাহলে তাঁর অভিমানের অবসর কোথায় ? তিনি তো লোকসংগ্রহের জন্য ভগবদাজ্ঞানুসারে নিজ বর্ণ, আশ্রমের অনুকূল কর্ম সম্পাদনে রত থেকে সকলের আত্মা অন্তর্যামী ভগবানেই ক্রীড়া করেন। (গীতা ৬।৩১)। তিনি সদা ঈশ্বরেই রমণ করেন। এইরূপে এই জ্ঞানী ভক্ত ব্রহ্মবেত্তাগণের মধ্যেও অতিশ্রেষ্ঠ। গীতাতেও সর্বরূপে বাসুদেব দর্শনকারী এমন দ্রষ্টা জ্ঞানী ভক্তকে মহাত্মা এবং সুদুর্লভ বলা হয়েছে (৭।১৯)॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ—*এবারে ওই পরমাত্মাকে প্রাপ্তির উপায় বলা হচ্ছে—*

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ ৫

এষঃ=এই (পরমাত্মা) ; অন্তঃশরীরে হি=শরীরের ভিতরেই (হৃদয়ে

বিরাজমান) ; **জ্যোতির্ময়ঃ**=প্রকাশস্বরূপ (এবং) ; **শুভ্রঃ**=পরম বিশুদ্ধ ; **আত্মা**=পরমাত্মা ; **হি**=নিঃসন্দেহ ; **সত্যেন**=সত্য দ্বারা ; **তপসা**=তপ দ্বারা ; (এবং) ; **ব্রহ্মচর্যেণ**=ব্রহ্মচর্য দ্বারা ; **সম্যগ্‌জ্ঞানেন**=সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা ; **নিত্যম্**=সদা ; **লভ্যঃ**=লভ্য ; **যম্**=যাঁকে ; **ক্ষীণদোষাঃ**=সর্বপ্রকার দোষরহিত ; **যতয়ঃ**=যত্নশীল সাধকই ; **পশ্যন্তি**=দেখতে পান ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—সকলের শরীরের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজমান পরম বিশুদ্ধ প্রকাশময় জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা, যাঁকে সমস্ত প্রকার দোষরহিত প্রযত্নশীল সাধকই জানতে পারেন। ওই পরমাত্মা সদা সত্যভাষণ, তপশ্চর্যা, সংযম এবং স্বার্থত্যাগ তথা ব্রহ্মচর্যের পালনে উৎপন্ন যথার্থ জ্ঞান দ্বারাই অনুভূত হতে পারেন। এই সকল সাধনরহিত হয়ে যে ভোগাসক্ত, ভোগপ্রাপ্তির জন্য নানা প্রকারের মিথ্যাভাষণ করে এবং আসক্তিবশত নিয়মপূর্বক নিজ বীর্যের রক্ষা করতে পারে না, সেই স্বার্থপরায়ণ অবিবেকী মানুষ ওই পরমাত্মার অনুভব করতে পারে না ; কারণ সে তাঁকে চায়ই না॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ——*পূর্বোক্ত সাধনগুলির মধ্যে এবার সত্যের মহিমা বলছেন—*

সত্যমেব জয়তি নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥ ৬ ॥

সত্যম্=সত্য ; **এব**=ই ; **জয়তি**=বিজয়ী হয় ; **অনৃতম্**=মিথ্যা ; **ন**=হয় না ; **হি**=কারণ ; **দেবযানঃ**=দেবযান নামক ; **পন্থাঃ**=মার্গ ; **সত্যেন**=সত্যে ; **বিততঃ**=পরিপূর্ণ ; **যেন**=যাতে ; **আপ্তকামাঃ**=পূর্ণকাম ; **ঋষয়ঃ**=ঋষিগণ ; **আক্রমন্তি**=গমন করেন ; **যত্র**=যেখানে ; **তৎ**=সেই ; **সত্যস্য**=সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মার ; **পরমম্**=পরম ; **নিধানম্**=ধাম বিদ্যমান॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—সত্যেরই বিজয় হয়, অসত্যের নয়। এর অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মা সত্যস্বরূপ ; সুতরাং তাঁর প্রাপ্তির জন্য মানুষের সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য সত্য অনিবার্য। জগতে অন্য সব কর্মেও শেষে সত্যেরই বিজয় হয়, মিথ্যার নয়। যারা মিথ্যাভাষণ, দম্ভ এবং কপটভাবে উন্নতির আশা করে, তারা অন্তে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়। মিথ্যাভাষণ এবং মিথ্যা আচরণেও সত্যের আভাস বিদ্যমান, যার জন্যই অপরে তাকে কোনো

অংশে সত্য বলে মেনে নেয়, ওতে ক্ষণিক কিছু লাভ হয় কিন্তু তার পরিণাম ভালো হয় না। অবশেষে সত্য সত্যই থাকে আর মিথ্যা মিথ্যাই। তাই বুদ্ধিমান মানুষ সত্যভাষণ এবং সদাচারেরই পথ অবলম্বন করেন, মিথ্যার নয়। কারণ যাঁদের ভোগ বাসনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এইরূপ পূর্ণকাম ঋষিগণ যে মার্গে তথায় পৌঁছান, সেখানে এই সত্যের পরমাধার পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্থিত, সেই দেবযান-মার্গ অর্থাৎ ওই পরমদেব পরমাত্মাকে লাভ করার সাধনরূপ মার্গ সত্য দ্বারাই পরিপূর্ণ। সেখানে অসত্য-ভাষণ, দম্ভ এবং কপটাদি অসৎ আচরণের কোনো স্থান নেই॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ——*উপরি-উক্ত সাধনা দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ পুনরায় বর্ণনা করছেন*—

বৃহচ্চ তদ্ দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥ ৭

তৎ=ওই পরব্রহ্ম ; **বৃহৎ**=মহান ; **দিব্যম্**=দিব্য ; **চ**=এবং ; **অচিন্ত্যরূপম্**=অচিন্ত্যস্বরূপ ; **চ**=তথা ; **তৎ**=তিনি ; **সূক্ষ্মাৎ**=সূক্ষ্ম থেকেও ; **সূক্ষ্মতরম্**=অধিক সূক্ষ্মরূপে ; **বিভাতি**=প্রকাশিত হন ; **তৎ**=(তথা) তিনি ; **দূরাৎ**=দূর থেকেও ; **সুদূরে**=অত্যন্ত দূরে ; **(চ)**=এবং ; **ইহ**=এই (শরীরে) থেকেও ; **অন্তিকে চ**=অতি নিকটে ; **ইহ**=এখানে ; **পশ্যৎসু**=দ্রষ্টাদের মধ্যে ; **এব**=ই ; **গুহায়াম্**=তাঁদের হৃদয়রূপী গুহায় ; **নিহিতম্**=নিহিত॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মা সব থেকে মহান, দিব্য, অলৌকিক এবং অচিন্ত্যস্বরূপ অর্থাৎ তাঁর স্বরূপ মন দ্বারা চিন্তনীয় নয়। অতএব, মানুষকে শ্রদ্ধাপূর্বক পরমাত্মাকে লাভের জন্য পূর্বকথিত সাধনে সংযুক্ত থাকতে হবে। পরমাত্মা অচিন্ত্য এবং সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্ম হলেও সাধন করতে করতে স্বয়ম্ নিজের স্বরূপকে সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত করেন। পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ। এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে তিনি নেই। অতএব তিনি দূর থেকেও দূর। অর্থাৎ আমরা যাকে দূরে মনে করি সেখানেও তিনি আছেন আর নিকট থেকেও নিকটে অর্থাৎ নিজের ভিতরেও তিনিই আছেন। বিশেষ আর কী বলা যায়—তিনি দ্রষ্টার হৃদয়রূপ গুহায় অবস্থান করছেন। অতএব তাঁকে খোঁজ

করার জন্য অন্যত্র গমনের প্রয়োজন নেই॥ ৭ ॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮

ন চক্ষুষা=(পরমাত্মা) না নেত্র দ্বারা ; ন বাচা=না বাণী দ্বারা (এবং) ; ন অন্যৈঃ=না অন্য ; দেবৈঃ=ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা ; অপি=ই ; গৃহ্যতে=গৃহীত হন (তথা) ; তপসা=তপ দ্বারা ; বা=অথবা ; কর্মণা=কর্ম দ্বারাও (তিনি) ; (ন গৃহ্যতে)=গৃহীত হন না ; তম্=সেই ; নিষ্কলম্=অবয়বরহিত পরমাত্মাকে ; তু=কিন্তু ; বিশুদ্ধসত্ত্বঃ=বিশুদ্ধান্তঃকরণযুক্ত (সাধক) ; ততঃ=ওই বিশুদ্ধান্তঃ-করণে ; ধ্যায়মানঃ=(নিরন্তর তাঁর) ধ্যানপরায়ণ হয়ে ; জ্ঞানপ্রসাদেন=জ্ঞানের প্রসাদে ; পশ্যতে=দেখতে পান॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্মকে মানুষ এই চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না। বাণী আদি দ্বারা বা অন্য ইন্দ্রিয়াদি দ্বারাও তিনি গৃহীত হন না। নানাপ্রকার তপশ্চর্যা এবং কর্ম দ্বারাও মনুষ্য তাঁকে পায় না। ওই অবয়বরহিত পরম বিশুদ্ধ পরমাত্মাকে মানুষ সর্বপ্রকার ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়ে, নিস্পৃহ হয়ে, বিশুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারা নিরন্তর তাঁরই ধ্যান করতে করতে নির্মল জ্ঞান দ্বারা দর্শন করে। অতএব যে ওই পরমাত্মাকে পেতে চায়, তার উচিত সাংসারিক ভোগের কামনা ত্যাগ-পূর্বক সেগুলি থেকে বিরত হয়ে একমাত্র পরব্রহ্ম পরমাত্মাকেই পাওয়ার জন্য তাঁর চিন্তনে নিমগ্ন হওয়া॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ——*যখন ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে থাকেন, তখন সকল জীব তাঁকে কেন জানতে পারে না ? শুদ্ধান্তঃকরণযুক্ত পুরুষই কেন জানে ? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলছেন——*

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥ ৯

যস্মিন্=যাঁর মধ্যে ; পঞ্চধা=পাঁচ প্রকার ; প্রাণঃ=প্রাণ ; সংবিবেশ=ভালোভাবে প্রবিষ্ট (সেই শরীরে অবস্থানকারী) ; এষঃ=এই ; অণু=সূক্ষ্ম ; আত্মা=আত্মা ; চেতসা=চিত্ত দ্বারা ; বেদিতব্যঃ=জানার যোগ্য ; প্রজানাম্=

প্রাণিগণের ; **চিত্তম্**=চিত্ত ; **সর্বম্**=সম্পূর্ণভাবে ; **প্রাণৈঃ**=প্রাণসমূহ দ্বারা ; **ওতম্**=ব্যাপ্ত (অতএব) ; **যস্মিন্ বিশুদ্ধে**=চিত্ত বিশুদ্ধ হলে ; **এষঃ**=এই ; **আত্মা**= আত্মা (জীব) ; **বিভবতি**=(জানতে) সর্বপ্রকারে সমর্থ হন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—যে শরীরে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান—এই পঞ্চভেদবিশিষ্ট প্রাণ প্রবিষ্ট হয়ে ক্রিয়াশীল, সেই শরীরের ভিতর হৃদয়ের মধ্যভাগে মন দ্বারা জ্ঞাতারূপে জ্ঞেয় এই সূক্ষ্ম জীবাত্মাও অবস্থান করেন। কিন্তু সমস্ত প্রাণীর অন্তঃকরণ প্রাণাদি দ্বারা ওতপ্রোত অর্থাৎ প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করার জন্য নানা প্রকার ভোগবাসনায় মলিন এবং ক্ষুব্ধ, সেজন্য সকলে পরমাত্মাকে জানে না। অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হলেই জীবাত্মা সর্বপ্রকারে সামর্থ্য লাভ করে। অতএব যদি সে ভোগ থেকে বিরত হয়ে পরমাত্মার চিন্তনে নিযুক্ত হয়, তাহলে পরমাত্মাকে লাভ করে, আর যদি ভোগের কামনা করে তাহলে ঈপ্সিত ভোগ লাভ করে॥ ৯ ॥

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ॥ ১০ ॥

বিশুদ্ধসত্ত্বঃ=বিশুদ্ধান্তঃকরণযুক্ত (মানুষ) ; **যম্ যম্**=যে যে ; **লোকম্**=লোককে ; **মনসা**=মন দ্বারা ; **সংবিভাতি**=চিন্তন করে ; **চ**=তথা ; **যান্ কামান্ কাময়তে**=যে ভোগগুলি কামনা করে ; **তম্ তম্**=সেই সেই ; **লোকম্**=লোককে ; **জয়তে**=জিতে নেয় ; **চ**=এবং ; **তান্ কামান্**=ওই (অভীষ্ট) ভোগগুলিও লাভ করে ; **তস্মাৎ হি**=এইজন্য ; **ভূতিকামঃ**=ঐশ্বর্যলাভপ্রার্থী ; **আত্মজ্ঞম্**=শরীর অপেক্ষা ভিন্ন আত্মাকে যে মহাত্মা জানেন ; **অর্চয়েৎ**=তাঁকে যেন অর্চনা করে॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—বিশুদ্ধান্তঃকরণসম্পন্ন মানুষ যদি ভোগ থেকে বিরত হয়ে নির্মল অন্তঃকরণ দ্বারা নিরন্তর পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ধ্যান করে তাহলে তাঁকে লাভ করে ; একথা অষ্টম মন্ত্রে বলা হয়েছে। কিন্তু সে যদি সর্বতোভাবে নিষ্কাম না হয় তাহলে মনে যে যে লোকের চিন্তা করে, যে যে ভোগ চায়, সেই সেই

লোকই জিতে নেয়, সেই লোকেই যায় তথা ওই সব ভোগই লাভ করে। এইজন্য ঐশ্বর্যকামী মানুষের উচিত দেহ থেকে সম্বন্ধশূণ্য (বিদেহ) আত্মজ্ঞ বিশুদ্ধান্তঃকরণযুক্ত বিবেকী পুরুষের সেবা-পূজা (আদর-সৎকার) করা ; কারণ তিনি নিজের এবং অপরের জন্য যা কামনা করেন, তা পূর্ণ হয়॥ ১০

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্বন্ধ——*পূর্ব প্রকরণে শুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত সাধকের সামর্থ্যের বর্ণনা করার জন্য প্রসঙ্গবশত কামনাপূর্তির কথাও উত্থিত হয়েছিল, অতএব নিষ্কামভাবের প্রশংসা এবং সকামভাবের নিন্দা করে পুনরায় প্রকরণটি আরম্ভ করছেন—*

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ॥ ১

সঃ=সে (নিষ্কামভাবযুক্ত পুরুষ) ; **এতৎ**=এই ; **পরমম্**=পরম ; **শুভ্রম্**=শুভ্র (প্রকাশমান) ; **ব্রহ্ম ধাম**=ব্রহ্ম ধামকে ; **বেদ**=জেনে নেয় ; **যত্র**=যেখানে ; **বিশ্বম্**=সম্পূর্ণ জগৎ ; **নিহিতম্**=নিহিত ; **ভাতি**=প্রতীত হয় ; **যে হি**=যে কেউ ; **অকামাঃ**=নিষ্কাম সাধক ; **পুরুষম্ উপাসতে**=পরম পুরুষের উপাসনা করে ; **ধীরাঃ**=বুদ্ধিমান ; **তে**=তারা ; **শুক্রম্**=রজোবীর্যময় ; **এতৎ**=এই শরীরকে ; **অতিবর্তন্তি**=অতিক্রমণ করে॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—একটু ভেবে দেখলে প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষের একথা বোধগম্য হয় যে, এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জগতের রচয়িতা এবং পরমাধার কোনো এক পরমেশ্বর অবশ্যই রয়েছেন। অতএব সর্বপ্রকারের ভোগের কামনা ত্যাগ করে নিরন্তর পরমাত্মার ধ্যানে রত সাধক সেই পরম বিশুদ্ধ প্রকাশময় ধামস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন ; যার মধ্যে এই সমগ্র জগতের অবস্থান প্রতীত হচ্ছে। একথা তো নিশ্চিত যে, যে মানুষ ওই পরম পুরুষের উপাসনা করে এবং একমাত্র তাঁকেই আকাঙ্ক্ষা করে সে পূর্ণরূপে নিষ্কাম হয়।

কোনো প্রকার ভোগেই তার মন আকৃষ্ট হয় না। অতএব সে এই রজোবীর্যময় শরীর অতিক্রম করে, তার পুনর্জন্ম হয় না। এইজন্য তাকে বুদ্ধিমান বলা হয়েছে। কারণ যে সার বস্তুর জন্য অসারকে ত্যাগ করে সেই হল ধীমান॥ ১ ॥

সম্বন্ধ——*পরবর্তী শ্লোকে সকাম পুরুষের নিন্দা করে উপরোক্ত কথন স্পষ্ট করছেন—*

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্ত্বিহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥ ২ ॥

যঃ=যে ; **কামান্**=ভোগসমূহের ; **মন্যমানঃ**=ইচ্ছা পোষণ করে ; **কাময়তে**= (ভোগগুলির) কামনা করে ; **সঃ**=সে ; কামভিঃ=ওই কামনাগুলির দ্বারা ; **তত্র তত্র**=সেখানে সেখানে ; জায়তে=উৎপন্ন হয় (যেখানে ওইগুলি উপলব্ধ) ; তু=কিন্তু ; **পর্যাপ্তকামস্য**=যে পূর্ণকাম হয়েছে ; সেই ; **কৃতাত্মনঃ**= বিশুদ্ধান্তঃ-করণযুক্ত পুরুষের ; **সর্বে**=সমস্ত ; **কামাঃ**=কামনা ; **ইহ এব**=এখানেই ; **প্রবিলীয়ন্তি**=সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—ভোগসমূহকে যে সম্মান করে, যার দৃষ্টিতে এই লোক এবং পরলোকের ভোগ সুখের হেতু, সেই ভোগের কামনা করে এবং নানা প্রকার কামনার জন্যই যেখানে যেখানে ভোগ উপলব্ধ, সে সেখানে সেখানে কর্মানুসারে উৎপন্ন হয়। কিন্তু যে একমাত্র ভগবানেরই আকাঙ্ক্ষা করে ভক্ত হয়েছে, জাগতিক ভোগ থেকে বিরত, এমন বিশুদ্ধান্তঃকরণযুক্ত ভক্তের সমস্ত কামনা এই শরীরেই বিলীন হয়ে যায়। স্বপ্নেও তার দৃষ্টি ভোগের দিকে যায় না। অতএব শরীর ত্যাগের পর তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। ভগবৎপ্রাপ্তির পর জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন থেকে সে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়॥ ২ ॥

সম্বন্ধ——*প্রথম দুটি মন্ত্রে ভগবানের পরম প্রিয় যে প্রেমী ভক্তের বর্ণনা করা হয়েছে, তাকেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা পুরুষোত্তম দর্শন দেন। একথা পরের মন্ত্রে বলা হচ্ছে—*

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।। ৩ [১]

অয়ম্=এই ; আত্মা=পরব্রহ্ম পরমাত্মা ; ন প্রবচনেন=প্রবচনের দ্বারা নয় ; ন মেধয়া=বুদ্ধি দ্বারা নয় (এবং) ; ন বহুনা শ্রুতেন=অনেক শ্রবণের দ্বারা নয় ; লভ্যঃ=প্রাপ্ত হন ; এষঃ=ইনি ; যম্=যাকে ; বৃণুতে=স্বীকার করেন ; তেন এব=তার দ্বারাই ; লভ্যঃ=লভ্য হন (কারণ) ; এষঃ=এই ; আত্মা=পরমাত্মা ; তস্য=তার জন্য ; স্বাম্ তনুম্=নিজ তনুকে ; বিবৃণুতে=প্রকট করেন।। ৩ ।।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে বোঝানো হয়েছে যে, যারা শাস্ত্রের কথা শুনে শেখানো বুলিতে গরম গরম শাস্ত্রীয় ভাষণ দেয় তারা পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে না। বুদ্ধিমান তার্কিক—যারা অহংকারে মত্ত হয়ে তর্কের দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝতে চায়, তারাও পরমাত্মাকে পেতে পারে না অথবা তারাও পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে না যারা আচরণ না করে শুধুই শুনতে অভ্যস্ত। তিনি তো তার নিকট ধরা দেন যাকে তিনি স্বয়ং স্বীকার করেন। তিনি স্বীকারও তাকেই করেন যে তাঁর জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, তাঁকে ছাড়া থাকতে না পারে। যে নিজ বুদ্ধি অথবা সাধনে নির্ভর না করে কেবল তাঁর কৃপারই প্রতীক্ষা করতে থাকে। এইরূপ কৃপা নির্ভর সাধকের প্রতি পরমাত্মা কৃপা করেন এবং যোগমায়ার পর্দা অপসারণ করে তার সম্মুখে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করে দেন।। ৩ ।।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।। ৪

অয়ম্=এই ; আত্মা=পরমাত্মা ; বলহীনেন=বলহীন মনুষ্য দ্বারা ; ন লভ্যঃ= লভ্য নন ; চ=তথা ; প্রমাদাৎ=প্রমাদে ; বা=অথবা ; অলিঙ্গাৎ=লক্ষণরহিত ; তপসঃ=তপ দ্বারা ; অপি=ও ; ন (লভ্যঃ)=লভ্য নন ; তু=কিন্তু ; যঃ=যে ; বিদ্বান্=বুদ্ধিমান সাধক ; এতৈঃ=এই ; উপায়ৈঃ=উপায়গুলি দ্বারা ; যততে=প্রযত্ন করেন ; তস্য=তাঁর ; এষঃ=এই ; আত্মা=আত্মা ; ব্রহ্মধাম= ব্রহ্মধামে ; বিশতে=প্রবিষ্ট হয়।। ৪ ।।

[১]এই মন্ত্র কঠোপনিষদে (১।২।২৩)-ও উল্লিখিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা—এই স্থানে বলা হয়েছে যে, আত্মারূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর উপাসনারূপ বলশূন্য মানব দ্বারা লভ্য নন। সমস্ত ভোগের আশা পরিত্যাগ করে একমাত্র পরমাত্মার প্রতি উৎকট অভিলায রেখে সদা বিশুদ্ধভাবে নিজ ইষ্টদেবের চিন্তন করা—এটিই উপাসনারূপী বলের সঞ্চয়। যারা এই বল (সামর্থ্য) রহিত তারা পরমপুরুষকে লাভ করে না। এইভাবে কর্তব্যত্যাগরূপ প্রমাদের দ্বারাও তিনি লভ্য নন এবং সাত্ত্বিক সংযমরূপ তপ শূন্য সাধকের দ্বারাও লভ্য নন। কিন্তু যে বুদ্ধিমান সাধক পূর্বোক্ত উপায়ে প্রযত্ন করেন, অর্থাৎ প্রমাদরহিত হয়ে উৎকট অভিলাযের সাথে নিরন্তর ওই পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁর আত্মা পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপে প্রবিষ্ট হন॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ——*উক্ত প্রকারে পরমাত্মাকে যাঁরা লাভ করেছেন এবারে সেই মহাপুরুষগণের বর্ণনা করছেন—*

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥ ৫ ॥

বীতরাগাঃ=সর্বতোভাবে আসক্তিরহিত ; **কৃতাত্মানঃ**=(এবং) বিশুদ্ধান্তঃ-করণ ; **ঋষয়ঃ**=ঋষিগণ ; **এনম্**=এই পরমাত্মাকে ; **সম্প্রাপ্য**=সম্যক্‌রূপে লাভ করে ; **জ্ঞানতৃপ্তাঃ**=জ্ঞানতৃপ্ত (এবং) ; **প্রশান্তাঃ**=পরম শান্ত (হয়ে যান) ; **যুক্তাত্মানঃ**= পরমাত্মার সঙ্গে নিজেকে সংযোগকারী ; **তে**=সেই ; **ধীরাঃ**=জ্ঞানিগণ ; **সর্বগম্**=সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে ; **সর্বতঃ**=সর্বদিকে ; প্রাপ্য=পেয়ে ; **সর্বম্ এব**=সর্বরূপ পরমাত্মাতেই ; **আবিশন্তি**=প্রবিষ্ট হন॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—ওই বিশুদ্ধান্তঃকরণ ঋষিগণ সর্বভাবে আসক্তিরহিত হয়ে উক্ত প্রকারে এই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করে জ্ঞানতৃপ্ত হন। তাঁরা কোনোপ্রকারের অভাব বোধ করেন না। তাঁরা পূর্ণকাম এবং পরম শান্তরূপে অবস্থান করেন। পরমাত্মার সঙ্গে নিজেকে যুক্তকারী ওই জ্ঞানিগণ সর্বদিকে পরমাত্মাকে লাভ করে সর্বব্যাপী পরমাত্মাতেই প্রবিষ্ট হন॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ——*এইভাবে পরমেশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণের মহিমা বর্ণনা করে এখন ব্রহ্মলোকে গমনকারী মহাপুরুষগণের মুক্তির বর্ণনা করছেন—*

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে॥ ৬ ॥

(যে) **বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ**=যাঁরা বেদান্ত (উপনিষদ্) শাস্ত্রের বিজ্ঞানদ্বারা তার অর্থভূত পরমাত্মাকে পূর্ণ নিশ্চয়পূর্বক অবগত হয়েছেন (তথা) ; **সন্ন্যাসযোগাৎ**=কর্মফল এবং আসক্তির ত্যাগরূপ যোগ দ্বারা ; **শুদ্ধসত্ত্বাঃ**=যাঁদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়েছে ; **তে**=তাঁরা ; **সর্বে**=সমস্ত ; **যতয়ঃ**=যতিগণ ; **পরান্তকালে**=মৃত্যুকালে (শরীর ত্যাগ করে) ; **ব্রহ্মলোকেষু**=ব্রহ্মলোকে (যান এবং সেখানে) ; **পরামৃতাঃ**=পরম অমৃতস্বরূপ হয়ে ; **পরিমুচ্যন্তি**=সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে যান॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—যাঁরা বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা তার অর্থরূপ পরমাত্মাকে উত্তমরূপে নিশ্চয়পূর্বক জ্ঞাত হয়েছেন তথা কর্মফল এবং কর্মাসক্তির ত্যাগরূপ যোগ দ্বারা যাঁদের অন্তঃকরণ সর্বভাবে বিশুদ্ধ হয়েছে, এইরূপ সকল প্রযত্নশীল সাধক মৃত্যুকালে শরীর ত্যাগ করে ব্রহ্মের পরম ধামে গমন করেন এবং তথায় পরমামৃতস্বরূপ হয়ে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ——*যিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে এই শরীরেই লাভ করেন তাঁর অন্তকালে কীরূপ স্থিতি হয়——এই জিজ্ঞাসায় বলছেন—*

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি॥ ৭ ॥

পঞ্চদশ=পনেরো ; **কলাঃ**=কলা ; **চ**=এবং ; **সর্বে**=সকল ; **দেবাঃ**=দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ; **প্রতিদেবতাসু**=নিজ নিজ অভিমানী দেবতাগণের মধ্যে ; **গতাঃ**=গিয়ে ; **প্রতিষ্ঠাঃ**=স্থিত হয়ে যায় ; **কর্মাণি**= (আবার) সমস্ত কর্ম ; **চ**=এবং ; **বিজ্ঞানময়ঃ**=বিজ্ঞানময় ; **আত্মা**=জীবাত্মা ; **সর্বে**=এই সবই ; **পরে অব্যয়ে**=পরম অবিনাশী পরব্রহ্মে ; **একীভবন্তি**=এক হয়ে যায়॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা — মহাপুরুষ যখন শরীর ত্যাগ করেন, সেই সময় পনেরো 'কলা'[১] এবং মনসহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দেবতা—এঁরা সকলে নিজ নিজ অভিমানী সমষ্টি দেবতাগণের মধ্যে গিয়ে স্থিত হন। তাঁদের সাথে ওই জীবন্মুক্তের কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তারপর তাঁর সমস্ত কর্ম এবং বিজ্ঞানময়

[১]পনেরো কলা হল—শ্রদ্ধা, আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য, তপ, মন্ত্র, কর্ম ; লোক এবং নাম (দ্রষ্টব্য—প্রশ্নোপনিষদ্ ৬।৪)।

জীবাত্মা—সবই পরম অবিনাশী পরব্রহ্মে লীন হয়ে যায়॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ—*কীরূপে লীন হন—এই জিজ্ঞাসায় বলছেন—*

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ৮

যথা=যেরূপ ; **স্যন্দমানাঃ**=প্রবহমান ; **নদ্যঃ**=নদীগুলি ; **নামরূপে**=নাম-রূপকে ; **বিহায়**=ত্যাগ করে ; **সমুদ্রে**=সমুদ্রে ; **অস্তম্ গচ্ছন্তি**=বিলীন হয়ে যায় ; **তথা**=সেইরূপ ; **বিদ্বান্**=জ্ঞানী মহাত্মা ; **নামরূপাৎ**=নাম-রূপ থেকে ; **বিমুক্তঃ**= মুক্ত হয়ে ; **পরাৎ পরম্**=উত্তম থেকে উত্তম ; **দিব্যম্**=দিব্য ; **পুরুষম্**=পরম পুরুষ পরমাত্মাকে ; **উপৈতি**=প্রাপ্ত হন॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—যেরূপ প্রবহমানা নদীগুলি নিজ নিজ নামরূপ পরিত্যাগ করে সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায় সেইরূপ জ্ঞানী মহাপুরুষ নাম-রূপরহিত হয়ে পরাৎপর দিব্যপুরুষ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন—সর্বতোভাবে তাঁতেই বিলীন হন॥ ৮ ॥

স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥ ৯ ॥

হ=নিশ্চয়ই ; **যঃ বৈ**=যে কেহ ; (যদি) ; **তৎ**=ওই ; **পরমম্ ব্রহ্ম**=পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে ; **বেদ**=জানে ; **সঃ**=সে ; **ব্রহ্ম এব**=ব্রহ্মই ; **ভবতি**=হয় ; **অস্য**=এর ; **কুলে**=কুলে ; **অব্রহ্মবিৎ**=ব্রহ্মকে জানে না (এরূপ) ; **ন ভবতি**=হয় না ; **শোকম্ তরতি**=(সে) শোক থেকে উত্তীর্ণ হয় ; **পাপ্মানং তরতি**=পাপসমুদয় হতে উত্তীর্ণ হয় ; **গুহাগ্রন্থিভ্যঃ**=হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি থেকে ; **বিমুক্তঃ**=মুক্ত হয়ে ; **অমৃতঃ**=অমর ; **ভবতি**=হয়॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—একথা অত্যন্ত সত্য যে, যদি কেউ ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানতে পারে তাহলে সে ব্রহ্মই হয়ে যায়। তার কুলে অর্থাৎ তার সন্তানের মধ্যে কেউ ব্রহ্মকে জানে না, এরূপ হয় না অর্থাৎ সকলেই জানে। সে সর্বপ্রকার শোক এবং চিন্তামুক্ত হয়। সকল পাপ থেকে পার হয়ে যায়। হৃদয়ে স্থিত সর্বপ্রকার সংশয়, বিপর্যয়, দেহাভিমান, বিষয়াসক্তি প্রভৃতি গ্রন্থি থেকে

মুক্ত হয়ে সে অমর হয়ে যায়। জন্ম-মৃত্যুরহিত হয়ে যায়।

সম্বন্ধ——*এবারে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারীর বর্ণনা করছেন—*

তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম্ —

ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্‌যৈস্তু চীর্ণম্॥ ১০

তৎ=ওই ব্রহ্মবিদ্যার বিষয়ে ; **এতৎ**=একথা ; **ঋচা অভ্যুক্তম্**=ঋক্‌দ্বারা বলা হয়েছে ; **ক্রিয়াবন্তঃ**=যাঁরা নিষ্কামরূপে কর্ম করেন ; **শ্রোত্রিয়াঃ**=বেদার্থজ্ঞাতা (তথা) ; **ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ**=ব্রহ্মের উপাসক (এবং) ; **শ্রদ্ধয়ন্তঃ**=শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ; **স্বয়ম্**=নিজে ; **একর্ষিম্**='একর্ষি' নামক প্রজ্বলিত অগ্নিতে ; **জুহ্বতে**= নিয়মানুসারে হবন করেন ; **তু**=তথা ; **যৈঃ**=যাঁদের দ্বারা ; **বিধিবৎ**=বিধিপূর্বক ; **শিরোব্রতম্**= সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত ; **চীর্ণম্**=পালিত হয়েছে ; **তেষাম্ এব**=তাঁদের ; **এতাম্**=এই ; **ব্রহ্মবিদ্যাম্**=ব্রহ্মবিদ্যা ; **বদেত**=বলা উচিত॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে একথা ঋক্ দ্বারা বলা হয়েছে যে, যাঁরা নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম এবং পরিস্থিতি অনুসারে নিষ্কামরূপে যথাযোগ্য কর্মের সম্পাদন করেন, বেদের যথার্থ অভিপ্রায়ের বোদ্ধা, পরব্রহ্ম পরমাত্মার উপাসক এবং জিজ্ঞাসু, যাঁরা স্বয়ং 'একর্ষি' নামক প্রজ্বলিত অগ্নিতে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্বক হবন করেন তথা বিধিপূর্বক ব্রহ্মচর্য ব্রতের পালন করেছেন, তাঁদেরই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলা উচিত ॥ ১০ ॥

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥ ১১ ॥

তৎ=সেই ; এতৎ=এই ; **সত্যম্**=সত্যকে অর্থাৎ যথার্থ বিদ্যাকে ; **পুরা**= পূর্বে ; **অঙ্গিরাঃ ঋষিঃ**=অঙ্গিরা ঋষি ; **উবাচ**=বলেছিলেন ; **অচীর্ণব্রতঃ**=যে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেনি ; **এতৎ**=(সে) এটি ; **ন অধীতে**=পড়তে পারবে না ; **পরমঋষিভ্যঃ নমঃ**=পরম ঋষিগণকে নমস্কার ; **পরমঋষিভ্যঃ নমঃ**=পরম ঋষিগণকে নমস্কার॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—ওই ব্রহ্মবিদ্যারূপ এই সত্য প্রথমে মহর্ষি অঙ্গিরা উপরি-উক্ত প্রকারে শৌনক ঋষিকে উপদেশ দিয়েছিলেন। যে বিধিপূর্বক ব্রহ্মচর্যব্রত পালন

করেনি, তার এটি পঠনীয় নয় অর্থাৎ সে এর গূঢ় অভিপ্রায় বুঝতে সমর্থ নয়। পরম ঋষিগণকে নমস্কার, পরম ঋষিগণকে নমস্কার, এইভাবে দুবার ঋষিগণকে নমস্কার করা গ্রন্থ সমাপ্তির সূচনা করে।। ১১ ।।

।। দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।। ২ ।।

।। তৃতীয় মুণ্ডক সমাপ্ত ।। ৩ ।।

।। অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদ্ সমাপ্ত ।।

শান্তিপাঠঃ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাঁ্সস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তি !!!

(এর অর্থ উপনিষদের প্রারম্ভে দেওয়া হয়েছে।)

———○———

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

মাণ্ডূক্যোপনিষদ্

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাঁ্সস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥
ওঁ শান্তি ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

দেবাঃ=হে দেবগণ ! ; **(বয়ম্) যজত্রাঃ (সন্তঃ)**=আমরা ভগবানের যজন (আরাধনা) করতে করতে ; **কর্নৈভিঃ**=কর্ণগুলি দ্বারা ; **ভদ্রম্**=কল্যাণময় বচন ; **শৃণুয়াম**=শুনি ; **অক্ষভিঃ**=নেত্রগুলি দ্বারা ; **ভদ্রম্**=কল্যাণ (ই) ; **পশ্যেম**=দেখি ; **স্থিরৈঃ**=সুদৃঢ় ; **অঙ্গৈঃ**=অঙ্গগুলির ; **তনুভিঃ**=এবং শরীরগুলির দ্বারা ; **তুষ্টুবাংসঃ (বয়ম্)**=ভগবানের স্তুতি করতে করতে আমরা ; **যৎ**=যে ; **আয়ুঃ**= আয়ু ; **দেবহিতম্**=আরাধ্যদেব পরমাত্মার কর্মে আসে ; **তৎ**=তার ; **ব্যশেম**=উপভোগ করি ; **বৃদ্ধশ্রবাঃ**=চতুর্দিকে প্রসারিত সুযশস্বী ; **ইন্দ্রঃ**=ইন্দ্র ; **নঃ**=আমাদের জন্য ; **স্বস্তি (দধাতু)**=কল্যাণ পোষণ করুন ; **বিশ্ববেদাঃ**=বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞাতা ; **পূষা**=পূষা ; **নঃ**=আমাদের (জন্য) ; **স্বস্তিঃ (দধাতু)**=কল্যাণ পোষণ করুন ; **অরিষ্টনেমিঃ**= অরিষ্টসমূহকে সমাপ্ত করার জন্য চক্রসদৃশ শক্তিশালী ; **তার্ক্ষ্যঃ**=গরুড়দেব ; **নঃ**=আমাদের জন্য ; **স্বস্তি (দধাতু)**=কল্যাণ পোষণ করুন ; **(তথা)**=তথা ; **বৃহস্পতিঃ**=(বুদ্ধির অধিপতি) দেবগুরু বৃহস্পতিও ; **নঃ**=আমাদের (জন্য) ; **স্বস্তিঃ (দধাতু)**=কল্যাণ করুন ; **ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ**=পরমাত্মন্ ! আমাদের ত্রিবিধ তাপ যেন শান্ত হয়।

ব্যাখ্যা — গুরুর নিকট অধ্যয়নকারী শিষ্য নিজ গুরু, সহপাঠী তথা মানবমাত্রের কল্যাণ চিন্তন করতে করতে দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করছেন

যে—'হে দেবগণ ! আমরা নিজের কানে শুভ কল্যাণকারী বচন যেন শুনি। নিন্দা, অকথ্য ভাষার প্রয়োগ অথবা অন্যান্য পাপের কথা আমাদের কানে যেন না আসে এবং আমাদের জীবন যেন যজনপরায়ণ হয়——আমরা যেন সদা ভগবৎ আরাধনায় রত থাকি। কেবল কান দ্বারা শোনাই নয়, চক্ষু দ্বারাও যেন সদা কল্যাণেরই দর্শন হয়। কোনো অমঙ্গলকারী অথবা পতনের দিকে নিয়ে যাবে এমন দৃশ্যের দিকে যেন আমাদের দৃষ্টির আকর্ষণ কখনোই না হয়। আমাদের শরীর, আমাদের এক একটি অবয়ব যেন সুদৃঢ় এবং সুপুষ্ট হয়। সুদৃঢ়তা ও সুপুষ্টতাও এইজন্য যে, যেন তার দ্বারা আমরা ভগবানের স্তবন করতে থাকি। আমাদের আয়ু ভোগবিলাস অথবা প্রমাদে যেন নষ্ট না হয়। আমরা এমন আয়ু পাই যেন তা ভগবানের কাজে লাগে। (দেবতা আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে তাদের সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন করেন। তিনি অনুকূল থাকলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সহজেই সন্মার্গে যুক্ত থাকতে পারবে, সেইজন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করা উচিতই।) যাঁর সুযশ চতুর্দিকে প্রসারিত, সেই দেবরাজ ইন্দ্র, সর্বজ্ঞ পূষা, অরিষ্ট নিবারক তার্ক্ষ্য (গরুড়) এবং দেবগুরু বৃহস্পতি—এই সকল দেবতাই ভগবানের দিব্য বিভূতি। এঁরা সকলে সদা আমাদের কল্যাণ পোষণ করুন। এঁদের কৃপায় আমাদের সঙ্গে প্রাণীমাত্রের কল্যাণ যেন হতে থাকে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—সমস্ত প্রকারের তাপ যেন শান্ত হয়।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদঁ্ সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব॥ ১ ॥

ওঁ ইতি এতৎ=ওঁ, এই ; অক্ষরম্=অক্ষর (অবিনাশী পরমাত্মা) ; ইদম্=এই ; সর্বম্=সম্পূর্ণ জগৎ ; তস্য=তাঁর ; উপব্যাখ্যানম্=উপব্যাখ্যান অর্থাৎ তাঁর নিকটতম মহিমার বোধক ; ভূতম্=ভূত (যা হয়েছে) ; ভবৎ=বর্তমান (এবং) ; ভবিষ্যৎ=ভবিষ্যৎ (যা হবে) ; ইতি=এই ; সর্বম্=সম্পূর্ণ জগৎ ; ওঁকারঃ এব= ওঁকারই ; চ=তথা ; যৎ=যা ; ত্রিকালাতীতম্=ত্রিকালাতীত ; অন্যৎ=অন্য (কোনো তত্ত্ব) ; তৎ=তা ; অপি=ও ; ওঁকারঃ=ওঁকার ; এব=ই ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—এই উপনিষদে পরব্রহ্ম পরমাত্মার সমগ্র রূপের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য তাঁর চার পাদের কল্পনা করা হয়েছে। নাম এবং নামীর একতার প্রতিপাদন করার জন্য প্রণবের অ, উ এবং ম্—এই তিন মাত্রার সাথে এবং মাত্রারহিত তার অব্যক্তরূপের সঙ্গে পরব্রহ্ম পরমাত্মার এক একটি পাদের সমত্ব দেখানো হয়েছে। এইভাবে এই মন্ত্রে পরব্রহ্ম পরমাত্মার নাম যে ওঁকার, তাঁকে সমগ্র পুরুষোত্তম থেকে অভিন্ন স্বীকার করে একথা বলা হয়েছে যে, 'ওঁ' এই অক্ষরই পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী পরমাত্মা। প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জড়- চেতন— এই সম্পূর্ণ জগৎ তাঁরই উপব্যাখ্যান অর্থাৎ তাঁরই নিকটতম মহিমার নিদর্শক। যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম জগৎ প্রথমে উৎপন্ন হয়ে তাঁতে বিলীন হয়েছে এবং যা এইসময় বর্তমান তথা যা তাঁর থেকে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে—সে সমস্তই ওঁকার অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মাই। এছাড়াও যা তিনকালের অতীত, এসবের থেকে ভিন্ন, তা-ও ওঁকারই। অর্থাৎ কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল—এই তিন ভেদবিশিষ্ট জগৎ এবং এর ধারক পরব্রহ্মের যে অংশটুকু এর আত্মারূপে এবং আধাররূপে অভিব্যক্ত হয়—শুধুমাত্র ততটুকুই পরমাত্মার স্বরূপ নয়, তিনি তা থেকে আরও ব্যাপক। অতএব তাঁর অভিব্যক্ত অংশ এবং তার অতীত যা কিছু—সব মিলে পরব্রহ্ম পরমাত্মারই সমগ্র রূপ।

এর অভিপ্রায় এই যে, যাঁরা পরব্রহ্মকে কেবল সাকাররূপে স্বীকার করেন অথবা নিরাকার অথবা সর্বথা নির্বিশেষরূপে স্বীকার করেন—তাঁকে সর্বজ্ঞ, সর্বাধার, সর্বকারণ, সর্বেশ্বর, আনন্দ, বিজ্ঞান আদি কল্যাণময় গুণসম্পন্ন বলে স্বীকার করেন না, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে পরব্রহ্মের এক অংশকেই পরমাত্মারূপে স্বীকার করেন। পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা সাকার এবং নিরাকার—দুইই, আবার সাকার ও নিরাকার উভয় থেকে ভিন্নও। সম্পূর্ণ জগৎ তাঁরই স্বরূপ, আবার তিনি এই জগৎ থেকে পৃথকও। তিনি সর্বগুণরহিত নির্বিশেষও এবং সর্বগুণসম্পন্নও একথা স্বীকার করাই হল তাঁকে সর্বাঙ্গরূপে স্বীকার করা॥ ১ ॥

সম্বন্ধ—*সব কিছুই ওঁকার কীরূপে ? এই প্রশ্নে বলছেন—*

সর্বঁ্হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ॥ ২ ॥

হি=কেননা ; **এতৎ**=এই ; **সর্বম্**=সমস্তই ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **অয়ম্**=এই ; **আত্মা**= পরমাত্মা (যিনি এই দৃশ্য-জগতে পরিপূর্ণ রয়েছেন) ; **ব্রহ্ম**=(হলেন)ব্রহ্ম ; **সঃ**=তিনি ; **অয়ম্**=এই ; **আত্মা**=পরমাত্মা ; **চতুষ্পাৎ**=চারচরণবিশিষ্ট॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নয়। সমস্তই ব্রহ্ম এবং ওঁকার তাঁর নাম হওয়ায় তিনি নামী থেকে অভিন্ন, এইজন্য সবকিছু ওঁকারই—একথা পূর্ব মন্ত্রে বলা হয়েছে। এই সম্পূর্ণ জগৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মার শরীর এবং তিনি এর অন্তর্যামী আত্মা (অন্তর্যামিব্রাহ্মণ বৃ. উ. ৭।২৩), অতএব ওই সর্বাত্মাই হলেন ব্রহ্ম। সর্বাত্মা পরব্রহ্ম পূর্বোক্তরূপে চার পাদবিশিষ্ট। বস্তুত অখণ্ড নিরবয়ব পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে চারচরণবিশিষ্ট বলা সমীচীন নয় ; তথাপি তাঁর সমগ্ররূপ ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর অভিব্যক্তির প্রকার ভেদ অনুসারে শ্রুতিতে স্থানে স্থানে তাঁর চার চরণের কল্পনা করা হয়েছে, সেই দৃষ্টিতে এখানেও শ্রুতি সেকথা বলেছেন॥ ২ ॥

জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ॥ ৩ ॥

জাগরিতস্থানঃ=জাগ্রৎ অবস্থার মতো এই সম্পূর্ণ স্থূল জগৎ যাঁর স্থান অর্থাৎ শরীর ; **বহিষ্প্রজ্ঞঃ**=যাঁর জ্ঞান এই বাহ্য জগতে প্রসারিত ; **সপ্তাঙ্গঃ**=ভূ, ভুবঃ আদি সাত লোকই যাঁর সাত অঙ্গ ; **একোনবিংশতিমুখঃ**=পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ প্রাণ এবং চার অন্তঃকরণ—বিষয়গ্রাহক এই উনিশ সমষ্টি 'করণ'ই যাঁর উনিশ মুখ ; **স্থূলভুক্**=যিনি এই স্থূল জগতের ভোক্তা—তার অনুভবকারী তথা জ্ঞাতা ; (সেই) **বৈশ্বানরঃ**= বৈশ্বানর (বিশ্ববিধায়ক) পরমেশ্বর ; **প্রথমঃ**=প্রথম ; **পাদঃ**=পাদ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মার চার পাদ কীভাবে এবং কেমন, তা বোঝাবার জন্য জীবাত্মা তথা তার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীরের উদাহরণের দ্বারা পরমাত্মার তিন চরণের ক্রমশ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম পাদের বর্ণনা এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। এর ভাবার্থ হল, যেরূপ জাগ্রত অবস্থায়

এই স্থূল শরীরের অভিমানী জীবাত্মা আপাদমস্তক সাত অঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থূল বিষয়ের উপভোগের দ্বাররূপ দশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ প্রাণ এবং চার অন্তঃকরণ—এরূপে উনিশ মুখের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করে এবং তার বিজ্ঞান বাহ্য জগতে প্রসারিত থাকে, সেইরূপ সাত লোকরূপ সাত অঙ্গ এবং সমষ্টি ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং অন্তঃকরণ—এইরূপে উনিশ মুখযুক্ত এই স্থূল জগৎরূপ শরীরের আত্মা—তিনি সকল দেবতা, পিতৃগণ, মনুষ্য আদি সমস্ত প্রাণিগণের প্রেরক এবং স্বামী হওয়ার জন্য এই স্থূল জগতের জ্ঞাতা এবং ভোক্তা (গীতা ৫।২৯), (৯।২৪) ; যাঁর অভিব্যক্তি এই বাহ্য স্থূল জগতে হচ্ছে—সেই সর্বরূপ বৈশ্বানর হলেন ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রথম পাদ।

যিনি বিশ্ব অর্থাৎ অনেককিছু এবং নরও বটেন, তাঁকে বৈশ্বানর বলা হয়—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে স্থূল জগৎ-রূপ শরীরধারী পরমেশ্বরকে এখানে বৈশ্বানর বলা হয়েছে। ব্রহ্মসূত্র অধ্যায় ১, পাদ ২, সূত্র সংখ্যা ২৪-এ একথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে আত্মা এবং ব্রহ্ম— এই দুটির বাচকরূপে যেখানে 'বৈশ্বানর' পদটি এসেছে, সেখানে ওটি জীবাত্মার অথবা অগ্নির নাম নয়। সেটি পরব্রহ্ম পরমাত্মারই বাচক একথা বুঝতে হবে। বৈশ্বানর বিদ্যাতেও এইরূপ পরমাত্মাকে বৈশ্বানর বলা হয়েছে (ছা. উ. ৫।১১।১-৬) ; অতএব, এখানে '**জাগরিতস্থানঃ**' এই পদানুসারে জাগ্রত অবস্থার অভিমানী জীবাত্মাকে ব্রহ্মের প্রথম পাদ অথবা বৈশ্বানর স্বীকার করা ঠিক মনে হয় না, কারণ তিনটি অবস্থার দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের তিন পাদের বর্ণনা করার পর ষষ্ঠমন্ত্রে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যাঁকে এই তিন অবস্থায় স্থিত বলা হয়েছে, সেই সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী সম্পূর্ণ জগতের কারণ তথা সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তি এবং প্রলয়ের স্থান । লক্ষণ জীবাত্মাতে সিদ্ধ হয় না এইজন্যও এখানে সর্বাত্মা বৈশ্বানর পরমেশ্বরকেই পরব্রহ্মের এক পাদ বলা হয়েছে, এরূপ মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত॥ ৩ ॥

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥ ৪ ॥

স্বপ্নস্থানঃ=স্বপ্নের মতো সূক্ষ্ম জগৎই যাঁর স্থান ; **অন্তঃপ্রজ্ঞঃ**=সংকল্পময়

সূক্ষ্ম জগতে যাঁর জ্ঞান ব্যাপ্ত ; **সপ্তাঙ্গঃ**=পূর্বোক্ত সাত অঙ্গবিশিষ্ট (এবং) ; **একোনবিংশতিমুখঃ**=উনিশ মুখবিশিষ্ট ; **প্রবিবিক্তভুক্**=সূক্ষ্ম জগতের ভোক্তা ; **তৈজসঃ**= তৈজস-প্রকাশের স্বামী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ ; **দ্বিতীয়ঃ পাদঃ**=ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মার দ্বিতীয় পাদ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে পরব্রহ্ম পরমাত্মার দ্বিতীয় পাদের বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মশরীরের অভিমানী জীবাত্মা পূর্বোক্ত সূক্ষ্ম সাত অঙ্গযুক্ত এবং উনিশ মুখসম্পন্ন হয়ে সূক্ষ্ম বিষয়ের উপভোগ করেন এবং তাতে তাঁর জ্ঞান ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ যিনি স্থূল অবস্থা অপেক্ষা ভিন্ন সূক্ষ্মরূপে পরিণত সাত লোকরূপ সাত অঙ্গ তথা ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং অন্তঃকরণরূপ উনিশ মুখযুক্ত সূক্ষ্ম জগৎরূপ শরীরে স্থিত, তাঁর আত্মা হিরণ্যগর্ভ। তিনি সমস্ত জড়চেতনাত্মক সূক্ষ্ম জগতের সমস্ত তত্ত্বের নিয়ন্তা, জ্ঞাতা এবং সমস্ত কিছুই নিজের মধ্যে সমাবিষ্ট করে রেখেছেন, এইজন্য সেই সকলের ভোক্তা এবং জ্ঞাতারূপে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। ওই তৈজস অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রকাশময় হিরণ্যগর্ভই হলেন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার দ্বিতীয় পাদ।

সমস্ত জ্যোতির পরম জ্যোতি, সব কিছুর প্রকাশক, পরম প্রকাশময় হিরণ্যগর্ভরূপ পরমেশ্বরকেই এখানে তৈজস নামে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রের **'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ'** (১।১।২৪)—এই সূত্রে একথা স্পষ্ট রূপে বলা হয়েছে যে পুরুষের প্রকরণে উল্লিখিত **'জ্যোতিঃ'** বা **'তেজঃ'** শব্দ ব্রহ্মেরই বাচক। যেখানে ব্রহ্মের পাদসমূহের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে জীব বা প্রকাশ আদি ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। উপনিষদে অনেক স্থানে পরমেশ্বরের বর্ণনা **'জ্যোতিঃ'**, (**অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে** ছা. উ. ৩।১৩।৭) এবং **'তেজস্'** (**যেন সূর্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ** তৈ. ব্রা. ৩।১২।৯।৭) নামে করা হয়েছে। এইজন্য এখানে কেবল **'স্বপ্নস্থানঃ'** পদানুসারে স্বপ্নাবস্থার অভিমানী জীবাত্মাকে ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদরূপে স্বীকার করা উচিত নয়। তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে কারণ দেখানো হয়েছে সেটিও এর সমর্থক। এতদতিরিক্ত আরও একটি কারণ আছে যে, স্বপ্নাবস্থায় জীবাত্মার জ্ঞান জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষা কম হয়ে যায়। কিন্তু এখানে

যাঁর বর্ণনা তৈজস নামে করা হয়েছে, সেই দ্বিতীয় পাদরূপ হিরণ্যগর্ভের জ্ঞান জাগ্রৎ অপেক্ষা অধিক বিকশিত। এইজন্য তাঁকে তৈজস্ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়েছে এবং দশম মন্ত্রে ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'কারের সাথে এর একতা করে উৎকৃষ্ট (শ্রেষ্ঠ) বলা হয়েছে এবং এটি জানার ফলরূপে জ্ঞান পরম্পরার বৃদ্ধি এবং জ্ঞাতার সন্তানকেও জ্ঞানী বলা হয়েছে। স্বপ্নাভিমানী জীবাত্মার জ্ঞানের ওইরূপ ফল হয় না এইজন্যও তৈজসের বাচ্যার্থ সূক্ষ্ম জগতের স্বামী হিরণ্যগর্ভকেই স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়॥ ৪ ॥

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎসুষুপ্তম্ । সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্‌চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ॥ ৫ ॥

যত্র=যেখানে, যে অবস্থায় ; **সুপ্তঃ**=সুপ্ত (মনুষ্য) ; **কঞ্চন**=কোনো ; **কামম্ ন কাময়তে**=ভোগ কামনা করে না ; **কঞ্চন**=কোনো ; **স্বপ্নম্**=স্বপ্ন ; **পশ্যতি**= দেখে ; **ন**=না ; **তৎ**=সেটি ; **সুষুপ্তম্**=সুষুপ্তি অবস্থা ; **সুষুপ্তস্থানঃ**=ঐরূপ সুষুপ্তির মতো জগতের যে প্রলয়াবস্থা অর্থাৎ কারণ অবস্থা, তাই যাঁর শরীর ; **একীভূতঃ**=(যিনি একীভূত) ; **প্রজ্ঞানঘনঃ এব**=যিনি একমাত্র ঘনীভূত বিজ্ঞান-স্বরূপ ; **আনন্দময়ঃ হি**=যিনি একমাত্র আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ-ই ; **চেতোমুখঃ**=প্রকাশই যাঁর মুখ ; **আনন্দভুক্**=যিনি একমাত্র আনন্দেরই ভোক্তা (সেই) ; **প্রাজ্ঞঃ**=প্রাজ্ঞ ; **তৃতীয়ঃ পাদঃ**=(ব্রহ্মের) তৃতীয় পাদ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে জাগ্রতের কারণ এবং লয়াবস্থারূপ সুষুপ্তির সঙ্গে প্রলয়কালে কারণরূপে স্থিত জগতের সাদৃশ্যের উল্লেখ করে প্রথমে সুষুপ্তি অবস্থার লক্ষণ বলে পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার তৃতীয় পাদের বর্ণনা করেছেন। এর ভাবার্থ এই যে, যে অবস্থায় সুপ্ত মানুষ কোনো প্রকারের কোনো ভোগের কামনা করে না এবং অনুভবও করে না তথা কোনো প্রকার স্বপ্নও দেখে না, ঐরূপ অবস্থাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলে। এই সুষুপ্তি অবস্থা সদৃশ প্রলয়কালে জগতের যে কারণ-অবস্থা, যাঁর মধ্যে নানারূপের প্রাকট্য হয় না—ঐরূপ অব্যাকৃত প্রকৃতিই যাঁর শরীর তথা যে এক অদ্বিতীয়রূপে স্থিত, উপনিষদ্‌গুলিতে যাঁর বর্ণনা কোথাও 'সৎ' নামে (**'সদেব সোম্যেদমগ্র**

আসীৎ' ছা. উ. ৬।২।১) আবার কোথাও আত্মার নামে ('আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ'—ঐ. উ. ১।১।১) উপলব্ধ, যাঁর একমাত্র চেতনা (প্রকাশ)ই মুখ এবং আনন্দই ভোজন, সেই বিজ্ঞানঘন আনন্দময় প্রাজ্ঞই হল ওই পূর্ণব্রহ্মের তৃতীয় পাদ।

এখানে প্রাজ্ঞ নামে সৃষ্টির কারণ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রে প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের অন্তর্গত পঞ্চম সূত্রে **'প্রাজ্ঞ'** শব্দ ঈশ্বরের অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক সূত্রে ঈশ্বরের স্থানে **'প্রাজ্ঞ'** শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে স্থানে স্থানে পরমেশ্বরের ক্ষেত্রে **প্রাজ্ঞ** শব্দের প্রয়োগ করেছেন। উপনিষদ্গুলিতেও অনেক স্থানে পরমেশ্বরের ক্ষেত্রে **'প্রাজ্ঞ'** শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে (বৃ. উ. ৪।৩।২১ এবং ৪।৩।৩৫)। এই মন্ত্রে ঈশ্বরভিন্ন শরীরাভিমানী জীবাত্মারও একই সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানের প্রকরণটি সুষুপ্তির। এর দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, যে কোনো দৃষ্টিতে **'প্রাজ্ঞ'** শব্দ জীবাত্মার বাচক নয়। ব্রহ্মসূত্রের (১।৩।৪২) ভাষ্যে স্বয়ম্ শঙ্করাচার্য লিখেছেন যে, সর্বজ্ঞতারূপ প্রজ্ঞায় নিত্য সংযুক্ত হওয়ায় **'প্রাজ্ঞ'** নাম পরমেশ্বরেরই, অতএব উপরি-উক্ত উপনিষদ্-মন্ত্রে পরমেশ্বরেরই বর্ণনা করা হয়েছে। এতদতিরিক্ত প্রাজ্ঞের বিশেষণরূপে **'প্রজ্ঞানিঘন'** এবং **'আনন্দময়'** শব্দের প্রয়োগ হয়েছে যা জীবাত্মার বাচক হতেই পারে না (দ্রষ্টব্য : ব্রহ্মসূত্র ১।১।১২ এবং ১৬-১৭), এইজন্য এখানে কেবল **'সুষুপ্তিস্থানঃ'** পদের বলে সুষুপ্তি—অভিমানী জীবাত্মাকে ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ স্বীকার করা উচিত নয়। কারণ এর পর পরবর্তী মন্ত্রে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে এই তিন অবস্থায় স্থিত তিন পাদের নামে যাঁর বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সম্পূর্ণ জগতের কারণ এবং সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি এবং প্রলয়স্থান। এছাড়া একাদশ মন্ত্রে ওঁকারের তৃতীয় মাত্রার সাথে তৃতীয় পাদের একতা করে তাঁকে জানার ফল সমস্তকে জানা এবং সম্পূর্ণ জগৎকে বিলীন করা বলা হয়েছে। এইজন্যও **'প্রাজ্ঞঃ'** পদের বাচ্যার্থ কারণ-জগতের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরকেই বুঝতে হবে। ওই প্রাজ্ঞই হল পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার তৃতীয় পাদ॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ——*উপরি-উক্ত ব্রহ্মের পাদ বৈশ্বানর, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ কার নাম ? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলছেন—*

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভাবপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥ ৬ ॥

এষঃ=ইনি ; **সর্বেশ্বরঃ**=সকলের ঈশ্বর ; **এষঃ**=ইনি ; **সর্বজ্ঞঃ**=সর্বজ্ঞ ; **এষঃ**=ইনি ; **অন্তর্যামী**=সকলের অন্তর্যামী ; **এষঃ**=ইনি ; **সর্বস্য**=সম্পূর্ণ জগতের ; **যোনিঃ**=কারণ ; **হি**=কেননা ; **ভূতানাম্**=সমস্ত প্রাণীর ; **প্রভবাপ্যয়ৌ**=উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের স্থান ইনিই॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—তিন পাদরূপে যে পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। তিনিই সর্বজ্ঞ এবং সকলের অন্তর্যামী। তিনিই সম্পূর্ণ জগতের কারণ, কেননা সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের স্থান তিনিই। প্রশ্নোপনিষদে তিন মাত্রাযুক্ত ওঁকারের দ্বারা পরম পুরুষ পরমেশ্বরের ধ্যানের কথা বলে তার ফলরূপে সর্বপ্রকারের পাপরহিত হয়ে অবিনাশী পরাৎপর পুরুষোত্তমকে লাভ করার কথা বলা হয়েছে (৫।৫)। অতএব পূর্ববর্ণিত বৈশ্বানর, তৈজস্ এবং প্রাজ্ঞ পরমেশ্বরেরই নাম। পৃথক পৃথক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে তাঁরই বর্ণনা করা হয়েছে॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ——*এখন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার চতুর্থ পাদের বর্ণনা করা হচ্ছে—*

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণম-চিন্ত্যমব্যপদেশ্য-মেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥ ৭ ॥

ন অন্তঃপ্রজ্ঞম্=যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নন ; **ন বহিষ্প্রজ্ঞম্**=বহিঃপ্রজ্ঞ নন ; **ন উভয়তঃ প্রজ্ঞম্**=উভয়দিকে প্রজ্ঞাবান নন ; **ন প্রজ্ঞানঘনম্**=প্রজ্ঞানঘন নন ; **ন প্রজ্ঞম্**=প্রাজ্ঞ নন ; **ন অপ্রজ্ঞম্**=অপ্রাজ্ঞ নন ; **অদৃষ্টম্**=যিনি অদৃষ্ট ; **অব্যবহার্যম্**=যাঁকে ব্যবহারে আনা যাবে না ; **অগ্রাহ্যম্**=যিনি গ্রহণীয় নন ; **অলক্ষণম্**=যাঁর কোনো লক্ষণ নেই ; **অচিন্ত্যম্**=যিনি অচিন্তনীয় ; **অব্যপদেশ্যম্**=যিনি বর্ণনার অতীত ; **একাত্মপ্রত্যয়সারম্**=একমাত্র আত্মসত্তার

প্রতীতিই যাঁর সার (প্রমাণ) ; **প্রপঞ্চোপশমম্**=যাঁর মধ্যে প্রপঞ্চের সর্বথা অভাব ; **শান্তম্**= সর্বতোভাবে শান্ত ; **শিবম্**=কল্যাণময় ; **অদ্বৈতম্**=অদ্বিতীয় তত্ত্ব ; **চতুর্থম্**=(পরব্রহ্ম পরমাত্মার) চতুর্থ পাদ ; **মন্যন্তে**=(ব্রহ্মজ্ঞানী এইরূপ) মনে করেন ; **সঃ আত্মা**= সেই (হলেন) পরমাত্মা ; **সঃ বিজ্ঞেয়ঃ**=তিনি জ্ঞেয়॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে নির্গুণ-নিরাকার নির্বিশেষ স্বরূপকে পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার চতুর্থ পাদ বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, যাঁর জ্ঞান না বাহিরের দিকে, না ভিতরের দিকে এবং না উভয়দিকে ; যিনি না জ্ঞানস্বরূপ, না জ্ঞেয় আর না অজ্ঞেয় ; যিনি অদৃষ্ট, তাঁকে না ব্যবহারে আনা যায়, না তিনি গ্রহণীয়, না চিন্তনীয়, না কথনীয় আর না আছে তাঁর কোনো লক্ষণ, তাঁর মধ্যে সমস্ত প্রপঞ্চের অভাব। একমাত্র পরমাত্মসত্তার প্রতীতিই যাঁর মধ্যে সার (প্রমাণ)—এইরূপ সর্বতোভাবে শান্ত, কল্যাণময়, অদ্বিতীয় তত্ত্ব পূর্ণব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। এইভাবে চার পাদে বিভাজন করে যাঁর বর্ণনা করা হয়েছে, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়।

এই মন্ত্রে '**চতুর্থম্ মন্যতে**' পদের প্রয়োগে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এখানে পরব্রহ্ম পরমাত্মার চার পাদের কল্পনা কেবল তাঁর তত্ত্ব বোঝানোর জন্যই করা হয়েছে। বস্তুত অবয়বরহিত পরমাত্মার কোনো বিভাগ নেই। যে পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা স্থূল জগতে পরিপূর্ণ, তিনিই সূক্ষ্ম এবং কারণ জগতের অন্তর্যামী এবং তিনিই অধিষ্ঠাতা তথা তিনিই এই সমস্ত থেকে পৃথক নির্বিশেষ পরমাত্মা। তিনি সর্বশক্তিমানও আবার সমস্ত শক্তিশূন্যও। তিনি সগুণও আবার নিগুর্ণও। তিনি সাকার এবং নিরাকারও। বস্তুত তিনি সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধি এবং তর্কের অতীত॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ——*পরব্রহ্ম পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর বাচক প্রণবের একত্ব জানিয়ে বলছেন*—

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি॥ ৮ ॥

সঃ=তিনি (যাঁকে চার পাদযুক্ত বলা হয়েছে) ; **অয়ম্**=এই ; **আত্মা**=

পরমাত্মা ; অধ্যক্ষরম্=(তাঁর বাচক) প্রণবের প্রকরণে বর্ণিত হওয়ায় ; অধিমাত্রম্= ত্রিমাত্রাযুক্ত ; ওঁকারঃ=ওঁকার ; অকারঃ='অ' ; উকারঃ='উ' ; (এবং) মকারঃ='ম' ; ইতি=এই তিন ; মাত্রাঃ=মাত্রাসমূহ ; পাদাঃ=(তিন) পাদ ; চ= এবং ; পাদাঃ=(ওই ব্রহ্মের তিন) পাদই ; মাত্রাঃ=(তিন) মাত্রা ॥ ৮

ব্যাখ্যা—ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মা, —যাঁর চার পাদের বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে অক্ষরের প্রকরণে নিজ নাম থেকে অভিন্ন হওয়ার জন্য তিনমাত্রাযুক্ত ওঁকার। 'অ', 'উ' এবং 'ম্'—এই তিন মাত্রাই তাঁর উপরি-উক্ত তিন পাদ এবং তাঁর তিন পাদই ওঁকারের তিন মাত্রা। যেরূপ ওঁকার নিজ মাত্রাগুলি থেকে পৃথক নয়, সেইরূপ নিজ পাদসমূহ থেকে পরামাত্মাও পৃথক নন। এখানে পাদ এবং মাত্রার একত্ব ওঁকাররূপে পরব্রহ্ম পরমাত্মার উপাসনার জন্য করা হয়েছে—এইরূপ মনে হয়॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ——*ওঁকারের কোন মাত্রায় ব্রহ্মের কোন পাদের একত্ব এবং ঐরূপ কেন ? এই জিজ্ঞাসায় তিন মাত্রার রহস্য বোঝাবার জন্য প্রথমত প্রথম পাদ এবং প্রথম মাত্রার একতার প্রতিপাদন করছেন—*

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাঽঽপ্তেরাদিমত্ত্বা-দ্বাঽঽপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ॥ ৯ ॥

প্রথমাঃ=(ওঁকারের) প্রথম ; মাত্রা=মাত্রা ; অকারঃ=অকার ; আপ্তেঃ=(সমস্ত জগতের নামে অর্থাৎ শব্দমাত্রে) ব্যাপ্ত হওয়ার জন্য ; বা=অথবা ; আদিমত্ত্বাৎ= প্রাথমিক হওয়ার জন্য ; জাগরিতস্থানঃ=জগতের মতো স্থূল জগৎ-রূপ শরীরসম্পন্ন ; বৈশ্বানরঃ= বৈশ্বানর নামক প্রথম পাদ ; যঃ=যিনি ; এবম্= এইরূপ ; বেদ=জানেন ; (সঃ) হ বৈ=তিনি অবশ্যই ; সর্বান্=সম্পূর্ণ ; কামান্= ভোগসমূহকে ; আপ্নোতি=প্রাপ্ত হন ; চ=এবং ; আদিঃ=সকলের আদি (প্রধান) ; ভবতি=হন॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মার নামাত্মক ওঁকারের যে প্রথম মাত্রা 'অ' এটি সমস্ত জগতের নামে অর্থাৎ কোনো অর্থ প্রকাশিত করার যত শব্দ আছে, সে সমস্ত মধ্যে ব্যাপ্ত। স্বর অথবা ব্যঞ্জন—কোনো বর্ণই অকাররহিত নয়।

শ্রুতি বলছেন— **'অকারো বৈ সর্বা বাক্'** (ঐতরেয় আরণ্যক. ২।৩।৬)। শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতায়ও শ্রীভগবান বলেছেন অক্ষরের মধ্যে আমি 'অ'কার (১০।৩৩) তথা সমস্ত বর্ণের মধ্যে অকারই প্রথম বর্ণ। এইরূপে এই স্থূল জগৎ-রূপ বিরাট শরীরে বৈশ্বানররূপ অন্তর্যামী পরমেশ্বর ব্যাপ্ত এবং বিরাটরূপে সর্বপ্রথম স্বয়ম্ প্রকট হওয়ার জন্য এই জগতের আদিও তিনিই। এইরূপে 'অ'কারের এবং জগতের মতো প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই স্থূল জগৎরূপ শরীরে ব্যাপ্ত বৈশ্বানর নামক প্রথম পাদের সঙ্গে একত্ব হওয়ার জন্য 'অ'কারই পূর্ণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রথম পাদ। যে মানুষ এইভাবে অকার এবং বিরাট শরীরের আত্মা পরমেশ্বরের ঐক্য জানে এবং তাঁর উপাসনা করে, সে সকল কাম্যবস্তু অর্থাৎ ঈপ্সিত পদার্থ লাভ করে এবং জগতে প্রধান অর্থাৎ সর্বমান্য হয়ে যায়॥ ৯ ॥

সম্বন্ধ——*এবারে দ্বিতীয় পাদের এবং দ্বিতীয় মাত্রার একত্বের প্রতিপাদন করছেন*——

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎ-কর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ॥ ১০ ॥

দ্বিতীয়া=(ওঁকারের) দ্বিতীয় ; **মাত্রা**=মাত্রা ; **উকারঃ**=উকার ; **উৎকর্ষাৎ**= 'অ' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়ার জন্য ; **বা**=অথবা ; **উভয়ত্বাৎ**=উভয় ভাবযুক্ত হওয়ার জন্য ; **স্বপ্নস্থানঃ**=স্বপ্নের মতো সূক্ষ্ম জগৎরূপ শরীরধারী ; **তৈজসঃ**= তৈজস নামক (দ্বিতীয় পাদ) ; **যঃ**=যে ; **এবম্**=এইরূপ ; **বেদ**=জানে ; **(সঃ) হ বৈ**=সে অবশ্যই ; **জ্ঞানসন্ততিম্**=জ্ঞানের পরম্পরা ; **উৎকর্ষতি**=উন্নত করে ; **চ**=এবং ; **সমানঃ ভবতি**=সমান ভাবযুক্ত হয় ; **অস্য**=এর ; **কুলে**=কুলে ; **অব্রহ্মবিৎ**=হিরণ্যগর্ভরূপ পরমেশ্বরের অজ্ঞাতা ; **ন ভবতি**=হয় না॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মার নামাত্মক ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা যে 'উ'কার, এটি 'অ' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়ায় শ্রেষ্ঠ তথা 'অ' এবং 'ম' এই দুটির মধ্যবর্তী হওয়ার ফলে ওই দুটির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। এইজন্য এটি উভয়-স্বরূপ। এইরূপ বৈশ্বানর অপেক্ষা তৈজস (হিরণ্যগর্ভ) উৎকৃষ্ট তথা বৈশ্বানর

এবং প্রাজ্ঞের মধ্যগত হওয়াতে 'তৈজস' উভয়সম্বন্ধীয়। এই সাদৃশ্যের জন্যই 'উ'-কে 'তৈজস' নামক দ্বিতীয় পাদ বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, এই স্থূল জগতের প্রাকট্যের পূর্বে পরমেশ্বরের আদি সংকল্প দ্বারা যে সূক্ষ্ম সৃষ্টি উৎপন্ন হয়, যার বর্ণনা মানস-সৃষ্টি—এই নামে বলা হয়, যাতে সমস্ত তত্ত্ব তন্মাত্রারূপে থাকে, স্থূলরূপে পরিণত হয় না, ওই সূক্ষ্ম জগৎরূপ শরীরে চেতন প্রকাশস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ পরমেশ্বর এর অধিষ্ঠাতা হয়ে থাকেন তথা কারণ-জগৎ এবং স্থূল-জগৎ—এই উভয়ের সূক্ষ্ম জগতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এইজন্য তা কারণ এবং স্থূল উভয় রূপ-ই। এইরূপে 'উ'কারের এবং মানসিক সৃষ্টির অধিষ্ঠাতা তৈজসরূপ দ্বিতীয় পাদের সাদৃশ্য হওয়ায় 'উ'কারই পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার দ্বিতীয় পাদ। যে মানুষ এইরূপে 'উ' এবং তেজোময় হিরণ্যগর্ভের একত্বের রহস্য অবগত হয়, সে স্বয়ং এই জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করে। এর ফলে সে এই জ্ঞানের পরম্পরাকে উন্নত করে—তাকে বৃদ্ধি করে তথা সর্বত্র সমভাবাপন্ন হয় ; কেননা জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ অবগত হওয়ায় এবং তার বাস্তবিক রহস্য বোধগম্য হওয়ায় বৈষম্য নষ্ট হয়। এইজন্য তার থেকে উৎপন্ন কোনো সন্তান এমন হয় না, যে হিরণ্যগর্ভরূপ পরমেশ্বরের উপরি-উক্ত রহস্যের জ্ঞান লাভ না করে।। ১০ ।।

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ।। ১১ ।।

তৃতীয়া=(ওঁকারের) তৃতীয় ; মাত্রা=মাত্রা ; মকারঃ=মকার ; **মিতেঃ**= মাপকর্তা (জ্ঞাতা) হওয়ার জন্য ; বা=অথবা ; অপীতেঃ=বিলীনকর্তা হওয়াতে ; **সুষুপ্তস্থানঃ**=সুষুপ্তির মতো কারণে বিলীন জগৎই যাঁর শরীর ; **প্রাজ্ঞঃ**=প্রাজ্ঞ নামক তৃতীয় পাদ ; যঃ=যে ; **এবম্**=এইরূপ ; বেদ=জানে ; (সঃ) হ বৈ=সে অবশ্যই ; **ইদম্**=এই ; **সর্বম্**=সম্পূর্ণ কারণ-জগৎকে ; **মিনোতি**=মাপে অর্থাৎ প্রকৃতরূপে জানে ; চ=এবং ; অপীতিঃ=সবকিছু নিজের মধ্যে লীন করে অর্থাৎ লীনকর্তা ; ভবতি=হয় ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—পরমাত্মার নামাত্মক ওঁকারের যে তৃতীয় মাত্রা 'ম', এটি 'মা' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'মা' ধাতুর অর্থ মাপা অর্থাৎ এই বস্তু এতটা এরূপ বোঝা।

এটি হল 'ম' ওঁকারের অন্তিমমাত্রা। এটি 'অ' এবং 'উ'-র পরে উচ্চারিত হয়। এইজন্য উভয়ের মাপ (পরিমাণ) 'ম'-এর অন্তর্গত। অতএব এটি উভয়ের জ্ঞাতা। 'ম'কারের উচ্চারণে মুখ বন্ধ হয়। 'অ' এবং 'উ' উভয়েই ওতে বিলীন হয়। অতএব, 'ম' ওই দুই মাত্রার বিলীনকারী। এইরূপ সুষুপ্ত-স্থানীয় কারণ-জগতের অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞও সর্বজ্ঞ। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিন অবস্থায় স্থিত জগতের জ্ঞাতা। কারণ-জগৎ থেকেই সূক্ষ্ম এবং স্থূল জগতের উৎপত্তি হয় এবং ওতেই তার লয় হয়। এইভাবে 'ম'কারের এবং কারণ-জগতের অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ নামক তৃতীয় পাদের সমত্ব হওয়ার জন্য 'ম'রূপ তৃতীয় মাত্রাই পূর্ণব্রহ্মের তৃতীয় পাদ। যে মানুষ এইভাবে 'ম' এবং 'প্রাজ্ঞ' স্বরূপ পরমেশ্বরের ঐক্য জানে—এই রহস্য বুঝে ওঁকারের স্মরণ দ্বারা পরমেশ্বরের চিন্তা করে, সে এই মূলসহ সম্পূর্ণ জগৎ যথার্থরূপে জানতে পারে এবং সব কিছুর বিলীনকারী হয়ে যায়। অর্থাৎ তার বাহ্যদৃষ্টি নিবৃত্ত হয়ে যায়। অতএব, সে সর্বত্র এক পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকেই অবলোকন করে॥ ১১ ॥

সম্বন্ধ—*মাত্রারহিত ওঁকারের চতুর্থ পাদের সঙ্গে একত্ব প্রতিপাদন করে এই উপনিষদের উপসংহার করছেন—*

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাঽঽত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ॥ ১২ ॥

এবম্=এইরূপ ; **অমাত্রঃ**=মাত্রারহিত ; **ওঁকারঃ**=প্রণবই ; **অব্যবহার্যঃ**=অব্যবহার্য (ব্যবহৃত হওয়ার অযোগ্য) ; **প্রপঞ্চোপশমঃ**=প্রপঞ্চাতীত ; **শিবঃ**=কল্যাণময় ; **অদ্বৈতঃ**= অদ্বিতীয় ; **চতুর্থঃ**=পূর্ণ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ ; **(সঃ) আত্মা**=ওই আত্মা ; **এব**=অবশ্যই ; **আত্মনা**=আত্মা দ্বারা ; **আত্মানম্**=পরাৎপরব্রহ্ম পরমাত্মায় ; **সংবিশতি**=পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হয় ; **যঃ**=যে ; **এবম্**=এইরূপ ; **বেদ**=জানে ; **যঃ এবম্ বেদ**=যে এইরূপ জানে॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মার নামাত্মক ওঁকারের যে মাত্রারহিত, অকথনীয় নিরাকার স্বরূপ, তা মন এবং বাণীর অবিষয় হওয়াতে ব্যবহারে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, প্রপঞ্চাতীত, কল্যাণময়, অদ্বিতীয়—নির্গুণ নিরাকাররূপ চতুর্থ পাদ।

এর ভাবার্থ এই যে, যেরূপ পূর্বোক্ত তিন মাত্রার তিন পাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিদ্যমান, সেইরূপ ওঁকারের নিরাকার স্বরূপের পরব্রহ্ম পরমাত্মার নির্গুণ নিরাকার নির্বিশেষরূপ চতুর্থ পাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। যে মানুষ এইভাবে ওঁকার এবং পরব্রহ্ম পরমাত্মার অর্থাৎ নাম এবং নামীর একত্বের রহস্য বুঝে পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য তাঁর নাম-জপ অবলম্বনপূর্বক তৎপরতার সঙ্গে সাধন করে, সে নিঃসন্দেহে আত্মা দ্বারা আত্মায় অর্থাৎ পরাৎপর পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয়। 'যে এইরূপ জানে' এই বাক্য দুবার বলে এই উপনিষদের সমাপ্তি জানানো হয়েছে।

পরব্রহ্ম পরমাত্মা এবং তাঁর নামের মহিমা অপার, অসীম, অনন্ত। তাঁর সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব নয়। এই প্রকরণে অসীম পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার চার পাদের কল্পনা তাঁর স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিন সগুণ রূপের এবং নির্গুণ নিরাকার স্বরূপের একত্ব দেখানোর জন্য এবং নাম ও নামীর সর্বপ্রকার একত্ব প্রতিপাদন এবং তাঁর সর্বভবন-সামর্থ্যরূপ যে অচিন্ত্য শক্তি বিদ্যমান তা তাঁর থেকে সর্বথা অভিন্ন—এই তাৎপর্য ব্যক্ত করার জন্য উল্লিখিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

।। অথর্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ সমাপ্ত ।।

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাঁসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ।।[১]
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ।।[২]

ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

(এর অর্থ উপনিষদের প্রারম্ভে দেওয়া হয়েছে।)

———o———

[১]এই মন্ত্র ঋগ্বেদ (১০।৮৯।৬)-এ তথা যজুর্বেদে (২৫।১৯)-ও রয়েছে।

[২]ঋগ্বেদ (১০।৮৯।৮) তথা যজুর্বেদে (২৫।২১)-ও এই মন্ত্র দুটি রয়েছে।

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

ঐতরেয়োপনিষদ্

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যকে দ্বিতীয় আরণ্যকের চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়কে ঐতরেয়-উপনিষদ্ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই তিন অধ্যায়ে আছে ব্রহ্মবিদ্যার প্রাধান্য। এইজন্য এটিকে উপনিষদ্ রূপে গণ্য করা হয়।

শান্তিপাঠ

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা। মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্॥

ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

ওঁ=হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মন্ ! ; মে=আমার ; **বাক্**=বাগিন্দ্রিয় ; **মনসি**=মনে ; **প্রতিষ্ঠিতা**=(যেন) স্থিত হয় ; **মে**=আমার ; **মনঃ**=মন ; **বাচি**= বাগিন্দ্রিয়ে ; **প্রতিষ্ঠিতম্**=স্থিত হয় ; **আবিঃ**= হে প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বর ! ; **মে**=আমার জন্য ; **আবীঃএধি**=(তুমি) প্রকট হও ; **মে**=(হে মন এবং বাণী ! তোমরা দুজন) আমার জন্য ; **বেদস্য**=বেদবিষয়ক জ্ঞানের ; **আণীস্থঃ**= আনয়নকারী হও ; **মে**=আমার ; **শ্রুতম্**=শ্রুত জ্ঞান ; **মা প্রহাসীঃ**=(আমাকে) যেন না ছাড়ে ; **অনেন অধীতেন**=এই অধ্যয়ন দ্বারা ; **অহোরাত্রান্**=(আমি) দিন এবং রাত্রিসমূহ ; **সন্দধামি**=এক করে দিই ; **ঋতম্**=(আমি) শ্রেষ্ঠ শব্দকেই ; **বদিষ্যামি**=বলব ; **সত্যম্**=সত্যই ; **বদিষ্যামি**=বলব ; **তৎ**=তিনি (ব্রহ্ম) ; **মাম্ অবতু**=আমাকে রক্ষা করুন ; **তৎ**=তিনি (ব্রহ্ম) ; **বক্তারম্**

অবতু=আচার্যদেবকে রক্ষা করুন ; অবতু মাম্=আমাকে রক্ষা করুন (এবং) ; অবতু বক্তারম্=আচার্যদেবকে রক্ষা করুন ; অবতু বক্তারম্=আমার আচার্যদেবকে রক্ষা করুন ; ওঁ শান্তিঃ= ভগবান শান্তিস্বরূপ ; শান্তিঃ= শান্তিস্বরূপ ; শান্তিঃ=শান্তিস্বরূপ।

ব্যাখ্যা—এই শান্তিপাঠে সর্বপ্রকার বিঘ্নের শান্তির জন্য পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রার্থনার ভাব এই যে, হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মন্! আমার বাণী যেন মনে স্থিত হয় এবং মন বাণীতে স্থিত হয় অর্থাৎ আমার মন এবং বাণী যেন উভয়ে এক হয়ে যায়। এমন যেন না হয় যে, আমি বাণীর দ্বারা পাঠ পড়ছি আর মন অন্য চিন্তায় রত অথবা মনে অন্য ভাব এবং বাণীর দ্বারা অন্য কিছু প্রকাশ করছি। আমার সংকল্প এবং বচন উভয়েই বিশুদ্ধ হয়ে যেন এক হয়। হে প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বর ! আপনি আমার নিকট প্রকট হোন। নিজ যোগমায়ার পর্দা অপসারণ করুন। (পরমাত্মার নিকট এরূপ প্রার্থনা করে এবারে উপাসক নিজ মন এবং বাণীকে বলছেন যে,) হে মন এবং বাণী ! তোমরা আমার জন্য বেদবিষয়ক জ্ঞানের বহনকারী হও। তোমাদের সহায়তায় আমি যেন বেদবিষয়ক জ্ঞান লাভ করতে পারি। গুরুমুখ থেকে শ্রুত এবং অনুভূত জ্ঞান যেন আমাকে ত্যাগ না করে অর্থাৎ তা যেন সদাই আমার স্মরণ থাকে। আমি কখনো যেন তা ভুলে না যাই। আমার ইচ্ছা অধ্যয়ন দ্বারা দিন এবং রাত্রিকে যেন এক করে দিই অর্থাৎ রাত-দিন নিরন্তর ব্রহ্মবিদ্যা পাঠ এবং চিন্তনে যেন রত থাকি। আমার সময়ের এক মুহূর্তও যেন ব্যর্থ না হয়। আমি নিজ বাণীর দ্বারা সর্বদাই যেন এমন শব্দ উচ্চারণ করি যা সর্বতোভাবে উত্তম। যাতে কোনোপ্রকার দোষ না থাকে, তথা যা কিছু বলব তা যেন সর্বথা সত্যই হয়। যথাদৃষ্ট, যথাশ্রুত এবং যথানুভূত ভাব যেন বাণীর দ্বারা প্রকাশ করতে পারি। তাতে কোনোপ্রকার ছলনা যেন না থাকে। (এইভাবে নিজ মন এবং বাণীকে দৃঢ় করে পুনঃ পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করছেন) পরব্রহ্ম পরমাত্মা যেন আমাকে রক্ষা করেন। তিনি আমাকে এবং আমার আচার্যকে যেন রক্ষা করেন। আমার অধ্যয়নে কোনোপ্রকার বিঘ্ন যেন উপস্থিত না হয়। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক—তিন প্রকার বিঘ্নের

সর্বতোভাবে নিবৃত্তির জন্য তিন বার 'শান্তি' পদ উচ্চারিত হয়েছে। ভগবান হলেন শান্তিস্বরূপ, এইজন্য তাঁকে স্মরণ করলে শান্তি হবেই।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

ওঁ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি॥ ১ ॥

ওঁ=ওঁ—এই পরমাত্মার নাম উচ্চারণ করে উপনিষদ্ আরম্ভ করা হচ্ছে ; **ইদম্**=এই জগৎ ; **অগ্রে**=(প্রকট হওয়ার) প্রথমে ; **একঃ**=একমাত্র ; **আত্মা**= পরমাত্মা ; **বৈ**=ই ; **আসীৎ**=ছিলেন ; **অন্যৎ**=(তিনি ছাড়া) অন্য ; **কিঞ্চন এব**=কেহই ; **মিষৎ**=চেষ্টাকারী ; **ন**=ছিল না ; **সঃ**=তিনি (পরম পুরুষ পরমাত্মা) ; **নু**=(আমি) নিশ্চয়ই ; **লোকান্ সৃজৈ**=লোকসমূহের রচনা করব ; **ইতি**=এইরূপ ; **ঈক্ষত**=চিন্তা করলেন॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে পরমাত্মার সৃষ্টি রচনাবিষয়ক প্রথম সংকল্পের বর্ণনা করা হয়েছে। ভাবার্থ এই যে, দৃশ্য-শ্রব্য, বুদ্ধিগম্য জড়-চেতনময় প্রত্যক্ষ জগতের এই রূপে প্রকট হওয়ার পূর্বে কারণ-অবস্থায় একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন। ওই সময় ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপের অভিব্যক্তি ছিল না। ওই সময় পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোনো চেষ্টাকারী ছিলেন না। সৃষ্টির আদিতে ওই পরম পুরুষ পরমাত্মা এই বিচার করেছিলেন যে, আমি প্রাণিগণের কর্মফলভোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচনা করব॥ ১ ॥

স ইমাঁল্লোকানসৃজত। অম্ভো মরীচীর্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠাঽন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তা আপঃ॥ ২ ॥

সঃ=তিনি ; **অম্ভঃ**=অম্ভ (দ্যুলোক তথা তার উপরের লোক) ; **মরীচীঃ**= মরীচি (অন্তরীক্ষ) ; **মরম্**=মর (মর্ত্যলোক) (এবং) ; **আপঃ**=জল (পৃথিবীর নীচের লোক) ; **ইমান্**=এই সব ; **লোকান্ অসৃজত**=লোকের রচনা করলেন ; **দিবম্ পরেণ**=দ্যুলোক—স্বর্গলোকের উপরের লোক ; **প্রতিষ্ঠা**=

(তথা) তার আধারভূত ; **দ্যৌঃ**=দ্যুলোকও ; **অদঃ**=ওইগুলি সব ; **অম্ভঃ**= 'অম্ভ' নামে বলা হয়েছে ; **অন্তরিক্ষম্**=অন্তরীক্ষলোক ; **মরীচয়ঃ**=মরীচি (তথা) ; **পৃথিবী**=এই পৃথ্বী ; **মরঃ**=মর—'মৃত্যুলোক' নামে বলা হয়েছে (এবং) ; **যাঃ**=যে ; **অধস্তাৎ**=(পৃথ্বীর) নীচে (স্থূল পাতালাদি লোক) ; **তাঃ**=সেগুলি ; **আপঃ**=জলের নামে বলা হয়েছে।। ২ ।।

ব্যাখ্যা—এরূপ স্থির করে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অম্ভ, মরীচি, মর এবং জল—এই লোকগুলির রচনা করলেন। এই শব্দগুলির অর্থ স্পষ্ট করার জন্য শ্রুতিতে বলা হয়েছে, স্বর্গলোকের উপরে যে মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্য লোক আছে, সেগুলি এবং তাদের আধার দ্যুলোক—এই পাঁচ লোককে এখানে **'অম্ভঃ'** নামে বলা হয়েছে। তার নীচে যে অন্তরীক্ষলোক, যাতে সূর্য, চন্দ্র এবং তারাগণ—এইসব কিরণময় লোকবিশেষ, তার বর্ণনা এখানে **'মরীচি'** নামে করা হয়েছে। তার নীচে যে এই পৃথ্বীলোক—যাকে মৃত্যুলোকও বলে, তা **'মর'** নামে কথিত এবং তার নীচে অর্থাৎ পৃথ্বীর ভিতর যে পাতালাদি লোক তা **'আপঃ'** নামে কথিত হয়েছে। এর তাৎপর্য হল, জগতে যত লোক ত্রিলোকী, চতুর্দশ ভুবন এবং সপ্ত লোক নামে প্রসিদ্ধ, ওই সমস্ত লোকের রচনা পরমাত্মা করেছেন।। ২ ।।

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি সোঽদ্‌ভ্য এব পুরুষং সমুদ্‌ধৃত্যামূর্ছয়ৎ।। ৩ ।।

সঃ=তিনি ; **ঈক্ষত**=পুনরায় চিন্তা করলেন ; **ইমে**=এগুলি ; **নু**=তো হল ; **লোকাঃ**=লোক ; (এখন) **লোকপালান্ নু সৃজৈ**=লোকপালগণেরও রচনা আমাকে অবশ্য করতে হবে ; **ইতি**=এই বিচার করে ; **সঃ**=তিনি ; **অদ্‌ভ্যঃ**=জল থেকে ; **এব**=ই ; **পুরুষম্**=হিরণ্যগর্ভরূপ পুরুষকে ; **সমুদ্‌ধৃত্য**=সমুদ্ধরণ করে ; **অমূর্ছয়ৎ**=তাঁকে মূর্তিমান করলেন।। ৩ ।।

ব্যাখ্যা—এইভাবে সমস্ত লোক রচনা করার পর পরমেশ্বর পুনরায় বিচার করলেন 'এই সব লোক তো রচিত হল, এবারে এই সব লোকের রক্ষক লোকপালের রচনাও আমাকে অবশ্যই করতে হবে। তা না হলে রক্ষক বিনা এই সমস্ত লোক সুরক্ষিত থাকবে না।' একথা ভেবে তিনি জল থেকে অর্থাৎ

জল আদি সূক্ষ্ম মহাভূত থেকে হিরণ্যময় পুরুষকে সৃষ্টি করে তাঁকে সমস্ত অঙ্গ-উপাঙ্গযুক্ত করে মূর্তিমান করলেন। এখানে 'পুরুষ' শব্দে সৃষ্টিকালে সর্বপ্রথম প্রকটিত ব্রহ্মার বর্ণনা করা হয়েছে ; কেননা ব্রহ্মা থেকেই সমস্ত লোকপালের এবং প্রজাবর্ধক প্রজাপতিগণের উৎপত্তি হয়েছে। এ বিষয়ে শাস্ত্রে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ব্রহ্মার উৎপত্তি জলমধ্যস্থ কমলনাল থেকে হয়েছে এইরূপ বর্ণনাও পাওয়া যায়। অতএব এখানে 'পুরুষ' শব্দে ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে মনে হয়॥ ৩ ॥

তমভ্যতপত্তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাহণ্ডং মুখাদ্বাগ্ বাচোহগ্নির্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাদ্বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতামক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্দিশস্ত্বঙ্ নিরভিদ্যত ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা নাভির্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোহপানান্মৃত্যুঃ শিশ্নং নিরভিদ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ॥ ৪ ॥

(পরমাত্মা) তম্=তাঁকে (হিরণ্যগর্ভরূপ পুরুষকে) লক্ষ্য করে ; অভ্যতপৎ=সংকল্পরূপ তপস্যা করলেন ; অভিতপ্তস্য=ওই তপে তপ্ত হয়ে ; তস্য=হিরণ্যগর্ভের শরীর থেকে ; যথাণ্ডম্=(প্রথমে) অণ্ডের মতো (ভেঙে) ; মুখম্=মুখ-ছিদ্র ; নিরভিদ্যত=প্রকট হল ; মুখাৎ=মুখ থেকে ; বাক্=বাগিন্দ্রিয় ; (এবং) বাচঃ=বাগিন্দ্রিয় থেকে ; অগ্নিঃ=অগ্নিদেবতা প্রকটিত হলেন ; (পুনরায়) ; নাসিকে=নাসিকার দুটি ছিদ্র ; নিরভিদ্যেতাম্=প্রকট হল ; নাসিকাভ্যাম্=নাসিকা ছিদ্র থেকে ; প্রাণঃ=প্রাণ উৎপন্ন (এবং) ; প্রাণাৎ=প্রাণ থেকে ; বায়ুঃ= বায়ুদেবতা উৎপন্ন হলেন ; (পুনঃ) ; অক্ষিণী=দুটি চক্ষুর ছিদ্র ; নিরভিদ্যেতাম্=প্রকটিত ; অক্ষিভ্যাম্=নয়নছিদ্র থেকে ; চক্ষুঃ=নেত্র ইন্দ্রিয় প্রকটিত (এবং) ; চক্ষুষঃ=চক্ষুরিন্দ্রিয় থেকে ; আদিত্যঃ=সূর্য প্রকটিত (পুনঃ) ; কর্ণৌ=দুটি কর্ণের ছিদ্র ; নিরভিদ্যেতাম্=প্রকটিত ; কর্ণাভ্যাম্=কর্ণ দুটি থেকে ; শ্রোত্রম্= শ্রোত্রেন্দ্রিয় প্রকটিত (এবং) ; শ্রোত্রাৎ=শ্রোত্র থেকে ;

দিশঃ=দিক্‌সমূহ প্রকটিত (পুনঃ) ; **ত্বক্**=ত্বগিন্দ্রিয় ; **নিরভিদ্যত**=প্রকটিত ; **ত্বচঃ**=ত্বক থেকে ; **লোমানি**= লোমসমূহ উৎপন্ন (এবং) ; **লোমভ্যঃ**= লোমসমূহ থেকে ; **ওষধিবনস্পতয়ঃ**= ওষধি এবং বনস্পতি প্রকটিত (পুনঃ) ; **হৃদয়ম্**=হৃদয় ; **নিরভিদ্যত**=প্রকটিত ; **হৃদয়াৎ**=হৃদয় থেকে ; **মনঃ**=মনের আবির্ভাব হল (এবং) ; **মনসঃ**=মন থেকে ; **চন্দ্রমাঃ**=চন্দ্রমার উৎপত্তি (পুনঃ) ; **নাভিঃ**=নাভি ; **নিরভিদ্যত**=প্রকটিত ; **নাভ্যা**=নাভি থেকে ; **অপানঃ**=অপান বায়ু প্রকটিত (এবং) ; **অপানাৎ**= অপানবায়ু থেকে ; **মৃত্যুঃ**=মৃত্যুদেবতা উৎপন্ন (পুনঃ) ; **শিশ্নম্**=লিঙ্গ ; **নিরভিদ্যত**=প্রকটিত ; **শিশ্নাৎ**=শিশ্ন থেকে ; **রেতঃ**=বীর্য (এবং) ; **রেতসঃ**= বীর্য থেকে ; **আপঃ**= জল উৎপন্ন॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—এইভাবে হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে উৎপন্ন করে তাঁর অঙ্গ উপাঙ্গ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে যখন পরমাত্মা সংকল্পরূপ তপ করলেন, তখন ওই তপের ফলস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ পুরুষের শরীরে সর্বপ্রথম ডিম্বের (ডিম) মতো ভেঙে মুখ-ছিদ্র বেরিয়ে এল। মুখ থেকে বাগিন্দ্রিয়ের উৎপত্তি এবং বাগিন্দ্রিয় থেকে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি উৎপন্ন হন। পুনঃ নাসিকার দুটি ছিদ্র হল, তার থেকে প্রাণবায়ুর উৎপত্তি এবং প্রাণ থেকে বায়ু দেবতার উৎপত্তি। এখানে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পৃথক বর্ণনা করা হয়নি ; অতএব ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং তদ্দেবতা অশ্বিনীকুমারও নাসিকা থেকে উৎপন্ন হন—এইরূপ বুঝতে হবে। এইভাবে রসনেন্দ্রিয় এবং তদ্দেবতারও পৃথক বর্ণনা নেই। অতএব মুখ থেকে বাগিন্দ্রিয়ের সাথে রসনেন্দ্রিয় এবং তদ্দেবতারও উৎপত্তি হল—এইরূপ বুঝতে হবে। পুনঃ চক্ষুর দুটি ছিদ্র প্রকট হয়। তা থেকে নেত্রেন্দ্রিয় এবং নেত্রেন্দ্রিয় থেকে তদ্দেবতা সূর্যের উৎপত্তি হয়। পুনঃ কর্ণের দুটি ছিদ্র বেরিয়ে এল। তা থেকে শ্রোত্রেন্দ্রিয় প্রকট হয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় থেকে তদ্দেবতা দিশাসমূহের উৎপত্তি হয়। এরপর ত্বক্ (চর্ম) প্রকট হয়। ত্বগিন্দ্রিয় থেকে লোমের উৎপত্তি হয়। লোম থেকে ওষধি এবং বনস্পতির উৎপত্তি। পুনঃ হৃদয় প্রকট হয়। হৃদয় থেকে মন এবং মন থেকে হয় তদধিষ্ঠাতা চন্দ্রমার উৎপত্তি। তারপর নাভির উৎপত্তি হয়। নাভি থেকে অপানবায়ু এবং অপানবায়ু

থেকে হয় গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মৃত্যুদেবতার উৎপত্তি। এখানে অপানবায়ু মলত্যাগে হেতু হওয়ার জন্য এবং সেটির উৎস নাভি হওয়ায় মুখ্যরূপে নাভির নাম উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু অপানের অধিষ্ঠাতা নয়, মৃত্যু তো গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। অতএব, উপলক্ষণে গুহ্যেন্দ্রিয়ের বর্ণনাও এরই অন্তর্গত একথা স্বীকার করা উচিত। এরপর লিঙ্গের উৎপত্তি। লিঙ্গ থেকে বীর্য এবং বীর্য থেকে জলের উৎপত্তি। এখানে লিঙ্গের উৎপত্তি দ্বারা উপস্থেন্দ্রিয় এবং তদ্দেবতা প্রজাপতির উৎপত্তি হয়—একথাও বুঝে নিতে হবে॥ ৪ ॥

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতংস্তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি॥ ১ ॥

তাঃ=তাঁরা ; এতাঃ সৃষ্টাঃ=পরমাত্মা দ্বারা রচিত এই সব ; দেবতাঃ=অগ্নি আদি দেবতা ; **অস্মিন্**=এই (সংসাররূপ) ; **মহতি অর্ণবে**=মহান সমুদ্রে ; **প্রাপতন্**=এসে পড়লেন (তখন পরমাত্মা) ; তম্=তাঁদের (সমস্ত দেবতার সমুদায়কে) ; **অশনায়াপিপাসাভ্যাম্**=ক্ষুধা এবং পিপাসা ; **অন্ববার্জৎ**=যুক্ত করে দিলেন ; (তখন) তাঃ=তাঁরা (অগ্নি আদি দেবতা) ; **এনম্ অব্রুবন্**=এই পরমাত্মাকে বললেন ; (ভগবান !) নঃ=আমাদের জন্য ; **আয়তনম্ প্রজানীহি**=এক এমন স্থানের ব্যবস্থা করুন ; **যস্মিন্**=যাতে ; **প্রতিষ্ঠিতাঃ**=স্থিত হয়ে (আমরা) ; **অন্নম্**=অন্ন ; **অদাম ইতি**=ভোজন করতে পারি॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—পরমাত্মা দ্বারা রচিত ওই সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অগ্নি আদি সমস্ত দেবতা সংসাররূপী এই মহান সমুদ্রে এসে পড়লেন। অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ পুরুষের শরীর থেকে উৎপন্ন হওয়ার পর তাঁদের কোনো নির্দিষ্ট স্থান ছিল না যাতে তাঁরা সমষ্টি শরীরে থাকতে পারেন। তখন পরমাত্মা ওই দেবতাগণের সমুদয়কে ক্ষুধা এবং পিপাসাযুক্ত করে দিলেন। অতএব, ক্ষুধা এবং পিপাসায় আর্ত হয়ে অগ্নি আদি দেবতা সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মাকে বললেন—ভগবন্ !

আমাদের জন্য এমন বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন যাতে থেকে আমরা অন্ন ভক্ষণ করতে পারি—নিজ নিজ আহার গ্রহণ করতে পারি।। ১ ।।

তাভ্যো গামানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোহয়মলমিতি তাভ্যোঽশ্বমানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোহয়মলমিতি।। ২ ।।

(পরমাত্মা) তাভ্যঃ=তাঁদের জন্য ; **গাম্**=ধেনু ; **আনয়ৎ**=নিয়ে এলেন (তাকে দেখে) ; তাঃ=তাঁরা ; **অব্রুবন্**=বললেন ; **নঃ**=আমাদের জন্য ; **অয়ম্**=এটি ; **অলম্**=পর্যাপ্ত ; **ন বৈ**=নয় ; **ইতি**=এইরূপ বলার পর (পরমাত্মা) ; **তাভ্যঃ**=তাঁদের জন্য ; **অশ্বম্**=ঘোড়ার শরীর ; **আনয়ৎ**=নিয়ে এলেন ; (*তাকে দেখে*) **তাঃ**=তাঁরা (পুনরায়) ; **অব্রুবন্**=বললেন ; **অয়ম্**=এটিও ; **নঃ**=আমাদের জন্য ; **অলম্**=পর্যাপ্ত ; **ন বৈ**=নয়।। ২ ।।

ব্যাখ্যা—তাঁরা এরূপ প্রার্থনা করলে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর তাঁদের সকলের থাকার জন্য গো-শরীর নির্মাণ করে দেন। তা দেখে তাঁরা বললেন—ভগবান ! এটি আমাদের জন্য পর্যাপ্ত নয়, অর্থাৎ এই শরীরে আমাদের উত্তমরূপে কার্যসিদ্ধি হবে না। এটি অপেক্ষা কোনো অন্য শরীর রচনা করুন। তখন পরমাত্মা তাঁদের জন্য অশ্ব-শরীর নির্মাণ করে দেখালেন। তা দেখে তাঁরা বললেন—ভগবান ! এটিও আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। আপনি আমাদের জন্য কোনো তৃতীয় শরীরের নির্মাণ করুন।। ২ ।।

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ত্তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি। পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীদ্যথায়তনং প্রবিশতেতি।। ৩ ।।

তাভ্যঃ=(তখন পরমাত্মা) তাঁদের জন্য ; **পুরুষম্**=মানব শরীর ; **আনয়ৎ**=নিয়ে এলেন ; (তা দেখে) **তাঃ**=তাঁরা (অগ্নি আদি দেবতা) ; **অব্রুবন্**=বললেন ; **বত**=বাঃ ! ; **সুকৃতম্ ইতি**=এটি খুব সুন্দর রচনা ; **বাব**=সত্য সত্যই ; **পুরুষঃ**=মানব শরীর ; **সুকৃতম্**=(পরমাত্মার) সুন্দর রচনা ; **তাঃ অব্রবীৎ**=(পুনঃ) সমস্ত দেবগণকে (পরমাত্মা) বললেন ; (তোমরা) **যথায়তনম্**=নিজ নিজ যোগ্য আশ্রয়ে ; **প্রবিশত ইতি**=প্রবিষ্ট হও।। ৩ ।।

ব্যাখ্যা—এইভাবে যখন তাঁরা গো এবং অশ্ব শরীর নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করলেন না, তখন পরমাত্মা তাঁদের জন্য পুরুষের অর্থাৎ মানব শরীরের

রচনা করলেন এবং তাঁদের দেখালেন। তা দেখেই সকল দেবতা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং বললেন—'এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত উত্তম নিবাসস্থান। এতে আমরা আরামে থাকতে পারব এবং আমাদের সমস্ত প্রয়োজন উত্তমরূপে পূর্ণ হবে।' সত্য সত্যই মনুষ্যশরীর পরমাত্মার সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ রচনা। এইজন্য এটি দেবদুর্লভ বলা হয়েছে এবং শাস্ত্রে স্থানে স্থানে এর মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। কেননা এই শরীরে জীব পরমাত্মার আজ্ঞানুসারে যথাযোগ্য সাধনের মাধ্যমে তাঁকে লাভ করতে পারে। সমস্ত দেবতা যখন মানব শরীর পছন্দ করলেন তখন পরমেশ্বর বললেন, 'তোমরা নিজ নিজ যোগ্য স্থান বেছে নিয়ে এই শরীরে প্রবেশ করো'॥ ৩ ॥

অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশন্মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্॥ ৪ ॥

অগ্নিঃ=অগ্নিদেবতা ; বাক্=বাগিন্দ্রিয় ; ভূত্বা=হয়ে ; মুখম্ প্রাবিশৎ=মুখে প্রবিষ্ট হলেন ; বায়ুঃ=বায়ুদেবতা ; প্রাণঃ=প্রাণ ; ভূত্বা=হয়ে ; নাসিকে প্রাবিশৎ= নাসিকাছিদ্রে প্রবেশ করলেন ; আদিত্যঃ=সূর্যদেবতা ; চক্ষুঃ=চক্ষুরিন্দ্রিয় ; ভূত্বা=হয়ে ; অক্ষিণী প্রাবিশৎ=চক্ষুগোলকে প্রবিষ্ট হলেন ; দিশঃ=দিশাভিমানী দেবতা ; শ্রোত্রম্=শ্রোত্রেন্দ্রিয় ; ভূত্বা=হয়ে ; কর্ণৌ প্রাবিশন্=উভয় কর্ণে প্রবেশ করলেন ; ওষধিবনস্পতয়ঃ=ওষধি এবং বনস্পতির অভিমানী দেবতা ; লোমানি=লোমরাশি ; ভূত্বা=হয়ে ; ত্বচম্ প্রাবিশন্=ত্বগিন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হলেন ; চন্দ্রমাঃ=চন্দ্রমা ; মনঃ=মন ; ভূত্বা=হয়ে ; হৃদয়ম্ প্রাবিশৎ=হৃদয়ে প্রবেশ করলেন ; মৃত্যুঃ=মৃত্যুদেবতা ; অপানঃ=অপানবায়ু ; ভূত্বা=হয়ে ; নাভিম্ প্রাবিশৎ=নাভিতে প্রবিষ্ট হলেন ; আপঃ=জলদেবতা ; রেতঃ=বীর্য ; ভূত্বা=হয়ে ; শিশ্নম্ প্রাবিশন্=শিশ্নে প্রবিষ্ট হলেন॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের আদেশ পেয়ে অগ্নিদেবতা বাগিন্দ্রিয়রূপ

ধারণ করলেন এবং পুরুষের (মানব শরীরের) মুখে প্রবিষ্ট হয়ে জিহ্বাকে আশ্রয় করলেন। এখানে বরুণদেবতাও রসনেন্দ্রিয়রূপে মুখে প্রবিষ্ট হলেন একথাটি অধিক বুঝে নিতে হবে। বায়ুদেবতা প্রাণরূপে নাসিকাছিদ্রে (ওই পথে সমস্ত শরীরে) প্রবিষ্ট হলেন। অশ্বিনীকুমারও প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের রূপ ধারণ করে নাসিকায় প্রবিষ্ট হন। একথাও এখানে উপলক্ষণে বোঝা যেতে পারে, কারণ তার পৃথক বর্ণনা নেই। তারপর সূর্যদেবতা চক্ষুরিন্দ্রিয় হয়ে চক্ষুতে প্রবিষ্ট হলেন। দিশাভিমানী দেবতা শ্রোত্রেন্দ্রিয়রূপে উভয় কর্ণে প্রবিষ্ট হলেন। ওষধি এবং বনস্পতির দেবতা লোমরূপে চর্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হন। চন্দ্রমা মনের রূপ ধারণ করে হৃদয়ে প্রবেশ করেন। মৃত্যুদেবতা অপান (এবং গুহ্যেন্দ্রিয়) রূপ ধারণ করে নাভিতে প্রবেশ করেন। জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বীর্যরূপে লিঙ্গে প্রবেশ করলেন। এইভাবে সমস্ত দেবতা ইন্দ্রিয়ের রূপে নিজ নিজ উপযুক্ত স্থানে প্রবিষ্ট হয়ে স্থিত হন॥ ৪ ॥

তমশনায়াপিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। তে অব্রবীদেতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্‌যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়াপিপাসে ভবতঃ॥ ৫ ॥

তম্=তাঁকে (পরমাত্মাকে) ; অশনায়াপিপাসে=ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দুজনে ; অব্রূতাম্=বলল ; আবাভ্যাম্=আমাদের দুজনের জন্যও ; অভিপ্রজানীহি=(স্থানের) ব্যবস্থা করুন ; ইতি=একথা (শুনে) ; তে=তাদের দুজনকে ; অব্রবীৎ=(পরমাত্মা) বললেন ; বাম্=তোমাদের দুজনকে (আমি) ; এতাসু দেবতাসু= এই সব দেবতামধ্যে ; এব=ই ; আভজামি=ভাগ করে দিচ্ছি ; এতাসু=এই দেবতাদের মধ্যেই (তোমাদের) ; ভাগিন্যৌ=অংশীদার ; করোমি ইতি=করে দিচ্ছি ; তস্মাৎ=এইজন্য ; যস্যৈ কস্যৈ চ=যে কোনো ; দেবতায়ৈ=দেবতার জন্য ; হবিঃ=হবিঃ (ভিন্ন ভিন্ন বিষয়) ; গৃহ্যতে=(ইন্দ্রিয়দ্বারা) গ্রহণ করা হয় ; অস্যাম্= সেই দেবতার (ভোজনে) ; অশনায়াপিপাসে=ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা উভয়ে ; এব=ই ; ভাগিন্যৌ=অংশীদার ; ভবতঃ=হয় ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—তখন ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা উভয়ে পরমেশ্বরকে বলতে লাগল—ভগবান ! এঁদের সকলের থাকার জন্য তো স্থান নিশ্চিত হয়েছে, এবারে আমাদের জন্যও কোনো বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করে তাতে আমাদের স্থাপিত করুন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এইরূপ বললে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর বললেন—তোমাদের দুজনের জন্য কোনো পৃথক স্থানের প্রয়োজন নেই। তোমাদের দুজনকে আমি এই দেবতাদের স্থানেই অংশীদার করে দিচ্ছি। দেবতাদের আহারে আমি তোমাদের ভাগীদার করে দিচ্ছি। সৃষ্টির আদিতেই পরমেশ্বর এইরূপ নিয়ম করেছিলেন, এইজন্য যখন যে কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ গ্রহণ করা হয়, তখন ঐ দেবতার ভাগে এই ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাও ভাগীদার হয় অর্থাৎ অভিমানী দেবতার তৃপ্তির সাথে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাও তৃপ্ত হয়, শান্তি পায়॥ ৫ ॥

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় খণ্ড

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি॥ ১ ॥

সঃ=তিনি (পরমাত্মা) ; ঈক্ষত=পুনঃ বিচার করলেন ; নু=নিশ্চয়ই ; ইমে=এই সব ; লোকাঃ=লোক ; চ=এবং ; লোকপালাঃ=লোকপাল ; চ=ও (রচিত, এখন) ; এভ্যঃ=এদের জন্য ; অন্নম্ সৃজৈ ইতি=আমাকে অন্নের সৃষ্টি করতে হবে॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—এই সবের রচনা হয়ে যাওয়ার পর পরমেশ্বর পুনরায় ভেবে দেখলেন—'এই সমস্ত লোক এবং লোকপাল তো রচিত হল, এখন এদের নির্বাহের জন্য অন্নের প্রয়োজন। ভোগ্য পদার্থেরও ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ এদের সঙ্গে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাকেও সংযোগ করা হয়েছে। এজন্য অন্নের রচনা করা দরকার'॥ ১ ॥

সোঽপোঽভ্যতপত্তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ॥ ২ ॥

সঃ=তিনি (পরমাত্মা) ; অপঃ=জলকে (পাঁচ সূক্ষ্ম মহাভূতকে) ;

অভ্যতপৎ=তপ্ত করলেন (সংকল্প দ্বারা ওতে ক্রিয়া উৎপন্ন করলেন) ; তাভ্যঃ অভিতপ্তাভ্যঃ=ওই তপ্ত পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত থেকে ; মূর্তিঃ=মূর্তি ; অজায়ত=উৎপন্ন হল ; বৈ=নিশ্চয়ই ; যা=যে ; সা=সে ; মূর্তিঃ=মূর্তি ; অজায়ত=উৎপন্ন হল ; তৎ বৈ=তাই ; অন্নম্=অন্ন॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—এরূপ চিন্তা করে পরমেশ্বর জলকে অর্থাৎ পঁঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতকে তপ্ত করলেন—নিজ সংকল্প দ্বারা তাতে ক্রিয়া উৎপন্ন করলেন। পরমাত্মার সংকল্প দ্বারা সঞ্চালিত ওই সূক্ষ্ম মহাভূত থেকে মূর্তি প্রকট হল অর্থাৎ তার স্থূলরূপ উৎপন্ন হল। ওই যে মূর্তি অর্থাৎ ওই পাঁচ মহাভূতের স্থূলরূপ যা উৎপন্ন হল, তাই অন্ন—দেবতাগণের জন্য ভোগ্য॥ ২ ॥

তদেনৎ সৃষ্টং পরাঙত্যজিঘাংসত্তদ্বাচাজিঘৃক্ষত্তন্নাশক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্। স যদ্বৈনদ্বাচাঽগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥ ৩ ॥

সৃষ্টম্=সৃষ্ট ; **তৎ**=ওই ; **এনৎ**=এই অন্ন ; **পরাঙ্**=(ভোক্তা পুরুষ থেকে) বিমুখ হয়ে ; **অত্যজিঘাংসৎ**=পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল ; **তৎ**=(তখন ওই পুরুষ) তাকে ; **বাচা**=বাণী দ্বারা ; **অজিঘৃক্ষৎ**=গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন ; (কিন্তু তিনি) **তৎ**=তাকে ; **বাচা**=বাণী দ্বারা ; **গ্রহীতুম্ ন অশক্নোৎ**=গ্রহণ করতে সমর্থ হননি ; **যৎ**=যদি ; **সঃ**=তিনি ; **এনৎ**=এই অন্নকে ; **বাচা**=বাণী দ্বারা ; **হ**=ই ; **অগ্রহৈষ্যৎ**=গ্রহণ করতে পারতেন ; (তাহলে এখনও মানুষ) **হ**=অবশ্যই ; **অন্নম্ অভিব্যাহৃত্য**=অন্নের বর্ণনা করে ; **এব**=ই ; **অত্রপ্স্যৎ**=তৃপ্ত হত॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—লোক এবং লোকপালের আহারসম্বন্ধী আবশ্যকতা পূর্ণ করার জন্য উৎপন্ন অন্ন বুঝল যে, আমার ভক্ষণকর্তা আসলে আমারই বিনাশকারী। এইজন্য অন্ন বিমুখ হয়ে তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পলায়ন করতে লাগল। তখন মনুষ্যরূপে উৎপন্ন জীবাত্মা ওই অন্নকে বাণী দ্বারা ধরার চেষ্টা করলেন ; কিন্তু তিনি তাকে বাণী দ্বারা ধরতে পারলেন না। যদি ওই পুরুষ বাণী দ্বারা অন্নকে গ্রহণ করে নিতেন তাহলে আজও মানুষ বাণী দ্বারা অন্নের উচ্চারণ করেই তৃপ্ত হত। অন্নের নাম উচ্চারণ করলেই তার উদর পূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু এরূপ হয় না॥ ৩ ॥

তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষত্তন্নাশক্নোৎপ্রাণেন গ্রহীতুং স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥ ৪ ॥

(তখন ওই পুরুষ) **তৎ**=ওই অন্নকে ; **প্রাণেন**=প্রাণ-ইন্দ্রিয়[১] দ্বারা ; **অজিঘৃক্ষৎ**=ধরতে চাইলেন ; (কিন্তু তিনি) **তৎ**=তাকে ; **প্রাণেন**=ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাও ; **গ্রহীতুম্ ন অশক্নোৎ**=গ্রহণ করতে সমর্থ হলেন না ; **যৎ**=যদি ; **সঃ**=তিনি ; **এনৎ**=এই অন্নকে ; **প্রাণেন** =ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ; **হ**=ই ; **অগ্রহৈষ্যৎ**=গ্রহণ করে নিতেন ; (তাহলে আজও মানুষ) **হ**=অবশ্য ; **অন্নম্**=অন্নের ; **অভিপ্রাণ্য**=ঘ্রাণ নিয়ে ; **এব**=ই ; **অত্রপ্স্যৎ**=তৃপ্ত হয়ে যেত॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—তখন ওই পুরুষ অন্নকে প্রাণ দ্বারা অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করার চেষ্টা করলেন কিন্তু তিনি অন্নকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাও ধরতে পারলেন না। যদি তিনি এই অন্নকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ধরতে পারতেন তাহলে আজও লোকে নাসিকা দ্বারা অন্নের ঘ্রাণ নিয়েই তৃপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু এইরূপ দেখা যায় না ॥ ৪ ॥

তচ্চক্ষুষাজিঘৃক্ষত্তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুং স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাঽগ্রহৈষ্যদ্ দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥ ৫ ॥

(তখন ওই পুরুষ) **তৎ**=অন্নকে ; **চক্ষুষা**=চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা ; **অজিঘৃক্ষৎ**=গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন ; (কিন্তু তিনি) ; **তৎ**=তাকে ; **চক্ষুষা**=অক্ষি দ্বারা ; **গ্রহীতুম্ ন অশক্নোৎ**=গ্রহণ করতে সমর্থ হননি ; **যৎ**=যদি ; **সঃ**=তিনি ; **এনৎ**=এই অন্নকে ; **চক্ষুষা**=চক্ষু দ্বারা ; **হ**=ই ; **অগ্রহৈষ্যৎ**=গ্রহণ করে নিতেন তাহলে ; **হ**=অবশ্যই ; (আজও মানুষ) **অন্নম্**=অন্নকে ; **দৃষ্ট্বা**=দেখে ; **এব**=ই ; **অত্রপ্স্যৎ**= তৃপ্ত হত॥ ৫ ॥

---

[১]ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় হল গন্ধ। সেটি বায়ু এবং প্রাণের সহযোগেই উক্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নিবাসস্থান নাসিকা ছিদ্র দ্বারাই প্রাণের গমনাগমন হয়। তাই এখানে ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরই পরিবর্তে 'প্রাণ' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ শেষে প্রাণেরই প্রকারভেদস্বরূপ অপানদ্বারা অন্ন গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। অতএব এখানে প্রাণদ্বারা গ্রহণ না করতে পারার কথা স্বীকার করলে পূর্বাপর বিরোধ হবে।

ব্যাখ্যা — পুনঃ ওই পুরুষ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা অন্নকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন ; কিন্তু তিনি অক্ষি দ্বারা অন্ন গ্রহণ করতে সমর্থ হননি। যদি তিনি এই অন্নকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করতেন তাহলে অবশ্যই আজও লোকে অন্নকে দেখেই তৃপ্ত হত ; কিন্তু এরূপ তো দেখা যায় না॥ ৫ ॥

তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষত্তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুং স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥ ৬ ॥

(তখন ওই পুরুষ) তৎ=ওই অন্নকে ; **শ্রোত্রেণ**=কর্ণ দ্বারা ; **অজিঘৃক্ষৎ**=গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন ; (কিন্তু তিনি) **তৎ**=তাকে ; **শ্রোত্রেণ**=কর্ণ দ্বারা ; **গ্রহীতুম্ ন অশক্নোৎ**=গ্রহণ করতে সমর্থ হননি ; **যৎ**=যদি ; **সঃ**=তিনি ; **এনৎ**= একে ; **শ্রোত্রেণ**=কর্ণদ্বারা ; **হ**=ই ; **অগ্রহৈষ্যৎ**=গ্রহণ করে নিতেন ; **হ**=নিঃসন্দেহে তাহলে ; (আজও মানুষ) ; **অন্নম্**=অন্নের নাম ; **শ্রুত্বা**=শুনে ; **এব**=ই ; **অত্রপ্স্যৎ**=তৃপ্ত হত॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—পুনঃ ওই পুরুষ অন্নকে কর্ণ দ্বারা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন কিন্তু তাকে কর্ণ দ্বারা গ্রহণ করতে সমর্থ হননি। যদি কর্ণ দ্বারা গ্রহণ করতেন তাহলে অবশ্যই আজও লোক অন্নের নাম শুনেই তৃপ্ত হত, কিন্তু তা হয় না॥ ৬ ॥

তত্ত্বচাঽজিঘৃক্ষত্তন্নাশক্নোত্ত্বচা গ্রহীতুং স যদ্ধৈনত্ত্বচাগ্রহৈষ্যৎস্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥ ৭ ॥

(তখন ওই পুরুষ) **তৎ**=তাকে ; **ত্বচা**=চর্ম দ্বারা ; **অজিঘৃক্ষৎ**=গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন ; (কিন্তু) **তৎ**=তাকে ; **ত্বচা**=চর্ম দ্বারা ; **গ্রহীতুম্ ন অশক্নোৎ**=গ্রহণ করতে সমর্থ হননি ; **যৎ**=যদি ; **সঃ**=তিনি ; **এনৎ**=একে ; **ত্বচা**=চর্ম দ্বারা ; **হ**=ই ; **অগ্রহৈষ্যৎ**=গ্রহণ করতেন তাহলে ; **হ**=অবশ্যই (আজও মানুষ) ; **অন্নম্**= অন্নকে ; **স্পৃষ্ট্বা**=স্পর্শ করে ; **এব**=ই ; **অত্রপ্স্যৎ**=তৃপ্ত হয়ে যেত॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—তখন ওই পুরুষ অন্নকে চর্ম দ্বারা ধরতে চেষ্টা করলেন ; কিন্তু তিনি তাকে চর্ম দ্বারাও ধরতে পারলেন না। যদি তিনি অন্নকে চর্ম দ্বারা ধরতে পারতেন তাহলে অবশ্যই মানুষ অন্ন স্পর্শ করেই তৃপ্ত হত। কিন্তু এরূপ দেখা যায় না॥ ৭ ॥

তন্মনসাজিঘৃক্ষত্তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুং স যদ্ধৈনন্মনসাঽগ্রহৈষ্যদ্ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥ ৮ ॥

(তখন ওই পুরুষ) তৎ=তাকে ; মনসা=মন দ্বারা ধরার চেষ্টা করলেন ; (কিন্তু) তৎ=তাকে ; মনসা=মন দ্বারাও ; গ্রহীতুম্ ন অশক্নোৎ=গ্রহণ করতে সমর্থ হননি ; যৎ=যদি ; সঃ=তিনি ; এনৎ=একে ; মনসা=মন দ্বারা ; হ=ই ; অগ্রহৈষ্যৎ=গ্রহণ করে নিতেন তাহলে ; হ=অবশ্যই (মানুষ) ; অন্নম্=অন্নকে ; ধ্যাত্বা=চিন্তন করে ; এব=ই ; অত্রপ্স্যৎ=তৃপ্ত হত॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—(তখন ওই পুরুষ) মন দ্বারা অন্নকে ধরার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি তাকে মন দ্বারাও ধরতে পারলেন না। যদি তিনি মন দ্বারা ধরে নিতে পারতেন তাহলে অবশ্যই আজও মানুষ অন্নের চিন্তা করেই তৃপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু এরূপ হয় না॥ ৮ ॥

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষত্তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুং স যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনাগ্রহৈষ্যদ্বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥ ৯ ॥

(পুনরায় ওই পুরুষ) তৎ=ওই অন্নকে ; শিশ্নেন=উপস্থ দ্বারা ; অজিঘৃক্ষৎ=গ্রহণ করতে চাইলেন ; (কিন্তু) তৎ=তাকে ; শিশ্নেন=উপস্থ দ্বারাও ; গ্রহীতুম্ ন অশক্নোৎ=গ্রহণ করতে সমর্থ হননি ; যৎ=যদি ; সঃ=তিনি ; এতৎ=একে ; শিশ্নেন=উপস্থ দ্বারা ; হ=ই ; অগ্রহৈষ্যৎ=গ্রহণ করতেন তাহলে ; হ=অবশ্যই ; (মানুষ) অন্নম্ বিসৃজ্য=অন্নত্যাগ করে ; এব=ই ; অত্রপ্স্যৎ=তৃপ্ত হয়ে যেত॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—পুনঃ ওই পুরুষ অন্নকে উপস্থ (লিঙ্গ) দ্বারা গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তাকে উপস্থ দ্বারা গ্রহণ করতে সমর্থ হননি। যদি তিনি তাকে উপস্থ দ্বারা গ্রহণ করতে সমর্থ হতেন তাহলে অবশ্যই আজও মানুষ অন্নত্যাগ করেই তৃপ্ত হত ; কিন্তু এরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না॥ ৯ ॥

তদপানেনাজিঘৃক্ষত্তদাবয়ৎ সৈষোঽন্নস্য গ্রহো যদ্বায়ুরন্নায়ুর্বা এষ যদ্বায়ুঃ॥ ১০ ॥

(পরিশেষে) তৎ=ওই অন্নকে ; অপানেন=অপানবায়ু দ্বারা ; অজিঘৃক্ষৎ=গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন ; (এবারে তিনি) তৎ=তাকে ; আবয়ৎ=গ্রহণ করে

নিলেন ; **সঃ**=তিনি ; **এষঃ**=এই অপানবায়ুই ; **অন্নস্য**=অন্নের ; **গ্রহঃ**=গ্রহীতা অর্থাৎ গ্রহণকর্তা ; **যৎ**=যে ; **বায়ুঃ**=বায়ু ; **অন্নায়ুঃ**=অন্নদ্বারা জীবনের রক্ষক-রূপে ; **বৈ**=প্রসিদ্ধ ; **যৎ**=যা ; **এষঃ**=এই ; **বায়ুঃ**=অপানবায়ু॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—অবশেষে ওই পুরুষ অন্নকে মুখরূপ দ্বার দিয়ে অপান বায়ুর সাহায্যে গ্রহণ করতে চাইলেন অর্থাৎ অপান বায়ু দ্বারা মুখের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করলেন এবং ওই অন্নকে নিজ শরীরে নিয়ে যেতে সমর্থ হলেন। ওই অপানবায়ু যা বাইরে থেকে শরীরের ভিতরে প্রশ্বাসরূপে যায়, সেটিই অন্নের গ্রহীতা—অন্নের গ্রহণকর্তা, অর্থাৎ ভিতরে বহনকারী। প্রাণবায়ুর সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধি যে, এটি অন্ন দ্বারা মানুষের জীবনরক্ষাকারী অর্থাৎ সাক্ষাৎ জীবনরক্ষক। প্রাণাদি পাঁচ ভেদে বিভক্ত মুখ্য প্রাণেরই এক অংশ হল এই অপানবায়ু। অতএব এটি সিদ্ধ হল যে প্রাণই মানুষের জীবন॥ ১০ ॥

স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাঽভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি॥ ১১ ॥

সঃ=(তখন) তিনি ; (সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর) ; **ঈক্ষত**=বিশেষ চিন্তা করলেন ; **নু**=নিশ্চয়ই ; **ইদম্**=এ ; **মৎ ঋতে**=আমাকে ছাড়া ; **কথম্**=কীভাবে ; **স্যাৎ**= থাকবে ; **ইতি**=একথা ভেবে ; (পুনঃ) **সঃ**=তিনি ; **ঈক্ষত**=চিন্তা করলেন ; **যদি**=যদি ; **বাচা**=(আমাকে ছাড়াই) বাণী দ্বারা ; **অভিব্যাহৃতম্**=বলার কার্য সম্পন্ন হয় ; **যদি**=যদি ; **প্রাণেন**=ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ; **অভিপ্রাণিতম্**=ঘ্রাণ নেওয়ার কার্য সম্পন্ন হয় ; **যদি**=যদি ; **চক্ষুষা**=চক্ষু দ্বারা ; **দৃষ্টম্**=দৃষ্ট ; **যদি**=যদি ; **শ্রোত্রেণ**=শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা ; **শ্রুতম্**=শ্রুত ; **যদি**=যদি ; **ত্বচা**=ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা ; **স্পৃষ্টম্**=স্পৃষ্ট ; **যদি**=যদি ; **মনসা**=মন দ্বারা ; **ধ্যাতম্**=ধ্যাত ; **যদি**=যদি ; **অপানেন**=অপান দ্বারা ; **অভ্যপানিতম্**= অন্নগ্রহণাদি অপানসম্বন্ধীয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয় (তথা) ; **যদি**=যদি ; **শিশ্নেন**=শিশ্ন দ্বারা ;

বিসৃষ্টম্=মূত্র এবং বীর্য সৃষ্ট হয় ; অথ=অনন্তর তাহলে ; অহম্=আমি ; কঃ=কে ; ইতি=এইরূপ ভেবে ; (পুনঃ) সঃ=তিনি ; ঈক্ষত=চিন্তা করলেন ; কতরেণ=(পাদ ও মস্তক এই উভয়ের মধ্যে) কোন রাস্তায় ; প্রপদ্যৈ ইতি=আমাকে প্রবেশ করতে হবে॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—এইভাবে যখন লোক এবং লোকপালগণের রচনা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সকলের জন্য আহারও উৎপন্ন হয়েছিল তথা মনুষ্য-শরীরধারী পুরুষ ওই আহার গ্রহণ করতে শিখেছিলেন, তখন স্রষ্টা পরমাত্মা পুনঃ বিচার করলেন—'এই মনুষ্যরূপ পুরুষ আমাকে ছাড়া থাকবে কীভাবে ? যদি জীবাত্মার সাথে আমার সহযোগ না থাকে তাহলে এ একা কীভাবে থাকবে ?'[১] তৎসহ আবার বিচার করলেন, 'যদি আমার সহযোগ ছাড়া এই পুরুষ বাণী দ্বারা কথনরূপ ক্রিয়া করে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধগ্রহণ ক্রিয়া করে, প্রাণাদি দ্বারা বায়ুকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া এবং বাহিরে বর্জনরূপ ক্রিয়া করে, নেত্র দ্বারা দর্শন ক্রিয়া, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ ক্রিয়া, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শন ক্রিয়া, মন দ্বারা মনন ক্রিয়া, অপান দ্বারা অন্ন গলাধঃকরণ এবং যদি জননেন্দ্রিয় দ্বারা মূত্র এবং বীর্য বর্জন ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহলে আমার আর কী প্রয়োজন ?' এর ভাবার্থ এই যে, 'আমি ছাড়া এই সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য সম্পন্ন করা অসম্ভব।' একথা ভেবে পরমাত্মা চিন্তা করলেন—আমি এই মনুষ্যশরীরে চরণ এবং মস্তক এই উভয়ের মধ্যে কোন পথে প্রবেশ করি॥ ১১ ॥

স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ, অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি॥ ১২ ॥

(এইরূপ ভেবে দেখার পর) সঃ=তিনি ; এতম্ এব=এই (মানব শরীরের) ; সীমানম্=সীমা ; বিদার্য=বিদারণ করে ; এতয়া=এর দ্বারা ; প্রাপদ্যত= সজীব

---

[১]এইজন্য ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেছেন—'সমস্ত ভূতের কারণ আমিই। চরাচরে এমন কোনো প্রাণী নেই যা আমার থেকে ভিন্ন' (১০।৩৯)।

শরীরে প্রবেশ করলেন ; **সা**=সেই ; **এষা**=এই ; **দ্বাঃ**=দ্বার ; **বিদৃতিঃ নাম**= বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ ; **তৎ**=সেটিই ; **এতৎ**=এই ; **নান্দনম্**=আনন্দদায়ক অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার ; **তস্য**=ওই পরমেশ্বরের ; **ত্রয়ঃ**=তিন ; **আবসথাঃ**= আশ্রয় (উপলব্ধি স্থান) ; **ত্রয়ঃ**=তিন ; **স্বপ্নাঃ**=স্বপ্ন ; **অয়ম্**=এই (হৃদয়-গুহা) ; **আবসথঃ**= একটি স্থান ; **অয়ম্**=এই (পরমধাম) ; **আবসথঃ**=দ্বিতীয় স্থান ; **অয়ম্**=এই (সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড) ; **আবসথঃ ইতি**=তৃতীয় স্থান॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—পরমাত্মা এই মনুষ্য শরীরের সীমা (মূর্ধা)-কে ; অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র চিরে (ছেদ করে) তার মাধ্যমে মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হলেন। ওই প্রবেশ দ্বার বিদৃতি (বিদীর্ণ দ্বার) নামে প্রসিদ্ধ। ওই বিদৃতি দ্বার (ব্রহ্মরন্ধ্র) আনন্দদায়ক অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তিকারক। পরমাত্মার উপলব্ধির তিনটি স্থান বিদ্যমান এবং স্বপ্নও তিনটি। **প্রথমত** এই হৃদয়াকাশ তাঁর উপলব্ধির স্থান। **দ্বিতীয়ত** হল বিশুদ্ধ আকাশস্বরূপ পরমধাম যাকে সত্যলোক, গোলোক, ব্রহ্মলোক, সাকেতলোক, কৈলাস আদি অনেক নামে অভিহিত করা হয়। **তৃতীয়ত** হল এটি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড। তথা এই জগতের যে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণরূপ তিনটি অবস্থা—এগুলিই হল তাঁর তিনটি স্বপ্ন॥ ১২ ॥

স জাতো ভূতান্যভিব্যৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যৎ। ইদমদর্শমিতী৩॥ ১৩ ॥

জাতঃ সঃ=মানবরূপে প্রকটিত ওই পুরুষ ; **ভূতানি**=পঞ্চ মহাভূতের অর্থাৎ ভৌতিক জগতের রচনা ; **অভিব্যৈখ্যৎ**=চতুর্দিকে দেখলেন ; (এবং) **ইহ**=এখানে ; **অন্যম্**=অন্য ; **কিম্**=কে (আছে) ; **ইতি**=এইরূপ ; **বাবদিষৎ**= বললেন ; **সঃ**=(তখন) সে (মনুষ্য) ; **এতম্**=এই ; **পুরুষম্**=অন্তর্যামী পরম পুরুষকে ; **এব**=ই ; **ততমম্**=সর্বব্যাপী ; **ব্রহ্ম**=পরব্রহ্মরূপে ; **অপশ্যৎ**= দেখলেন ; (এবং বলে উঠলেন) **(অহো) ইতি৩** =আহা ! বড় সৌভাগ্যের কথা ; **ইদম্**=এই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে ; **অদর্শম্**=আমি দর্শন করলাম॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—মনুষ্যরূপে উৎপন্ন ওই পুরুষ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে এই ভৌতিক জগতের বিচিত্র রচনা চতুর্দিকে দেখলেন এবং মনে মনে এইরূপ বললেন—

'এই বিচিত্র জগতের রচয়িতা কে ? কেননা এ তো আমার রচনা নয় এবং কার্যরূপ হওয়ার জন্য এর অন্য কোনো কর্তা অবশ্যই থাকবে।' এইরূপ বিচারের পর সেই সাধক নিজ হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান পুরুষকেই সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপ্ত পরব্রহ্মরূপে প্রত্যক্ষ করলেন। তখন তিনি আনন্দে বলতে লাগলেন—'আহা ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা, আমি পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে দেখলাম, সাক্ষাৎ করলাম।'

এর দ্বারা এই ভাব প্রকট করা হয়েছে যে, এই জগতের বিচিত্র রচনা দেখে এর কর্তা-ধর্তা পরমাত্মার সত্তায় বিশ্বাস করে যদি মানুষ তাঁকে জানতে এবং পেতে উৎসুক হয়, তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে চেষ্টা করে তাহলে অবশ্যই তাঁকে জানতে পারবে। পরমাত্মাকে জানা এবং লাভ করা মানব শরীরেই সম্ভব, অন্য শরীরে নয়। অতএব, মানুষের নিজ জীবনের অমূল্য সময়ের সদুপযোগ করা উচিত, নষ্ট করা উচিত নয়। এই অধ্যায়ে পরমাত্মার মহিমা এবং মনুষ্য-শরীরের মহত্ত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে।। ১৩ ।।

তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ।। ১৪ ।।

তস্মাৎ=এজন্য ; **ইদন্দ্রঃনাম**=তিনি 'ইদন্দ্র' ; **হ**=বাস্তবে ; **ইদন্দ্রঃ নাম বৈ**=তিনি 'ইদন্দ্র' নামধারীই ; (কিন্তু) **ইদন্দ্রম্**=ইদন্দ্র ; **সন্তম্**=হলেও ; **তম্**=ওই পরমাত্মাকে ; **পরোক্ষেণ**=পরোক্ষে (গুপ্তনামে) ; **ইন্দ্রঃ**=ইন্দ্র ; **ইতি**=এইরূপ ; **আচক্ষতে**=বলা হয় ; **হি**=কেননা ; **দেবাঃ**=দেবতাগণ ; **পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব**=যেন পরোক্ষ প্রিয় হন ; **হি দেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব**=মনে হয় দেবতাগণ পরোক্ষ-রূপে কথিত কথাই পছন্দ করেন।। ১৪ ।।

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে ওই মানব শরীরে উৎপন্ন পুরুষ পূর্বোক্তরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন এইজন্য পরমাত্মার নাম 'ইদন্দ্র'। অর্থাৎ 'ইদম্ দ্রঃ'—এঁকে আমি দেখলাম, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে তাঁর নাম 'ইদন্দ্র'। এইরূপে যদ্যপি পরমাত্মার নাম 'ইদন্দ্র'ই তথাপি তাঁকে লোকে

পরোক্ষরূপে 'ইন্দ্র' বলেই ডাকে ; কেননা দেবতারা পরোক্ষেই কিছু বলতে পছন্দ করেন। 'পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ' এই অন্তিম বাক্য দুবার উদ্ধৃত করে এই খণ্ডের সমাপ্তি সূচিত হয়েছে॥ ১৪ ॥

॥ তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

॥ প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

সম্বন্ধ——*প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টির উৎপত্তিক্রম এবং মনুষ্য শরীরের মহত্ত্ব বলা হয়েছে এবং একথাও সংকেতে বলা হয়েছে যে, এই মনুষ্য শরীরে জীবাত্মা পরমাত্মাকে জেনে কৃতকৃত্য হতে পারে। এখন এই শরীরের অনিত্যতা জানিয়ে বৈরাগ্য জাগাবার জন্য এই অধ্যায়ে মানব শরীরের উৎপত্তির বর্ণনা আরম্ভ করা হচ্ছে—*

পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি। যদেতদ্রেতস্তদেতৎ সর্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্তি তদ্‌যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি তদস্য প্রথমং জন্ম ॥ ১ ॥

অয়ম্=এই (সংসারী জীব) ; হ=নিশ্চয়পূর্বক ; আদিতঃ=প্রথমত ; পুরুষে= পুরুষ শরীরে ; বৈ=ই ; গর্ভঃ ভবতি=বীর্যরূপে গর্ভ হয় ; যৎ=যে ; এতৎ=এই (পুরুষে) ; রেতঃ=বীর্য ; তৎ=তা ; এতৎ=এই (পুরুষের) ; সর্বেভ্যঃ=সম্পূর্ণ ; অঙ্গেভ্যঃ=অঙ্গ থেকে ; সম্ভূতম্=সম্ভূত ; তেজঃ=তেজ ; আত্মানম্=(এই পুরুষ প্রথমত) নিজ স্বরূপভূত এই বীর্যময় তেজকে ; আত্মনি=নিজ শরীরে ; এব=ই ; বিভর্তি=ধারণ করেন ; (পুনঃ) যদা=যখন ; তৎ=তাকে ; স্ত্রিয়াম্=স্ত্রীতে ; সিঞ্চতি=সিঞ্চন করেন ; অথ=তখন ; এনৎ=একে ; জনয়তি=গর্ভরূপে উৎপন্ন করেন ; তৎ=ঐটি ; অস্য=এর ; প্রথমম্=প্রথম ; জন্ম=জন্ম॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—এই জীব প্রথমে পুরুষ শরীরে (পিতৃশরীরে) বীর্যরূপে গর্ভিত —প্রকট হয়। পুরুষ শরীরের এই বীর্য সকল অঙ্গ থেকে নিঃসৃত উৎপন্ন তেজ

(সারবস্তু)। পিতা স্বস্বরূপভূত ওই বীর্যরূপ তেজ প্রথমে নিজ শরীরে ধারণ-পোষণ করেন ; ব্রহ্মচর্য দ্বারা তাকে বর্ধিত এবং পুষ্ট করেন। পুনঃ যখন এই বীর্য স্ত্রীমধ্যে সিঞ্চন করেন এবং একে গর্ভরূপে উৎপন্ন করেন। এরূপ মাতৃশরীরে প্রবেশই হল এর প্রথম জন্ম॥ ১ ॥

তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূতং গচ্ছতি। যথা স্বমঙ্গং তথা। তস্মাদেনাং ন হিনস্তি। সাঽস্যৈতমাত্মানমত্রগতং ভাবয়তি॥ ২ ॥

তৎ=সেই (গর্ভ) ; **স্ত্রিয়াঃ**=স্ত্রীর ; **আত্মভূতম্**=আত্মভাব ; **গচ্ছতি**=প্রাপ্ত হয় ; **যথা**=যেরূপ ; **স্বম্**=নিজের ; **অঙ্গম্**=অঙ্গ ; **তথা**=সেইরূপই (হয়ে যায়) ; **তস্মাৎ**=এইজন্য ; **এনাম্**=এই স্ত্রীকে ; **ন হিনস্তি**=পীড়া দেয় না ; **সা**=ওই স্ত্রী (মাতা) ; **অত্রগতম্**=এখানে (নিজ শরীরে) আগত ; **অস্য**=এর (নিজ পতির) ; **আত্মানম্**=আত্মারূপ (স্বরূপভূত) ; **এতম্ ভাবয়তি**=এই গর্ভের পালনপোষণ করেন॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—পিতৃদ্বারা স্থাপিত ওই তেজ অর্থাৎ মাতৃশরীরে আগত গর্ভ মাতৃশরীরে আত্মভাবপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাঁর অন্যান্য অঙ্গের মতো ওই গর্ভও তাঁর শরীরের এক অঙ্গেরই ন্যায় হওয়ায় সেই গর্ভ স্ত্রীর উদরে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কোনোরূপ পীড়া দেয় না। পতির আত্মারূপ গর্ভকে নিজ অঙ্গের ন্যায় খাদ্যের দ্বারা পুষ্ট করে এবং সমস্ত প্রকার আবশ্যক নিয়মের পালন করে স্ত্রী তাকে রক্ষা করেন॥ ২ ॥

সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি। তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্তি। সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধিভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধিভাবয়ত্যাত্মানমেব তদ্ভাবয়ত্যেষাং লোকানাং সন্তত্যা। এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ৩ ॥

সা=ওই ; **ভাবয়িত্রী**=গর্ভ পালনপোষণকারিণী ; **ভাবয়িতব্যা**=পালনপোষণ যোগ্যা ; **ভবতি**=হন ; **তম্ গর্ভম্**=ওই গর্ভকে ; **অগ্রে**=প্রসবের পূর্বে ; **স্ত্রী**=স্ত্রী ; **বিভর্তি**=ধারণ করেন ; **জন্মনঃ অধি**=জন্ম নেওয়ার পর ; **সঃ**=তিনি (সন্তানের পিতা) ; **অগ্রে**=প্রথমে ; **এব**=ওই ; **কুমারম্**=ওই কুমারকে ; (জাতকর্মাদি সংস্কার দ্বারা) **ভাবয়তি**=অভ্যুদয়শীল করেন তথা তার উন্নতি করেন ;

সঃ=তিনি (পিতা); যৎ=যে ; জন্মনঃ অধি=জন্ম নেওয়ার পর ; অগ্রে (এব)=প্রথমেই ; কুমারম্ ভাবয়তি=বালকের উন্নতি করেন ; তৎ=তিনি (যেন) ; এষাম্=এই ; লোকানাম্=লোকের (মনুষ্যগণের) ; সন্তত্যা= সন্ততি দ্বারা ; আত্মানম্ এব ভাবয়তি=নিজেরই উন্নতি করেন ; হি=কেননা ; এবম্=এইরূপ ; ইমে=এই সমস্ত ; লোকাঃ=লোক (মনুষ্য) ; সন্ততাঃ=বিস্তৃত হয়েছে ; তৎ=ঐটি ; অস্য= এর ; দ্বিতীয়ম্=দ্বিতীয় ; জন্ম=জন্ম ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—নিজ পতির আত্মস্বরূপ ওই গর্ভকে সর্বপ্রকারে রক্ষাকারিণী স্ত্রী গৃহস্থজনের দ্বারা এবং বিশেষত তাঁর পতি কর্তৃক পালনপোষণযোগ্যা হন। অর্থাৎ গৃহস্থজনের এবং পতির অবশ্যকর্তব্য হল তাঁর ভোজনাদি সর্ববিধ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করা। প্রসবের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত স্ত্রী গর্ভকে নিজ শরীরে ধারণ করেন। সন্তানের জন্মের পর তার পিতা জাতকর্মাদি সংস্কার এবং নানা প্রকার উপচারের মাধ্যমে ওই কুমারের অভ্যুদয়ের প্রতি দৃষ্টি দেন। যে পর্যন্ত সে যোগ্য না হয় তাবৎকাল তার পালনপোষণ করেন। নানা শিল্প এবং বিদ্যাদির শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাকে উত্তম করে তোলার তাৎপর্য হল পরম্পরা রক্ষা করা, কেননা এইরূপে এক থেকে একের উৎপত্তিতেই সৃষ্টি বিস্তার লাভ করে। গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়াই হল দ্বিতীয় জন্ম।

এখানে পিতা এবং পুত্র উভয়কেই তাদের কর্তব্য পালনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। পুত্রকে বুঝতে হবে তার জীবনে মাতাপিতার বিশাল অবদান বিদ্যমান। অতএব, তার উচিত মাতাপিতার যথোচিত সেবা করা। পিতারও এই অহংকার হওয়া উচিত নয় যে তিনি পুত্রের উপকার করছেন। বরঞ্চ একথা বুঝতে হবে যে আমি নিজেরই বৃদ্ধি করে আপন কর্তব্য পালন করছি॥ ৩ ॥

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি। স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে তদস্য তৃতীয়ং জন্ম॥ ৪ ॥

সঃ=সে (পুত্ররূপে উৎপন্ন) ; অয়ম্=এই ; আত্মা=(পিতারই) আত্মা ; অস্য=এঁর (পিতা দ্বারা আচরণীয়) ; পুণ্যেভ্যঃ=শুভকর্মের ; প্রতিধীয়তে= প্রতিনিধি করা হয়েছে ; অথ=অনন্তর ; অস্য=এর (পুত্রের) ; অয়ম্=

এই (পিতৃরূপ) ; ইতরঃ=অন্য ; আত্মা=আত্মা ; কৃতকৃত্যঃ=নিজ কর্তব্য সম্পূর্ণ করে ; বয়োগতঃ=আয়ু পূর্ণ হলে ; প্রৈতি=মৃত্যুর পর (এখান থেকে) চলে যান ; সঃ=তিনি ; ইতঃ=এখান থেকে ; প্রয়ন্=গিয়ে ; এব=ই ; পুনঃ= পুনরায় ; জায়তে=উৎপন্ন হন ; তৎ=এটি ; অস্য=এর ; তৃতীয়ম্=তৃতীয় ; জন্ম=জন্ম ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত প্রকারে এই পিতারই আত্মাস্বরূপ পুত্র যখন কার্য করার যোগ্যতা অর্জন করে, তখন পিতা তাকে নিজ প্রতিনিধি করে দেন। অগ্নিহোত্র, দেবপূজা এবং অতিথিসেবাদি বৈদিক এবং লৌকিক সমস্ত শুভকর্মভার পুত্রের উপর অর্পিত হয়। পিতা পুত্রের প্রতি সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত করে নিজে কৃতকৃত্য হন অর্থাৎ পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত হন। অনন্তর এই শরীরের আয়ু পূর্ণ হলে যখন পিতা শরীর ত্যাগ করেন তখন অন্যত্র কর্মানুসারে জন্ম নেন। এটি তৃতীয় জন্ম। এইভাবে জন্মজন্মান্তরের পরম্পরা চলতে থাকে।

যতক্ষণ পর্যন্ত জন্ম মৃত্যুর কষ্ট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জীবাত্মা এই মানব শরীরে চেষ্টা না করে, ততক্ষণ এই পরম্পরা নষ্ট হয় না। অতএব এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের অবশ্যই প্রযত্ন করা উচিত। এটিই এই প্রকরণের উদ্দিষ্ট শিক্ষা ॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ——*এইভাবে বারংবার জন্ম নেওয়া এবং মৃত্যুবরণ করা এক ভয়ানক যন্ত্রণা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই জীবাত্মা এই শরীররূপ পিঞ্জর (খাঁচা) কেটে তা থেকে সর্বথা পৃথক না হবেন ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যুরূপ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। বামদেব ঋষির দৃষ্টান্তে একথা পরবর্তী দুটি মন্ত্রে বোঝানো হচ্ছে—*

তদুক্তমৃষিণা—

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি। গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ॥ ৫ ॥[১]

---

[১]এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদে (৪।২৭।১)-ও উল্লিখিত রয়েছে।

তৎ=ওই কথা (এইভাবে) ; **ঋষিণা**=ঋষি দ্বারা ; **উক্তম্**=উক্ত ; **নু**=অহো ; **অহম্**=আমি ; **গর্ভে**=গর্ভে ; **সন্**=থাকাকালে ; **এষাম্**=এই ; **দেবানাম্**=দেবতাদের ; **বিশ্বা**=অনেক ; **জনিমানি**=জন্ম ; **অন্ববেদম্**=ভালোভাবে জেনেছি ; **অধঃ**=তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বে ; **মা**=আমাকে ; **শতম্**=শত ; **আয়সীঃ**=লৌহসম কঠোর ; **পুরঃ**=শরীরগুলি ; **অরক্ষণ্**=অবরুদ্ধ করে রেখেছিল ; (এখন আমি) **শ্যেনঃ**=শ্যেনের মতো ; **জবসা**=বেগে ; **নিরদীয়ম্ ইতি**=তাদের সকলকে ভেঙে তা থেকে পৃথক হয়েছি ; **গর্ভে এব**=গর্ভেই ; **শয়ানঃ**=শয়ান ; **বামদেবঃ**= বামদেব ঋষি ; **এবম্**=এইরূপ ; **এতৎ**=একথা ; **উবাচ**=বলেছিলেন॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত চারটি মন্ত্রে কথিত কথার তাৎপর্য এখানে ঋষি-কর্তৃক কথিত হয়েছে। গর্ভে থাকাকালেই অর্থাৎ গর্ভের বাইরে আসার পূর্বেই বামদেব ঋষির যথার্থ জ্ঞান হয়েছিল, এইজন্য তিনি মাতার উদরেই বলেছিলেন, 'আহা! কী আশ্চর্য এবং আনন্দের কথা, গর্ভে থাকাকালে আমি এই সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দেবতাগণের অনেক জন্মের রহস্য উত্তমরূপে জেনেছি। অর্থাৎ আমি একথা জেনেছি যে, এই জন্ম ইন্দ্রিয়াদিরই হয়, আত্মার নয়। এই রহস্য বোঝার পূর্বে পর্যন্ত আমাকে শত লৌহসম কঠোর শরীররূপী খাঁচায় অবরুদ্ধ থাকতে হয়েছিল। ওতে আমার এমনই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, তা থেকে মুক্ত হওয়া খুবই কঠিন। এখন আমি বাজপাখির মতো জ্ঞানরূপ বলবেগে ওই সব ভেঙে তা থেকে পৃথক হয়েছি। ওই শরীররূপ খাঁচার সাথে আমার আর কোনো সম্বন্ধ নেই। আমি চিরকালের জন্য ওই শরীরের অহং থেকে মুক্ত হয়েছি'॥ ৫ ॥

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্ধ্ব উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ॥ ৬ ॥

এবম্=এইরূপ ; **বিদ্বান্**=(জন্মজন্মান্তর রহস্য) জ্ঞাতা ; **সঃ**=ওই বামদেব ঋষি ; **অস্মাৎ**=এই ; **শরীরভেদাৎ**=শরীরের নাশ হলে ; **ঊর্ধ্বঃ উৎক্রম্য**=সংসার অতিক্রম করে এবং ঊর্ধ্বগতি দ্বারা ; **অমুষ্মিন্**=ওই ; **স্বর্গে**

লোকে=স্বর্গলোকে (পৌঁছে) ; সর্বান্=সমস্ত ; কামান্=কামনাকে ; আপ্ত্বা= প্রাপ্ত হয়ে ; অমৃতঃ=অমৃত ; সমভবৎ=হয়েছেন ; সমভবৎ=হয়েছেন॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—এইরূপ জন্মজন্মান্তরের তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ যতক্ষণ এই জীবাত্মা শরীরের সাথে এক হয়ে থাকেন, শরীরকেই নিজ স্বরূপ স্বীকার করেন, ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি সম্ভব নয় অর্থাৎ জীবাত্মাকে পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে জন্ম নিয়ে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করতে হয়—এই রহস্যের জ্ঞাতা জ্ঞানী বামদেব গর্ভ থেকে বাইরে এসে অন্তিমে শরীরের নাশ হলে সংসার চক্র অতিক্রম করেন তথা ঊর্ধ্বগতি দ্বারা ভগবদ্ধামে পৌঁছে সেখানে সমস্ত কামনা লাভ করে অর্থাৎ সর্বতোভাবে আপ্তকাম হয়ে অমৃত হয়েছেন। অমৃত হয়েছেন। জন্ম-মৃত্যুচক্র থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়েছেন। '**সমভবৎ**'— পদটি দু'বার পাঠ অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচনা করে ॥ ৬ ॥

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১ ॥
॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে। কতরঃ স আত্মা, যেন বা পশ্যতি যেন বা শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি॥ ১ ॥

বয়ম্=আমরা ; **উপাস্মহে**=যাঁর উপাসনা করছি ; **(সঃ)**=সেই ; **অয়ম্**= এই ; **আত্মা**=আত্মা ; **কঃ ইতি**=কে ; **বা**=অথবা ; **যেন**=যার দ্বারা ; **পশ্যতি**=মানুষ দেখে ; **বা**=অথবা ; **যেন**=যার দ্বারা ; **শৃণোতি**=শ্রবণ করে ; **বা**=অথবা ; **যেন**=যার দ্বারা ; **গন্ধান্**=গন্ধসমূহের ; **আজিঘ্রতি**=ঘ্রাণ নেয় ; **বা**=অথবা ; **যেন**=যার দ্বারা ; **বাচম্**=বাণী ; **ব্যাকরোতি**=উচ্চারণ করে ; **বা**=অথবা ; **যেন**= যার দ্বারা ; **স্বাদু**=স্বাদযুক্ত ; **চ**=এবং ; **অস্বাদু**=স্বাদহীন বস্তু ; **চ**=ও ; **বিজানাতি**=ভিন্ন-ভিন্ন রূপে জানে ; **সঃ**=সেই ; **আত্মা**=আত্মা ;

কতরঃ=(বিগত অধ্যায়ে উক্ত দুটি আত্মার মধ্যে) কে[১]॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—এই উপনিষদের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুটি আত্মার বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত ওই আত্মা (পরমাত্মা), যিনি এই সৃষ্টির রচনা করেছেন এবং সজীব পুরুষকে প্রকট করে তাকে সহযোগ দেওয়ার জন্য স্বয়ং তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয়ত ওই আত্মা (জীবাত্মা), যাঁকে সজীব পুরুষরূপে পরমাত্মা প্রকট করেছিলেন এবং যাঁর জন্ম-জন্মান্তরের পরম্পরা বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে গর্ভে আসা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে উপাস্য দেব কে ? তিনি কেমন ? তাঁর স্বরূপ কী ? এইসব নির্ণয়ের জন্য এই তৃতীয় অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে।

মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, উপাস্যদেব পরমাত্মার তত্ত্ব জানতে কিছু মানুষ পরস্পর বিচার করতে আরম্ভ করলেন। যাঁকে আমরা উপাসনা করি অর্থাৎ যাঁর উপাসনা করে আমাদের তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া উচিত, সেই আত্মা কে ? অন্যভাবে বলতে গেলে—যাঁর সহযোগে মানুষ নেত্র দ্বারা সমস্ত দৃশ্য দেখে, যাঁর সহযোগে কান দ্বারা শব্দ শোনে, যাঁর সাহায্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় মাধ্যমে নানা গন্ধের ঘ্রাণ নেয়, যাঁর সহায়তায় বাণী দ্বারা কথা বলে, যাঁর দ্বারা রসনেন্দ্রিয়মাধ্যমে স্বাদযুক্ত এবং স্বাদহীন বস্তুকে পৃথক পৃথক রূপে বুঝতে পারে, যিনি প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত দুই আত্মার মধ্যে তিনি কোনজন ? ॥ ১ ॥

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সংকল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি॥ ২ ॥

যৎ=যা ; **এতৎ**=এই ; **হৃদয়ম্**=হৃদয় ; **এতৎ**=এটিই ; **মনঃ**=মন ; **চ**=ও ; **সংজ্ঞানম্**=সম্যক্ জ্ঞানশক্তি ; **আজ্ঞানম্**=আজ্ঞা দেওয়ার শক্তি ; **বিজ্ঞানম্**=বিভিন্নরূপে জানার শক্তি ; **প্রজ্ঞানম্**=প্রকৃষ্টরূপে জানার শক্তি ; **মেধা**=ধারণ করার শক্তি ; **দৃষ্টিঃ**=দেখার শক্তি ; **ধৃতিঃ**= ধৈর্য ; **মতিঃ**=বুদ্ধি ; **মনীষা**=

[১]কেনোপনিষদের প্রারম্ভের মন্ত্রের সঙ্গে এর অনেকাংশে মিল রয়েছে।

মননশক্তি ; জূতিঃ=বেগ ; স্মৃতিঃ=স্মরণশক্তি ; সংকল্পঃ=সংকল্পশক্তি ; ক্রতুঃ=মনোরথশক্তি ; অসুঃ=প্রাণশক্তি ; কামঃ=কামনাশক্তি ; বশঃ= স্ত্রীসংসর্গ আদির অভিলাষ ; ইতি=এইরূপ ; এতানি=এই ; সর্বাণি=সমস্ত ; প্রজ্ঞানস্য=স্বচ্ছজ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মার ; এব=ই ; নামধেয়ানি=নাম অর্থাৎ তাঁর সত্তাবোধক লক্ষণ ; ভবন্তি=হয়॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—এইরূপ বিচার করে তাঁরা চিন্তা করলেন, এই যে হৃদয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ এটিই পূর্বকথিত মন। মনের যে সম্যক্‌রূপে জানার শক্তি দেখা যায়—অর্থাৎ অন্যের প্রতি আজ্ঞা দ্বারা শাসন করার যে শক্তি, পদার্থগুলি পৃথক পৃথক বিবেচনা করে জানার শক্তি ; দৃষ্ট, শ্রুত পদার্থগুলি বুঝে নেওয়ার শক্তি ; অনুভব ধারণ করার শক্তি ; দেখার শক্তি ; ধৈর্য অর্থাৎ বিচলিত না হওয়ার শক্তি ; বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয় করার শক্তি ; মনন করার শক্তি ; বেগ অর্থাৎ নিমেষের মধ্যে স্থানান্তরে গমনের শক্তি, স্মরণশক্তি, সংকল্পশক্তি ; মনোরথশক্তি ; প্রাণশক্তি ; কামনাশক্তি এবং স্ত্রীসহবাসাদি অভিলাষ— এই সকল শক্তির সবই স্বচ্ছ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার নাম অর্থাৎ তাঁর সত্তার বোধক লক্ষণ ; এই সমস্ত দেখে, এই সবের রচয়িতা, সঞ্চালক এবং রক্ষকের সর্বব্যাপী সত্তার জ্ঞান হয়॥ ২ ॥

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎকিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্বং তৎপ্রজ্ঞানেত্রম্। প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম॥ ৩ ॥

এষঃ=ইনি ; ব্রহ্মা=ব্রহ্মা ; এষঃ=ইনি ; ইন্দ্রঃ=ইন্দ্র ; এষঃ=ইনি ; প্রজাপতিঃ= প্রজাপতি ; এতে=এই ; সর্বে=সমস্ত ; দেবাঃ=দেবতা ; চ=তথা ; ইমানি=এই ; পৃথিবী=পৃথ্বী ; বায়ুঃ=বায়ু ; আকাশঃ=আকাশ ; আপঃ=জল ; (এবং) জ্যোতীংষি=তেজ ; ইতি=এইরূপ ; এতানি=এই ; পঞ্চ=পাঁচ ;

মহাভূতানি= মহাভূত ; **চ**=এবং ; **ইমানি**=এই ; **ক্ষুদ্রমিশ্রাণি ইব**=ছোট ছোট সম্মিলিতের ন্যায় ; **বীজানি**=বীজরূপ সমস্ত প্রাণী ; **চ**=এবং ; **ইতরাণি**=এ সমস্ত থেকে ভিন্ন ; **ইতরাণি**=অন্য ; **চ**=ও ; **অণ্ডজানি**=অণ্ডজসমূহ ; **চ**= এবং ; **জারুজানি**= জরায়ুজ ; **চ**=তথা ; **স্বেদজানি**=স্বেদজ (ঘর্ম থেকে উৎপন্ন) ; **চ**=এবং ; **উদ্ভিজ্জানি**=উদ্ভিদ ; **চ**=তথা ; **অশ্বাঃ**=ঘোড়াগুলি ; **গাবঃ**=গোসমূহ ; **হস্তিনঃ**= হস্তিসমূহ ; **পুরুষাঃ**=মানবগণ ; (এই সমস্ত) **যৎ কিম্ চ**=যা কিছু ; **ইদম্**=এই জগৎ ; **যৎ চ**=এবং যা ; **পতত্রি**=ডানাবিশিষ্ট ; **চ**=এবং ; **জঙ্গমম্**=জঙ্গম ; **চ**= এবং ; **স্থাবরম্**=স্থাবর ; **প্রাণি**=প্রাণিসমুদয় ; **তৎ সর্বম্**=তা সমস্ত ; **প্রজ্ঞানেত্রম্**= প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা থেকে শক্তি পেয়েই নিজ নিজ কর্মে সমর্থ (এবং) ; **প্রজ্ঞানে**=প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাতেই ; **প্রতিষ্ঠিতম্**=প্রতিষ্ঠিত ; **লোকঃ**=(এই সমস্ত) ব্রহ্মাণ্ড ; **প্রজ্ঞানেত্রঃ**= প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা থেকেই জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ; **প্রজ্ঞা**=প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই ; **প্রতিষ্ঠা**=এইসবের স্থিতির আধার ; **প্রজ্ঞানম্**=এই প্রজ্ঞানই ; **ব্রহ্ম**= ব্রহ্ম ।। ৩ ।।

ব্যাখ্যা—এইভাবে বিচার করে তাঁরা নিশ্চয় করলেন যে, সব কিছুর উৎপাদনকারী, সকলের শক্তিপ্রদানকারী এবং রক্ষক নির্মল জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই হলেন উপাস্যদেব। ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত ইন্দ্র। ইনিই সকলের উৎপত্তিস্থল এবং প্রপালক ; সমস্ত প্রজাগণের স্বামী প্রজাপতি। এই সমস্ত ইন্দ্রাদি দেবতা, পঞ্চ মহাভূত—যেগুলি পৃথ্বী, জল, বায়ু, আকাশ এবং তেজরূপে প্রকটিত, তথা ছোট ছোট মিলিত বীজরূপে স্থিত সমস্ত প্রাণী, তদ্‌ভিন্ন অন্য অর্থাৎ অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ, তথা গো, অশ্ব, মনুষ্য এবং পক্ষবিশিষ্ট আর স্থাবর-অস্থাবর আদি সকলের মিলনে এই যে জগৎ, তা প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার নিকট শক্তি লাভ করে নিজ নিজ কর্মে সমর্থ হয় এবং ওই প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাতেই স্থিত থাকে। এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার শক্তি দ্বারা জ্ঞানশক্তিযুক্ত। এ সবের স্থিতি প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই। অতএব, যাঁকে প্রথমে ইন্দ্র এবং প্রজাপতি বলা হয়েছে, যিনি সকলের রচয়িতা এবং রক্ষক তথা সকলকে সর্ব প্রকার শক্তিদায়ক প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা, তিনিই হলেন আমাদের উপাস্যদেব ব্রহ্ম।। ৩ ।।

স এতেন প্রজ্ঞেনাঽঽত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ॥ ৪ ॥

সঃ=তিনি ; অস্মাৎ=এই ; লোকাৎ=লোক থেকে ; উৎক্রম্য=উৎক্রান্ত হয়ে ; অমুষ্মিন্=ওই ; স্বর্গে লোকে=স্বর্গলোকে ; এতেন=এই ; প্রজ্ঞেন আত্মনা=প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত ; সর্বান্=সকল ; কামান্=কামনাকে ; আপ্ত্বা=লাভ করে ; অমৃতঃ=অমৃত ; সমভবৎ=হয়েছেন ; সমভবৎ= হয়েছেন॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—যিনি এইরূপ প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরকে জেনেছেন তিনি এই লোকের উপরে উঠে অর্থাৎ শরীর ত্যাগ করে ওই পরমানন্দময় পরমধামে—যার স্বরূপ পূর্বমন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, এই প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সাথে সম্পূর্ণ দিব্য অলৌকিক ভোগরূপ পরম আনন্দ লাভ করে অমর হয়েছেন অর্থাৎ তিনি চিরকালের জন্য জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তহয়েছেন। '**সমভবৎ**' (হয়েছেন) এই পদের পুনরুক্তি উপনিষদ্ সমাপ্তির সূচক॥ ৪ ॥

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১ ॥

॥ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ঋগ্বেদের ঐতরেয়োপনিষ্ সমাপ্ত

শান্তিপাঠ

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্॥

ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

এই মন্ত্রের অন্বয়, ব্যাখ্যা প্রারম্ভে দেওয়া হয়েছে।

———০———

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

এই উপনিষদ্ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অঙ্গ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দশটি অধ্যায় রয়েছে। তন্মধ্যে সপ্তম, অষ্টম এবং নবম অধ্যায়কেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলা হয়।

শান্তিপাঠ

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

এর অর্থ প্রথম অনুবাকে দেওয়া আছে।

শিক্ষা-বল্লী[১]

প্রথম অনুবাক

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম

---

[১]এই প্রকরণে প্রদত্ত শিক্ষা অনুসারে নিজ জীবন গঠনকারী মানুষ ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সর্বোত্তম ফল এবং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে সমর্থ হয়—এটি বোঝানোর জন্য এই প্রকরণের নাম রাখা হয়েছে শিক্ষা-বল্লী।

বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ[১] ॥ ১ ॥

ওঁ এই পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করে উপনিষদ্ আরম্ভ করা হচ্ছে। **নঃ**=আমাদের জন্য ; **মিত্রঃ**=(দিন এবং প্রাণের অধিষ্ঠাতা) মিত্র দেবতা ; **শম্**=(ভবতু) কল্যাণপ্রদ হোন (তথা) ; **বরুণঃ**=(রাত্রি এবং অপানের অধিষ্ঠাতা) বরুণও ; **শম্**=(ভবতু) কল্যাণপ্রদ হোন ; **অর্যমা**=(চক্ষু এবং সূর্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা) অর্যমা ; **নঃ**=আমাদের জন্য ; **শম্ ভবতু**=কল্যাণকারী হোন ; **ইন্দ্রঃ**= (বল এবং বাহুর অধিষ্ঠাতা) ইন্দ্র (তথা) ; **বৃহস্পতিঃ**=(বাণী এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা) বৃহস্পতি (উভয়েই) ; **নঃ**=আমাদের ; **শম্ (ভবতাম্)**=শান্তি প্রদানকারী হোন ; **উরুক্রমঃ**=ত্রিবিক্রমরূপে বিশাল পদক্ষেপকারী ; **বিষ্ণুঃ** (যিনি চরণের অধিষ্ঠাতা)=বিষ্ণু ; **নঃ**=আমাদের ; **শম্ (ভবতু)**=কল্যাণকারী হোন ; **ব্রহ্মণে**=(উপরি-উক্ত সমস্ত দেবতাগণের আত্মস্বরূপ) ব্রহ্মকে ; **নমঃ**=নমস্কার ; **বায়ো**=হে বায়ুদেব ; **তে**=তোমাকে ; **নমঃ**=নমস্কার ; **ত্বম্ এব**=তুমিই ; **প্রত্যক্ষম্**=প্রত্যক্ষ (প্রাণরূপে প্রতীত) ; **ব্রহ্ম অসি**=ব্রহ্ম (এইজন্য আমি) ; **ত্বাম্ এব**=তোমাকেই ; **প্রত্যক্ষম্**=প্রত্যক্ষ ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **বদিষ্যামি**=বলব ; **ঋতম্**=(তুমি ঋতের অধিষ্ঠাতা, এইজন্য আমি তোমাকে) ঋত নামে ; **বদিষ্যামি**=ডাকব ; **সত্যম্**=(তুমি সত্যের অধিষ্ঠাতা, এইজন্য আমি তোমাকে) সত্য নামে ; **বদিষ্যামি**=ডাকব ; **তৎ**=সেই (সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর) ; **মাম্ অবতু**=আমাকে রক্ষা করুন ; **তৎ**=তিনি ; **বক্তারম্ অবতু**=বক্তা অর্থাৎ আচার্যকে রক্ষা করুন ; **অবতু মাম্**=আমাকে রক্ষা করুন (এবং) ; **অবতু বক্তারম্**=আমার আচার্যকে রক্ষা করুন ; **ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ**=ভগবান শান্তিস্বরূপ ; শান্তিস্বরূপ, শান্তিস্বরূপ।

ব্যাখ্যা—এই প্রথম অনুবাকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অধিষ্ঠাতা পরব্রহ্ম

[১]এই মন্ত্র ঋগ্বেদে ১।৯০।৯, অথর্ববেদে ১৯।৯।৬ এবং যজুর্বেদে ৩৬।৯-ও উল্লিখিত রয়েছে।

পরমেশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপে স্তুতি করে প্রার্থনা করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে, সমস্ত আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক শক্তিরূপে তথা ওইগুলির অধিষ্ঠাতা মিত্র, বরুণ প্রমুখ দেবতারূপে যিনি সকলের আত্মা—অন্তর্যামী পরমেশ্বর, তিনি সর্বপ্রকারে আমাদের জন্য কল্যাণময় হোন। তিনি যেন আমাদের উন্নতি এবং সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরের উপলব্ধির পথে কোনোপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হতে না দেন। সকলের অন্তর্যামী ব্রহ্মকে আমরা নমস্কার করি।

এইভাবে পরমাত্মার কাছে শান্তি প্রার্থনা করে সূত্রাত্মা প্রাণরূপে সমস্ত প্রাণীমধ্যে ব্যাপ্ত ওই পরমেশ্বরকে বায়ুর নামে আমি স্তুতি করি। হে সর্বশক্তিমান ! সকলের প্রাণস্বরূপ বায়ুময় পরমেশ্বর ! তোমাকে নমস্কার। তুমিই সমস্ত প্রাণীর প্রাণস্বরূপ প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, অতএব আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম নামে ডাকব। আমি 'ঋত' নামেও তোমাকে আহ্বান করব কারণ সকল প্রাণীর জন্য যে কল্যাণকারী নিয়ম বিদ্যমান, ওই নিয়মরূপ ঋতের তুমিই অধিষ্ঠাতা। তথা আমি তোমাকে 'সত্য' নামেও আহ্বান করব। কারণ সত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তুমিই। ওই সর্বব্যাপী অন্তর্যামী পরমেশ্বর আমাকে সৎ আচরণ এবং সত্য ভাষণ করার এবং সদ্‌বিদ্যা গ্রহণের শক্তি প্রদান করে এই জন্মমরণরূপ সংসারচক্র থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আমার আচার্যকে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করে সর্বত্র ওই সত্যের প্রচার করার শক্তি প্রদান করে যেন তিনি তাঁকে রক্ষা করেন। এখানে 'আমাকে যেন রক্ষা করেন', 'বক্তাকে যেন রক্ষা করেন' এই বাক্যগুলির দুবার উচ্চারণ শান্তিপাঠের সমাপ্তি সূচনা করে।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ—এইভাবে তিনবার বলার অর্থ এই যে, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক—এই তিন প্রকার বিঘ্নের যেন সর্বতোভাবে উপশম হয়। শ্রীভগবান শান্তিস্বরূপ, অতএব তাঁকে স্মরণ করলে সর্বপ্রকার শান্তি অবশ্যম্ভাবী।

॥ প্রথম অনুবাক সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অনুবাক

শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

শিক্ষাম্ ব্যাখ্যাস্যামঃ=সম্প্রতি আমরা শিক্ষার ব্যাখ্যা করবো ; **বর্ণ**=বর্ণ ; **স্বরঃ**=স্বর ; **মাত্রাঃ**=মাত্রা ; **বলম্**=প্রযত্ন ; **সাম**=বর্ণের সমবৃত্তিতে উচ্চারণ অথবা গান করার রীতি (এবং) ; **সন্তানঃ**=সন্ধি ; **ইতি**=এইরূপ ; **শীক্ষাধ্যায়ঃ**= বৈদিক উচ্চারণের শিক্ষাধ্যায় ; **উক্তঃ**=কথিত।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে বৈদিক উচ্চারণের নিয়মগুলির বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে তার সংকেতমাত্র করা হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, ওই সময় যে শিষ্য পরমাত্মার রহস্যবিদ্যার জিজ্ঞাসু হত, সে নিয়মগুলি পূর্ব থেকেই জানত ; অতএব তাকে সতর্ক করার জন্য সংকেতই যথেষ্ট। এই সংকেতগুলির ভাবার্থ এই যে, প্রতিটি শব্দ সাবধানে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করার অভ্যাস থাকা দরকার। কিন্তু যদি লৌকিক শব্দে নিয়মের পালন না করা হয় তাহলেও বেদমন্ত্রের উচ্চারণ কিন্তু অবশ্যই শিক্ষানুসারে হওয়া উচিত। 'ক', 'খ' আদি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং 'অ', 'আ' আদি স্বরবর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ করা উচিত। দন্ত্য 'স'-এর স্থানে 'শ' অথবা 'ষ'-এর উচ্চারণ করা উচিত নয়। 'ব' (ওয়)-এর স্থানে 'ব'-এর উচ্চারণ হওয়া অনুচিত। এইভাবে অন্য বর্ণের উচ্চারণে সতর্ক থাকা উচিত। এইভাবে কোন বর্ণে কোন স্থানে কী ভাব প্রকাশের জন্য উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে হবে, কোথায় নিম্নস্বরে, কোথায় বা মধ্যস্বরে উচ্চারণ করতে হবে তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কর্তব্য। বেদমন্ত্রের উচ্চারণে উদাত্ত আদি স্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কোথায় কোন স্বর হবে তার জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ মন্ত্রে স্বরভেদ হলে তার অর্থের পরিবর্তন হয়। অশুদ্ধ স্বরের উচ্চারণ করলে অনিষ্টের ভাগী হতে হবে।[১] হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং

---

[১]মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলেছেন—

দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

প্লুত—এইরূপ মাত্রার ভেদসমূহ বুঝে উচ্চারণ করতে হবে। হ্রস্বের স্থানে দীর্ঘের এবং দীর্ঘের স্থানে হ্রস্বের উচ্চারণ করলে অর্থে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। যেমন 'সিতা এবং সীতা'। বলের অর্থ প্রযত্ন। বর্ণ উচ্চারণে তার ধ্বনি ব্যক্ত করতে যে প্রয়াস করতে হয় তাকেই প্রযত্ন বলা হয়। প্রযত্ন দুই প্রকার—আভ্যন্তর এবং বাহ্য। আভ্যন্তরের পাঁচ এবং বাহ্যের এগারো ভেদ স্বীকৃত রয়েছে। স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, ঈষদ্‌বিবৃত, বিবৃত, সংবৃত—এইগুলি আভ্যন্তর প্রযত্ন। বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত—এইগুলি বাহ্য প্রযত্ন। 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত অক্ষরের আভ্যন্তর প্রযত্ন স্পৃষ্ট। কারণ কণ্ঠ আদি স্থানে প্রাণবায়ুর স্পর্শে এর উচ্চারণ হয়। 'ক'-এর বাহ্য প্রযত্ন বিবার, শ্বাস, অঘোষ এবং অল্পপ্রাণ। এ ব্যাপারে বিস্তৃত জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ দ্রষ্টব্য। বর্ণের সমবৃত্তিতে উচ্চারণ বা সামগানের রীতিই হল সাম। এর জ্ঞান এবং তদনুসারে উচ্চারণ করা প্রয়োজন। সন্তানের অর্থ হল সংহিতা বা সন্ধি। স্বর, ব্যঞ্জন, বিসর্গ অথবা অনুস্বারাদি পরবর্তী বর্ণের সংযোগে কোথাও কোথাও নতুন রূপ হয়। এইভাবে বর্ণের এই সংযোগজনিত বিকৃতিভাবই হল 'সন্ধি'। কোনো বিশেষ স্থানে যেখানে সন্ধি বাধিত হয় সেখানে বর্ণে বিকার হয় না। তাকে বলা হয় প্রকৃতিভাব। বর্ণের উচ্চারণে উপর্যুক্ত ছয়টি নিয়ম পালন করা দরকার।

।। দ্বিতীয় অনুবাক সমাপ্ত ।। ২ ।।

তৃতীয় অনুবাক

সম্বন্ধ—*এখন আচার্য নিজের এবং শিষ্যের অভ্যুদয়ের ইচ্ছা প্রকট করে সংহিতা বিষয়ক উপাসনাবিধি আরম্ভ করছেন—*

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্। অথাতঃ সঁহিতায়া

অর্থাৎ স্বর বা বর্ণের অশুদ্ধির ফলে শব্দ ঠিক প্রয়োগ না হলে অভীষ্টার্থ বাচক হয় না। তাছাড়া সেই বচনরূপী বজ্র যজমানের ক্ষতি করে। যেমন 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দে স্বরের অশুদ্ধি হওয়াতে বৃত্রাসুর স্বয়ং ইন্দ্রের হাতে মারা যায়।

উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধি-জ্যোতিষমধিবিদ্যমধি-প্রজমধ্যাত্মম্। তা মহা সꣳহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ। বায়ুঃ সন্ধানম্। ইত্যধিলোকম্॥ ১ ॥

নৌ=আমাদের (আচার্য এবং শিষ্য) দুজনের ; **যশঃ**=যশ ; **সহ**=একসাথে যেন বর্ধিত হয় ; (তথা) **সহ**=একসাথেই ; **নৌ**=আমাদের দুজনের ; **ব্রহ্মবর্চসম্**= ব্রহ্মতেজও যেন বর্ধিত হয় ; **অথ**=এইরূপ শুভেচ্ছা প্রকাশের পর ; **অতঃ**=এখান থেকে (আমরা) ; **অধিলোকম্**=লোকাদি বিষয়ে ; **অধিজ্যোতিষম্**=জ্যোতির বিষয়ে ; **অধিবিদ্যম্**=বিদ্যা বিষয়ে ; **অধিপ্রজম্**= প্রজার বিষয়ে ; (এবং) **অধ্যাত্মম্**=শরীরের বিষয়ে ; (এইরূপ) **পঞ্চসু**=পাঁচ ; **অধিকরণেষু**=অধিকরণে ; **সংহিতায়াঃ**=সংহিতার ; **উপনিষদম্ ব্যাখ্যাস্যামঃ**= রহস্যের ব্যাখ্যা করব ; **তাঃ**=ওই সবগুলিকে ; **মহাসংহিতাঃ**=মহাসংহিতা ; **ইতি**=এই নামে ; **আচক্ষতে**=বলা হয় ; **অথ**=তার মধ্যে (এটি প্রথম) ; **অধিলোকম্**=লোকবিষয়ক সংহিতা ; **পৃথিবী**=পৃথিবী ; **পূর্বরূপম্**=পূর্বরূপ (পূর্ববর্ণ) ; **দ্যৌঃ**=স্বর্গলোক ; **উত্তররূপম্**=উত্তররূপ (পরবর্ণ) ; **আকাশঃ**= আকাশ ; **সন্ধিঃ**=সন্ধি মিলনে প্রস্তুত রূপ (তথা) ; **বায়ুঃ**=বায়ু ; **সন্ধানম্**= উভয়ের সংযোজক ; **ইতি**=এইরূপে (এই) ; **অধিলোকম্**=লোকবিষয়ক সংহিতার উপাসনা বিধি পূর্ণ হল।

ব্যাখ্যা—এই অনুবাকে প্রথমত সমদর্শী আচার্য কর্তৃক নিজের এবং শিষ্যের জন্যও যশ ও তেজ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শুভ কামনা করা হয়েছে। আচার্যের এই অভিলাষ যে, আমি তথা আমার প্রতি শ্রদ্ধালু এবং বিনয়ী শিষ্যও জ্ঞান এবং উপাসনা দ্বারা উপলব্ধ যশ এবং ব্রহ্মতেজ যেন লাভ করি। এরপর আচার্য সংহিতাবিষয়ক উপনিষদের ব্যাখ্যা করার প্রতিজ্ঞা করে তার অর্থ নিরূপণ করছেন। বর্ণগুলির অতিশয় সন্নিধি হলে সংহিতা হয়। ওই সংহিতা-দৃষ্টি যখন ব্যাপকরূপ ধারণ করে লোক আদিকে নিজের বিষয় করে তখন তাকে মহাসংহিতা বলা হয়। সংহিতা বা সন্ধি পাঁচ প্রকারের হয় ; স্বর, ব্যঞ্জন, স্বাদি,

বিসর্গ এবং অনুস্বার—এগুলিই পঞ্চসন্ধি নামে অভিহিত। বস্তুত এগুলি সন্ধির পাঁচটি আশ্রয়। এইভাবে পূর্বোক্ত মহাসংহিতা অথবা মহাসন্ধিরও পাঁচটি আশ্রয়—লোক, জ্যোতি, বিদ্যা, প্রজা এবং আত্মা (শরীর)। এর তাৎপর্য এই যে, যেরূপ বর্ণসমূহে সন্ধি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই লোক আদিতেও সংহিতা-দৃষ্টি করা উচিত। তা কীরূপ হবে, সেটি এখন বোঝানো হচ্ছে। প্রত্যেক সন্ধির চারটি ভাগ থাকে—পূর্ববর্ণ, পরবর্ণ, উভয়ের মিলনে উৎপন্ন রূপ তথা উভয়ের সংযোজক নিয়ম। এইভাবে এখানে যে সংহিতা-দৃষ্টি লোক আদিতে বলা হচ্ছে, তারও চার বিভাগ থাকে—পূর্বরূপ, উত্তররূপ, সন্ধি এবং সন্ধান (সংযোজক)।

এই মন্ত্রে লোকবিষয়ক সংহিতা-দৃষ্টির নিরূপণ করা হয়েছে। পৃথিবী অর্থাৎ এই লোকই পূর্বরূপ। এর তাৎপর্য এই যে, লোকবিষয়ক মহাসংহিতায় পূর্ববর্ণের স্থানে পৃথিবীকে দেখা উচিত। এইরূপ স্বর্গই সংহিতার উত্তররূপ (পরবর্ণ)। আকাশ অর্থাৎ অন্তরীক্ষই এই উভয়ের সন্ধি এবং বায়ু হল এর সন্ধান (সংযোজক)। যেরূপ পূর্ব এবং উত্তরবর্ণ সন্ধিতে মিলে এক হয়ে যায় সেইরূপ প্রাণবায়ু দ্বারা পূর্ববর্ণস্থানীয় এই ভূতলের প্রাণী উত্তরবর্ণস্থানীয় স্বর্গলোকের সাথে সম্মিলিত হয়।(সমন্বিত হয়)—এই ভাবার্থ হতে পারে।

এখানে এই অনুমান হয় যে, এই বর্ণনায় লোকপ্রাপ্তির যথেষ্ট উপায় বলা হয়েছে ; কারণ ফলশ্রুতিতে এই বিদ্যা জানার ফল 'স্বর্গলোকের সাথে সম্বদ্ধ হওয়া' বলা হয়েছে। কিন্তু এই বিদ্যা পরম্পরা নষ্ট হওয়ার জন্য এই সংকেতমাত্র বর্ণনে একথা বোঝা যায় না যে, কীভাবে কোন লোকের প্রাপ্তি সম্ভব। কেবল বোঝা যাচ্ছে লোকপ্রাপ্তিতে প্রাণের প্রাধান্য বিদ্যমান। প্রাণ দ্বারাই মন এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবাত্মার প্রত্যেক লোকে গমন হয়—একথা উপনিষদে স্থানে স্থানে বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে যে একথা বলা হয়েছে, পৃথিবী প্রথম বর্ণ এবং দ্যুলোক দ্বিতীয় বর্ণ এবং আকাশ সন্ধি (সংযুক্তরূপ)—এইরূপ কথনের কী ভাবার্থ তা স্পষ্টরূপে বোঝা যাচ্ছে না।

অথাধিজ্যৌতিষম্। অগ্নিঃ পূর্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্। ইত্যধিজ্যৌতিষম্ ॥ ২ ॥

অথ=এখন ; **অধিজ্যৌতিষম্**=জ্যোতিবিষয়ক সংহিতার বর্ণনা করছেন ; **অগ্নিঃ**=অগ্নি ; **পূর্বরূপম্**=পূর্বরূপ (পূর্ববর্ণ) ; **আদিত্যঃ**=সূর্য ; **উত্তররূপম্**= উত্তররূপ (পরবর্ণ) ; **আপঃ**=জল-মেঘ ; **সন্ধিঃ**=এই দুটির সন্ধি—মিলিত রূপ (এবং) ; **বৈদ্যুতঃ**=বিদ্যুৎ ; (এর) **সন্ধানম্**=সন্ধান (যোগের হেতু) ; **ইতি**= এইরূপ ; **অধিজ্যৌতিষম্**=জ্যোতিবিষয়ক সংহিতা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা—ভূতলে অগ্নি সুলভ। এইজন্য অগ্নিকে সংহিতার 'পূর্ববর্ণ' স্বীকার করা হয়েছে এবং সূর্য দ্যুলোকে—উপরের লোকে প্রকাশিত হয়, এইজন্য একে উত্তররূপ (পরবর্ণ) বলা হয়েছে। এই দুটি থেকে উৎপন্ন হওয়ার জন্য মেঘই সন্ধি তথা বিদ্যুৎ শক্তিই সন্ধির হেতু (সন্ধান) বলা হয়েছে।

এই মন্ত্রে জ্যোতিবিষয়ক সংহিতার বর্ণনা করে জ্যোতিসমূহের সংযোগে নানাপ্রকার ভৌতিক পদার্থের বিভিন্ন অভিব্যক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞানের রহস্য বোঝানো হয়েছে। ওই জ্যোতির সম্বন্ধে উৎপন্ন ভোগ্য পদার্থের নাম জল এবং ওই সবের উৎপত্তিতে বিদ্যুৎকে সংযোজক বলা হয়েছে, এইরূপ অনুমান হয় ; কারণ বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণও বিদ্যুতের সহযোগে নানা প্রকার ভৌতিক বিকাশ করে দেখিয়েছেন। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, বেদেও এই ভৌতিক উন্নতির প্রকার যথার্থরূপে বলা হয়েছে। কিন্তু পরম্পরা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ওই সকলের রহস্য বোধগম্য হওয়া এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

অথাধিবিদ্যম্। আচার্যঃ পূর্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ। প্রবচনঁ সন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্ ॥ ৩॥

অথ=এবারে ; **অধিবিদ্যম্**=বিদ্যাবিষয়ক সংহিতা আরম্ভ করছেন ; **আচার্যঃ**= আচার্য ; **পূর্বরূপম্**=প্রথম বর্ণ ; **অন্তেবাসী**=সমীপনিবাসী শিষ্য ; **উত্তররূপম্**= দ্বিতীয় বর্ণ ; **বিদ্যা**=(উভয়ের মিলনে উৎপন্ন) বিদ্যা ; **সন্ধিঃ**=মিলিতরূপ ; **প্রবচনম্**=গুরু দ্বারা প্রদত্ত উপদেশ ; **সন্ধানম্**=সন্ধির হেতু ; **ইতি**=এইরূপ ; (এটি) **অধিবিদ্যম্**=বিদ্যাবিষয়ক সংহিতা।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে বিদ্যা বিষয়ে সংহিতা-দৃষ্টির উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

এর দ্বারা বিদ্যালাভের রহস্য বোঝানো হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, বর্ণের সন্ধিতে যেরূপ একটি পূর্ববর্ণ এবং অপরটি পরবর্ণ হয়, সেইরূপ এখানে বিদ্যারূপ সংহিতায় গুরু পূর্ববর্ণ এবং শ্রদ্ধাভক্তিপূর্বক গুরুসেবাপরায়ণ বিদ্যাভিলাষী শিষ্য হল পরবর্ণ তথা সন্ধিতে দুটি বর্ণ মিলিত হলে যেমন একটি তৃতীয় নতুন বর্ণ উৎপন্ন হয় সেইরূপ গুরু এবং শিষ্যের সম্বন্ধে উৎপন্ন বিদ্যা—জ্ঞানই এখানে সন্ধি। এই বিদ্যারূপ সন্ধি প্রকট হওয়ার কারণ হল প্রবচন অর্থাৎ গুরুর উপদেশ দান এবং শিষ্য দ্বারা ওই উপদেশ শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ, মনন এবং ধারণ—সুতরাং তাই হল সন্ধান। যে মানুষ এই রহস্য বুঝে বিদ্বান গুরুর সেবা করে সে অবশ্যই বিদ্যা লাভ করে বিদ্বান হয়।

অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননঁ্ সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্ ॥ ৪ ॥

অথ=এখন ; **অধিপ্রজম্**=প্রজাবিষয়ক সংহিতা বলছেন ; **মাতা**=মাতা ; **পূর্বরূপম্**=পূর্বরূপ (পূর্ববর্ণ) ; **পিতা**=পিতা ; **উত্তররূপম্**=উত্তররূপ (পরবর্ণ) ; **প্রজা**=(উভয়ের মিলনে উৎপন্ন) সন্তান ; **সন্ধিঃ**=সন্ধি ; (তথা) **প্রজননম্**=প্রজনন (সন্তানোৎপত্তির অনুকূল ব্যাপার) ; **সন্ধানম্**=সন্ধান (সন্ধির কারণ) ; **ইতি**=এইরূপ (এই) ; **অধিপ্রজম্**=প্রজাবিষয়ক সংহিতা বলা হল।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে সংহিতারূপে প্রজার বর্ণনা করে সন্তান প্রাপ্তির রহস্য বোঝানো হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, প্রজাবিষয়ক সংহিতায় মাতা পূর্ববর্ণ এবং পিতা পরবর্ণ। যেরূপ দুটি বর্ণের সন্ধিতে একটি নতুন বর্ণের উৎপত্তি হয় সেইরূপ মাতৃ-পিতৃসংযোগে উৎপন্ন সন্তানই এই সংহিতায় উভয়ের সন্ধি (সংযুক্ত স্বরূপ)। মাতা এবং পিতার ঋতুকালে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যথোচিত নিয়মপূর্বক সন্তানোৎপত্তির উদ্দেশ্যে সহবাস করাই হল সন্ধান (সন্তানোৎপত্তির কারণ)। যে মানুষ এই রহস্য বুঝে সন্তানোৎপত্তির উদ্দেশ্যে ঋতুকালে ধর্মযুক্ত হয়ে স্ত্রীসহবাস করে সে অবশ্যই নিজ ইচ্ছানুসারে শ্রেষ্ঠ সন্তান লাভ করে।

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তররূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্॥ ৫ ॥

অথ=এবারে ; **অধ্যাত্মম্**=আত্মবিষয়ক সংহিতার বর্ণনা ; **অধরা হনুঃ**=নীচের চোয়াল ; **পূর্বরূপম্**=পূর্বরূপ (পূর্ববর্ণ) ; **উত্তরা হনুঃ**=ওপরের চোয়াল ; **উত্তররূপম্**=দ্বিতীয় রূপ (পরবর্ণ) ; **বাক্**=(উভয়ের মিলনে উৎপন্ন) বাণী ; **সন্ধিঃ**=সন্ধি (এবং) ; **জিহ্বা**=জিহ্বা ; **সন্ধানম্**=সন্ধান (বাণীরূপ সন্ধির উৎপত্তির কারণ) ; **ইতি**=এইরূপ (এই) ; **অধ্যাত্মম্**=আত্মবিষয়ক সংহিতা।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে শরীরবিষয়ক সংহিতা-দৃষ্টির উপদেশ করা হয়েছে। শরীরে প্রধান অঙ্গ হল মুখ। মুখের অবয়বে সংহিতার বিভাগ দেখানো হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে নীচের চোয়াল সংহিতার পূর্ববর্ণ, ওপরের চোয়াল পরবর্ণ, উভয়ের সংযোগে মধ্যভাগে অভিব্যক্ত বাণীই সন্ধি এবং জিহ্বাই হল সন্ধান (বাণীরূপ সন্ধির প্রকট হওয়ার কারণ) ; কেননা জিহ্বা ছাড়া মানুষ কোনো শব্দ বলতে পারে না। বাণীতে অনুপম শক্তি বিদ্যমান। বাণী দ্বারা প্রার্থনা করে মানুষ শরীরের পোষণ এবং তাকে উন্নত করার সমস্ত সামগ্রী লাভ করতে পারে তথা ওঁকাররূপ পরমেশ্বরের নাম-জপের মাধ্যমে পরমাত্মাকেও লাভ করতে সমর্থ হয়। এইরূপে বাণীতে শারীরিক এবং আত্মবিষয়ক —উভয়প্রকার উন্নতি করার সামর্থ্য বিদ্যমান। এই রহস্য বুঝে যে মানুষ নিজের বাণীর যথাযোগ্য ব্যবহার করে সে বাক্শক্তির দ্বারা অভীষ্ট ফললাভ করতে সমর্থ হয়।

ইতীমা মহাস৺্হিতা য এবমেতা মহাস৺্হিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ। ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গেণ লোকেন ॥ ৬॥

ইতি=এইরূপে ; **ইমাঃ**=এই ; **মহাসংহিতাঃ**=পাঁচ মহাসংহিতা বলা হয়েছে ; **যঃ**=যে মনুষ্য ; **এবম্**=এই প্রকার ; **এতাঃ**=এই ; **ব্যাখ্যাতাঃ**=উপরে ব্যাখ্যাত ; **মহাসংহিতাঃ**=মহাসংহিতাসমূহকে ; **বেদ**=জেনে নেয় ; (তাহলে) সে ; **প্রজয়া**=সন্তান দ্বারা ; **পশুভিঃ**=পশুসমূহ দ্বারা ; **ব্রহ্মবর্চসেন**=ব্রহ্মতেজ দ্বারা ; **অন্নাদ্যেন**=অন্নাদি ভোগ্যপদার্থ দ্বারা ; (এবং) **সুবর্গেণ লোকেন**= স্বর্গরূপ লোক দ্বারা ; **সন্ধীয়তে**=সম্পন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে পাঁচ মহাসংহিতার যথার্থ জ্ঞানের ফল বলা হয়েছে।

এর জ্ঞাতা নিজ ইচ্ছানুকূল সন্তান লাভ করতে পারে, বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন হতে পারে, নিজ ইচ্ছানুসার নানা প্রকার পশু এবং অন্নাদি আবশ্যক ভোগ্যপদার্থসমূহ লাভ করতে পারে। এ পর্যন্তই নয়, স্বর্গলোকও লাভ করতে পারে। এর মধ্যে লোক বিষয়ক সংহিতার জ্ঞানে স্বর্গাদি উত্তম লোক, জ্যোতিবিষয়ক সংহিতার জ্ঞানে নানাপ্রকার ভৌতিক সামগ্রী, প্রজাবিষয়ক সন্ধির জ্ঞানে সন্তান, বিদ্যাবিষয়ক সংহিতার জ্ঞানে বিদ্যা এবং ব্রহ্মতেজ তথা অধ্যাত্মসংহিতার বিজ্ঞানের মাধ্যমে বাক্‌শক্তির প্রাপ্তি—এইভাবে পৃথক পৃথক ফল বুঝতে হবে। শ্রুতিতে সমস্ত সংহিতার জ্ঞানের সমূহ ফল কথিত হয়েছে। শ্রুতি ঈশ্বরের বাণী ; এইজন্য এর রহস্য বুঝে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে উপরি-উক্ত উপাসনা করলে নিঃসন্দেহে সমস্ত ফলপ্রাপ্তি হয়—এই বিষয়ে আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

॥ তৃতীয় অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অনুবাক

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায় ॥ ১ ॥

যঃ=যিনি ; **ছন্দসাম্**=বেদসমূহে ; **ঋষভঃ**=সর্বশ্রেষ্ঠ ; **বিশ্বরূপঃ**=সর্বরূপ ; (এবং) **অমৃতাৎ**=অমৃতস্বরূপ ; **ছন্দোভ্যঃ**=বেদসমূহ থেকে ; **অধি**=প্রধান-রূপে ; **সম্ভূব**=প্রকট হয়েছেন ; **সঃ**=তিনি (ওঁকারস্বরূপ) ; **ইন্দ্রঃ**=সকলের স্বামী (পরমেশ্বর) ; **মা**=আমাকে ; **মেধয়া**=ধারণাযুক্ত বুদ্ধিতে ; **স্পৃণোতু**=সম্পন্ন করুন ; **দেব !**=হে দেব ! (আমি আপনার কৃপায়) ; **অমৃতস্য ধারণঃ**=অমৃতময় পরমাত্মাকে (নিজ হৃদয়ে) ধারণকর্তা ; (যেন) **ভূয়াসম্**=হই ; **মে**=আমার ; **শরীরম্**=শরীর ; **বিচর্ষণম্**=বিশেষ আনন্দময় সর্বপ্রকারে রোগরহিত হোক (এবং) ; **মে**=আমার ; **জিহ্বা**=জিহ্বা ; **মধুমত্তমা**=অতিশয় মধুমতী

(মধুভাষিণী) ; **ভূয়াৎ**=যেন হয় ; **কর্ণাভ্যাম্**=(আমি) উভয় কর্ণ দ্বারা ; **ভূরি**=অধিক (দিন) ; **বিশ্রুবম্**=যেন শুনতে পারি ; (হে প্রণব ! আপনি) **মেধয়া**=লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা ; **পিহিতঃ**=আচ্ছাদিত ; **ব্রহ্মণঃ**=পরমাত্মার ; **কোশঃ**=নিধি ; **অসি**=হন ; **মে**=আমার ; **শ্রুতম্**=শ্রুত ; **গোপায়**=উপদেশ রক্ষা করুন।

ব্যাখ্যা—এই চতুর্থ অনুবাকে **'মে শ্রুতম্ গোপায়'** এই বাক্য পর্যন্ত পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য আবশ্যক বুদ্ধিবল এবং শারীরিক-বল প্রাপ্তির জন্য পরমেশ্বরের নিকট তাঁর ওঁকার নামে প্রার্থনা করার প্রকার বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, বেদে যত মন্ত্র আছে তন্মধ্যে ওঁ-ই পরমেশ্বরের নাম শ্রেষ্ঠ এবং সর্বরূপময়। কারণ প্রত্যেক মন্ত্রের প্রারম্ভে ওঁকারের উচ্চারণ করা হয় এবং ওঁকারের উচ্চারণে সম্পূর্ণ বেদের উচ্চারণের ফলপ্রাপ্তি হয়। অবিনাশী বেদ থেকেই প্রধানরূপে এই ওঁকার প্রকটিত। ওঁকার হল নাম এবং পরমেশ্বর হলেন নামী—অতএব, উভয়েই পরস্পর অভিন্ন। প্রণবরূপ পরমাত্মা সকলের পরমেশ্বর হওয়ায় 'ইন্দ্র' নামে প্রসিদ্ধ। সেই ইন্দ্র যেন আমাকে মেধা দ্বারা সম্পন্ন করেন। **'ধীর্ধারণাবতী মেধা'** এই কোষ-বাক্যানুসারে ধারণশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধির নাম মেধা। এর তাৎপর্য এই যে, পরমাত্মা যেন আমাকে পঠিত এবং পরিজ্ঞাত ভাব ধারণ করার শক্তির দ্বারা সম্পন্ন করেন। হে দেব ! আমি আপনার অহৈতুকী কৃপায় আপনার অমৃতময় স্বরূপকে নিজের হৃদয়ে ধারণের সামর্থ্য যেন লাভ করি। আমার শরীর যেন রোগরহিত হয়, তাহলে আপনার উপাসনায় কোনো প্রকার বিঘ্ন হবে না। আমার জিহ্বা যেন অতিশয় মধুমতী হয় অর্থাৎ মধুর স্বরে আপনার মধুর নাম এবং গুণের কীর্তন করে মধুর রস আস্বাদন করতে পারি। আমি আমার উভয় কর্ণ দ্বারা কল্যাণময় অনেক বাণী যেন শ্রবণ করতে পারি অর্থাৎ আমার কান যেন আচার্য দ্বারা কথিত রহস্য পূর্ণরূপে শোনার শক্তিসম্পন্ন হয় এবং আমি যেন আপনার কল্যাণময় যশ শ্রবণ করতে সক্ষম হই। হে ওঁকার ! আপনি পরমেশ্বরের নিধি ; অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর আপনার মধ্যে পরিপূর্ণ আছেন। কারণ নামী নামেতেই বিদ্যমান। এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও আপনি মানুষের লৌকিক বুদ্ধিতে

আচ্ছাদিত। লৌকিক তর্ক দ্বারা অনুসন্ধানকারীদের বুদ্ধিতে আপনার প্রভাব ব্যক্ত হয় না। হে দেব ! আপনি পরিশ্রুত উপদেশ রক্ষা করুন অর্থাৎ এমন কৃপা করুন যেন আমি শ্রুত উপদেশ স্মরণ করে তদনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে পারি।

সম্বন্ধ——*এবারে ঐশ্বর্যকামীদের জন্য হবন করার মন্ত্র আরম্ভ হচ্ছে—*

আবহন্তী বিতন্বানা কুর্বাণাঽচীরমাত্মনঃ। বাসাꣳসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা ॥ ২ ॥

ততঃ=তারপর (এখন ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির রীতি বলা হচ্ছে—হে দেব !) ; যা শ্রীঃ=যে শ্রী ; **মম**=আমার ; **আত্মনঃ**=নিজের জন্য ; **অচীরম্**=শীঘ্রই ; **বাসাংসি**=নানাপ্রকার বস্ত্র ; **চ**=এবং ; **গাবঃ**=গোধন ; **চ**=তথা ; **অন্নপানে**=ভোজ্য-পানীয় বস্তু ; **সর্বদা**=সদা ; **আবহন্তী**=আনয়নকর্ত্রী ; **বিতন্বানা**=বিস্তারকারিণী ; (তথা) **কুর্বাণা**=ওই সমস্ত প্রস্তুতকারিণী ; **লোমশাম্**=লোমযুক্তা ছাগী আদি ; **পশুভিঃ সহ**=পশুগণের সহিত ; **তাম্ শ্রিয়ম্**=সেই শ্রীকে ; **মে**=আমার জন্য (আপনি) ; **আবহ**=নিয়ে আসুন ; **স্বাহা**=স্বাহা (এই উদ্দেশ্যে আপনাকে এই আহুতি দেওয়া হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা—চতুর্থ অনুবাকের এই উপরি-উক্ত অংশে ঐশ্বর্যকামী সকাম মানুষের জন্য, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনার দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার রীতি বলা হয়েছে। প্রার্থনার ভাব এই যে, 'হে অগ্নির অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর ! আমার প্রয়োজন মতো অবিলম্বে শীঘ্রই নানাপ্রকার বস্ত্র, গোধন এবং ভোজ্য ও পানীয় বিবিধ সামগ্রী সদা প্রস্তুত করুন, সেগুলির বৃদ্ধি করুন ওই সকলকে নতুনরূপে রচনা করুন। আপনি আমার জন্য এরূপ ঐশ্বর্য—লোমযুক্ত ছাগীসহ এবং অন্যান্য পশু আনয়ন করুন। অর্থাৎ সমস্ত ভোগসামগ্রীর সাধনরূপ ধন আমাকে প্রদান করুন।' এই মন্ত্রের উচ্চারণ করে '**স্বাহা**' এই শব্দে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া উচিত ; এটি ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির সাধন।

সম্বন্ধ——*ব্রহ্মচারীদের হিতার্থ আচার্যের কীরূপে হবন করা উচিত তার বিধি বলা হচ্ছে—*

আমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বিমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা॥ ৩॥

ব্রহ্মচারিণঃ=ব্রহ্মচারিগণ ; **মা**=আমার নিকট ; **আয়ন্তু**=আসুন ; **স্বাহা**= স্বাহা (এই উদ্দেশ্যে এই আহুতি দেওয়া হচ্ছে) ; **ব্রহ্মচারিণঃ**=ব্রহ্মচারিগণ ; **বিমায়ন্তু**= কপটতাশূন্য হোন ; **স্বাহা**=স্বাহা (এই উদ্দেশ্যে এই আহুতি দেওয়া হচ্ছে) ; **ব্রহ্মচারিণঃ**=ব্রহ্মচারিগণ ; **প্রমায়ন্তু**=প্রমাণগত জ্ঞানকে গ্রহণকারী হোন ; **স্বাহা**= স্বাহা (এই উদ্দেশ্যে এই আহুতি) ; **ব্রহ্মচারিণঃ**=ব্রহ্মচারিগণ ; **দমায়ন্তু**=ইন্দ্রিয়গুলির দমনকারী হোন ; **স্বাহা**=স্বাহা (এই উদ্দেশ্যে এই আহুতি) ; **ব্রহ্মচারিণঃ**= ব্রহ্মচারিগণ ; **শমায়ন্তু**=মনকে বশকারী হোন ; **স্বাহা**=স্বাহা (এই উদ্দেশ্যে এই আহুতি)।

ব্যাখ্যা—চতুর্থ অনুবাকের এই অংশে শিষ্যের হিতার্থে আচার্যের মন্ত্র দ্বারা হবন করা উচিত, তারই বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, 'উত্তম' ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট বিদ্যাধ্যয়নের জন্য আসুন, এই উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ করে আচার্য 'স্বাহা' শব্দের সঙ্গে প্রথম আহুতি দেবেন ; 'আমার ব্রহ্মচারিগণ কপটতাশূন্য হোন'—এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক 'স্বাহা' শব্দে দ্বিতীয় আহুতি দেবেন ; 'ব্রহ্মচারিগণ উত্তম জ্ঞানের গ্রহণকর্তা হোন' এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ-পূবর্ক 'স্বাহা' শব্দের সঙ্গে তৃতীয় আহুতি দেবেন, 'ব্রহ্মচারিগণ ইন্দ্রিয়ের দমনকারী হোন' এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক 'স্বাহা' শব্দের সঙ্গে চতুর্থ আহুতি দেবেন তথা 'ব্রহ্মচারিগণ মনকে বশীভূত করুন' এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক 'স্বাহা' শব্দের সঙ্গে পঞ্চম আহুতি দেবেন।

সম্বন্ধ—*নিজের লৌকিক এবং পারলৌকিক হিতের জন্য আচার্যের কীরূপ হবন করা উচিত তার বিধি বলা হচ্ছে—*

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা॥ ৪॥

জনে=জনমানসে (আমি) ; **যশঃ**=যশস্বী ; **অসানি**=হই ; **স্বাহা**=স্বাহা (এই

উদ্দেশ্যে এই আহুতি) ; **বস্যসঃ**=মহান ধনাঢ্য অপেক্ষাও ; **শ্রেয়ান্**=অধিক ধনবান ; **অসানি**=হয়ে যাই ; **স্বাহা**=স্বাহা (এই উদ্দেশ্যে এই আহুতি) ; **ভগ**=হে ভগবান ; **তম্ ত্বা**=সেই তোমাতে ; **প্রবিশানি**= আমি প্রবিষ্ট হয়ে যাই ; **স্বাহা**=স্বাহা (এই উদ্দেশ্যে এই আহুতি) ; **ভগ**=হে ভগবান ! ; **সঃ**=সেই (তুমি) ; **মা**=আমাতে ; **প্রবিশ**=প্রবেশ করো ; **স্বাহা**=স্বাহা (এই উদ্দেশ্যে এই আহুতি) ; **ভগ**=হে ভগবান ! ; **তস্মিন্**=ওই ; **সহস্রশাখে**=সহস্রশাখাযুক্ত ; **ত্বয়ি**=তোমাতে ; (ধ্যান দ্বারা নিমগ্ন হয়ে) **অহম্**=আমি ; **নিমৃজে**=নিজেকে বিশুদ্ধ করছি ; **স্বাহা**=স্বাহা (এই উদ্দেশ্যে এই আহুতি)।

ব্যাখ্যা—চতুর্থ অনুবাকের এই অংশে আচার্যের নিজের হিতের জন্য যে সকল মন্ত্র দ্বারা হবন করা উচিত, তার বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভাবার্থ হল—"লোকের মধ্যে আমি যেন যশস্বী হই ; জগতে আমার যশসৌরভ যেন সর্বত্র প্রসারিত হয় ; আমি যেন এমন আচরণ না করি যাতে আমার যশ কলঙ্কিত হয়" এই উদ্দেশ্যে **'যশো জনেঽসানি'** এই মন্ত্রের উচ্চারণ করে 'স্বাহা' শব্দের সঙ্গে প্রথম আহুতি দেওয়া উচিত। 'মহান ধনবান ব্যক্তি অপেক্ষাও আমি যেন অধিক সম্পদশালী হই'—এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক 'স্বাহা' শব্দের সঙ্গে দ্বিতীয় আহুতি অগ্নিতে দেওয়া উচিত। 'হে ভগবান ! তোমার দিব্য স্বরূপে আমি প্রবিষ্ট হয়ে যাই'—এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক 'স্বাহা' শব্দের সঙ্গে তৃতীয় আহুতি অগ্নিতে দেওয়া উচিত। 'হে ভগবান ! তোমার ওই দিব্যস্বরূপ যেন আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়—আমার মন যেন স্থির হয়' ; এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক 'স্বাহা' শব্দের সঙ্গে চতুর্থ আহুতি অগ্নিতে দেওয়া উচিত। 'হে ভগবন্ ! সহস্র শাখাযুক্ত আপনার ওই দিব্যরূপে ধ্যান দ্বারা নিমগ্ন হয়ে আমি নিজেই নিজেকে বিশুদ্ধ করে নিচ্ছি'—এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক 'স্বাহা' শব্দের সঙ্গে পঞ্চম আহুতি অগ্নিতে দেওয়া উচিত।"

যথাঽঽপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব॥ ৫॥

যথা=যেরূপ ; **আপঃ**=(নদী আদির) জল ; **প্রবতা**=নিম্নস্থান হয়ে ;

যন্তি=সমুদ্রে চলে যায় ; **যথা**=যেরূপ ; **মাসাঃ**=মাসগুলি ; **অহর্জরম্**=দিবসের শেষ করে সংবৎসররূপ কালে ; (**যন্তি**)=চলে যায় ; **ধাতঃ**=হে বিধাতা ! ; **এবম্**=এইরূপ ; **মাম্**=আমার নিকট ; **সর্বতঃ**=সব দিক থেকে ; **ব্রহ্মচারিণঃ**= ব্রহ্মচারিগণ ; **আয়ন্তু**=যেন আসেন ; **স্বাহা**=স্বাহা (এই উদ্দেশ্যে এই আহুতি) ; **প্রতিবেশঃ**=(তুমি) সকলের বিশ্রাম স্থান ; **অসি**=হও ; **মা**=আমার জন্য ; **প্রভাহি**=নিজেকে প্রকাশিত করো ; **মা**=আমাকে ; **প্রপদ্যস্ব**=প্রাপ্ত হও অর্থাৎ আমি তোমাকে যেন লাভ করি।

ব্যাখ্যা—যেরূপ সমস্ত জলপ্রবাহ নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিলিত হয় তথা যেরূপ মাসসমূহ দিনের শেষ করে সংবৎসরে মিলিত হয়, হে বিধাতা ! সেইরূপ আমার নিকট সমস্ত দিক থেকে ব্রহ্মচারিগণ যেন আসে এবং আমি তাঁদের বিদ্যাভ্যাস করিয়ে তথা কল্যাণের জন্য উপদেশ দিয়ে নিজ কর্তব্যের তথা তোমার আজ্ঞাপালন করতে পারি। এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করে 'স্বাহা' শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠ আহুতি অগ্নিতে দেওয়া উচিত। 'হে পরমাত্মন্ ! তুমি সকলের বিশ্রামস্থান ; এখন আমার জন্য নিজ দিব্য স্বরূপকে প্রকাশিত করো এবং তা আমি যেন প্রাপ্ত হই'। এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক 'স্বাহা' শব্দের সঙ্গে সপ্তম আহুতি অগ্নিতে দেওয়া উচিত।

এইরূপে এই চতুর্থ অনুবাকে এই লোকে এবং পরলোকে উন্নতির উপায়স্বরূপ পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা এবং হবনের কথা বলা হয়েছে। এই প্রকরণ অত্যন্ত সুন্দর এবং শ্রেয়স্কর। কল্যাণকামী মানুষ নিজের আবশ্যকতা অনুসারে এই প্রকরণে নির্দিষ্ট কর্মানুষ্ঠান করতে পারে।

॥ চতুর্থ অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অনুবাক

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীং মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্।

সুবরিত্যসৌ লোকঃ। মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্বে লোকা মহীয়ন্তে॥ ১ ॥

ভূঃ=ভূঃ ; ভুবঃ=ভুবঃ ; সুবঃ=স্বঃ ; ইতি=এইরূপ ; এতাঃ=এই ; বৈ=প্রসিদ্ধ ; তিস্রঃ=তিন ; ব্যাহৃতয়ঃ=ব্যাহৃতি ; তাসাম্ উ=ওই তিন অপেক্ষা ; চতুর্থীম্=যে চতুর্থ ব্যাহৃতি ; মহঃ ইতি='মহ' এই নামে ; হ= প্রসিদ্ধ ; এতাম্= একে ; মাহাচমস্যঃ=মহাচমসের পুত্র ; প্রবেদয়তে স্ম=সর্বপ্রথম জেনেছিলেন ; তৎ=ওই চতুর্থ ব্যাহৃতিই ; ব্রহ্ম=ব্রহ্ম ; সঃ=ওই ; আত্মা=(উপরোক্ত ব্যাহৃতিগুলির) আত্মা ; অন্যাঃ=অন্য ; দেবতাঃ= দেবতাগণ ; অঙ্গানি=(তাঁর) অঙ্গ ; ভূঃ=ভূঃ ; ইতি=এই ব্যাহৃতি ; বৈ=ই ; অয়ম্ লোকঃ=এই পৃথিবীলোক ; ভুবঃ='ভুবঃ' ; ইতি=এটি ; অন্তরিক্ষম্=অন্তরীক্ষলোক ; সুবঃ='স্বঃ' ; ইতি= এটি ; অসৌ লোকঃ=ওই প্রসিদ্ধ স্বর্গলোক ; মহঃ='মহঃ' ; ইতি=এটি ; আদিত্যঃ=আদিত্য—সূর্য ; আদিত্যেন=(কেননা) আদিত্য দ্বারা ; বাব=ই ; সর্বে= সমস্ত ; লোকাঃ= লোক ; মহীয়ন্তে=মহিমান্বিত হয়।

ব্যাখ্যা—এই পঞ্চম অনুবাকে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এবং মহঃ এই চার ব্যাহৃতির উপাসনার রহস্য বর্ণনা করে তার ফলের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত এতে একথা বলা হয়েছে যে, ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ—এই তিন ব্যাহৃতি তো প্রসিদ্ধ। কিন্তু এতদতিরিক্ত যে চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহঃ' বিদ্যমান—তার উপাসনার রহস্য সর্বপ্রথম মহাচমসের পুত্র জেনেছিলেন। এর ভাবার্থ এই যে, এই চার ব্যাহৃতিকে চার প্রকারে প্রয়োগ করে উপাসনা করার বিধি, যা পূর্বে উক্ত হয়েছে, তখন থেকেই প্রচলিত। এরপর ওই চার ব্যাহৃতিতে কীরূপ ভাবনা করে উপাসনা করা উচিত সেকথা বোঝানো হয়েছে। এই চার ব্যাহৃতির মধ্যে 'মহঃ'—এই চতুর্থ ব্যাহৃতিটি প্রধান। অতএব চার ব্যাহৃতির মধ্যে 'মহঃ' ব্যাহৃতিকে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝা উচিত—এই ভাব বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে যে, ওই চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহঃ' ব্রহ্মের নাম হওয়ায় তা ব্রহ্মই ; কারণ ব্রহ্ম সকলের আত্মা, সর্বরূপ এবং অন্যান্য সকল দেবতা তাঁর অঙ্গ। অতএব যে কোনো দেবতার এই ব্যাহৃতি দ্বারা উপাসনা করা হলেও এতে একথা

ভুললে চলবে না যে, এটি সর্বরূপময় পরমেশ্বরেরই উপাসনা। সমস্ত দেবতা তাঁর অঙ্গ হওয়াতে অন্য দেবতার উপাসনাও তাঁরই উপাসনা (গীতা ৯।২৩-২৪)। এর পর এই ব্যাহৃতিগুলিতে লোকাদির চিন্তন করার বিধি এইরূপ বলা হয়েছে—'ভূঃ' এটি তো পৃথিবীলোক, 'ভুবঃ' এটি অন্তরীক্ষলোক ; 'স্বঃ' এটি সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গলোক এবং 'মহঃ' এটি সূর্য ; কেননা সূর্য থেকেই সমস্ত লোক মহিমান্বিত হয়। এর তাৎপর্য এই যে, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই ব্যাহৃতিত্রয় পরমেশ্বরের বিরাট শরীররূপ এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের বোধক অর্থাৎ পরমেশ্বরের অঙ্গের নাম তথা 'মহঃ'—এই চতুর্থ ব্যাহৃতি বিরাট শরীরের প্রকাশক এবং আত্মারূপ পরমেশ্বরের বোধক। 'মহঃ' এটি সূর্যের নাম। সূর্যেরও আত্মা পরমেশ্বর ; অতএব সূর্যরূপে তিনিই সমস্ত লোকের প্রকাশকারী। এইজন্য এখানে সূর্যের উপলক্ষণে এই বিরাট শরীরসমূহের প্রকাশক আত্মারূপ পরমেশ্বরেরই উপাসনার লক্ষ্য করা হয়েছে।

ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্বাণি জ্যোতীঁ্ষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূঁ্ষি। মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্বে বেদা মহীয়ন্তে ॥ ২ ॥

ভূঃ='ভূঃ' ; ইতি=এই ব্যাহৃতি ; বৈ=ই ; অগ্নিঃ=অগ্নি ; ভুবঃ='ভুবঃ' ; ইতি=এটি ; বায়ুঃ=বায়ু ; সুবঃ='স্বঃ' ; ইতি=এটি ; আদিত্যঃ=আদিত্য ; মহঃ='মহঃ' ; ইতি=এটি ; চন্দ্রমাঃ=চন্দ্রমা ; (কারণ) চন্দ্রমসা=চন্দ্রমা দ্বারা ; বাব=ই ; সর্বাণি=সমস্ত ; জ্যোতীংষি=জ্যোতিসমূহ ; মহীয়ন্তে=মহিমাযুক্ত হয় ; ভূঃ='ভূঃ' ; ইতি=এই ব্যাহৃতি ; বৈ=ই ; ঋচঃ=ঋগ্বেদ ; ভুবঃ=ভুবঃ ; ইতি=এটি ; সামানি=সামবেদ ; সুবঃ=স্বঃ ; ইতি=এটি ; যজূংষি=যজুর্বেদ ; মহঃ='মহঃ' ; ইতি=এটি ; ব্রহ্ম=ব্রহ্ম ; (কারণ) ব্রহ্মণা=ব্রহ্ম দ্বারা ; বাব=ই ; সর্বে=সমস্ত ; বেদাঃ=বেদ ; মহীয়ন্তে=মহিমাযুক্ত হন।

ব্যাখ্যা—এইরূপে এই ব্যাহৃতিগুলি দ্বারা পুনরায় জ্যোতিসমূহে পরমেশ্বরের উপাসনার প্রকার বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতি অগ্নির নাম হওয়াতে অগ্নিই। অগ্নিদেবতা বাণীর অধিষ্ঠাতা এবং

বাণীও প্রতিটি বিষয়কে ব্যক্ত করে প্রকাশিকা হওয়াতে জ্যোতিস্বরূপা ; অতএব বাণীও জ্যোতিসমূহের উপাসনায় যেন 'ভূঃ' স্বরূপ। 'ভুবঃ' এটি বায়ু। বায়ুদেবতা ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এবং ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শের প্রকাশক। জ্যোতিবিষয়ক উপাসনায় বায়ু এবং ত্বককে 'ভুবঃ' রূপ বুঝতে হবে। 'স্বঃ' এটি সূর্য। সূর্য চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চক্ষুরিন্দ্রিয়ও সূর্যের সাহায্যে রূপের প্রকাশক। অতএব জ্যোতিবিষয়ক উপাসনায় সূর্য এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়কে 'স্বঃ' ব্যাহৃতিস্বরূপ বুঝতে হবে। 'মহঃ' এই চতুর্থ ব্যাহৃতিই চন্দ্রমা। চন্দ্রমা মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মন সঙ্গে থাকলেই সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়কে প্রকাশিত করে, মন ছাড়া প্রকাশিত করা সম্ভব নয়। অতএব সমস্ত জ্যোতির মধ্যে প্রধান চন্দ্রমা এবং মনকেই 'মহঃ' ব্যাহৃতিরূপ বুঝতে হবে। কারণ চন্দ্রমা দ্বারা অর্থাৎ মন দ্বারাই সমস্ত জ্যোতিরূপ ইন্দ্রিয়গুলি মহিমান্বিত হয়। এইভাবে মনরূপে পরমেশ্বরের উপাসনা করার বিধি বোঝানো হয়েছে। এইরূপে বেদের বিষয়ে ব্যাহৃতিগুলির প্রয়োগ দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনার প্রকার বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, 'ভূঃ' এটি ঋগ্বেদ ; 'ভুবঃ' এটি সামবেদ, 'স্বঃ' এটি যজুর্বেদ এবং 'মহঃ' এটি ব্রহ্ম, কেননা ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ মহিমাযুক্ত হন। এর তাৎপর্য হল সম্পূর্ণ বেদে বর্ণিত সমস্ত জ্ঞান পরব্রহ্ম পরমেশ্বর থেকেই প্রকট এবং তাঁর দ্বারাই ব্যাপ্ত তথা ওই পরমেশ্বরেরই তত্ত্ব বেদে বর্ণনা করা হয়েছে, এইজন্যই এঁর মহিমা। এইরূপে বেদে উক্ত ব্যাহৃতিগুলির প্রয়োগ করে উপাসনা করা উচিত।

ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥ ৩॥

ভূঃ='ভূ' ; **ইতি**=এই ব্যাহৃতি ; **বৈ**=ই ; **প্রাণঃ**=প্রাণ ; **ভুবঃ**='ভুবঃ' ; **ইতি**= এটি ; **অপানঃ**=অপান ; **সুবঃ**='স্বঃ' ; **ইতি**=এটি ; **ব্যানঃ**=ব্যান ; **মহঃ**='মহঃ' ; **ইতি**=এটি ; **অন্নম্**=অন্ন ; (কারণ) **অন্নেন**=অন্নদ্বারা ; **বাব**=ই ; **সর্বে**= সমস্ত ; **প্রাণাঃ**=প্রাণ ; **মহীয়ন্তে**=মহিমাযুক্ত হয় ; **তাঃ**=ওইগুলি ; **বৈ**=

হি ; এতাঃ=এরূপ ; চতুর্ধা=চার প্রকারের ; চতস্রঃ=চার ব্যাহৃতি ; (অতএব) চতস্রঃ চতস্রঃ=এক একটির চার চার ভেদ হলে সাকল্যে ষোলো ; ব্যাহৃতয়ঃ=ব্যাহৃতি বিদ্যমান ; তাঃ=ওইগুলিকে ; যঃ=যে ; বেদ=তত্ত্বত জানে ; সঃ=সে ; ব্রহ্ম=ব্রহ্মকে ; বেদ=জানে ; অস্মৈ=এই ব্রহ্মবেত্তার জন্য ; সর্বে=সমস্ত ; দেবাঃ=দেবতা ; বলিম্=উপহার ; আবহন্তি=সমর্পণ করেন।

ব্যাখ্যা—এখন প্রাণের বিষয়ে এই ব্যাহৃতিগুলির প্রয়োগ করে উপাসনার প্রকার বোঝানো হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, 'ভূঃ' ই প্রাণ ; 'ভুবঃ' এটি অপান, 'স্বঃ' ব্যান। এইরূপ জগদ্ব্যাপী সমস্ত প্রাণই তিন ব্যাহৃতি এবং অন্ন 'মহঃ'রূপ চতুর্থ ব্যাহৃতি ; কারণ যেরূপ ব্যাহৃতির মধ্যে 'মহঃ' প্রধান, সেইরূপ সমস্ত প্রাণের পোষণ করে তার মহিমা সুরক্ষিত রাখা এবং বৃদ্ধি করার ফলে তদপেক্ষা অন্ন প্রধান। অতএব, প্রাণসমূহের অন্তর্যামীরূপ পরমেশ্বররের অন্নরূপে উপাসনা করা উচিত।

এইভাবে চার ব্যাহৃতিকে চার প্রকারে প্রযুক্ত করে উপাসনা করার রীতি জানিয়ে পুনরায় তাকে উপলব্ধি করে উপাসনার ফল বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, চার প্রকারে প্রযুক্ত এই চার ব্যাহৃতির উপাসনাভেদ যে জেনে যায় অর্থাৎ যে অনুভব করে, সে তদনুসারে পরব্রহ্ম পরমাত্মার উপাসনা করে ব্রহ্মকে জেনে যায় এবং দেবগণ তাঁকে উপহার প্রদান করেন। তাঁকে পরমেশ্বরের প্রিয় মনে করে তাঁর আদর সৎকার করা হয়।

॥ পঞ্চম অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অনুবাক

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ॥ ১ ॥

সঃ=সেই (পূর্বে কথিত) ; যঃ=যে ; এষঃ=এই ; অন্তর্হৃদয়ে=হৃদয়ের ভিতর ; আকাশঃ=আকাশ ; তস্মিন্=তাতে ; অয়ম্=এই ; হিরণ্ময়ঃ=বিশুদ্ধ প্রকাশস্বরূপ ; অমৃতঃ=অবিনাশী ; মনোময়ঃ=মনোময় ; পুরুষঃ=পুরুষ (পরমেশ্বর) অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যা—এই অনুবাকে চারটি কথা বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী অনুবাকে কথিত

উপদেশের সঙ্গে এর পৃথক-পৃথক সম্বন্ধ রয়েছে এবং ওই উপদেশের পূর্ণতার জন্যই এটি আরম্ভ করা হয়েছে, এইরূপ অনুমিত হয়।

পূর্ব অনুবাকে মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রমাকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের প্রকাশক বলা হয়েছে এবং ব্রহ্মরূপে তাঁকে উপাসনা করার যুক্তি প্রদত্ত হয়েছে । ওই মনোময় পরব্রহ্ম—সকলের অন্তর্যামী পুরুষ কোথায় ; কোথায় তাঁর উপলব্ধি হয়—এই কথা এই অনুবাকের প্রথমাংশে বোঝানো হয়েছে। অনুবাকের এই অংশের অভিপ্রায় হল, পূর্বোক্ত হৃদয়ের ভিতর অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণযুক্ত যে আকাশ, তাতে এই বিশুদ্ধ প্রকাশস্বরূপ অবিনাশী মনোময় অন্তর্যামী পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিরাজমান। সেখানেই তাঁর সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। তাঁকে লাভ করার জন্য অন্যত্র গমন করতে হয় না।

অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ। সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি ॥ ২ ॥

অন্তরেণ তালুকে=দুটি তালুর মধ্যে ; **যঃ**=যে ; **এষঃ**=এই ; **স্তনঃ ইব**=স্তনসদৃশ ; **অবলম্বতে**=ঝুলে থাকে ; **(তম্ অপি অন্তরেণ)**=তারও ভিতরে ; **যত্র**=যেখানে ; **অসৌ**=ওই ; **কেশান্তঃ**=কেশের মূলস্থান (ব্রহ্মরন্ধ্র) ; **বিবর্ততে**=স্থিত ; (সেখানে) **শীর্ষকপালে**=মস্তকের দুটি কপালকে ; **ব্যপোহ্য**=ভেদন করে ; **(বিনিঃসৃতা যা)**=বিনিঃসৃত যে সুষম্না নাড়ি ; **সা**=সেটি ; **ইন্দ্রযোনিঃ**=ইন্দ্রযোনি (পরমাত্মা পরমেশ্বর প্রাপ্তির দ্বার) ; (অন্তকালে সাধক) **ভূঃ ইতি**='ভূঃ' এই ব্যাহৃতির অর্থরূপ ; **অগ্নৌ**=অগ্নিতে ; **প্রতিতিষ্ঠতি**=প্রতিষ্ঠিত হয় ; **ভুবঃ ইতি**='ভুবঃ' এই ব্যাহৃতির অর্থরূপ ; **বায়ৌ**=বায়ুদেবতায় স্থিত হয় ; (পুনঃ) **সুবঃ ইতি**='স্বঃ' এই ব্যাহৃতির অর্থরূপ ; **আদিত্যে**=সূর্যে স্থিত হয় ; (পশ্চাৎ) **মহঃ ইতি**='মহঃ' এই ব্যাহৃতির অর্থস্বরূপ ; **ব্রহ্মণি**=ব্রহ্মে স্থিত হয়।

ব্যাখ্যা—ওই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে নিজ হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দর্শনকারী মহাপুরুষ যখন এই শরীর ত্যাগ করে যান তখন তিনি কীভাবে কোন মার্গে

বহির্গত হয়ে কোন ক্রমে ভূঃ, ভুবঃ, এবং স্বঃরূপ সমস্ত লোকে পরিপূর্ণ সকলের আত্মরূপ পরমেশ্বরে স্থিত হন—একথা এই অনুবাকের দ্বিতীয় অংশে বোঝানো হয়েছে। এর ভাবার্থ হল এই যে, মানুষের মুখে তালুর ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে যে এক স্তনসদৃশ মাংসপিণ্ড ঝুলে থাকে, যাকে আলজিভ বলা হয়, তার ঠিক অগ্রভাগে কেশরাশির মূলস্থানে রয়েছে ব্রহ্মরন্ধ্র। সেখানে হৃদয়-দেশ থেকে বেরিয়ে আলজিভের ভিতর দিয়ে দুটি কপালকে ভেদ করে যে সুষুম্না নামক নাড়ি বহির্গত হয়েছে তা ইন্দ্র নামে অভিহিত পরমেশ্বরের প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। অন্তকালে সেই মহাপুরুষ ওই মার্গে শরীরের বহির্ভাগে বেরিয়ে 'ভূঃ' এই নামে অভিহিত অগ্নিতে স্থিত হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এই কথা বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ যখন ব্রহ্মলোকে যান, তখন তিনি সর্বপ্রথম জ্যোতির্ময় অগ্নির অভিমানী দেবতার অধিকারে আসেন (গীতা ৮।২৪)। তারপর বায়ুতে স্থিত হন। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যলোক পর্যন্ত সমস্ত আকাশে যাঁর অধিকার, যিনি সর্বত্র বিচরণকারী বায়ুর অভিমানী দেবতা এবং যিনি 'ভুবঃ' নামে পঞ্চম অনুবাকে উক্ত হয়েছেন, তাঁর অধিকারে তিনি আসেন। সেই দেবতা তাঁকে 'স্বঃ' নামে অভিহিত সূর্যলোকে পৌঁছে দেন। সেখান থেকে তিনি 'মহঃ' নামে কথিত 'ব্রহ্মে' স্থিত হন।

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্‌পতি-শ্চক্ষুষ্পতিঃ। শ্রোত্রপতির্বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি॥ ৩॥

স্বারাজ্যম্=(তিনি) স্বরাজ্যকে ; **আপ্নোতি**=প্রাপ্ত হন ; **মনসস্পতিম্**= মনের স্বামীকে ; **আপ্নোতি**=প্রাপ্ত হন ; **বাক্‌পতিঃ (ভবতি)**=বাকের স্বামী হন ; **চক্ষুষ্পতিঃ**=নেত্রস্বামী ; **শ্রোত্রপতিঃ**=কর্ণস্বামী ; (এবং) **বিজ্ঞানপতিঃ**= বিজ্ঞানস্বামী হন ; **ততঃ**=পূর্বোক্ত সাধন সম্পন্ন হলে ; **এতৎ**=এই ফল ; **ভবতি**= হয়।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ কীরূপ হন—একথা এই অনুবাকের তৃতীয়াংশে বলা হয়েছে। অনুবাকের এই অংশের অভিপ্রায় হল, তিনি স্বরাট্ হন। অর্থাৎ তাঁর উপর প্রকৃতির অধিকার থাকে না, বরঞ্চ তিনি স্বয়ংই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হন। কারণ তিনি মনের অর্থাৎ সমস্ত

অন্তঃকরণসমুদয়ের স্বামী পরমাত্মাকে লাভ করেছেন। এইজন্য তিনি ওই বাণী, চক্ষুঃ, শ্রোত্র আদি সকল ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের দেবতাগণের তথা বিজ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিরও স্বামী হন। অর্থাৎ সকলে তাঁর অধীন হয়ে যায়। পূর্বোক্ত সাধন দ্বারা এই ফল লাভ হয়।

আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্ব ॥ ৪ ॥

ব্রহ্ম=ওই ব্রহ্ম ; **আকাশশরীরম্**=আকাশসদৃশ শরীরসম্পন্ন ; **সত্যাত্ম**=সত্তা-রূপ ; **প্রাণারামম্**=ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত প্রাণের বিশ্রাম প্রদায়ক ; **মন-আনন্দম্**=মনের আনন্দদাতা ; **শান্তিসমৃদ্ধম্**=শান্তিসম্পন্ন ; (তথা) **অমৃতম্**=অমৃত ; **ইতি**= এইরূপ মনে করে ; **প্রাচীনযোগ্য**=হে প্রাচীনযোগ্য ! ; **উপাস্স্ব**=তুমি তাঁর উপাসনা করো।

ব্যাখ্যা—ওই প্রাপ্তব্য ব্রহ্ম কীরূপ ? তাঁর কীভাবে চিন্তা এবং ধ্যান করা উচিত—এই অনুবাকের চতুর্থাংশে একথা বলা হয়েছে। এর অভিপ্রায় এই যে, ওই ব্রহ্ম আকাশসদৃশ নিরাকার, সর্বব্যাপী এবং অতিশয় সূক্ষ্ম শরীরসম্পন্ন। একমাত্র সত্তারূপ। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিশ্রামদাতা এবং মনের পরমানন্দদায়ক। অখণ্ড শান্তির ভাণ্ডার এবং সর্বতোভাবে অবিনাশী। সাধকের উচিত পরম বিশ্বাসের সাথে তাঁকে লাভ করার জন্য তাঁর চিন্তন করা এবং তাঁর ধ্যানে তৎপরতাপূর্বক রত থাকা। এই ভাবার্থ স্পষ্ট করতে শ্রুতির অন্তিম বাণীতে ঋষি নিজ শিষ্যকে বলছেন 'হে প্রাচীনযোগ্য ![১] এইরূপ মেনে তুমি ওই ব্রহ্মের স্বরূপ উপাসনা করো।'

॥ ষষ্ঠ অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অনুবাক

পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ। অগ্নির্বায়ুরাদিত্য-শ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয় আকাশ আত্মা।

---

[১]পূর্ব থেকেই যাঁর মধ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্যতা বিদ্যমান তাঁকে 'প্রাচীনযোগ্য' বলা হয়। অথবা এটি শিষ্যের নামও হতে পারে।

ইত্যধিভূতম্। অথাধ্যাত্মম্। প্রাণো ব্যানোঽপান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম মাঁসঁস্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধি-বিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্ক্তং বা ইদঁসর্বম্। পাঙ্ক্তেনৈব পাঙ্ক্তঁস্পৃণোতীতি॥ ১॥

পৃথিবী=পৃথিবীলোক ; **অন্তরিক্ষম্**=অন্তরীক্ষলোক ; **দ্যৌঃ**=স্বর্গলোক ; **দিশঃ**= দিকসমূহ ; **অবান্তরদিশঃ**=অবান্তর দিকগুলি ; দিকের মধ্যবর্তী কোণ (যা পাঁচ লোকের পঙ্ক্তি) ; **অগ্নিঃ**=অগ্নি ; **বায়ুঃ**=বায়ু ; **আদিত্যঃ**=সূর্য ; **চন্দ্রমাঃ**=চন্দ্রমা ; **নক্ষত্রাণি**=(তথা) সমস্ত নক্ষত্র (এই পঞ্চ জ্যোতি সমুদয়ের পঙ্ক্তি) ; **আপঃ**=জল ; **ওষধয়ঃ**=ওষধসমূহ ; **বনস্পতয়ঃ**=বনস্পতিসমূহ ; **আকাশঃ**= আকাশ ; **আত্মা**=(তথা) এর সংঘাতস্বরূপ অন্নময় স্থূলশরীর (এই পাঁচটি মিলে স্থূল পদার্থের পঙ্ক্তি) ; **ইতি**=এটি ; **অধিভূতম্**=আধিভৌতিক দৃষ্টিতে বর্ণন ; **অথ**=এখন ; **অধ্যাত্মম্**=আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বলছেন ; **প্রাণঃ**=প্রাণ ; **ব্যানঃ**=ব্যান ; **অপানঃ**=অপান ; **উদানঃ**=উদান ; (এবং) **সমানঃ**=সমান (এই পাঁচ প্রাণের পঙ্ক্তি) ; **চক্ষুঃ**=নেত্র ; **শ্রোত্রম্**=কান ; **মনঃ**=মন ; **বাক্**=বাণী ; (এবং) **ত্বক্**=ত্বক্ ; (এই পাঁচ করণের পঙ্ক্তি) ; **চর্ম**=চর্ম ; **মাংসম্**=মাংস ; **স্নাবা**=নাড়ি ; **অস্থি**=অস্থি (হাড়) (এবং) ; **মজ্জা**=মজ্জা (এই পাঁচ শরীরগত ধাতুসমূহের পঙ্ক্তি) ; **এতৎ**=এই (এই প্রকার) ; **অধিবিধায়**=সম্যক্ কল্পনা করে ; **ঋষিঃ**=ঋষি ; **অবোচৎ**=বললেন ; **ইদম্**=এই ; **সর্বম্**=সব ; **বৈ**=নিশ্চয়ই ; **পাঙ্ক্তম্**=পাঙ্ক্ত[১] ; **পাঙ্ক্তেন এব পাঙ্ক্তম্**=(সাধক) এই আধ্যাত্মিক পাঙ্ক্ত দ্বারাই বাহ্য পাঙ্ক্তকে এবং বাহ্য দ্বারা অধ্যাত্ম পাঙ্ক্তকে ; **স্পৃণোতি ইতি**=পূর্ণ করে।

ব্যাখ্যা—এই অনুবাকের দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে মুখ্য আধিভৌতিক পদার্থসমূহকে লোক, জ্যোতি এবং স্থূল পদার্থ—এই তিন পঙ্ক্তিতে বিভক্ত করে তার বর্ণনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ভাগে মুখ্য আধ্যাত্মিক (শরীরস্থ) পদার্থসমূহকে প্রাণ, কারণ এবং ধাতু—এই তিন পঙ্ক্তিতে বিভক্ত করে তার বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে তার ব্যবহারিক যুক্তি বলা হয়েছে।

---

[১]পঙ্ক্তিগুলির সমূহকেই ‘পাঙ্ক্ত’ বলা হয়।

এর ভাবার্থ এই যে, পৃথিবীলোক, অন্তরীক্ষলোক, স্বর্গলোক, পূর্বপশ্চিমাদি দিকসমূহ এবং আগ্নেয়, নৈর্ঋতাদি অবান্তর দিকসমূহ—এইরূপ এইগুলি লোকের আধিভৌতিক পঙ্‌ক্তি। অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্রমা এবং নক্ষত্র—এইগুলি জ্যোতিসমূহের আধিভৌতিক পঙ্‌ক্তি তথা জল, ওষধিসমূহ, বনস্পতি, আকাশ এবং পাঞ্চভৌতিক স্থূল-শরীর—এইগুলি স্থূল জড় পদার্থের আধিভৌতিক পঙ্‌ক্তি। এগুলি সব মিলিত হয়ে আধিভৌতিক পাঙ্‌ক্ত অর্থাৎ ভৌতিক পঙ্‌ক্তির সমূহ। এইভাবে এগুলি হল পরে উক্ত আধ্যাত্মিক শরীরের ভিতর অবস্থানকারী পাঙ্‌ক্ত। এতে প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান এবং সমান—এইভাবে এগুলি প্রাণের পঙ্‌ক্তি। নেত্র, কান, মন, বাণী এবং ত্বক্—এইভাবে এগুলি করণ সমুদয়ের পঙ্‌ক্তি এবং চর্ম, মাংস, নাড়ি, অস্থি এবং মজ্জা—এগুলি শরীরগত ধাতুসমূহের পঙ্‌ক্তি। এইভাবে প্রধান প্রধান আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক পদার্থের ত্রিবিধ পঙ্‌ক্তি করে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, শেষ পদার্থগুলিও এরই অন্তর্গত বুঝতে হবে। এইরূপ বর্ণনা করার পর শ্রুতিমাতা বলছেন যে, পঙ্‌ক্তিতে বিভাজন করে উক্ত যে সমস্ত পদার্থ তা সবই হল পঙ্‌ক্তিসমূহের সমুদয়। এদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। এই রহস্যকে বুঝে অর্থাৎ কোন আধিভৌতিক পদার্থের সঙ্গে কোন আধ্যাত্মিক পদার্থের কী সম্বন্ধ, এই কথা প্রকৃতরূপে বুঝে মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা ভৌতিক পদার্থের বিকাশ করে এবং ভৌতিক পদার্থ দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তির উন্নতি করে।

প্রথম আধিভৌতিক লোকসম্বন্ধী পঙ্‌ক্তির সঙ্গে চতুর্থ প্রাণসমুদয়রূপ আধ্যাত্মিক পঙ্‌ক্তির সম্বন্ধ বিদ্যমান ; কারণ এক লোকের সঙ্গে ভিন্ন লোকের সম্বন্ধ স্থাপনে প্রাণেরই প্রাধান্য বিদ্যমান—এই কথা সংহিতা প্রকরণে প্রথমেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জ্যোতিবিষয়ক আধিভৌতিক পঙ্‌ক্তির সঙ্গে পঞ্চম করণসমুদয়রূপ আধ্যাত্মিক পঙ্‌ক্তির সম্বন্ধ বিদ্যমান, কারণ এই আধিভৌতিক জ্যোতিসমূহ এই আধ্যাত্মিক জ্যোতিসমূহের সহায়ক, একথা শাস্ত্রে যততত্র বলা হয়েছে। এইরূপ তৃতীয় স্থূল পদার্থসমূহের যে আধিভৌতিক পঙ্‌ক্তি আছে, তার ষষ্ঠ শরীরগত ধাতুসমূহের আধ্যাত্মিক পঙ্‌ক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ

বিদ্যমান, কারণ ওষধি এবং বনস্পতিরূপ অন্ন দ্বারাই মাংস, মজ্জাদির পুষ্টি এবং বৃদ্ধি হয়—একথা প্রত্যক্ষ। এইভাবে প্রতিটি স্থূল এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বকে যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করে সেটির উপযোগ করলে মানুষ সর্বপ্রকার সাংসারিক উন্নতি করতে পারে—এই বর্ণনার এটিই মূল উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

।। সপ্তম অনুবাক সমাপ্ত ।। ৭ ।।

অষ্টম অনুবাক

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদঁ্ সর্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁ্শোমিতি। শস্ত্রাণি শঁ্সন্তি। ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ।। ১ ।।

ওম্=ওম্ ; ইতি=এটি ; ব্রহ্ম=ব্রহ্ম ; ওম্=ওম্ ; ইতি=ই ; ইদম্=এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান ; **সর্বম্**=সমস্ত জগৎ ; ওম্=‘ওম্’ ; ইতি=এইরূপ ; এতৎ=এই অক্ষর ; হ=ই ; বৈ=নিঃসন্দেহ ; অনুকৃতিঃ=অনুকৃতি (অনুমোদন) ; স্ম=একথা প্রসিদ্ধ ; অপি=এছাড়া ; ও=হে আচার্য ; **শ্রাবয়**=আমাকে শ্রবণ করান ; ইতি=এইরূপ বলার পর ; আশ্রাবয়ন্তি=(‘ওম্’ এইরূপ বলে শিষ্যকে) উপদেশ শুনিয়ে থাকেন ; ওম্=ওম্ (হাঁ শ্রীমান !) ; ইতি=এইরূপ (স্বীকৃতি দিয়ে) ; **(সামগাঃ)**=সামগায়ক বিদ্বান ; **সামানি**=সামবেদীয় মন্ত্রগুলি ; **গায়ন্তি**=গান করেন ; **ওম্ শোম্**=‘ওম্ শোম্’ ; ইতি=এইরূপ বলেই ; **শস্ত্রাণি**=শস্ত্রসমূহ অর্থাৎ মন্ত্রগুলিকে ; **শংসন্তি**=উচ্চারণ করেন ; ওম্=‘ওম্’ ; ইতি=এইরূপ বলে ; **অধ্বর্যুঃ**=অধ্বর্যুনামক ঋত্বিক্ ; **প্রতিগরম্ প্রতিগৃণাতি**= প্রতিগর মন্ত্রোচ্চারণ করেন ; ওম্=‘ওম্’ ; ইতি=এইরূপ বলে ; **ব্রহ্মা**=ব্রহ্মা (চতুর্থ ঋত্বিক্) ; **প্রসৌতি**=অনুমতি প্রদান করেন ; ওম্=‘ওম্’ ; ইতি=এইরূপ বলে ; **অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি**=অগ্নিহোত্র করার আজ্ঞা দেন ; **প্রবক্ষ্যন্**= অধ্যয়নহেতু উদ্যত ; **ব্রাহ্মণঃ**=ব্রাহ্মণ ; **ওম্ ইতি**= প্রথমে ‘ওম্’ উচ্চারণ

করে ; আহ=বললেন ; ব্রহ্ম=(আমি) বেদ ; উপাপ্নবানি ইতি=যেন প্রাপ্ত হই ; এব=নিশ্চয়ই ; ব্রহ্ম=(এবং তিনি) বেদ ; উপাপ্নোতি= প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা—এই অনুবাকে 'ওঁ' এই পরমেশ্বরের নামের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা এবং প্রিয়তা উৎপন্ন করার জন্য 'ওঁ'কারের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভাবার্থ হল এই যে, 'ওঁ' এইটি পরব্রহ্ম পরমাত্মার নাম হওয়াতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মই ; কেননা ভগবানের নামও বাস্তবে ভগবৎস্বরূপই। এই দৃশ্যমান জগৎ 'ওঁ' অর্থাৎ ওই ব্রহ্মেরই স্থূলরূপ। 'ওঁ' এটি অনুকৃতি অর্থাৎ অনুমোদনের সূচক। অর্থাৎ যখন কারো কথা অনুমোদন করা হয়, তখন শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমেশ্বরের নামস্বরূপ এই 'ওঁ'কারের উচ্চারণ করে সংকেত দ্বারা তার অনুমোদন করেন, অন্য ব্যর্থ শব্দ উচ্চারণ করেন না—একথা প্রসিদ্ধ। যখন শিষ্য নিজ গুরুর নিকট তথা শ্রোতা কোনো ব্যাখ্যাতার নিকট উপদেশ শ্রবণের জন্য প্রার্থনা করে, তখন গুরু এবং বক্তাও 'ওঁ'—এইরূপ বলেই উপদেশ শোনান। সামবেদের গায়কও 'ওঁ'—এইরূপ প্রথমে পরমেশ্বরের নামের প্রকৃতরূপে কীর্তন করে সামবেদ গান করেন। যজ্ঞকর্মে শস্ত্র-শংসনরূপ কর্মকর্তা শাস্তা নামক ঋত্বিক 'ওম্ শোম্' এইরূপ বলেই শস্ত্রের অর্থাৎ তদ্বিষয়ক মন্ত্রের পাঠ করেন। যজ্ঞকর্মকর্তা অধ্বর্যু নামক ঋত্বিক্‌ও 'ওঁ' এই পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করেই প্রতিগর-মন্ত্রের উচ্চারণ করেন। ব্রহ্মা (চতুর্থ ঋত্বিক)ও 'ওঁ'—এই পরমাত্মার নাম উচ্চারণ করে যজ্ঞকর্ম করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন এবং 'ওঁ' এইরূপ বলেই অগ্নিহোত্র করার আজ্ঞা দেন। অধ্যয়ন করার জন্য উদ্যত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীও 'ওঁ' এই পরমেশ্বরের নাম প্রথমে উচ্চারণ করে বলেন 'আমি যেন বেদ প্রকৃতরূপে পড়তে সমর্থ হই।' অর্থাৎ 'ওঁ'কার যাঁর নাম—সেই পরমেশ্বরের নিকট 'ওঁ'কার উচ্চারণপূর্বক এই প্রার্থনা করেন যে, 'আমি বেদকে—বৈদিক জ্ঞানকে যেন লাভ করি—এইরূপ বুদ্ধি দান করুন।' এর ফলস্বরূপ তিনি নিঃসন্দেহে বেদ প্রাপ্ত হন। এইভাবে এই মন্ত্রে 'ওঁ'কারের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে।

॥ অষ্টম অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অনুবাক

ঋতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়-প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ॥ ১॥

ঋতম্=যথাযোগ্য সদাচার পালন ; চ=এবং ; **স্বাধ্যায়প্রবচনে**=শাস্ত্রাধ্যয়ন অধ্যাপনও (এই সমস্ত অবশ্য করা উচিত) ; **সত্যম্**=সত্যভাষণ ; চ=এবং ; **স্বাধ্যায়প্রবচনে চ**=বেদাধ্যয়ন করা এবং অধ্যাপনা করাও (সঙ্গে সঙ্গে করা উচিত) ; **তপঃ**=তপশ্চর্যা ; চ=এবং ; **স্বাধ্যায়প্রবচনে চ**=বেদাধ্যয়ন অধ্যাপনও (সঙ্গে সঙ্গে করা উচিত) ; **দমঃ**=ইন্দ্রিয়সমূহের দমন ; চ=এবং ; **স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ**=বেদ পড়া এবং পড়ানো (সঙ্গে সঙ্গে করা উচিত) ; **শমঃ**=মন-নিগ্রহ ; চ=এবং ; **স্বাধ্যায়প্রবচনে চ**=বেদাধ্যয়ন অধ্যাপনও (সঙ্গে সঙ্গে করা উচিত) ; **অগ্নয়ঃ**=অগ্নিসমূহের চয়ন ; চ=এবং ; **স্বাধ্যায়প্রবচনে চ**=বেদাধ্যয়ন অধ্যাপনও (সঙ্গে সঙ্গে করা উচিত) ; **অগ্নিহোত্রম্**=অগ্নিহোত্র ; চ=এবং ; **স্বাধ্যায়প্রবচনে চ**=বেদাধ্যয়ন করা বা করানো (সঙ্গে সঙ্গে করা উচিত) ; **অতিথয়ঃ**=অতিথি সেবা ; চ=এবং ; **স্বাধ্যায়প্রবচনে চ**=বেদাধ্যয়ন অধ্যাপনও (সঙ্গে সঙ্গে করা উচিত) ; **মানুষম্**=মানবোচিত লৌকিক ব্যবহার ; চ=এবং ; **স্বাধ্যায়প্রবচনে চ**=বেদপাঠ করা এবং করানো (সঙ্গে সঙ্গে করা উচিত) ; **প্রজা**=গর্ভাধান সংস্কাররূপ কর্ম ; চ=এবং ; **স্বাধ্যায়প্রবচনে চ**=বেদাধ্যয়ন করা এবং করানো (সঙ্গে সঙ্গে করা উচিত) ; **প্রজনঃ**=শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্ত্রীসহ-বাস ; চ=এবং ; **স্বাধ্যায়প্রবচনে চ**=বেদপাঠ করা এবং করানো (সঙ্গে সঙ্গে

করা উচিত) ; **প্রজাতিঃ**=কুটুম্ব বৃদ্ধিকর্ম ; **চ**=এবং ; **স্বাধ্যায়প্রবচনে চ**=শাস্ত্রপাঠ করা এবং করানো (সঙ্গে সঙ্গে করা উচিত) ; **সত্যম্**=সত্যই এই সমস্ত মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; **ইতি**=এইরূপ ; **রাথীতরঃ**=রথীতরের পুত্র ; **সত্যবচাঃ**=সত্যবচা ঋষি বলেন ; **তপঃ**=তপই সর্বশ্রেষ্ঠ ; **ইতি**=এইরূপ ; **পৌরুশিষ্টিঃ**=পুরুশিষ্টের পুত্র ; **তপোনিত্যঃ**=তপোনিত্য নামক ঋষি বলেন ; **স্বাধ্যায়প্রবচনে চ**= বেদাধ্যয়ন করা এবং করানোই সর্বশ্রেষ্ঠ ; **ইতি**=এইরূপ ; **মৌদ্গল্যঃ**= মুদ্গলের পুত্র ; **নাকঃ**='নাক' নামক মুনি বলেন ; **হি**=কেননা ; **তৎ**= ওইটিই ; **তপঃ**=তপ ; **তৎ হি**=ওইটিই ; **তপঃ**=তপ।

ব্যাখ্যা—এই অনুবাকে একথা বোঝানো হয়েছে যে, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন কর্তাকে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত মার্গে চলতে হবে। এই কথা উপদেশক এবং উপদেশের শ্রোতারও বোঝা উচিত। একথা বলার অভিপ্রায় এই যে, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন উভয়ই পরম উপযোগী। শাস্ত্রাধ্যয়নে মানুষ নিজ কর্তব্য তথা তার নিয়ম এবং ফল সম্পর্কে অবহিত হয়। এইভাবে শাস্ত্রাধ্যয়নে রত থেকে সদাচার পালন, সত্যভাষণ, স্বধর্ম পালনের জন্য বহুবিধ দুঃসহ কষ্ট সহ্য করা, ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ ; মনকে বশ করা, অগ্নি-হোত্রের জন্য অগ্নিপ্রদীপ্তকরণ, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে হবন, যথাযোগ্য অতিথি সৎকার, সকলের সঙ্গে মানবোচিত লৌকিক ব্যবহার, শাস্ত্রবিধি অনুসারে গর্ভাধান এবং ঋতুকালে স্ত্রীসহবাস তথা কুটুম্ব বৃদ্ধির উপায় করা—এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। অধ্যাপক তথা উপদেশকের পক্ষে এই সমস্ত কর্ম পালন একান্ত আবশ্যক। কারণ তাঁর আদর্শের অনুকরণ করবে ছাত্র তথা শ্রোতা। রথীতরের পুত্র সত্যবচা নামক ঋষি বলছেন 'এই সমস্ত কর্মের মধ্যে সত্যই শ্রেষ্ঠ ; কারণ প্রত্যেক কর্ম সত্যভাষণ এবং সত্যভাবপূর্বক পালন করলে যথার্থরূপে সম্পন্ন হয়।' পুরুশিষ্টের পুত্র তপোনিত্য ঋষির বক্তব্য এই যে, 'তপশ্চর্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ তপ দ্বারাই সত্যভাষণ আদি সমস্ত ধর্মপালন করার এবং ওতে দৃঢ়তাপূর্বক অবস্থানের শক্তি লাভ হয়।' মুদ্গলপুত্র নাক নামক মুনি বলেন, 'বেদ এবং ধর্মশাস্ত্রের পঠন-পাঠনই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ ওইটিই তপ, ওইটিই তপ অর্থাৎ এর থেকেই তপ আদি সমস্ত ধর্মের জ্ঞান হয়।' এই সকল

ঋষিরই কথন যথার্থ। তাঁদের কথন উদ্ধৃত করে এই কথাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্মে এই তিনটির প্রাধান্য থাকা উচিত। যা কিছু কর্ম করা হয় তা পঠন-পাঠনে উপলব্ধ শাস্ত্রজ্ঞানের অনুকূল হওয়া উচিত। যতই বিঘ্ন উপস্থিত হোক না কেন, নিজ কর্তব্যপালনরূপ তপে দৃঢ় থাকা উচিত এবং প্রত্যেক ক্রিয়ায় (কর্মে) সত্যভাব এবং সত্যভাষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

॥ নবম অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অনুবাক

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণঁ্ সবর্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্ ॥ ১ ॥

অহম্=আমি ; **বৃক্ষস্য**=সংসাররূপ বৃক্ষের ; **রেরিবা**=উচ্ছেদক ; **(মম) কীর্তিঃ**=আমার কীর্তি ; **গিরেঃ**=পর্বতের ; **পৃষ্ঠম্ ইব**=শিখরের মতো উন্নত ; **বাজিনি**=অন্নোৎপাদক শক্তিযুক্ত সূর্য ; **স্বমৃতম্ ইব**=উত্তম অমৃতের মতো ; সেইরূপ আমিও ; **ঊর্ধ্বপবিত্রঃ অস্মি**=অতিশয় পবিত্র অমৃতস্বরূপ ; (তথা আমি) **সবর্চসম্**=প্রকাশযুক্ত ; **দ্রবিণম্**=ধনের ভাণ্ডার ; **অমৃতোক্ষিতঃ**= (পরমানন্দময়) অমৃত দ্বারা অভিষিঞ্চিত (তথা) ; **সুমেধাঃ**=শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন ; **ইতি**=এইরূপ (এই) ; **ত্রিশঙ্কোঃ**=ত্রিশঙ্কু ঋষির ; **বেদানুবচনম্**=অনুভূত বৈদিক প্রবচন।

ব্যাখ্যা—ত্রিশঙ্কু ঋষি পরমেশ্বর লাভের পর নিজের যে অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন, তাই এই অনুবাকে উদ্ধৃত করেছেন। ত্রিশঙ্কুর এই বাক্য অনুসারে নিজের অন্তঃকরণে চিন্তন করাও পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধন—একথা জানাতে এই অনুবাকের অবতারণা করা হয়েছে। এই শ্রুতির ভাবার্থ হল, আমি অনাদিকাল থেকে প্রবাহরূপে চলে আসছে যে জন্ম-মৃত্যু—সেই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারবৃক্ষের উচ্ছেদক। এই আমার অন্তিম জন্ম। এরপর আমার আর জন্ম হবে না। আমার কীর্তি পর্বত-শিখরের মতো উন্নত এবং বিশাল। অন্নোৎপাদক

শক্তিসম্পন্ন সূর্যে যেরূপ উত্তম অমৃতের নিবাস, সেইরূপ আমিও বিশুদ্ধ রোগ-দোষাদি মুক্ত, অমৃতস্বরূপ। এছাড়া আমি প্রকাশযুক্ত ধনের ভাণ্ডার। আমি পরমানন্দরূপ অমৃতে নিমগ্ন এবং শ্রেষ্ঠ ধারণাযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন। ত্রিশঙ্কু ঋষির এই বেদানুবচন হল জ্ঞানপ্রাপ্তির পর আত্মার উদ্‌ঘোষ।

মানুষ যেরূপ ভাবনা করে, সেইরূপই হয়ে যায়। তার সংকল্পের এটি এক আশ্চর্যজনক শক্তি। অতএব যে মানুষ নিজের মধ্যে উপরিউক্ত ভাবনার অভ্যাস করবে সে নিশ্চয়ই তদনুরূপে পরিণত হবে। কিন্তু এই সাধনে পূর্ণ সাবধানতা প্রয়োজন। ভাবনানুসারে সদ্‌গুণের পরিবর্তে যদি অহংকার এসে যায় তাহলে পতনের সম্ভাবনা থাকে। এই বেদানুবচনের রহস্য যদি যথার্থরূপে অনুধাবন করে তদনুযায়ী ভাবনা করা হয় তাহলে অভিমানের সম্ভাবনা থাকবে না।

॥ দশম অনুবাক সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অনুবাক

বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১ ॥

বেদম্ অনূচ্য=বেদ উত্তমরূপে অধ্যাপনা করে ; **আচার্যঃ**=আচার্য ; **অন্তেবাসিনম্**=নিজ আশ্রমে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থীকে ; **অনুশাস্তি**=শিক্ষা দিচ্ছেন (অনুশাসন করছেন) ; **সত্যং বদ**=সত্য বলবে ; **ধর্মম্ চর**=ধর্মাচরণ করবে ; **স্বাধ্যায়াৎ**=স্বাধ্যায় থেকে ; **মা প্রমদঃ**=বিচ্যুত হবে না ; **আচার্যায়**= আচার্যের জন্য ; **প্রিয়ম্ ধনম্**=দক্ষিণারূপে বাঞ্ছিত ধন ; **আহৃত্য**=আহরণ করে ; (অর্পণ করো, পুনরায় ওঁর আজ্ঞায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে) ; **প্রজাতন্তুম্**=সন্তান পরম্পরাকে (অবিচ্ছিন্ন রাখো, তার) ; **মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ**= উচ্ছেদ করবে না ; **সত্যাৎ**=(তোমার) সত্য থেকে ; **ন**

প্রমদিতব্যম্=প্রমত্ত বা বিচলিত হওয়া চলবে না ; **ধর্মাৎ**=ধর্ম থেকে ; **ন প্রমদিতব্যাম্**=বিচলিত হবে না ; **কুশলাৎ**=কুশল থেকে ; **ন প্রমদিতব্যম্**=কখনো বিচলিত হওয়া উচিত নয় ; **ভূত্যৈ**=উন্নতির সাধনসমূহ থেকে ; **ন প্রমদিতব্যম্**=কখনো বিচলিত হওয়া উচিত নয় ; **স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাম্**= বেদাধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় ; **ন প্রমদিতব্যম্**=কখনো বিচলিত হবে না ; **দেবপিতৃকার্যাভ্যাম্**=দেব এবং পিতৃকার্যে ; **ন প্রমদিতব্যম্**=কখনো বিচলিত হবে না অর্থাৎ ওই সমস্ত কর্ম থেকে বিচ্যুত হবে না।

ব্যাখ্যা—গৃহস্থের জীবন কীরূপ হওয়া উচিত একথা জানাতে এই অনুবাকের তাৎপর্য। আচার্য শিষ্যকে উত্তমরূপে বেদাধ্যাপন করে সমাবর্তন সংস্কারের সময় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে গৃহস্থধর্ম পালনের শিক্ষা দিচ্ছেন—পুত্র ! তুমি সদাই সত্য কথা বলবে, আপদ-বিপদ উপস্থিত হলেও কদাপি মিথ্যার আশ্রয় নেবে না, নিজ বর্ণাশ্রমের অনুকূল শাস্ত্রসম্মত ধর্মের অনুষ্ঠান করবে, স্বাধ্যায় থেকে অর্থাৎ বেদাভ্যাস, সন্ধ্যাকালীন উপাসনা, গায়ত্রীজপ এবং শ্রীভগবন্নামগুণকীর্তন আদি নিত্যকর্ম থেকে বিরত হবে না, অর্থাৎ কোনোদিন ওতে অবহেলা করবে না এবং আলস্যবশত ত্যাগও করবে না। গুরুদক্ষিণারূপে গুরুর অনুকূল ধন এনে প্রেমপূর্বক প্রদান করবে এবং তাঁর আজ্ঞায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে স্বধর্মপালন করে সন্তান পরম্পরা সুরক্ষিত রাখবে—তার লোপ যেন না হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহিত ধর্ম-পত্নীর সঙ্গে ঋতুকালে নিয়মিত সহবাস করে অনাসক্ত হয়ে সন্তানোৎপত্তি করবে। তুমি কখনো সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না অর্থাৎ ব্যর্থ বার্তালাপে বাণীর শক্তি নষ্ট করবে না, পরিহাস আদি মাধ্যমে কখনো মিথ্যা বলবে না। এইরূপ ধর্মপালনেও কখনো বিচ্যুত হবে না। অর্থাৎ কোনো অজুহাত দেখিয়ে বা আলস্যবশত কখনো ধর্মত্যাগ করবে না। লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কর্তব্যরূপে যত শুভকর্ম উপস্থিত হয় তার কোনোদিন ত্যাগ বা উপেক্ষা করবে না বরঞ্চ যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করতে থাকবে। ধর্ম-সম্পত্তিবর্ধক লৌকিক উন্নতির সাধনের প্রতিও উদাসীন থাকবে না। এর জন্যও বর্ণাশ্রমানুকূল চেষ্টা করা উচিত। পঠন-পাঠনের যে মুখ্য নিয়ম তা কখনোই অবহেলা করবে না বা

এই যে, এই চারজনকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি মনে করে শ্রদ্ধা এবং ভক্তিপূর্বক সদা এঁদের আজ্ঞাপালন, নমস্কার এবং সেবা করবে। সবিনয় ব্যবহারে এঁদের প্রসন্ন রাখবে। সংসারে যা যা নির্দোষ কর্ম বিদ্যমান সেগুলি তুমি সেবন করবে। তদ্‌ভিন্ন দোষযুক্ত, নিষিদ্ধ কর্ম ভুলেও—স্বপ্নেও আচরণ করবে না। নিজ গুরুজনের আচার ব্যবহারে যা উত্তম, শাস্ত্র এবং শিষ্ট পুরুষ দ্বারা অনুমোদিত আচরণ, যার সম্বন্ধে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই, তাদৃশ কর্মের আচরণ তোমাকে করতে হবে। যে বিষয়ে সামান্যও শঙ্কা রয়েছে তার অনুকরণ কদাপি করবে না। যিনি বয়স, বিদ্যা, তপ, আচরণ ইত্যাদিতে মহান তথা আমার থেকে শ্রেষ্ঠ সেরূপ ব্রাহ্মণাদি পূজ্য-পুরুষ যদি গৃহে আসেন, তাহলে তাঁকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসনাদি প্রদান করে সর্বপ্রকারে সম্মান তথা যথাযোগ্য সেবা করবে। নিজ শক্তি অনুসারে দান করার জন্য তোমাকে সদা ঔদার্যভাবযুক্ত হতে হবে। যা কিছু প্রদেয় তা শ্রদ্ধাপূর্বক দিতে হবে। অশ্রদ্ধাপূর্বক দেবে না। কেননা অশ্রদ্ধাপূর্বক বস্তু দানাদি কর্ম অসৎ বলা হয়েছে (গীতা ১৭।২৭)। লজ্জাপূর্বক দিতে হবে অর্থাৎ সমস্ত ধন ভগবানের, আমি যদি তা নিজের মনে করি তাহলে অপরাধ। সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত ভগবৎসেবায় এই ধন নিয়োগ করা আমার কর্তব্য—এইরূপ মনে করতে হবে। আমি যা কিছু দিচ্ছি তা অতি অল্পই। এরূপ ভেবে সসংকোচে দেওয়া উচিত। দানের জন্য গর্ব করা উচিত নয়। সর্বত্র এবং সকলের মধ্যে ভগবান আছেন, অতএব দানগ্রহীতাও ভগবান। ওঁর মহতী কৃপা যে তিনি দান গ্রহণ করছেন, এইরূপ বিচার করে ভগবানে ভয় করে দান দেওয়া উচিত। 'আমি কোনো ব্যক্তির উপকার করছি' এই ভাবনা মনে এনে অভিমান অথবা অবিনয়ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু যা কিছু দেওয়া যায়—বিবেকপূর্বক, তার পরিণাম বুঝে নিষ্কামভাবে কর্তব্য মনে করে দেওয়া উচিত (গীতা ১৭।২০)। এইরূপ প্রদত্ত দানই ভগবানের প্রীতির বা কল্যাণের সাধন হয়ে থাকে।

অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আয়ুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ।

অথাভ্যাখ্যাতেষু। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্তেরন্। তথা তেষু বর্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্ ॥ ৩॥

অথ=অনন্তর ; **যদি**=যদি ; **তে**=তোমার ; **কর্মবিচিকিৎসা**=কর্তব্য নির্ণয়ে কোনো প্রকার শঙ্কা হয় ; **বা**=অথবা ; **বৃত্তবিচিকিৎসা**=সদাচার বিষয়ে কোনো শঙ্কা ; **বা**=কখনো ; **স্যাৎ**=হয় ; (তাহলে) **তত্র**=সেখানে ; **যে**=যারা ; **সম্মর্শিনঃ**= উত্তম বিচারবান ; **যুক্তাঃ**=পরামর্শদানে কুশল ; **আযুক্তাঃ**=কর্ম এবং সদাচারে পূর্ণরূপে নিযুক্ত ; **অলূক্ষাঃ**=স্নিগ্ধস্বভাবযুক্ত ; (তথা) **ধর্মকামাঃ**= একমাত্র ধর্মেরই অভিলাষী ; **ব্রাহ্মণাঃ**=ব্রাহ্মণ ; **স্যুঃ**=হন ; **তে**=তাঁরা ; **যথা**=যেরূপ ; **তত্র**=ওই কর্ম এবং আচরণের ক্ষেত্রে ; **বর্তেরন্**=অবস্থান করেন ; **তত্র**=ওই কর্ম এবং আচরণের ক্ষেত্রে ; **তথা**=সেইরূপ ; **বর্তেথাঃ**=তোমাকেও অবস্থান করতে হবে ; **অথ**=তথা যদি ; **অভ্যাখ্যাতেষু**= কোনো দোষ দ্বারা লাঞ্ছিত মানুষের সাথে অবস্থান করতে (সন্দেহ উৎপন্ন হয়, তাহলেও) ; **যে**=যাঁরা ; **তত্র**=সেখানে ; **সম্মর্শিনঃ**= উত্তম বিচারবান ; **যুক্তাঃ**=পরামর্শদানে কুশল ; **আযুক্তাঃ**=সর্বপ্রকার যথাযোগ্য সৎকর্ম এবং সদাচারে প্রকৃতরূপে যুক্ত ; **অলূক্ষাঃ**=স্নিগ্ধস্বভাবযুক্ত ; **ধর্মকামাঃ**=ধর্মাভিলাষী ; **ব্রাহ্মণাঃ**=ব্রাহ্মণ ; **স্যুঃ**=থাকবেন ; **তে**=তাঁরা ; **যথা**= যেরূপ ; **তেষু**=তাঁদের সাথে ; **বর্তেরন্**=অবস্থান করেন ; **তেষু**=তাঁদের সাথে ; **তথা**=ওইরূপ ; **বর্তেথাঃ**=তোমাকেও অবস্থান করতে হবে ; **এষঃ আদেশঃ**= এটি শাস্ত্রীয় আদেশ ; **এষঃ উপদেশঃ**=এই হল (গুরুজনের নিজ শিষ্য ও পুত্রের জন্য) উপদেশ ; **এষা**=এই হল ; **বেদোপনিষৎ**=বেদের রহস্য ; **চ**=এবং ; **এতৎ**=এই ; **অনুশাসনম্**=পরম্পরাগত শিক্ষা ; **এবম্**=এইরূপ ; **উপাসিতব্যম্**= তোমাকে অনুষ্ঠান করতে হবে ; **এবম্ উ**=এইরূপ ; **এতৎ**=এই ; **উপাস্যম্**= অনুষ্ঠান করা উচিত।

ব্যাখ্যা—এরূপ করতে থেকেও যদি কখনো তুমি নিজের কর্তব্য নির্ণয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হও, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হও, তাহলে সেখানে যদি কোনো উত্তম

বিচারবান ব্যক্তি, যিনি সমুচিত পরামর্শদানে কুশল, সৎকর্ম এবং সদাচারে তৎপর, সকলের সাথে সপ্রেম ব্যবহারশীল, ধর্মপালনে রত বিদ্বান ব্রাহ্মণ (অথবা অন্য কোনো এইরূপ মহাপুরুষ) থাকেন, তিনি ওইরূপ প্রসঙ্গে যেরূপ আচরণ করেন সেইরূপ আচরণ তোমাকেও করতে হবে। ওই স্থলে তাঁর সৎপরামর্শানুসারে, তাঁর আদর্শের অনুগমন প্রয়োজন। এতদতিরিক্ত যে মানুষ কোনো দোষবশত লাঞ্ছিত হয়েছে, তার সাথে কখন কীরূপ ব্যবহার করবে, এই বিষয়ে যদি সংশয় উপস্থিত হয় তাহলে বিচারশীল, পরামর্শদানে কুশল, সৎকর্ম ও সদাচারপরায়ণ, ধর্মকামী, নিঃস্বার্থ, বিদ্বান ব্রাহ্মণ এক্ষেত্রে যেমন আচরণ করেন, সেরূপ আচরণ করবে। তাঁর ব্যবহারই এ বিষয়ে যথার্থ প্রমাণ।

এইটি শাস্ত্রীয় আজ্ঞা, শাস্ত্রের সারাংশ। সদ্গুরু এবং মাতা-পিতা নিজ শিষ্য এবং সন্তানগণকে এইরূপ উপদেশ দেন। এই হল বেদরহস্য ; এই হল অনুশাসন। ঈশ্বরাজ্ঞা তথা পরম্পরাগত উপদেশের নাম হল অনুশাসন। এইজন্য তোমার এইরূপ কর্তব্য এবং সদাচার পালন করা উচিত। এইরূপ কর্তব্য এবং সদাচার পালন করা উচিত।

॥ একাদশ অনুবাক সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অনুবাক

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।[১] নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্ ॥ ১ ॥

ওঁ শান্তিঃ ! ওঁ শান্তি !! ওঁ শান্তি !!!

---

[১]এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ মণ্ডলে ১ম সূক্তের ৯০ এবং যজু. ৩৬।৯-এও রয়েছে।

নঃ=আমাদের জন্য ; **মিত্রঃ**=(দিন এবং প্রাণের অধিষ্ঠাতা) মিত্রদেবতা ; **শম্ (ভবতু)**=কল্যাণপ্রদ হোন ; **(তথা) বরুণঃ**=(রাত্রি এবং অপানের অধিষ্ঠাতা) বরুণও ; **শম্ (ভবতু)**=কল্যাণপ্রদ হোন ; **অর্যমা**=(চক্ষু এবং সূর্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা) অর্যমা ; **নঃ**=আমাদের জন্য ; **শম্ ভবতু**=কল্যাণময় হোন ; **ইন্দ্রঃ**= (বল এবং বাহুর অধিষ্ঠাতা) ইন্দ্র ; (তথা) **বৃহস্পতিঃ**=(বাণী এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা) বৃহস্পতি ; **নঃ**=আমাদের জন্য ; **শম্ (ভবতু)**= শান্তিপ্রদাতা হোন ; **উরুক্রমঃ**=ত্রিবিক্রমরূপে বিশাল পদবিক্ষেপবান ; **বিষ্ণুঃ**=বিষ্ণু (যিনি চরণের অধিষ্ঠাতা) ; **নঃ**=আমাদের জন্য ; **শম্ (ভবতু)**=কল্যাণময় হোন ; **ব্রহ্মণে**=(উপযুক্ত সকল দেবতাগণের আত্মস্বরূপ) ব্রহ্মাকে ; **নমঃ**=নমস্কার ; **বায়ো**=হে বায়ুদেব ! ; **তে**=তোমাকে ; **নমঃ**=নমস্কার ; **ত্বম্**=তুমি ; **এব**=ই ; **প্রত্যক্ষম্**=প্রত্যক্ষ (প্রাণরূপে প্রতীত) ; **ব্রহ্ম অসি**=ব্রহ্ম (এইজন্য আমি) ; **ত্বাম্**=তোমাকে ; **এব**=ই ; **প্রত্যক্ষম্**= প্রত্যক্ষ ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **অবাদিষম্**=বলেছি ; **ঋতম্**=(তুমি ঋতের অধিষ্ঠাতা, এইজন্য আমি তোমাকে) ঋত নামে ; **অবাদিষম্**=ডেকেছি ; **সত্যম্**=(তুমি সত্যের অধিষ্ঠাতা, এইজন্য আমি তোমাকে) সত্য নামে ; **অবাদিষম্**=বলেছি ; **তৎ**=সেই (সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর) ; **মাম্ আবীৎ**=আমাকে রক্ষা করেছেন ; **তৎ**=তিনি ; **বক্তারম্ আবীৎ**=বক্তাকে—আচার্যকে রক্ষা করেছেন ; **আবীৎ মাম্**=আমাকে রক্ষা করেছেন ; (এবং) **আবীৎ বক্তারম্**=আমার আচার্যকে রক্ষা করেছেন ; **ওঁ শান্তিঃ**= শ্রীভগবান শান্তিস্বরূপ ; **শান্তিঃ**=শান্তিস্বরূপ ; **শান্তিঃ**=শান্তিস্বরূপ।

ব্যাখ্যা—শীক্ষাবল্লীর এই অন্তিম অনুবাকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অধিষ্ঠাতা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপে তাঁরই স্তুতি করে প্রার্থনাপূর্বক কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, সমস্ত আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক শক্তিরূপে তথা তদধিষ্ঠাতা মিত্র, বরুণাদি দেবতারূপে যিনি সকলের আত্মা অন্তর্যামী পরমেশ্বর, তিনি সর্বপ্রকারে আমাদের জন্য কল্যাণময় হোন। আমাদের উন্নতির মার্গে সকল প্রকারের বিঘ্ন যেন প্রশমিত করেন। সকলের অন্তর্যামী ব্রহ্মকে আমরা নমস্কার করছি।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥ ২ ॥

ব্রহ্ম=ব্রহ্ম ; **সত্যম্**=সত্য ; **জ্ঞানম্**=জ্ঞানস্বরূপ ; (এবং) **অনন্তম্**=অনন্ত ; **যঃ**=যে মানুষ ; **পরমে ব্যোমন্**=পরম বিশুদ্ধ আকাশে (থেকেও) ; **গুহায়াম্**=প্রাণীর হৃদয়রূপ গুহায় ; **নিহিতম্**=নিহিত (ওই ব্রহ্মকে) ; **বেদ**=জানে ; **সঃ**=সে ; **বিপশ্চিতা**=(ওই) বিজ্ঞানস্বরূপ ; **ব্রহ্মণাসহ**=ব্রহ্মের সঙ্গে ; **সর্বান্**=সমস্ত ; **কামান্ অশ্নুতে**=ভোগের অনুভব করে ; **ইতি**=এইরূপ (এই ঋক্)।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপবোধক লক্ষণ জানিয়ে তাঁর প্রাপ্তিস্থান বর্ণনা করে ফলপ্রাপ্তি বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, পরব্রহ্ম পরমাত্মা সত্যস্বরূপ। 'সত্য' শব্দ এখানে নিত্য সত্তার বোধক। অর্থাৎ ওই পরব্রহ্ম নিত্য সৎ। কোনো কালেই তাঁর অভাব (অনস্তিত্ব) হয় না। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে অজ্ঞানের অভাব। তিনি অনন্ত—দেশ, কালের সীমাতীত। ওই ব্রহ্ম পরম বিশুদ্ধ আকাশে অবস্থান করেও সকলের হৃদয়-গুহায় বিরাজমান। ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে যে সাধক তত্ত্বত অবহিত হন, তিনি অলৌকিকরূপে সমস্ত ভোগের অনুভব করেন।[১]

---

[১]এই বর্ণনার রহস্য বুঝে নিলে ঈশাবাস্যোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে সাধকের জন্য প্রদত্ত উপদেশার্থও স্পষ্ট হয়। সেখানে বলা হয়েছে 'এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু জড়-চেতনরূপ জগৎ দৃশ্যমান তা ঈশ্বরময়। ওই ঈশ্বরকে নিরন্তর চিন্তা করে ত্যাগের মাধ্যমে আবশ্যক বিষয়ের সেবন করা উচিত।' সাধকের জন্য যে উপদেশ সেখানে প্রদত্ত হয়েছে তাই এখানে সিদ্ধ মহাত্মার জন্য বলা হয়েছে। 'তিনি ব্রহ্মের সাথে সব ভোগের অনুভব করেন' একথার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরপ্রাপ্ত সিদ্ধ পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয়সমূহের সেবন করতে করতেও স্বয়ং সদা ঈশ্বরেই স্থিত থাকেন। তাঁর মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার, তৎকর্তৃক সমস্ত চেষ্টা পরমাত্মাতে অবস্থানরত থেকেই সম্পন্ন হয়। প্রয়োজনানুসারে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের যথাযোগ্য উপভোগকালেও তিনি এক মুহূর্তও পরমাত্মা থেকে বিচ্যুত হন না (গীতা ৬।৩১)। অতএব তিনি সর্বদাই সমস্ত কর্মে নির্লিপ্ত থাকেন। এইভাব প্রকাশের জন্য **'বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্বান্ কামান্ অশ্নুতে'** বলা হয়েছে। এইভাবে এই শ্রুতি পরব্রহ্মের স্বরূপ তথা তাঁর জ্ঞানের মহিমা প্রকাশ করেছেন।

সম্বন্ধ——*ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মা কীভাবে কীরূপ গুহায় অবস্থিত, তাঁকে কীভাবে জানা যাবে—এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হচ্ছে—*

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্‌ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎপুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৩॥

বৈ=নিশ্চয়ই ; **তস্মাৎ**=(সর্বত্র প্রসিদ্ধ) ওই ; **এতস্মাৎ**=এই ; **আত্মনঃ**=পরমাত্মা থেকে ; (সর্বপ্রথমে) **আকাশঃ**=আকাশতত্ত্ব ; **সম্ভূতঃ**=উৎপন্ন হয়েছে ; **আকাশাৎ**=আকাশ থেকে ; **বায়ুঃ**=বায়ু ; **বায়োঃ**=বায়ু থেকে ; **অগ্নিঃ**=অগ্নি ; **অগ্নেঃ**=অগ্নি থেকে ; **আপঃ**=জল ; (এবং) **অদ্‌ভ্যঃ**=জলতত্ত্ব থেকে ; **পৃথিবী**= পৃথিবীতত্ত্ব ; **পৃথিব্যাঃ**=পৃথিবী থেকে ; **ওষধয়ঃ**=সমস্ত ওষধি উৎপন্ন ; **ওষধীভ্যঃ**= ওষধি থেকে ; **অন্নম্**=অন্ন উৎপন্ন হয়েছে ; **অন্নাৎ**=অন্ন থেকে ; **পুরুষঃ**=(এই) মানবশরীর উৎপন্ন হয়েছে ; **সঃ**=ওই ; **এষঃ**=এই ; **পুরুষঃ**=মনুষ্যশরীর ; **বৈ**=নিশ্চয়ই ; **অন্নরসময়ঃ**=অন্নরসময় ; **তস্য**=তার ; **ইদম্**=এই (প্রত্যক্ষ মস্তক) ; **এব**=ই ; **শিরঃ**=(পক্ষীর কল্পনায়) মস্তক ; **অয়ম্**=এই (দক্ষিণবাহু) ই ; **দক্ষিণঃ পক্ষঃ**=দক্ষিণ পাখা ; **অয়ম্**=এই (বাম বাহু) ; **উত্তরঃ পক্ষঃ**=বাম পাখা ; **অয়ম্**=এই (শরীরের মধ্যভাগ) ; **আত্মা**=পক্ষীর অঙ্গের মধ্যভাগ[১]; **ইদম্**=এই (চরণদ্বয়) ; **পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা**=লেজ এবং প্রতিষ্ঠা ; **তৎ অপি**=ওই বিষয়ে ; **এষঃ**=এই (পরবর্তী) ; **শ্লোকঃ**=শ্লোক ; **ভবতি**=বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে মানুষের হৃদয়রূপ গুহার বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে প্রথমে মনুষ্য শরীরের উৎপত্তির প্রকার সংক্ষেপে বর্ণনা করে পক্ষীর অঙ্গরূপে তার অঙ্গসমূহের কল্পনা করা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, সকলের আত্মা অন্তর্যামী

---

[১]'মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা'—এই শ্রুতির অনুসারে শরীরের মধ্যভাগটি হল সকল অঙ্গের আত্মা।

পরমাত্মা থেকে সর্বপ্রথমে আকাশতত্ত্ব উৎপন্ন হয়েছে। আকাশতত্ত্ব থেকে বায়ুতত্ত্ব ; বায়ু থেকে অগ্নিতত্ত্ব ; অগ্নি থেকে জলতত্ত্ব, জলতত্ত্ব থেকে পৃথিবীতত্ত্ব উৎপন্ন হয়েছে। পৃথিবী থেকে বিভিন্ন প্রকার ওষধি, আহার্য-শস্যাদিদায়ক উদ্ভিদসমূহ উৎপন্ন হয়েছে এবং ওষধি থেকে মানুষের আহার্য অন্ন উৎপন্ন হয়েছে। ওই অন্ন থেকে স্থূল মনুষ্যশরীররূপ পুরুষ উৎপন্ন হয়েছে। অন্নের রস দ্বারা নির্মিত মনুষ্য-শরীরধারী পুরুষকে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এর যে প্রত্যক্ষ মস্তক তাই পক্ষীর মস্তকরূপে স্বীকৃত। দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পাখা। বাম বাহুই বাম পাখা। শরীরের মধ্যভাগ পক্ষীর শরীরের মধ্যভাগ। দুটি চরণই লেজ এবং প্রতিষ্ঠা (পক্ষীর চরণ)। অন্নের মহিমা সম্পর্কে পরবর্তী শ্লোক — মন্ত্র বিদ্যমান।

॥ প্রথম অনুবাক সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অনুবাক

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবী ँ্ শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্ন ँ্ হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎসর্বৌষধমুচ্যতে। সর্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্ন ँ্ হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ-সর্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি॥ ১ ॥

পৃথিবীং শ্রিতাঃ=পৃথিবীলোকের আশ্রিতা ; যাঃ কাঃ চ=যে কেউ ; প্রজাঃ=প্রজা বিদ্যমান (তারা) ; অন্নাৎ=অন্ন থেকে ; বৈ=ই ; প্রজায়ন্তে=উৎপন্ন হয় ; অথ=পুনঃ ; অন্নেন এব=অন্ন দ্বারাই ; জীবন্তি= জীবিত থাকে (জীবনধারণ করে) ; অথ=আবার ; অন্ততঃ=অন্তে ; এনৎ অপি=এই অন্নেই ; যন্তি=বিলীন হয়ে যায় ; অন্নম্=(অতঃ) অন্ন ; হি=ই ; ভূতানাম্=সমস্ত ভূতের মধ্যে ; জ্যেষ্ঠম্=শ্রেষ্ঠ ; তস্মাৎ=এইজন্য (একে) ; সর্বৌষধম্=সর্ব

ঔষধরূপ ; উচ্যতে=বলা হয় ; যে=যে সাধক (যাঁরা) ; অন্নম্ ব্রহ্ম=অন্নের ব্রহ্মভাবে ; উপাসতে=উপাসনা করেন ; তে বৈ=তাঁরা অবশ্যই ; সর্বম্= সমস্ত ; অন্নম্=অন্নকে ; আপ্নুবন্তি=প্রাপ্ত করেন ; হি=কেননা ; অন্নম্=অন্নই ; ভূতানাম্=ভূতের মধ্যে ; জ্যেষ্ঠম্=জ্যেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ) ; তস্মাৎ= এইজন্য ; সর্বৌষধম্=(একে) সর্বৌষধ নামে ; উচ্যতে=বলা হয় ; অন্নাৎ=অন্ন থেকেই ; ভূতানি=সমস্ত ভূত ; জায়ন্তে=উৎপন্ন হয় ; জাতানি= উৎপন্ন হয়ে ; অন্নেন= অন্ন দ্বারাই ; বর্ধন্তে=বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; তৎ=তা ; অদ্যতে= (প্রাণিগণ দ্বারা) খাওয়া হয় ; চ=তথা ; ভূতানি=(নিজেও) প্রাণিগণকে ; অত্তি= ভক্ষণ করে ; তস্মাৎ=এইজন্য ; অন্নম্='অন্ন' ; ইতি=এই নামে ; উচ্যতে=বলা হয়।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে অন্নের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, এই পৃথিবীলোকে যত প্রাণী বাস করে, তারা সকলেই অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়। অন্নের পরিণামরূপ রজ এবং বীর্য দিয়েই সমস্ত শরীর নির্মিত। উৎপন্ন হওয়ার পর অন্ন দ্বারাই সকলের জীবন ধারণ হয়। এইজন্য অন্নেই সকলে জীবিত এবং পরিশেষে অন্নেই অর্থাৎ অন্ন উৎপন্নকারিণী পৃথিবীতেই বিলীন হয়। তাৎপর্য এই যে সমস্ত প্রাণীর জন্ম, জীবনধারণ এবং মরণ স্থূলশরীরের সম্বন্ধ-যুক্ত অবস্থায় হয় এবং স্থূলশরীর অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়, অন্নেই জীবিত থাকে, অন্নের উদ্গমস্থান পৃথিবীতেই শেষে বিলীন হয়। শরীরে অবস্থানকারী যে জীবাত্মা তা অন্নে বিলীন হয় না ; জীবাত্মা মৃত্যুকালে প্রাণের সাথে এই শরীর থেকে বেরিয়ে অন্য শরীরে চলে যায়।

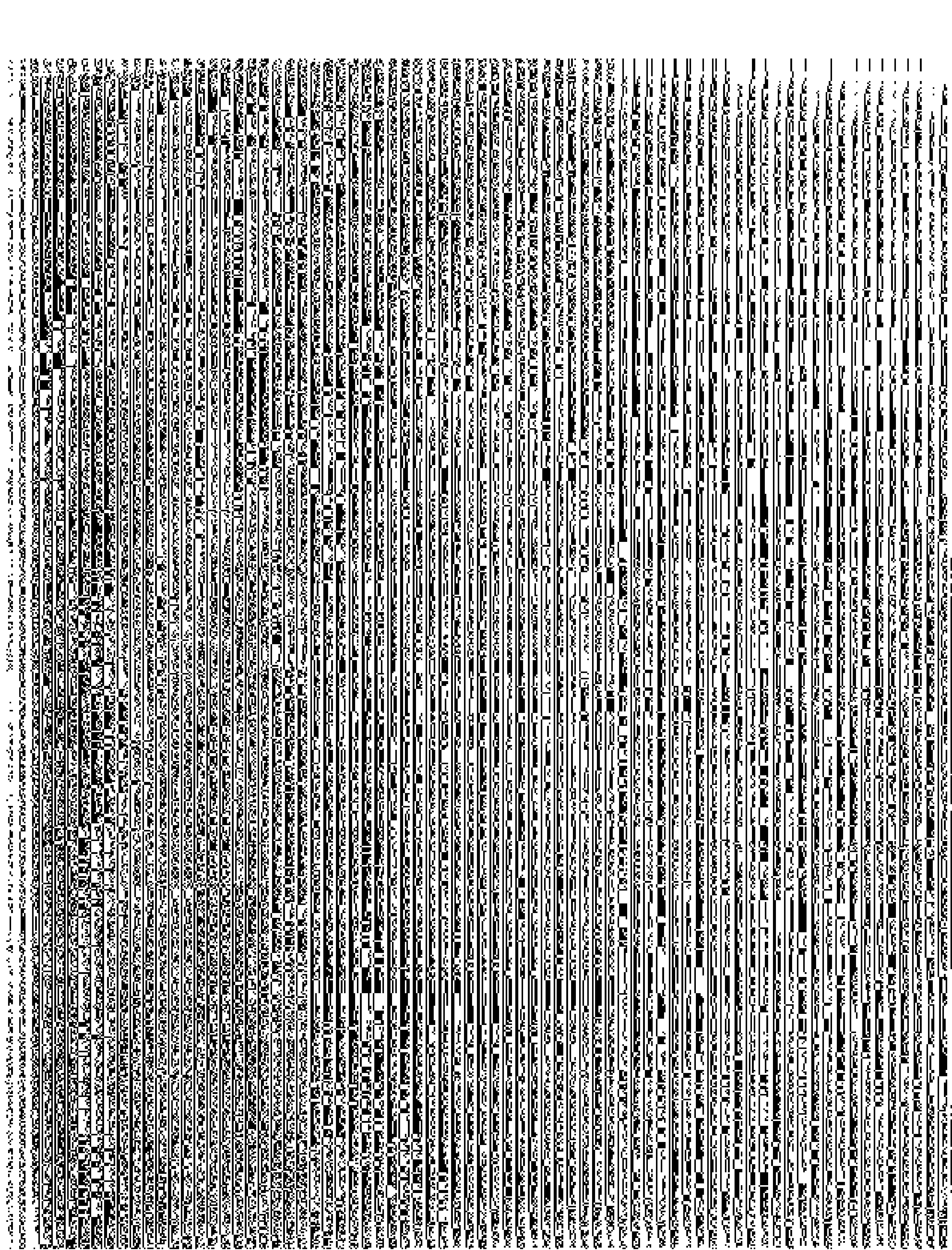
এইভাবে এই অন্ন সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তির কারণ। এর উপরই সব নির্ভর করে। এইজন্য এই অন্নই সব থেকে শ্রেষ্ঠ এবং এইজন্যই একে সর্বৌষধরূপ বলা হয়। কারণ এর দ্বারাই নিখিল প্রাণীর ক্ষুধাজন্য সন্তাপ দূর হয়। সমস্ত সন্তাপের মূল হল ক্ষুধা। এইজন্য ক্ষুধা শান্ত হলে সমস্ত সন্তাপ দূর হয়। যে সাধক ব্রহ্মরূপে এই অন্নের উপাসনা করেন অর্থাৎ 'অন্নই সর্বশ্রেষ্ঠ, সব থেকে মহান' এই ভাবনায় উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত অন্নলাভ করেন, যথেষ্ট অন্নলাভ করেন। তার অন্নের অভাব হয় না। একথা সর্বথা সত্য যে অন্নই সর্বশ্রেষ্ঠ। এইজন্যই একে সর্বৌষধময় বলা হয়েছে। সমস্ত প্রাণী অন্ন

থেকেই উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হওয়ার পর অন্ন দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অঙ্গপুষ্টি অন্নেই হয়। অন্ন ভোজন সকলেই করে এবং অন্ন অন্তে সকলকে ভক্ষণ করে অর্থাৎ ওতেই সকল দেহ বিলীন হয়ে যায়। এইজন্য 'অদ্যতে, অত্তি চ ইতি অন্নম্' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে এর নাম হল অন্ন।

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২ ॥

বৈ=নিশ্চয়ই ; তস্মাৎ=ওই ; এতস্মাৎ=এই ; অন্নরসময়াৎ=অন্নরসময় মানব শরীর থেকে ; অন্যঃ=ভিন্ন ; অন্তরঃ=তার ভিতর অবস্থানকারী ; প্রাণময়ঃ আত্মা=প্রাণময় পুরুষ বিরাজমান ; তেন=তার দ্বারা ; এষঃ=এই (অন্নরসময় পুরুষ) ; পূর্ণঃ=ব্যাপ্ত ; সঃ=ওই ; এষঃ=এই প্রাণময় আত্মা ; বৈ=নিশ্চয়ই ; পুরুষবিধঃ এব=পুরুষের আকারেরই ; তস্য=(অন্নরসময়) ওই আত্মার ; পুরুষবিধতাম্=পুরুষতুল্য আকৃতিতে ; অনু=অনুগত (ব্যাপ্ত) হওয়ার জন্য ; অয়ম্=এ ; পুরুষবিধঃ=পুরুষের আকারেরই ; তস্য=সেই (প্রাণময় আত্মার) ; প্রাণঃ=প্রাণ ; এব=ই ; শিরঃ=(যেন) মস্তক ; ব্যানঃ=ব্যান ; দক্ষিণঃ=দক্ষিণ ; পক্ষঃ=পাখা ; অপানঃ=অপান ; উত্তরঃ=বাম ; পক্ষঃ=পাখা ; আকাশঃ=আকাশ ; আত্মা=শরীরের মধ্যভাগ ; (এবং) পৃথিবী=পৃথিবী ; পুচ্ছম্=লেজ ; (এবং) প্রতিষ্ঠা=আধার ; তৎ=ওই প্রাণের (মহিমা) বিষয়ে ; অপি=ও ; এষঃ=এই বক্ষ্যমাণ ; শ্লোকঃ ভবতি=শ্লোক বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা—দ্বিতীয় অনুবাকের এই দ্বিতীয় অংশে প্রাণময় শরীরের বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, পূর্বোক্ত অন্ন-রস থেকে নির্মিত স্থূলশরীর অপেক্ষা ভিন্ন এবং ওই স্থূলশরীরের ভিতর অবস্থানকারী ভিন্ন একটি শরীর বিদ্যমান, তাকে বলা হয় 'প্রাণময়'। ওই প্রাণময়ের দ্বারা এই অন্নময় শরীর পরিপূর্ণ। অন্নময় স্থূল শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম হওয়ায় প্রাণময় শরীর স্থূলশরীরের



উচ্যতে=বলা হয় ; ইতি=এরূপ মনে করে ; যে=যাঁরা ; প্রাণম্=প্রাণস্বরূপ ; ব্রহ্ম=ব্রহ্মের ; উপাসতে=উপাসনা করেন ; তে=তাঁরা ; সর্বম্ এব= নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ ; আয়ুঃ=আয়ু ; যন্তি=প্রাপ্ত করে ; তস্য=তার ; এষঃ এব=এই হল ; শরীরঃ=শরীর অর্থাৎ শরীরে অবস্থানকারী ; আত্মা=অন্তরাত্মা ; যঃ=যে ; পূর্বস্য=পূর্বের অর্থাৎ অন্নরসময় শরীরের অন্তরাত্মা।

ব্যাখ্যা—তৃতীয় অনুবাকের এই প্রথমাংশে প্রাণমহিমা বর্ণনকারিণী শ্রুতির উল্লেখ করে পুনঃ এই প্রাণময় শরীরে অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে ; যত দেবতা, মনুষ্য, পশু আদি শরীরধারী প্রাণী বিদ্যমান, সকলেই প্রাণের সাহায্যে জীবিত। প্রাণ ছাড়া কারো শরীর থাকতে পারে না, কেননা প্রাণই সকল প্রাণীর আয়ু বা জীবন। এইজন্য এই প্রাণকে 'সর্বায়ুষ' বলা হয়। যে সাধক প্রাণরূপী আয়ুকে জীবনের আধার মনে করে প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তিনি পূর্ণ আয়ু লাভ করেন।

প্রশ্নোপনিষদেও বলা হয়েছে, যে মানুষ এই প্রাণতত্ত্ব জ্ঞাত হয় সে স্বয়ং অমর হয়ে যায় এবং তার প্রজা নষ্ট হয় না (৩।১১)। যে সর্বাত্মা পরমেশ্বর অন্নের রস দ্বারা নির্মিত স্থূলশরীরধারী পুরুষের অন্তরাত্মা, তিনি ওই প্রাণময় পুরুষেরও শরীরান্তবর্তী অন্তর্যামী আত্মা।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎপ্রাণময়াদন্যোঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২॥

বৈ=একথা নিশ্চিত যে ; তস্মাৎ=ওই ; এতস্মাৎ=এই ; প্রাণময়াৎ=প্রাণময় পুরুষ থেকে ; অন্যঃ=ভিন্ন ; অন্তরঃ=তার ভিতরে অবস্থানকারী ; মনোময়ঃ= মনোময় ; আত্মা=আত্মা (পুরুষ বিদ্যমান) ; তেন=ওই মনোময় শরীর দ্বারা ; এষঃ=এই প্রাণময় শরীর ; পূর্ণঃ=ব্যাপ্ত ; সঃ=ওই ; এষঃ=এই মনোময় শরীর ; বৈ=নিশ্চয়ই ; পুরুষবিধঃ=পুরুষের আকারের ; এব=ই ; তস্য= তার ; পুরুষবিধতাম্ অনু=পুরুষতুল্য আকৃতিতে অনুগত (ব্যাপ্ত) হওয়াতেই ;

অয়ম্=এই মনোময় শরীর ; **পুরুষবিধঃ**=পুরুষের আকারের ; **তস্য**=তার ; (মনোময় পুরুষের) **যজুঃ**=যজুর্বেদ ; **এব**=ই ; **শিরঃ**=মস্তক ; **ঋক্**=ঋগ্বেদ ; **দক্ষিণঃ**=দক্ষিণ (ডান) ; **পক্ষঃ**=পাখা ; **সাম**=সামবেদ ; **উত্তরঃ**=বাম ; **পক্ষঃ**=পাখা ; **আদেশঃ**= আদেশ (বিধিবাক্য) ; **আত্মা**=শরীরের মধ্যভাগ ; **অথর্বাঙ্গিরসঃ**=অথর্বা এবং অঙ্গিরা ঋষি দ্বারা দৃষ্ট অথর্ববেদের মন্ত্রই ; **পুচ্ছম্**=লেজ ; (এবং) **প্রতিষ্ঠা**=আধার ; **তৎ**=তার মহিমা বিষয়ে ; **অপি**=ও ; **এষঃ**=এই বক্ষ্যমাণ ; **শ্লোকঃ ভবতি**= শ্লোক বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা—এই তৃতীয় অনুবাকের দ্বিতীয় অংশে মনোময় পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, পূর্বোক্ত প্রাণময় পুরুষ অপেক্ষা ভিন্ন, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য তার ভিতর অবস্থানকারী দ্বিতীয় পুরুষ বিদ্যমান ; তার নাম মনোময়। ওই মনোময় দ্বারা এই প্রাণময় শরীর পূর্ণ অর্থাৎ সেটি এই প্রাণময় শরীরে সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই মনোময় শরীরও পুরুষেরই আকারের। প্রাণময় পুরুষে অনুগত হওয়াতেই এই মনোময় শরীর পুরুষের সমান আকারসম্পন্ন। তার পক্ষীরূপে কল্পনা এইরূপ—ওই মনোময় পুরুষের যজুর্বেদই মস্তক, ঋগ্বেদ দক্ষিণ পাখা, সামবেদ বাম পাখা, আদেশ (বিধিবাক্য) শরীরের মধ্যভাগ ; তথা অথর্বা এবং অঙ্গিরা ঋষি দ্বারা পরিদৃষ্ট অথর্ববেদমন্ত্রই পুচ্ছ (লেজ) এবং আধার।

যজ্ঞাদি কর্মে যজুর্বেদের মন্ত্রেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া যার অক্ষরের কোনো নিয়ত সংখ্যা নেই তথা যার পাদপূর্তির কোনো নিয়ত নিয়ম নেই, এরূপ মন্ত্রকে **'যজুঃ'** ছন্দের অন্তর্গত বলা হয়। এই নিয়মানুসারে যেসব বৈদিক বাক্য অথবা মন্ত্রের অন্তে **'স্বাহা'** পদ যুক্ত করে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, সেইসব মন্ত্র অথবা বাক্যও **'যজুঃ'** নামেই প্রসিদ্ধ। এইভাবে যজুর্মন্ত্র দ্বারাই অগ্নিতে হবিঃ অর্পণ করা হয়। এইজন্য এক্ষেত্রে যজুঃ প্রধান। অঙ্গ মধ্যে মস্তক প্রধান। অতএব যজুর্বেদকে মস্তক বলা সমীচীন। বেদমন্ত্রের বর্ণ, পদ এবং বাক্যাদির উচ্চারণের জন্য প্রথমে মনেই সংকল্প হয় ; অতএব সংকল্পাত্মক বৃত্তি দ্বারা মনোময় পুরুষের সাথে বেদমন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। এইজন্য এগুলিকে মনোময় পুরুষেরই অঙ্গসমূহে স্থান দেওয়া

হয়েছে। শরীরে দুই বাহুর যে স্থান, সেই স্থান হল মনোময় পুরুষের অঙ্গে ঋগ্বেদ এবং সামবেদের। যাগ-যজ্ঞাদিতে মন্ত্র দ্বারা স্তবন এবং গায়ন (গান) হয়। অতএব যজুর্বেদ মন্ত্র অপেক্ষা এগুলি অপ্রধান। তথাপি বাহুবৎ যজ্ঞে বিশেষ সহায়ক। অতএব, এদের বাহুর রূপ দেওয়া হয়েছে। আদেশ (বিধি) বাক্য বেদের অন্তর্গত, এইজন্য তাদের মনোময় পুরুষের অঙ্গের মধ্যভাগ বলা হয়েছে। অথর্ববেদে শান্তিক-পৌষ্টিক আদি কর্মের সিদ্ধি প্রদানকারী মন্ত্র বিদ্যমান, যা প্রতিষ্ঠার হেতু। এইজন্য তাদের পুচ্ছ (লেজ) এবং প্রতিষ্ঠা বলা সর্বথা যুক্তিসংগত। সংকল্পাত্মক বৃত্তি দ্বারা মনোময় পুরুষের এই সবের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে। এইজন্য বেদমন্ত্রকে অঙ্গ বলা হয়েছে—একথা সদা স্মরণে রাখা উচিত।

এই মনোময় পুরুষের মহিমা জানাতে পরবর্তী চতুর্থ অনুবাকে উল্লিখিত শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্র বিদ্যমান।

॥ তৃতীয় অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অনুবাক

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য॥ ১॥

যতঃ=যেখান থেকে ; মনসা সহ=মনের সাথে ; বাচঃ=বাণী আদি ইন্দ্রিয়-সমূহ ; অপ্রাপ্য=তাঁকে না পেয়ে ; নিবর্তন্তে=প্রত্যাবর্তন করে ; (তস্য) ব্রহ্মণঃ= ওই ব্রহ্মের ; আনন্দম্=আনন্দ ; বিদ্বান্=অনুভব করে বিদ্বান ; কদাচন=কখনো ; ন বিভেতি=ভয় করেন না ; ইতি=এইরূপ এই শ্লোক ; তস্য=ওই মনোময় পুরুষেরও ; এষঃ এব=এই পরমাত্মা ; শারীরঃ=শরীরান্তর্বর্তী ; আত্মা=আত্মা ; যঃ=যা ; পূর্বস্য=পূর্বোক্ত অন্নরসময় শরীর অথবা প্রাণময় শরীরের বাচক।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে ব্রহ্মানন্দজ্ঞ বিদ্বানের মহিমার সাথে সাথে অর্থান্তরে তাঁর মনোময় শরীরের মহিমা প্রকটিত হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপগত যে পরম আনন্দ বিদ্যমান ; সেখানে মন, বাণী আদি

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমুদয়রূপ মনোময় শরীরেরও পৌঁছানো সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতু সাধনায় রত মানবের পক্ষে ব্রহ্ম লাভে সহায়ক। সাধনপরায়ণ পুরুষকে মন বাণী ইত্যাদি পরব্রহ্মের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে, সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে। সাধক ব্রহ্মকে লাভ করেন। ব্রহ্মের আনন্দময় স্বরূপজ্ঞ বিদ্বান কদাপি ভীত হন না। মনোময় শরীরেরও অন্তর্যামী আত্মা ওই পরমাত্মা, যিনি পূর্বোক্ত অন্নরসময় শরীর এবং প্রাণময় শরীরের অন্তর্যামী।

তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২ ॥

বৈ=নিশ্চয়ই ; তস্মাৎ=সেই পূর্বোক্ত ; এতস্মাৎ=এই ; **মনোময়াৎ**=মনোময় পুরুষ থেকে ; **অন্যঃ**=অন্য ; **অন্তরঃ**=এর ভিতরে অবস্থানকারী ; **আত্মা**=আত্মা ; **বিজ্ঞানময়ঃ**=বিজ্ঞানময় ; **তেন**=ওই বিজ্ঞানময় আত্মা দ্বারা ; **এষঃ**=এই মনোময় শরীর ; **পূর্ণঃ**=ব্যাপ্ত ; **সঃ**=ওই ; **এষঃ**=এই বিজ্ঞানময় আত্মা ; **বৈ**=নিঃসন্দেহে ; **পুরুষবিধঃ এব**=পুরুষের আকারেরই ; **তস্য**=তাঁর ; **পুরুষবিধতাম্ অনু**=পুরুষাকৃতিতে অনুগত হওয়ার জন্যই ; **অয়ম্**=এই বিজ্ঞানময় আত্মার ; **শ্রদ্ধা**=শ্রদ্ধা ; **এব**=ই ; **শিরঃ**=মস্তক ; **ঋতম্**=সদাচারের নিশ্চয় ; **দক্ষিণঃ**=দক্ষিণ ; **পক্ষঃ**=পাখা ; **সত্যম্**=সত্যভাষণের নিশ্চয় ; **উত্তরঃ**= বাম ; **পক্ষঃ**=পাখা ; **যোগঃ**=(ধ্যান দ্বারা পরমাত্মাতে একাগ্রতারূপ) যোগই ; **আত্মা**=শরীরের মধ্যভাগ ; **মহঃ**=‘মহঃ’ নামে প্রসিদ্ধ পরমাত্মাই ; **পুচ্ছম্**=পুচ্ছ ; (এবং) **প্রতিষ্ঠা**=আধার ; **তৎ**=ওই বিষয়ে ; **অপি**=ও ; **এষঃ**=বক্ষ্যমান ; **শ্লোকঃ ভবতি**=শ্লোক বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা—চতুর্থ অনুবাকের এই দ্বিতীয় অংশে বিজ্ঞানময় পুরুষের অর্থাৎ বিজ্ঞানময় শরীরের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মার বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, পূর্বোক্ত মনোময় শরীর অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য তার ভিতর অবস্থানকারী যে আত্মা, তা অন্য। সেটি হল অন্য বিজ্ঞানময় পুরুষ অর্থাৎ

অপি তনুতে=কর্মেরও বিস্তার করে ; সর্বে=সমস্ত ; দেবাঃ=ইন্দ্রিয়রূপ দেবতা ; জ্যেষ্ঠম্=সর্বশ্রেষ্ঠ ; ব্রহ্ম=ব্রহ্মরূপে ; বিজ্ঞানম্ উপাসতে=বিজ্ঞানেরই সেবা করেন ; চেৎ=যদি ; (কেহ) বিজ্ঞানম্=বিজ্ঞানকে ; ব্রহ্ম=ব্রহ্মরূপে ; বেদ= জানে ; (এবং) চেৎ=যদি ; তস্মাৎ=তা থেকে ; ন প্রমাদ্যতি=প্রমাদ না করে, ওই নিশ্চয় থেকে কখনো বিচলিত না হয় ; (তাহলে) পাপ্মনঃ= (শরীরাভিমানজনিত) পাপসমুদয়কে ; শরীরে=শরীরেই ; হিত্বা=ছেড়ে ; সর্বান্ কামান্=সমস্ত ভোগসমূহকে ; সমশ্নুতে=অনুভব করে ; ইতি=এইরূপ এই শ্লোক ; তস্য=ওই বিজ্ঞানময়ের ; এষঃ=এই পরমাত্মা ; এব=ই ; শরীরঃ=শরীরান্তর্বর্তী ; আত্মা=আত্মা ; যঃ=যা ; পূর্বস্য=পূর্বের।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে বিজ্ঞানাত্মার মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করার ফল বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, এই বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধির সাথে তদ্রূপাত্মক জীবাত্মাই যজ্ঞের অর্থাৎ শুভকর্মরূপ পুণ্যের বিস্তার করেন এবং এই জীবাত্মাই অন্যান্য লৌকিক কর্মেরও বিস্তার করেন। অর্থাৎ জীবাত্মা থেকেই সম্পূর্ণ কর্মের প্রেরণা লাভ হয়। সকল ইন্দ্রিয় এবং মনরূপ দেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মরূপে এই বিজ্ঞানময় জীবাত্মারই সেবা করেন, নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা জীবাত্মাকে সুখ দান করেন। যদি কোনো সাধক এই বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মাকেই ব্রহ্ম মনে করেন এবং যদি ওই ধারণা থেকে চ্যুত না হন অর্থাৎ ওই ধারণায় ভুল না করেন, অথবা শরীরাদিতে স্থিত একদেশীয় এবং বদ্ধস্বরূপে ব্রহ্মের অভিমান না করেন তাহলে তিনি অনেক জন্মে সঞ্চিত পাপসমুদয় শরীরেই ছেড়ে সমস্ত দিব্য ভোগের অনুভব করেন। এই হল এই শ্লোকের তাৎপর্য।

ওই বিজ্ঞানময়েরও অন্তর্যামী আত্মা হলেন সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, যিনি হলেন পূর্বের অর্থাৎ অন্নরসময় স্থূলশরীরের, প্রাণময়ের এবং মনোময়েরও আত্মা।

তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মাঽঽনন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ।

প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২ ॥

বৈ=নিশ্চয়ই ; **তস্মাৎ**=পূর্বে উক্ত ; **এতস্মাৎ**=এই ; **বিজ্ঞানময়াৎ**=বিজ্ঞানময় জীবাত্মা থেকে ; **অন্যঃ**=ভিন্ন ; **অন্তরঃ**=এর ভিতর নিবাসকারী আত্মা ; **আনন্দময়ঃ আত্মা**=আনন্দময় পরমাত্মা রয়েছেন ; **তেন**=তাঁর দ্বারা ; **এষঃ**=এই বিজ্ঞানময় ; **পূর্ণঃ**=পূর্ণতঃ ব্যাপ্ত ; **সঃ**=ওই ; **এষঃ**=এই আনন্দময় পরমাত্মা ; **বৈ**=ও ; **পুরুষবিধঃ**=পুরুষবৎ আকারবান ; **এব**=ই ; **তস্য**=ওই বিজ্ঞানময়ের ; **পুরুষবিধতাম্ অনু**=পুরুষাকারতায় অনুগত হওয়াতেই ; **অয়ম্**=এই (আনন্দময় পরমাত্মা) ; **পুরুষবিধঃ**=পুরুষাকার ; **তস্য**=ওই আনন্দময়ের ; **প্রিয়ম্**=প্রিয় ; **এব**=ই ; **শিরঃ**=মস্তক ; **মোদঃ**=হর্ষ ; **দক্ষিণঃ**=দক্ষিণ ; **পক্ষঃ**=পাখা ; **আনন্দঃ**=আনন্দই ; **আত্মা**=শরীরের মধ্যভাগ ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **পুচ্ছম্**=পুচ্ছ ; (এবং) **প্রতিষ্ঠা**=আধার ; **তৎ**=তার মহিমা বিষয়ে ; **অপি**=ও ; **এষঃ**=এই ; **শ্লোকঃ ভবতি**=শ্লোক বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা—পঞ্চম অনুবাকের এই দ্বিতীয় অংশে আনন্দময় পরমপুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময় জীবাত্মা থেকে ভিন্ন ; তারও ভিতরে নিবাসকারী এক অন্য আত্মা বিদ্যমান, যিনি হলেন আনন্দময় পরমাত্মা। তাঁর দ্বারা এই বিজ্ঞানময় পুরুষ ব্যাপ্ত অর্থাৎ তিনি এতে পরিপূর্ণ। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (৩।৭।২৩) পরমাত্মাকে জীবাত্মারূপ শরীরের শাসনকর্তা এবং তাঁর অন্তরাত্মা বলা হয়েছে। তিনিই বস্তুত সমস্ত পুরুষ অপেক্ষা উত্তম হওয়াতে 'পুরুষ' শব্দবাচ্য। তিনি বিজ্ঞানময় পুরুষের সমান আকারবিশিষ্ট। ওই বিজ্ঞানময় পুরুষে ব্যাপ্ত হওয়ার জন্যই তিনি পুরুষাকার। পক্ষীর রূপকে ওই আনন্দময় পরমেশ্বরের অঙ্গের কল্পনা করা হয়েছে, তা এইরূপ—প্রিয়ভাব তাঁর মস্তক। একথার তাৎপর্য এই যে, আনন্দময় পরমাত্মা সকলের প্রিয়। সমস্ত প্রাণী 'আনন্দের' প্রতি প্রীতি রাখে ; সকলেই আনন্দ চায়। কিন্তু না জানার জন্য তাঁকে পেতে পারে না। এই 'প্রিয়তা' ওই আনন্দময় পরমাত্মার একটি প্রধান অংশ। অতএব এটিকেই মনে করতে হবে তাঁর প্রধান অঙ্গ হল মস্তক। মোদ অর্থাৎ হর্ষ দক্ষিণ পাখা। প্রমোদ

বাম পাখা। আনন্দই পরমাত্মার মধ্য অঙ্গ। স্বয়ং ব্রহ্মাই হলেন এঁর পুচ্ছ এবং আধার। পরমাত্মা অবয়বরহিত হওয়ার জন্য বাস্তবিকরূপে তাঁর স্বরূপ এবং অঙ্গের বর্ণনা হয় না। তবে এইরূপ কল্পনা কেবলমাত্র উপাসনার সুগমতার জন্য করা হয়েছে, অন্য কোনো প্রয়োজন নয়। এই প্রকরণে বিজ্ঞানময়ের অর্থ জীবাত্মা এবং আনন্দময়ের অর্থ হল পরমাত্মা। একথা ব্রহ্মসূত্রে (১।১।১২ থেকে ১৯ পর্যন্ত) যুক্তি এবং শ্রুতিপ্রমাণমাধ্যমে সিদ্ধ করা হয়েছে।

এই আনন্দময় পরমাত্মার বিষয়ে ষষ্ঠ অনুবাকে বক্ষ্যমাণ শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রও বিদ্যমান।

।। পঞ্চম অনুবাক সমাপ্ত ।।

ষষ্ঠ অনুবাক

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি ।। ১ ।।

চেৎ=যদি (কেউ) ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **অসৎ**=নেই ; **ইতি**=এইরূপ ; **বেদ**=মনে করে ; (তাহলে) **সঃ**=সে ; **অসৎ**=অসৎ ; **এব**=ই ; **ভবতি**=হয়ে যায় ; (এবং) **চেৎ**=যদি (কেউ) ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **অস্তি**=আছেন ; **ইতি**=এইরূপ ; **বেদ**= মনে করে ; **ততঃ**=তাহলে ; **এনম্**=একে ; (জ্ঞানিজন) **সন্তম্**=সন্ত-সৎপুরুষ ; **বিদুঃ**=বলে মনে করেন ; **ইতি**=এইরূপ এই শ্লোক।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে ব্রহ্মসত্তা স্বীকারের এবং অস্বীকারের ফল বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, যদি কোনো মানুষ একথা বোঝে অথবা এরূপ নিশ্চয় করে যে 'ব্রহ্ম অসৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বর নামক কোনো বস্তু নেই তাহলে সে অসৎ হয়ে যায় অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী হয়ে সদাচারভ্রষ্ট, নীচ স্বভাবযুক্ত হয়ে যায়। যদি কোনো মানুষ ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্বকে না জেনেও একথা স্থিরভাবে স্বীকার করে যে, নিঃসন্দেহে ব্রহ্ম বিদ্যমান। অর্থাৎ শাস্ত্র এবং মহাপুরুষের উপর দৃঢ় বিশ্বাস হওয়াতে যদি তার মনে ঈশ্বরের সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে থাকে তাহলে ওইরূপ মানুষকে জ্ঞানী এবং মহাপুরুষ 'সন্ত' অর্থাৎ সৎপুরুষ বলে মনে করেন। কারণ পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞানের প্রথম সোপান হল তাঁর সত্তায় বিশ্বাস। পরমাত্মতত্ত্বের সত্তায় বিশ্বাস যদি স্থির হয় তাহলে একদিন কোনো মহাপুরুষের কৃপায় সেই সাধননিষ্ঠ সাধক সাধ্য (পরমাত্মাকে) লাভ করতে পারে।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য॥ ২ ॥

তস্য=তাঁর (আনন্দময়েরও) ; এষঃ এব=এই-ই ; শারীরঃ=শরীরান্তর্বর্তী (সেই) ; আত্মা=আত্মা ; যঃ=যিনি ; পূর্বস্য=পূর্বে কথিত (বিজ্ঞানময়স্বরূপ)।

ব্যাখ্যা—ষষ্ঠ অনুবাকের দ্বিতীয় অংশে পূর্ব বর্ণনানুসারে আনন্দময়ের অন্তরাত্মা স্বয়ং আনন্দময়কেই বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, ওই আনন্দময় ব্রহ্মের তিনি স্বয়ংই হলেন শরীরান্তর্বর্তী আত্মা ; কারণ তাঁর মধ্যে শরীর এবং শরীরীর কোনো ভেদ নেই। যিনি পূর্বোক্ত অন্নরসময় আদি সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা, তিনি স্বয়ংই নিজের অন্তর্যামী ; তাঁর অন্তর্যামী অন্য কেউ নেই। এইজন্য এরপর কোনো বর্ণনা না করে উক্ত বর্ণনার পরম্পরা এখানে সমাপ্ত করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—*উপরি-উক্ত অংশে ব্রহ্মকে 'অসৎ'রূপে স্বীকারের এবং 'সৎ'-রূপে স্বীকারের ফল বলা হয়েছে। তা শ্রবণ করে প্রত্যেক মানুষের মনে যে প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, সেই প্রশ্নসমূহের নির্ণয় করে ওই ব্রহ্মের সত্তা প্রতিপাদন করার জন্য শ্রুতি স্বয়ংই প্রশ্ন করছেন—*

অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ। উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চন গচ্ছতী৩। আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চিৎসমশ্নুতা৩উ॥ ৩ ॥

অথ=অনন্তর ; অতঃ=এখান থেকে ; অনুপ্রশ্নাঃ=অনুপ্রশ্নগুলি আরম্ভ হচ্ছে ; অবিদ্বান্=অবিদ্বান, যে ব্রহ্মকে জানে না ; কশ্চন=এমন পুরুষ ; প্রেত্য=মরে ; অমুম্ লোকম্ গচ্ছতি=ওই লোকে (পরলোকে) যায় ; উত= কী ? ; আহো= অথবা ; কশ্চিৎ=কোনো ; বিদ্বান্=বিদ্বান ; প্রেত্য=মরে ; অমুম্=অমুক ; লোকম্=লোককে ; সমশ্নুতে=প্রাপ্ত হয় ; উ=কী ?

ব্যাখ্যা—এবারে অনুপ্রশ্নের[১] আরম্ভ হচ্ছে। প্রথম প্রশ্ন এই যে, যদি ব্রহ্ম

---

[১]আচার্যের উপদেশ শোনার পর শিষ্যের মনে যে প্রশ্ন জাগে অথবা শিষ্য যে সকল প্রশ্ন করতে পারে তাকে বলা হয় অনুপ্রশ্ন।

এই অনুবাকে যে অনুপ্রশ্ন করা হয়েছে তাতে দুভাবে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে (ক) ব্রহ্ম আছেন কি না ? (খ) ব্রহ্ম যখন আকাশের মতো সর্বগত তথা পক্ষপাতরহিত— তখন ওই অবিদ্বানও ব্রহ্ম লাভ করেন কী না ? (গ) অবিদ্বান যদি

থাকেন, তাহলে তাঁকে জানে না এমন মনুষ্য মৃত্যুর পর পরলোকে যায় কিনা ? দ্বিতীয় প্রশ্ন—ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান মৃত্যুর পর পরলোকে যায় কিনা ?

সম্বন্ধ——*এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ এবং শক্তির বর্ণনা করছেন তথা প্রথম অনুবাকে সংক্ষেপে যে সৃষ্টিক্রম বলা হয়েছে তার বিস্তৃতরূপে চর্চা করছেন—*

সোঽকাময়ৎ। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদঁ্ সর্বমসৃজত যদিদং কিং চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ। বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ। সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিং চ। তৎসত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৪ ॥

সঃ=ওই পরমেশ্বর ; **অকাময়ৎ**=বিচার করলেন ; **প্রজায়েয়**=আমি প্রকট হই (অনেক নাম রূপ ধারণ করে) ; **বহু**=বহু ; **স্যাম্ ইতি**=হয়ে যাই ; **সঃ**=(তারপর) তিনি ; **তপঃ অতপ্যত**=তপ করলেন অর্থাৎ নিজ সংকল্প বিস্তার করলেন ; **সঃ**=তিনি ; **তপঃ তপ্ত্বা**=এইরূপ সংকল্প বিস্তার করে ; **যৎ কিম্**

ব্রহ্মলাভ না করেন তাহলে তো সম হওয়ার জন্য তাঁকে বিদ্বানও লাভ করতে পারেন না। এইজন্য তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, বিদ্বান পুরুষ ব্রহ্মানুভব করেন কী না ? এর উত্তরে ব্রহ্মকে সৃষ্টির কারণ বলে প্রকৃত অর্থে তাঁর সত্তা সিদ্ধ করা হয়েছে। তথাপি 'তৎ সত্যম্ ইত্যাচক্ষতে'... এই বাক্যদ্বারা শ্রুতি স্পষ্টরূপেও তাঁর সত্তার প্রতিপাদন করেছেন। সপ্তম অনুবাকে আরও স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়—'কো হ্যেবান্যাৎ ? কঃ প্রাণ্যাৎ ? যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।' অর্থাৎ যদি এই আকাশরূপ আনন্দময় পরমাত্মা না থাকতেন তাহলে কে জীবিত থাকত এবং কে চেষ্টা করতে সমর্থ হত ? অর্থাৎ প্রাণিকুলের জীবন এবং চেষ্টা পরমাত্মার উপরই নির্ভরশীল। দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরে সপ্তম অনুবাকে একথা বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ মানব পরমাত্মাকে পূর্ণরূপে জ্ঞাত না হয়, সামান্যও ঘাটতি থাকে, ততক্ষণ সে জন্ম-মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত হয় না। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে অষ্টম অনুবাকের উপসংহারে শ্রুতি স্বয়ং বলছেন—'স এবংবিৎ... আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি' অর্থাৎ যে এইভাবে (পরমাত্মাকে) জানে, সে ক্রমশ অন্নময়, প্রাণময় আদিকে লাভ করে শেষে আনন্দময় পরমেশ্বরকে লাভ করে।

চ=যা কিছু ; **ইদম্**=এই দৃশ্য এবং বোধ্য ; **ইদম্ সর্বম্ অসৃজত**=এই সমস্ত জগতের রচনা করলেন ; **তৎ সৃষ্ট্বা**=ওই জগতের রচনা করার পর ; **তৎ এব**=(তিনি স্বয়ং) ওতে ; **অনুপ্রাবিশৎ**=সঙ্গে সঙ্গে প্রবিষ্ট হলেন ; **তৎ অনুপ্রবিশ্য**=ওতে সঙ্গে সঙ্গে প্রবিষ্ট হওয়ার পর (তিনি স্বয়ংই) ; **সৎ**=মূর্ত ; **চ**=এবং ; **ত্যৎ**=অমূর্ত ; **চ**=ও ; **অভবৎ**=হয়েছিলেন ; **নিরুক্তম্ চ অনিরুক্তম্**=নিরুক্ত এবং অনিরুক্ত (কথনীয় এবং অকথনীয়) ; **চ**=তথা ; **নিলয়নম্**=আশ্রয়দাতা ; **চ**=এবং ; **অনিলয়নম্**=আশ্রয়দানকারী নন এমন ; **বিজ্ঞানম্**=চেতনাযুক্ত ; **চ**=এবং ; **অবিজ্ঞানম্**=জড় পদার্থ ; **চ**=তথা ; **সত্যম্**=সত্য ; **চ**=এবং ; **অনৃতম্**=মিথ্যা (এই সকলরূপে) ; **চ**=ও ; **সত্যম্**=ওই সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই ; **অভবৎ**=হলেন ; **যৎ কিম্ চ**=যা কিছু ; **ইদম্**=এই দৃশ্যমান এবং অনুভব্য ; **তৎ**=তা ; **সত্যম্**=সত্যই ; **ইতি**=এইরূপ ; **আচক্ষতে**=জ্ঞানিজন বলেন ; **তৎ**=ওই বিষয়ে ; **অপি**=ও ; **এষঃ**=এই ; **শ্লোকঃ**=শ্লোক ; **ভবতি**=বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা—সর্গের আদিতে পরব্রহ্ম পরমাত্মা চিন্তা করলেন যে, আমি নানারূপে উৎপন্ন হয়ে অনেক হয়ে যাই। এই চিন্তা করে তিনি তপ করলেন অর্থাৎ জীবের কর্মানুসারে সৃষ্টি উৎপন্ন করার জন্য সংকল্প করলেন। সংকল্প করে এই দৃশ্য, শ্রব্য, বোধ্য জড়-চেতনময় সমস্ত জগতের রচনা করলেন অর্থাৎ এর সংকল্পময় স্বরূপ প্রস্তুত করলেন। অনন্তর স্বয়ং ওতে প্রবিষ্ট হলেন। যদিও তাঁর থেকে উৎপন্ন এই জগতে পরমাত্মা পূর্ব থেকেই প্রবিষ্ট ছিলেন, এই জগৎ তাঁরই স্বরূপ, অতএব ওতে তাঁর প্রবিষ্ট হওয়া কী করে সম্ভব—তথাপি এই জড়-চেতনময় জগতে আত্মারূপে পরিপূর্ণ ওই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের বিশেষ স্বরূপ—তাঁর অন্তর্যামী স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করাবার জন্য এখানে একথা বলা হয়েছে যে, 'এই জগতের রচনা করে তিনি স্বয়ংই তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন।' প্রবিষ্ট হওয়ার পর তিনি মূর্ত এবং অমূর্তরূপে অর্থাৎ পৃথিবী, জল এবং তেজ—এই সমস্তরূপে প্রকটিত তথা বায়ু এবং আকাশাদি অদৃশ্যরূপে প্রকটিত হলেন। এরপর যার বর্ণনা করা সম্ভব এবং যার বর্ণনা করা অসম্ভব—এরূপ বিভিন্ন পদার্থরূপে তিনি প্রকটিত হলেন। এইভাবে আশ্রয়প্রদাতা এবং অপ্রদাতা, চেতন এবং জড় এই সমস্ত রূপে একমাত্র

পরমেশ্বরই অনেক নামে এবং রূপে ব্যাপ্ত হয়ে গেলেন। সেই একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই সত্য এবং মিথ্যা—এই সমস্ত রূপে ব্যক্ত হলেন। এইজন্য জ্ঞানিগণ বলেন 'এই যা কিছু দৃশ্য, শ্রব্য এবং জ্ঞেয়' সমস্তই হলেন সত্যস্বরূপ পরমাত্মা। এই বিষয়ে বক্ষ্যমাণ সপ্তম অনুবাকে শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্র বিদ্যমান।

॥ ষষ্ঠ অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অনুবাক

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানঁ্ স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎসুকৃতমুচ্যত ইতি ॥ ১ ॥

অগ্রে=প্রকট হওয়ার পূর্বে ; **ইদম্**=এই জড়-চেতনাত্মক জগৎ ; **অসৎ**=অব্যক্ত রূপে ; **বৈ**=ই ; **আসীৎ**=ছিল ; **ততঃ**=তা থেকেই ; **বৈ**=ই ; **সৎ**=সৎ অর্থাৎ নামরূপময় প্রত্যক্ষ জগৎ ; **অজায়ত**=উৎপন্ন হল ; **তৎ**=তিনি (পরমাত্মা) ; **আত্মানম্**=নিজেকে ; **স্বয়ম্**=স্বয়ং ; **অকুরুত**=(এইরূপে) প্রকট করলেন ; **তস্মাৎ**=এইজন্য ; **তৎ**=তাঁকে ; **সুকৃতম্**='সুকৃত' ; **উচ্যতে**=বলা হয় ; **ইতি**=এরূপে এই শ্লোকটি কথিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা—সূক্ষ্ম এবং স্থূলরূপে প্রকট হওয়ার পূর্বে এই জড় চেতনময় সম্পূর্ণ জগৎ অসৎ—অর্থাৎ অব্যক্তরূপেই ছিল। ওই অব্যক্তাবস্থা থেকেই এই সৎ অর্থাৎ নামরূপময় প্রত্যক্ষ জড় চেতনাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। পরমাত্মা নিজেকে স্বয়ংই এই জড়-চেতনাত্মক জগৎরূপে প্রস্তুত করেছেন। এইজন্য তাঁর নাম হল 'সুকৃত'।[১]

---

[১]শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অব্যক্ত থেকে জড়-চেতনাত্মক জগতের উৎপত্তির কথা এবং তাতে বিলীন হওয়ার কথা বলা হয়েছে (গীতা ৮।১৮, ৯।৭, ২।২৮)। কিন্তু শ্রীভগবান লীলাহেতু যখন নিজেই অবতাররূপে প্রকট হন তখন তাঁর প্রাকট্য অন্য জীবের ন্যায় হয় না, তাঁর প্রাকট্য তো অলৌকিক। তাই শ্রীভগবান বলেছেন যে, যে আমাকে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত বলে স্বীকার করে সে বুদ্ধিহীন (গীতা ৭।২৪) ; শ্রীভগবান জড়তত্ত্ব এবং নিয়মের অতীত বস্তু। প্রভুর নাম, রূপ, লীলা, ধাম সবই অপ্রাকৃত ; চিন্ময় ; জন্ম কর্ম সবই দিব্য। ভগবানের প্রাকট্য রহস্য মহান মহান দেবতা তথা মহর্ষিগণও জানেন না (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১০।২)।

যদ্বৈ তৎসুকৃতং রসো বৈ সঃ। রসꣳ হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽঽনন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎকঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি॥ ২॥

বৈ=নিশ্চয়ই ; যৎ=যে ; তৎ=তিনি ; সুকৃতম্=সুকৃত ; সঃ বৈ=তিনিই ; রসঃ=রস ; হি=কারণ ; অয়ম্=এই (জীবাত্মা) ; রসম্=এই রসকে ; লব্ধ্বা=লাভ করে ; এব=ই ; আনন্দী=আনন্দযুক্ত ; ভবতি=হয় ; যৎ=যদি ; এষঃ=এই ; আকাশঃ=আকাশের মতো ব্যাপক ; আনন্দঃ=আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা ; ন স্যাৎ=না হতেন ; হি=তাহলে ; কঃ এব=কে ; অন্যাৎ=জীবিত থাকতে সমর্থ হত ; (এবং) কঃ=কে ; প্রাণ্যাৎ=প্রাণের ক্রিয়া করতে সমর্থ হত ; হি=নিঃসন্দেহে ; এষঃ=এই পরমাত্মা ; এব=ই ; আনন্দয়াতি=সকলকে আনন্দ প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা—যে পরব্রহ্ম পরমাত্মা 'সুকৃত' নামে কথিত, তিনি প্রকৃতই রসস্বরূপ (আনন্দময়)। তিনিই বাস্তবিক আনন্দময়। কারণ অনাদিকাল থেকে জন্ম-মৃত্যুরূপ ঘোর দুঃখ ভোগকারী এই জীবাত্মা রসময় পরব্রহ্মকে লাভ করেই আনন্দযুক্ত হন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পরমপ্রাপ্য আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত জীবাত্মা কোনোরূপেই পূর্ণানন্দ, নিত্যানন্দ, অখণ্ডানন্দ এবং অনন্ত আনন্দ লাভ করতে পারেন না। এতদ্দ্বারা ওই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে সিদ্ধ হয়। কারণ যদি তিনি আকাশের মতো ব্যাপক আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না হতেন, তাহলে কে জীবিত থাকত এবং কেই-বা প্রাণক্রিয়া করতে সমর্থ হত ? অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী সুখস্বরূপ পরমাত্মার সহায়তায় জীবিত এবং গমনাদি ক্রিয়া করতে সমর্থ। সমস্ত জীবের জীবন নির্বাহের সুব্যবস্থাও তাঁর দ্বারা হয়েছে। অন্যথায় এই সংসারের সকল ভৌতিক ক্রিয়া এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুব্যবস্থিতরূপে চালিত হওয়া সম্ভব হত না ! অতএব মানুষের দৃঢ়তাপূর্বক বিশ্বাস করা উচিত যে, এই জগতের কর্তা-হর্তা-ধর্তা-ভর্তা হলেন পরব্রহ্ম পরমেশ্বর-ই তথা এই পরব্রহ্ম পরমাত্মাই হলেন সকলের আনন্দদাতা।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽ-নিলয়নেঽ-

ভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি ॥ ৩॥

হি=কেননা ; **যদা এব**=যখন কখনো ; **এষঃ**=এই জীবাত্মা ; **এতস্মিন্**=এই ; **অদৃশ্যে**=যিনি দৃষ্টির অগোচর ; **অনাত্ম্যে**=শরীররহিত ; **অনিরুক্তে**=অকথনীয় ; (এবং) **অনিলয়নে**=যিনি অন্যের আশ্রয়ে অবস্থান করেন না সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে ; **অভয়ম্**= নির্ভয়তাপূর্বক ; **প্রতিষ্ঠাম্**=স্থিতি ; **বিন্দতে**=লাভ করে ; **অথ**=অনন্তর ; **সঃ**=তিনি ; **অভয়ম্**=নির্ভয়পদকে ; **গতঃ ভবতি**=প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা—কেননা পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভের জন্য তীব্র অভিলাষী জীব যখন দৃষ্টির অগোচর, অকথনীয় এবং অন্যের আশ্রয়ে অনবস্থানকারী শরীররহিত পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে নির্ভয় স্থিতি লাভ করে তখনই সে নির্ভয় পদ লাভ করে এবং চিরকালের জন্য ভয় এবং শোকশূন্য হয়।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষো মন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৪ ॥

হি=কারণ ; **যদা এব**=যতক্ষণ ; **এষঃ**=এই (জীব) ; **উদরম্**=অল্প ; [বৈ]=ও ; **এতস্মিন্ অন্তরম্**=এই পরমাত্মা থেকে বিয়োগ বা বিচ্ছেদ ; **কুরুতে**=করে থাকে ; **অথ**=ততক্ষণ ; **তস্য**=তার ; **ভয়ম্**=জন্ম-মৃত্যুরূপ ভয় ; **ভবতি**=প্রাপ্ত হয় ; **তু**=তথা ; **তৎ এব**=ওই ; **ভয়ম্**=ভয় ; (শুধু মূর্খেরই হয়, তা নয় কিন্তু) **মন্বানস্য**=অহং অভিমানী ; **বিদুষঃ**=শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বানেরও হয় ; **তৎ**=ওই বিষয়ে ; **অপি**=ও ; **এষঃ**=এই (বক্ষ্যমান) ; **শ্লোকঃ**=শ্লোক ; **ভবতি**= বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা—কারণ যতক্ষণ এই জীবাত্মা ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মা থেকে অল্পও পার্থক্য রেখে অবস্থান করেন—তাঁতে পূর্ণ স্থিতি লাভ না করেন অথবা তাঁর নিরন্তর স্মরণ না করেন, তাঁকে অল্প কালের জন্যও বিস্মৃত হন, ততক্ষণ তাঁর ক্ষেত্রে ভয় বিদ্যমান থাকে ; অর্থাৎ জীবাত্মার পুনর্জন্ম হওয়া সম্ভব। কারণ যে অবস্থায় তাঁর পরমাত্মাতে স্থিতি নেই, তিনি ভগবানকে বিস্মৃত, সেই অবস্থায় যদি জীবের মৃত্যু হয় তাহলে মৃত্যুকালের ভাবনা অনুসারে তাঁর পুনরায় জন্ম হওয়া নিশ্চিত। কারণ শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেছেন—'অন্তিমকালে

আছেন এবং তাঁকে মানুষ লাভ করতে পারে।[১]

সম্বন্ধ——*ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মার এই আনন্দ কতখানি এবং কীরূপ এইরূপ জিজ্ঞাসায় আনন্দবিষয়ক বর্ণনার আরম্ভ হচ্ছে—*

সৈষাऽऽনন্দস্য মীমাঁ্ সা ভবতি। যুবা স্যাৎসাধুযুবাऽধ্যায়ক আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠস্তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ ॥ ২ ॥

সা=ওই ; এষা=এই ; আনন্দস্য=আনন্দ সম্বন্ধীয় ; মীমাংসা=বিচার ; ভবতি=আরম্ভ হচ্ছে ; যুবা=কোনো যুবক ; স্যাৎ=হয় (সে কিন্তু যেমন তেমন নয়) ; সাধু যুবা=সদাচারপরায়ণ যদি হয় ; (তথা) অধ্যায়কঃ=সকল বেদ-নিষ্ণাত ; আশিষ্ঠঃ=প্রশাসনে অত্যন্ত কুশল ; দ্রঢ়িষ্ঠ=তার সমস্ত অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় সর্বথা সুদৃঢ় ; (তথা) বলিষ্ঠঃ=সর্বপ্রকারে সে বলবান ; তস্য=(এবং) সে ; ইয়ম্=এই ; বিত্তস্য পূর্ণা=ধনে পরিপূর্ণ ; সর্বা=সমস্ত ; পৃথিবী=পৃথিবী ; স্যাৎ= প্রাপ্ত হয় ; (তাহলে) সঃ=সে ; মানুষঃ=মনুষ্যলোকের ; একঃ=এক ; আনন্দ=আনন্দ।

ব্যাখ্যা—এই সুখের বর্ণনার আরম্ভের সূচনা করে সর্বপ্রথমেই মনুষ্যলোকে প্রাপ্তব্য সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের কল্পনা করা হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, যদি কেউ বয়সে যুবা হয় এবং শুধু যুবা নয়, সে যদি সদাচারী, উত্তম স্বভাবযুক্ত, উচ্চ কুলজাত, বেদজ্ঞ ও সুশাসক হয়—তার দেহ সম্পূর্ণ নীরোগ ও শক্ত-সমর্থ—সেরকম যুবা পুরুষ যদি শত্রুহীন অপার সমৃদ্ধিশালী ধরিত্রীর একমাত্র অধীশ্বর হয় তাহলে তাকে মনুষ্যলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ বলে গ্রহণ করে তাকে তুলনার প্রয়োজনে পরিমাণের দিক থেকে একসংখ্যা দ্বারা সূচিত করা যেতে পারে।

তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণা-মানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য॥ ৩॥

তে=তারা ; যে=যে সমস্ত ; মানুষাঃ=মানুষ (মনুষ্যলোক সম্বন্ধীয়) ;

[১]কঠোপনিষদেও এই ভাবমূলক শ্রুতি বিদ্যমান (২।৩।৩)।

শতম্=একশত ; আনন্দঃ=আনন্দ ; সঃ=সে ; মনুষ্যগন্ধর্বাণাম্=মানব-গন্ধর্বগণের ; একঃ=এক ; আনন্দঃ=আনন্দ হয় ; চ=এবং ; অকামহতস্য= যাঁর অন্তঃকরণ ভোগলিপ্সা দ্বারা দূষিত হয়নি, এমন ; শ্রোত্রিয়স্য= বেদবেত্তা পুরুষের স্বভাবত প্রাপ্তি হয়।

ব্যাখ্যা—যে মনুষ্যযোনিতে উত্তম কর্ম করে গন্ধর্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে তাকে 'মনুষ্য-গন্ধর্ব' বলা হয়। এই মনুষ্য-গন্ধর্বের আনন্দ উপরি-উক্ত মানুষের আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ অধিক বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, যে মনুষ্যসম্বন্ধীয় আনন্দের প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে, এরূপ শত আনন্দ একত্রিত করলে যে আনন্দরাশি হয় সেটি 'মনুষ্য-গন্ধর্বের' এক আনন্দ। কিন্তু যে পূর্বোক্ত মনুষ্যলোকের এবং গন্ধর্বলোকের ভোগসমূহ দ্বারা দূষিত হয়নি, এই সমস্ত থেকে পূর্ণরূপে অনাসক্ত এমন শ্রোত্রিয় বেদজ্ঞ পুরুষ ওই আনন্দ লাভ করেন।

তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য॥ ৪॥

তে=ওই (পূর্বোক্ত) ; যে=যে ; মনুষ্যগন্ধর্বাণাম্=মনুষ্য-গন্ধর্বগণের ; শতম্=শত ; আনন্দাঃ=আনন্দ ; সঃ=সেটি ; দেবগন্ধর্বাণাম্=দেবজাতীয় গন্ধর্বগণের ; একঃ=এক ; আনন্দঃ=আনন্দ ; চ=তথা (সেটিই) অকামহতস্য=কামনাশূন্য ; শ্রোত্রিয়স্য=শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) স্বভাবত লাভ করে।

ব্যাখ্যা—এই বর্ণনায় পূর্বোক্ত মনুষ্য-গন্ধর্বের তুলনায় দেব-গন্ধর্বের আনন্দকে শতগুণ বেশি বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, যে মনুষ্য-গন্ধর্বের আনন্দের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, এরূপ শত আনন্দ একত্রিত করলে যে আনন্দরাশি হয়, সেটি সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে দেবজাতীয় গন্ধর্বরূপে উৎপন্ন জীবনিচয়ের এক আনন্দ তথা যে মানব এই কামনায় আক্রান্ত হয়নি অর্থাৎ এর আবশ্যকতা যার নেই তথা যে বেদের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করেছে, এমন বিদ্বান ওই আনন্দকে স্বভাবত লাভ করেন।

তে যে শতং দেবগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য॥ ৫॥

তে=ওই ; যে=যে ; **দেবগন্ধর্বাণাম্**=দেবজাতীয় গন্ধর্বগণের ; **শতম্**=শত ; **আনন্দাঃ**=আনন্দ ; **সঃ**=তা ; **চিরলোকলোকানাম্**=চিরস্থায়ী পিতৃলোক প্রাপ্ত ; **পিতৃণাম্**=পিতামহাদি পূর্বপুরুষগণের ; **একঃ**=এক ; **আনন্দঃ**=আনন্দ ; **চ**=এবং ; (ওই আনন্দ) **অকামহতস্য**=ভোগের প্রতি নিষ্কাম ; **শ্রোত্রিয়স্য**= বেদজ্ঞ পুরুষের স্বতঃ লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—এই বর্ণনায় দেব-গন্ধর্বগণের আনন্দ অপেক্ষা চিরস্থায়ী পিতৃলোক প্রাপ্ত দিব্য পিতামহাদি পূর্বপুরুষের প্রাপ্ত আনন্দকে শতগুণ অধিক বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে—দেব-গন্ধর্বদের যে আনন্দের কথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, এরূপ শত আনন্দ একত্র করলে আনন্দের যে রাশি হয়, তা চিরস্থায়ী পিতৃলোকে অবস্থানকারী দিব্য পূর্বপুরুষগণের এক আনন্দ তথা যে ওই লোকের ভোগজনিত সুখলিপ্সাশূন্য অর্থাৎ যার ওই সুখের কোনো প্রয়োজন থাকে না সেই শ্রোত্রিয় বেদজ্ঞ উক্ত আনন্দ স্বতঃ লাভ করেন।

তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥ ৬॥

তে=তারা (পূর্বোক্ত) ; যে=যারা ; **চিরলোকলোকানাম্**=চিরস্থায়ী পিতৃলোক লাভ করেছে ; **পিতৃণাম্**=পিতামহাদি পূর্বপুরুষগণের ; **শতম্**=শত ; **আনন্দাঃ**=আনন্দ ; **সঃ**=সে ; **আজানজানাম্**=আজানজ নামক ; **দেবানাম্**=দেবতাগণের ; **একঃ**=এক ; **আনন্দঃ**=আনন্দ ; **চ**=এবং (ওই আনন্দ) ; **অকামহতস্য**=কামনাশূন্য ব্যক্তির ; **শ্রোত্রিয়স্য**=শ্রোত্রিয় বেদজ্ঞের স্বভাবত প্রাপ্তি হয়।

ব্যাখ্যা—এই বর্ণনায় চিরস্থায়ী লোকে অবস্থানকারী দিব্য পূর্বপুরুষের আনন্দ অপেক্ষা 'আজানজ' নামক দেবগণের আনন্দকে শত গুণ অধিক বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে—চিরস্থায়ী লোকে অবস্থানকারী দিব্য পূর্বপুরুষেরা পূর্বোক্ত যে আনন্দ ভোগ করেন যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, এরূপ শত আনন্দের মাত্রা একত্রিত করলে যে আনন্দের এক রাশি হয়, তা 'আজানজ' নামক দেবতাগণের এক আনন্দ। দেবলোকের এক বিশেষ স্থানের নাম 'আজান'। যাঁরা স্মৃতিপ্রতিপাদিত কোনো পুণ্যকর্মের ফলে সেখানে উৎপন্ন

হন তাঁদের 'আজানজ' বলা হয়। যারা ওই লোকেরও ভোগ্য কামনায় আকৃষ্ট হয়নি অর্থাৎ যে ওই আনন্দকেও তুচ্ছ মনে করে তা থেকে বিরত হয়েছে, ওই বেদ রহস্যজ্ঞ পুরুষের জন্য ওই আনন্দ স্বভাবসিদ্ধ।

তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কর্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্মণা দেবানপিযন্তি শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥ ৭ ॥

তে=তারা (পূর্বোক্ত) ; যে=যারা ; **আজানজানাম্**=আজানজ নামক ; **দেবানাম্**=দেবগণের ; **শতম্**=শত ; **আনন্দাঃ**=আনন্দ ; **সঃ**=তা ; **কর্মদেবানাম্ দেবানাম্**=কর্মদেব নামক দেবতাগণের ; **একঃ**=এক ; **আনন্দঃ**=আনন্দ ; যে= যারা ; **কর্মণা**=বেদোক্ত কর্ম দ্বারা ; **দেবান্**=দেব-গণকে ; **অপিযন্তি**=লাভ করেছে ; **চ**=এবং ; (তা) **অকামহতস্য**=ওই লোক পর্যন্ত ভোগে কামনারহিত ; **শ্রোত্রিয়স্য**=শ্রোত্রিয় বেদজ্ঞের স্বতঃ প্রাপ্তি হয়।

ব্যাখ্যা—এই বর্ণনায় আজানজ দেবগণের আনন্দ অপেক্ষা কর্মদেবগণের আনন্দকে শত গুণ বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে—আজানজ দেবগণের যে আনন্দ উপরে বর্ণিত হয়েছে, এরূপ শত আনন্দ একত্রিত করলে যে আনন্দের রাশি হয়, ওই আনন্দ বেদোক্ত যে কর্ম দ্বারা মনুষ্য যোনি থেকে দেবভাব প্রাপ্ত হয়েছে, সেটি হল সেই কর্মদেবতাগণের আনন্দ। যে ওই কর্মদেবতাগণেরও আনন্দের কামনায় আক্রান্ত নয় অর্থাৎ দেবলোক পর্যন্ত ভোগেচ্ছা নেই যার, এমন বেদরহস্যজ্ঞ বৈরাগ্যবান পুরুষের জন্য ওই আনন্দ স্বভাবসিদ্ধ।

তে যে শতং কর্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ। স একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥ ৮ ॥

তে=ওই (পূর্বোক্ত) ; যে=যারা ; **কর্মদেবানাম্ দেবানাম্**=কর্মদেব নামক দেবতাগণের ; **শতম্**=শত ; **আনন্দাঃ**=আনন্দ ; **সঃ**=তা ; **দেবানাম্**=দেব-গণের ; **একঃ**=এক ; **আনন্দঃ**=আনন্দ ; **চ**=এবং ; **অকামহতস্য**=ওই লোকপর্যন্ত ভোগে কামনারহিত ; **শ্রোত্রিয়স্য**=শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) স্বভাবত লাভ করেন।

ব্যাখ্যা—এই বর্ণনায় কর্মদেবগণ অপেক্ষা সৃষ্টির আদিকালে যে স্থায়ী দেবগণের উৎপত্তি হয়েছে, সেই স্বভাবসিদ্ধ দেবগণের আনন্দকে শতগুণ বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে—কর্মদেবগণের যে আনন্দের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে, এরূপ শত আনন্দ একত্রিত করলে যে আনন্দের রাশি হয় তা ওই স্বভাবসিদ্ধ দেবতাগণের এক আনন্দ। যে ওই স্বভাবসিদ্ধ দেবতাগণের ভোগানন্দের কামনা দ্বারা প্রভাবিত নয় অর্থাৎ ভোগানন্দের কামনা যার নেই, বেদরহস্যজ্ঞ নিষ্কাম পুরুষের জন্য সেই আনন্দ স্বভাবসিদ্ধ।

তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য॥ ৯॥

তে=তারা ; যে=যারা ; দেবানাম্=দেবগণের ; শতম্=শত ; আনন্দাঃ=আনন্দ ; সঃ=তা ; ইন্দ্রস্য=ইন্দ্রের ; একঃ=এক ; আনন্দঃ=আনন্দ ; চ=এবং ; (সেটি) অকামহতস্য=ইন্দ্রের ভোগেও কামনারহিত ; শ্রোত্রিয়স্য=বেদবেত্তা স্বত লাভ করেন।

ব্যাখ্যা—এই বর্ণনায় পূর্বোক্ত স্বভাবসিদ্ধ দেবগণের আনন্দ অপেক্ষা ইন্দ্রের আনন্দকে শতগুণ অধিক বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, দেবতাগণের যে আনন্দের কথা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে এরূপ শত আনন্দ একত্রিত করলে যে আনন্দের এক রাশি হয়, তা ইন্দ্রভাবপ্রাপ্ত দেবতার এক আনন্দ। যে ইন্দ্রের ভোগানন্দ কামনায় আক্রান্ত হয়নি অর্থাৎ ইন্দ্রসুখের আকাঙ্ক্ষা যার নেই, যে তাকেও তুচ্ছ মনে করে বিরত থাকে, সেই বেদতত্ত্বজ্ঞ নিষ্কাম পুরুষ ওই আনন্দ স্বতঃ লাভ করে।

তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য॥ ১০॥

তে=তারা ; যে=যারা ; ইন্দ্রস্য=ইন্দ্রের ; শতম্=শত ; আনন্দাঃ=আনন্দ ; সঃ=তা ; বৃহস্পতেঃ=বৃহস্পতির ; একঃ=এক ; আনন্দঃ=আনন্দ ; চ=এবং ; (সেটি) অকামহতস্য=বৃহস্পতি পর্যন্ত ভোগে নিঃস্পৃহ ; শ্রোত্রিয়স্য=বেদবেত্তা স্বতঃ প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা—এই বর্ণনায় ইন্দ্রের আনন্দ অপেক্ষা বৃহস্পতির আনন্দ শতগুণ

অধিক বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, উপরে বর্ণিত ইন্দ্রের যে আনন্দ, সেই শত আনন্দ যদি একত্রিত করা হয় তাহলে যে আনন্দরাশি হয়, তা বৃহস্পতিপদপ্রাপ্ত দেবতার এক আনন্দ। কিন্তু যে মানব বৃহস্পতির ভোগানন্দের দ্বারা কামনাহত নয়, ওই ভোগানন্দকে অনিত্য মনে করে তুচ্ছ জ্ঞান করে বিরত হয়ে অবস্থান করে, সেই নিষ্কামভাবযুক্ত মানব স্বতঃ সেই আনন্দ লাভ করে।

তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য॥ ১১॥

তে=তারা ; যে=যারা ; বৃহস্পতেঃ=বৃহস্পতির ; শতম্=শত ; আনন্দাঃ= আনন্দ ; সঃ=তা ; প্রজাপতেঃ=প্রজাপতির ; একঃ=এক ; আনন্দঃ=আনন্দ ; চ=এবং (সেটি) ; অকামহতস্য=প্রজাপতি পর্যন্ত ভোগে কামনারহিত ; শ্রোত্রিয়স্য=বেদবেত্তা পুরুষ স্বতঃ প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা—এই বর্ণনায় বৃহস্পতির আনন্দ অপেক্ষা প্রজাপতির আনন্দকে শতগুণ অধিক বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে বৃহস্পতির যে আনন্দের বর্ণনা উপরে করা হয়েছে সেরূপ শত আনন্দ একত্রিত করলে যে আনন্দরাশি হয়, তা প্রজাপতিপদে আরূঢ় দেবতার এক আনন্দ। কিন্তু যে মানব এই প্রজাপতির ভোগানন্দ কামনাতেও আহত নয় অর্থাৎ তা থেকেও যে বিরত হয়েছে, সেই বেদরহস্যজ্ঞ নিষ্কাম মানুষ তো ওই আনন্দ স্বভাবত লাভ করে।

তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য॥ ১২॥

তে=তারা ; যে=যারা ; প্রজাপতেঃ=প্রজাপতির ; শতম্=শত ; আনন্দাঃ= আনন্দ ; সঃ=তা ; ব্রহ্মণঃ=ব্রহ্মার ; একঃ=এক ; আনন্দঃ=আনন্দ ; চ=এবং ; (সেটি) অকামহতস্য=ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ভোগে কামনারহিত ; শ্রোত্রিয়স্য= শ্রোত্রিয় স্বভাবত লাভ করেন।

ব্যাখ্যা—এই বর্ণনায় প্রজাপতির আনন্দ অপেক্ষা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার আনন্দ শতগুণ অধিক বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে—প্রজাপতির যে আনন্দের কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাদৃশ শত আনন্দ একত্রিত করলে যে আনন্দের এক

রাশি হয়, তা সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্বপ্রথম উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার এক আনন্দ তথা যে মানুষ ওইব্রহ্মার ভোগসুখের দ্বারা কামনাহত নয় অর্থাৎ যে তাকেও অনিত্য এবং তুচ্ছ বুঝে তা থেকে বিরত হয়েছে, যার একমাত্র পরমানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম প্রাপ্তির উৎকট অভিলাষ বিদ্যমান, সেই বেদরহস্যজ্ঞ বিরাগী পুরুষের স্বতঃ ওই আনন্দ লাভ হয়।

এইভাবে এখানে পারস্পরিক আনন্দাধিক্যের বর্ণনা করে হিরণ্যগর্ভের আনন্দকে সর্বাধিক বলে এইভাব দেখানো হয়েছে যে, এই জগতে যত প্রকার আনন্দ অনুভব্য, তা মহান হলেও পূর্ণানন্দস্বরূপ পরমাত্মার আনন্দের তুলনায় অতীব নগণ্য। বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে যে, 'সমস্ত প্রাণী এই পরমাত্ম-সম্বন্ধীয় আনন্দের কোনো এক অংশকে নিয়েই জীবিত' (৪।৩।৩২)।

স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ। স য এবং-বিদস্মাল্লোকাৎপ্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপ-সংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমা-নন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ১৩॥

সঃ=তিনি (পরমাত্মা) ; যঃ=যিনি ; অয়ম্=এই ; পুরুষে=মনুষ্যে ; চ= এবং ; যঃ=যিনি ; অসৌ=ওই ; আদিত্যে চ=সূর্যেও (রয়েছেন) ; সঃ=তিনি (সর্বান্তর্যামী) ; একঃ=একই ; যঃ=যিনি ; এবংবিৎ=এরূপ জ্ঞাতা ; সঃ=তিনি ; অস্মাৎ লোকাৎ=এই লোক থেকে ; প্রেত্য=বিদায় নিয়ে ; এতম্=এই ; অন্নময়ম্=অন্নময় ; আত্মানম্=আত্মাকে ; উপসংক্রামতি=প্রাপ্ত হন ; এতম্= এই ; প্রাণময়ম্=প্রাণময় ; আত্মানম্=আত্মাকে ; উপসংক্রামতি=প্রাপ্ত হন ; এতম্=এই ; মনোময়ম্=মনোময় ; আত্মানম্=আত্মাকে ; উপসংক্রামতি=প্রাপ্ত হন ; এতম্=এই ; বিজ্ঞানময়ম্=বিজ্ঞানময় ; আত্মানম্=আত্মাকে ; উপসংক্রামতি=প্রাপ্ত হন ; এতম্=এই ; আনন্দময়ম্=আনন্দময় ; আত্মানম্= আত্মাকে ; উপসংক্রামতি=প্রাপ্ত হন ; তৎ=তাঁর বিষয়ে ; অপি=ও ; এষঃ= (বক্ষ্যমাণ) ; শ্লোকঃ ভবতি=শ্লোক বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা—উপরে বর্ণিত সমস্ত আনন্দের মূল কেন্দ্র পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম

পরমাত্মাই হলেন সকলের অন্তর্যামী। যিনি মানুষের মধ্যে আছেন, সেই পরমাত্মাই সূর্যেও রয়েছেন। সকলের অন্তর্যামী তিনি সেই একই। যে এরূপ জ্ঞাত হয়, সে মৃত্যুর পর এই শরীরকে পরিত্যাগ করে পূর্বোক্ত অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় আত্মাকে লাভ করে। একথার তাৎপর্য এই যে—এই পাঁচই যাঁর স্বরূপ, সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে তিনি লাভ করেন। প্রথমে এই পাঁচের বর্ণনা করে সকলের শরীরান্তবর্তী আত্মা অন্তর্যামী পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ তাঁকেই পাওয়া যায় এবং তিনিই ব্রহ্ম—একথা বলার জন্যই এখানে ওই পাঁচটিকে ক্রমশ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে এই ক্রম অনুসারে প্রাপ্তির কথা বলা এই বর্ণনার অভীষ্ট নয়, কারণ অন্নময় মানবশরীর তো সে প্রথম থেকেই লাভ করেছে, তাকে পরিত্যাগ করে প্রাপ্তব্য ফল হলেন পরমাত্মা, শরীর নয়। অতএব, এখানে অন্নময়াদির অন্তর্যামী পরমাত্মার প্রাপ্তির কথাই বলা হয়েছে। এইজন্য এই সমস্ত কিছুতে পরিপূর্ণ, সর্বরূপময়, সকলের আত্মা, পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়াই হল এই ফলশ্রুতির তাৎপর্য। এ বিষয়ে 'নবম অনুবাকে' বক্ষ্যমাণ শ্লোক বিদ্যমান।

॥ অষ্টম অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অনুবাক

সম্বন্ধ——*অষ্টম অনুবাকে যে শ্লোক (মন্ত্র)কে লক্ষ্য করানো হয়েছে, তার উল্লেখ করা হচ্ছে*——

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥ ১॥

মনসা সহ=মনের সহিত ; **বাচঃ**=বাণী আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় ; **যতঃ**=যে স্থান থেকে ; **অপ্রাপ্য**=তাকে না পেয়ে ; **নিবর্তন্তে**=প্রত্যাবর্তন করে ; **(তস্য) ব্রহ্মণঃ**= সেই ব্রহ্মের ; **আনন্দম্**=আনন্দকে (প্রাপ্ত) ; **বিদ্বান্**=বিদ্বান (মহাপুরুষ) ; **কুতশ্চন**=কাউকে ; **ন বিভেতি**=ভয় করেন না ; **ইতি**=এইরূপ এই শ্লোক।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে পরব্রহ্ম পরমাত্মার পরমানন্দস্বরূপকে জানার ফল বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ হল—মন সহ সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁকে না পেয়ে যে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করে—যে ব্রহ্মানন্দকে জানার শক্তি এই মন এবং ইন্দ্রিয়কুলের নেই ; পরব্রহ্ম পরমাত্মার সেই আনন্দ লাভকারী তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী মহাপুরুষ কদাপি কাউকে ভয় করেন না, তিনি সর্বতোভাবে নির্ভীক থাকেন। এই হল এই শ্লোকের তাৎপর্য।

এতঁ্ হ বাব ন তপতি। কিমহঁ্ সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানঁ্ স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানঁ্ স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥ ২॥

হ বাব=একথা প্রসিদ্ধ যে ; **এতম্**=ওই (মহাপুরুষকে) ; (একথা) **ন তপতি**= উদ্বিগ্ন করে না যে ; **অহম্**=আমি ; **কিম্**=কেন ; **সাধু**=শ্রেষ্ঠ কর্ম ; **ন অকরবম্**= করিনি ; **কিম্**=(অথবা) কেন ; **অহম্**=আমি ; **পাপম্**=পাপাচরণ ; **অকরবম্ ইতি**=করেছি ; **যঃ**=যে ; **এতে**=এই পাপ-পুণ্য কর্মসমূহকে ; **এবম্**=এইরূপ (সন্তাপের হেতু) ; **বিদ্বান্**=যিনি জানেন ; **সঃ**=সে ; **আত্মানম্ স্পৃণুতে**=আত্মাকে রক্ষা করে ; **হি**=অবশ্যই ; **যঃ**=যে ; **এতে**=এই পাপ-পুণ্য ; **উভে এব**=উভয় কর্মকে ; **এবম্**=এইরূপ ; (সন্তাপের হেতু) **বেদ**=জানে ; **[সঃ] এষঃ**=সেই এই পুরুষ ; **আত্মানম্ স্পৃণুতে**=আত্মাকে রক্ষা করে ; **ইতি**=এইরূপ ; **উপনিষৎ**= উপনিষদের (ব্রহ্মানন্দবল্লী) সম্পূর্ণ হল।

ব্যাখ্যা—এই বর্ণনায় একথা ব্যক্ত হয়েছে যে, জ্ঞানী মহাপুরুষের কোনোপ্রকার শোক হয় না। এর ভাবার্থ এই যে—উপরি-উক্ত কথনানুসারে পরমাত্মাকে যিনি জানেন, এমন বিদ্বান কদাপি শোক করেন না। কেন আমি শ্রেষ্ঠ কর্মের আচরণ করিনি, অথবা কেন আমি পাপাচরণ করেছি এরূপ অনুশোচনাদির দ্বারাও তিনি আক্রান্ত হন না। তাঁর মনে পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ উত্তম লোকের প্রাপ্তির কোনো আগ্রহ হয় না তথা পাপজনিত নরকাদির ভয় তাঁকে জ্বালাতন করতে পারে না। লোভ এবং ভয়জনিত সন্তাপ থেকে তিনি উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হন। উক্ত জ্ঞানী মহাপুরুষ আসক্তিপূর্বক-কৃত পাপ-পুণ্য—

তম্ হ উবাচ=পুনঃ (বরুণ) তাঁকে বললেন ; বৈ=নিশ্চয়ই ; ইমানি=এই সব প্রত্যক্ষ ; ভূতানি=প্রাণী ; যতঃ=যাঁর থেকে ; জায়ন্তে=উৎপন্ন হয় ; জাতানি=উৎপন্ন হয়ে ; যেন=যাঁর সহায়তায় ; জীবন্তি=জীবিত থাকে ; (তথা) প্রয়ন্তি=(অন্তে এই লোক থেকে) প্রয়াণ করে ; যৎ অভিসংবিশন্তি=যাতে প্রবেশ করে ; তৎ=তাকে ; বিজিজ্ঞাসস্ব=তত্ত্বতঃ দ্বারা জানার ইচ্ছা করো ; তৎ=তাই ; ব্রহ্ম=ব্রহ্ম ; ইতি=এইরূপ (পিতৃবচন শ্রবণ করে) ; সঃ=তিনি ; তপঃ অতপ্যত= তপ করলেন ; সঃ=তিনি ; তপঃ তপ্ত্বা=তপ করে—

ব্যাখ্যা—ভৃগু একজন প্রসিদ্ধ ঋষি ছিলেন। তিনি বরুণদেবের পুত্র। তাঁর মনে পরমাত্মাকে জানার এবং তাঁকে লাভ করার উৎকট অভিলাষ হয়েছিল। তখন তিনি নিজ পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হন। বেদজ্ঞ বরুণ ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। এইজন্য ভৃগুর অন্য কোনো আচার্য সন্নিধানে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। নিজ পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হয়ে ভৃগু এইরূপ প্রার্থনা করলেন—'ভগবন্ ! আমি ব্রহ্মকে জানতে ইচ্ছা করি। অতএব, কৃপাপূর্বক আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বোঝান।' তখন বরুণ ভৃগুকে বললেন 'তাত ! অন্ন, প্রাণ, নেত্র, শ্রোত্র, মন এবং বাণী—এ সমস্ত ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। এই সবে ব্রহ্মসত্তা স্ফুরিত হচ্ছে। আবার বললেন—'এই প্রত্যক্ষ প্রাণীনিচয় যাঁর থেকে উৎপন্ন, উৎপন্ন হয়ে যাঁর সহায়তায়, যাঁর বলে জীবিত, জীবনোপযোগী ক্রিয়া করতে সমর্থ এবং মহাপ্রলয়ের সময় যাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, তাঁকে বাস্তবে জানার বা লাভের ইচ্ছা করো। তিনিই ব্রহ্ম'। এইরূপে পিতার উপদেশ পেয়ে ভৃগু ঋষি ব্রহ্মচর্য এবং শম-দমাদি নিয়মের পালন করতঃ তথা সমস্ত ভোগের ত্যাগপূর্বক সংযমে রত হয়ে পিতা-প্রদত্ত উপদেশের বিচার করতে লাগলেন। এই ছিল তাঁর তপ। এইরূপ তপ করে ঋষিবর কী করলেন, সেকথা আগামী অনুবাকে কথিত হয়েছে।

॥ প্রথম অনুবাক সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অনুবাক

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি

জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তঁ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা।

অন্নম্=অন্ন ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **ইতি**=এইরূপ ; **ব্যজানাৎ**=জানলেন ; **হি**=কেননা ; **খলু**=যথার্থই ; **অন্নাৎ**=অন্ন থেকে ; **এব**=ই ; **ইমানি**=এই সব ; **ভূতানি**=প্রাণী ; **জায়ন্তে**=উৎপন্ন হয় ; **জাতানি**=উৎপন্ন হয়ে ; **অন্নেন**=অন্ন দ্বারাই ; **জীবন্তি**=জীবিত থাকে ; (এবং) **প্রয়ন্তি**=(অন্তিমে এখান থেকে) প্রয়াণ করে ; **অন্নম্ অভিসংবিশন্তি**=অন্নেই প্রবিষ্ট হয় ; **ইতি**=এইরূপ ; **তৎ**=তাঁকে ; **বিজ্ঞায়**= জেনে ; (তিনি) **পুনঃ**=পুনরায় ; **পিতরম্**=নিজ পিতা ; **বরুণম্ এব উপসসার**= বরুণের নিকট গেলেন ; (তথা নিজের উপলব্ধ তত্ত্ব পিতাকে বললেন ; কিন্তু পিতার ওতে সমর্থন ছিল না। অতএব তিনি (ভৃগু) বললেন ; **ভগবঃ**=ভগবন্ ! (আমাকে) **ব্রহ্ম অধীহি**=ব্রহ্মের বোধ করান ; **ইতি**=তখন ; **তম্ হ উবাচ**=তাঁকে সুপ্রসিদ্ধ বরুণ ঋষি বললেন ; **তপসা**=তপ দ্বারা ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্মকে ; **বিজিজ্ঞাসস্ব**= তত্ত্বত জানার ইচ্ছা করো ; **তপঃ**=তপই ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **ইতি**=এইরূপ (পিতার আজ্ঞা লাভ করে) ; **সঃ**=তিনি ; **তপঃ অতপ্যত**=(পুনঃ) তপ করলেন ; **সঃ**= তিনি ; **তপঃ তপ্ত্বা**=তপ করে।

ব্যাখ্যা—মহর্ষি ভৃগু পিতার উপদেশানুসারে নিশ্চয় করলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম ; কারণ পিতৃদেব ব্রহ্মের যে লক্ষণ বলেছিলেন, তা সবই অন্নে পাওয়া যায়। সমস্ত প্রাণী অন্ন থেকে—অন্নের পরিণামভূত বীর্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। অন্নেই সকলের জীবন সুরক্ষিত থাকে এবং মরণোত্তর অন্নস্বরূপ এই পৃথিবীতেই প্রবিষ্ট হয়। এইভাবে নিশ্চয় করে তিনি পুনরায় পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হলেন এবং নিজের অধীত জ্ঞান অনুসারে সমস্ত কথা বললেন। পিতৃদেব কিন্তু নিরুত্তর ছিলেন। তিনি ভাবলেন—'এ তো এখনো ব্রহ্মের স্থূল রূপকেই বুঝেছে, যথার্থ রূপ পর্যন্ত এর বুদ্ধি পৌঁছায়নি। অতএব, পুনঃ তপস্যা করে এর আরও বিচারের প্রয়োজন। তবে যা কিছু বুঝেছে তাতে তুচ্ছভাব বা অশ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করলে এর হিত হবে না। অতএব, এর কথার

উত্তর দেওয়া অযৌক্তিক।' পিতৃদেবের নিকট নিজের কথার সমর্থন না পেয়ে ঋষি ভৃগু পুনঃ প্রার্থনা করলেন—'ভগবন্! আমি যদি প্রকৃতভাবে না বুঝে থাকি তাহলে আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলুন।' তখন বরুণ বললেন—'তুমি তপ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করো। এই তপ ব্রহ্মেরই স্বরূপ। অতএব, এই তপ ব্রহ্মজ্ঞান করাতে সর্বতোভাবে সমর্থ।' এইভাবে পিতৃদেবের আজ্ঞা পেয়ে ভৃগু ঋষি পুনরায় উপদেশানুসারে ব্রহ্মস্বরূপ নিশ্চয় করার জন্য বিচার করতে থাকেন। এইভাবে তপ পালন করে তিনি কী করলেন একথা পরবর্তী অনুবাকে কথিত হয়েছে।

॥ দ্বিতীয় অনুবাক সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অনুবাক

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তঁ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥ ১॥

প্রাণঃ=প্রাণ ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **ইতি**=এইরূপ ; **ব্যজানাৎ**=জানলেন ; **হি**=কারণ ; **খলু**=নিশ্চয়ই ; **প্রাণাৎ**=প্রাণ থেকে ; **এব**=ই ; **ইমানি**=এই সমস্ত ; **ভূতানি**=ভূতসমূহ ; **জায়ন্তে**=উৎপন্ন হয় ; **জাতানি**=উৎপন্ন হয়ে ; **প্রাণেন**=প্রাণ দ্বারাই ; **জীবন্তি**=জীবিত থাকে (এবং) ; **প্রয়ন্তি**=(পরিশেষে এখান থেকে) প্রয়াণ করে ; **প্রাণম্ অভিসংবিশন্তি**=প্রাণেই সর্বপ্রকারে প্রবিষ্ট হয় ; **ইতি**=এইরূপ ; **তৎ**=তাঁকে ; **বিজ্ঞায়**=জেনে ; **পুনঃ**=পুনরায় ; **পিতরম্ বরুণম্ এব উপসসার**=পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হন ; (এবং তথায় নিজ অর্জিত জ্ঞান শোনালেন। যখন পিতা নিরুত্তর থাকলেন, তখন তিনি বললেন) ; **ভগবঃ**=ভগবান ! (আমাকে) ; **ব্রহ্ম অধীহি**= ব্রহ্মোপদেশ দান করুন ; **ইতি**=এইরূপ প্রার্থনা করলে ; **হ তম্ উবাচ**=বরুণ তাঁকে বললেন ;

ব্রহ্ম=ব্রহ্মকে ; তপসা=তপ দ্বারা ; বিজিজ্ঞাসস্ব=তত্ত্বতঃ জানার ইচ্ছা করো ; তপঃ=তপ ; ব্রহ্ম=ব্রহ্ম ; অর্থাৎ তাঁর প্রাপ্তির প্রকৃত সাধন ; ইতি=এইরূপ পিতার আজ্ঞা লাভ করে ; সঃ=তিনি (পুনঃ) ; তপঃ অতপ্যত=তপ করলেন ; সঃ=তিনি ; তপঃ তপ্ত্বা=তপ করে—

ব্যাখ্যা—মহর্ষি ভৃগু পিতার উপদেশানুসারে তপ দ্বারা নিশ্চয় করলেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম। তিনি ভাবলেন পিতৃদেব দ্বারা কথিত ব্রহ্মলক্ষণ প্রাণে পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। সমস্ত প্রাণী প্রাণ দ্বারা উৎপন্ন অর্থাৎ এক জীবিত প্রাণী থেকে তার ন্যায় অন্য প্রাণীকে উৎপন্ন হতে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। অতএব, সমস্ত প্রাণী প্রাণ দ্বারাই জীবিত। যদি শ্বাসের গমনাগমন বন্ধ হয়ে যায়, যদি প্রাণ দ্বারা অন্নগ্রহণ না করা হয় তথা অন্নরস সম্পূর্ণ শরীরে না পৌঁছানো যায় তাহলে কেউই জীবিত থাকতে পারে না। মরণোত্তর সকলে প্রাণেই প্রবিষ্ট হয়। এ তো প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হয় যে মৃত শরীরে প্রাণ থাকে না। অতএব, নিঃসন্দেহে প্রাণই ব্রহ্ম। একথা নিশ্চয় করে ঋষিবর পুনরায় নিজ পিতৃদেবের সন্নিকটে উপস্থিত হলেন এবং পূর্বের ন্যায় নিজ নিশ্চয়ানুসারে অনুভূত তত্ত্ব পিতৃদেবকে জ্ঞাপন করলেন। পুনরায় পিতা নিরুত্তর। ঋষি ভাবলেন পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতায় পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছু বোঝার আছে। এইজন্য উত্তর না দিলে স্বতঃ এর জিজ্ঞাসায় শক্তি আসবে। সেইজন্য উত্তর না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। পিতার সমর্থনের অভাবে ভৃগু পুনঃ প্রার্থনা করলেন—'ভগবন্! এখনো যদি আমি প্রকৃতরূপে না বুঝে থাকি তাহলে কৃপা করে আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলুন।' বরুণ তখন তাঁকে পূর্ববৎ বললেন—'তুমি তপ দ্বারা ব্রহ্মকে জানার প্রচেষ্টা করো ; তপই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব জানার একমাত্র প্রধান সাধন।' এভাবে পিতৃদেবের আজ্ঞা লাভ করে পুনঃ তপস্যা কালে তাঁর কথায় বিচার করতে লাগলেন। তপস্যায় রত থেকে তিনি কী করলেন তা আগামী অনুবাকে বলা হয়েছে।

॥ তৃতীয় অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অনুবাক

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি

জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তঁ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥ ১॥

মনঃ=মন ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **ইতি**=এইরূপ ; **ব্যজানাৎ**=জানলেন ; **হি**=কেননা ; **খলু**=নিশ্চয়ই ; **মনসঃ**=মন থেকে ; **এব**=ই ; **ইমানি**=এই সমস্ত ; **ভূতানি**=প্রাণিকুল ; **জায়ন্তে**=উৎপন্ন হয় ; **জাতানি**=উৎপন্ন হয়ে ; **মনসা**=মন দ্বারাই ; **জীবন্তি**=জীবিত থাকে ; (তথা) **প্রয়ন্তি**=(এই লোক থেকে) প্রয়াণ করে (অন্তে) ; **মনঃ অভিসংবিশন্তি**=মনেই সর্বপ্রকারে প্রবিষ্ট হয়ে যায় ; **ইতি**=এইরূপ ; **তৎ**=ওই ব্রহ্মকে ; **বিজ্ঞায়**=জেনে ; **পুনঃ এব**=পুনরায় ; **পিতরম্**=পিতা ; **বরুণম্ উপসসার**=বরুণের নিকট উপস্থিত হলেন (এবং নিজ কথার কোনো উত্তর না পেয়ে বললেন) ; **ভগবঃ**=ভগবন্! (আমাকে) ; **ব্রহ্ম অধীহি**=ব্রহ্মের উপদেশ করুন ; **ইতি**=এইরূপ (প্রার্থনার পর) ; **হ তম্ উবাচ**=বরুণ তাঁকে বললেন ; **ব্রহ্ম**= ব্রহ্মকে ; **তপসা**=তপ দ্বারা ; **বিজিজ্ঞাসস্ব**=তত্ত্বত জানার ইচ্ছা করো ; **তপঃ**=তপই ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **ইতি**=এইরূপ পিতার আজ্ঞা লাভ করে ; **সঃ**=তিনি ; **তপঃ অতপ্যত**=তপ করলেন ; **সঃ**=তিনি ; **তপঃ তপ্ত্বা**=তপ করে——

ব্যাখ্যা—পিতার উপদেশানুসারে ঋষি ভৃগু নিশ্চয় করলেন মনই ব্রহ্ম। তিনি ভাবলেন পিতৃদেবের আদেশ অনুযায়ী ব্রহ্মের সম্পূর্ণ লক্ষণ মনেই উপলব্ধ। মন থেকেই সকল প্রাণীর উৎপত্তি। স্ত্রী এবং পুরুষের মানসিক প্রেমপূর্ণ সম্বন্ধ দ্বারাই প্রাণী বীজরূপে মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয় ; উৎপন্ন হয়ে মন দ্বারাই অন্যান্য ইন্দ্রিয় মাধ্যমে জীবনোপযোগী বস্তুর উপভোগ করে জীবিত থাকে এবং মৃত্যুর পর মনেই প্রবিষ্ট হয়। মরণোত্তর এই শরীরে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়নিচয় থাকে না। অতএব, মনই ব্রহ্ম। এভাবে নিশ্চয় করে তিনি পুনরায় পূর্ববৎ পিতৃসকাশে পৌঁছে নিজের অনুভব উপস্থাপন করেন। এবারও পিতা নিরুত্তর। পিতৃদেব ভাবলেন এবারে পূর্বাপেক্ষা কিছুটা গভীরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু একে আরও তপস্যায় এগিয়ে যেতে হবে। সুতরাং উত্তর

দেওয়া ঠিক নয়। ঋষি ভৃগু পূর্ববৎ প্রার্থনা করে উত্তর না পেয়ে বললেন— 'ভগবন্! যদি আমি ঠিক না বুঝে থাকি তাহলে কৃপা করে আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলুন।' তখন বরুণ পুনরায় ওই উত্তরই দিলেন—'তুমি তপ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করো। অর্থাৎ তপ করতে করতে আমার উপদেশ পুনর্বিচার করো। তপরূপ সাধনই ব্রহ্ম। এছাড়া ব্রহ্মকে জানার অন্য উপায় নেই।' এইরূপে পিতার আজ্ঞা পেয়ে ভৃগুবর পুনঃ পূর্ববৎ সংযমপূর্বক থেকে পিতৃবচনের বিচার করলেন। বিচার করে তিনি কী করলেন, একথা আগামী অনুবাকে কথিত হয়েছে।

॥ চতুর্থ অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অনুবাক

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তঁ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥ ১॥

বিজ্ঞানম্=বিজ্ঞান ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **ইতি**=এইরূপ ; **ব্যজানাৎ**=জানলেন ; **হি**=কেননা ; **খলু**=নিশ্চয়ই ; **বিজ্ঞানাৎ**=বিজ্ঞান থেকে ; **এব**=ই ; **ইমানি**=এই সমস্ত ; **ভূতানি**=প্রাণী ; **জায়ন্তে**=উৎপন্ন হয় ; **জাতানি**=উৎপন্ন হয়ে ; **বিজ্ঞানেন**=বিজ্ঞান দ্বারাই ; **জীবন্তি**=জীবিত থাকেন ; (এবং) **প্রয়ন্তি**=পরিশেষে এখান থেকে প্রয়াণ করে ; **বিজ্ঞানম্ অভিসংবিশন্তি**= বিজ্ঞানেই প্রবিষ্ট হয়ে যায় ; **ইতি**=এইরূপ ; **তৎ**=ওই ব্রহ্মকে ; **বিজ্ঞায়**=জেনে ; **পুনঃ এব**=(তিনি) পুনরায় ওইভাবে ; **পিতরম্**=নিজ পিতা ; **বরুণম্ উপসসার**= বরুণের নিকট উপস্থিত হলেন ; (এবং নিজ কথার উত্তর না পেয়ে বললেন) **ভগবঃ**=ভগবন্ ! (আমাকে) ; **ব্রহ্ম অধীহি**= ব্রহ্মের উপদেশ করুন ; **ইতি**=এইরূপ বলার পর ; **হ তম্ উবাচ**=বরুণদেব তাঁকে বললেন ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্মকে ; **তপসা**=তপের মাধ্যমে ; **বিজিজ্ঞাসস্ব**=তত্ত্বত জানতে ইচ্ছা করো ; **তপঃ**=তপই ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **ইতি**=এইরূপ পিতার আজ্ঞা লাভ করে ; **সঃ**=তিনি ;

তপঃ অতপ্যত=পুনরায় তপ করলেন ; সঃ=তিনি ; তপঃ তপ্ত্বা=তপ করে—

ব্যাখ্যা—অনন্তর ঋষি ভৃগু পিতার উপদেশানুসারে একথা নিশ্চয় করলেন যে, বিজ্ঞানস্বরূপ চেতন জীবাত্মাই হলেন ব্রহ্ম। তিনি ভাবলেন, পিতৃদেব যে ব্রহ্মের লক্ষণ বলেছিলেন ; তা কিন্তু সবই এতে উপলব্ধ। এই সমস্ত প্রাণী জীবাত্মা থেকেই উৎপন্ন। সজীব চেতন প্রাণী থেকেই প্রাণিকুলের উৎপত্তি স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হয়। উৎপন্ন হয়ে এই বিজ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মা জীবিত থাকে। যদি জীবাত্মা না থাকে তাহলে এই মন, ইন্দ্রিয়কুল, প্রাণাদি কেউই টিকে থাকতে পারে না। কেউই নিজ কর্ম সম্পাদন করতে পারে না। এমনকি মৃত্যুর পর এই মন ইত্যাদি সবই জীবাত্মাতেই প্রবিষ্ট হয়। জীব বহির্গত হলে মৃত শরীরে এইসব পরিদৃষ্ট হয় না। অতএব, বিজ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মাই ব্রহ্ম। একথা নিশ্চয় করে তিনি পূর্ববৎ নিজ পিতার নিকটে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে নিজ অনুভূত তত্ত্ব পিতৃদেব সন্নিধানে ব্যক্ত করলেন। এতেও বরুণদেব নিরুত্তর। বরুণ ভাবলেন 'এবার তো ভৃগু অনেকটা এগিয়েছে। ভৃগুর বিচার স্থূল এবং সূক্ষ্ম—উভয়প্রকার জড়তত্ত্ব থেকে উন্নত স্তরে পৌঁছেছে অর্থাৎ চেতন জীবাত্মা পর্যন্ত তাঁর উপলব্ধি হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ তো এ থেকেও অনুপম। তিনি তো নিত্য আনন্দস্বরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ; ভৃগুকে আরও তপস্যা করতে হবে। বরুণ ভাবলেন, অতএব উত্তর দেওয়া ঠিক হবে না।' পুনঃ পুনঃ পিতাকে নিরুত্তর দেখেও ঋষি ভৃগু হতোৎসাহ হননি। পূর্ববৎ তিনি তাঁর নিকট প্রার্থনা করলেন—'ভগবন্! যদি আমি ঠিক না বুঝে থাকি তাহলে আমাকে ব্রহ্মের রহস্য বলুন।' তখন বরুণ পুনরায় পূর্ববৎ উত্তর দিলেন— 'তুমি তপ দ্বারাই ব্রহ্মকে জানার ইচ্ছা করো।' অর্থাৎ তপস্যাপূর্বক পূর্বকথনানুসারে বিচার করো। তপই ব্রহ্ম। এইরূপে পিতার আজ্ঞা লাভ করে ভৃগু পুনঃ সংযমপূর্বক পিতার উপদেশ বিচার করলেন। বিচার করে তিনি কী করলেন একথা পরে বলা হচ্ছে।

॥ পঞ্চম অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অনুবাক

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি

জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা॥ ১॥

আনন্দঃ=আনন্দই ; ব্রহ্ম=ব্রহ্ম ; ইতি=এইরূপ ; ব্যজানাৎ=জানলেন ; হি=কারণ ; খলু=নিশ্চয়ই ; আনন্দাৎ=আনন্দ থেকেই ; এব=ই ; ইমানি=এই সমস্ত ; ভূতানি=প্রাণী ; জায়ন্তে=উৎপন্ন হয় ; জাতানি=উৎপন্ন হয়ে ; আনন্দেন= আনন্দ দ্বারাই ; জীবন্তি=জীবিত থাকে ; (তথা) প্রয়ন্তি=এই লোক থেকে প্রয়াণ করে ; (শেষে) আনন্দম্ অভিসংবিশন্তি=আনন্দেই প্রবিষ্ট হয়ে যায় ; ইতি=এইরূপ ; (জানলে তাঁর পরব্রহ্মের পূর্ণজ্ঞান হয়েছে) সা=ওই ; এষা=এই ; ভার্গবী=ভার্গবী ; বারুণী=এবং বরুণ দ্বারা উপদিষ্টা ; বিদ্যা=বিদ্যা ; পরমে ব্যোমন্=বিশুদ্ধ আকাশস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে ; প্রতিষ্ঠিতা=প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ পূর্ণত স্থিত ; যঃ=যে কেউ (অন্য সাধক) ; এবম্=এইরূপ (আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে) ; বেদ=জানে ; সঃ=সে ; (ওই বিশুদ্ধ আকাশস্বরূপ পরমানন্দে) প্রতিতিষ্ঠতি=স্থিত হয় ; (কেবল তাই নয়, এই লোকেও লোকচক্ষুতে) অন্নবান্=অন্নশালী ; অন্নাদঃ=এবং অন্নকে ভালোভাবে পরিপাক করার শক্তিসম্পন্ন ; ভবতি=হয় ; (তথা) প্রজয়া=সন্তান-সন্ততি দ্বারা ; পশুভিঃ=পশুসমূহ দ্বারা ; (তথা) ব্রহ্মবর্চসেন= ব্রহ্মতেজসম্পন্ন হয়ে ; মহান্=মহান ; (ভবতি)=হয় ; কীর্ত্যা=(অপি) উত্তম কীর্তি দ্বারাও ; মহান্=মহান ; ভবতি=হয়।

ব্যাখ্যা—এবার ভৃগু পিতৃদেবের উপদেশে গভীর বিচারপূর্বক নিশ্চয় করলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম। এই আনন্দময় পরমাত্মাই অন্নময়াদি সকলের অন্তরাত্মা। ওই সমস্ত এঁরই স্থূলরূপ। এইজন্য ওই সবে ব্রহ্মবুদ্ধি হয় এবং ব্রহ্মের আংশিক লক্ষণ লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃত লক্ষণ আনন্দেই উপলব্ধ হয়। কারণ এই সমস্ত প্রাণী ওই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা থেকেই সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হয়। এসবের আদি কারণ তো তিনিই। আনন্দময়ের আনন্দের লেশমাত্র পেয়েই এই সকল প্রাণী জীবিত থাকে। কেউই দুঃখের

সঙ্গে বেঁচে থাকতে চায় না। শুধু তাই নয়, ওই আনন্দময় সর্বান্তর্যামী পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তির প্রেরণায় জগতের সমস্ত প্রাণীর সমস্ত চেষ্টা সম্পন্ন হয়ে চলছে। তাঁর শাসনে অবস্থানকারী সূর্য আদি যদি নিজ নিজ কর্ম না করেন তাহলে এক মুহূর্তও কোনো প্রাণী জীবিত থাকতে পারে না। সকলের জীবনের আধার হলেন একমাত্র আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাই। প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণীতে পরিপূর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ড ওঁতেই প্রবিষ্ট হয়, ওঁতেই বিলীন হয়, তিনিই সর্বপ্রকারে সর্বদা সকলের আধার। এইরূপ অনুভূতি হওয়াতে ঋষি ভৃগুর পরব্রহ্মের যথার্থ জ্ঞান হল। তাঁর আর কোনো জিজ্ঞাসা রইল না। শ্রুতি স্বয়ং ওই বিদ্যার মহিমা জানিয়ে বলছেন—এটি সেই বরুণ দ্বারা কথিত এবং ভৃগুপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা (ব্রহ্মরহস্য প্রকাশক বিদ্যা)। এই বিদ্যা বিশুদ্ধ আকাশস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মায় স্থিত। তিনিই এই বিদ্যার আধার। যে মানুষ ভৃগুর ন্যায় তপস্যাপূর্বক বিচার করে পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানতে পারে সেও বিশুদ্ধ পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় স্থিত হয়। এইরূপে এই বিদ্যার বাস্তবিক ফল জানিয়ে মনুষ্যগণকে ওই সাধনের দিকে প্রবৃত্ত করাবার জন্য উপযুক্ত প্রকারে অন্ন, প্রাণাদি তত্ত্বের রহস্যের জ্ঞাতা ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানীর দেহ এবং অন্তঃকরণে যে স্বাভাবিক অনুপম প্রভাব পরিলক্ষিত—শ্রুতি তা জানিয়েছেন। সেই অন্নশালী নানাপ্রকার জীবনযাত্রার উপযোগী ভোগসম্পদ লাভ করে এবং ওই সমস্ত সেবন করার সামর্থ্যও তার মধ্যে স্বতঃ এসে যায়। অর্থাৎ তার মন, ইন্দ্রিয়কুল, শরীর সর্বতোভাবে নির্বিকার এবং নীরোগ হয়। শুধু তাই নয়, সেই মানব সন্তান, গবাদি পশু, ব্রহ্মতেজ এবং মহান কীর্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হয়।

॥ ষষ্ঠ অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

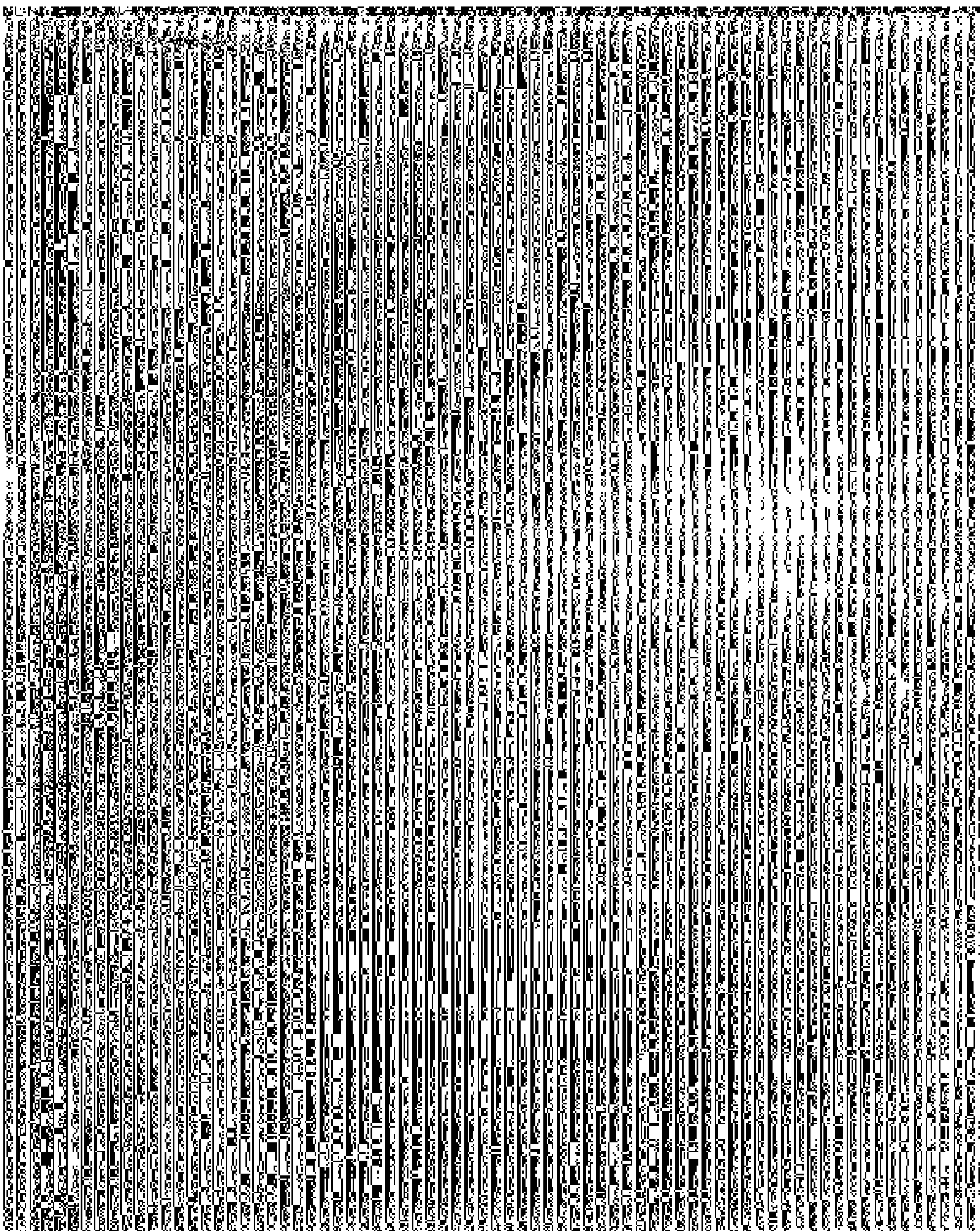
সপ্তম অনুবাক

সম্বন্ধ—*ষষ্ঠ অনুবাকে ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্ন এবং প্রজা আদি দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে এই জিজ্ঞাসা হয় যে, এই সমস্ত সিদ্ধি কী ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হওয়ার পরই হয় অথবা এগুলি প্রাপ্তির অন্য উপায়ও আছে। অতএব এগুলি প্রাপ্তির অন্য উপায়ও জানানো হচ্ছে—*

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ॥ ১ ॥

অন্নম্ ন নিন্দ্যাৎ=অন্নের নিন্দা করা ঠিক নয় ; **তৎ**=সেটি ; **ব্রতম্**=ব্রত ; **প্রাণঃ**=প্রাণ ; **বৈ**=ই ; **অন্নম্**=অন্ন ; (এবং) **শরীরম্**=শরীর ; (ওই প্রাণরূপ অন্নে বাঁচার জন্য) **অন্নাদম্**=অন্নের ভোক্তা ; **শরীরম্**=শরীর ; **প্রাণে**=প্রাণের আধারে ; **প্রতিষ্ঠিতম্**=স্থিত, প্রতিষ্ঠিত ; (এবং) **শরীরে**=শরীরের আধারে ; **প্রাণঃ**=প্রাণ ; **প্রতিষ্ঠিতঃ**=প্রতিষ্ঠিত ; **তৎ**=এইভাবে ; **এতৎ**=এই ; **অন্নে**=অন্নেই ; **অন্নম্**=অন্ন ; **প্রতিষ্ঠিতম্**=প্রতিষ্ঠিত ; **যঃ**=যে মানুষ ; **অন্নে**=অন্নেই ; **অন্নম্**=অন্ন ; **প্রতিষ্ঠিতম্**=প্রতিষ্ঠিত ; **এতৎ**=এই রহস্যকে ; **বেদ**=জানে ; **সঃ**=সে ; **প্রতিতিষ্ঠতি**=ওতে প্রতিষ্ঠিত হয় ; (অতঃ) **অন্নবান্**=অন্নশালী ; (এবং) **অন্নাদঃ**=অন্নভোজনকর্তা ; **ভবতি**=হয় ; **প্রজয়া**=প্রজা দ্বারা ; **পশুভিঃ**=পশু দ্বারা ; **ব্রহ্মবর্চসেন**=(এবং) ব্রহ্মতেজ দ্বারা সম্পন্ন হয়ে ; **মহান্**=মহান ; **ভবতি**=হয় ; (তথা) **কীর্ত্যা**=কীর্তি দ্বারা (সম্পন্ন হয়েও) ; **মহান্**=মহান ; **ভবতি**=হয়।

ব্যাখ্যা—এই অনুবাকে অন্নের মহত্ত্ব বলে, তাকে জানার ফল বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, যে মানুষ অন্নাদি দ্বারা সম্পন্ন হতে চায়, তাকে সর্বপ্রথম এই ব্রত নিতে হবে যে, 'আমি কখনো অন্নের নিন্দা করব না।' একটি সাধারণ নিয়মই হল এই যে, মানুষ যখন কোনো বস্তুকে পেতে চায়, তখন তার প্রতি সেই মানুষের মহত্ত্ববুদ্ধি হওয়া উচিত, তবেই সে তার প্রতি প্রযত্নশীল হবে। যার যাতে হেয়বুদ্ধি সে তার প্রতি তাকাতেও চায় না। অন্ননিন্দা না করার ব্রত নিয়ে অন্নের মহত্ত্ব এইভাবে বোঝা উচিত যে, অন্নই প্রাণ এবং প্রাণই অন্ন। কারণ অন্ন থেকেই প্রাণে বল হয় এবং প্রাণশক্তি থেকেই অন্নময় শরীরে জীবনীশক্তি আসে। এখানে প্রাণকে অন্ন বলার কারণ এই যে, প্রাণই শরীরে অন্নরস সর্বত্র প্রসারিত করে। শরীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ শরীরের



প্রতিষ্ঠিত ; এতৎ=এই রহস্যকে ; বেদ=ভালোভাবে জানে ; সঃ=সে ; (অন্তিমে) প্রতিতিষ্ঠতি=(ওই রহস্যে) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় ; (তথা) অন্নবান্=অন্নশালী ; (এবং) অন্নাদঃ=অন্নভোক্তা ; ভবতি=হয় ; প্রজয়া=(সে) সন্তান মাধ্যমে ; পশুভিঃ=পশুসমূহের দ্বারা ; (এবং) ব্রহ্মবর্চসেন= ব্রহ্মতেজ দ্বারা ; মহান্= মহান ; ভবতি=হয় ; (তথা) কীর্ত্যা=কীর্তি দ্বারা (সমৃদ্ধ হয়েও) ; মহান্=মহান ; [ভবতি]=হয়।

ব্যাখ্যা—এই অনুবাকে জল এবং জ্যোতি—উভয়কে অন্নরূপ বলে, তাদের জানার ফল বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, যে মানুষের অন্নাদিসম্পন্ন হওয়ার ইচ্ছা আছে, তার এই নিয়ম পালন করা উচিত যে— 'আমি কদাপি অন্নের অবহেলা করব না। অর্থাৎ অন্নের উল্লঙ্ঘন, দুরুপযোগ ও পরিত্যাগ করব না এবং তাকে উচ্ছিষ্ট করে ত্যাগ করব না।' এ তো সাধারণ নিয়ম যে, যে মানুষ যে বস্তুর অনাদর করে, তার প্রতি উপেক্ষাবুদ্ধি রাখে, সে বস্তু তাকে কদাপি বরণ করে না। কোনো বস্তু প্রাপ্তির জন্য তার প্রতি সম্মান থাকা আবশ্যক। যার যে বস্তুতে গুরুত্ব নেই, সে তাকে পাওয়ার চেষ্টা কেন করবে অর্থাৎ করবে না। এইভাবে অন্নের অবহেলা না করার ব্রত নিয়ে অন্নের এই তত্ত্বকে বোঝা উচিত যে জলই অন্ন। কারণ সমস্তপ্রকার অন্ন অর্থাৎ খাদ্যবস্তু জল থেকেই উৎপন্ন এবং জ্যোতি অর্থাৎ তেজই এই জলরূপ অন্নের ভক্ষণকর্তা। যেরূপ অগ্নি এবং সূর্যকিরণ বহির্ভাগের জল শোষণ করে, সেরূপ শরীরে অবস্থানকারী জঠরাগ্নি শরীরের জলীয় তত্ত্ব শোষণ করে। জলে জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত। জল স্বভাবত শীতল, অতএব তাতে উষ্ণ জ্যোতি থাকা কীরূপে সম্ভব—একথা বোঝা যায় না। তথাপি শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'সমুদ্রে বাড়বাগ্নি' থাকে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণও জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে থাকেন। এতদ্দ্বারা একথা সিদ্ধ যে, জলে বিদ্যুৎতত্ত্ব বিদ্যমান। অনুরূপভাবে বলা যায় তেজে জল বিদ্যমান। এটি কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কারণ সূর্যের প্রখর কিরণে স্থিত জল আমাদের নিকট বৃষ্টিরূপে প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপে জল এবং তেজ অন্যোন্যাশ্রিত হওয়ায় এটি হল সমগ্র অন্নরূপ খাদ্য পদার্থের কারণ। উভয়েই খাদ্যরূপে পরিণত হয়। এইজন্য উভয়েই অন্ন। এইভাবে অন্নই অন্নে

প্রতিষ্ঠিত। যে মানুষ এই তত্ত্বকে বোঝে, সে উভয়ের বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সিদ্ধ হয়ে যায় কারণ সে উভয়ের যথার্থ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়ে থাকে। সে অন্নাদি সমস্তপ্রকার ভোগ্যসামগ্রীসম্পন্ন এবং ওই সমস্ত যথাযোগ্য উপভোগ করতে সমর্থ্য হয়। এইজন্য সে সন্তানমাধ্যমে, পশুসমূহমাধ্যমে ব্রহ্মতেজসম্পন্ন হয়ে মহান হয়। কেবল তাই নয় এই সমৃদ্ধির জন্য তার যশোরাশি সর্বত্র প্রসারিত হয়। সে অত্যন্ত যশস্বী হয় এবং যশের কারণেও মহান হয়ে যায়।

।। অষ্টম অনুবাক সমাপ্ত ।। ৮ ।।

নবম অনুবাক

অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্ ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ।। ১ ।।

অন্নম্=অন্ন ; **বহু কুর্বীত**=বৃদ্ধি করবে ; **তৎ**=তা ; **ব্রতম্**=একটি ব্রত ; **পৃথিবী**=পৃথিবী ; **বৈ**=ই ; **অন্নম্**=অন্ন ; **আকাশঃ**=আকাশ ; **অন্নাদঃ**= পৃথিবীরূপ অন্নের আধার হওয়াতে অন্নাদ ; **পৃথিব্যাম্**=পৃথিবীতে ; **আকাশঃ**= আকাশ ; **প্রতিষ্ঠিতঃ**=প্রতিষ্ঠিত ; **আকাশে**=আকাশে ; **পৃথিবী**=পৃথিবী ; **প্রতিষ্ঠিতা**=প্রতিষ্ঠিতা ; **তৎ**=ওই ; **এতৎ**=এই ; **অন্নে**=অন্নে ; **অন্নম্**=অন্ন ; **প্রতিষ্ঠিতম্**=প্রতিষ্ঠিত ; **যঃ**=যে মানুষ ; (এইরূপে) **অন্নে**=অন্নে ; **অন্নম্**=অন্ন ; **প্রতিষ্ঠিতম্**= প্রতিষ্ঠিত ; **এতৎ**=এই রহস্যকে ; **বেদ**=ভালোভাবে জানে ; **সঃ**=সে ; (ওই বিষয়ে) **প্রতিতিষ্ঠতি**=প্রতিষ্ঠিত হয় ; **অন্নবান্**=অন্নশালী ; (এবং) **অন্নাদঃ**= অন্নভোক্তা অর্থাৎ তা পরিপাক করতে শক্তিমান ; **ভবতি**= হয় ; **প্রজয়া**=(সে) প্রজা দ্বারা ; **পশুভিঃ**=পশু দ্বারা ; (এবং) **ব্রহ্মবর্চসেন**=ব্রহ্মতেজ দ্বারা ; **মহান্**= মহান ; **ভবতি**=হয় ; **কীর্ত্যা**=কীর্তি-দ্বারা ; **চ**=ও ; **মহান্**=মহান ; [**ভবতি**]=হয়।

ব্যাখ্যা—এই অনুবাকে পৃথিবী এবং আকাশ উভয়কে অন্নরূপ বলে, উভয়ের তত্ত্ব জানার ফল বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ হল—যে মানুষের অন্নাদিসমৃদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা হয়, তাকে প্রথমত এই ব্রত নিতে হবে যে—'আমি খুব অন্নবৃদ্ধি করব।' কোনো বস্তুর অভ্যুদয়—তার বিস্তারই হল তাকে আকর্ষিত করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কোনো বস্তুকে যদি কেউ ক্ষয়ের পথে নিয়ে যায় তাহলে তা কোনোদিনই তার হস্তগত হবে না, হলেও স্থায়ী হবে না। এরপর এই তত্ত্ব বুঝতে হবে যে, পৃথিবীই অন্ন। যতপ্রকার অন্ন আছে সমস্তই পৃথিবী থেকে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীকে নিজের মধ্যে বিলীনকারী আধারভূত আকাশই অন্নাদ অর্থাৎ অন্নভোক্তা। পৃথিবীতে আকাশ স্থিত, কারণ তা সর্বব্যাপী এবং আকাশে পৃথিবী স্থিত, একথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই দুটি একটি অন্যটির আধার হওয়ার জন্য অন্নস্বরূপ। পঞ্চভূতে আকাশ প্রথম তত্ত্ব। পৃথিবী অন্তিম তত্ত্ব। মধ্যবর্তী তিন তত্ত্ব এরই অন্তর্গত। সমস্ত ভোগ্যপদার্থরূপ অন্ন পাঁচ মহাভূতেরই কার্য। অতএব, এগুলিই অন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য অন্নেই অন্ন প্রতিষ্ঠিত। যে মানুষ একথা তত্ত্বত জানে যে, পৃথিবীরূপ অন্নে আকাশরূপ অন্ন এবং আকাশরূপ অন্নে পৃথিবীরূপ অন্ন প্রতিষ্ঠিত, সেই আকাশাদি পাঁচ ভূতের যথাযোগ্য উপযোগ করতে পারে এবং এইজন্যই সে এ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে। এই বিজ্ঞানের ফলস্বরূপ সে অন্ন দ্বারা অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভোগ্যপদার্থ দ্বারা এবং তা উপভোগে নিয়ে আসার শক্তিসম্পন্ন হয়। এইজন্য সে সন্তান দ্বারা, নানাবিধ পশু দ্বারা এবং বিদ্যার তেজে সমৃদ্ধ হয়ে মহান হয়। তার যশ সমস্ত সংসারে প্রসারিত হয়, সুতরাং যশ দ্বারা সে মহান হয়।

॥ নবম অনুবাক সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অনুবাক

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। তস্মাদ্যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। আরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নঁ রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নঁ রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নঁ রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নঁ রাধ্যতে। এতদ্বা

অন্ততোঽন্নঁ রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নঁ রাধ্যতে। য এবং বেদ।। ১ ॥

বসতৌ=নিজ গৃহে (থাকার জন্য আগত) ; **কঞ্চন**=কাউকে (অতিথিকেও) ; **ন প্রত্যাচক্ষীত**=প্রতিকূল উত্তর দেবে না ; **তৎ**=তা ; **ব্রতম্**=একটি ব্রত ; **তস্মাৎ**=এইজন্য ; (অতিথি সৎকারহেতু) **যয়া কয়া চ বিধয়া**=যে কোনোপ্রকারে ; **বহু**=অনেক ; **অন্নম্**=অন্ন ; **প্রাপুয়াৎ**=সংগ্রহ করা উচিত ; (কারণ সদ্গৃহস্থ) **অস্মৈ**=একে (গৃহাগত অতিথিকে) ; **অন্নম্**=ভোজন ; **আরাধি**=প্রস্তুত রয়েছে ; **ইতি**=এইরূপ ; **আচক্ষতে**=বলে থাকেন ; (যদি এই অতিথিকে) **মুখতঃ**=মুখ্যরূপে অর্থাৎ অধিক শ্রদ্ধা, প্রেম এবং সৎকারপূর্বক ; **এতৎ**=এই ; **রাদ্ধম্**=প্রস্তুত ; **অন্নম্**=ভোজন (দেওয়া হয় তাহলে) ; **বৈ**=নিশ্চয়ই ; **অস্মৈ**= একে (দাতাকে) ; **মুখতঃ**=অধিক আদর সৎকারের সাথে ; **অন্নম্**=অন্ন ; **রাধ্যতে**=প্রাপ্ত হয় ; (যদি এই অতিথিকে) **মধ্যতঃ**=মধ্যম শ্রেণীর শ্রদ্ধা এবং প্রেমের দ্বারা ; **এতৎ**=এটি ; **রাদ্ধম্**=প্রস্তুত ; **অন্নম্**=ভোজন (দেওয়া হয় তাহলে) ; **বৈ**=নিঃসন্দেহ ; **অস্মৈ**=এই (দাতাকে) ; **মধ্যতঃ**=মধ্যম শ্রদ্ধা এবং প্রেমেই ; **অন্নম্ রাধ্যতে**=অন্নপ্রাপ্ত হয় ; (এবং যদি এই অতিথিকে) **অন্ততঃ**= নিকৃষ্ট শ্রদ্ধা সৎকার মাধ্যমে ; **এতৎ**= এই ; **রাদ্ধম্**=প্রস্তুত ; **অন্নম্**=ভোজন (দেওয়া হয়) তাহলে ; **বৈ**=অবশ্যই ; **অস্মৈ**=এই (দাতা) ; **অন্ততঃ**=নিকৃষ্ট শ্রদ্ধাদি দ্বারা ; **অন্নম্**=অন্ন ; **রাধ্যতে**= প্রাপ্ত হয় ; **যঃ**=যে ; **এবম্**= এইরূপ ; **বেদ**=এই রহস্যকে জানে (সে অতিথির সাথে উত্তম ব্যবহার করে)।

ব্যাখ্যা—দশম অনুবাকের এই অংশে অতিথি সেবার মহত্ত্ব এবং ফল বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, যে মানুষ অতিথি সেবার পূর্ণ লাভ পেতে চায়, তাকে এই ভাবনায় ভাবিত হতে হবে যে, 'আমার গৃহে আশ্রয় লাভে ইচ্ছুক কোনো অতিথি যদি আসে, তাহলে তাকে রুক্ষ, কর্কশ বা রূঢ় ভাষায় উত্তর দিয়ে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেব না।' **'অতিথিদেবো ভব'**—'অতিথিকে দেববুদ্ধিতে সেবা করো' এই উপদেশ গুরুদেব সকাশে স্নাতক শিষ্য প্রথমেই লাভ করেছে। এইরূপ নিয়ম মেনেই অতিথিসেবা সম্ভব। এই ব্রত নিয়ে এর পালনের জন্য কেবল নিজের তথা কুটুম্বের পোষণ করার জন্যই নয়, যে

কোনো ন্যায় মার্গ অবলম্বনপূর্বক অধিক অন্ন উপার্জন করতে হবে। ধন-সম্পত্তি এবং অন্নাদি, যা শরীর পালন-পোষণ হেতু উপযোগী সামগ্রী, তার প্রাপ্তিহেতু যতপ্রকার ন্যায়োচিত উপায় বলা হয়েছে তথা পূর্বোক্ত তিন অনুবাকে যে সমস্ত উপায় বলা হয়েছে, তার মধ্যে যে কোনো একটির মাধ্যমেও অধিক অন্ন সংগ্রহ করা উচিত। অর্থাৎ অতিথি সেবার জন্য আবশ্যক বস্তুগুলির অধিক মাত্রায় সংগ্রহ করা উচিত। কারণ অতিথি সেবা গৃহস্থোচিত সদাচারের একটি আবশ্যক অঙ্গ। উত্তম প্রতিষ্ঠিত মানব আগত অতিথিকে একথাই বলে, 'আসুন, বসুন, রান্না হয়ে গিয়েছে, খেয়ে যাবেন' ইত্যাদি। সে কখনো একথা বলে না যে, আমার এখানে আপনার সেবা হেতু উপযুক্ত বস্তুর অভাব অথবা থাকার জায়গা নেই। যে মানুষ নিজ গৃহাগত অতিথির আদর সৎকারপূর্বক উত্তমভাবে সেবা করে বিশুদ্ধ সামগ্রী মাধ্যমে, তাকে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রস্তুত ভোজন দেয়, সেও, উত্তমভাবে অন্ন লাভ করে। অর্থাৎ ভোগ্য পদার্থ সংগ্রহে তাকে কোনোরূপ ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয় না। অতিথি সেবার প্রভাবে তার কোনো কিছুর অভাব থাকে না। অনায়াসেই তার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হয়। আগত অতিথির সে যদি মধ্যমভাবে সেবা করে, সাধারণ রীতি অনুসারে ভোজনাদি প্রস্তুত করে বিশেষ আদর সৎকার ছাড়াই অতিথিকে ভোজনাদি করিয়ে যদি সুখী করে, তাহলে সে সাধারণ রীতিতে অন্ন লাভ করে। অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্রাদি পদার্থের সংগ্রহে তাকে সাধারণত আবশ্যক পরিশ্রম করতে হয়। যে ভাবনা নিয়ে সে অতিথিকে দেয়, সেই ভাবনায় ওই পরিমাণ আদর সৎকারের সাথে সে ওই সমস্ত বস্তু লাভ করে। এইরূপে যদি কেউ অন্তিম (তৃতীয় ভাবনায়) বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ কোনোপ্রকার আদর-সৎকার না করে তুচ্ছভাবে ভাররূপ মনে করে অতিথির সেবা করে, তাকে নিকৃষ্টভাবে অশ্রদ্ধাপূর্বক প্রস্তুত ভোজন আদি পদার্থ দেয়, তাহলে ওই সমস্ত পদার্থকে সেই দাতাও ওই ভাবেই প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তৎপ্রাপ্তিহেতু তাকে অধিকাধিক শ্রম করতে হয়। লোককে অনেক খোশামোদ করতে হয়। যে মানুষ এইরূপে এই রহস্যকে জানে, সে উত্তম রীতিতে এবং বিশুদ্ধভাবে অতিথিসেবা করে। সেইহেতু, সে সর্বোত্তম ফল, যা অনুবাকত্রয়ে বলা হয়েছে, লাভ করে।

সম্বন্ধ—*এখন পরমাত্মার বিভূতিরূপে সর্বত্র চিন্তন করার প্রকার বলা হচ্ছে—*

ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি। যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্বমিত্যাকাশে॥ ২॥

[সঃ পরমাত্মা]=ওই পরমাত্মা ; **বাচি**=বাণীতে ; **ক্ষেমঃ ইতি**= রক্ষাশক্তিরূপে ; **প্রাণাপানয়োঃ**=প্রাণ এবং অপানে ; **যোগক্ষেমঃ ইতি**=প্রাপ্তি এবং রক্ষা—উভয় শক্তিরূপে ; **হস্তয়োঃ**=হস্তদ্বয়ে ; **কর্ম ইতি**=কর্ম করার শক্তিরূপে ; **পাদয়োঃ**= পদদ্বয়ে ; **গতিঃ ইতি**=চলার শক্তিরূপে স্থিত ; **পায়ৌ**=পায়ুতে ; **বিমুক্তিঃ ইতি**=মলত্যাগের শক্তিরূপে বিদ্যমান ; **ইতি**= এইরূপ ; **মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ**=মানুষী সমাজ্ঞা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উপাসনাসমূহ রয়েছে ; **অথ**=এবারে ; **দৈবীঃ**= দৈবী উপাসনাসমূহের বর্ণনা করছেন ; (ওই পরমাত্মা) **বৃষ্টৌ**=বৃষ্টিতে ; **তৃপ্তিঃ ইতি**= তৃপ্তিশক্তিরূপে ; **বিদ্যুতি**=বিদ্যুতে ; **বলম্ ইতি**=বলরূপে বিদ্যমান ; **পশুষু**= পশুমধ্যে ; **যশঃ ইতি**=যশরূপে স্থিত ; **নক্ষত্রেষু**=নক্ষত্র মধ্যে ; **জ্যোতিঃ ইতি**= জ্যোতিরূপে বিদ্যমান ; **উপস্থে**= উপস্থে ; **প্রজাতিঃ**=প্রজা উৎপন্ন করার শক্তি ; **অমৃতম্**=বীর্যরূপ অমৃত ; (এবং) **আনন্দঃ ইতি**=আনন্দ দেওয়ার শক্তিরূপে স্থিত ; **আকাশে**=(তথা) আকাশে ; **সর্বম্ ইতি**=সমস্ত কিছুর আধাররূপে বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা—দশম অনুবাকের এই অংশে পরমেশ্বরের বিভূতিসমূহের সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে, সত্যরূপ বাণীতে আশীর্বাদাদি দ্বারা রক্ষা করার যে শক্তির প্রতীতি হচ্ছে, ওই শক্তিরূপে তথায় পরমাত্মাই অবস্থান করছেন। প্রাণ এবং অপানে জীবনোপযোগী বস্তুসমূহ আকর্ষণ করার এবং জীবন রক্ষার যে শক্তি বিদ্যমান, তাও পরমাত্মারই অংশ। এইভাবে হস্ত মাধ্যমে কর্ম করার শক্তি, পদ মাধ্যমে চলচ্ছক্তি এবং পায়ু নামক ইন্দ্রিয়ে মলত্যাগের শক্তিও পরমাত্মারই শক্তি। এই সব শক্তি ওই

পরমেশ্বরের শক্তিরই এক অংশ। এই সমস্ত অবলোকন করে মানুষের পরমেশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করা উচিত। এটি মানুষী সমাজ্ঞা অর্থাৎ মানবশরীরে লক্ষিত যে শক্তি, তা পরমাত্মার শক্তি যার সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন করা হয়েছে। একে আধ্যাত্মিক (শরীরসম্বন্ধী) উপাসনাও বলা যেতে পারে। এইরূপে দৈবী পদার্থসমূহে অভিব্যক্ত যে সমস্ত শক্তি তার বর্ণনা নিম্নরূপে উল্লিখিত। এটি হল দৈবী অথবা আধিদৈবিক উপাসনা। বৃষ্টি মাধ্যমে অন্নাদি উৎপন্ন করার তথা জলদান দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করার যে শক্তি, বিদ্যুতে যে বল বিদ্যমান, পশুকুলে স্বামীর যশোবৃদ্ধির যে শক্তি, নক্ষত্রকুলে অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্রমা এবং তারাগণে যে প্রকাশ বিদ্যমান, উপস্থে যে সন্তানোৎপাদনশক্তি বীর্যরূপ অমৃত[১] এবং আনন্দ দেওয়ার শক্তি তথা আকাশে সকলকে ধারণ করার যে শক্তি এবং সর্বব্যাপকতা তথা অন্য সমস্ত প্রকার শক্তি সেই সমস্তই ওই পরমেশ্বরের অচিন্ত্য এবং অপার শক্তিরই কোনো এক অংশের অভিব্যক্তি। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাও বলেছেন—এই জগতে যা কিছু বিভূতি, শক্তি এবং শোভাযুক্ত তা আমারই তেজের একাংশ (১০।৪১)। এই সমস্ত দেখে মানুষের সর্বত্র এক পরমাত্মার ব্যাপকতার রহস্য বোঝা উচিত।

সম্বন্ধ——*এখন বিবিধ ভাবনায় উপাসনার ফলসহিত বর্ণনা করা হচ্ছে*—

তৎপ্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি। তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্ ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্ ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ ॥ ৩॥

তৎ=ওই (উপাস্যদেব) ; প্রতিষ্ঠা=প্রতিষ্ঠা (সকলের আধার) ; ইতি= এইরূপ ; উপাসীত=(তাঁর) উপাসনা করলে ; প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি=সাধক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ; তৎ=ওই (উপাস্যদেব) ; মহঃ=সর্বাপেক্ষা মহান ; ইতি=এইরূপ

---

[১]শরীরের রক্ষক এবং পোষক তথা জীবনের আধার হওয়াতে বীর্যকে অমৃত বলা হয়েছে। প্রকৃতভাবে বীর্য রক্ষা করলে অমৃতত্বলাভ সম্ভব।

মনে করে ; **উপাসীত**=উপাসনা করলে ; **মহান্**=মহান ; **ভবতি**=হন ; **তৎ**=ওই (উপাস্যদেব) ; **মনঃ**=মন ; **ইতি**=এইরূপ মনে করে ; **উপাসীত**=তাঁর উপাসনা করলে ; (ওই উপাসক) **মানবান্**=মননশক্তিসম্পন্ন ; **ভবতি**=হন ; **তৎ**=ওই (উপাস্যদেব) ; **নমঃ**='নম' (নমস্কারযোগ্য) ; **ইতি**=এইরূপ মনে করে ; **উপাসীত**=তাঁর উপাসনা করলে ; **অস্মৈ**=এই উপাসকের জন্য ; **কামাঃ**=সমস্ত ; **কাম**=ভোগ্য পদার্থ ; **নম্যন্তে**=আনত হয় ; **তৎ**=ওই (উপাস্যদেব) ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **ইতি**=এইরূপ মনে করে ; **উপাসীত**=তাঁর উপাসনা করলে ; (সেই উপাসক) **ব্রহ্মবান্**=ব্রহ্মযুক্ত ; **ভবতি**=হন ; **তৎ**=ওই (উপাস্যদেব) ; **ব্রহ্মণঃ**=পরমাত্মার ; **পরিমরঃ**=সকলকে বধের জন্য নিয়ত অধিকারী ; **ইতি**=এইরূপ মনে করে ; **উপাসীত**=তাঁর উপাসনা করলে ; **এনম্ পরি**=এইরূপ উপাসকের প্রতি ; **দ্বিষন্তঃ**=দ্বেষভাবাপন্ন ; **সপত্নাঃ**=শত্রুকুল ; **ম্রিয়ন্তে**=নিহত হয় ; **যে**=যারা ; **পরি**=(তাঁর) সর্বপ্রকারে ; **অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ**=অনিষ্ট করতে ইচ্ছুক অপ্রিয় বন্ধুবর্গ ; **(ত অপি ম্রিয়ন্তে)**=তারাও নিহত হয়।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে সকাম উপাসনার বিভিন্ন ফলের কথা বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে—প্রতিষ্ঠালিপ্সু পুরুষ নিজ উপাস্য দেবের প্রতিষ্ঠারূপে যেন উপাসনা করে। অর্থাৎ 'ওই উপাস্যদেবই সব কিছুর প্রতিষ্ঠা—সকলের আধার' এইরূপে চিন্তা করা উচিত। এতাদৃশ উপাসকের সংসারে প্রতিষ্ঠা হয়। মহত্ত্বপ্রাপ্তিহেতু যদি সাধক নিজ উপাস্য দেবকে 'মহান' মনে করে তাঁর উপাসনা করেন তাহলে তিনি মহান হন, মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন। যদি নিজের উপাস্যদেবকে মহান মনস্বী মনে করে মনন করার শক্তি লাভ করার জন্য তাঁর উপাসনা করেন, তাহলে সাধক মননের জন্য বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হন। এইভাবে যে নিজ উপাস্যদেবকে নমস্য মনে করে ওইরূপ শক্তি অর্জনের জন্য তাঁর উপাসনা করে সে নিজেও নমস্য হয়ে যায়, সমস্ত ভোগ্যবস্তু তার সামনে সবিনয়ে যেন নতমস্তকে উপস্থিত হতে থাকে, অনায়াসে সে সমস্ত ভোগসামগ্রী লাভ করে। যে নিজ উপাস্যদেবকে সর্বোত্তম, সর্বাধার ব্রহ্ম মনে করে তাঁর প্রাপ্তিহেতু উপাসনা করে, সে ব্রহ্মসম হয়ে যায় অর্থাৎ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর তার নিজের হয়ে যান—তার বশীভূত হয়ে যান। যে নিজ উপাস্য

বিজ্ঞানময়ম্=বিজ্ঞানময় ; আত্মানম্=আত্মাকে ; উপসংক্রম্য=প্রাপ্ত হয়ে এতম্=এই ; আনন্দময়ম্=আনন্দময় ; আত্মানম্=আত্মাকে ; উপসংক্রম্য=প্রাপ্ত হয়ে ; কামান্নী= ইচ্ছানুসারে ভোগশালী ; (এবং) কামরূপী=ইচ্ছানুসারে রূপযুক্ত অর্থাৎ যথাভিলষিত ভোগ ও রূপ গ্রহণের ক্ষমতাযুক্ত হয়ে ; (তথা) ইমান্=এই ; লোকান্ অনুসংচরন্=সমস্ত লোকে বিচরণ করতে করতে ; এতৎ=এই (বক্ষ্যমাণ) ; সাম গায়ন্=সাম (সমতাযুক্ত উদ্‌গারের) গান করতে ; আস্তে=থাকে।

ব্যাখ্যা—সেই পরমাত্মা—পূর্বে যাঁর বর্ণনা সকলের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ রূপে করা হয়েছে এবং যিনি পরমানন্দস্বরূপ, তিনি এই পুরুষে অর্থাৎ মানুষে এবং সূর্যে একই রূপে অবস্থান করেন। এর অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত প্রাণীতে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান একই পরমাত্মা রয়েছেন। নানারূপে তাঁর অভিব্যক্তি। যে মানুষ এই তত্ত্বকে জানে, সে বর্তমান শরীর থেকে পৃথক হলে, পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করে, যাঁর বর্ণনা পূর্বে অন্নময় আত্মা, প্রাণময় আত্মা, মনোময় আত্মা, বিজ্ঞানময় আত্মা এবং আনন্দময় আত্মারূপে করা হয়েছে। এই সমস্ত লাভ করে অর্থাৎ স্থূল এবং সূক্ষ্ম যা একে অপরটির অন্তরাত্মা হয়ে নানারূপে স্থিত এবং সকলের অন্তর্যামী পরমানন্দস্বরূপ, তাঁকে লাভ করে মানুষ পর্যাপ্ত ভোগসামগ্রী-সম্পন্ন এবং ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করার শক্তি অর্জন করে। আনন্দের সঙ্গে লোকসমূহে বিচরণ করতে করতে বক্ষ্যমাণ সাম (সমতাযুক্ত ভাবের) গান করতে থাকে।

সম্বন্ধ——*তার আনন্দময় মনে যে সমত্ব এবং সর্বরূপতার ভাব উত্থিত হয়, পরবর্তী মন্ত্রে তারই বর্ণনা করা হচ্ছে—*

হা৩বু হা৩বু হা৩বু। অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদো৩হহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ। অহঁ শ্লোককৃদহঁ শ্লোককৃদ-হঁ শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা৩স্য। পূর্বং দেবেভ্যোঽ-মৃতস্য না৩ভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মা৩বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা৩দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা৩ম্। সুবর্ণ জ্যোতীঃ য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥ ৫ ॥

হাবু হাবু হাবু=আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! ; **অহম্**=আমি ; **অন্নম্**=অন্ন ; **অহম্**=আমি ; **অন্নম্**=অন্ন ; **অহম্**=আমি ; **অন্নম্**=অন্ন ; **অহম্**=আমিই ; **অন্নাদঃ**=অন্নভোক্তা ; **অহম্**=আমি ; **অন্নাদঃ**=অন্নভোক্তা ; **অহম্**=আমিই ; **অন্নাদঃ**=অন্নভোক্তা ; **অহম্**=আমি ; **শ্লোককৃৎ**=সংযোগকারী ; **অহম্**=আমি ; **শ্লোককৃৎ**=সংযোগকারী ; **অহম্**=আমি ; **শ্লোককৃৎ**=সংযোগকারী ; **অহম্**= আমি ; **ঋতস্য**=সত্যের অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জগৎ অপেক্ষা ; **প্রথমজা**=সর্বপ্রধান এবং প্রথম উৎপন্ন (হিরণ্যগর্ভ) ; [চ]=এবং ; **দেবেভ্যঃ**=দেবতাগণ থেকেও ; **পূর্বম্**=পূর্ব বিদ্যমান ; **অমৃতস্য**=অমৃতের ; **নাভায়ি (নাভি)**=কেন্দ্র ; **অস্মি**=হচ্ছি ; **যঃ**=যে কেউ ; **মা**=আমাকে ; **দদাতি**=দেয় ; **সঃ**=সে ; **ইৎ**=এই কার্য দ্বারা ; **এব**=ই ; **মা আবাঃ**=আমার রক্ষা করে ; **অহম্**=আমি ; **অন্নম্**=অন্নস্বরূপ হয়ে ; **অন্নম্**=অন্ন ; **অদন্তম্**=ভক্ষণকর্তাকে ; **অদ্মি**=ভক্ষণ করি ; **অহম্**=আমি ; **বিশ্বম্**=সমস্ত ; **ভুবনম্ অভ্যভবাম্**=ব্রহ্মাণ্ডকে অভিভূত করি ; **সুবঃ ন জ্যোতিঃ**=আমার প্রকাশের এক ঝলক সূর্যের ন্যায় ; **যঃ**=যে ; **এবম্**=এইরূপ ; **বেদ**=জানে (সেও এই স্থিতি লাভ করে) ; **ইতি**=এইরূপ ; **উপনিষৎ**=এই উপনিষদ্—ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—ওই মহাপুরুষের স্থিতি শরীরে থাকে না। তা শরীর থেকে উপরের ধাপে উঠে পরমাত্মাকে লাভ করে। একথার প্রথমে বর্ণনা করে সামগানের বর্ণনা করা হয়েছে। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত যে, পরমাত্মার সাথে একাত্ম সেই মহাপুরুষের এই পাবন উদ্গার তাঁর বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ থেকে নিঃসৃত এবং তাঁর অলৌকিক মহিমা সূচিত করে। 'হাবু' পদ আশ্চর্য-বোধক অব্যয়। ওই মহাপুরুষ বলছেন—অতীব আশ্চর্যের কথা ! ওই সমস্ত ভোগ্যবস্তু, এর ভোগকর্তা জীবাত্মা এবং এই উভয়ের সংযোগকর্তা পরমেশ্বর একমাত্র আমিই। আমিই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতে সকল দেবতাগণের পূর্বে সর্বপ্রধান হয়ে ব্রহ্মারূপে প্রকট হয়েছি। পরমানন্দরূপ অমৃতের কেন্দ্র পরব্রহ্ম পরমেশ্বর আমার থেকে অভিন্ন। অতএব, তিনি আমিই। যে কোনো মানুষ যদি কোনো বস্তুরূপে কাউকে আমাকে প্রদান করে, তাহলে বুঝতে হবে সে আমাকে দিয়ে আমার রক্ষা করছে। অর্থাৎ যোগ্য পাত্রে ভোগ্য পদার্থের

অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্।। ১ ।।

'হরিঃ ওম্'—এইরূপে পরমাত্মার নাম উচ্চারণ করে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে স্মরণে রেখে এই উপনিষদ্ আরম্ভ করা হচ্ছে—

ব্রহ্মবাদিনঃ=ব্রহ্মবিষয়ক কতিপয় জিজ্ঞাসু ; **বদন্তি**=পরস্পর বলেন ; **ব্রহ্মবিদঃ**=হে বেদজ্ঞ মহর্ষিবৃন্দ ; **কারণম্**=এই জগতের মুখ্য কারণ ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **কিম্**=কে ; **কুতঃ**=(আমরা) কোথা থেকে ; **জাতাঃ স্ম**=উৎপন্ন হয়েছি ; **কেন**=কার দ্বারা ; **জীবাম**=জীবিত থাকি ; **চ**=এবং ; **ক্ব**=কোথায় ; **সম্প্রতিষ্ঠাঃ**=আমাদের সম্যক্ অবস্থিতি ; (তথা) **কেন অধিষ্ঠিতাঃ**=কার অধীনে থেকে ; [**বয়ম্**]= আমরা ; **সুখেতরেষু**=সুখ এবং দুঃখে ; **ব্যবস্থাম্**=নিশ্চিত ব্যবস্থানুসারে ; **বর্তামহে**= আবদ্ধ রয়েছি।। ১ ।।

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানার এবং তাঁকে পাওয়ার জন্য তাঁর সম্বন্ধে অধ্যয়নরত কতিপয় জিজ্ঞাসু পরস্পর সম্ভাষণ করছেন—'হে বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ ! আমরা বেদে জ্ঞাত হয়েছি যে, এই নিখিল জগতের মূল কারণ হলেন ব্রহ্ম। ওই ব্রহ্ম কে ? আমরা কার থেকে উৎপন্ন হয়েছি, আমাদের মূল কী এবং কে ? কার প্রভাবে আমরা জীবিত ? আমাদের জীবনের আধার কে ? আমাদের পূর্ণস্থিতি কার মধ্যে ? অর্থাৎ আমাদের উৎপত্তির প্রাক্‌কালে—ভূতকালে উৎপন্ন হওয়ার পর, বর্তমানকালে এবং পরে প্রলয়কালে আমরা কার মধ্যে অবস্থান করি ? আমাদের পরম আশ্রয় কে ? তথা আমাদের অধিষ্ঠাতা, আমাদের ব্যবস্থাপক কে ? যাঁর ব্যবস্থানুসারে আমরা সুখ-দুঃখ—দুইই ভোগ করছি। সম্পূর্ণ জগতের সুব্যবস্থাপক সুসঞ্চালক সেই পরম পুরুষ কে ?'[১] ।। ১ ।।

---

[১]এইভাবে পরব্রহ্ম পরমাত্মার অনুসন্ধান করা ; তাঁকে জানার এবং পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষাসহ উৎসাহপূর্বক পরস্পর বিচার করা, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষকে ওই বিষয়ে সবিনয়, সশ্রদ্ধ প্রশ্ন করা, তাঁর উপদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করে জীবনে আচরণ করাকেই বলা হয় সৎসঙ্গ। এই উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে সৎসঙ্গের বর্ণনা বিদ্যমান। এতে সৎসঙ্গের অনাদিত্ব এবং অলৌকিক মহত্ত্ব সূচিত হয়।

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা। সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২ ॥

কালঃ=কাল ; **স্বভাবঃ**=স্বভাব ; **নিয়তিঃ**=নিশ্চিত ফলদায়ী কর্ম ; **যদৃচ্ছা**= (কী) আকস্মিক ঘটনা ; **ভূতানি**=পঞ্চ মহাভূত ; (অথবা) **পুরুষঃ**=জীবাত্মা ; **যোনিঃ**=কারণ ; **ইতি চিন্ত্যা**=এর উপর বিচার করা উচিত ; **এষাম্**=এই কাল আদির ; **সংযোগ**=সমুদয় ; **তু**=ও ; **ন**=এই জগতের কারণ হতে পারে না ; **আত্মভাবাৎ**=কেননা সেগুলি চেতন আত্মার অধীন (জড় হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র নয়) ; **আত্মা**=জীবাত্মা ; **অপি**=ও ; [**ন**]=এই জগতের কারণ হতে পারে না ; **সুখদুঃখহেতোঃ**=(কারণ তা) সুখদুঃখের হেতুভূত প্রারব্ধের ; **অনীশঃ**=অধীন, স্বতন্ত্র নয় ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—তাঁরা বলতে লাগলেন—বেদ-শাস্ত্রে অনেক কারণের বর্ণনা আছে। কোথাও কালকে কারণ বলেছেন ; কারণ কোনো না কোনো সময়েই বস্তুসমূহের উৎপত্তি দেখা যায়। জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়ও কালেরই অধীন একথা শোনা যায়। কোথাও আবার স্বভাবকে কারণ বলা হয়েছে। কেননা বীজের অনুরূপই বৃক্ষের উৎপত্তি হয়—যে বস্তুতে যে স্বাভাবিক শক্তি বিদ্যমান, তার দ্বারাই কার্য উৎপন্ন হয়, সচরাচর তা পরিলক্ষিত হয়। এতে একথা সিদ্ধ যে, বস্তুগত শক্তিরূপে যে স্বভাব বিদ্যমান, তাই কারণ। কোথাও কর্মকে কারণ বলা হয়েছে। কারণ কর্মানুসারেই জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবাদি যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়। কোথাও আকস্মিক ঘটনাকে অর্থাৎ ভবিতব্যতাকে কারণ বলা হয়েছে। কোথাও পঞ্চ মহাভূতকে এবং কোথাও জীবাত্মাকে জগতের কারণ বলা হয়েছে। অতএব, আমাদের বিচার করা উচিত প্রকৃত কারণ কে ? বিচার করলে বোঝা যায়—কাল থেকে পঞ্চ-মহাভূত পর্যন্ত কথিত জড় পদার্থের মধ্যে কেউই জগতের কারণ নয়। পৃথক পৃথক তো নয়ই, সকলের মিলিত-রূপও জগতের কারণ হতে পারে না। কেননা এ সমস্ত জড় হওয়ার জন্য চেতনের অধীন। এদের স্বতন্ত্রভাবে কর্ম করার শক্তি নেই। যে সমস্ত জড় বস্তুর মিলনে কোনো নতুন বস্তু উৎপন্ন হয়, তা তার সঞ্চালক চেতন

আত্মারই অধীন এবং তারই ভোগার্থে হয়। এছাড়া জীবাত্মাও জগতের কারণ হতে পারে না ; কারণ সে তো সুখ-দুঃখের হেতুভূত প্রারব্ধের অধীন, স্বতন্ত্ররূপে কিছু করতে পারে না। অতএব, কারণতত্ত্ব হল ভিন্ন॥ ২ ॥

সম্বন্ধ—*এইভাবে বিচার করে তাঁরা কী নির্ণয় করলেন তা বলছেন—*

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৩॥

তে=তাঁরা ; ধ্যানযোগানুগতাঃ=ধ্যানযোগে স্থিত হয়ে ; স্বগুণৈঃ=নিজগুণ দ্বারা ; নিগূঢ়াম্=নিগূঢ় ; দেবাত্মশক্তিম্ অপশ্যন্=পরমাত্মদেবের স্বরূপভূত অচিন্ত্যশক্তির সাক্ষাৎকার করলেন ; যঃ=যে (পরমাত্মদেব) ; একঃ=একা ; তানি=ওই সমস্ত ; কালাত্মযুক্তানি=কাল থেকে আত্মা পর্যন্ত (পূর্বোক্ত) ; নিখিলানি=সম্পূর্ণ ; কারণানি অধিতিষ্ঠতি=কারণের উপর শাসন করেন॥ ৩॥

ব্যাখ্যা—এইভাবে পারস্পরিক বিচার করে তাঁরা যখন যুক্তি দ্বারা এবং অনুমান মাধ্যমে কোনো যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না, তখন তাঁরা ধ্যানস্থ হলেন। নিজেদের মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়কুলকে জগৎ-সংসার থেকে নিবৃত্ত করে পরব্রহ্মকে জানার জন্য তচ্চিন্তনে তৎপর হলেন। ধ্যানকালে তাঁরা পরমাত্মতত্ত্ব-মহিমা অনুভব করলেন। তাঁরা পরমদেব পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের স্বরূপভূত অচিন্ত্য দিব্যশক্তির সাক্ষাৎ করলেন, যা নিজ গুণেই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ দ্বারা আবৃত অর্থাৎ যিনি দেখতে ত্রিগুণময়ী কিন্তু তিনি ত্রিবিধ গুণাতীত বস্তু। তখন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, কাল থেকে আত্মা পর্যন্ত যত কারণ পূর্বে উক্ত হয়েছে, ওই সমস্ত কারণের যে অধিষ্ঠাতা স্বামী অর্থাৎ ওই সমস্ত যাঁর আজ্ঞা এবং প্রেরণা পেয়ে, যাঁর ওই শক্তির কোনো এক অংশকে লাভ করে নিজ নিজ কার্য করতে সমর্থ, সেই এক সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরই হলেন এই জগতের বাস্তবিক কারণ॥ ৩ ॥

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং শতার্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্॥ ৪ ॥

তম্=ওই ; একনেমিম্=এক নেমিযুক্ত ; ত্রিবৃতম্=তিন পরিধিতে

পরিবেষ্টিত ; ষোড়শান্তম্=ষোলো শিরযুক্ত ; শতার্ধারম্=অর্ধশত অরযুক্ত ; বিংশতিপ্রত্যরাভি=কুড়িটি সহায়ক অরযুক্ত ; (তথা) ষড়ভিঃ অষ্টকৈঃ=ছয় অষ্টক দ্বারা ; [যুক্তম্]=যুক্ত ; বিশ্বরূপৈকপাশম্=অনেক আকৃতিসম্পন্ন একটিই পাশে যুক্ত ; ত্রিমার্গভেদম্=মার্গের তিন ভেদযুক্ত ; (তথা) দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্=দুটি নিমিত্ত এবং মোহরূপী এক নাভিযুক্ত (চক্র) ; [অপশ্যন্]=তাঁরা অবলোকন করলেন॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে চক্ররূপে বিশ্বের বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই যে—পরমদেব পরমেশ্বরের স্বরূপভূতা অচিন্ত্যশক্তির দ্রষ্টা ওই ঋষিগণ বলছেন—আমরা এমন এক চক্রকে দেখলাম যাতে একটি নেমি বিদ্যমান। গোলাকার ঘেরাকে নেমি বলা হয়। নেমি চক্রের অর এবং নাভি ইত্যাদি সমস্ত অবয়বসমূহকে বেষ্টন করে থাকে তথা যথাস্থানেই অবস্থান করে। এখানে অব্যাকৃত প্রকৃতিকেই 'নেমি' বলা হয়েছে। কারণ সে-ই এই ব্যক্ত জগতের মূল অথবা আধার। যেরূপ চক্রের রক্ষার জন্য ওই নেমির উপর লৌহনির্মিত বলয় চাপানো থাকে, সেইরূপ এই সংসারচক্রের অব্যাকৃত প্রকৃতিরূপ নেমির উপর সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণই হল তিন বলয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পরমাত্মার এই অচিন্ত্যশক্তি তিন গুণে আবৃতা। যেরূপ চক্রনেমি পৃথক পৃথক শিরের সাথে যুক্ত হয়ে প্রস্তুত হয়—সেইরূপ সংসাররূপ চক্রের প্রকৃতিরূপ নেমির মন, বুদ্ধি এবং অহংকার তথা আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথ্বী—এই অষ্ট সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং এগুলিরই অষ্ট স্থূলরূপ—এইভাবে হল নেমির ষোলো শির। যেরূপ চক্রে অর যুক্ত থাকে, যা একদিকে নেমির খণ্ডগুলিতে যুক্ত এবং অন্যদিকে চক্রের নাভিতে যুক্ত থাকে, সেইরূপ এই সংসাররূপ চক্রে অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলির পঞ্চাশ ভেদ পঞ্চাশ অরের স্থানে এবং পঞ্চ মহাভূতের কার্য—দশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ বিষয় এবং পঞ্চ প্রাণ—এই বিংশতি সহায়ক অরের স্থানে রয়েছে। এই চক্রে আট আটটি বস্তুর[১] ছয়

[১] এখানে 'অষ্টক' শব্দের কী অভিপ্রায় সেটি প্রকৃতরূপে জানা যায় না। চক্রে 'অষ্টক' নামে কোনো অঙ্গ হয় কি না এবং যদি হয় তাহলে তার স্বরূপ কী তথা তাকে অষ্টক বলা হয় কেন এসবের কিছুই বোঝা যায় না। শঙ্করভাষ্যেও 'অষ্টক' কাকে বলা

সমূহ অঙ্গরূপে বিদ্যমান। এগুলিকে 'ছয় অষ্টক' নামে বলা হয়েছে। জীবসমূহকে এই চক্রে বেঁধে রাখার জন্য বহু রূপে আসক্তিরূপ একটি বন্ধন বিদ্যমান। দেবযান, পিতৃযান এবং এই লোকেই এক যোনি থেকে অন্য যোনিতে যাওয়ার পথ—এইভাবে এই ত্রিবিধ মার্গ বিদ্যমান। পুণ্যকর্ম এবং পাপকর্ম—এই দুটি জীবনিচয়কে এই চক্রের সাথে সাথে ঘোরায়, ফলে উভয়েই নিমিত্ত। যাতে অর ঝুলানো থাকে সেই নাভির স্থানে অজ্ঞান বিদ্যমান। যেরূপ নাভিই চক্রের কেন্দ্র, সেইরূপ অজ্ঞান হল জগতের কেন্দ্র।। ৪ ।।

পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চয়োন্যুগ্রবক্রাং পঞ্চপ্রাণোর্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং পঞ্চাশদ্‌ভেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ ।।৫।।

পঞ্চস্রোতোঽম্বুম্=পঞ্চ স্রোত থেকে আগত বিষয়রূপ জলযুক্ত ; **পঞ্চয়োন্যুগ্রবক্রাম্**=পাঁচ স্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে ভয়ানক এবং বক্রগতিশীল ; **পঞ্চপ্রাণোর্মিম্**=পাঁচ প্রাণরূপ তরঙ্গময়ী ; **পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্**=পাঁচ প্রকার জ্ঞানের আদি কারণ মনই যার মূল ; **পঞ্চাবর্তাম্**=পাঁচ আবর্তময়ী ; **পঞ্চদুঃখৌঘবেগাম্**=

হয় পরিষ্কার করে কিছু বলা হয়নি। অতএব ছয় অষ্টকের ব্যাখ্যা করা যায় না। শঙ্কর ভাষ্যানুসারে ছয় অষ্টকের এইরূপ বর্ণনা রয়েছে—

(ক) গীতা (৭।৪) তে উল্লিখিত আটপ্রকার প্রকৃতি অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার ;

(খ) শরীরগত অষ্টধাতু অর্থাৎ—ত্বক, চর্ম, মাংস, রক্ত, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং বীর্য।

(গ) অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব—এই অষ্ট ঐশ্বর্য।

(ঘ) ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য (আসক্তি) এবং অনৈশ্বর্য—এই অষ্ট ভাব।

(ঙ) ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ, পিশাচ—এই অষ্ট দেবযোনি।

(চ) সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া (নিন্দা না করা), শৌচ (বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা), অনায়াস, মঙ্গল, অকৃপণতা (উদারতা) এবং অস্পৃহা—এগুলি হল আত্মার আটটি গুণ।

পাঁচ দুঃখরূপ প্রবাহ বেগযুক্ত ; **পঞ্চপর্বাম্**=পাঁচ পর্বময়ী ; (এবং) **পঞ্চাশদ্‌ভেদাম্**=পঞ্চাশ ভেদবতী (নদীকে) ; **অধীমঃ**=আমরা জানি॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে সংসারকে নদীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ বলেন—আমরা এমন এক নদীকে দেখছি, যাতে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ই পাঁচ স্রোত। সংসারের জ্ঞান আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারাই হয়। এদের মাধ্যমেই সংসারের প্রবাহ বজায় থাকে। এইজন্য ইন্দ্রিয়কুলকে স্রোত বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত (তন্মাত্র) থেকে উৎপন্ন। অতএব এগুলি নদীর পাঁচটি উদ্‌গম স্থান রূপে স্বীকৃত। এই নদীর প্রবাহ অতীব ভয়ংকর। এতে পতিত হলে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশ ভোগ করতে হয়। সংসারের গতি বড়ই বক্র, কপটভাবপূর্ণ। এর থেকে মুক্তিলাভ খুবই দুষ্কর। এইজন্য সংসাররূপ নদীকে বক্র বলা হয়েছে। জাগতিক জীবের যা কিছু প্রচেষ্টা সমস্তই প্রাণ দ্বারা হয়। এইজন্য প্রাণকে ভবসমুদ্রের তরঙ্গমালা বলেছেন। তরঙ্গ মাধ্যমেই নদীর গতির ভাব বোঝা যায়। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা চাক্ষুষ আদি পাঁচ প্রকার জ্ঞানের আদি কারণ হল মন। যতই জ্ঞান থাকুক না কেন সবই তো মনের বৃত্তি। মন না থাকলে ইন্দ্রিয় সচেষ্ট হলেও কোনোপ্রকার জ্ঞান হয় না। মনই সংসাররূপ নদীর মূল। মন দ্বারাই সংসারের সৃষ্টি হয়। সম্পূর্ণ জগৎ মনেরই কল্পনা। মন নষ্ট হলে জগতের অস্তিত্ব এইরূপে থাকে না। যাবৎ মন বিদ্যমান, তাবৎ সংসারচক্র বিদ্যমান। ইন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ আদি পাঁচ বিষয়ই হল এই সংসাররূপ নদীতে আবর্ত। এতেই আবদ্ধ হয়ে জীবকুল জন্ম-মৃত্যুচক্রে পরিভ্রমণ করতে থাকে। গর্ভ যন্ত্রণা, জন্ম যন্ত্রণা, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু যন্ত্রণা—এই পাঁচ প্রকার যন্ত্রণাই এই নদীর বেগরূপ প্রবাহ। এর দ্বারা জীবসমূহ ব্যাকুল থাকে এবং একযোনি থেকে অন্য যোনিতে পরিভ্রমণ করতে থাকে। অবিদ্যা (অজ্ঞান), অস্মিতা (অহংকার), রাগ (আসক্তি), দ্বেষ এবং অভিনিবেশ (মৃত্যুভয়)—এই পঞ্চ ক্লেশই এই সংসাররূপ নদীর পাঁচ পর্ব অর্থাৎ বিভাগ। এই পাঁচ বিভাগে এই জগৎ বিভক্ত। এই পাঁচের সমুদয়ই

সংসারের স্বরূপ। অন্তঃকরণের পঞ্চাশটি বৃত্তিই হল এই নদীর পঞ্চাশটি ভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপ। অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি নিয়েই সংসারে ভেদ প্রতীতি হয়॥ ৫ ॥

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥ ৬ ॥

অস্মিন্=এই ; **সর্বাজীবে**=সকলের জীবিকারূপ ; **সর্বসংস্থে**=সকলের আশ্রয়ভূত ; **বৃহন্তে**=বিস্তৃত ; **ব্রহ্মচক্রে**=ব্রহ্মচক্রে ; **হংসঃ**=জীবাত্মা ; **ভ্রাম্যতে**=আবর্তিত হতে থাকে ; **[সঃ]**=জীবাত্মা ; **আত্মানম্**=নিজেকে ; **চ**=এবং ; **প্রেরিতারম্**= সকলের প্রেরক পরমাত্মাকে ; **পৃথক্**=পৃথক পৃথক ; **মত্বা**=মনে করে ; **ততঃ**=তারপর ; **তেন**=ওই পরমাত্মা দ্বারা ; **জুষ্ট**=স্বীকৃত হয়ে ; **অমৃতত্বম্**=অমৃতত্বকে ; **এতি**=লাভ করে॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—পূর্বে যার বর্ণনা করা হয়েছে, যা সকলের জীবন-নির্বাহের হেতু এবং সমস্ত প্রাণিকুলের আশ্রয়স্বরূপ এমন এই জগৎরূপ ব্রহ্মচক্রে অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা দ্বারা সঞ্চালিত তথা পরমাত্মারই বিরাট শরীররূপ সংসারচক্রে এই জীবাত্মা নিজ কর্মানুসারে ওই পরব্রহ্ম দ্বারা সঞ্চালিত হন। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবাত্মা তাঁর সঞ্চালককে জেনে তাঁর করুণাসিক্ত না হন, নিজেকে তাঁর প্রিয় না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর এই সংসার চক্র থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। যখন জীবাত্মা জ্ঞাত হন যে, তাঁর ইচ্ছায় আমি সংসারচক্রে ভ্রমণ করছি, তাঁর কৃপায় মুক্তি সম্ভব, তখন তিনি পরমেশ্বরের প্রিয় হয়ে তাঁর দ্বারা স্বীকৃত হন (কঠ. ১।২।২৩ ; মুণ্ডক. ৩।২।৩)। তখন জীবাত্মা অমৃত লাভ করেন, জন্মমরণরূপ সংসারচক্র থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হন। পরম শান্তি এবং সনাতন দিব্য পরমাত্মাকে লাভ করেন (গীতা ১৮।৬১-৬২)॥ ৬ ॥

উদ্গীতমেতৎ পরমং তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরং চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ॥ ৭ ॥

এতৎ=এই ; **উদ্গীতম্**=বেদবর্ণিত ; **পরমম্ ব্রহ্ম**=পরব্রহ্ম ; **তু**=ই ; **সুপ্রতিষ্ঠা**=সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় ; **চ**=এবং ; **অক্ষরম্**=অবিনাশী ; **তস্মিন্**=ওঁতে ;

ত্রয়ম্=লোকত্রয় স্থিত ; **ব্রহ্মবিদঃ**=বেদতত্ত্বজ্ঞ ; **অত্র**=এখানে (হৃদয়দেশে) ; **অন্তরম্**=অন্তর্যামীরূপে স্থিত ওই ব্রহ্মকে ; **বিদিত্বা**=জেনে ; **তৎপরাঃ**=তৎপরায়ণ হয়ে ; **ব্রহ্মণি**=ওই পরব্রহ্মে ; **লীনাঃ**=লীন হয়ে ; **যোনিমুক্তাঃ**=চিরকালের জন্য জন্ম-মৃত্যুচক্র থেকে মুক্ত হন॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—যাঁর মহিমা বেদে গীত হয়েছে, যিনি সকলের সর্বোত্তম আশ্রয়, তাঁরই মধ্যে লোকত্রয়ের সমুদয়রূপ সমস্ত বিশ্ব স্থিত। তিনিই উপরি-উক্ত সকলের প্রেরক, অবিনাশী, পরম অক্ষরস্বরূপ, পরম দেব। যাঁরা ধ্যানবলে পরমাত্মার দিব্যশক্তি দর্শন করেছিলেন, সেই বেদরহস্যজ্ঞ ঋষিগণ সকলের প্রেরক পরমাত্মাকে এখানেই নিজ হৃদয়-কন্দরে অন্তর্যামীরূপে উপলব্ধি করে তৎপরায়ণ হয়ে অর্থাৎ সর্বতোভাবে তাঁর শরণ নিয়ে, তাঁতেই লীন হয়েছেন, চিরকালের জন্য জন্ম-মৃত্যুরূপ যোনি থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাঁদের মার্গ অনুসরণ করে আমরাও তাঁদের মতো জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মাতে লীন হতে পারি॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ—*এখন ওই পরমাত্ম-স্বরূপের বর্ণনা করে তাঁকে জানার ফল বলছেন—*

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরং চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ ৮॥

ক্ষরম্=বিনাশশীল জড়বর্গ ; **চ**=এবং ; **অক্ষরম্**=অবিনাশী জীবাত্মা ; **সংযুক্তম্**=(এই উভয়ের) সংযোগে নির্মিত ; **ব্যক্তাব্যক্তম্**=ব্যক্ত-অব্যক্ত স্বরূপ ; **এতৎ বিশ্বম্**=এই বিশ্বকে ; **ঈশঃ**=পরমেশ্বরই ; **ভরতে**=ধারণ এবং পোষণ করেন ; **চ**=তথা ; **আত্মা**=জীবাত্মা ; **ভোক্তৃভাবাৎ**=এই জগতের বিষয়ের ভোক্তা হওয়ার জন্য ; **অনীশঃ**=প্রকৃতির অধীনে অসমর্থ হয়ে ; **বধ্যতে**=বন্ধনযুক্ত হন ; (এবং) **দেবম্**=ওই পরমদেব পরমেশ্বরকে ; **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞাত হয়ে ; **সর্বপাশৈঃ**=সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে ; **মুচ্যতে**=মুক্ত হন॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—বিনাশশীল জড়বর্গ, যাকে শ্রীভগবানের অপরা প্রকৃতি তথা ক্ষরতত্ত্ব বলা হয়েছে এবং শ্রীভগবানের পরা প্রকৃতিরূপ জীবসমুদয়, যা অক্ষরতত্ত্ব নামে অভিহিত—এই উভয়ের সংযোগে নির্মিত, প্রকট (স্থূল)

এবং অপ্রকট (সূক্ষ্ম) রূপে স্থিত এই সমস্ত জগৎকে ওই পরমপুরুষ পুরুষোত্তমই ধারণ-পোষণ করেন। তিনিই সকলের স্বামী, সর্বান্তর্যামী, সর্বপ্রেরক তথা সকলের যথাযোগ্য সঞ্চালক এবং নিয়ামক। জীবাত্মা এই জগতের বিষয়াদির ভোক্তা হওয়ায় প্রকৃতির অধীন হয়ে এর মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। পরমদেব পরমাত্মার দিকে তাঁর দৃষ্টি থাকে না। কখনো যদি সর্বসুহৃদ পরমাত্মার অহৈতুকী অনুকম্পায় মহাপুরুষগণের সঙ্গ লাভ করেন, তাঁকে জানার অভিলাষী হয়ে পূর্ণ প্রচেষ্টা করেন, তখন ওই পরমদেব পরমেশ্বরকে জেনে সমস্ত বন্ধন থেকে চিরকালের জন্য এই জীবাত্মা মুক্ত হন॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ——*পুনরায় জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং প্রকৃতি—এই তিনের স্বরূপের পৃথক পৃথক বর্ণনা করে দুটি মন্ত্রে এই তত্ত্ব অবহিত হয়ে উপাসনা করার ফল জানানো হচ্ছে—*

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥ ৯ ॥

জ্ঞাজ্ঞৌ=সর্বজ্ঞ এবং অজ্ঞানী ; **ঈশনীশৌ**=সর্বসমর্থ এবং অসমর্থ ; **দ্বৌ**=এই দুই ; **অজৌ**=(হল) অজন্মা আত্মা ; **হি**=এবং এর অতিরিক্ত ; **ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা**=ভোক্তা জীবাত্মার জন্য উপযুক্ত ভোগ্য সামগ্রীযুক্ত ; **অজা**=অনাদি প্রকৃতি ; **একা**=(হল) একটি তৃতীয় শক্তি ; (এই তিনে যে ঈশ্বর তত্ত্ব বিদ্যমান, তা শেষ দুটি থেকে অনুপম) **হি**=কারণ ; **আত্মা**=ওই পরমাত্মা (হলেন) ; **অনন্তঃ**=অনন্ত ; **বিশ্বরূপঃ**=সম্পূর্ণ রূপবান ; **চ**=এবং ; **অকর্তা**=কর্তৃত্বাভিমানরহিত ; **যদা**=যখন ; (মানুষ এইরূপ) **এতৎ ত্রয়ম্**= ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি —এই তিনকে ; **ব্রহ্মম্**=ব্রহ্মরূপে ; **বিন্দতে**=লাভ করে ; (তখন সে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে)॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান, জীব অল্পজ্ঞ এবং অল্প শক্তিমান। উভয়েই অজন্মা। এতদতিরিক্ত একটি তৃতীয় অজন্মা শক্তিও আছে, যাকে প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতি ভোক্তা জীবাত্মার জন্য উপযুক্ত ভোগ সামগ্রী প্রস্তুত করে। যদ্যপি তিনটিই অজন্মা, অনাদি তথাপি ঈশ্বর শেষ দুটি তত্ত্ব থেকে

বিলক্ষণ, কারণ পরমাত্মা অনন্ত (গীতা ১৫।১৬-১৭)। সম্পূর্ণ বিশ্ব তাঁরই স্বরূপ—অনন্ত শরীর। তিনি সব কিছু সম্পাদন করে—সম্পূর্ণ বিশ্বের উৎপত্তি, পালন এবং সংহার করতে থেকেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না। কারণ তিনি কর্তৃত্বাভিমানশূন্য (গীতা ৪।১৩)। মানুষ যখন এই তিনটির বিশেষত্ব এবং বিভিন্নতাকে জ্ঞাত হয়ে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করে অর্থাৎ প্রকৃতি এবং জীব ওই পরমেশ্বরের প্রকৃতি এবং পরমেশ্বর এঁদের স্বামী—এইভাবে প্রত্যক্ষ করেন, তখন সে সর্বপ্রকারে বন্ধনমুক্ত হয়॥ ৯ ॥

সম্বন্ধ—*আগামী মন্ত্রে প্রথম, অষ্টম এবং নবম মন্ত্রে কথিত তিন তত্ত্বের স্পষ্টীকরণ করা হচ্ছে—*

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥ ১০॥

প্রধানম্=প্রকৃতি তো ; **ক্ষরম্**=বিনাশশীল ; **হরঃ**=এর ভোগকর্তা জীবাত্মা (হলেন) ; **অমৃতাক্ষরম্**=অমৃতস্বরূপ অবিনাশী ; **ক্ষরাত্মানৌ**=এই বিনাশশীল জড়তত্ত্ব এবং চেতন আত্মা উভয়কে ; **একঃ**=এক ; **দেবঃ**=ঈশ্বর ; **ঈশতে**=নিজ শাসনে রাখেন ; (এইরূপ জেনে) **তস্য**=তাঁর ; **অভিধ্যানাৎ**=নিরন্তর ধ্যান করে ; **যোজনাৎ**=মন ওঁতে নিবদ্ধ করলে ; **চ**=তথা ; **তত্ত্বভাবাৎ**=তন্ময় হলে ; **অন্তে**=অন্তিমে (তাঁকে লাভ করেন) ; **ভূয়ঃ**=তখন ; **বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ**=সমস্ত মায়ার নিবৃত্তি হয়॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—প্রকৃতি ক্ষর অর্থাৎ পরিবর্তনশীলা, বিনাশশীলা এবং তার ভোগকর্তা জীব সমুদায় অবিনাশী অক্ষরতত্ত্ব (গীতা ৭।৪-৫ ; ১৫।১৬)। এই ক্ষর এবং অক্ষর (জড়প্রকৃতি এবং চেতন জীব সমুদয়) উভয় তত্ত্বের উপর একজন পরমদেব পরমেশ্বর শাসন করেন (গীতা ১৫।১৭) তিনিই প্রাপ্তব্য এবং জ্ঞেয়, তাঁকে তত্ত্বতঃ জানা উচিত—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করে ওই পরমদেব পরমাত্মার নিরন্তর ধ্যান করলে, তাঁতেই অহর্নিশ সংলগ্ন থাকলে এবং তাঁতেই তন্ময় হলে অন্তিমে তাঁকেই পাওয়া যায়। তখন সম্পূর্ণ মায়ার পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হয়ে যায় অর্থাৎ মায়াময় জগৎ থেকে চিরতরে সম্বন্ধ দূর হয়॥ ১০ ॥

সম্বন্ধ—*পুনরায় ওই পরমদেবকে জানার ফল বলা হচ্ছে—*

**জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্যং কেবল আপ্তকামঃ॥ ১১ ॥**

তস্য=ওই পরমদেবের ; **অভিধ্যানাৎ**=নিরন্তর ধ্যান করে ; **দেবম্**=ওই প্রকাশময় পরমাত্মাকে ; **জ্ঞাত্বা**=জেনে ; **সর্বপাশাপহানিঃ**=সমস্ত বন্ধনের নাশ হয় ; (কারণ) **ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈঃ**=ক্লেশসমূহ নাশ হয়ে যাওয়ার ফলে ; **জন্ম-মৃত্যুপ্রহাণিঃ**=সর্বতোভাবে জন্ম-মৃত্যুর অভাব হয় ; (অতএব ওই) **দেহভেদে**= শরীর নষ্ট হলে ; **তৃতীয়ম্**=তৃতীয় লোক (স্বর্গ) পর্যন্ত ; **বিশ্বৈশ্বর্যম্** (ত্যক্ত্বা)=সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ; **কেবলঃ**=সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ ; **আপ্তকামঃ**= পূর্ণকাম হয়॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—পরমপুরুষ পরমাত্মার নিরন্তর ধ্যান করতে করতে যখন সাধক ওই পরমদেবকে জ্ঞাত হন, তখন তাঁর সমস্ত বন্ধন চিরতরে ছিন্ন হয়, মুক্ত হয়। কারণ অবিদ্যা, অস্মিতা, (অহংকার) রাগ (আসক্তি), দ্বেষ এবং মৃত্যুভয়—এই পঞ্চক্লেশ নাশ হওয়াতে তাঁর জন্ম-মৃত্যু চক্র চিরতরে লুপ্ত হয়। তিনি পুনরায় বন্ধনযুক্ত হন না। এই শরীর নষ্ট হলে তিনি তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গীয় উচ্চস্তর—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত মহান ঐশ্বর্যসমূহ ত্যাগ করে, প্রকৃতিবিযুক্ত, সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ কৈবল্যপদ লাভ করে পূর্ণকাম হন। তাঁর কোনোপ্রকার কামনা থাকে না। কারণ তিনি সকল কামনার পূর্ণ ফলই লাভ করেছেন॥ ১১॥

সম্বন্ধ—*জ্ঞেয় তত্ত্বের পুনর্বর্ণনা করছেন*—

**এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥ ১২ ॥**

আত্মসংস্থম্=নিজের অন্তরে স্থিত ; **এতৎ**=এই ব্রহ্মকে ; **এব**=ই ; **নিত্যম্**=সর্বদা ; **জ্ঞেয়ম্**=জানা উচিত ; **হি**=কেননা ; **অতঃ পরম্**=এর থেকে শ্রেষ্ঠ ; **বেদিতব্যম্**=জানার যোগ্য ; **কিঞ্চিৎ**=সামান্যও ; **ন**=(কিছু অবশেষ) নেই ; **ভোক্তা**=ভোক্তা (জীবাত্মা) ; **ভোগ্যম্**=ভোগ্য (জড়বর্গ) ; **চ**=এবং ; **প্রেরিতারম্**=এদের প্রেরক পরমেশ্বর ; **মত্বা**=(এই তিনকে) জেনে ; (মনুষ্য) **সর্বম্**=সব কিছু (জেনে যায়) ; **এতৎ**=(এইরূপ) এই ; **ত্রিবিধম্**=তিন ভেদে ;

প্রোক্তম্=উক্তই (হলেন) ; **ব্রহ্মম্**=ব্রহ্ম॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—এই পরমদেব পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নিজেরই হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত। এঁকে জানার জন্য কোথাও বহির্ভাগে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এঁকে নিরন্তর জানার চেষ্টা করা উচিত। কারণ ইনি ভিন্ন জ্ঞেয়তত্ত্ব আর কিছুই নেই। এই একতত্ত্ব জ্ঞাত হলে সব জানা হয়ে যায়। তিনি সকলের কারণ এবং পরমাধার। মানুষ ভোক্তা (জীবাত্মা), ভোগ্য (জড়বর্গ) এবং এই উভয়ের প্রেরক ঈশ্বরকে জেনে নিলে তার সব জানা হয়ে যায়, আর কোনো কিছু জানার অবশেষ থাকে না। যাঁর এই ত্রিবিধ ভেদ বলা হয়েছে তিনিই ব্রহ্ম অর্থাৎ জড় প্রকৃতি, চেতন আত্মা এবং উভয়ের আধার তথা নিয়ামক পরমাত্মা। এই তিন ভেদ হল ব্রহ্মেরই রূপ॥ ১২ ॥

সম্বন্ধ——*উক্ত জ্ঞেয়তত্ত্ব জানার উপায় বলা হচ্ছে—*

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্তির্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্যস্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে॥ ১৩ ॥

যথা=যেরূপ ; **যোনিগতস্য**=যোনি অর্থাৎ আশ্রয়ভূত কাষ্ঠে স্থিত ; **বহ্নেঃ**=বহ্নির ; **মূর্তিঃ**=রূপ ; **ন দৃশ্যতে**=দেখা যায় না ; **চ**=এবং ; **লিঙ্গনাশঃ**=তার চিহ্ন (সত্তা) নাশ ; **এব**=ও ; **ন**=হয় না ; (কারণ) **সঃ**=তা ; **ভূয়ঃ এব**=পুনরায় চেষ্টা করলে অবশ্যই ; **ইন্ধনযোনিগৃহ্যঃ**=ইন্ধনরূপ নিজ যোনিতে গ্রহণ করা যেতে পারে ; **বা**=সেইরূপ ; **তৎ উভয়ম্**=ওই উভয়েই (জীবাত্মা এবং পরমাত্মা) ; **দেহে**=শরীরে ; **বৈ**=ই ; **প্রণবেন**=ওঁকার দ্বারা (সাধন করলে) ; **[গৃহ্যতে]**=গ্রহণ করা যেতে পারে॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—যেরূপ, নিজ যোনি অর্থাৎ প্রকট হওয়ার বিশেষ স্থান কাষ্ঠাদিতে স্থিত অগ্নির রূপ প্রতীত হয় না, তবুও এটি বলা ঠিক হবে না যে, অগ্নি নেই। কাষ্ঠে অগ্নি অবশ্যই লভ্য। কারণ অগ্নির সত্তা স্বীকার করে অরণি-সমূহের মন্থন করলে ইন্ধনরূপ নিজ স্থান থেকে তা পুনঃ গ্রহণ করা যেতে পারে। সেইরূপ উপরি-উক্ত জীবাত্মা এবং পরমাত্মা হৃদয়রূপ নিজ স্থানে গোপন থেকে প্রত্যক্ষ হন না, কিন্তু ওঁকার জপমাধ্যমে সাধন করলে এই শরীরেই তাঁর সাক্ষাৎকার সম্ভব—এতে কোনো সন্দেহ নেই॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—যেরূপ তিলে তেল, দধিতে ঘৃত, বহির্ভাগে শুষ্ক নদীর অন্তঃস্রোতে জল তথা অরণিতে অগ্নি গুপ্তরূপে বিদ্যমান, সেইরূপ পরমাত্মা আমাদের হৃদয়কন্দরে গুপ্তরূপে বিরাজমান। যেরূপ নিজ নিজ স্থানে গুপ্তরূপে অবস্থিত তৈলাদি বিভিন্ন উপায় অবলম্বনে উপলব্ধ হয়, সেইরূপ যে সাধক বিষয় থেকে নিরাসক্ত হয়ে সদাচার, সত্যভাষণ তথা সংযমরূপ তপস্যা দ্বারা সাধনা করেন, নিরন্তর তাঁর ধ্যান করেন, তিনি ওই সমস্ত সাধনার দ্বারা পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন॥ ১৫ ॥

সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্॥
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্॥ ১৬ ॥

ক্ষীরে=দুগ্ধে ; **অর্পিতম্**=স্থিত ; **সর্পিঃ ইব**=ঘৃতবৎ ; **সর্বব্যাপিনম্**=সর্বত্র পরিপূর্ণ ; **আত্মবিদ্যাতপোমূলম্**=আত্মবিদ্যা তথা তপ দ্বারা প্রাপ্তব্য ; **আত্মানম্**=পরমাত্মাকে (পূর্বোক্ত সাধক জ্ঞাত হন) ; **তৎ**=ওটিই ; **উপনিষৎ**= উপনিষদে উক্ত ; **পরম্**=পরমতত্ত্ব ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম ; **তৎ**=ওই ; **উপনিষৎ**= উপনিষদে উক্ত ; **পরম্**=পরমতত্ত্ব ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্ম॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—যাকে লাভ করার মূলভূত সাধন হল আত্মবিদ্যা ও তপ এবং দুধে ঘৃতের ন্যায় যিনি সর্বত্র পরিপূর্ণ—সেই সর্বান্তর্যামী পরমাত্মাকে পূর্বোক্ত সাধক লাভ করেন। এটিই হল উপনিষদে বর্ণিত পরম তত্ত্ব—ব্রহ্ম। এটিই হল উপনিষদে বর্ণিত পরম তত্ত্ব—ব্রহ্ম। অন্তিম বাক্যের পুনরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করে॥ ১৬ ॥

॥ প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্বন্ধ——*প্রথম অধ্যায়ে ধ্যানকে পরমদেব পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের প্রধান উপায় বলা হয়েছে। ওই ধ্যানের প্রক্রিয়া বলার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় বলা হয়েছে। এতে প্রথমে ধ্যান সিদ্ধির জন্য পাঁচটি মন্ত্রে পরমেশ্বরের প্রার্থনার প্রকার বলা হচ্ছে*—

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরত॥ ১ ॥[১]

সবিতা=সকলকে উৎপন্নকারী পরমাত্মা ; **প্রথমম্**=প্রথমে ; **মনঃ**=আমাদের মন ; (এবং) **ধিয়ঃ**=বুদ্ধিকে ; **তত্ত্বায়**=তত্ত্ব প্রাপ্তি হেতু ; **যুঞ্জানঃ**=নিজ স্বরূপে যুক্ত করে ; **অগ্নেঃ**=অগ্নির (অগ্নি আদি ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণের) ; **জ্যোতিঃ**=জ্যোতিকে (প্রকাশন সামর্থ্যকে) ; **নিচায্য**= অবলোকন করে ; **পৃথিব্যাঃ**=পার্থিব পদার্থ থেকে ; **অধি**=উর্ধ্বে তুলে ; **আভরত**=আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহে স্থাপন করুন॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—সকলের উৎপন্নকর্তা পরমাত্মা প্রথমে আমাদের মন এবং বুদ্ধির বৃত্তিগুলিকে তত্ত্বপ্রাপ্তিহেতু যেন নিজ দিব্যস্বরূপে যুক্ত করেন এবং অগ্নি আদি ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণের বিষয়সমূহ প্রকাশ করার যে সামর্থ্য, তা লক্ষ্যে রেখে বাহ্য বিষয় থেকে ফিরিয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ে স্থিরতাপূর্বক স্থাপিত করেন, যাতে আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ বহির্মুখী না হয়ে বুদ্ধি এবং মনের স্থিরতায় সহায়ক হয়॥ ১ ॥

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে। সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা॥ ২ ॥[২]

বয়ম্=আমরা ; **সবিতুঃ**=সকলের উৎপন্নকর্তা ; **দেবস্য**=পরমদেব পরমেশ্বরের ; **সবে**=আরাধনারূপ যজ্ঞে ; **যুক্তেন মনসা**=যুক্ত মনে ; **সুবর্গেয়ায়**=স্বর্গীয় সুখ (ভগবৎপ্রাপ্তিজনিত আনন্দ) প্রাপ্তির জন্য ; **শক্ত্যা**=সম্পূর্ণ শক্তিতে ; [**প্রযতামহে**]=যেন প্রযত্ন করি॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—আমরা যেন পূর্ণশক্তিতে সকলের উৎপাদক পরমদেব পরমেশ্বরের আরাধনারূপ যজ্ঞে একান্ত মনে পরমানন্দপ্রাপ্তির জন্য পূর্ণশক্তিতে প্রযত্ন করি। অর্থাৎ আমাদের মন যেন নিরন্তর ভগবানের আরাধনায় যুক্ত থাকে এবং আমরা যেন ভগবৎপ্রাপ্তিজনিত পরমানন্দ লাভের জন্য পূর্ণ উদ্যমে যত্নশীল হই॥ ২ ॥

---

[১]এই মন্ত্রটি যজুর্বেদের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রের অনুরূপ।
[২]এই মন্ত্রটি যজুর্বেদের একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রের অনুরূপ।

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ সুবর্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্।। ৩ ।।[১]

সবিতা=সকলের উৎপন্নকারী পরমেশ্বর ; **সুবঃ**=স্বর্গাদি লোকে ; (এবং) **দিবম্**=আকাশে ; **যতঃ**=গমনকারী ; (তথা) **বৃহৎ**=বৃহৎ ; **জ্যোতিঃ**=প্রকাশ ; **করিষ্যতঃ**=প্রসারণকারী ; **তান্**=ওই (মন এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের অধিষ্ঠাতা) ; **দেবান্**=দেবতাগণকে ; **মনসা**=আমাদের মন ; (এবং) **ধিয়া**=বুদ্ধিতে ; **যুক্ত্বায়**=সংযুক্ত করে ; (প্রকাশ দান করার জন্য) **প্রসুবাতি**=প্রেরণা দান করুন।। ৩ ।।

ব্যাখ্যা—যিনি সকলের উৎপাদক সেই পরমেশ্বর যেন মন এবং ইন্দ্রিয়কুলের অধিষ্ঠাতা স্বর্গাদিলোকে এবং আকাশে বিচরণকারী তথা বৃহৎ প্রকাশের প্রসারক দেবগণকে আমাদের মন এবং বুদ্ধিতে সংযুক্ত করে আমাদের প্রকাশ প্রদান করার জন্য প্রেরণা দান করেন। ফলে আমরা ওই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ করার জন্য ধ্যান করতে সমর্থ হব। আমাদের মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ে যেন প্রকাশ প্রসারিত থাকে। নিদ্রা, আলস্য এবং অকর্মণ্যতা আদি দোষ যেন আমাদের ধ্যানে বিঘ্ন ঘটাতে সমর্থ না হয়।। ৩ ।।

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ।। ৪ ।।[২]

(যাঁতে) **বিপ্রাঃ**=ব্রাহ্মণাদি ; **মনঃ**=মনকে ; **যুঞ্জতে**=যুক্ত করেন ; **উত**=এবং ; **ধিয়ঃ**=বুদ্ধির বৃত্তিগুলিকেও ; **যুঞ্জতে**=যুক্ত করেন ; (যিনি সমস্ত) **হোত্রাঃ বি দধে**=অগ্নিহোত্রাদি শুভ কর্মের বিধান করেছেন ; (তথা যিনি) **বয়ুনাবিৎ**=সমস্ত জাগতিক চিন্তা-ভাবনার জ্ঞাতা ; (এবং) **একঃ**=এক ; (সেই) **বৃহতঃ**=সব থেকে মহান ; **বিপ্রস্য**=সর্বত্র ব্যাপক ; **বিপশ্চিতঃ**=সর্বজ্ঞ ; (এবং) **সবিতুঃ**=সকলের উৎপাদক ; **দেবস্য**=পরমদেব পরমেশ্বরের ; **ইৎ**=নিশ্চয়ই ; (আমাদের) **মহী**=মহতী ; **পরিষ্টুতিঃ**=স্তুতি (করা

[১]এই মন্ত্রটি যজুর্বেদের একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় মন্ত্রের অনুরূপ।

[২]যজুর্বেদের একাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দশ মন্ত্র তথা ঋগ্বেদের (৫।৮১।১) মন্ত্রটিও একই প্রকারে উল্লিখিত রয়েছে।

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ॥ ৬ ॥

যত্র=যে স্থিতিতে ; অগ্নিঃ=পরমাত্মারূপ অগ্নিকে ; (লাভ করার উদ্দেশ্যে) অভিমথ্যতে=(ওঁকার জপ এবং ধ্যান দ্বারা) মন্থন করা হয় ; যত্র=যেখানে ; বায়ুঃ অধিরুধ্যতে=প্রাণবায়ুর উত্তমরূপে বিধিপূর্বক নিরোধ করা হয় ; (তথা) যত্র=যেখানে ; সোমঃ=আনন্দরূপ সোমরসের ; অতিরিচ্যতে=অধিকমাত্রায় প্রকাশ হয় ; তত্র=সেখানে (ওই স্থিতিতে) ; মনঃ=মন ; সঞ্জায়তে= সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ হয়॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—যে অবস্থায় অগ্নি প্রজ্বলিত করার জন্য অরণিদ্বয় দ্বারা মন্থন করার ন্যায় অগ্নিস্থানীয় পরমাত্মাকে লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রথম অধ্যায়ে (১৩, ১৪ মন্ত্র) উল্লিখিত মন্ত্রানুসারে শরীরকে নিম্নভাগীয় অরণি এবং ওঁকারকে উপরিভাগের অরণি করে তাঁর জপ এবং অর্থরূপে পরমাত্মার নিরন্তর চিন্তনরূপ মন্থন করার কথা বলা হয়েছে, যেখানে বিধিপূর্বক উত্তম-রূপে প্রাণবায়ুর নিরোধ করা হয়, যেখানে আনন্দরূপ সোমরস উচ্ছলিত হতে থাকে, সেই ধ্যানাবস্থায় মানুষের মন সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ হয়॥ ৬ ॥

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণবসে ন হি তে পূর্বমক্ষিপৎ॥ ৭ ॥

সবিত্রা=সম্পূর্ণ জগতের উৎপাদক পরমাত্মা-কর্তৃক ; প্রসবেন=অনুজ্ঞা পেয়ে ; পূর্ব্যম্=সকলের আদি কারণ ; ব্রহ্ম জুষেত=ওই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই সেবা (আরাধনা) করা উচিত ; (তুমি) তত্র=ওই পরমাত্মাতেই ; যোনিম্= আশ্রয় ; কৃণবসে=লাভ করো ; হি=কারণ ; (এইরূপ করলে) তে=তোমার ; পূর্বম্=পূর্বসঞ্চিত কর্ম ; ন অক্ষিপৎ=বিঘ্নকারী হবে না॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—হে সাধক ! সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টিকর্তা সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের প্রেরণায় অর্থাৎ উপরি-উক্তরূপে পরমাত্মার স্তুতি করে তাঁর নিকট অনুমতি লাভ করে তোমাকে সকলের আদি পরব্রহ্ম পরমাত্মারই সেবা (সমারাধনা) করতে হবে। তাঁরই শরণাপন্ন হতে হবে। তাঁর শরণ নিয়ে তাঁতেই নিজেকে বিলীন করতে হবে। এইরূপ করলে তোমার পূর্বকৃত সমস্ত সঞ্চিত কর্ম বিঘ্ন

কারক হবে না—বন্ধনরূপ হবে না॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ—*ধ্যানযোগের সাধকগণকে কীভাবে উপবেশন করে, কীরূপে ধ্যান করতে হবে, সেই জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে বলছেন—*

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি॥ ৮ ॥

বিদ্বান্=বিজ্ঞ ব্যক্তি ; **ত্রিরুন্নতম্**=মস্তক, গলদেশ এবং বক্ষঃস্থল—এই তিন অঙ্গ উঁচু করে ; **শরীরম্**=শরীরকে ; **সমম্**=সোজা ; (এবং) **স্থাপ্য**=স্থির করে ; (তথা) **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ্রিয়গুলিকে ; **মনসা**=মন দ্বারা ; **হৃদি**=হৃদয়ে ; **সংনিবেশ্য**=নিরুদ্ধ করে ; **ব্রহ্মোড়ুপেন**=ওঁকাররূপ নৌকা-দ্বারা ; **সর্বাণি**=সমস্ত ; **ভয়াবহানি**=ভয়ংকর ; **স্রোতাংসি**=স্রোতসমূহকে ; **প্রতরেত**= অতিক্রম করবে॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—ধ্যানযোগের সাধকের উচিত মস্তক, গলদেশ এবং বক্ষঃস্থলকে উন্নতভাবে রাখা, কোনোদিক যেন নত না হয়। শরীর ঋজু থাকবে এবং স্থির রাখতে হবে। কারণ শরীর সোজা এবং স্থির না থাকলে তথা মস্তক, গলদেশ, বক্ষঃস্থল সোজা না থাকলে নিদ্রা এবং বিক্ষেপরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। অতএব, এই সকল বিঘ্ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপরি-উক্তরূপে উপবেশন করা প্রয়োজন। এরপর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বাহ্যবিষয়গুলি থেকে অপসারণ করে মন দ্বারা হৃদয়ে নিরোধ করা উচিত। এরপর ওঁকাররূপ নৌকার আশ্রয় নিয়ে অর্থাৎ ওঁকার জপ এবং তদ্‌বাচ্য পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধ্যান করতঃ সমস্ত ভয়ানক প্রবাহকে অতিক্রম করা উচিত (গীতা ৬।১২, ১৩, ১৪)। এর তাৎপর্য এই যে, নানা যোনিতে জন্মদানকারী যত বাসনা বিদ্যমান, তাই হল জন্ম-মৃত্যুরূপ ভয় প্রদায়ক স্রোত (প্রবাহ)। এই সমস্ত বাসনা ত্যাগ করে চিরকালের জন্য অমরত্ব লাভ করা উচিত॥ ৮ ॥

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥ ৯ ॥

বিদ্বান্=বুদ্ধিমান সাধক ; **ইহ**=উপযুক্ত যোগসাধনায় ; **সংযুক্তচেষ্টঃ**= আহার-বিহারাদি সমস্ত চেষ্টা যথাযোগ্য রেখে ; **প্রাণান্ প্রপীড্য**=বিধিবৎ

প্রাণায়াম করে ; **প্রাণে ক্ষীণে**=প্রাণ বায়ু সূক্ষ্ম হওয়ার পর ; **নাসিকয়া**=নাসিকা দ্বারা ; **উচ্ছ্বসীত**= তাকে বহির্ভাগে নিষ্কাষিত করবে ; **দুষ্টাশ্বযুক্তম্**=(এরপর) দুষ্ট অশ্বযুক্ত ; **বাহম্ ইব**=রথকে যেরূপ সারথি সাবধানপূর্বক গন্তব্য স্থানে নিয়ে যায়, সেইরূপ ; **এনম্**=এই ; **মনঃ**=মনকে ; **অপ্রমত্তঃ**=সাবধান হয়ে ; **ধারয়েত**=বশে রাখবে।। ৯ ।।

ব্যাখ্যা—যোগ সাধনার জন্য বুদ্ধিমান সাধককে আহার-বিহারাদি সকল চেষ্টা যথাযথ করতে হবে। তা যেন ধ্যানযোগের উপযুক্ত হয় (গীতা ৬।১৭)। যোগশাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রাণায়ামের দ্বারা যখন প্রাণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে যায়, তখন নাসিকা দ্বারা তাকে বহির্ভাগে নিষ্কাষিত করা প্রয়োজন।[১] এরপর যেরূপ দুষ্টাশ্বযুক্ত রথকে উত্তম সারথি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে গন্তব্যস্থানে নিয়ে যায়, সেইরূপ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সাধকের মনকে বশে রাখা উচিত, যাতে যোগসাধনায় কোনো প্রকার বিঘ্ন না আসে এবং তিনি পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ লক্ষ্যে যেন উপনীত হতে পারেন[২]।। ৯ ।।

সম্বন্ধ—*পরব্রহ্ম পরমাত্মায় মনোনিবেশের জন্য কীরূপ স্থানে কীরূপ ভূমিতে উপবেশন করে সাধনা করা উচিত, এই জিজ্ঞাসায় বলছেন—*

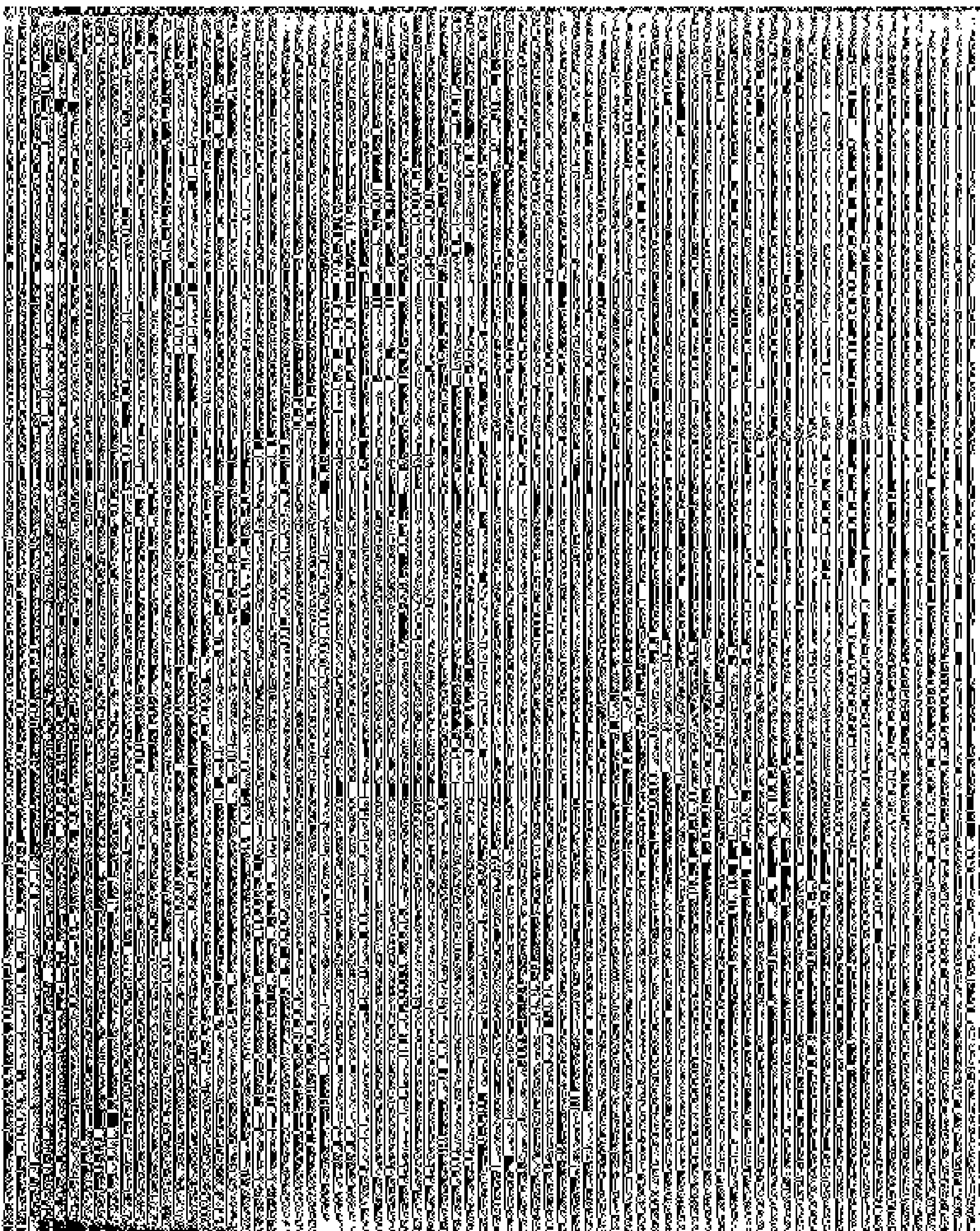
সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ।। ১০ ।।

সমে=সমতলে ; **শুচৌ**=পবিত্র ; **শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে**=কাঁকর, অগ্নি এবং বালিবিবর্জিত ; (তথা) **শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ**=শব্দ, জল এবং আশ্রয়াদির বিচারে ; **অনুকূলে**=সর্বথা অনুকূল ; **তু**=এবং ; **ন চক্ষুপীড়নে**= নেত্রদ্বয়কে পীড়া না দেয় এমন ; **গুহানিবাতাশ্রয়ণে**=গুহা আদি বায়ুশূন্য স্থানে ; **মনঃ**= মনকে ; **প্রযোজয়েৎ**=ধ্যানে সংযুক্ত করার অভ্যাস করা উচিত।। ১০ ।।

---

[১]অষ্টম এবং নবম মন্ত্রে ধ্যানের উপযোগী উপবেশনের এবং সাধনের যে বিধি বলা হয়েছে তার অত্যন্ত সুন্দর সুস্পষ্ট বর্ণনা ভগবান গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১ থেকে ১৭ শ্লোকে করেছেন।

[২]কঠোপনিষদে (১।৩।২ থেকে ৮ পর্যন্ত) রথের রূপকের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।



কখনো অগ্নিবৎ তেজ প্রতীত হয়, কখনো জোনাকি পোকার মতো প্রকাশ দেখেন, কখনো বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি দৃষ্টিগোচর হয়। কখনো স্ফটিক মণির ন্যায় উজ্জ্বল রূপের প্রতীতি হয় আবার কখনো চন্দ্রমার মতো শীতল প্রকাশ সর্বত্র প্রসারিত দেখা যায়। এই সমস্ত তথা আরও অনেক দৃশ্য যোগ-সাধনের উন্নতির দ্যোতক। এতে একথা বোঝা যায় যে সাধকের ধ্যান ঠিক পথে চলছে॥ ১১ ॥

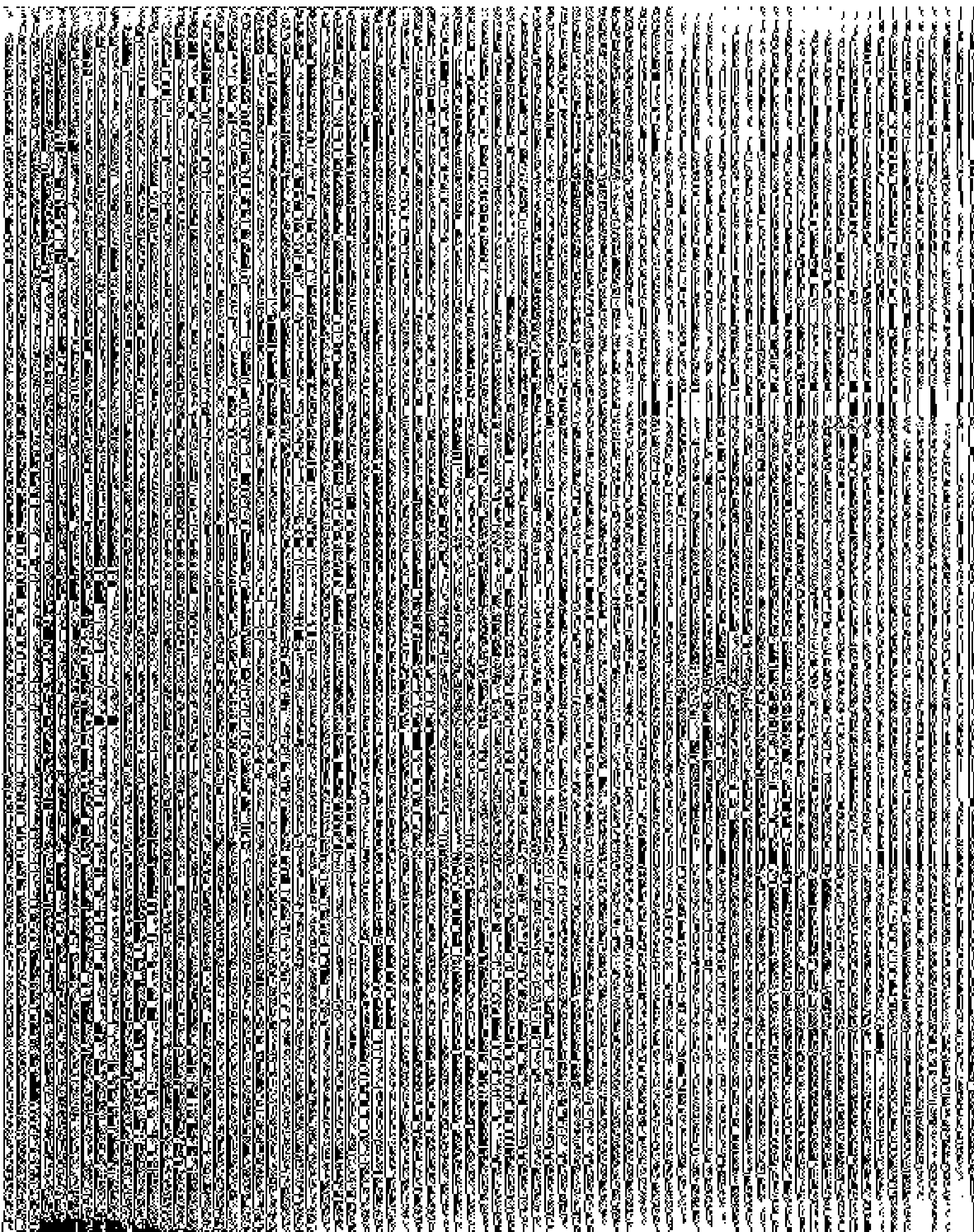
পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥ ১২ ॥

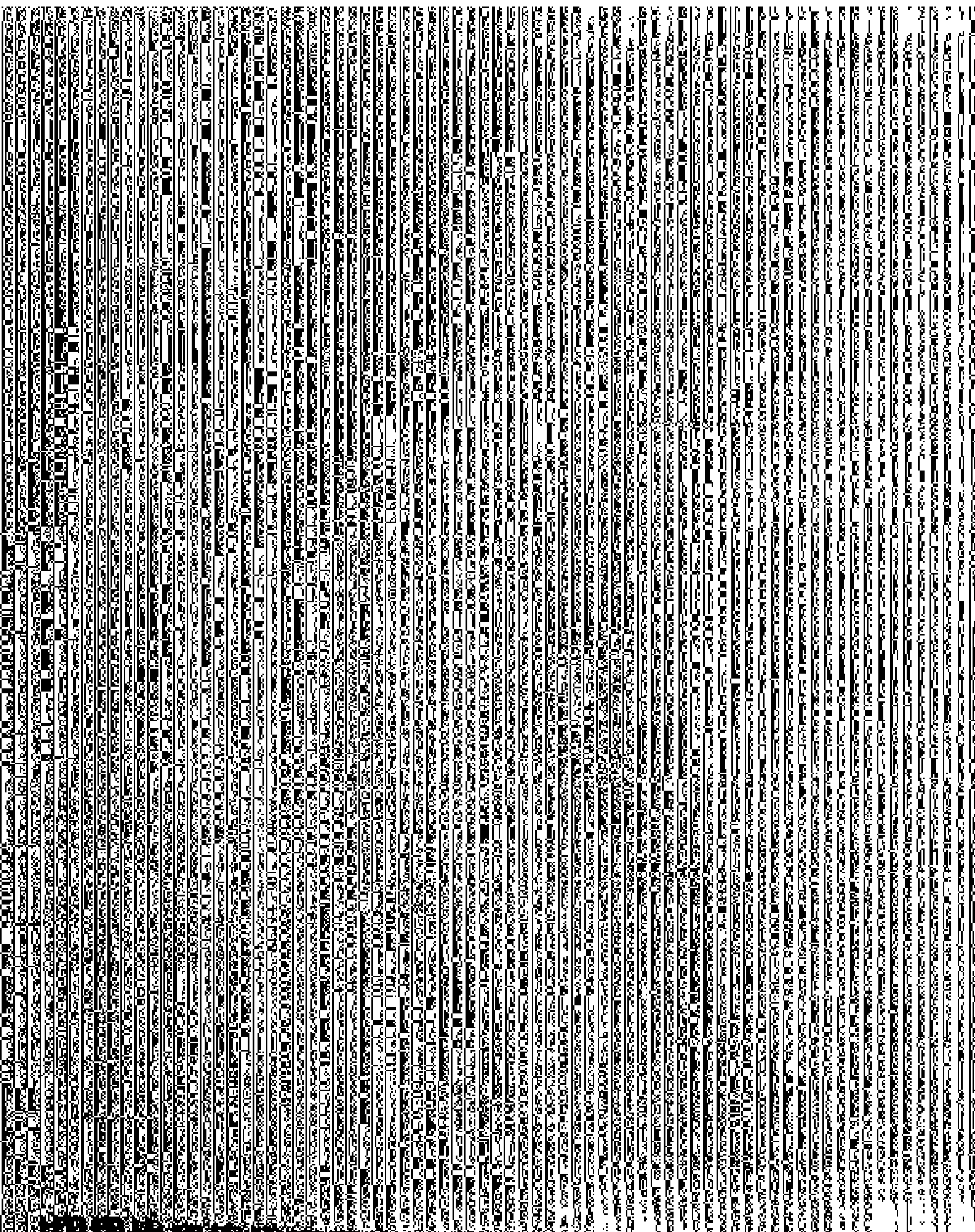
পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে=পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূতের সম্যক্‌রূপে উত্থান হলে ; (তথা) **পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে**=পঞ্চ মহাভূতের সাথে সম্পর্কিত পঞ্চ যোগসম্বন্ধীয় গুণ সিদ্ধ হলে ; **যোগাগ্নিময়ম্**=যোগাগ্নিময় ; **শরীরম্**=শরীর ; **প্রাপ্তস্য**=প্রাপ্ত হয়েছেন যিনি ; **তস্য**=তাঁর, ওই সাধকের ; **ন রোগঃ**=রোগ হয় না ; **ন জরা**=জরা আসে না ; **ন মৃত্যুঃ**=তাঁর মৃত্যুও হয় না॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—ধ্যানযোগের সাধন করতে করতে পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চমহাভূতের উত্থান হয় অর্থাৎ সাধকের যখন পঞ্চ মহাভূতের উপর অধিকার জন্মায় এবং উক্ত পঞ্চমহাভূতের সাথে সম্পর্কিত যোগবিষয়ক পঞ্চ সিদ্ধি প্রকট হয়, সেইসময় যোগাগ্নিময় শরীরলব্ধ ওই যোগীর শরীরে কোনোপ্রকারের রোগ হয় না। কোনোভাবেই জরার অভ্যুদয় হয় না। এমনকি মৃত্যুও তাঁকে অর্থাৎ সাধককে স্পর্শ করতে পারে না। একথা বলার অভিপ্রায় এই যে, ওই সাধকের ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর শরীর নষ্ট হয় না (যোগদর্শন ৩।৪৬, ৪৭)॥ ১২ ॥

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবং চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি॥ ১৩ ॥

লঘুত্বম্=লঘুত্ব ; **আরোগ্যম্**=আরোগ্য অর্থাৎ শারীরিক নীরোগতা ; **অলোলুপত্বম্**=অলোলুপতা অর্থাৎ বিষয়াসক্তি থেকে নিবৃত্তি ; **বর্ণপ্রসাদম্**=শারীরিক উজ্জ্বলতা ; **স্বরসৌষ্ঠবম্**=স্বরের মাধুর্য ; **শুভঃ গন্ধঃ**=(শরীরে)





ঈশনীভিঃ=নিজ স্বরূপভূত শাসনশক্তি দ্বারা ; **ঈশতে**=শাসন করেন ; **ঈশনীভিঃ**=ওই বিবিধ শাসনশক্তি দ্বারা ; **সর্বান্**=সকল ; **লোকান্ ঈশতে**= লোকসমূহের ওপর শাসন করেন ; **যঃ**=(তথা) যিনি ; **একঃ**=একা ; **এব**= ই ; **সম্ভবে চ উদ্ভবে**=সৃষ্টি এবং তদ্‌বিস্তারে (সর্বথা সমর্থ) ; **এতৎ**=এই ব্রহ্মকে ; **যে**=যে মহাপুরুষগণ ; **বিদুঃ**=জানেন ; **তে**=তাঁরা ; **অমৃতাঃ**=অমৃত (অমর) ; **ভবন্তি**= হন॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—যিনি এক, অদ্বিতীয় পরমাত্মা জগৎরূপ জালের (মায়ার) রচনা করে নিজ স্বরূপভূত শাসনশক্তি দ্বারা তদুপরি শাসন করেন তথা ওই বিভিন্ন শাসনশক্তি দ্বারা সকল লোক তথা লোকপালগণের যথাযোগ্য পরিচালনা করেন, যাঁর শাসনে লোকপালগণ নিজ নিজ কর্তব্য নিয়মপূর্বক পালন করেন তথা যিনি একাই অন্যের সাহায্য ব্যতীত সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং তার বিস্তারে সমর্থ, তাঁকে যে মহাপুরুষ অবগত হন তিনি অমরত্ব লাভ করেন। চিরকালের জন্য জন্ম-মৃত্যুর জাল থেকে তিনি নির্মুক্ত হন॥ ১ ॥

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্‌ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোচান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥ ২ ॥

যঃ=যিনি ; **ঈশনীভিঃ**=নিজ স্বরূপভূত বিবিধ শাসনশক্তি দ্বারা ; **ইমান্**= এই সমস্ত ; **লোকান্ ঈশতে**=লোককে শাসন করেন ; [সঃ] **রুদ্রঃ**=তিনি রুদ্র ; **একঃ হি**=একই ; (এইজন্য বিদ্বান ব্যক্তিগণ জগতের উৎপত্তির নির্ণয়ে) **দ্বিতীয়ায় ন তস্থুঃ**= অন্যের আশ্রয় নেননি ; [সঃ]=ওই পরমাত্মা ; **জনান্ প্রত্যঙ্**=সর্বজীবের ভিতরে ; **তিষ্ঠতি**=অবস্থান করেন ; **বিশ্বা**=বিশ্ব চরাচর ; **ভুবনানি সংসৃজ্য**=লোকসমূহ রচনা করে ; **গোপাঃ**=তার রক্ষক পরমেশ্বর ; **অন্তকালে**=প্রলয়কালে ; **সংচুকোচ**=ওই সমস্তকে নিজের মধ্যে বিলীন করেন॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—যিনি নিজ স্বরূপভূত বিভিন্ন শাসনশক্তির মাধ্যমে এই সমস্ত লোক শাসন করেন—নিয়মানুসারে সকল লোকাদি সঞ্চালন করেন, সেই রুদ্ররূপ পরমেশ্বর অদ্বিতীয়। অর্থাৎ এই জগৎ নিয়ন্ত্রণে অনেক শক্তি বিদ্যমান হলেও সেই সমস্ত শক্তি একমাত্র পরমেশ্বরেরই এবং তাঁর থেকে অভিন্ন। এইজন্য জ্ঞানিগণ জগৎকারণ নিশ্চয়কালে কোনো অন্য তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ

করেননি। প্রত্যেকেই সমস্বরে স্বীকার করেছেন যে, একমাত্র পরব্রহ্মই জগতের কারণ। তিনিই অন্তর্যামী হয়ে সমস্ত জীব মধ্যে বিরাজমান। সমস্ত লোক সৃষ্টি করে তার প্রতিপালন তিনিই করেন এবং অন্তিমে প্রলয়কালে তিনি সমস্ত কিছু নিজের মধ্যে লীন করে নেন অর্থাৎ সমস্তই ওঁতে অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন ভিন্ন ভিন্ন রূপে কারো কোনো অভিব্যক্তি পরিদৃষ্ট হয় না॥ ২ ॥

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥ ৩ ॥[১]

বিশ্বতশ্চক্ষুঃ=সর্বত্র চক্ষুষ্মান্ ; **উত**=তথা ; **বিশ্বতোমুখঃ**=সর্বত্র মুখময় ; **বিশ্বতোবাহুঃ**=সর্বত্র হস্তময় ; **উত**=এবং ; **বিশ্বতস্পাৎ**=সর্বত্র চরণময় ; **দ্যাবাভূমী জনয়ন্**=আকাশ এবং পৃথ্বীর স্রষ্টা ; [**সঃ**]=তিনি ; **একঃ**=একমাত্র ; **দেবঃ**=দেব (পরমাত্মা) ; **বাহুভ্যাম্**=মনুষ্যাদি জীবগণকে দু-দুটি হাতে ; **সংধমতি**=যুক্ত করেন (তথা) ; **পতত্রৈঃ**=(পক্ষী-পতঙ্গাদিকে) ডানা দ্বারা [**সং**] (**ধমতি**)=যুক্ত করেন॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—পরমেশ্বর এক হলেও সর্বত্রই তাঁর চক্ষু, সর্বত্র মুখ, সর্বত্র হস্ত, তিনি সর্বত্র চরণসম্পন্ন। তিনি সমস্ত লোকস্থিত জীবের কর্ম, মনোভাব তথা বিভিন্ন ঘটনা নিজ দিব্যশক্তির মাধ্যমে নিরন্তর নিরীক্ষণ করেন। কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টির অগোচর নয়। তাঁর ভক্ত তাঁকে যে স্থানেই ভোজ্যবস্তু সমর্পণ করেন তিনি সেখানেই তা গ্রহণ করেন। তিনি সর্বত্র প্রতিটি বস্তু একসঙ্গে গ্রহণ করতে এবং আশ্রিত ভক্তগণের ক্লেশাদি দূরীকরণে, রক্ষণাবেক্ষণে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। একই ক্ষণে বিভিন্ন ভক্ত বিভিন্ন স্থানে তাঁকে আহ্বান করলে তিনিও সর্বত্র উপস্থিত হন। সংসারে তাঁর শক্তি বা প্রভাবশূন্য কোনো স্থানই নেই। তিনিই আকাশ থেকে পৃথ্বী পর্যন্ত সকল লোক রচনা করেছেন। মানবাদিকে তিনিই দুটি করে বাহু এবং পক্ষী ইত্যাদিকে পক্ষ (পাখা) যুক্ত করেছেন। এখানে বাহু এবং পাখার কথা উপলক্ষণমাত্র। এতেই বোঝা যায় সমস্ত প্রাণীর শক্তির উৎস হলেন একমাত্র পরব্রহ্ম পরমাত্মা॥ ৩ ॥

---

[১]যজুর্বেদ অধ্যায় ১৭।১৯, অথর্ববেদ ১৩।২৬ এবং ঋগ্বেদের ১০।৮১।৩ মন্ত্রও একইরূপে বর্তমান।

তোমাকে লাভ করব॥ ৫ ॥

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিঁসীঃ পুরুষং জগৎ॥ ৬ ॥[১]

গিরিশন্ত=হে গিরিশন্ত ! ; যাম্=যে ; ইষুম্=বাণ ; অস্তবে=নিক্ষেপের জন্য ; (তুমি) হস্তে=হস্তে ; বিভর্ষি=ধারণ করেছ ; গিরিত্র=হে গিরিরাজ হিমালয়কে রক্ষাকারী দেব ! তাম্=ওই বাণকে ; শিবাম্=কল্যাণময় ; কুরু=করো ; পুরুষম্=জীবসমুদয়রূপ ; জগৎ=জগৎকে ; মা হিংসীঃ=হিংসা করো না (কষ্ট দিও না)॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—হে গিরিশন্ত ! হে কৈলাসবাসী সুখদায়ক পরমেশ্বর ! যে বাণ নিক্ষেপের জন্য তুমি হস্তে ধারণ করেছ, হে গিরিরাজ হিমালয়রক্ষক ! তুমি সেই বাণ কল্যাণময় করো, ক্রূরতা বিনষ্ট করে তাকে শান্তিময় করো। এই জীবসমুদয়রূপ জগতের বিনাশ করো না—এদের কষ্ট দিও না॥ ৬ ॥

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি॥ ৭॥

ততঃ=পূর্বোক্ত জীবসমুদয়রূপ জগতের ; পরম্=উর্ধ্বে ; (এবং) ব্রহ্মপরম্=হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মা থেকেও শ্রেষ্ঠ ; সর্বভূতেষু=সর্বভূতে ; যথানিকায়ম্=তাঁদের শরীরের অনুরূপ হয়ে ; গূঢ়ম্=গূঢ় (প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত) ; (এবং) বিশ্বস্য পরিবেষ্টিতারম্=সম্পূর্ণ বিশ্বকে পরিবেষ্টিত করেছেন যিনি ; তম্=তাঁকে ; বৃহন্তম্=মহান, সর্বত্র পরিব্যাপক ; একম্=একমাত্র দেব ; ঈশম্=পরমেশ্বরকে ; জ্ঞাত্বা=জ্ঞাত হয়ে ; অমৃতাঃ ভবন্তি=অমর হন॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত জীবসমুদয়রূপ জগৎ অপেক্ষা এবং হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যিনি, যিনি সমস্ত প্রাণীমধ্যে তাদের শরীরের অনুরূপ হয়ে রয়েছেন, সর্বদিকে সমস্ত জগৎকে বেষ্টন করে রয়েছেন তথা সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং মহান, সেই একমাত্র পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হয়ে জ্ঞানিগণ অমর হন।

[১]যজুর্বেদের ১৬।৩-এর মন্ত্রটিও এরূপে বর্তমান।

তাঁদের পুনঃ জন্ম-মরণ হয় না॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ——*এখন জ্ঞানী মহাপুরুষের অনুভূতির কথা জানিয়ে পরমাত্মজ্ঞানের ফলের দৃঢ়তা সম্বন্ধে বলছেন—*

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ৮ ॥[১]

তমসঃ পরস্তাৎ=অবিদ্যারূপ অন্ধকারাতীত ; (তথা) **আদিত্যবর্ণম্**=সূর্যবৎ স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ ; **এতম্**=এই ; **মহান্তম্ পুরুষম্**=মহান পুরুষকে (পরমেশ্বরকে) ; **অহম্ বেদ**=আমি জানি ; **তম্**=তাঁকে ; **বিদিত্বা**=জেনে ; **এব**=ই (মানুষ) ; **মৃত্যুম্**=মৃত্যুকে ; **অত্যেতি (অতি+এতি)**=অতিক্রমণ করে ; **অয়নায়**=(পরমপদের) প্রাপ্তি হেতু ; **অন্যঃ**=অন্য ; **পন্থাঃ**=পথ ; **ন বিদ্যতে**= নেই॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—কোনো জ্ঞানী মহাপুরুষ বলছেন—এই মহান অপেক্ষাও মহান পরমপুরুষ পুরুষোত্তমকে আমি জানি। তিনি অবিদ্যারূপ অন্ধকার থেকে নিত্যমুক্ত তথা আদিত্যবৎ স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ। তাঁকে অবগত হয়ে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে। যার ফলে জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয়। এছাড়া পরমপদপ্রাপ্তির অন্য কোনো উপায় নেই॥ ৮ ॥

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্॥ ৯ ॥

যস্মাৎ পরম্=যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ ; **অপরম্**=অপর ; **কিঞ্চিৎ**=কিছুই ; **ন অস্তি**=নেই ; **যস্মাৎ**=যদপেক্ষা ; **কশ্চিৎ**=কেউ ; **ন অণীয়ঃ**=অধিক সূক্ষ্ম নেই ; **ন জ্যায়ঃ অস্তি**=মহান নেই ; **একঃ**=(যিনি) এককরূপে ; **বৃক্ষঃ ইব**=বৃক্ষের ন্যায় ; **স্তব্ধঃ**=নিশ্চলরূপে ; **দিবি**=প্রকাশময় আকাশে ; **তিষ্ঠতি**=অবস্থিত ; **তেন পুরুষেণ**=ওই পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের দ্বারা ; **ইদম্**=এই ; **সর্বম্**=সম্পূর্ণ জগৎ ; **পূর্ণম্**=পরিপূর্ণ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—পরমদেব পরমেশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কিছু নেই। তিনি

[১]যজুর্বেদের ৩১ অধ্যায়ের ১৮তম মন্ত্রটিও এরূপে বর্তমান।

সর্বশ্রেষ্ঠ। যত সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে তদপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম একমাত্র তিনিই। এইজন্য তিনি জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর শরীরেও বিরাজমান। অনুরূপ এই সংসারে যত মহান ব্যাপক কিছু থাকুক না কেন পরব্রহ্ম অপেক্ষা বৃহৎ কিছু নেই। তিনি সর্বব্যাপক, পরমতত্ত্ব। তদপেক্ষা ব্যাপক কিছু নেই। এইজন্য তিনিই প্রলয়কালে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত কিছু নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। যিনি একা বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে পরমধামরূপ প্রকাশময় দিব্যাকাশে অবস্থিত, সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা থেকেই এই জগৎ ব্যাপ্ত। সম্পূর্ণ জগতে নিরাকাররূপে পরমপুরুষ পরমেশ্বর পরিপূর্ণ॥ ৯ ॥

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥ ১০ ॥

ততঃ=পূর্বোক্ত হিরণ্যগর্ভ থেকে ; যৎ=যিনি ; উত্তরতরম্=অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ; তৎ=সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা ; অরূপম্=রূপরহিত ; (এবং) অনাময়ম্= সর্বপ্রকার দোষশূন্য ; যে এতৎ=যাঁরা এই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে ; বিদুঃ= জানেন ; তে=তাঁরা ; অমৃতাঃ=অমর ; ভবন্তি=হন ; অথ=কিন্তু ; ইতরে=এই রহস্যকে যাঁরা জানেন না তাঁরা ; (বারংবার) দুঃখম্=দুঃখকে ; এব=ই ; অপিযন্তি=প্রাপ্ত হন॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত হিরণ্যগর্ভ থেকেও যিনি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট ; সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা আকাররহিত এবং সর্ববিধ বিকারশূন্য। যে মহাপুরুষ এই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জ্ঞাত হন, তিনি অমরত্ব লাভ করেন। জন্ম-মৃত্যুরূপী দুঃখ থেকে বিমুক্ত হন। কিন্তু যাঁরা এঁকে জানেন না, তাঁরা বারংবার নিশ্চিতরূপে দুঃখপ্রাপ্ত হন। অতএব, তাঁকে পেতে হলে বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তির ইচ্ছা হলে ঐকান্তিকভাবে তাঁকে জানতে হবে॥ ১০ ॥

সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ॥ ১১ ॥

সঃ=সেই ; ভগবান্=ভগবান ; সর্বাননশিরোগ্রীবঃ=সর্বদিকে মুখ, মস্তক এবং গ্রীবাবান ; সর্বভূতগুহাশয়ঃ=সকল প্রাণীর হৃদয়রূপ গুহায় নিবাস

হৃদয় ; (এবং) মনসা=বিশুদ্ধ মনে ; অভিকপ্তঃ=ধ্যানে প্রত্যক্ষ হন যিনি ; যে=যাঁরা ; এতৎ=এই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে ; বিদুঃ=অবগত হন ; তে= তাঁরা ; অমৃতাঃ=অমর ; ভবন্তি=হন॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণবিশিষ্ট অন্তর্যামী পরমপুরুষ পরমেশ্বর সর্বদাই মানুষের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে অবস্থিত এবং তিনি মনের স্বামী তথা নির্মল হৃদয় এবং বিশুদ্ধ মন দ্বারা ধ্যানগম্য হলে প্রত্যক্ষ হন। যাঁরা এই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানেন তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন। তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে চিরতরে মুক্ত হন। পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণবিশিষ্ট বলার কারণ হল মানবের হৃদয়ের আকার অঙ্গুষ্ঠমাত্রই ; তথায় তিনি বিরাজমান, অতএব তাঁর আকারও তদনুরূপ। ওই স্থানই পরমাত্মলাভের স্থান। ব্রহ্মসূত্রেও এই বিষয়ে বিচার করে এই কথাই বলা হয়েছে (ব্রহ্মসূত্র. ১।৩।২৪-২৫)॥ ১৩ ॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১৪ ॥[১]

পুরুষঃ=ওই পরমপুরুষ ; সহস্রশীর্ষা=সহস্র মস্তকবিশিষ্ট ; সহস্রাক্ষঃ=সহস্র চক্ষুঃবিশিষ্ট ; সহস্রপাৎ=(এবং) সহস্র চরণবিশিষ্ট ; সঃ=তিনি ; ভূমিম্=সম্পূর্ণ জগৎকে ; বিশ্বতঃ=সর্বদিকে ; বৃত্বা=আবৃত করে ; দশাঙ্গুলম্ অতি=নাভীর ঊর্ধ্বে দশাঙ্গুল পরিমিত হৃদয়দেশে ; অতিষ্ঠৎ=অবস্থিত॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—পরমপুরুষ পরমেশ্বরের সহস্র মস্তক ; সহস্র নয়ন ; সহস্র চরণ বিদ্যমান। তিনি সকল প্রকার অবয়বশূন্য হয়েও অসংখ্য মস্তকবিশিষ্ট ; অনন্ত নয়নবিশিষ্ট তথা অনন্ত চরণযুক্ত। সম্পূর্ণ জগৎকে আবৃত করে তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত। তথাপি নাভির উপরদেশে অর্থাৎ নাভি থেকে দশাঙ্গুল পরিমাণবিশিষ্ট উপরিস্থানে তিনি বিরাজমান। সর্বব্যাপী হয়েও তিনি ওই

---

[১] এই মন্ত্রটি যজুর্বেদের ৩১।১, ঋগ্বেদের ১০।৯০।১ এবং অথর্ববেদের ১৯।৬।১তেও উল্লিখিত রয়েছে।

হৃদয়রূপ গহ্বরে বিরাজমান। তাৎপর্য হল যে, বিভিন্ন গুণ-ধর্মের তিনিই একমাত্র আশ্রয়॥ ১৪ ॥

পুরুষ এবেদঁ সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ১৫ ॥[১]

যৎ=যা ; ভূতম্=পূর্বে হয়েছে ; যৎ=যা ; ভব্যম্=পরে হবে ; চ=এবং ; যৎ=যা ; অন্নেন=অন্ন দ্বারা ; অতিরোহতি=সম্প্রতি বর্ধিত হচ্ছে ; ইদম্=এই ; সর্বম্=সমস্ত জগৎ ; পুরুষঃ এব=পুরুষই অর্থাৎ পরমাত্মাই ; উত=অথবা ; (তিনিই) অমৃতত্বস্য=অমৃতস্বরূপ মোক্ষের ; ঈশানঃ=স্বামী॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—যিনি সর্বপ্রথম হয়েছেন, যিনি ভবিষ্যতে হবেন এবং যিনি বর্তমানে অন্ন দ্বারা অর্থাৎ খাদ্য পদার্থ দ্বারা বর্ধিত হচ্ছেন—স্থাবর-অস্থাবর সবই পরমপুরুষ পরমাত্মারই স্বরূপ। তিনি স্বয়ং নিজ স্বরূপভূত অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা ওই সমস্ত রূপে প্রকট হন তথা তিনিই অমৃতস্বরূপ মোক্ষের স্বামী অর্থাৎ জীবকুলকে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। অতএব, তাঁকে লাভ করতে হলে তাঁর শরণাগত হওয়া উচিত॥ ১৫ ॥

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৬ ॥

তৎ=পরমপুরুষ পরমাত্মা ; সর্বতঃ পাণিপাদম্=সর্বত্র হস্তপদ বিশিষ্ট ; সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্=সর্বত্র চক্ষুষ্মান্ ; সর্বত্র শীর্ষযুক্ত এবং সর্বত্র মুখ-বিশিষ্ট ; (তথা) সর্বতঃ শ্রুতিমৎ=সর্বত্র শ্রুতিযুক্ত ; (তিনিই) লোকে= ব্রহ্মাণ্ডে ; সর্বম্=সমস্ত কিছু ; আবৃত্য=আবৃত করে ; তিষ্ঠতি=অবস্থিত রয়েছেন॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মা সর্বদিকে হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, মস্তক, শ্রুতিযুক্ত। অর্থাৎ তাঁর সর্বদিকে ওই সমস্ত অঙ্গ বিদ্যমান। তিনি সর্বদিকে নিজ ভক্তের রক্ষার জন্য তথা নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য হস্ত প্রসারিত করে রয়েছেন।

---

[১] এই মন্ত্রটি যজুর্বেদের ৩১, ২, ঋগ্বেদের ১০।৯০।২ এবং অথর্ববেদের ১৯।৬।৪তেও উল্লিখিত রয়েছে।

যথার্থ ভক্ত শ্রীভগবানকে যেখানে চান সেখানেই তিনি উপস্থিত হন। সমস্ত জীবের সমস্ত কর্মের তিনি দ্রষ্টা। ভক্ত যেখানেই তাঁকে প্রণাম করেন, সেখানেই তাঁর শ্রীচরণ বিদ্যমান, কারণ তিনি সর্বব্যাপী। ভক্তের প্রার্থনা শ্রবণের জন্য সর্বত্র তাঁর কর্ণ বিদ্যমান। সর্বত্র তাঁর মুখও বিদ্যমান। এইজন্য যত্র তত্র প্রভুকে ভোগ নিবেদন করলে তিনি তা গ্রহণ করেন। তিনি সকলকে সর্বদিকে আবৃত করে রেখেছেন। এই কথায় বিশ্বাস করে মানুষের ভগবানের আরাধনা করা উচিত এবং তাঁর অনুগত হওয়া উচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও এই কথা-ই বলা হয়েছে (১৩।১৩)॥ ১৬ ॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ॥ ১৭ ॥

(পরমপুরুষ পরমাত্মা) **সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্**=সমস্ত ইন্দ্রিয়রহিত হয়েও ; **সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্**=সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের জ্ঞাতা ; (তথা) **সর্বস্য**=সকলের ; **প্রভুম্**=স্বামী ; **সর্বস্য**=সকলের ; **ঈশানম্**=শাসক ; (এবং) **বৃহৎ**=সব থেকে বৃহৎ ; **শরণম্**=আশ্রয়॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—সর্বশক্তিমান পরমপুরুষ পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়শূন্য। দেহ-ইন্দ্রিয় শূন্য হয়েও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত। সকলের স্বামী, পরম সমর্থ, সকলের প্রশাসক তিনিই। অতএব তাঁর আশ্রিত হওয়া মানুষের ঐকান্তিক কর্তব্য। তাহলে মানবশরীরের উপযোগিতা সার্থক হয়। এই মন্ত্রের পূর্বার্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও আলোচিত হয়েছে (১৩।১৪)॥১৭ ॥

নবদ্বারে পুরে দেহী হঁসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ॥ ১৮ ॥

সর্বস্য=সম্পূর্ণ ; **স্থাবরস্য**=স্থাবর ; **চ**=এবং ; **চরস্য**=জঙ্গম ; **লোকস্য বশী**= জগতের বশীকর্তা ; **হংসঃ**=প্রকাশময় পরমেশ্বর ; **নবদ্বারে**=নবদ্বার-যুক্ত ; **পুরে**=শরীররূপ নগরে ; **দেহী**=অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত ; (তথা তিনিই) **বহিঃ**=বাহ্য জগতেও ; **লেলায়তে**=লীলা করেন॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—সমগ্র স্থাবর এবং জঙ্গমাত্মক জগৎকে যিনি বশীভূত করে রেখেছেন সেই প্রকাশময় পরমেশ্বর নয়নদ্বয়, শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বয়, নাসিকাদ্বয় তথা

মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই নয়টি ছিদ্রযুক্ত মানবশরীররূপ নগরে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান এবং তিনিই এই বাহ্য জগতেও লীলারত—এইরূপ ভেবে যাতেই মন স্থির হয়, তাতেই তাঁর ধ্যান করা উচিত॥ ১৮ ॥

সম্বন্ধ—*পূর্বে বলা হয়েছে যে তিনি ইন্দ্রিয়শূন্য হয়েও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় অবগত, এই কথার ব্যাখ্যা করা হচ্ছে—*

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ ১৯ ॥

সঃ=ওই পরমাত্মা ; **অপাণিপাদঃ**=হস্তপদাদিশূন্য হয়েও ; **গ্রহীতা**=সমস্ত বস্তুর গ্রহীতা ; (তথা) **জবনঃ**=বেগপূর্বক সর্বত্র গমনকারী ; **অচক্ষুঃ**=চক্ষুঃ ব্যতীত ; **পশ্যতি**=সমস্ত কিছুর দর্শনকারী ; (এবং) **অকর্ণঃ**=শ্রুতিশূন্য হয়েও ; **শৃণোতি**= সবই শ্রবণ করেন ; **সঃ**=তিনি ; **বেদ্যম্**= বেদ্যবস্তুসমূহ ; **বেত্তি**=জানেন ; **চ**=কিন্তু ; **তস্য বেত্তা**=তাঁর কেউ জ্ঞাতা ; **ন অস্তি**=নেই ; **তম্**=তাঁকে ; (জ্ঞানিজন) **মহান্তম্**=মহান ; **অগ্র্যম্**=আদি ; **পুরুষম্**=পুরুষ ; **আহুঃ**=বলেন॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মা হস্তরহিত হয়েও সর্বত্র সকল বস্তু গ্রহণ করেন। চরণশূন্য হয়েও অতীব তীব্র গতিতে তিনি যথা-তথা গমনাগমন করেন। চক্ষুঃশূন্য হয়েও সর্বত্র সব কিছু তিনি অবলোকন করেন। কর্ণপটল না থাকলেও সর্বত্র সব শ্রবণ করেন। তিনি নিখিল জ্ঞেয় বস্তু সম্বন্ধে অবগত। কিন্তু তাঁকে জানেন এহেন জ্ঞাতার একান্তই অভাব। তিনি সর্বজ্ঞ তাই অল্পজ্ঞ তাঁকে জানবে কীভাবে ! জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর সম্বন্ধে বলেন যে তিনি সকলের আদি, পুরাতন, মহান পুরুষ॥ ১৯ ॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্॥ ২০॥[১]

অণোঃ অণীয়ান্=(তিনি) সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম ; (তথা) **মহতঃ মহীয়ান্**=বৃহৎ থেকেও বৃহৎ ; **আত্মা**=পরমাত্মা ; **অস্য জন্তোঃ**=এই জীবের ; **গুহায়াম্**= হৃদয়রূপ গুহায় ; **নিহিতঃ**=লুকিয়ে আছেন ; **ধাতুঃ**=সকলের রচয়িতা

[১] এই মন্ত্রটি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে কঠোপনিষদের ১।২।২০তেও রয়েছে।

পরমেশ্বরের ; প্রসাদাৎ=কৃপায় ; (যে মানুষ) তম্=ওই ; অক্রতুম্=সংকল্পরহিত ; ঈশম্=পরমেশ্বরকে ; (এবং) মহিমানম্=তাঁর মহিমাকে ; পশ্যতি=অবলোকন করে ; (সে) বীতশোকঃ=সর্বপ্রকার শোকমুক্ত হয়। ২০ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু। যেমনই তিনি সূক্ষ্মস্বরূপ তেমনই বৃহৎ থেকে বৃহৎ। এতাদৃশ পরব্রহ্ম কিন্তু নিখিল জীবনিচয়ের হৃদয় কন্দরে বিরাজমান। পরমেশ্বরের পরম করুণায় অভিষিক্ত হলে মানুষ সেই সর্ববিধ সংকল্পশূন্য করুণাময় শ্রীভগবানের মহিমা অবগত হয়। পরমেশ্বরের অবগতি হলে মানব চিরতরে সকল দুঃখসাগর থেকে মুক্তিলাভ করে এবং আনন্দময়কে লাভ করে আনন্দিত হয়॥ ২০ ॥

বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্॥ ২১ ॥

ব্রহ্মবাদিনঃ=বেদ-রহস্যজ্ঞ মহাপুরুষগণ ; যস্য=যাঁর ; জন্মনিরোধম্=জন্মের অভাব ; প্রবদন্তি=বলেন ; [যম্]=তথা যাঁকে ; নিত্যম্=নিত্য ; প্রবদন্তি=বলেন ; এতম্=এই ; বিভুত্বাৎ=ব্যাপক হওয়ার জন্য ; সর্বগতম্=সর্বত্র বিদ্যমান ; সর্বাত্মানম্=সকলের আত্মা ; অজরম্=জরা, মৃত্যু আদি বিকাররহিত ; পুরাণম্=পুরাণপুরুষ পরমেশ্বরকে ; অহম্=আমি ; বেদ=জানি॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—পরমাত্মতত্ত্ব যিনি অবগত হয়েছেন, তাঁকে যিনি লাভ করেছেন এতাদৃশ মহাত্মা বলছেন—যিনি জন্মরহিত তথা নিত্য, ব্যাপক হওয়ার জন্য সর্বত্র বিরাজমান। যিনি ভিন্ন অন্য কোনো স্থান নেই, যিনি জরা-মৃত্যুরহিত, সর্ববিধ বিকাররহিত, সকলের আদি পুরাণপুরুষ সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর—তাঁকে আমি জানি॥ ২১ ॥

॥ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ১॥

যঃ=যিনি ; অবর্ণঃ=বর্ণরহিত হয়েও ; নিহিতার্থঃ=নিহিতার্থ অর্থাৎ কোনো রহস্যপূর্ণ প্রয়োজনের জন্য ; বহুধা শক্তিযোগাৎ=বিবিধ শক্তিযুক্ত হওয়ার ফলে ; আদৌ=সৃষ্টির প্রারম্ভে ; অনেকান্=অনেক ; বর্ণান্=বর্ণ ; দধাতি=ধারণ করেন ; চ=তথা ; অন্তে=অন্তিমে ; বিশ্বম্=এই সম্পূর্ণ বিশ্ব ; (যাঁর মধ্যে) ব্যেতি (বি+এতি) চ=বিলীনও হয় ; সঃ=ওই ; দেবঃ=পরমদেব (পরমাত্মা) ; একঃ=এক (অদ্বিতীয়) ; সঃ=তিনি ; নঃ=আমাদিগকে ; শুভয়া বুদ্ধ্যা=শুভ বুদ্ধি দ্বারা ; সংযুনক্তু=সংযুক্ত করুন॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—যে পরব্রহ্ম পরমাত্মা নিজ নিরাকার স্বরূপে বর্ণশূন্য হয়েও সৃষ্টির প্রারম্ভে কোনো রহস্যময় প্রয়োজনের জন্য নিজ স্বরূপভূত নানা প্রকার শক্তির মাধ্যমে অনেক রূপ বর্ণ ধারণ করেন তথা অন্তিমে এই সম্পূর্ণ জগৎ যাঁর মধ্যে বিলীন হয় অর্থাৎ যিনি নিজ প্রয়োজন ব্যতীত শুধুমাত্র জীবের কল্যাণহেতু নানাপ্রকার বর্ণময় জগতের রচনা, পালন এবং এবং সংহার করেন এবং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনানুসারে বহু রূপে আবির্ভূত হন—তিনি পরমদেব, পরমেশ্বর। তিনি বস্তুত এক, অদ্বিতীয়। তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই নেই। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন॥ ১ ॥

সম্বন্ধ——*পরবর্তী তিনটি মন্ত্রে পরমেশ্বরের জগৎরূপে চিন্তা করতঃ স্তুতির প্রকার বলা হয়েছে—*

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥ ২ ॥[১]

তৎ এব=তিনিই ; অগ্নিঃ=অগ্নি ; তৎ=তিনি ; আদিত্যঃ=সূর্য ; তৎ=তিনি ; বায়ুঃ=বায়ু ; উ=তথা ; তৎ=তিনি ; চন্দ্রমাঃ=চন্দ্রমা ; তৎ=তিনি ; শুক্রম্=অন্যান্য প্রকাশযুক্ত নক্ষত্রাদি ; তৎ=তিনি ; আপঃ=জল ; তৎ=তিনি ; প্রজাপতিঃ=প্রজাপতি ; (এবং) তৎ এব=তিনিই ; ব্রহ্ম=ব্রহ্মা॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্মই হলেন অগ্নি, জল, সূর্য, বায়ু, চন্দ্রমা, অন্যান্য প্রকাশময় নক্ষত্রাদি প্রজাপতি এবং ব্রহ্মা। এই সমস্তই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের বিভূতি। এই সবের অন্তর্যামী আত্মা তিনিই। অতএব এই

[১]এই মন্ত্রটি যজুর্বেদের ৩২।১-এও উল্লিখিত রয়েছে।

সমস্ত হল তাঁরই স্বরূপ। এইভাবে সম্পূর্ণ জগদ্‌রূপে পরমাত্মার চিন্তন করা উচিত॥ ২ ॥

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩ ॥[১]

ত্বম্=তুমি ; **স্ত্রী**=স্ত্রী ; **ত্বম্**=তুমি ; **পুমান্**=পুরুষ ; **ত্বম্**=তুমি ; **কুমারঃ**=কুমার ; **উত বা**=অথবা ; **কুমারী অসি**=কুমারী হও ; **ত্বম্**=তুমি ; **জীর্ণঃ**=বৃদ্ধ হয়ে ; **দণ্ডেন**=দণ্ডের সাহায্যে ; **বঞ্চসি**=চল ; [উ]=তথা ; **ত্বম্**=তুমি ; **জাতঃ**=বিরাটরূপে প্রকাশিত হয়ে ; **বিশ্বতোমুখঃ**=সর্বদিকে মুখযুক্ত ; **ভবসি**=হও॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বেশ্বর ! তুমিই স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী আদি অনেক রূপে বিরাজমান। অর্থাৎ এই সমস্ত রূপে তুমিই প্রকট হও। তুমিই বৃদ্ধ হয়ে দণ্ডের সাহায্যে গমনাগমন কর অর্থাৎ তুমিই বৃদ্ধরূপে প্রকট হও। হে পরমাত্মন্ ! তুমিই বিরাটরূপে প্রকট হয়ে সর্বত্র সর্বদিকে মুখযুক্ত। সম্পূর্ণ জগৎ তোমারই স্বরূপ। জগতে যত মুখ পরিদৃষ্ট হয় সবই তোমার॥ ৩ ॥

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥ ৪ ॥

[**ত্বম্ এব**]=তুমিই ; **নীলঃ**=নীলবর্ণ ; **পতঙ্গঃ**=পতঙ্গ ; **হরিতঃ**=হরিত ; (এবং) **লোহিতাক্ষঃ**=লোহিত চক্ষুষ্মান্ (পক্ষী এবং) ; **তড়িদ্‌গর্ভঃ**=মেঘ ; **ঋতবঃ**=বসন্তাদি ঋতুসমূহ ; (তথা) **সমুদ্রাঃ**=সপ্ত সমুদ্ররূপ ; **যতঃ**=কেননা ; **(ত্বত্তঃ এব)**=তোমার থেকেই ; **বিশ্বা**=সম্পূর্ণ ; **ভুবনানি**=ভুবন ; **জাতানি**=জাত ; **ত্বম্**=তুমি ; **অনাদিমৎ**=অনাদি (প্রকৃতির) স্বামী ; (এবং) **বিভুত্বেন**=ব্যাপকরূপে ; **বর্তসে**=সবেতে বিদ্যমান॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বান্তর্যামিন্ ! তুমিই নীলবর্ণের পতঙ্গ তথা হরিৎ এবং রক্ত বর্ণের চক্ষুষ্মান্ পক্ষী—তোতাপাখি ; তুমিই বিদ্যুৎযুক্ত মেঘ, বসন্তাদি সমস্ত ঋতু এবং সপ্ত সমুদ্রও তোমারই রূপ। অর্থাৎ এই নানাপ্রকার রূপ বা বর্ণযুক্ত জড়-চেতন পদার্থরূপে তোমাকেই একমাত্র দেখছি। কারণ তোমার থেকেই

[১]এই মন্ত্রটি অথর্ববেদের কাণ্ড ১০ অষ্টম সূক্তের ২৭ নং মন্ত্রের অনুরূপ।

এই সমস্ত লোক এবং তন্মধ্যে বসবাসকারী জীবকুল সৃষ্ট হয়েছে। ব্যাপকরূপে তুমিই সর্বত্র বিদ্যমান তথা অব্যক্ত এবং জীবরূপ দুটি অনাদি প্রকৃতির (যাকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অপরা, পরা বলা হয়েছে) স্বামীও তুমিই। এইজন্য তোমাকেই আমি সর্বরূপে দেখছি॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ——*পূর্বমন্ত্রে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে যে দুটি প্রকৃতির স্বামী বলা হয়েছে, ওই অনাদি প্রকৃতিদ্বয় কী কী সেটি আগামী মন্ত্রে জানানো হচ্ছে—*

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ ৫ ॥

সরূপাঃ=নিজের মতো অর্থাৎ ত্রিগুণময় ; **বহ্বীঃ**=অনেক ; **প্রজাঃ**= ভূতসমুদয়ের ; **সৃজমানাম্**=রচনাকারিণী ; (তথা) **লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্**= রক্তিম, শ্বেত এবং কৃষ্ণবর্ণের অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী ; **একাম্**=এক ; **অজাম্**= অজাকে (অজন্মা-অনাদি প্রকৃতিকে) ; **হি**=নিশ্চয়ই ; **একঃ অজঃ**=এক অজন্মা (অজ্ঞানী জীব) ; **জুষমাণঃ**=আসক্ত হয়ে ; **অনুশেতে**=ভোগ করে ; (এবং) **অন্যঃ**=অন্য ; **অজঃ**=অজ (জ্ঞানী মহাপুরুষ) ; **এনাম্**=এই ; **ভুক্তভোগাম্**=ভুক্ত প্রকৃতিকে ; **জহাতি**=ত্যাগ করে॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত মন্ত্রে যার সঙ্কেত করা হয়েছে ওই দুটি প্রকৃতির মধ্যে একটি হল অপরা। গীতাতেও এটির উল্লেখ আছে (গীতা ৭।৪)। এই অপরা নিজ অধিষ্ঠাতা পরমদেব পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় নিজের সদৃশ অর্থাৎ ত্রিগুণময় অসংখ্য জীবদেহকে উৎপন্ন করে। ত্রিগুণময়ী অথবা ত্রিগুণাত্মিকা হওয়াতে এঁকে ত্রিবর্ণযুক্তা বলা হয়েছে। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণই এঁর তিনটি বর্ণ। সত্ত্বগুণ নির্মল এবং প্রকাশক হওয়াতে তাঁকে শ্বেত বলা হয়। রজোগুণ রাগাত্মক। এইজন্য রজোগুণকে লাল বলা হয় এবং তমোগুণ অজ্ঞানরূপ। সুতরাং তাঁকে কৃষ্ণবর্ণ বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জীবরূপ পরা অথবা চেতনকে প্রকৃতি (৭।৫), ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩।১) তথা অক্ষর পুরুষ নামে (১৫।১৬) বর্ণনা করা হয়েছে। তার দুটি ভেদ। একটি জীব, যে ওই অপরা প্রকৃতিতে আসক্ত হয়ে তার সাথে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন ভোগসমূহ নিজ কর্মানুসারে ভোগ করে। দ্বিতীয়টি জ্ঞানী পুরুষের সমুদয়। তাঁরা এই

ভোগসমূহকে ভোগের পর নিঃসার, তুচ্ছ, ক্ষণভঙ্গুর মনে করে চিরতরে পরিত্যাগ করেন। এই উভয়বিধ জীব স্বরূপত অজন্মা তথা অনাদি। এইজন্য এঁদের 'অজ' বলা হয়েছে॥ ৫ ॥[১]

সম্বন্ধ——*সেই জাগতিক ভোগ উপভোগকারী পরা প্রকৃতিরূপ জীবসমুদয় কখন এবং কীভাবে মুক্ত হতে পারে——এই জিজ্ঞাসার উত্তরে পরের মন্ত্র দুটি বলছেন——*

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥ ৬ ॥[২]

সযুজা=সদা একসাথে অবস্থানকারী ; (তথা) **সখায়া**=পরস্পর সখ্যভাবযুক্ত ; **দ্বা**=দুটি ; **সুপর্ণা**=পক্ষী (জীবাত্মা এবং পরমাত্মা) ; **সমানম্**=একই ; **বৃক্ষম্ পরিষস্বজাতে**=বৃক্ষের (শরীর) আশ্রয় নিয়ে থাকে ; **তয়োঃ**=উভয়ের মধ্যে ; **অন্যঃ**=একজন (জীবাত্মা) ; **পিপ্পলম্**=ওই বৃক্ষের ফলসমূহ (কর্মফল) ; **স্বাদু**=স্বাদ নিয়ে ; **অত্তি**=ভোজন করে ; **অন্যঃ**=অন্যজন (ঈশ্বর) ; **অনশ্নন্**=তার উপভোগ না করে ; **অভিচাকশীতি**=কেবলমাত্র নিরীক্ষণ করেন॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—যেরূপ গীতাদি গ্রন্থে জগতকে অশ্বত্থ বৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সেইরূপ এই মন্ত্রে শরীরকে অশ্বত্থবৃক্ষরূপে এবং জীবাত্মা তথা

---

[১]সাংখ্যমতাবলম্বী এই মন্ত্রটিকে সাংখ্যশাস্ত্রের বীজস্বরূপ মনে করেন। এই মন্ত্রের আধারে উক্ত দর্শন শ্রুতিসম্মত বলে সিদ্ধ হয়। সাংখ্যের প্রসিদ্ধ টীকাকার তথা অন্যান্য দর্শনসমূহের বিশ্লেষণকর্তা সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বনামধন্য শ্রীবাচস্পতি মিশ্র স্বরচিত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী নামক টীকার প্রারম্ভে এই মন্ত্রটি সামান্য পরিবর্তন করে মঙ্গলাচরণ রূপে উদ্ধৃত করে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। কাব্যময়ী ভাষায় প্রকৃতিকে একটি ত্রিবর্ণবিশিষ্টা অজারূপে চিত্রিত করেছেন। এই প্রকৃতি বদ্ধজীবরূপ অজের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের মতো ত্রিবর্ণবিশিষ্ট-ত্রিগুণযুক্ত সন্তান উৎপন্ন করে। ছাগীকে 'অজা' বলা হয়। শ্লেষের মাধ্যমে এখানে প্রকৃতির আলংকারিক বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়।

[২]এই মন্ত্রটি অথর্ববেদের কাণ্ড ৯ সূক্ত ১৪-র ২০ নং শ্লোক তথা ঋগ্বেদ মণ্ডল ১ সূক্ত ১৬৪-র ২০ তম মন্ত্রের অনুরূপ।

পরমাত্মাকে পক্ষীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপ কঠোপনিষদে জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে গুহায় প্রবিষ্ট ছায়া এবং সূর্যের তাপ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে (কঠ. ১।৩।১)। উভয়স্থলে বক্তব্য প্রায়শ একই প্রকারের। এখানে মানব শরীরকে অশ্বত্থবৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ঈশ্বর এবং জীব—উভয়ের যেন একত্র একসাথে একই হৃদয়রূপ গুহায় অবস্থান। প্রারব্ধানুসারে যে সুখ-দুঃখরূপ কর্মফল লাভ হয় তাই অশ্বত্থ বৃক্ষের ফল। এই ফল জীবাত্মারূপ পক্ষী স্বাদের মাধ্যমে ভোজন করে। অর্থাৎ হর্ষ-শোকাদির অনুভব-মাধ্যমে কর্মফল ভোগ করে। কিন্তু ঈশ্বররূপ পক্ষী এই ফল ভক্ষণ থেকে বিরত। সে কেবল পরিদর্শন করে । অর্থাৎ এই শরীরে সুখ-দুঃখের তিনি ভোক্তা হন না, কেবল সাক্ষিরূপে বিরাজমান। পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও যদি দ্রষ্টা হতে পারে তাহলে তারও কর্মফলের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। জীবাত্মার সম্বন্ধে পূর্বমন্ত্রে একথা বলা হয়েছে যে, জীবাত্মা প্রকৃতিকে উপভোগ করার পর তাকে অসার ভেবে পরিত্যাগ করে, তার থেকে বিমুখ হন। তার ক্ষেত্রে পুনঃ প্রকৃতি অর্থাৎ জাগতিক সত্তা থাকে না। তখন জীবাত্মা এবং তাঁর সখা—এই দুইই থাকে এবং তাঁরা পারস্পরিক সখ্য অর্থাৎ গভীর প্রেমের আনন্দে নিমগ্ন থাকেন ॥ ৬ ॥ মুণ্ডকে ৩।১।১—এ এই মন্ত্র এইভাবেই উল্লিখিত রয়েছে।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ ৭ ॥

সমানে বৃক্ষে=পূর্বোক্ত শরীররূপ একই বৃক্ষে অবস্থানকারী ; **পুরুষঃ**= জীবাত্মা ; **নিমগ্নঃ**=গভীর আসক্তিতে নিমজ্জিত ; (অতএব) **অনীশয়া**= অসমর্থ হওয়ার জন্য (দীনতাপূর্বক) ; **মুহ্যমানঃ**=মুহ্যমান হয়ে ; **শোচতি**= শোক করে ; **যদা**=যখন (শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপায়) ; **জুষ্টম্**=ভক্ত দ্বারা নিত্য সেবিত ; **অন্যম্**=নিজ থেকে ভিন্ন ; **ঈশম্**=পরমেশ্বরকে ; (এবং) **অস্য**= এঁর ; **মহিমানম্**= আশ্চর্য মহিমাকে ; **পশ্যতি**=প্রত্যক্ষ করে ; **ইতি**= তখন ; **বীতশোকঃ**=সর্বতোভাবে শোকরহিত ; [ভবতি]=হয়॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত শরীররূপ একই বৃক্ষে হৃদয়রূপ গুহায় পরমাত্মার সাথে অবস্থানকারী এই জীবাত্মা পরম সুহৃদ পরমেশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করে না।

জীবাত্মা শরীরেই আসক্ত হয়ে মোহে নিমজ্জিত থাকে। যতক্ষণ শরীরের প্রতি আসক্তি এবং মোহ থাকে ততক্ষণ জীবাত্মাকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। কিন্তু যখন শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা হয় তখন জীবাত্মা নিজ থেকে ভিন্ন, একসঙ্গে অবস্থানকারী, পরম সুহৃদ, পরমপ্রিয় প্রভুকে চিনতে পারে। ভক্তজন দ্বারা যিনি নিরন্তর সেবিত সেই পরমেশ্বরকে তথা তাঁর আশ্চর্য মহিমাকে — যা সংসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশমান, জীবাত্মা যখন অবলোকন করে তখন সে চিরতরে শোকশূন্য হয়। মুণ্ডক ৩।১।২-এর মন্ত্রের সাথে এই মন্ত্রের সাদৃশ্য বিদ্যমান॥ ৭ ॥

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইৎ তদ্ বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥ ৮ ॥[১]

যস্মিন্=যাঁর মধ্যে ; **বিশ্বে**=সমস্ত ; **দেবাঃ**=দেবগণ ; **অধি**=ভালোভাবে ; **নিষেদুঃ**=স্থিত ; **(তস্মিন্)**=সেই ; **অক্ষরে**=অবিনাশী ; **পরমে ব্যোমন্**= পরব্যোমে ; **ঋচঃ**=সম্পূর্ণ বেদ বিদ্যমান ; **যঃ**=যে মানুষ ; **তম্**=তাঁকে ; **ন বেদ**=জানে না ; **[সঃ]**=সে ; **ঋচা**=ঋচা (বেদের) দ্বারা ; **কিম্**=কি ; **করিষ্যতি**= সিদ্ধ করবে ; **ইৎ**=কিন্তু ; **যে**=যারা ; **তৎ**=তাঁকে ; **বিদুঃ**=জানে ; **তে**=তারা ; **ইমে**=এতে ; **সমাসতে**=সম্যক্‌রূপে অবস্থিত॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের অবিনাশী দিব্য চেতন পরম আকাশস্বরূপ পরমধামে যে দেবগণ অর্থাৎ পরমাত্মার পার্ষদগণ তাঁর সেবা মাধ্যমে বসবাস করেন, বেদসমূহও সেখানে পার্ষদরূপে মূর্তিমান হয়ে শ্রীভগবানের সেবা করেন। যে মানুষ ওই পরমধামস্থ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানে না তথা এই রহস্যকেও জানে না যে সমস্ত বেদ পরমাত্মার সেবক, তাঁরই অঙ্গভূত পার্ষদ, তারা বেদ দ্বারা নিজের কী প্রয়োজন সিদ্ধ করবে ? অর্থাৎ কিছুই সিদ্ধ করতে পারবে না। কিন্তু ওই পরমাত্মাকে যে তত্ত্বত জানে সে ওই পরমধামে সম্যক্‌রূপে অবস্থান করে এবং সেখান থেকে কদাপি

[১]এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদে মণ্ডল ১ সূত্র ১৬৪-র ৩৯ সংখ্যক এবং অথর্ববেদের ৯।১৫।১৮তেও পরিলক্ষিত হয়।

প্রত্যাবর্তন করে না॥ ৮ ॥

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥৯॥

ছন্দাংসি=ছন্দ ; যজ্ঞাঃ=যজ্ঞ ; ক্রতবঃ=ক্রতু (জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি বিশেষ যজ্ঞ) ; ব্রতানি=নানাপ্রকার ব্রত ; চ=তথা ; যৎ=আরও যা কিছু ; ভূতম্=ভূত ; ভব্যম্= ভাবী এবং বর্তমানরূপে ; বেদাঃ=বেদ ; বদন্তি=বর্ণনা করেন ; এতৎ বিশ্বম্= এই সম্পূর্ণ জগৎকে ; মায়ী=প্রকৃতির অধিপতি পরমেশ্বর ; অস্মাৎ=এর থেকে (পূর্বোক্ত মহাভূতাদি তত্ত্ব সমুদায় থেকে) ; সৃজতে=রচনা করেন ; চ=তথা ; অন্যঃ=অন্য (জীবাত্মা) ; তস্মিন্=ওই প্রপঞ্চে ; মায়য়া=মায়া দ্বারা ; সন্নিরুদ্ধঃ=সম্যক্‌রূপে বদ্ধ হয়॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—বেদ মন্ত্ররূপ ছন্দ, যজ্ঞ, ক্রতু অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি বিশেষ যজ্ঞ, নানাপ্রকার ব্রত অর্থাৎ শুভকর্ম, সদাচার ও নিয়ম এবং অন্যান্য যে সমস্ত অতীতের, ভবিষ্যতের এবং বর্তমান কালের পদার্থ বিদ্যমান, যেগুলির বর্ণনা বেদে উপলব্ধ—সেই সমস্তকে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর নিজ অংশভূত পূর্বোক্ত পঞ্চভূত আদি তত্ত্বসমুদয় মাধ্যমে রচনা করেন। এই রচিত জগতে অন্য অর্থাৎ জ্ঞানী মহাপুরুষ ভিন্ন জীবসমুদয় মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়। যতদিন পর্যন্ত পরমদেব পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার না হয় ততদিন পর্যন্ত জীবকে মায়াবদ্ধই থাকতে হয়। মায়া থেকে তার মুক্তি সম্ভব হয় না। অতএব মানুষের পক্ষে পরমাত্মাকে জানার এবং তৎপ্রাপ্তিহেতু উৎকণ্ঠা, সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা একান্ত প্রয়োজন॥ ৯ ॥

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥ ১০ ॥

মায়াম্=মায়া ; তু= (তো) ; প্রকৃতিম্=প্রকৃতিকে ; বিদ্যাৎ=জানতে হবে ; তু=এবং ; মায়িনম্=মায়াপতি ; মহেশ্বরম্=মহেশ্বরকে জানতে হবে ; তস্য তু=তাঁর ; অবয়বভূতৈঃ=অঙ্গভূত-কারণ-কার্যসমুদয়ে ; ইদম্=এই ; সর্বম্= সম্পূর্ণ ; জগৎ=জগৎ ; ব্যাপ্তম্=ব্যাপ্ত॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—এই প্রকরণে 'মায়া' নামে যার বর্ণনা করা হয়েছে সেটি হল

শ্রীভগবানের শক্তিরূপা প্রকৃতি এবং সেই মায়া নাম্নী শক্তিরূপা প্রকৃতির অধিপতি হলেন পরব্রহ্ম পরমাত্মা মহেশ্বর। এইরূপে উভয়কে পৃথকরূপে বুঝতে হবে। পরমেশ্বরের শক্তিরূপা প্রকৃতিরই অঙ্গভূত কারণ-কার্য-সমুদয়ে এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপ্ত রয়েছে॥ ১০ ॥

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যস্মিন্নিদং স চ বি চৈতি সর্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১১ ॥

যঃ=যিনি ; একঃ=একাই ; যোনিম্ যোনিম্ অধিতিষ্ঠতি=প্রতিটি যোনির অধিষ্ঠাতা ; যস্মিন্=যাঁর মধ্যে ; ইদম্=এই ; সর্বম্=সমস্ত জগৎ ; সমেতি= প্রলয়কালে বিলীন হয় ; চ=এবং ; ব্যেতি চ=সৃষ্টিকালে বিবিধরূপে প্রকটও হয় ; তম্=সেই ; ঈশানম্=সর্বনিয়ন্তা ; বরদম্=বরদায়ক ; ঈড্যম্=স্তুত্য ; দেবম্=পরমদেব পরমেশ্বরকে ; নিচায্য=তত্ত্বত জেনে ; (মানুষ) অত্যন্তম্= শাশ্বত ; ইমাম্=এই (মুক্তিরূপ) ; শান্তিম্=পরম শান্তি ; এতি=লাভ করে॥ ১১॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বর প্রতিটি প্রজাতির (প্রাণীর) একমাত্র অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠান। জগতে যতপ্রকার কারণ স্বীকৃত, সে সবের একমাত্র তিনিই হলেন অধিষ্ঠাতা। কোনো কার্য উৎপন্ন করার শক্তি সর্বকারণের মূলকারণ একমাত্র পরমাত্মাতেই বিদ্যমান। পরমাত্মাই সকলকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তথা সকলের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন। এই নিখিল বিশ্ব প্রলয়কালে পরব্রহ্মেই বিলীন হয় আবার পুনঃ সৃষ্টিকালে তাঁর থেকেই নানা রূপে উৎপন্ন হয়ে প্রকাশিত হয়। ওই সর্বনিয়ন্তা বরদায়ক, একমাত্র স্তুত্য, পরমদেব, সর্বসুহৃদ, সর্বেশ্বর পরমাত্মাকে জেনে জীব পরমনির্বাণরূপ প্রশান্তি লাভ করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় একে শাশ্বতী শান্তি (৯।৩১), পরা শান্তি (১৮।৬২) প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে॥ ১১ ॥

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ১২ ॥

যঃ=যিনি ; রুদ্রঃ=রুদ্র ; দেবানাম্=ইন্দ্রাদির ; প্রভবঃ=উৎপাদক ; চ= এবং ; উদ্ভবঃ=বর্ধক ; চ=তথা ; (যিনি) বিশ্বাধিপঃ=বিশ্বের অধিপতি ;

মহর্ষিঃ= (এবং) মহান জ্ঞানী (সর্বজ্ঞ) ; (যিনি সর্বপ্রথম) **জায়মানম্**= উৎপন্ন ; **হিরণ্যগর্ভম্**=হিরণ্যগর্ভকে ; **পশ্যত**=দেখেছিলেন ; **সঃ**=সেই পরমদেব পরমেশ্বর ; **নঃ**=আমাদিগকে ; **শুভয়া বুদ্ধ্যা**=শুভ বুদ্ধি দ্বারা ; **সংযুনক্তু**=সংযুক্ত করুন॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—রুদ্ররূপ পরমেশ্বর, যিনি সকলের নিয়ন্ত্রক, ইন্দ্রাদি সকল দেবতাগণকে সৃষ্টি করেন এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করেন তথা যিনি সর্বাধিপতি এবং মহান জ্ঞানসম্পন্ন (সর্বজ্ঞ), যিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্বপ্রথমে উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভকে দেখেছিলেন অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মারও প্রাগ্‌বর্তী, সেই পরমদেব পরমাত্মা আমাদের শুভবুদ্ধি-সংযুক্ত করুন। তাহলে আমরা তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে লাভ করতে সমর্থ হব। শুভবুদ্ধি তাকেই বলা হয় যা জীবকে পরম কল্যাণময় পরমাত্মার দিকে নিয়ে যায়। গায়ত্রী মন্ত্রেও এই বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এই উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এই মন্ত্র আলোচিত হয়েছে (৩।৪)॥ ১২ ॥

যো দেবানামধিপো যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১৩ ॥

যঃ=যিনি ; **দেবানাম্**=সমস্ত দেবগণের ; **অধিপঃ**=অধিপতি ; **যস্মিন্**=যাঁর মধ্যে ; **লোকাঃ**=সমস্ত লোক ; **অধিশ্রিতাঃ**=সর্বপ্রকারে অধিশ্রিত ; **যঃ**=যিনি ; **অস্য**=এই ; **দ্বিপদঃ**=দ্বিপদবিশিষ্ট ; (এবং) **চতুষ্পদঃ**=চতুষ্পদযুক্ত সমস্ত জীবসমুদয়ের ; **ঈশে**=শাসনকারী ; (সেই) **কস্মৈ দেবায়**=আনন্দস্বরূপ পরমদেব পরমেশ্বরকে ; (আমরা) **হবিষা**=হবিঃ অর্থাৎ শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্বক বস্তু প্রদান করে যেন ; **বিধেম**=পূজা করি॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—যে সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর সমস্ত দেবতার অধিপতি, যাঁর মধ্যে নিখিল বিশ্ব আশ্রিত অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং অব্যক্ত অবস্থায় যিনি সর্বদাই সকলের আশ্রয়, যিনি দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ তথা সকল প্রাণীরও প্রশাসক, সেই আনন্দস্বরূপ পরমদেব সর্বাধার সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে আমরা শ্রদ্ধাপূর্বক হবিঃ প্রদান করে যেন পূজা করি। অর্থাৎ সর্বস্ব তাঁকে সমর্পণ করে যেন আমরা তাঁর চিন্তায় নিমগ্ন থাকি। এই হল তাঁকে পাওয়ার সহজ উপায়॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১৪ ॥[১]

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মম্=(যিনি) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ; **কলিলস্য মধ্যে**=হৃদয়গুহারূপ গুহ্যস্থানে অবস্থিত ; **বিশ্বস্য**=অখিল বিশ্বের ; **স্রষ্টারম্**=স্রষ্টাকারী ; **অনেকরূপম্**=অনেকরূপধারীকে ; **বিশ্বস্য পরিবেষ্টিতারম্**=জগতের সর্ব-দিকের পরিবেষ্টিতাকে ; **একম্**=এক ; **শিবম্**=কল্যাণস্বরূপ মহেশ্বরকে ; **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞাত হয়ে ; (মানব) **অত্যন্তম্**=আত্যন্তিক ; **শান্তিম্**=শান্তি ; **এতি**=লাভ করে॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—যে পরব্রহ্ম পরমাত্মা সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম—অর্থাৎ যাঁকে তাঁর কৃপা ব্যতীত জানা যায় না, যিনি নিখিল জীবকুলের হৃদয়রূপ গুহায় বিরাজমান, যাঁর অবস্থান সর্বাধিক নিকটে ; যিনি অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, স্বয়ং যিনি বিশ্বরূপ হয়ে নানা রূপ ধারণ করেন, আবার নিরাকার হয়েও যিনি ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করে রয়েছেন, সেই সর্বোপরি অদ্বিতীয় একমাত্র কল্যাণস্বরূপ মহান ঈশ্বরকে অবগত হয়ে মানুষ অসীম, অবিনাশী এবং অতিশয় প্রশান্তি লাভ করেন ; কেননা সেই মহাপুরুষ এই অশান্ত জাগতিক প্রপঞ্চ থেকে দূরে থাকেন॥ ১৪ ॥

স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি॥ ১৫॥

সঃ এব=তিনিই ; **কালে**=সময়মতো ; **ভুবনস্য গোপ্তা**=নিখিল ভুবনের রক্ষক ; **বিশ্বাধিপঃ**=বিশ্বের অধিপতি ; (এবং) **সর্বভূতেষু**=সকল প্রাণিমধ্যে ; **গূঢ়ঃ**=প্রচ্ছন্ন রূপে অবস্থান করছেন ; **ব্রহ্মর্ষয়ঃ**=বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ ; **চ**=এবং ; **দেবতা**= দেবতাগণও ; **যস্মিন্**=যাঁতে ; **যুক্তাঃ**=ধ্যানে সংলগ্ন ; **তম্**=সেই (পরমদেব পরমেশ্বরকে) ; **এবম্**=এইভাবে ; **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞাত হয়ে ; (মানুষ) **মৃত্যুপাশান্**= মৃত্যুর বন্ধনসমূহকে ; **ছিনত্তি**=ছেদন করে॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—যাঁর বারবার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই পরমদেব পরমেশ্বর

---

[১]এই মন্ত্র এই উপনিষদে ৫।১৩তেও উল্লিখিত রয়েছে। এখানে সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

সময়ানুসারে সমস্ত সংসারের সংরক্ষক। সম্পূর্ণ সংসারের অধিপতিও তিনি। সমস্ত প্রাণীর হৃদয়গহ্বরে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছেন। সমস্ত বেদরহস্যজ্ঞ ঋষিগণ এবং সকল দেবতা ধ্যানমাধ্যমে তাঁতেই চিন্তামগ্ন থাকেন। তাঁরই স্মরণে, চিন্তনে, মননে ঋষিগণ কালাতিপাত করেন। এইভাবে পরমেশ্বরকে জেনে মানব সমস্ত জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করে। পুনরায় কখনো প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, চিরতরে মুক্তি লাভ করে॥ ১৫ ॥

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ ১৬ ॥

শিবম্=কল্যাণস্বরূপ ; **একম্ দেবম্**=এক (অদ্বিতীয়) পরমদেবকে ; **ঘৃতাৎ পরম্**=নবনীতের উপর স্থিত ; **মণ্ডম্ ইব**=সারভাগের মতো ; **অতিসূক্ষ্মম্**=অত্যন্ত সূক্ষ্ম ; (এবং) **সর্বভূতেষু**=সমস্ত প্রাণিমধ্যে ; **গূঢ়ম্**=নিগূঢ় ; **জ্ঞাত্বা**=জেনে ; (তথা) **বিশ্বস্য পরিবেষ্টিতারম্**=বিশ্বের সর্বদিকের পরিবেষ্টিতা ; **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞাত হয়ে ; (মানুষ) **সর্বপাশৈঃ**=সমস্ত বন্ধন থেকে ; **মুচ্যতে**=মুক্ত হয়॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—যিনি, নবনীতের উপরিভাগে স্থিত সারভাগের ন্যায় সমস্ত কিছুর সার বস্তু এবং অতীব সূক্ষ্ম, সেই কল্যাণস্বরূপ একমাত্র পরমেশ্বরকে সমস্ত ভূতমধ্যে নিগূঢ়রূপে বিরাজমান তথা সংসারের সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত বলে জানলে মানুষ সমস্ত বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত হয়॥১৬॥

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ১৭॥

এষঃ=এই ; **বিশ্বকর্মা**=বিশ্বকর্তা ; **মহাত্মা**=মহাত্মা ; **দেবঃ**=পরমেশ্বর ; **সদা**=সর্বদা ; **জনানাম্**=সমস্ত মানুষের ; **হৃদয়ে**=হৃদয়ে ; **সন্নিবিষ্ট**=সমগ্র-রূপে অবস্থিত ; (তথা) **হৃদা**=হৃদয় দ্বারা ; **মনীষা**=বুদ্ধি দ্বারা ; (এবং) **মনসা**=মনদ্বারা ; **অভিক্লৃপ্তঃ**=ধ্যানে আনীত হলে ; **[আবির্ভবতি]**=প্রত্যক্ষ হন ; **যে**=যে সমস্ত সাধক ; **এতৎ**=এই রহস্য ; **বিদুঃ**=জ্ঞাত হন ; **তে**=তাঁরা ; **অমৃতাঃ**=অমৃতস্বরূপ ; **ভবন্তি**=হন॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—এই নিখিল চরাচরের সৃষ্টিকর্তা মহাত্মা অর্থাৎ সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী পরমদেব পরমেশ্বর সর্বদা মানব হৃদয়ে বিরাজমান। তাঁর গুণাবলী শ্রবণে দ্রবীভূত হলে এবং বিশুদ্ধ নির্মল হৃদয় দ্বারা, স্থির বুদ্ধি দ্বারা তথা একাগ্র চিত্তে নিরন্তর ধ্যান দ্বারা তিনি প্রত্যক্ষ হন। যে সাধক এই রহস্য অবগত, তিনি তাঁকে লাভ করে অমৃতস্বরূপ হয়ে যান। তিনি চিরতরে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি লাভ করেন॥ ১৭ ॥

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসঞ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎসবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥১৮॥

যদা=যখন ; **অতমঃ (স্যাৎ)**=অজ্ঞানময় অন্ধকারের সম্পূর্ণরূপে অভাব হয় ; **তৎ**[১]=তখন (অনুভব্য তত্ত্ব) ; **ন**=না ; **দিবা**=দিন ; **ন**=না ; **রাত্রিঃ**=রাত্রি ; **ন**=না ; **সন্**=সৎ ; **চ**=এবং ; **ন**=না ; **অসন্**=অসৎ ; **কেবলঃ**=কেবল বিশুদ্ধ ; **শিবঃ এব**=কল্যাণময় শিবই ; **তৎ**=তিনি ; **অক্ষরম্**=সর্বতোভাবে অবিনাশী ; **তৎ**=তিনি ; **সবিতুঃ**=সূর্যাভিমানী দেবতারও ; **বরেণ্যম্**=বরেণ্য ; **চ**=তথা ; **তস্মাৎ**=তাঁর থেকেই ; **পুরাণী**=পুরাতন ; **প্রজ্ঞা**=জ্ঞান ; **প্রসৃতা**=বিস্তারিত॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—যখন অজ্ঞানান্ধকার চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়, তখন প্রত্যক্ষ তত্ত্বকে দিন বা রাত্রি কিছুই বলা যায় না। অর্থাৎ ওই তত্ত্বকে দিনের মতো প্রকাশময় অথবা রাত্রির ন্যায় অন্ধকারময় বলা সম্ভব নয়। তার কারণ হল, তিনি ওই দুটি থেকে অনুপম বস্তু। সেখানে জ্ঞানের বা অজ্ঞানের কোনো ভেদ নেই। তিনি না সৎ তথা না অসৎ এবং উভয় থেকে অনুপম। একমাত্র কল্যাণস্বরূপ শিবই হলেন সেই তত্ত্ব। তিনি সর্বতোভাবে অবিনাশী। সূর্যাদি সকল দেবতাগণেরও তিনি উপাস্য। তাঁর থেকেই অনাদি জ্ঞান চলে আসছে তথা বিস্তারিত হয়েছে। অর্থাৎ পরমাত্মাকে জানার এবং লাভ করার সাধন অধিকারিগণ পরম্পরা থেকে লাভ করে আসছেন॥ ১৮ ॥

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥ ১৯ ॥

---

[১]তৎ—এটি অব্যয় পদ, এখানে 'তদা' অর্থে এটির প্রয়োগ হয়েছে।

এনম্=এই পরমাত্মাকে ; (কেউ) **ন**=না ; **ঊর্ধ্বম্**=উপর থেকে ; **ন**=না ; **তির্যঞ্চম্**=এদিক-ওদিক থেকে ; (এবং) **ন**=না ; **মধ্যে**=মধ্যভাগে ; **পরিজগ্রভৎ**=পরিগ্রহণ করতে সক্ষম ; **যস্য**=যাঁর ; **মহদ্‌যশঃ**=মহান যশ ; **নাম**= নাম আছে ; **তস্য**=তাঁর ; **প্রতিমা**=কোনো উপমা ; **ন অস্তি**=নেই॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—পূর্বে কয়েকটি মন্ত্রের মাধ্যমে যাঁর বর্ণনা করা হয়েছে সেই পরম প্রাপ্য পরব্রহ্মকে কোনো মানব উপর থেকে, নীচ থেকে, পাশ বা মধ্যভাগ থেকে পরিগ্রহণ করতে পারে না। তার কারণ তিনি গ্রাহ্যাতীত বস্তু। শাস্ত্রে তাঁকে জানার বা পাওয়ার জন্য যে কথা বলা হয়েছে তার রহস্য একমাত্র তিনিই বুঝবেন যিনি তাঁকে লাভ করেছেন। তিনিও বাণী দ্বারা তাঁর বর্ণনা করতে পারেন না। তার কারণ হল মন এবং বাণী সেখানে পৌঁছাতে পারে না। তিনি সমস্ত পদার্থ থেকে বিলক্ষণ বস্তু। যাঁর নাম 'মহান যশ'। যাঁর 'মহান যশ' সর্বত্র ব্যাপ্ত, সেই পরাৎপর ব্রহ্মের কোনো উপমা নেই যার দ্বারা তাঁকে জানা যাবে বা জানানো যাবে। তিনি ভিন্ন অন্য কেউ থাকলে বা কোনো বস্তু থাকলে তার সঙ্গে উপমা দেওয়া সম্ভব ! এইজন্য মানুষের ওই পরম প্রাপ্য তত্ত্বকে জানার এবং পাওয়ার অভিলাষ হওয়া উচিত॥ ১৯ ॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২০ ॥

অস্য=এই পরব্রহ্ম পরমাত্মার ; **রূপম্**=স্বরূপ ; **সন্দৃশে**=দৃষ্টিতে ; **ন তিষ্ঠতি**= থাকে না ; **এনম্**=এই পরমাত্মাকে ; **কশ্চন**=কেউ ; **চক্ষুষা**=চক্ষু-দ্বারা ; **ন পশ্যতি**=দেখে না ; **যে**=যে সমস্ত সাধক ; **এনম্**=এই ; **হৃদিস্থম্**=হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে ; **হৃদা**=ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে ; (তথা) **মনসা**=নির্মল মন দ্বারা ; **এবম্**=এইরূপ ; **বিদুঃ**=জানেন ; **তে**=তাঁরা ; **অমৃতাঃ**=অমৃতস্বরূপ (অমর) ; **ভবন্তি**=হন॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মস্বরূপ চক্ষুর সামনে প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় দৃষ্ট হন না। যখন সাধক মন দ্বারা তাঁর চিন্তন করেন তখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে কখনো

কখনো ওই আনন্দময় পরমেশ্বরের স্বরূপের ক্ষণিক প্রকাশ হয়। কিন্তু সেটি নিশ্চল থাকে না। প্রাকৃত চর্মচক্ষু দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করা আদৌ সম্ভব নয়। কৃপাময় যাঁকে কৃপা করে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন তিনিই দিব্য নেত্র মাধ্যমে তাঁকে দর্শন করেন। যে যে সাধক এই রহস্যকে অবহিত হয়ে নিজ হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে, তাঁর গুণ তথা প্রভাবের কথা শ্রবণ করে ভক্তিভাবাপ্লুত হৃদয়ে, নির্মল মনে নিরন্তর তাঁর চিন্তন, মনন এবং নিদিধ্যাসনে রত থাকেন, তাঁরা অমৃতত্ব লাভ করেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত হন॥ ২০ ॥

সম্বন্ধ——*এইভাবে পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং প্রাপ্তির ফলের বর্ণনা করে আগামী দুটি মন্ত্রে প্রথমে মুক্তিহেতু এবং পরে সাংসারিক ভয় থেকে রক্ষার জন্য ওই পরমাত্মার নিকট প্রার্থনার প্রকার বলা হচ্ছে—*

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্‌ভীরুঃ প্রপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥ ২১ ॥

রুদ্র=হে সংহারকর্তা রুদ্রদেব ! ; অজাতঃ=তুমি অজন্মা ; ইতি এবম্=এইরূপ বুঝে ; কশ্চিৎ=কোনো ; ভীরুঃ=জন্ম এবং মৃত্যুর ভয়ে ভীত মানুষ ; প্রপদ্যতে=তোমার শরণ নেয় ; (আমিও সেইরূপই সুতরাং) তে=তোমার ; যৎ=যে ; দক্ষিণম্=দক্ষিণ (কল্যাণময়) ; মুখম্=মুখ ; তেন= তার দ্বারা ; (তু) নিত্যম্=নিত্য ; মাম্ পাহি=আমাকে জন্ম-মৃত্যুরূপ ভয় থেকে রক্ষা করো॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—হে রুদ্রদেব ! সকলের সংহারকর্তা পরমেশ্বর ! তুমি তো স্বয়ং অজন্মা। অন্যকেও জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্ত করা তোমার স্বভাব। এইরূপ বুঝে জন্ম-মৃত্যুরূপ ভয়ে ভীত সাধক সংসারচক্র থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তোমার শরণ গ্রহণ করে। আমিও এই সংসারচক্র থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তোমার শরণে এসেছি ; অতএব, তোমার যে দক্ষিণমুখ অর্থাৎ যা পরম শান্ত কল্যাণময় স্বরূপ তার দ্বারা তুমি আমাকে এই জন্ম-মৃত্যুরূপ মহান ভয় থেকে রক্ষা করো। আমাকে চিরদিনের জন্য ভীতিমুক্ত করো॥ ২১ ॥

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে॥ ২২ ॥[১]

রুদ্র=হে সংহারকর্তা রুদ্রদেব ! ; [বয়ম্]=আমরা ; হবিষ্মন্তঃ=নানাপ্রকার হবিঃ নিয়ে ; সদম্=সদা ; ইৎ=ই ; ত্বা=তোমাকে ; (রক্ষাহেতু) হবামহে= আহ্বান করি ; (অতএব) ভামিতঃ=কুপিত হয়ে ; মা=না ; নঃ=আমাদের ; তোকে=পুত্রগণের প্রতি ; (এবং) তনয়ে=পৌত্রগণের প্রতি ; মা=না ; নঃ=আমাদের ; আয়ুষি=আয়ুতে ; মা=না ; নঃ=আমাদের ; গোষু=গোধনের প্রতি ; (এবং) মা=না ; নঃ=আমাদের ; অশ্বেষু=অশ্বদের প্রতি ; রীরিষঃ=কোনোরূপ হিংসা কোরো না ; (তথা) নঃ=আমাদের ; বীরান্ মা বধীঃ=বীর পুরুষগণের নাশ কোরো না॥ ২২

ব্যাখ্যা—সকলের সংহারকর্তা হে রুদ্রদেব ! আমরা বিভিন্ন প্রকার হবিঃ সমর্পণের দ্বারা তোমাকে আহ্বান করি। তুমিই আমাদের রক্ষা করতে সমর্থ। এইজন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের প্রতি কদাপি কুপিত হয়ো না এবং আমাদের পুত্র-পৌত্রগণের, আমাদের জীবনের, তথা গো, অশ্বাদির কোনোরূপ ক্ষতি কোরো না। আমাদের মধ্যে যাঁরা সাহসী, বীরপুরুষ আছেন তাঁদেরও বিনাশ কোরো না। অর্থাৎ সব দিকে আমাদের এবং আমাদের ধন-জনাদিকে রক্ষা করো॥ ২২ ॥

॥ চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥ ১ ॥

যত্র=যে ; ব্রহ্মপরে=ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; গূঢ়ে=নিগূঢ় ; অনন্তে= অসীম ; তু=এবং ; অক্ষরে=পরম অক্ষর পরমাত্মাতে ; বিদ্যাবিদ্যে=বিদ্যা

---

[১]এটি যজুর্বেদের ১৬ অধ্যায়ের ১৬তম এবং ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০, সূক্ত ১১৪-র অষ্টম মন্ত্রের অনুরূপ ।

এবং অবিদ্যা ; দ্বে=উভয়েই ; নিহিতে=নিহিত ; (তিনিই ব্রহ্ম) ; ক্ষরম্=(এখানে) বিনাশশীল জড়বর্গকে ; তু=কিন্তু ; অবিদ্যা=অবিদ্যা নামে বলা হয়েছে ; তু=এবং ; অমৃতম্ হি=অবিনাশী বর্গই (জীবসমুদায়ই) ; বিদ্যা=বিদ্যা নামে উক্ত ; তু=তথা ; যঃ=যিনি ; বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে=উপযুক্ত বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে শাসন করেন ; সঃ=তিনি ; অন্যঃ=এই উভয় থেকে ভিন্ন, সর্বতোভাবে অনুপম॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—যে পরমেশ্বর ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, নিজ মায়ারূপ যবনিকায় লুকিয়ে আছেন, যিনি অসীম এবং অবিনাশী অর্থাৎ দেশকালাতীত তথা যাঁর কদাপি কোনোপ্রকারে বিনাশ হয় না তথা যে পরমাত্মাতে অবিদ্যা ও বিদ্যা—উভয়ই বিদ্যমান অর্থাৎ উভয়েই যাঁর আধারে বিরাজমান তিনিই পূর্ণব্রহ্ম পুরুষোত্তম। এই মন্ত্রে পরিবর্তনশীল, উৎপত্তি-বিনাশশীল ক্ষরতত্ত্বকে অবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ তা জড়। জড়ে জ্ঞানের সর্বতোভাবে অভাব। তদ্‌ভিন্ন যিনি জন্মমৃত্যুরহিত, যাঁর ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না, সেই অবিনাশী কূটস্থ তত্ত্ব (জীব সমুদয়) বিদ্যা নামে খ্যাত, কারণ তা চেতন, বিজ্ঞানময়। উপনিষদে কোনো কোনো স্থানে তাঁকে বিজ্ঞানাত্মা বলা হয়েছে। এখানে শ্রুতি স্বয়ংই বিদ্যা এবং অবিদ্যার পরিভাষা করেছেন। অতএব, অর্থান্তর কল্পনা অনাবশ্যক। যিনি এই বিদ্যা এবং অবিদ্যা নামে ক্ষর এবং অক্ষর উভয়ের উপর শাসন করেন, উভয়ের স্বামী, উভয়েই যাঁর শক্তি এবং প্রকৃতি, সেই পরমেশ্বর এই উভয় থেকে ভিন্ন, সর্বতোভাবে বিলক্ষণ অনুপম। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও বলা হয়েছে—'**উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ**' (১৫।১৭)॥ ১ ॥

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ॥ ২ ॥

যঃ=যিনি ; একঃ=একাই ; যোনিম্ যোনিম্=প্রতি যোনিতে ; বিশ্বানি রূপাণি=সমস্ত রূপে ; চ=এবং ; সর্বাঃ যোনীঃ=সমস্ত কারণে ; অধিতিষ্ঠতি=আধিপত্য করেন ; যঃ=যিনি ; অগ্রে=সর্বপ্রথমে ; প্রসূতম্=উৎপন্ন ; কপিলম্ ঋষিম্=কপিল ঋষিকে (হিরণ্যগর্ভকে) ; জ্ঞানৈঃ=সর্বপ্রকার জ্ঞান দ্বারা ;

বিভর্তি=পুষ্ট করেন ; **চ**=তথা ; (যিনি) **তম্**=ওই কপিল (ব্রহ্মা)-কে ; **জায়মানম্**=(সর্বপ্রথম) উৎপন্ন হতে ; **পশ্যেৎ**=দেখেছিলেন (তিনিই পরমাত্মা)॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—এই জগতে দেব, দানব, মানব, পশু, কীট, পতঙ্গ আদি যতপ্রকার যোনি আছে তথা প্রত্যেক যোনিতে যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি পরিদৃষ্ট হয়, সে সকলের এবং তাদের পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত আদি সমস্ত তত্ত্বের যিনি একমাত্র অধিপতি, অর্থাৎ ওই সমস্ত যাঁর অধীন, যিনি সর্বপ্রথম উৎপন্ন কপিল ঋষিকে[১] অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে প্রত্যেক সর্গের প্রারম্ভে সমস্ত প্রকার জ্ঞানে পুষ্ট করেন, যিনি সর্বপ্রথম উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভকে দেখেছিলেন, তিনিই হলেন সর্বশক্তিমান সর্বাধার সকলের স্বামী পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম॥ ২ ॥

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥ ৩ ॥

এষঃ=এই ; **দেবঃ**=পরমদেব (পরমেশ্বর) ; **অস্মিন্ ক্ষেত্রে**=এই জগত (সৃষ্টির সময়) ; **একৈকম্**=এক এক ; **জালম্**=জালকে (বুদ্ধি আদি এবং আকাশাদি তত্ত্বকে) ; **বহুধা**=অনেক প্রকারে ; **বিকুর্বন্**=বিভক্ত করে ; (তার) **সংহরতি**=(প্রলয়কালে) সংহার করেন ; **মহাত্মা**=(সেই) মহামনা ; **ঈশঃ**=ঈশ্বর ; **ভূয়ঃ**=পুনঃ (সৃষ্টিকালে) ; **তথা**=পূর্বের মতো ; **পতয়ঃ সৃষ্ট্বা**=সমস্ত লোকপালের সৃষ্টি করে ; **সর্বাধিপত্যম্ কুরুতে**=(স্বয়ং) সকলের আধিপত্য করেন॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—পরমদেব পরমেশ্বর এই জগৎরূপ ক্ষেত্র সৃষ্টির সময় এক একটি জালকে অর্থাৎ বুদ্ধি এবং আকাশাদি নিজ প্রকৃতিগুলিকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করে প্রত্যেক প্রকৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, নাম এবং শক্তিযুক্ত করে তার বিস্তার করেন এবং স্বয়ং-ই প্রলয়কালে ওই সবের সংহার করেন। সেই মহামনা

---

[১]কতিপয় বিদ্বান কপিল শব্দ দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রীয় আদি বক্তা এবং প্রবর্তক ভগবান কপিল মুনিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং তাঁর দ্বারা উপদিষ্ট মতের সুপ্রাচীনত্ব এবং প্রামাণিকতা সিদ্ধ করেছেন।

পরমেশ্বর পুনঃ সৃষ্টিকালে পূর্বের মতো সমস্ত লোকের এবং তাদের অধিপতির সৃষ্টি করে স্বয়ং -ই ওই সবের অধিষ্ঠাতা হয়ে তাদের শাসন করেন। তাঁর লীলা তর্কের দ্বারা অবোধ্য। তর্কে তাঁর রহস্য বোধগম্য হয় না। তাঁর সেবকগণই তাঁর লীলা-রহস্য কিঞ্চিৎ অনুধাবনে সক্ষম॥ ৩ ॥

সর্বা দিশ উর্ধ্বমধশ্চ তির্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৪ ॥

যৎ উ=যেরূপ ; অনড্বান্=সূর্য ; (একাই) **সর্বাঃ**=সমস্ত ; **দিশঃ**=দিকে ; **উর্ধ্বম্ অধঃ**=উপরে-নীচে ; চ=এবং ; **তির্যক্**=তির্যকভাবে (আড়াআড়িভাবে) ; **প্রকাশয়ন্**=প্রকাশিত করতে করতে ; **ভ্রাজতে**=দেদীপ্যমান হন ; **এবম্**=সেইরূপ ; **সঃ**=সেই ; **ভগবান্**=ভগবান ; **বরেণ্যঃ দেবঃ**=বরণীয় দেব পরমেশ্বর ; **একঃ**=একাই ; **যোনিস্বভাবান্ অধিতিষ্ঠতি**=সমস্ত কারণরূপ নিজ শক্তির উপরে আধিপত্য করেন॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—যেরূপ সূর্য সমস্ত দিকে, উপর নীচে তথা আড়াআড়িভাবে অর্থাৎ সর্বদিকে নিজ জ্যোতি প্রকাশিত করতে করতে দেদীপ্যমান হন, সেইরূপ সর্ববিধ ঐশ্বর্যসম্পন্ন পরমেশ্বর একাই সমস্ত কারণরূপ ভিন্ন-ভিন্ন শক্তির অধিষ্ঠাতা হয়ে ওই সমস্তের সঞ্চালন করেন। সকলকে নিজ-নিজ কার্য করার সামর্থ্য দান করে যথাযোগ্য কার্যে প্রবৃত্ত করান॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ—*উপরোক্ত বিষয়ের নিম্নমন্ত্রে স্পষ্টীকরণ করা হচ্ছে*—

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ পাচ্যাংশ্চ সর্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ।
সর্বমেতদ্ বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো গুণাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ॥ ৫ ॥

যৎ=যিনি ; **বিশ্বযোনিঃ**=সকলের পরম কারণ ; চ=এবং ; **স্বভাবম্**=সমস্ত তত্ত্বের শক্তিরূপ স্বভাবকে ; **পচতি**=(নিজ সংকল্পরূপ তপ দ্বারা) সিদ্ধ করেন ; চ=তথা ; যঃ=যিনি ; **সর্বান্**=সমস্ত ; **পাচ্যান্**=সিদ্ধ বস্তুগুলিকে ; **পরিণাময়েৎ**= নানারূপে পরিবর্তিত করেন ; (এবং) যঃ=যিনি ; **একঃ**=একাই ; **সর্বান্**=সমস্ত ; **গুণান্ বিনিযোজয়েৎ**=গুণগুলিকে জীবের সাথে যথাযোগ্য সংযোগ করেন ; চ=তথা ; **এতৎ**=এই ; **সর্বম্**=সমস্ত ; **বিশ্বম্ অধিতিষ্ঠতি**= বিশ্বকে শাসন করেন (তিনিই পরমাত্মা)॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—তিনি এই সম্পূর্ণ বিশ্বের কারণ অর্থাৎ যাঁর আর অন্য কোনো

কারণ নেই, জগতের কারণরূপ সমস্ত তত্ত্বের শক্তিরূপ স্বভাবকে যিনি নিজ সংকল্পরূপ তপ দ্বারা সিদ্ধ করেন অর্থাৎ আকাশাদি তত্ত্বের যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রলয়কালে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেইগুলি নিজ সংকল্প দ্বারা পুনরায় জাগরিত করেন এবং উৎপন্ন শক্তিগুলি নানারূপে পরিবর্তিত করে এই বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি করেন তথা সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের তথা তা থেকে উৎপন্ন পদার্থের সাথে কর্মানুসারে জীবের যথাযোগ্য সম্বন্ধ স্থাপিত করেন। এইভাবে যিনি একাই এই সম্পূর্ণ জগতের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে স্বয়ং শাসন করেন, তিনিই পূর্বোক্ত মন্ত্রোক্ত সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর॥ ৫ ॥

তদ্ বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদুস্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ॥ ৬ ॥

তৎ=তিনি ; **বেদগুহ্যোপনিষৎসু**=বেদের রহস্যভূত উপনিষদ্‌গুলিতে ; **গূঢ়ম্**=প্রচ্ছন্ন রয়েছেন ; **ব্রহ্মযোনিম্**=বেদের প্রাকট্য স্থান ; **তৎ**=সেই পরমাত্মাকে ; **ব্রহ্মা**=ব্রহ্মা ; **বেদতে**=জানেন ; **যে**=যাঁরা ; **পূর্বদেবাঃ**= পুরাকালের দেবতা ; **চ**=এবং ; **ঋষয়ঃ**=ঋষিগণ ; **তৎ**=তাঁকে ; **বিদুঃ**= জানতেন ; **তে**=তাঁরা ; **বৈ**=অবশ্যই ; **তন্ময়া**=(ওঁতে) তন্ময় হয়ে ; **অমৃতাঃ**= অমৃতরূপ ; **বভূবুঃ**=হয়েছেন॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপের বর্ণনা বেদের রহস্য বিদ্যারূপ উপনিষদ্-গুলিতে নিগূঢ় অর্থাৎ গুপ্তরূপে করা হয়েছে। তাঁর থেকেই বেদোৎপত্তি। বেদসমূহ তাঁরই নিঃশ্বাসরূপ—**'যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ।'** এইভাবে বেদে নিগূঢ়রূপে তিনি অবস্থান করছেন এবং বেদের প্রাকট্যস্থান ওই পরমাত্মাকে ব্রহ্মা জানেন। তদতিরিক্ত আরও পূর্ববর্তী যে সকল দেবতা বা ঋষি তাঁকে পরিজ্ঞাত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁতে তন্ময় হয়ে আনন্দরূপ হয়ে গিয়েছেন। এইজন্য মানুষের উচিত ওই সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সর্বাধীশ্বর পরমাত্মাকে স্বীকার করা। তাঁকে জানার এবং তাঁকে লাভ করার জন্য ঔৎসুক্য আবশ্যক॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ——*পঞ্চম মন্ত্রে একথা বলা হয়েছিল যে, পরমেশ্বর সকল জীবকে তার কর্মানুসারে গুণের সাথে সংযোগ করেন, অতএব এখন জীবাত্মার*

স্বরূপ এবং তাঁর নানা যোনিতে বিচরণের কারণ প্রভৃতি বলার জন্য পৃথক প্রকরণ আরম্ভ করা হচ্ছে—

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ ॥ ৭ ॥

যঃ গুণান্বয়ঃ=যে গুণে আবদ্ধ ; **সঃ**=সেই ; **ফলকর্মকর্তা**=ফলের উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদনকারী জীবাত্মা ; **এব**=ই ; **তস্য**=ওই ; **কৃতস্য**= কৃতকর্মের ফলের ; **উপভোক্তা**=উপভোক্তা ; **বিশ্বরূপঃ**=বিভিন্নরূপে প্রকটিত ; **ত্রিগুণঃ**=তিন গুণযুক্ত ; **চ**=এবং ; **ত্রিবর্ত্মা**=কর্মানুসারে মার্গত্রয়ে গমনকারী ; **সঃ**=ওই ; **প্রাণাধিপঃ**=প্রাণের অধিপতি (জীবাত্মা) ; **স্বকর্মভিঃ**= নিজ কর্মপ্রেরিত হয়ে ; **সঞ্চরতি**=নানা যোনিতে বিচরণ করেন॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—এই প্রকরণের প্রারম্ভেই জীবাত্মার জন্য '**গুণান্বয়ঃ**' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষণের মাধ্যমে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যে জীব গুণ দ্বারা সম্বদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃতিতে স্থিত, সেই এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে ভ্রমণ করে (গীতা ১৩।২১) ; গুণাতীতের পরিভ্রমণ হয় না। মন্ত্রের সারাংশ এই যে, যে জীবাত্মা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিবিধ গুণান্বিত (গীতা ১৪।৫), সেই জীবাত্মা কর্মফলরূপ ভোগের প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নানা প্রকার কর্ম করে এবং নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করার জন্য নানা যোনিতে বিভিন্ন রূপে জন্ম নেয় এবং যেখানেই জীবাত্মা গমন করে, সেখানেই গুণত্রয়যুক্ত হয়। মৃত্যুর পর কর্মানুসারে তাঁর তিনটি গতি হয়। অর্থাৎ শরীর ত্যাগের পর তাঁর মার্গত্রয়ে গমন হয়। ওই মার্গত্রয় যথাক্রমে—দেবযান, পিতৃযান এবং তৃতীয় নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুরূপ চক্রে পরিভ্রমণ[১]। প্রাণের অধিপতি জীবাত্মা যাবৎ মুক্ত

---

[১]ছান্দোগ্য উপনিষদে ৫।১০।২ থেকে ৮ পর্যন্ত এবং বৃহদারণ্যক. ৬।২।১৫-১৬ মন্ত্রে তিন মার্গের কথা বলা হয়েছে। দেবযান মার্গে গমনকর্তা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন না, ব্রহ্মার সঙ্গেই মুক্ত হয়ে যান। পিতৃযান মাধ্যমে গমনকর্তা স্বর্গে গিয়ে দীর্ঘকাল তথাকার দিব্যসুখ ভোগ করেন এবং পুণ্য ক্ষীণ হলে পুনঃ মর্ত্যে আগমন করেন। তৃতীয় মার্গে গমনকারীর কীট-পতঙ্গাদি প্রজাতিতে জন্মাতে-মরতে হয়।

না হন তাবৎ নিজ কৃতকর্ম দ্বারা প্রেরিত হয়ে নানা লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যোনি গ্রহণ করে এই সংসারচক্রে পরিভ্রমণে রত থাকে ॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ——*জীবাত্মার স্বরূপ কীরূপ ? এই প্রশ্নে বলছেন—*

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ সংকল্পাহংকারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ৮ ॥

যঃ=যিনি ; অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ=অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণস্বরূপ ; রবিতুল্যরূপঃ= সূর্যতুল্য প্রকাশস্বরূপ ; (তথা) সংকল্পাহংকারসমন্বিতঃ=সংকল্প এবং অহংকারযুক্ত ; বুদ্ধেঃ=বুদ্ধির ; গুণেন=গুণের কারণে ; চ=এবং ; আত্মগুণেন= নিজ গুণের কারণে ; এব=ই ; আরাগ্রমাত্রঃ=সুঁচের অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম আকারযুক্ত ; অপরঃ=এইরূপ অপর (অর্থাৎ পরমাত্মা ভিন্ন জীবাত্মা) ; অপি=ও ; হি=নিঃসন্দেহে ; দৃষ্টঃ=(জ্ঞানিগণ-কর্তৃক) দৃষ্ট ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—মানবের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠমাত্র। ওই হৃদয়েই জীবাত্মার অধিষ্ঠান। এইজন্য তাঁকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণবিশিষ্ট বলা হয়েছে। তাঁর বাস্তবিক স্বরূপ সূর্যের ন্যায় প্রকাশময় (বিজ্ঞানময়)। অজ্ঞান তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। সেই জীবাত্মা সংকল্প এবং অহংকারকে আশ্রয় করেছেন। অতএব, সংকল্পরূপ বুদ্ধির গুণের সঙ্গে অর্থাৎ অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়ের ধর্মে তথা অহংভাব রূপ নিজ গুণে অর্থাৎ অহং-মমত্ব আদিতে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার ফলে সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম আকারসম্পন্ন এবং পরমাত্মা হতে জীবাত্মা ভিন্ন। জীবতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীপুরুষ গুণযুক্ত জীবাত্মস্বরূপের এইরূপই অবলোকন করেছেন।(১) আত্মার স্বরূপ বস্তুত অতীব সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, জড় পদার্থ তার তুলনায় স্থূল। তার সূক্ষ্মতাকে কোনো জড়বস্তুর সাথে তুলনা করা যায় না। কেবল বোঝাবার জন্য লৌকিক দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা হয়। হৃদ্দেশে অবস্থানের জন্যই তাঁকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণবিশিষ্ট বলা হয়েছে। বুদ্ধিগুণ তথা আত্মগুণযুক্ত হওয়ার ফলে তাকে সূচীর অগ্রভাগের আকারের সাথে তুলনা

(১)শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কথিত আছে যে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে গমনকারী, শরীরে স্থিরভাবে অবস্থানকারী অথবা বিষয়সমূহ ভোগকারী এই জীবাত্মাকে অজ্ঞ ব্যক্তি জানে না, জ্ঞানীই অবগত হন (১৫।১০)।

করা হয়েছে। বুদ্ধি আদিকে সূচীর অগ্রভাগের সাথে তুলনা করা হয়। এইজন্য জীবাত্মার সূক্ষ্মতা প্রকাশিত হয়েছে সূচীর অগ্রভাগের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ——*পূর্বমন্ত্রে জীবাত্মার যে স্বরূপ সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম বলা হয়েছে, পুনরায় তার স্পষ্টীকরণ করা হচ্ছে—*

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৯ ॥

বালাগ্রশতভাগস্য=চুলের ডগার অগ্রভাগের শতভাগের ; **চ**=পুনরায় ; **শতধা**=শতভাগে ; **কল্পিতস্য**=কল্পনা করলে ; **ভাগঃ**=যে একভাগ হয় ; **সঃ**=সে (তার বরাবর) ; **জীবঃ**=জীবাত্মার স্বরূপ ; **বিজ্ঞেয়**=জানা উচিত ; **চ**=এবং ; **সঃ**=সে ; **আনন্ত্যায়**=অসীম ভাব যুক্ত হতে ; **কল্পতে**=সমর্থ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত মন্ত্রে জীবাত্মার স্বরূপ সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম বলা হয়েছে। তা বুঝতে ভ্রম হতে পারে এইজন্য উত্তমরূপে বোঝার জন্য পুনরায় এইরূপ বলছেন—'যদি চুলের অগ্রভাগকে শতভাগ করা হয় এবং ওই শতভাগের একভাগকে পুনরায় শতভাগ করা হয়, তাহলে তার একখণ্ড যেরূপ সূক্ষ্মতা অর্জন করে অর্থাৎ চুলের ডগার দশ সহস্র ভাগ করলে তার এক ভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, তার সমান জীবাত্মার স্বরূপ বুঝতে হবে।' একথা কেবল জীবাত্মার সূক্ষ্মতা বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে। বস্তুত চেতন এবং সূক্ষ্ম বস্তুর স্বরূপ জড় এবং স্থূল বস্তুর উপমার মাধ্যমে বোঝানো সম্ভব নয়। কারণ চুলের অগ্রভাগের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগ আকাশে যেটুকু দেশে অবস্থান করে জীবাত্মা তাও করে না। চেতন এবং সূক্ষ্ম বস্তুর জড় এবং স্থূলের সাথে সম্বন্ধ সম্ভব নয়। ওই বস্তু সূক্ষ্ম হলেও স্থূল বস্তুতে সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে পারে। এই ভাব বোঝাবার জন্য পরিশেষে বলা হয়েছে যে, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও অনন্ত ভাবযুক্ত হতে অর্থাৎ অসীম হওয়াতে সমর্থ। অর্থাৎ তিনি জড় জগতে সর্বত্র ব্যাপ্ত। বুদ্ধির গুণরূপ সংকল্প দ্বারা এবং নিজের গুণরূপ অহংকার দ্বারা যুক্ত হওয়ার ফলে সে একদেশীয়রূপে প্রতীতি হয়॥ ৯ ॥

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥ ১০ ॥

এষঃ=এই জীবাত্মা ; **ন**=না ; **এব**= তো ; **স্ত্রী**=স্ত্রী ; **ন**=না ; **পুমান্**=

পুরুষ ; চ=এবং ; ন=না ; অয়ম্=ইনি ; নপুংসকঃ এব=নপুংসকই ; সঃ= তিনি ; যৎ যৎ=যে যে ; শরীরম্=শরীর ; আদত্তে=গ্রহণ করেন ; তেন তেন=সেই সেই শরীর দ্বারা ; যুজ্যতে=সম্বন্ধ যুক্ত হন॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—বস্তুত জীবাত্মা স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক কিছুই নন। যে শরীর ধারণ করেন, সেই শরীরসংযুক্ত হয়ে ওইরূপই হয়ে যান। যে জীবাত্মা আজ স্ত্রী, তিনিই অন্য জন্মে পুরুষ হতে পারেন। যিনি পুরুষ তিনি অন্য জন্মে স্ত্রী হতে পারেন। একথার তাৎপর্য এই যে, স্ত্রী, পুরুষ এবং নপুংসক আদি ভেদ তো পার্থিব শরীরের জন্য হয়। জীবাত্মা বস্তুত সর্বভেদশূন্য ও সমস্ত উপাধিশূন্য॥ ১০ ॥

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥ ১১॥

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈঃ=সংকল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি এবং মোহে ; চ= তথা ; গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা=ভোজন, জলপান এবং বর্ষা দ্বারা ; আত্মবিবৃদ্ধিজন্ম= (প্রাণিগণের) সজীব শরীরের বৃদ্ধি এবং জন্ম হয় ; দেহী=এই জীবাত্মা ; স্থানেষু=ভিন্ন ভিন্ন লোকে ; কর্মানুগানি=কর্ম অনুসারে লব্ধ ; রূপাণি=ভিন্ন ভিন্ন শরীর ; অনুক্রমেণ=ক্রমানুসারে ; অভিসম্প্রপদ্যতে=বারংবার প্রাপ্ত হন॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—সংকল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি, মোহ, ভোজন, জলপান এবং বৃষ্টি— এই সবের মাধ্যমে সজীব শরীরের বৃদ্ধি এবং জন্ম হয়। এর একটি ভাবার্থ হল এই যে, স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক মোহপূর্বক সংকল্প, স্পর্শ এবং দৃষ্টিপাতের দ্বারা সহবাস হলে জীবাত্মা গর্ভে আসে। পশ্চাৎ মাতার জলপান, ভোজন মাধ্যমে রস দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে জন্ম হয়। অন্য ভাবার্থ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জীবের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হয়। কোনো কোনো যোনিতে সংকল্পমাত্রেই জীবের পোষণ হয়। যেমন কচ্ছপের ডিমের ক্ষেত্রে ওইরূপেই হয়। কোনো যোনিতে আসক্তিপূর্বক স্পর্শমাত্রে হয়, যেমন পক্ষীর ডিম্বের ক্ষেত্রে। কোনো যোনিতে কেবল আসক্তিপূর্বক দর্শনমাত্রে হয়, যেমন মৎস্যাদির ক্ষেত্রে। কোনো যোনিতে অন্ন ভক্ষণে তথা জলপানে হয়ে থাকে যেমন মানব তথা পশুর ক্ষেত্রে। কোনো ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের দ্বারা হয় যেমন

বৃক্ষ-লতাদিতে। এইভাবে নানা প্রকারে সজীব শরীরের পালন-পোষণ, তুষ্টি-পুষ্টিরূপ বৃদ্ধি এবং জন্ম হয়। জীবাত্মা নিজ কর্মানুসারে ফলভোগ হেতু এইরূপে বিভিন্ন লোকে গমন করে ক্রমশ ভিন্ন ভিন্ন শরীর বারংবার ধারণ করতে থাকে॥ ১১ ॥

সম্বন্ধ——*বারংবার নানা যোনিতে গমনাগমনের কারণ কী ? এই জিজ্ঞাসায় বলছেন—*

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥ ১২ ॥

দেহী=জীবাত্মা ; **ক্রিয়াগুণৈঃ**=ক্রিয়ারূপ (সংস্কাররূপ) গুণের দ্বারা ; **চ**=এবং ; **আত্মগুণৈঃ**=আত্মগুণ দ্বারা (যুক্ত হওয়ার ফলে) ; **স্বগুণৈঃ**=অহং-মমত্ব আদি নিজ গুণের বশীভূত হয়ে ; **স্থূলানি**=স্থূল ; **চ**=এবং ; **সূক্ষ্মাণি**=সূক্ষ্ম ; **বহূনি এব**=বহু ; **রূপাণি**=রূপ (আকৃতি, শরীর) ; **বৃণোতি**=স্বীকার করেন ; **তেষাম্**=তাঁদের ; **সংযোগহেতুঃ**=সংযোগের কারণ ; **অপরঃ**=অন্য ; **অপি**=ও ; **দৃষ্টঃ**=দেখা গেছে॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—জীবাত্মা নিজ কৃতকর্মের সংস্কারে এবং বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় তথা পঞ্চভূত—এগুলির সমুদয়রূপ শরীরের ধর্মে যুক্ত হওয়ার ফলে অহং-মমত্ব আদি নিজ গুণগুলির বশীভূত হয়ে অনেক শরীর ধারণ করেন। অর্থাৎ শরীরের ধর্মে অহং-মমত্ববোধ করে তদ্রূপ হওয়ার ফলে নানা প্রকার স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপ স্বীকার করেন, নিজ কর্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এইরূপ জন্মগ্রহণে জীবাত্মা স্বতন্ত্র নয়। সংকল্প এবং কর্মানুসারে ওই সমস্ত যোনিতে সম্বন্ধ স্থাপনাকারী সংযোজক হলেন অন্য একজন। সেই সংযোজক স্বয়ং পরমেশ্বর, যাঁকে কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ দর্শন করেছেন। তাঁরা এই রহস্য উত্তমরূপে অবগত হয়েছেন। এখানে কর্মের সংস্কারের নাম হল ক্রিয়া-গুণ এবং সমস্ত তত্ত্বের সমুদয়রূপ শরীরকে দেখা, শোনা, বোঝা ইত্যাদি হল আত্মগুণ। এগুলির সঙ্গে সম্বন্ধের ফলে জীবাত্মাতে যে অহং, মমত্ব, আসক্তি প্রভৃতি জন্মায়, তারই নাম স্বগুণ॥ ১২ ॥

সম্বন্ধ——*অনাদি কাল থেকে জন্ম-মৃত্যুরূপ যে ধারা চলে আসছে, তা*

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বর আশ্রয়রহিত অর্থাৎ শরীররহিত একথা তো প্রসিদ্ধই। তিনিই জগতের উৎপত্তি এবং সংহারকারী তথা (প্রশ্নোপনিষদ্ ৬।৬।৪তে উক্ত) ষোড়শ কলারও উৎপাদক। ওইরূপ হওয়া সত্ত্বেও কল্যাণস্বরূপ আনন্দময় পরমেশ্বর শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেমভাবনায় বশীভূত হন, ধরা দেন। যে মানুষ ওই পরমদেব পরমেশ্বরকে জানেন, তিনি শরীরের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ চিরতরে ত্যাগ করেন অর্থাৎ এই সংসার চক্র থেকে মুক্তি লাভ করেন।

এই রহস্য জ্ঞাত হয়ে যথাশীঘ্র ওই পরম সুহৃদ, পরম দয়ালু, পরম প্রেমী, সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সর্বেশ্বর পরমাত্মাকে জানার এবং পাওয়ার জন্য মানুষের ব্যাকুল হওয়া দরকার। শ্রদ্ধা এবং ভক্তিভাবে তাঁর আরাধনা করা অত্যাবশ্যক॥ ১৪ ॥

॥ পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥ ১ ॥

একে=অনেক ; **কবয়ঃ**=বুদ্ধিমান (ব্যক্তি) ; **স্বভাবম্**=স্বভাবকে ; **বদন্তি**=জগতের কারণ বলেন ; **তথা**=সেইরূপ ; **অন্যে**=কিছু অন্য লোক ; **কালম্**=কালকে জগতের কারণ বলেন ; এতে **পরিমুহ্যমানাঃ (সন্তি)**=(বস্তুত) এই সমস্ত লোক মোহগ্রস্ত (অতএব বাস্তবিক কারণ জানেন না) ; **তু**=বস্তুত ; **এষঃ**=এটি ; **দেবস্য**=পরমদেব পরমেশ্বরের ; **লোকে**=সমস্ত সংসারে সম্প্রসারিত ; **মহিমা**=মহিমা ; **যেন**=যার দ্বারা ; **ইদম্**=এই ; **ব্রহ্মচক্রম্**=ব্রহ্মচক্র ; **ভ্রাম্যতে**=ভ্রামিত হয়॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন যে এই জগতের কারণ হল স্বভাব অর্থাৎ পদার্থে যে স্বাভাবিক শক্তি বিদ্যমান যথা—অগ্নিতে প্রকাশন শক্তি, দাহিকা শক্তি—সেটিই হল এই জগতের কারণ। কতিপয় অন্য কেউ লোক বলেন কালই হল একমাত্র জগতের কারণ ; কেননা বস্তুগত শক্তির প্রকাশ

সময়ানুসারেই হয়। যেমন বৃক্ষে ফলাদি উৎপন্ন করার শক্তি যথা কালেই হয়। অনুরূপ স্ত্রীতে গর্ভাধান ঋতুকালেই হয়, অসময়ে হয় না। কিন্তু যাঁরা নিজেদের বিজ্ঞ মনে করেন প্রকৃত অর্থে তাঁরা মোহগ্রস্ত ; তাঁরা বাস্তবিক কারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। জাগতিক রচনা নিরীক্ষণ করলে বা তদুপরি বিচার করলে পরমেশ্বরের মহিমা প্রকৃতরূপে উদ্ঘাটিত হয়। তিনি স্বভাব এবং কালাদি সমস্ত কারণের অধিপতি। তাঁর দ্বারাই সংসারচক্র চালিত হয়। এই রহস্য জ্ঞাত হয়ে এই চক্র থেকে মুক্তিহেতু তাঁর শরণাপন্ন হওয়া একান্তই প্রয়োজন। সংসারচক্রের ব্যাখ্যা ১।৪-এ করা হয়েছে॥ ১ ॥

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বং জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ববিদ্যঃ।
তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্॥ ২ ॥

যেন=যে পরমেশ্বর দ্বারা ; ইদম্=এই ; সর্বম্=সম্পূর্ণ জগৎ ; নিত্যম্=নিত্য ; আবৃতম্=আবৃত ; যঃ=যিনি ; জ্ঞঃ=জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর ; হি=নিশ্চয়ই ; কালকালঃ=কালেরও কাল অর্থাৎ মহাকাল ; গুণী=সর্বগুণসম্পন্ন ; (এবং) সর্ববিৎ=সর্বজ্ঞ ; তেন=তাঁর দ্বারা ; হ=ই ; ঈশিতম্=শাসিত ; কর্ম=এই জগৎরূপ কর্ম ; বিবর্ততে=বিভিন্ন প্রকারে যথাযোগ্যভাবে চলছে ; (এবং) পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখানি=পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ (তাঁর দ্বারাই শাসিত) ; [ইতি]=এইরূপ ; চিন্ত্যম্=চিন্তা করা উচিত॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—যে জগৎ -নিয়ন্তা জগদাধার পরমেশ্বর দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ সদা সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত, যিনি কালেরও কাল অর্থাৎ মহাকালস্বরূপ অর্থাৎ যিনি কালাতীত বস্তু, যিনি জ্ঞানস্বরূপ চিন্ময় পরমাত্মা, সকল দিব্যগুণান্বিত, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে উত্তমরূপে অবগত, তাঁর দ্বারাই এই সংসারচক্র প্রকৃত নিয়মে চলছে। তিনিই পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চমহাভূতের শাসন করেন। সকলকে নিজ নিজ কার্য সম্পাদনের শক্তি দান করে কার্যে নিয়োজিত রাখেন। তাঁর শক্তি ব্যতীত কারো কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। একথা কেনোপনিষদে তৃতীয় খণ্ডে যক্ষের আখ্যানে উত্তমরূপে বলা হয়েছে। এই রহস্য পরিজ্ঞাত হয়ে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের চিন্তন করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য॥ ২ ॥

তৎকর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্য ভূয়স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ ॥ ৩ ॥

(পরমাত্মাই) তৎ=ওই (জড়তত্ত্বের রচনারূপ) ; **কর্ম**=কর্ম ; **কৃত্বা**=করে ; **বিনিবর্ত্য**=তা নিরীক্ষণ করে ; **ভূয়ঃ**=পুনঃ ; **তত্ত্বস্য**=চেতন তত্ত্বের ; **তত্ত্বেন**=জড় তত্ত্বের সাথে ; **যোগম্**=সংযোগ ; **সমেত্য**=করিয়ে ; **বা**=অথবা এইরূপ বুঝতে হবে ; **একেন**=এক (অবিদ্যা) দ্বারা ; **দ্বাভ্যাম্**=দুই (পুণ্য এবং পাপরূপ কর্ম) দ্বারা ; **ত্রিভিঃ**=তিন গুণ দ্বারা ; **চ**=এবং ; **অষ্টভিঃ**=অষ্ট প্রকৃতির সাথে ; **কালেন**=কালের সাথে ; **চ**=তথা ; **সূক্ষ্মৈঃ আত্মগুণৈঃ**= আত্মসম্বন্ধী সূক্ষ্ম গুণের সাথে ; **এব**=ই ; (**যোগম্ সমেত্য**)=এই জীবের সম্বন্ধ স্থাপন করে (এই জগতের রচনা করেছেন)॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—পরমেশ্বরই নিজ শক্তিভূতা মূল প্রকৃতি দ্বারা পঞ্চ স্থূল মহাভূত আদি রচনা করে নিরীক্ষণ করলেন। পশ্চাৎ জড়তত্ত্বের সাথে চেতন তত্ত্বের সংযোগ মাধ্যমে নানা রূপে অনুভূয়মান বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করলেন।[১] অথবা মন্ত্রার্থটি এইভাবে বুঝতে হবে—এক, অবিদ্যা ; দুই, পুণ্য এবং পাপরূপ সঞ্চিত কর্ম-সংস্কার, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই গুণত্রয় এবং এক কাল তথা মন, বুদ্ধি, অহংকার, পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ—এই অষ্ট প্রকৃতি ভেদ, এ সবের সাথে তথা অহং-মমত্ব, আসক্তি আদি আত্মসম্বন্ধী সূক্ষ্ম গুণসমূহের সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করে পরমেশ্বর এই জগতের রচনা করেছেন। উভয় প্রকার বর্ণনার তাৎপর্য একই॥ ৩ ॥

সম্বন্ধ——*এই রহস্য অবগত হয়ে সাধকের কী করণীয় ? এই জিজ্ঞাসায় পরবর্তী মন্ত্রে জানাচ্ছেন—*

আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ॥ ৪ ॥

[১]এটির বিস্তারিত বর্ণনা তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লী অনুবাক ১ এবং ৬, ঐতরেয়োপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তিনটি খণ্ডে, ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২-৩ খণ্ডে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত রয়েছে।

যঃ=যে সাধক ; **গুণান্বিতানি**=সত্ত্বাদি গুণান্বিত ; **কর্মাণি**=কর্মসমূহ ; **আরভ্য**=আরম্ভ করে ; (সেগুলিকে) **চ**=তথা ; **সর্বান্**=সমস্ত ; **ভাবান্**=ভাব ; **বিনিযোজয়েৎ**=পরমাত্মাতে যুক্ত করেন ; তাঁকে সমর্পণ করেন ; (তাঁর এই সমর্পণে) **তেষাম্**=ওই কর্মগুলির ; **অভাবে**=অভাব হলে ; (ওই সাধকের) **কৃতকর্মনাশঃ**=পূর্বসঞ্চিত কর্মসমুদয়েরও সর্বতোভাবে নাশ হয় ; **কর্মক্ষয়ে**= (এইরূপ) কর্মক্ষয় হলে ; **সঃ**=ওই সাধক ; **যাতি**=পরমাত্মাকে লাভ করেন ; (কারণ ওই জীবাত্মা) **তত্ত্বতঃ**=বস্তুত ; **অন্যঃ**=সমস্ত জড় সমুদয় অপেক্ষা ভিন্ন (চেতন)।। ৪ ।।

ব্যাখ্যা—যে কর্মযোগী সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণব্যাপ্ত নিজ বর্ণ, আশ্রম এবং পরিস্থিতির অনুকূল কর্তব্যকর্ম আরম্ভ করে, সে সমস্তকে এবং নিজ অহং-মমত্ব, আসক্তি আদি ভাব সমুদায় পরব্রহ্মে যুক্ত করেন, তাঁকে সর্বস্ব সমর্পণ করেন, ওই সমর্পণে ওই কর্মের সাথে সাধকের কোনোরূপ সম্বন্ধ না থাকার ফলে পরব্রহ্ম পরমাত্মা তাঁকে কোনোরূপ ফল প্রদান করেন না। এইরূপে ওই কর্মের অভাব হলে পূর্ব কৃতকর্মের সঞ্চিত সংস্কারেরও সর্বতোভাবে নাশ হয়। এইভাবে কর্মনাশ তথা প্রাক্কর্মের সংস্কারের নাশ হলে অচিরেই সাধক পরমাত্মাকে লাভ করেন। কারণ এই জীবাত্মা বস্তুত জড়তত্ত্ব অপেক্ষা সর্বথা ভিন্ন এবং অত্যন্ত বিলক্ষণ। অহং-মমত্ব ইত্যাদির জন্যই ওই জড়সমুদয়ের সাথে জীবাত্মার সম্বন্ধ জন্মায়।। ৪ ।।

সম্বন্ধ——*কর্মযোগের বর্ণনা করে এখন উপাসনারূপ দ্বিতীয় সাধন বলছেন—*

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্বম্।। ৫ ।।

সঃ=তিনি (পরমাত্মা) ; **আদিঃ**=আদি কারণ ; **ত্রিকালাৎ পরঃ**=তিন কালের পর অর্থাৎ অতীত ; (এবং) **অকলঃ**=কলারহিত (হওয়াতে) **অপি**=ও ; **সংযোগনিমিত্তহেতুঃ**=প্রকৃতির সাথে জীবের সংযোগের কারণেরও কারণ ; **দৃষ্টঃ**=দেখা গেছে ; **স্বচিত্তস্থম্**=নিজ অন্তঃকরণে স্থিত ; **তম্**=ওই ; **বিশ্বরূপম্**=বিশ্বরূপ ; (এবং) **ভবভূতম্**=জগৎরূপে প্রকট ; **ইড্যম্**=

স্তুতিযোগ্য ; **পূর্বম্**=পুরাণপুরুষ ; **দেবম্ উপাস্য**=পরম দেবের (পরমেশ্বরের) উপাসনা করে (তাঁকে লাভ করা উচিত)॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—সমগ্র সংসারের আদি কারণ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ত্রিকালাতীত। তাঁর মধ্যে কোনো কালিক ভেদ নেই। ভূতকাল বা ভবিষ্যৎকালও তাঁর নিকট বর্তমানবৎ। তিনি (প্রশ্নোপনিষদে উক্ত) ষোড়শ কলারহিত হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ সাংসারিক সম্বন্ধশূন্য হয়েও প্রকৃতির সাথে জীবের সংযোগ করানোর জন্য কারণেরও কারণ। একথা জ্ঞানী মহাপুরুষগণ অবহিত হয়েছেন। পরমেশ্বরই একমাত্র সত্য বস্তু ও স্তুতিযোগ্য। তাঁর অনুসন্ধানহেতু দূরে গমন অনাবশ্যক। তিনি আমাদের হৃদ্দেশেই বিরাজ করছেন। একথায় সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে সর্বরূপময় তথা জগৎরূপে প্রকটিত সর্বাধার, সর্বশক্তিমান, পুরাণপুরুষ পরমেশ্বরের উপাসনা করে তাঁকে লাভ করা উচিত॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ—*এবারে জ্ঞানযোগরূপ তৃতীয় সাধন বলছেন—*

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্।
ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাঽঽত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম॥ ৬॥

যস্মাৎ=যাঁর থেকে ; **অয়ম্**=এই ; **প্রপঞ্চঃ**=প্রপঞ্চ (সংসার) ; **পরিবর্ততে**=নিরন্তর চলছে ; **সঃ**=সেই (পরমাত্মা) ; **বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ**=এই সংসারবৃক্ষ, কাল এবং আকৃতি থেকে ; **পরঃ**=পরে অর্থাৎ অতীত বস্তু ; (এবং) **অন্যঃ**=ভিন্ন ; (সেই) **ধর্মাবহম্**=ধর্মবর্ধক ; **পাপনুদম্**=পাপনাশক ; **ভগেশম্**=সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যের অধিপতি ; (তথা) **বিশ্বধাম**=সমস্ত জগতের আধারভূত পরমাত্মাকে ; **আত্মস্থম্**=নিজ হৃদয়ে ; **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞাত হয়ে ; (সাধক) **অমৃতম্ (এতি)**=অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করেন॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—যাঁর অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে এই প্রপঞ্চরূপ সংসার নিরন্তর গতিশীল সেই পরমাত্মা এই সংসারবৃক্ষ, তিনি কাল এবং প্রকৃতি আদি থেকে অতীত এবং ভিন্ন অর্থাৎ তিনি সকল সাংসারিক সম্বন্ধশূন্য। কালকেও তিনি গ্রাস করেন, তিনি মহাকাল এবং সর্ববিধ আকাররহিত। তথাপি তিনি ধর্মবর্ধক, পাপনাশক, অখিল ঐশ্বর্যের অধিপতি এবং সমস্ত জগদাধারস্বরূপ। এই নিখিল

চরাচর তাঁর আশ্রিত। অন্তর্যামী হয়ে তিনি সকল জীবের হৃদয়কন্দরে নিত্য বিরাজমান। এইভাবে তাঁকে জেনে জ্ঞানী, মহাপুরুষ, সাধক পরমাত্মাকে লাভ করেন॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ——*প্রথম অধ্যায়ে যাঁর বর্ণনা করা হয়েছে, ধ্যানের মাধ্যমে তাঁকে প্রত্যক্ষকারী সেই মহাত্মা বলছেন—*

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ৭ ॥

তম=ওই ; **ঈশ্বরাণাম্**=ঈশ্বরগণেরও ; **পরমম্**=পরম ; **মহেশ্বরম্**=মহেশ্বর ; **দেবতানাম্**=সমস্ত দেবতাগণের ; **চ**=ও ; **পরমম্**=পরম ; **দৈবতম্**=দেবতা ; **পতীনাম্**=পতিগণেরও ; **পরমম্**=পরম ; **পতিম্**=পতিকে ; (তথা) **ভুবনেশম্**= সমস্ত ভুবনের ঈশ্বর ; (এবং) **ঈড্যম্**=স্তুত্য ; **তম্**=ওই ; **দেবম্**=প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মাকে ; (আমরা) **পরস্তাৎ**=সকলের পরে ; **বিদাম**=জানি॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মা সমস্ত ঈশ্বরের, সমস্ত লোকপালেরও মহান শাসক। লোকপালেরা ওই পরমেশ্বরের অধীন থেকে জগতের শাসন করেন। সমস্ত দেবতাগণেরও তিনি পরমারাধ্য। সকল পতিগণের, রক্ষকগণেরও পরম পতি তিনি। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। ওই স্তুত্য প্রকাশস্বরূপ পরমদেব পরমাত্মাকে আমরা সকলের পূর্ববর্তী বলেই জানি। তাঁর থেকে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নেই। তিনিই এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ। তিনি সর্বরূপ হয়েও সমস্ত কিছু থেকে পৃথক॥ ৭ ॥

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ ৮॥

তস্য=তাঁর ; **কার্যম্**=(শরীররূপ) কার্য ; **চ**=এবং ; **করণম্**=অন্তঃকরণ তথা ইন্দ্রিয়রূপ করণ ; **ন বিদ্যতে**=নেই ; **অভ্যধিকঃ**=তদপেক্ষা বৃহৎ ; **চ**=এবং ; **তৎসমঃ**=তাঁর সমান ; **চ**=ও ; (দ্বিতীয়) **ন দৃশ্যতে**=দেখা যায় না ; **চ**=এবং ; **অস্য**=এই পরমেশ্বরের ; **জ্ঞানবলক্রিয়া**=জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ারূপ ; **স্বাভাবিকী**=স্বাভাবিক ; **পরা**=দিব্য ; **শক্তিঃ**=শক্তি ; **বিবিধা**=নানা প্রকার ; **এব**=ই ;

শ্রূয়তে=শোনা যায়।। ৮ ।।

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমাত্মার জীবের ন্যায় কার্য এবং করণ ; শরীর এবং ইন্দ্রিয় নেই ; অর্থাৎ তাঁর মধ্যে দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির ভেদ নেই। তৃতীয় অধ্যায়ে একথা বিস্তারপূর্বক বলা হয়েছে যে, তিনি ইন্দ্রিয় ব্যতীত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পাদন করে থাকেন। তদপেক্ষা বৃহৎ তো দূরের কথা তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। পরমেশ্বরের জ্ঞান, বল এবং ক্রিয়ারূপ স্বরূপভূত দিব্যশক্তি নানা প্রকারের—একথা শোনা যায়।। ৮ ।।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।। ৯ ।।

লোকে=জগতে ; **কশ্চিৎ**=কেউ ; **তস্য**=ওই পরমাত্মার ; **পতিঃ**=স্বামী ; **ন অস্তি**=নেই ; **ঈশিতা**=তাঁর শাসক ; **চ**=ও ; **ন**=নেই ; **চ**=এবং ; **তস্য**=তাঁর ; **লিঙ্গম্**=চিহ্নবিশেষও ; **ন এব**=নেই ; **সঃ**=তিনি ; **কারণম্**=সকলের পরম কারণ ; (তথা) **করণাধিপাধিপঃ**=সমস্ত করণের অধিষ্ঠাত্রীগণেরও অধিষ্ঠাতা ; **কশ্চিৎ**=কেউ ; **অস্য**=এঁর ; **জনিতা**=জনক ; **ন**=নেই ; **চ**=এবং ; **ন**=নেই ; **অধিপঃ**=স্বামী।। ৯ ।।

ব্যাখ্যা—অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বামী কেউ নেই। তিনি সর্বান্তর্যামী, সকলের স্বামী। সকলে তাঁর দাস, সেবক। তিনি পরম প্রশাসক। তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা কারুরই নেই। তাঁরই শাসনে সকলে চলে। সকলে তাঁর আজ্ঞাবহ। তাঁর নিয়ন্ত্রণে সব নিয়ন্ত্রিত। পরমেশ্বরের কোনো বিশেষ চিহ্ন নেই। তিনি সর্বব্যাপক, বিভু, নিরাকার, পরিপূর্ণ, অখিল বিশ্বের একমাত্র কারণ, এমনকি কারণেরও কারণ এবং সকল অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণেরও অধিপতি, সুশাসক। তাঁকে কোনো চিহ্ন দ্বারা বোঝা যায় না। ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মার কোনো জনক অর্থাৎ জন্মদাতা পিতা অথবা কোনো অধিপতি নেই। পরব্রহ্ম পরমাত্মা সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, ষড়্ভাববিকাররহিত, সনাতন এবং সর্বশক্তিমান।। ৯ ।।

যস্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
স নো দধাদ্ব্রহ্মাপ্যয়ম্।। ১০ ।।

তন্তুভিঃ=তন্তুসমূহের দ্বারা ; **তন্তুনাভঃ ইব**=মাকড়সার ন্যায় ; **যঃ একঃ দেবঃ**=যে একমাত্র দেব (পরমাত্মা) ; **প্রধানজৈঃ**=নিজ স্বরূপভূত মুখ্য শক্তিতে উৎপন্ন অনন্ত কার্য দ্বারা ; **স্বভাবতঃ**=স্বভাববশত ; **স্বম্**=নিজেকে ; **আবৃণোৎ**= আচ্ছাদিত করে রেখেছেন ; **সঃ**=সেই পরমেশ্বর ; **নঃ**=আমাদিগকে ; **ব্রহ্মাপ্যয়ম্**=নিজ পরব্রহ্মস্বরূপে আশ্রয় ; **দধাৎ**=প্রদান করুন॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—যেরূপ মাকড়সা নিজ তন্তুজালে স্বয়ং আচ্ছাদিত হয়, ওতেই নিজেকে আবৃত করে রাখে, তদ্রূপ একমাত্র দেব পরমপুরুষ পরমেশ্বর নিজ স্বরূপভূত মুখ্য এবং দিব্য অচিন্ত্যশক্তিতে উৎপন্ন অনন্ত কার্য দ্বারা স্বভাবত নিজেকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন, যে কারণে সংসারী জীব তাঁকে দেখতে পায় না, সেই সর্বশক্তিমান সর্বাধার পরমাত্মা আমাদের সকলের পরম আশ্রয়ভূত নিজ পরব্রহ্মস্বরূপে স্থাপিত করুন॥ ১০ ॥

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ ১১ ॥

একঃ=(ওই) এক ; **দেবঃ**=দেবই ; **সর্বভূতেষু**=সমস্ত ভূতে ; **গূঢ়ঃ**= নিগূঢ় ; **সর্বব্যাপী**=সর্বব্যাপী ; (এবং) **সর্বভূতান্তরাত্মা**=সকল প্রাণীর অন্তর্যামী পরমাত্মা ; **কর্মাধ্যক্ষঃ**=(তিনি) সকল কর্মের অধিষ্ঠাতা ; **সর্বভূতাধিবাসঃ**= সমস্ত ভূতের নিবাসস্থান ; **সাক্ষী**=সকলের সাক্ষী ; **চেতা**=চেতনস্বরূপ ; (সকলের চেতনা-প্রদাতা) ; **কেবলঃ**=সবর্থা বিশুদ্ধ ; (এবং) **নির্গুণঃ চ**=গুণাতীতও॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—ওই একমাত্র পরমদেব পরমেশ্বর সমস্ত প্রাণিকুলের হৃদয়দেশরূপী গুহায় বিরাজমান, তিনি সর্বব্যাপী, সমস্ত প্রাণীর অন্তর্যামী। একমাত্র তিনিই সকল কর্মের অধিষ্ঠাতা। সমস্ত প্রাণীর নিবাসস্থল তিনিই। তিনি সকলের আশ্রয়স্বরূপ। তিনি সকলের সাক্ষী, শুভাশুভ কর্মের দর্শক ; পরম চেতনস্বরূপ তথা সকলের চৈতন্যের উৎস, সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ অর্থাৎ নির্লেপ এবং প্রকৃতির গুণাবলীর অতীত বস্তু অর্থাৎ তিনি গুণাতীত॥ ১১ ॥

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ১২ ॥

যঃ=যিনি ; একঃ=একমাত্র ; বহূনাম্=অনেক ; নিষ্ক্রিয়াণাম্=(বাস্তবত) নিষ্ক্রিয় জীবের ; বশী=শাসক ; (এবং) একম্=এক ; বীজম্=প্রকৃতিরূপ বীজকে ; বহুধা=অনেক রূপে পরিণত (যিনি) ; করোতি=করেন ; তম্=সেই ; আত্মস্থম্=হৃদয়স্থিত পরমেশ্বরকে ; যে=যে সমস্ত ; ধীরাঃ=ধীর পুরুষ ; অনুপশ্যন্তি=নিরন্তর দেখেন ; তেষাম্=তাঁদেরই ; শাশ্বতম্=শাশ্বত ; সুখম্=সুখ লাভ হয় ; ইতরেষাম্=অন্যদের ; ন=হয় না॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—বিশুদ্ধ চেতনস্বরূপ পরমেশ্বরের অংশ হওয়ার ফলে (বাস্তবত) নিষ্ক্রিয়, এমন অনন্ত জীবাত্মার যিনি একমাত্র নিয়ন্ত্রণকর্তা, কর্মফলদায়ক, যিনি একমাত্র প্রকৃতিরূপ বীজকে অনেক প্রকারে রচনা করে বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি করেছেন, সেই হৃদ্দেশস্থিত সর্বশক্তিমান পরম সুহৃদ পরমেশ্বরকে যে ধীর পুরুষ নিরন্তর দেখেন, নিরন্তর তাঁতেই তন্ময় থাকেন ; তিনিই পরমানন্দ লাভ করেন। অন্যেরা অর্থাৎ যাঁরা ধ্যান বিমুখ তাঁরা কদাপি ওই আনন্দ লাভ করেন না—ওই অপার নিত্যানন্দ থেকে বঞ্চিত হন॥ ১২ ॥

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ ১৩ ॥

যঃ=যিনি ; একঃ=একমাত্র ; নিত্যঃ=নিত্য ; চেতনঃ=চেতন (পরমাত্মা) ; বহূনাম্=অনেক ; নিত্যানাম্=নিত্য ; চেতনানাম্=চেতনাযুক্ত আত্মাসমূহের ; কামান্ বিদধাতি=কর্মফলভোগের বিধান করেন ; তৎ=সেই ; সাংখ্যযোগাধিগম্যম্= সাংখ্যযোগ মাধ্যমে এবং কর্মযোগ মাধ্যমে অধিগম্য ; কারণম্=সকলের কারণ স্বরূপ ; দেবম্=পরমদেব পরমেশ্বরকে ; জ্ঞাত্বা=জ্ঞাত হয়ে ; (মানব) সর্বপাশৈঃ= সকল বন্ধন থেকে ; মুচ্যতে=মুক্ত হয়॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—যিনি নিত্য বস্তু, চেতন, সর্বশক্তিমান সর্বাধার, পরমাত্মা—তিনি একাই অনেক নিত্য চেতন জীবাত্মার কর্মফলভোগের বিধান করেন। যিনি বৈচিত্র্যময় জগতের রচনা করে সমস্ত জীবসমুদয়ের জন্য তাঁদের কর্মানুসারে ফলভোগব্যবস্থা করেছেন, তাঁকে লাভ করার মাত্র দুটি সাধন বিদ্যমান। একটি

জ্ঞানযোগ অন্যটি কর্মযোগ। ভক্তি উভয়ক্ষেত্রে অনুস্যূত। এইজন্য পৃথকরূপে তার বর্ণনা করা হয়নি। ওই জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ দ্বারা প্রাপ্তব্য সকলের কারণভূত পরমদেব পরমেশ্বরকে জেনে মানুষ সর্ব বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। যিনি তাঁকে জানেন বা লাভ করেন, তিনি কদাপি কোনো কারণে জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হন না। অতএব, সর্বশক্তিমান সর্বাধার পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য নিজ যোগ্যতা এবং প্রিয়তা অনুসারে জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ—কোনো একটি সাধনপথে মানবের তৎপর হওয়া উচিত॥ ১৩ ॥

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ ১৪ ॥[১]

তত্র=সেখানে ; **ন**=না ; **সূর্যঃ**=সূর্য ; **ভাতি**=দীপ্ত হন ; **ন**=না ; **চন্দ্রতারকম্**=চন্দ্রমা এবং তারাগণ ; (এবং) **ন**=না ; **ইমাঃ**=এই ; **বিদ্যুতঃ**=বিদ্যুৎসমূহ ; **ভান্তি**=প্রকাশিত হয় ; **অয়ম্**=এই ; **অগ্নিঃ**=লৌকিক অগ্নি ; **কুতঃ**=কীরূপে প্রকাশিত হবে ; (কারণ) **তম্ ভান্তম্ এব**=তাঁর (পরমাত্মার) প্রকাশ হওয়ার ফলেই (তাঁর প্রকাশ মাধ্যমে) ; **সর্বম্**=সূর্যাদি সমস্ত ; **অনুভাতি**=পশ্চাৎ প্রকাশিত হন ; **তস্য**=তাঁর ; **ভাসা**=প্রকাশ দ্বারা ; **ইদম্**=এই ; **সর্বম্**=সম্পূর্ণ জগৎ ; **বিভাতি**=প্রকাশিত হয়॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের নিকটে এই সূর্য নিজ প্রকাশ প্রকাশিত করতে পারেন না। যেমন সূর্যপ্রকাশের ফলে খদ্যোতের প্রভা প্রদীপ্ত হয় না, তেমনই অনন্ত জ্যোতিষ্মানের নিকট সূর্যের তেজ অবলুপ্ত হয়। চন্দ্রমা, তারকামণ্ডলী এবং বিদ্যুৎও সেক্ষেত্রে প্রকাশদানে অসমর্থ। মর্ত্যাগ্নির তো কথাই নেই। কারণ এই জগতে যা কিছু প্রকাশশীল তত্ত্ব বিদ্যমান সবই ওই পরম প্রকাশস্বরূপ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের প্রকাশশীল শক্তি থেকে উৎসারিত। অতএব, যাঁর প্রকাশে সকলে প্রকাশিত, তাঁর নিকটে তাঁদের প্রকাশ প্রসারণ সম্ভব নয়। অতএব, আমাদের এই যথার্থ সত্য স্বীকার করতে হবে যে, অখিল

[১]এই মন্ত্র কঠ. ২।২।১৫ এবং মুণ্ডক. ২।২।১০-এও বর্তমান।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্তা, পরম জ্যোতিষ্মানের অনন্ত জ্যোতিতে জগৎ সম্যক্‌রূপে উদ্‌ভাসিত হয়॥ ১৪ ॥

একো হ্ঁসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ১৫ ॥

অস্য=এই ; **ভুবনস্য**=ব্রহ্মাণ্ডের ; **মধ্যে**=মধ্যে ; (যে) **একঃ**=এক ; **হংসঃ**=প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মা (পরিপূর্ণ) ; **সঃ এব**=তিনিই ; **সলিলে**=জলে ; **সংনিবিষ্টঃ**=স্থিত ; **অগ্নিঃ**=অগ্নি ; **তম্**=তাঁকে ; **বিদিত্বা**=জেনে ; **এব**=ই ; (মানুষ) **মৃত্যুম্ অত্যেতি**=মৃত্যুরূপ সংসার সমুদ্র থেকে সর্বথা মুক্ত হয় ; **অয়নায়**=দিব্য পরমধামের প্রাপ্তি হেতু ; **অন্যঃ**=অন্য ; **পন্থাঃ**=মার্গ ; **ন বিদ্যতে**= নেই॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—এই ব্রহ্মাণ্ডে যে একমাত্র প্রকাশস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং পরিপূর্ণ তিনিই সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট অগ্নি। যদ্যপি শীতল স্বভাবযুক্ত জলে উষ্ণস্বভাবযুক্ত অগ্নির অবস্থান অসম্ভব বলে মনে হয়, কারণ উভয়ের ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ ; তথাপি তদ্‌রহস্যজ্ঞের নিকট অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকগণের নিকট তা প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা জল থেকে বিদ্যুৎ রূপে অগ্নিতত্ত্বকে বের করে নানা কর্ম সম্পাদন করেন। শাস্ত্র বলেছে ক্বচিৎ ক্বচিৎ, সাগরে বাড়বানল বিদ্যমান। কার্যে কারণ তত্ত্ব বিদ্যমান—এই ন্যায় অনুসারে জল তত্ত্বের কারণ হওয়ায় তেজস্তত্ত্বে জলের ব্যাপ্তি প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই রহস্যানভিজ্ঞ ব্যক্তি জলস্থিত অগ্নি দেখতে পান না। অনুরূপ পরমাত্মা এই জগত অপেক্ষা সর্বতোভাবে বিলক্ষণ, কারণ তিনি চেতন, জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্বজ্ঞ তথা জগৎ জড় এবং জ্ঞেয়। এইরূপে জড়াত্মক ধর্মের বিপরীত হওয়ায় সাধারণভাবে বোঝা যায় না যে, তিনি কীভাবে জড়েও পরিব্যাপ্ত। কিন্তু যিনি পরব্রহ্মের অচিন্ত্য অদ্ভুত শক্তি বা রহস্য বোঝেন তিনি প্রত্যক্ষবৎ সর্বত্র পরিপূর্ণ সকলের একমাত্র কারণকে অবলোকন করেন। ওই সর্বশক্তিমান, সর্বাধার পরমাত্মাকে জানলে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তাঁর দিব্য পরমধাম প্রাপ্তিহেতু অন্য কোনো মার্গ নেই। অতএব, পরমাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে তাঁকে জানার জন্য আমাদের

সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন॥ ১৫ ॥

সম্বন্ধ——*যাঁকে অবগত হলে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার থেকে মুক্তিলাভ হয়, সেই পরমেশ্বর কীরূপ ? এই জিজ্ঞাসায় তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করা হচ্ছে*——

স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সঁ্সারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥ ১৬॥

সঃ=ওই ; **জ্ঞঃ**=জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা ; **বিশ্বকৃৎ**=বিশ্বকর্তা ; **বিশ্ববিৎ**= সর্বজ্ঞ ; **আত্মযোনিঃ**=স্বয়ংই নিজের প্রাকট্যের হেতু ; **কালকালঃ**=কালেরও কাল অর্থাৎ মহাকাল ; **গুণী**=সম্পূর্ণ দিব্যগুণসম্পন্ন ; (এবং) **সর্ববিৎ**= সর্ববিৎ ; **যঃ**=যিনি ; **প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ**=প্রকৃতি এবং জীবাত্মার স্বামী ; **গুণেশঃ**=সমস্ত গুণের শাসক ; (এবং) **সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ**=জন্ম-মৃত্যু-রূপ সংসারে বন্ধনের, স্থিতির এবং তা থেকে মুক্তির হেতু॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা সম্পূর্ণ জগতের রচয়িতা, সর্বজ্ঞ এবং নিজ প্রাকট্যের হেতুস্বরূপ। তাঁর প্রাকট্যের অন্য কোনো কারণ নেই। তিনি কালের কাল অর্থাৎ মহাকাল স্বরূপ। কাল তাঁর নিকট পৌঁছায় না। তিনি ত্রিকালাতীত বস্তু। কঠোপনিষদেও বলা হয়েছে সমস্ত কিছুর সংহারকর্তা মৃত্যু ওই মহাকালরূপ পরমাত্মার উপসেচন খাদ্য (কঠ. ১।২।২৪)। ওই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সৌহার্দ্য, প্রেম, দয়া আদি সমস্ত কল্যাণময় দিব্য গুণসম্পন্ন। সংসারে যতপ্রকার শুভ গুণ পরিদৃষ্ট হয়, সে সমস্ত প্রভুর দিব্যাতিদিব্য গুণ-ভাণ্ডারের কণিকা মাত্র। পরব্রহ্ম সকল জীবনিচয়কে, তাদের কর্ম এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ত্রিকালান্তর্গত ছোট বড় সমস্ত ঘটনাদি উত্তমরূপে অবগত। তিনি প্রকৃতি এবং জীব সমুদয়ের (পরা-অপরা—উভয় প্রকৃতির) স্বামী তথা কার্য-কারণরূপে স্থিত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণকর্তা। তিনিই এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-চক্রে প্রাণিকুলকে তাদের কর্মানুসারে বেঁধে রাখেন, তাঁদের পালন-পোষণ করেন এবং এতাদৃশ বন্ধন থেকে মুক্তও করেন। তাঁর কৃপায় জীব মুক্তিপথের সাধন অবলম্বনপূর্বক সাধনার মাধ্যমে মুক্তি লাভ করে॥ ১৬ ॥

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায়॥ ১৭ ॥

সঃ হি=তিনিই ; তন্ময়ঃ=তন্ময় ; অমৃতঃ=অমৃতস্বরূপ ; ঈশসংস্থঃ= ঈশ্বরগণ (লোকপাল) মধ্যে আত্মরূপে স্থিত ; জ্ঞঃ=সর্বজ্ঞ ; সর্বগঃ=সর্বত্র পরিপূর্ণ ; (এবং) অস্য=এই ; ভুবনস্য=ভুবনের ; গোপ্তা=রক্ষক ; যঃ=যিনি ; অস্য=এই ; জগতঃ= নিখিল জগতের ; নিত্যম্=নিত্য ; এব=ই ; ঈশে=শাসন করেন ; (কারণ) এই সংসারের ; ঈশনায়=শাসনহেতু ; অন্যঃ=অন্য (কোনো) ; হেতুঃ=হেতু ; ন বিদ্যতে=নেই॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—যাঁর স্বরূপ পূর্বমন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরই এই অখিল জগতের স্বরূপে স্থিত ; অমৃতস্বরূপ, একরস। উৎপত্তি বিনাশহেতু জাগতিক পরিবর্তন হয় কিন্তু কদাপি তাঁর পরিবর্তন হয় না। তিনি সকল ঈশ্বরমধ্যে, সমস্ত লোকের পালনের জন্য নিযুক্ত লোকপালগণমধ্যেও অন্তর্যামীরূপে স্থিত। সর্বজ্ঞ, সর্বত্র পরিপূর্ণ পরমেশ্বরই এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষা করেন। তিনিই এই সম্পূর্ণ জগতের সর্বদা যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ এবং সঞ্চালন করেন। দ্বিতীয় কেউ জগতের প্রশাসকরূপে উপযুক্ত বলে প্রতীত হন না, অপর কেউ-ই সকলের উপর শাসন করতে সমর্থ নন॥ ১৭ ॥

সম্বন্ধ—*উপরি-উক্ত পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানার এবং লাভ করার জন্য সাধনরূপে তাঁরই শরণ নেওয়ার প্রকার বলা হচ্ছে—*

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তঁ্হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ ১৮ ॥

যঃ=যে পরমেশ্বর ; বৈ=নিশ্চয়ই ; পূর্বম্=সর্বপ্রথম ; ব্রহ্মাণম্=ব্রহ্মাকে ; বিদধাতি=উৎপন্ন করেন ; চ=এবং ; যঃ=যিনি ; বৈ=নিশ্চয়ই ; তস্মৈ= ওই ব্রহ্মাকে ; বেদান্=সমস্ত বেদজ্ঞান ; প্রহিণোতি=প্রদান করেন ; তম্ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্=সেই আত্মজ্ঞানবিষয়ক বুদ্ধিপ্রকাশক ; হ দেবম্= প্রসিদ্ধ দেব পরমেশ্বরকে ; মুমুক্ষুঃ=মুক্তিকামী ; অহম্=আমি ; শরণম্= আশ্রয়রূপে ; প্রপদ্যে=গ্রহণ করছি॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে লাভ করার সার্বভৌম এবং সুগম উপায় হল এই যে, সর্বতোভাবে তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হওয়া। এইজন্য সাধকের মন দ্বারা নিম্নলিখিত ভাব চিন্তন করতে করতে পরমেশ্বরাভিমুখী হওয়া উচিত যে, যে পরমেশ্বর সর্বপ্রথম নিজ নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করেন, উৎপন্ন করে তাঁকে নিঃসন্দেহ সমস্ত বেদের জ্ঞান প্রদান করেন তথা যিনি নিজ স্বরূপজ্ঞান করানোর জন্য ভক্তহৃদয়ে তদনুরূপ বিশুদ্ধ বুদ্ধি প্রকট করেন (গীতা ১০।১০), মোক্ষাভিলাষী হয়ে আমি সেই সর্বশক্তিমান প্রসিদ্ধ দেব পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের শরণ নিচ্ছি। তিনি আমাকে সংসাররূপ বন্ধন থেকে মুক্ত করুন॥ ১৮ ॥

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ঁ্ শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরঁ্ সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥ ১৯ ॥

নিষ্কলম্=কলারহিত ; **নিষ্ক্রিয়ম্**=ক্রিয়ারহিত ; **শান্তম্**=সর্বতোভাবে শান্ত ; **নিরবদ্যম্**=নির্দোষ ; **নিরঞ্জনম্**=নির্মল ; **অমৃতস্য**=অমৃতের ; **পরম্**=পরম ; **সেতুম্**=সেতুরূপ ; (তথা) **দগ্ধেন্ধনম্**=দগ্ধ ইন্ধনযুক্ত ; **অনলম্ ইব**=অগ্নির ন্যায় (নির্মল জ্যোতিঃ স্বরূপ ওই পরমাত্মার আমি চিন্তন করি)॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মোপাসককে এইরূপ ভাবনা করতে হবে যে, যিনি (পূর্বোক্ত) ষোড়শকলারহিত অর্থাৎ সাংসারিক সম্বন্ধরহিত, সর্বতোভাবে ক্রিয়াশূন্য, পরম শান্ত এবং সর্বদোষশূন্য, যিনি অমৃতস্বরূপ মোক্ষের পরম সেতু অর্থাৎ যাঁর আশ্রয় নিয়ে মানুষ অত্যন্ত সহজে অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে পারে, যিনি কাষ্ঠের পার্থিবাংশ প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পর উত্তপ্ত প্রদীপ্ত অঙ্গারের ন্যায় সর্বথা নির্বিকার, নির্মল প্রকাশস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ পরম চেতন, সেই নির্বিশেষ নির্গুণ, নিরাকার পরমাত্মতত্ত্ব অবগতিহেতু আমি নিরন্তর তাঁরই চিন্তন করি॥ ১৯ ॥

সম্বন্ধ—*পূর্বে একথা বলা হয়েছে যে, 'সাংসারিক বন্ধন থেকে বিমুক্ত হতে হলে পরমাত্মতত্ত্বাবগতি বিনা অন্য কোনো উপায় নেই'—এই বক্তব্য আরও দৃঢ়ভাবে বলা হচ্ছে—*

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥ ২০ ॥

যদা=যখন ; **মানবাঃ**=মানবগণ ; **আকাশম্**=আকাশকে ; **চর্মবৎ**=চর্মের ন্যায় ; **বেষ্টয়িষ্যন্তি**=বেষ্টন করবে ; **তদা**=তখন ; **দেবম্**=ওই পরমদেব পরমাত্মাকে ; **অবিজ্ঞায়**=না জেনেও ; **দুঃখস্য**=দুঃখসমুদয়ের ; **অন্তঃ**=অন্ত ; **ভবিষ্যতি**=হবে॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—আকাশ মণ্ডলকে চর্মাবৃত করা মানবের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। নিখিল মানব একত্রিত হয়ে কর্মব্রতী হলেও ওই কার্য সিদ্ধ করা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বাবগতি বিনা সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করা, ভবসাগর পার হওয়াও জীবের পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য। অতএব, চিরমুক্তি লাভ করতে চাইলে, নিশ্চলানন্দানুভব করতে চাইলে, চঞ্চল চিত্তকে বিষয়রসরূপ বিষ থেকে অপসারণ করে একমাত্র জ্ঞেয় বস্তুকে জানার ইচ্ছায় দৃঢ়ভাবে ব্রতী হতে হবে॥ ২০ ॥

তপঃপ্রভাবাদ্ দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্॥ ২১ ॥

হ=একথা প্রসিদ্ধ যে ; **শ্বেতাশ্বতরঃ**=শ্বেতাশ্বতর নামক ঋষি ; **তপঃ প্রভাবাৎ**=তপের প্রভাবে ; **চ**=এবং ; **দেবপ্রসাদাৎ**=পরমদেব পরমেশ্বরের কৃপায় ; **ব্রহ্ম**=ব্রহ্মকে ; **বিদ্বান্**=জেনেছিলেন ; **অথ**=তথা ; (তিনি) **ঋষিসঙ্ঘজুষ্টম্**=ঋষিসমুদয়সেবিত ; **পরমম্**=পরম ; **পবিত্রম্**=পবিত্র (এই ব্রহ্মতত্ত্বের) ; **অত্যাশ্রমিভ্যঃ**=আশ্রমের অভিমানাতীত অধিকারিগণকে ; **সম্যক্**=পূর্ণরূপে ; **প্রোবাচ**=উপদেশ করেছিলেন॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—শ্বেতাশ্বতর ঋষি তপের প্রভাবে অর্থাৎ সর্ববিধ বিষয়জনিত সুখ পরিত্যাগ করে সংযমময় জীবনযাপনে রত থেকে নিরন্তর পরমাত্মচিন্তনে নিমগ্ন হয়ে পরমেশ্বরের অহৈতুকী দয়ায় তাঁকে অবগত হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ঋষিসমুদয়সেবিত পরম পবিত্র ব্রহ্মতত্ত্ব আশ্রমাভিমানশূন্য, দেহাত্মবুদ্ধিশূন্য প্রকৃত অধিকারিগণের নিকট উপদেশ করেছিলেন। এর দ্বারা

বোঝা যায় যে, দেহাভিমানশূন্য সাধকই একমাত্র পরব্রহ্ম পরমাত্মতত্ত্ব উপদেশ শ্রবণের অধিকারী॥ ২১ ॥

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥ ২২ ॥

[ইদম্]=এই ; পরমম্=পরম ; গুহ্যম্=গুহ্যজ্ঞান ; পুরাকল্পে=প্রাক্‌কল্পে ; বেদান্তে=বেদের অন্তিমভাগে উপনিষদে ; প্রচোদিতম্=উত্তমরূপে বর্ণিত হয়েছে ; অপ্রশান্তায়=যাঁর অন্তঃকরণ সর্বতোভাবে শান্ত হয়নি এরূপ মানবকে ; ন দাতব্যম্=এই উপদেশ দেওয়া উচিত নয় ; পুনঃ=তথা ; অপুত্রায়=যে নিজ পুত্র নয় ; বা=অথবা ; অশিষ্যায়=যে নিজ শিষ্য নয়, তাকে ; ন [দাতব্যম্]= দেওয়া উচিত নয়॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—প্রাক্‌কল্পেও এই রহস্যময় জ্ঞান বেদান্তে-উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় জ্ঞানের পরম্পরা কল্পকল্পান্তর থেকেই চলে আসছে। এই নিগূঢ় পরমাত্মতত্ত্ব উপদেশের পাত্রাপাত্র বিচার প্রসঙ্গে বলছেন—'যার অন্তঃকরণ বিষয়-বাসনা বিরহিত হয়নি, যে অপ্রশান্ত চিত্ত, এমন মানবকে পূর্বোক্ত রহস্য উপদেশ দেওয়া আদৌ উচিত নয়। শুধু তাই নয়, যে আত্মজ নয় অথবা শিষ্য নয় তাকেও ওই তত্ত্বোপদেশ দেওয়া অনুচিত। অর্থাৎ যে প্রশান্তচিত্ত, তাকে উপদেশ দেওয়া যায় অথবা আত্মজ বা শিষ্য হলে সেও অধিকারী কেননা তাদের প্রতি গুরুর শাসন করার ক্ষমতা বিদ্যমান। তাদের সুপাত্রে পরিণত করার দায়িত্ব পিতা বা গুরুর ওপর বর্তায়। সুতরাং প্রথম থেকেই কেউ অধিকারী হবে—এমন কোনো নিয়ম নেই'॥ ২২ ॥

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ২৩ ॥

যস্য=যার ; দেবে=পরমদেব পরমেশ্বরে ; পরা =পরম ; ভক্তিঃ=ভক্তি ; (তথা) যথা=তদনুরূপ ; দেবে=পরমেশ্বরে ; তথা=তদ্রূপ ; গুরৌ=গুরুদেবে (আছে) ; তস্য মহাত্মনঃ=সেই মহাপুরুষের হৃদয়ে ; হি=নিশ্চয়ই ; এতে=